বসুমতী শাস্ত্রগ্রন্থ

ছান্দোগ্য উপনিষদ্

সামবেদের—তাণ্ড্য শাখার—
ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অন্তর্গত

শিবাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মহাভাষ্য ও
ভাষ্যানুবাদ সহ

শ্রুতি-অনুবাদক—গ্রন্থ-সম্পাদক—
কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীনলিনীনাথ রায়

শাঙ্করভাষ্য-অনুবাদক—
পণ্ডিত শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ

বহু শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদক—সম্পাদক—প্রচারক—সুলভ সৎসাহিত্য-প্রচারব্রত
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী-বৈদ্যুতিক রোটারী যন্ত্রে
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

[পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ]

মূল্য ৪৲ চারি টাকা

পরিচয়

ছান্দোগ্য উপনিষৎ সামবেদোক্ত ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অন্তর্ভূত। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা সামবেদীয় কৌথুমীশাখার অন্তর্ভূত, কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় না।

"উপনিষীদতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মাত্মভাবোঽনয়া" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে উপনিষৎশব্দে ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থকে বুঝায়। এই গ্রন্থে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান লাভ হয়। "ছন্দঃ সামবেদং গায়তি ইতি ছন্দোগঃ সামবেদাধ্যায়ী বিপ্রাদিঃ" ছন্দোগ শব্দের অর্থ সামবেদ অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণাদিবর্ণ-ত্রয়, এই ছন্দোগদিগের মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক শাস্ত্রবিশেষকে ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলে।

সুগভীর ও আধ্যাত্মিক ভাবযুক্ত এই উপনিষৎখানি বিদ্বজ্জনগণের নিকট বিশেষরূপ সমাদৃত। ইহার ভাষা যেমন সরল, তেমনই শ্রুতিমধুর, ইহার সমাবেশের সুশৃঙ্খলতা, অনন্যসাধারণ উপদেশপরিপাট্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুমাত্রেরই চিত্তকে বিমুগ্ধ ও সমাকৃষ্ট করে। সর্ব্বসাধারণের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মুমুক্ষুদিগের একান্ত কাম্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় পর্য্যন্ত অতি সরলভাষায় সুনিপুণভাবে উপদিষ্ট হওয়ায় এই উপনিষৎ চতুরাশ্রমীর পক্ষেই বিশেষ উপযোগী।

উপনিষৎ-সমূহের মুখ্য উদ্দেশ্যই হইতেছে—সদুপদেশের দ্বারা বিষয়াসক্ত মানবদিগকে ব্রহ্মাভিমুখীন করা, ভোগ পরিণামবিরস, ত্যাগ আপাততঃ বিরস হইলেও পরিণামে যে সুখপ্রদ, ইহাই প্রতিপাদন করিয়া, মানবগণ যাহাতে ভোগবিমুখ হয়, তদুপযোগী উপদেশ দেওয়াই উপনিষদ্বিদ্যার উদ্দেশ্য। তবে ভোগবিমুখ হইতে হইলে যে, সকলকে সংসার ত্যাগ করিয়া একেবারে বনবাসীই হইতে হইবে, ইহাও উপনিষৎ বলেন নাই, গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও অনাসক্ত-ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও মোক্ষলাভ করা যায়, ইহাই বলিয়াছেন। জ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা কর্ম্ম হীন হইলেও কর্ম্মের হীনতা প্রচার করিয়া কর্ম্মাসক্ত মানবগণকে কর্ম্মে বিমুখ করিবার কোন প্রয়াসও করেন নাই; পরন্তু বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই যে ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করা যায়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কি ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, এ সমস্ত বিষয়ের উপদেশ ও

...বে উপনিষৎ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমপুরুষ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"

কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করা কর্ত্তব্য নহে, অর্থাৎ কর্ম্মসকল নিষ্ফল ইত্যাদি বলিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মবিমুখ করা উচিত নহে। বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বয়ং অবহিতভাবে কর্ম্মাচরণ করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন, অর্থাৎ কি ভাবে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, নিজে করিয়া তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। এই জন্যই উপনিষৎ প্রথমেই কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথ বিদ্যাকে অবলম্বন করিয়া উপাসনাবিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে—যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা বেদবিহিত হওয়াই কর্ত্তব্য, কারণ, বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই অভীষ্ট লোক প্রদানে সমর্থ হয়। তবে কর্ম্মফল যতই আনন্দপ্রদ হ... কেন, যতই দীর্ঘকালস্থায়ী হউক না কেন, ঐ আনন্দ চিরস্থায়ী হয় না, ভোগ ...শেষ হইলেই কর্ম্মীর পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে, শ্রীভগবান্ই বলিয়াছেন—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"

সেই কর্ম্মিগণ দীর্ঘকাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ বা প্রত্যাবর্ত্তন করে; সুতরাং ক্ষয়িষ্ণু কর্ম্মফল আপাত-মনোহর হইলেও পরিণামে দুঃখপ্রদই হয়, কাজেই কোন বিবেকী ব্যক্তিই উক্তরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে সন্তোষলাভ করিতে পারেন না, যাহার অনুষ্ঠানে চিত্ত ক্রমশঃ ব্রহ্মাভি-মুখীন হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাই একমাত্র অনুষ্ঠেয়। সে অনুষ্ঠান জ্ঞানের অনুশীলন। অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে "জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং, তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণমস্তু স্বাহা, মাং মদীয়ং সকলং নারায়ণায় সমর্পয়ামি স্বাহা" এই ভাবে ভাবিত হইয়া সমস্ত কর্ম্মফল ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞানোদ্রেক হয়; এই নিমিত্তই ছান্দোগ্য উপনিষৎ স্বভাবতই কর্ম্মাসক্ত মানবগণকে ব্রহ্মাভিমুখ করিবার উদ্দেশে প্রথমেই কর্ম্মাঙ্গভূত উদ্গীথ উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

মানবগণ সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ

হয়, তদ্ব্যতীত মুক্তিলাভের দ্বিতীয় পথ বা উপায় নাই। এই জন্যই কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োজন; একেবারেই জ্ঞানানুশীলন অতীব দুরূহ ব্যাপার, কর্ম্ম ব্যতীত চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন কষ্টসাধ্য, অতএব কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়েরই অনুশীলন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং স হ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥"

যিনি বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (কর্ম্ম) উভয়কেই জানেন অর্থাৎ উভয়েরই অনুশীলন করেন, তিনি অবিদ্যা বা কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারা অমৃত বা মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন।

এই গ্রন্থে প্রথমতঃ উদ্গীথের প্রথমাক্ষর 'ওঙ্কার'কে অবলম্বন করিয়া উপাসনার বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে। পরে 'হিঙ্কার' 'প্রস্তাব' 'গায়ত্রী' 'প্রাণ' ইত্যাদি উপাসনাবিধি বর্ণিত হইয়াছে। এই উপাসনাবিধানের উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে—কর্ম্মাঙ্গভূত উপাসনার ফলে চিত্তের চাঞ্চল্য দূর হয় ও চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তাহার ফলে উপাস্যের প্রতি অখণ্ড মনোনিবেশ করিবার সামর্থ্যও লাভ হয়। এই অবস্থায় ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইলে তাহা আয়ত্ত করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, অল্প চেষ্টাতেই উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। এই জন্যই উপনিষদ্ প্রথম হইতে পঞ্চম প্রপাঠক পর্য্যন্ত উপাসনাবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া ষষ্ঠ প্রপাঠক হইতে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। এই উপনিষদের সন্নিবেশ-পরিপাট্য, উপদেশের মহার্হতা ও আখ্যায়িকাসমূহের বর্ণনামাধুর্য্য ইহাকে অতিমহান্ গৌরবের আসনে স্থান প্রদান করিয়াছে। এ স্থানে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, শাঙ্করভাষ্যের ন্যায় অমূল্য ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাষ্যগ্রন্থের সাহায্য ব্যতীত ইহার অধ্যাত্মতত্ত্বের রহস্যোদ্ঘাটন একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌কেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া ও ইহার "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "তৎ ত্বমসি" "স আত্মা" "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইত্যাদি অনবদ্য ও অমূল্য প্রমাণের বলেই পূজ্যপাদ শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাঙ্করভাষ্যসহ এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে ইহার কোন রহস্যই জটিল বলিয়া মনে হয় না, সমস্তই সুখবোধ্য হয়। বিশেষতঃ ইহার মূল ও ভাষ্যের যে অনুবাদ প্রদত্ত হইল, তাহার সাহায্যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও অনায়াসেই ইহার মর্ম্মার্থ

ব্রহ্মবিদ্যার নিগূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। ভাষ্যের অনুবাদকে যথাসম্ভব সরল ও সহজবোধ্য করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ভাষ্যানুবাদবিষয়ে আমরা "সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ" এইরূপ লিখিলেও অধিকাংশ স্থলেই সম্পূর্ণভাষ্যেরই অনুবাদ করিয়াছি, খুব অল্পসংখ্যক ভাষ্যেরই অনুবাদ যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে মাত্র। যে যে স্থানে ব্যাকরণবিষয়ক কোনরূপ প্রস্তাব আছে, বা মূলের সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল সেইরূপ স্থলেই অনুবাদ সংক্ষেপ করা হইয়াছে। অনুবাদ কোন স্থানে আক্ষরিক করা হইয়াছে, আবার যে স্থানে ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ করিলে বক্তব্য বিষয় বেশ পরিস্ফুট হইবে না বলিয়া মনে হইয়াছে, সেরূপ স্থানে মূল ও ভাষ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ভাষ্যানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে আবার আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াও ( ) এই বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে ভাবানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের এরূপ করিবার কারণ, সর্ব্বসাধারণেই যাহাতে উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় অনায়াসেই বা অল্পায়াসেই বুঝিতে সমর্থ হন ও বুঝিয়া [illegible] অনুরূপ আচরণ করিয়া আত্মোন্নতিসাধনে প্রযত্নপর হন। এই গ্রন্থখানি যথা[illegible] সম্ভব বিশুদ্ধ ও সুখবোধ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তবে মনুষ্যমাত্রই ভ্রমাধীন, অসর্ব্বজ্ঞ, ভ্রম-প্রমাদ মনুষ্যের পদে পদেই হওয়া সম্ভব, আমরাও স্বল্পজ্ঞানী মনুষ্যমাত্র, সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজীও একেবারে ভ্রম-প্রমাদশূন্য নহে; কোন সুপ্রাচীন টীকাকার বলিয়াছেন—"মর্ত্ত্যৈরসর্ব্ববিদুরৈর্ব্বিহিতে ক নাম গ্রন্থেঽস্তি দোষবিরহঃ সুচিরন্তনেঽপি?" অসর্ব্বজ্ঞ মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রণীত অতি সুপ্রাচীনও এমন কোন্ গ্রন্থ আছে, যাহা একেবারে দোষলেশবিবর্জ্জিত? সুতরাং আমাদিগের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাবধানতাসত্ত্বেও ইহাতে দোষ ত্রুটি থাকা অসম্ভব নহে, তবে আমাদিগের একমাত্র আশা—

"হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ"

"সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ।
মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধু ইচ্ছন্তি ষট্পদাঃ॥"

আমাদিগের কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই অনুবাদ পাঠ করিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ যদি কিঞ্চিন্মাত্রও আনন্দানুভব করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের সকল শ্রম সফল মনে করিব—

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"

পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত এই গ্রন্থের প্রত্যেক প্রপাঠকের প্রত্যেক খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

প্রথম প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—উদ্‌গীথ উপাসনার বিধি, উদ্‌গীথের স্বরূপ ও প্রণবের প্রশংসা।

দ্বিতীয় খণ্ডে—উদ্‌গীথের আধ্যাত্মিকত্বপ্রদর্শন, দেবাসুরসংগ্রামবর্ণনা, দেব ও অসুরশব্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, দেবগণ কর্তৃক নাসিকাদি প্রাণসমূহকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনাকরণ, অসুরগণ কর্তৃক তাহাদের পাপবিদ্ধ হওয়া ও তজ্জন্য সেই প্রাণসমূহের দুর্গতি ভোগ। অনন্তর দেবগণ কর্তৃক মুখ্য প্রাণকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনাকরণ, মুখ্য প্রাণ কর্তৃক অসুরগণের পরাজয় ও মুখ্য প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন। অঙ্গিরা বৃহস্পতি ইত্যাদি ঋষিগণ কর্তৃক মুখ্য প্রাণকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনাকরণ, উদ্‌গীথ উপাসনার ফল।

তৃতীয় খণ্ডে—উদ্‌গীথের আধিদৈবিকত্ব প্রদর্শন। উদ্‌গীথ মনে করিয়া সূর্য্য ব্যান বায়ু ইত্যাদির উপাসনার কর্ত্তব্যতা, ব্যান বায়ুর কার্য্যনির্দ্দেশ, উদ্‌গীথ এই শব্দের প্রত্যেক অক্ষরের অর্থপ্রদর্শন ও ঐ অর্থানুযায়ী উপাসনার ফল প্রদর্শন। কর্ম্মফলের উৎকর্ষসাধনা উপাসনা, সোমযাগের অঙ্গস্বরূপ মন্ত্র ও ছন্দঃ প্রভৃতি বিষয়ে দৈবতচিন্তার উপদেশ।

চতুর্থ খণ্ডে—ওঙ্কারোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ, মৃত্যুভয়ে ভীত দেবগণ কর্তৃক বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাতেও মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে না পারায় ওঙ্কারের উপাসনা দ্বারা উক্ত ভয় হইতে অব্যাহতি লাভ। মন্ত্রসমূহের ছন্দ নাম হইবার কারণ প্রদর্শন। ওঙ্কারোপাসনার ফল প্রদর্শন।

পঞ্চম খণ্ডে—প্রকারান্তরে উদ্‌গীথোপাসনানির্দ্দেশ। কৌষীতকী ঋষি ও তাঁহার পুত্রের কথোপকথন, প্রণব ও উদ্‌গীথের একত্বনির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

ষষ্ঠ খণ্ডে—প্রকারান্তরে উদ্‌গীথোপাসনার বিবরণ, পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতসমূহের ঋগ্‌বেদাদিস্বরূপত্বকথন, ঐরূপ উক্তির হেতুনির্দ্দেশ। চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রাদিতে সামবেদাদি চিন্তার উপদেশ, আদিত্যের শুক্ল ও কৃষ্ণ আভার সামত্বকথন। আধিদৈবিক উপাসনার ফল।

সপ্তম খণ্ডে—আধ্যাত্মিক উপাসনা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বাক্, মুখ্যপ্রাণ, চক্ষুঃ, ছায়াত্মা ইত্যাদিতে ঋক্ সামাদি দৃষ্টিতে চিন্তা করার উপদেশ, ঈশ্বরোপাসকগণের ধনবান্ হওয়ার বিবরণ, উপাসনার ফলকীর্ত্তন।

অষ্টম খণ্ডে—অন্য ভাবে উদ্‌গীথোপাসনাপ্রসঙ্গে উদ্‌গীথাভিজ্ঞ শিলক, চৈকিতায়ন ও প্রবাহণ এই তিন জনের উদ্‌গীথবিদ্যাবিষয়ে আলোচনা, শিলক কর্ত্তৃক চৈকিতায়নকে সামাদির গতিবিষয়ক প্রশ্ন ও চৈকিতায়ন কর্ত্তৃক তাহার উত্তর প্রদান। চৈকিতায়ন কর্ত্তৃক শিলককে সামাদির প্রতিষ্ঠাবিষয়ে প্রশ্ন, শিলক কর্ত্তৃক তাহার উত্তর প্রদান।

নবম খণ্ডে—শিলক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রবাহণের পৃথিবী প্রভৃতি লোকের আশ্রয়বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে আকাশাখ্য ব্রহ্মের সর্ব্বলোকাশ্রয়ত্বনির্দ্দেশ। পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণসম্পন্ন পরমাত্মস্বরূপ উদ্‌গীথোপাসনার ফলনির্দ্দেশ। শৌনক অতিধন্বনামক ঋষি কর্ত্তৃক উদরশাণ্ডিল্য নামক শিষ্যকে উপদেশদানের প্রসঙ্গ।

দশম খণ্ডে—উষস্তি নামক ব্রাহ্মণ ও তাঁহার বালিকা স্ত্রীর আখ্যায়িকা, বজ্রাঘাতে কুরুদেশ দগ্ধ ও তজ্জন্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় ক্ষুধার্ত্ত ঐ ব্রাহ্মণের স্ত্রী সমভিব্যাহারে ইভ্যগ্রামে গমন ও সেস্থানে কোন হস্তিপালকের (অর্থাৎ মাহুত) উচ্ছিষ্ট পর্য্যুষিত মাষকলায় সিদ্ধ ভক্ষণ, তাহার উচ্ছিষ্ট জল পান করিতে অস্বীকৃতি, সমীপস্থ রাজার যজ্ঞভূমিতে গমন, সেই যজ্ঞস্থলে প্রস্তোতা (প্রস্তাবপাঠক), উদ্‌গাতা (উদ্‌গীথপাঠক) ও প্রতিহর্ত্তার (প্রতিহারপাঠক) প্রতি প্রশ্ন, প্রস্তোতা প্রভৃতির উত্তরদানে অক্ষমতা ও তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান।

একাদশ খণ্ডে—উক্ত রাজার সহিত উষস্তির কথোপকথন ও রাজা কর্ত্তৃক ঋত্বিক্ পদে বরণ, উষস্তি প্রস্তোতা প্রভৃতিকে যে প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তর পান নাই, সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান; প্রস্তাব, উদ্‌গীথ ও প্রতিহারের অনুগত দেবতাকে না জানিয়া প্রস্তাবাদি পাঠ করিলে তাহার অনিষ্টকর ফল প্রদর্শন।

দ্বাদশ খণ্ডে—শৌব উদ্‌গীথ অর্থাৎ কুক্কুররূপধারী ঋষিগণ কর্ত্তৃক উদ্‌গীথ গান, বক ও গ্লাব নামে দুই জন ঋষি উদ্‌গীথ অধ্যয়নের নিমিত্ত নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া সাম গান করিলে, তাঁহাদের সামগানে সন্তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত কোন ঋষি শ্বেতবর্ণ কুক্কুরের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, ও আরও কয়েক জন ঋষি ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুক্কুররূপ ধারণ করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে সমবেত হইয়া অন্নলাভের নিমিত্ত 'হিং'কার গান করিয়াছিলেন, বক ও গ্লাব কর্ত্তৃক সেই হিঙ্কার গান শ্রবণ।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—রথন্তর নামক সামে প্রসিদ্ধ 'হাউকার' 'হাইকার' ইত্যাদি

স্তোভনামক সামের উপাসনাবিধি বর্ণনা, পৃথিবী, বায়ু, চন্দ্র, হাউকার, হাইকার, অথকার ইত্যাদি স্তোভাক্ষরসমূহের বিন্যাস বা আরোপ পূর্ব্বক উপাসনা, উক্তপ্রকার উপাসনার ফলনির্দ্দেশ।

দ্বিতীয় প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—সমস্ত সামের উপাসনার সাধুত্বনির্দ্দেশ, সাম ও অসাম শব্দের ব্যবহারিক অর্থ, সামের সাধুতা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া উপাসনার ফল।

দ্বিতীয় খণ্ডে—পৃথিব্যাদি লোকদৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি পঞ্চবিধ সামের উপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। দ্যুলোকাদিতে হিঙ্কারাদি পঞ্চবিধ সামের উপাসনার কর্ত্তব্যতা-নির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

তৃতীয় খণ্ডে—বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা, পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ুতে হিঙ্কার, মেঘে প্রস্তাব ইত্যাদি দৃষ্টিতে সামোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। পঞ্চবিধ সা[illegible]ক্তির নাম। উক্ত উপাসনার ফল।

চ[illegible] খণ্ডে—সর্ব্ববিধ জলে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা, মেঘাদিতে হিঙ্কারাদি দৃষ্ট করিবার উপদেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

পঞ্চম খণ্ডে—বসন্তাদি পঞ্চ ঋতুদৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি পঞ্চবিধ সামোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

ষষ্ঠ খণ্ডে—ছাগ-মেষাদি পশুদৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি পঞ্চবিধ সামোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

সপ্তম খণ্ডে—পঞ্চবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণ ও বাগাদি ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতে পরোবরীয়-স্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট হিঙ্কারাদি পঞ্চবিধ সামোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

অষ্টম খণ্ডে—সপ্তবিধ সামের উপাসনা, বাগ্‌দৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি সপ্তবিধ সামো-পাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

নবম খণ্ডে—আদিত্যদৃষ্টিতে সপ্তবিধ সামের উপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ, আদিত্যে সামবুদ্ধি স্থাপনের হেতুপ্রদর্শন। উক্ত উপাসনার ফল।

দশম খণ্ডে—সপ্তবিধ সামের মধ্যে মৃত্যুভয়নিবারক পরস্পর সমানাক্ষর-বিশিষ্ট হিঙ্কারাদি সপ্তবিধ সামোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

একাদশ খণ্ডে—নামোল্লেখ পূর্ব্বক সপ্তবিধ সামের উপাসনা, মন, বাক্ ইত্যাদি দৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি সপ্তবিধ সামোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

দ্বাদশ খণ্ডে—অগ্নিমন্থনাদিতে ষড়্‌বিধ সামের উপাসনা, যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বালনের নিমিত্ত কাষ্ঠঘর্ষণাদিবিষয়ে হিঙ্কারাদি ষড়্‌বিধ সামোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—স্ত্রী-পুরুষসংযোগবিষয়ে ষড়্‌বিধ সামের উপাসনা, স্ত্রী-পুরুষে পরস্পর সঙ্গত হইবার বাসনায় পুরুষ কর্ত্তৃক সঙ্কেতাদিবিষয়ে হিঙ্কারাদি ষড়্‌বিধ সামোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

চতুর্দ্দশ খণ্ডে—উদীয়মান সূর্য্য, উদিত সূর্য্য ইত্যাদি দৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি সামোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

পঞ্চদশ খণ্ডে—সজলমেঘের বিভিন্ন অবস্থায় হিঙ্কারাদি সামোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

ষোড়শ খণ্ডে—প্রকারান্তরে বসন্তাদি পঞ্চ ঋতুতে হিঙ্কারাদি সামোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

সপ্তদশ খণ্ডে—প্রকারান্তরে পৃথিবী অন্তরীক্ষ ইত্যাদি দৃষ্টিতে হিঙ্কারা[illegible] সামোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

অষ্টাদশ খণ্ডে—প্রকারান্তরে ছাগ-মেষাদি পশুদৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি সামোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

একোনবিংশ খণ্ডে—যজ্ঞাযজ্ঞীয় উপাসনাবিষয়ে লোম ত্বক্ ইত্যাদি দৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি সামোপনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

বিংশ খণ্ডে—রাজনাখ্য সামবিষয়ে অগ্নি বায়ু ইত্যাদি দৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি সামোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

একবিংশ খণ্ডে—ত্রয়ীবিদ্যা (বেদবিদ্যা) ইত্যাদি দৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি সামোপাসনার কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

দ্বাবিংশ খণ্ডে—সামোপাসনাপ্রসঙ্গে উদ্গাতার সঙ্গীতবিদ্যাবিষয়ে উপদেশ; স্বরভেদানুসারে বিশেষ বিশেষ দেবতাবিষয়ে ঐ সমস্ত সামের প্রয়োগবিষয়ে উপদেশ; দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ ও পশুগণের নিমিত্ত সামগান করার উপদেশ; স্বরবর্ণ, উষ্মবর্ণ ও স্পর্শবর্ণবিষয়ক উপদেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

ত্রয়োবিংশ খণ্ডে—যজ্ঞ অধ্যয়ন দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এই তিন প্রকার ধর্ম্মস্কন্ধনিরূপণ; অমৃতত্ব লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন, তাহার নিরূপণ। প্রজাপতির লোকাদিবিষয়ে তপস্যা ও তাহার ফলে ত্রয়ীবিদ্যা এবং ব্যাহৃতি প্রভৃতির আবির্ভাব বর্ণন।

চতুর্বিংশ খণ্ডে—যজ্ঞীয় প্রাতঃসবনাদির দেবতানির্দ্দেশ। সামোপাসনা-প্রসঙ্গে ওঙ্কারের অভিনন্দন, যজ্ঞাঙ্গভূত সাম হোমমন্ত্র ও উত্থানের উপদেশ, উক্তবিষয়ে যজমানের জ্ঞানের আবশ্যকতানির্দ্দেশ, অনুষ্ঠানের ক্রম ও তাহার ফল।

তৃতীয় প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—আদিত্যের উপাসনা-প্রসঙ্গে মধুবিদ্যাবিষয়ক উপদেশ, আদিত্যকে দেবমধুরূপে ও দ্যুলোক প্রভৃতিকে মধুচক্রের আধারাদিরূপে কল্পনা করার উপদেশ, আদিত্যরূপ দেবমধুর পূর্ব্বদিকস্থ রশ্মিসমূহ মধু-নাড়ী; ঋক্‌মন্ত্রসমূহ মধুকর ইত্যাদি কথন; আদিত্যমণ্ডলস্থ লোহিত-বর্ণোৎপত্তির কারণনির্দ্দেশ।

দ্বিতীয় খণ্ডে—আদিত্যরূপ দেবমধুর দক্ষিণদিকে অবস্থিত রশ্মিসমূহ দক্ষিণদিকস্থ মধুবহা নাড়ী, যজুর্মন্ত্রসমূহ মধুকর, যজুর্ব্বেদ পুষ্প ইত্যাদি কল্পনা [illegible] উপদেশ, আদিত্যমণ্ডলস্থ শুক্লবর্ণের স্বরূপনির্দ্দেশ।

তৃতীয় খণ্ডে—আদিত্যরূপ দেবমধুর পশ্চিমদিকে অবস্থিত রশ্মিসমূহ পশ্চিমদিক্‌স্থিত মধুবহা নাড়ী, সামমন্ত্রসমূহ মধুকর, সামবেদ পুষ্প ইত্যাদি কল্পনা করার উপদেশ, আদিত্যমণ্ডলস্থ কৃষ্ণবর্ণের স্বরূপনির্দ্দেশ।

চতুর্থ খণ্ডে—আদিত্যরূপ দেবমধুর উত্তরদিকে অবস্থিত রশ্মিসমূহ উত্তর-দিক্‌স্থিত মধুবহা নাড়ী, অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ মধুকর, ইতিহাস ও পুরাণসমূহ পুষ্প ইত্যাদি কল্পনা করার উপদেশ, আদিত্যমণ্ডলস্থ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের স্বরূপনির্দ্দেশ।

পঞ্চম খণ্ডে—আদিত্যরূপ দেবমধুর ঊর্দ্ধদেশস্থ রশ্মিসমূহ ঊর্দ্ধদেশস্থ মধুবহা নাড়ী, গুহ্য উপদেশসমূহ মধুকর, প্রণবই পুষ্প ইত্যাদি কল্পনা করার উপদেশ, আদিত্যমণ্ডলে যে চাঞ্চল্য ভাব অনুমিত হয় তাহার স্বরূপ-নির্দ্দেশ। আদিত্যমণ্ডলস্থ লোহিতাদি বর্ণসমূহের অমৃত-স্বরূপত্ব বর্ণনা।

ষষ্ঠ খণ্ডে—অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা প্রাতঃসবনাধিপতি বসুগণ সূর্য্যমণ্ডলস্থ লোহিত-বর্ণস্বরূপ প্রথম অমৃত উপভোগ করেন, এবং দেবগণ পান ভোজন কিছুই করেন না, কেবল অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন, সাধারণ ভাষায় যাহাকে 'দৃষ্টিভোগ' বলা যায়, এই সমস্ত বিষয় ও এই প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ। উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ও উপাসকের স্বারাজ্যলাভোক্তি।

সপ্তম খণ্ডে—রুদ্রগণ ইন্দ্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সূর্য্যমণ্ডলস্থ শুক্লবর্ণস্বরূপ দ্বিতীয় অমৃত উপভোগ করেন, প্রকৃতপক্ষে দেবগণ পান ভোজন কিছুই

করেন না, কেবল অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির রুদ্রমধ্যে গণনীয়তা ও এই উপাসকের স্বারাজ্যলাভোক্তি।

অষ্টম খণ্ডে—আদিত্যগণ বরুণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সূর্য্যমণ্ডলস্থ কৃষ্ণবর্ণ-স্বরূপ তৃতীয় অমৃত উপভোগ করেন, প্রকৃতপক্ষে দেবগণ পান ভোজন কিছুই করেন না, কেবল অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির আদিত্যমধ্যে গণনীয়তা ও এই উপাসকের স্বারাজ্যলাভোক্তি।

নবম খণ্ডে—মরুদ্‌গণ সোমকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সূর্য্যমণ্ডলস্থ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ-স্বরূপ চতুর্থ অমৃত উপভোগ করেন, প্রকৃত পক্ষে দেবগণ পান ভোজন কিছুই করেন না, কেবল অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মরুদ্‌গণমধ্যে গণনীয়তা ও এই উপাসকের স্বারাজ্যলাভোক্তি।

দশম খণ্ডে—সাধ্য নামক দেবযোনিবিশেষসমূহ ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সূর্য্যমণ্ডলস্থ পঞ্চম অমৃত উপভোগ করেন, প্রকৃতপক্ষে দেবগণ পান ভোজন করেন না, কেবল অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাধ্যগণের মধ্যে গণনীয়তা ও এই উপাসকের স্বারাজ্যলাভোক্তি।

একাদশ খণ্ডে—জীবগণের কর্ম্মফলভোগ সমাপ্ত হইলে সূর্য্যদেব ঐ সমস্ত জীবগণকে আপনাতেই সমাহৃত করিয়া একাকীই আকাশের মধ্যস্থলে অবস্থান করিবেন, পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিদিন উদিতও হইবেন না, অস্তমিতও হইবেন না ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা। এই মধুবিদ্যা জ্ঞানের ফল ও এই বিদ্যাদানের উপযুক্ত পাত্রনিরূপণ।

দ্বাদশ খণ্ডে—গায়ত্রীরূপ ব্রহ্মের উপাসনা, গায়ত্রীর সর্ব্বাত্মকতা, এই দেহের গায়ত্রীস্বরূপত্ব, গায়ত্রীর চতুষ্পাদত্ব ও ষড়্‌বিধত্ব ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা। ব্রহ্মের একাংশে সমস্ত জগতের অবস্থিতি ও অপর তিন অংশের স্বপ্রকাশত্বাদি বিষয়ের উক্তি।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—গায়ত্রী ব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্ত দ্বারপালাদি বিষয়ের বর্ণনা, ব্রহ্মের অধিষ্ঠানভূত হৃদয়ে পাঁচটি ছিদ্র ও সেই সমস্ত ছিদ্রে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর অবস্থিতি ও এই বিষয়ে অভিজ্ঞ উপাসকের ফল। প্রাণাদি পাঁচটিকে স্বর্গের দ্বারপালস্বরূপ মনে করিয়া উপাসনা করার ফল।

স্বরূপে অবস্থিত ত্রিপাদ ব্রহ্মের সর্ব্বলোকাতীতত্ব, হৃদয়ে অধিষ্ঠান ও এই বিষয়ে জ্ঞানী উপাসকের ফল।

চতুর্দ্দশ খণ্ডে—একমাত্র ব্রহ্মকেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ জ্ঞান করিয়া শান্তভাবে তাঁহার উপাসনার কর্ত্তব্যতোপদেশ। জীবের ক্রতুময়ত্ব (সঙ্কল্পবিশিষ্টতা) ও তাহার পরিণাম কথন। মনোময় প্রাণ-শরীরাদিরূপে ব্রহ্মের সগুণত্বোক্তি। হৃৎপদ্মে অবস্থিত সগুণ ব্রহ্মের অনন্তপরিমাণত্ব কথন। কিরূপ ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ বিষয়ে শাণ্ডিল্য ঋষির মতপ্রদর্শন।

পঞ্চদশ খণ্ডে—ভুবনকোশের স্বরূপনির্দ্দেশ, পুত্রের দীর্ঘায়ু লাভের নিমিত্ত ভুবনকোশের পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহকে যজ্ঞপাত্রাদিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনার উপদেশ।

ষোড়শ খণ্ডে—পুরুষের যজ্ঞরূপতা, পুরুষের আয়ুকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগকে প্রাতঃসবনাদিরূপে চিন্তা করার উপদেশ, ঐরূপ চিন্তা করার হেতু বা যুক্তিপ্রদর্শন। ঐরূপে উপাসনাকারী ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাহা প্রশমিত করিবার মন্ত্র ও মন্ত্রজপের ফলনির্দ্দেশ। এ বিষয়ে ঐতরেয় মহীদাসের বিবরণ।

সপ্তদশ খণ্ডে—জন্ম গ্রহণ করার পর হইতেই যে জীবের পান-ভোজনাদিতে আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞপুরুষের (জীবের) দীক্ষাদিরূপে চিন্তা করার উপদেশ। ঐ পুরুষের ভোজন পান হাস্যাদির সহিত উপসদ্‌গণ ও সামাংশ-বিশেষের সাদৃশ্য প্রদর্শন। অঙ্গিরাবংশীয় ঘোর নামক ঋষি কর্ত্তৃক দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে এই বিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান ও দুইটি মন্ত্রের উল্লেখ।

অষ্টাদশ খণ্ডে—অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতভেদে মন ও আকাশে ব্রহ্মজ্ঞান করার উপদেশ; অধ্যাত্ম উপাসনায় চতুষ্পাদ ব্রহ্মের বাগাদিপাদনির্দ্দেশ ও অধিদৈবত উপাসনায় চতুষ্পাদ ব্রহ্মের অগ্নি প্রভৃতি পাদচতুষ্টয়নির্দ্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

একোনবিংশ খণ্ডে—পূর্ব্বে যে আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশ করা হইয়াছিল, তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা; সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের অবস্থা ও ক্রমশঃ জগতের অভি-ব্যক্তিপ্রকারের বর্ণনা। স্বর্গ, পৃথিবী, পর্ব্বত, নদী ইত্যাদির সৃষ্টিবর্ণনা। আদিত্যে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপনা করিয়া উপাসনার ফল।

চতুর্থ প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—পৌত্রায়ণ রাজা জানশ্রুতির উপাখ্যান, তাঁহার দানশীলতা, অতিথিবাৎসল্য ইত্যাদি কথন, হংসবিশেষের মুখে নিজের বিষয়ে কোন

অবজ্ঞাসূচক বাক্য শ্রবণে জানশ্রুতির রৈক নামক ব্যক্তিবিশেষের দর্শনাকাঙ্ক্ষা ও তাঁহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত সারথিকে আদেশ প্রদান, সারথি কর্ত্তৃক তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন।

দ্বিতীয় খণ্ডে—গো, স্বর্ণহার, রথ ইত্যাদি লইয়া জানশ্রুতির রৈকের নিকট গমন ও তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণের প্রার্থনা, রৈক কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান ও পুনরায় অধিক পরিমাণে গো প্রভৃতি ও নিজ কন্যাকে লইয়া গমন, রৈকের ঐ সমস্ত গ্রহণ ও জানশ্রুতিকে উপদেশ প্রদান।

তৃতীয় খণ্ডে—সংবর্গবিদ্যা কথন ও সেই প্রসঙ্গে বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসনার কর্ত্তব্যতোপদেশ, শৌনক, অভিপ্রতারী ও ভিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীর কথোপকথন, উক্ত ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষাপ্রদান ও সর্ব্বোপলব্ধিরূপ বিদ্যার ফল-নির্দ্দেশ।

চতুর্থ খণ্ডে—সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান, মাতার নিকট সত্যকামের নিজ গোত্রাদি বিষয়ে প্রশ্ন, মাতার উত্তর-প্রদানে অসামর্থ্য, সত্যকামের গৌতমের নিকট গমন ও নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন, গৌতম কর্ত্তৃক জাবালের উপনয়নদান ও গোচারণার্থ আদেশ, সত্যকামের সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত গোরক্ষণের বিবরণ।

পঞ্চম খণ্ডে—বৃষ ও সত্যকামের কথোপকথন, সত্যকামের সেবায় সন্তুষ্ট বাতাধিষ্ঠিত বৃষ কর্ত্তৃক সত্যকামকে ব্রহ্মের প্রথম পাদ সম্বন্ধে উপদেশ দান। উক্ত বিদ্যার ফল।

ষষ্ঠ খণ্ডে—গো-সমূহকে লইয়া সত্যকামের গুরু-গৃহাভিমুখে গমন ও পথি-মধ্যে অগ্নি কর্ত্তৃক সত্যকামকে ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ সম্বন্ধে উপদেশ দান। উক্ত বিদ্যার ফল।

সপ্তম খণ্ডে—হংস কর্ত্তৃক ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ সম্বন্ধে উপদেশ দান। উক্ত বিদ্যার ফল।

অষ্টম খণ্ডে—মদ্গু (পানকৌড়ি) কর্ত্তৃক সত্যকামকে ব্রহ্মের চতুর্থপাদ সম্বন্ধে উপদেশ দান। উক্ত বিদ্যার ফল।

নবম খণ্ডে—গুরুগৃহে সত্যকামের উপস্থিতি ও গুরুর সহিত কথোপকথন। গুরু কর্ত্তৃক সত্যকামকে সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান।

দশম খণ্ডে—সত্যকামের নিকট উপকোশলের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস ও দীর্ঘকাল ধরিয়া অগ্নির পরিচর্য্যাকরণ। অন্যান্য শিষ্যগণকে সত্যকাম সমাবর্ত্তনের অনুমতি দিলেও উপকোশলকে অনুমতি দান না করা। উপকোশলের

মনোদুঃখে উপবাস, আচার্য্যপত্নী কর্ত্তৃক সান্ত্বনা প্রদান, উপকোশলের সেবায় সন্তুষ্ট গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় কর্ত্তৃক ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান।

একাদশ খণ্ডে—গার্হপত্য অগ্নি কর্ত্তৃক পৃথক্ ভাবে পুনরায় উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান, আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের সহিত নিজের অভিন্নতা-কীর্ত্তন, গার্হপত্য অগ্নির উপাসনার ফল।

দ্বাদশ খণ্ডে—অন্বাহার্য্যপচনাগ্নি বা দক্ষিণাগ্নি কর্ত্তৃক পৃথক্ ভাবে পুনরায় উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান, চন্দ্রমণ্ডলস্থ পুরুষের সহিত নিজের অভিন্নতাকীর্ত্তন, দক্ষিণাগ্নির উপাসনার ফল।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—আহবনীয় অগ্নি কর্ত্তৃক পৃথক্ ভাবে পুনরায় উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান, বিদ্যুতের মধ্যবর্ত্তী পুরুষের সহিত নিজের অভিন্নতা কীর্ত্তন, আহবনীয় অগ্নির উপাসনার ফল।

চতুর্দ্দশ [illegible]—আচার্য্যের সহিত উপকোশলের কথোপকথন ও আচার্য্য কর্ত্তৃক ব্র[illegible]ার উপদেশ দানের স্বীকৃতি।

পঞ্চদশ খণ্ডে—আচার্য্য কর্ত্তৃক উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যা দানপ্রসঙ্গে অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষের আত্মত্বোপদেশ, অক্ষিপুরুষের মাহাত্ম্যবর্ণনা, অক্ষিপুরুষের মাহাত্ম্য-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির ফল।

ষোড়শ খণ্ডে—বায়ুর যজ্ঞত্ব ও তাহার মার্গদ্বয়নির্দ্দেশ, মার্গদ্বয়ের শুদ্ধি-সম্পাদন, উক্ত যজ্ঞের ফল।

সপ্তদশ খণ্ডে—ব্যাহৃতির উপাসনার নিমিত্ত ব্যাহৃতিনিরূপণ, প্রজাপতি ব্রহ্মার তপস্যাচরণ ও তাহার ফলে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যের উদ্ধারসাধন, পুনরায় তপস্যা দ্বারা বেদত্রয়ের উদ্ধারসাধন, পুনরায় তপস্যা দ্বারা মহাব্যাহৃতিত্রয়ের উদ্ধারসাধন, ব্যাহৃতিত্রয়ের প্রভাবনির্দ্দেশ, যজ্ঞে নিযুক্ত ব্রহ্মার কিরূপ গুণ থাকা প্রয়োজন ও তাঁহার প্রভাবনির্দ্দেশ।

পঞ্চম প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকীর্ত্তন ও উক্ত গুণসম্পন্ন প্রাণোপাসনার ফল। বশিষ্ঠগুণসম্পন্ন বাক্, প্রতিষ্ঠাগুণসম্পন্ন চক্ষুঃ, সম্পদ্-গুণসম্পন্ন কর্ণ, আয়তনগুণসম্পন্ন মন ইত্যাদি বিষয়কীর্ত্তন ও উক্ত গুণবিশিষ্ট বাগাদি বিজ্ঞানের ফল। বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য পরস্পর বিবাদ, ঐ বিবাদ মীমাংসার জন্য প্রজাপতির নিকট সকলের গমন, প্রজাপতি কর্ত্তৃক প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ কর্ত্তৃক প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বস্বীকার

দ্বিতীয় খণ্ডে—নিজের অন্ন-বস্ত্র বিষয়ে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের নিকট প্রাণের প্রশ্ন, বাগাদিকর্তৃক তাহার উত্তর প্রদান, প্রাণবিজ্ঞানের প্রশংসা, শ্রেষ্ঠত্বলিপ্সু প্রাণাভিজ্ঞের কর্তব্যনির্দ্দেশ, প্রাণদর্শনাভিজ্ঞের কর্তব্য 'মন্থ' নামক কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ ও ঐ কর্ম্মের বিধি, প্রাণোপাসনার ফল।

তৃতীয় খণ্ডে—শ্বেতকেতু ও প্রবাহণের উপাখ্যান, প্রবাহণ কর্তৃক শ্বেতকেতুকে পঞ্চাগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন, উত্তরদানে শ্বেতকেতুর অক্ষমতা ও পিতৃসমীপে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন, পিতারও উত্তরদানে অসামর্থ্য, পিতা আরুণেয়ের সহিত শ্বেতকেতুর রাজার নিকটে গমন, ঐ প্রশ্নের উত্তর জানিবার প্রার্থনা, আরুণেয় কর্তৃক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া রাজসমীপে অবস্থান।

চতুর্থ খণ্ডে—দ্যুলোকের অগ্নিত্বকল্পনা, পঞ্চমী আহুতিতে আহুত সোমঘৃতাদিসমূহের পুরুষরূপে পরিণতিপ্রাপ্তিবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে চন্দ্রের উৎপত্তির হেতু-নির্দ্দেশ।

পঞ্চম খণ্ডে—পর্জ্জন্যের অগ্নিত্বকল্পনা, পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে বৃষ্টির উৎপত্তির হেতুনির্দ্দেশ।

ষষ্ঠ খণ্ডে—পৃথিবীতে অগ্নিত্ব কল্পনা, পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে ধান্যাদি উৎপত্তির হেতু-নির্দ্দেশ।

সপ্তম খণ্ডে—পুরুষে অগ্নিত্বকল্পনা, পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে শুক্র উৎপত্তির হেতুনির্দ্দেশ।

অষ্টম খণ্ডে—স্ত্রীলোকে অগ্নিত্বকল্পনা, পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে গর্ভোৎপত্তির হেতুনির্দ্দেশ।

নবম খণ্ডে—পূর্ব্বোক্তরূপ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষরূপে পরিণত হওয়ার পর নবম হইতে দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত গর্ভে বাস করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তদনন্তর নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠাতা সেই পুরুষের মৃত্যুর পর আত্মীয়গণ কর্তৃক দেহের অগ্নিসংকারের বিষয় বর্ণনা।

দশম খণ্ডে—পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ও বানপ্রস্থাশ্রমস্থ সাধুগণের অর্চ্চিরাদিমার্গে বা দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি আর যাঁহারা কর্ম্মী অর্থাৎ লোকহিতকর বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের ধূমযানমার্গে চন্দ্রলোক প্রাপ্তির বিবরণ, যাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন, কর্ম্মক্ষয়ের পর তাঁহাদিগের পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তনের ক্রমনির্দ্দেশ, নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে মর্ত্ত্যে অবতরণ পূর্ব্বক স্ত্রীদেহে গমন ও পুনরায় জন্মগ্রহণের বিস্তৃত বিবরণ। সৎকর্ম্মের ফলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণে ও অসৎকর্ম্মের ফলে চণ্ডালাদি হীন বর্ণে

জন্মগ্রহণের বিষয় কথন, জায়স্ব-ম্রিয়স্ব নামক তৃতীয় স্থান ও তাহার ফলে চন্দ্রলোকের অসম্পূর্ণতার বিবরণ, জায়স্ব-ম্রিয়স্ব নামক তৃতীয় স্থানের নিন্দনীয়তা। পঞ্চ মহাপাতকীর অব্যবহার্য্যতা। পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার ফল।

একাদশ খণ্ডে—প্রাচীনশাল প্রভৃতি পাঁচজন শ্রোত্রিয় ও সম্পন্ন গৃহস্থ ব্রাহ্মণের আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা, এই বিষয় আলোচনার নিমিত্ত উদ্দালক নামক ঋষিসমীপে গমন, আলোচ্য বিষয় মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া তাঁহাদিগের কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকট গমন ও তাঁহার নিকট বৈশ্বানর আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভের প্রার্থনা, ঐ ছয়জন ব্রাহ্মণের শিষ্যভাবে রাজার নিকট অবস্থান।

দ্বাদশ খণ্ডে—ঔপমন্যব বা প্রাচীনশাল নামক ব্রাহ্মণকে রাজা কর্ত্তৃক প্রশ্নকরণ ও তাঁহার অভিজ্ঞতার অনিষ্টফল প্রদর্শন।

ত্রয়োদ[illegible]ণ্ডে—রাজা কর্ত্তৃক সত্যযজ্ঞ নামক ব্রাহ্মণকে প্রশ্নকরণ ও তাঁহার অভিজ্ঞ[illegible] অনিষ্টফল প্রদর্শন।

চতুর্দ্দশ খণ্ডে—রাজা কর্ত্তৃক ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক ব্রাহ্মণকে প্রশ্নকরণ ও তাঁহার অভিজ্ঞতার অনিষ্টফল প্রদর্শন।

পঞ্চদশ খণ্ডে—রাজা কর্ত্তৃক জননামক ব্রাহ্মণকে প্রশ্নকরণ ও তাঁহার অভিজ্ঞতার অনিষ্টফল প্রদর্শন।

ষোড়শ খণ্ডে—রাজা কর্ত্তৃক বুড়িল নামক ব্রাহ্মণকে প্রশ্নকরণ ও তাঁহার অভিজ্ঞতার অনিষ্টফল প্রদর্শন।

সপ্তদশ খণ্ডে—রাজা কর্ত্তৃক উদ্দালক ঋষিকে প্রশ্নকরণ ও তাঁহার অভিজ্ঞতার অনিষ্টফল প্রদর্শন।

অষ্টাদশ খণ্ডে—প্রাচীনশাল প্রভৃতি ছয়জন ব্রাহ্মণের সহিত রাজার কথোপকথন ও তাঁহাদিগের প্রশ্নের উত্তরদান ও সম্পূর্ণ বৈশ্বানর আত্মতত্ত্বজ্ঞানের ফলকথন।

একোনবিংশ খণ্ডে—জ্ঞানীর নিত্য অগ্নিহোত্রসিদ্ধির জন্য প্রাত্যহিক ভোজ্য অন্নে হবনীয়ত্বদৃষ্টি ও "প্রাণায় স্বাহা" বলিয়া প্রাণের উদ্দেশ্যে আহুতি দান। প্রাণের পরিতৃপ্তির ফলনির্দ্দেশ।

বিংশ খণ্ডে—জ্ঞানীর নিত্য অগ্নিহোত্র সিদ্ধির জন্য প্রাত্যহিক ভোজ্য অন্নে হবনীয়ত্বদৃষ্টি ও "ব্যানায় স্বাহা" বলিয়া ব্যানবায়ুর উদ্দেশে আহুতি দান, ব্যানের পরিতৃপ্তির ফলনির্দ্দেশ।

একবিংশ খণ্ডে—জ্ঞানীর নিত্য অগ্নিহোত্রসিদ্ধির জন্য প্রাত্যহিক ভোজ্য

অন্নে হবনীয়ত্বদৃষ্টি ও "অপানায় স্বাহা" বলিয়া অপান বায়ুর উদ্দেশে আহুতি-দান। অপানের পরিতৃপ্তির ফলনির্দ্দেশ।

দ্বাবিংশ খণ্ডে—জ্ঞানীর নিত্য অগ্নিহোত্র সিদ্ধির জন্য প্রাত্যহিক ভোজ্য অন্নে হবনীয়ত্বদৃষ্টি ও "সমানায় স্বাহা" বলিয়া সমানবায়ুর উদ্দেশে আহুতিদান। সমানবায়ুর পরিতৃপ্তির ফলনির্দ্দেশ।

ত্রয়োবিংশ খণ্ডে—জ্ঞানীর নিত্য অগ্নিহোত্র সিদ্ধির জন্য প্রাত্যহিক ভোজ্য অন্নে হবনীয়ত্বদৃষ্টি ও "উদানায় স্বাহা" বলিয়া উদানবায়ুর উদ্দেশে আহুতিদান। উদানবায়ুর পরিতৃপ্তির ফলনির্দ্দেশ।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ডে—বৈশ্বানরবিদ্যা বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তরূপ আহুতির নিষ্ফলতাকথন। বৈশ্বানর বিদ্যাবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির উক্ত হোমের ফল-কথন।

ষষ্ঠ প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—আরুণি কর্ত্তৃক পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের উপদেশ দান। গুরুগৃহে দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বাস ও সর্ব্ববেদাধ্যয়ন করিয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন ও আরুণি কর্ত্তৃক শ্বেতকেতুকে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-বিষয়ক প্রশ্নকরণ। পিতার প্রশ্নে শ্বেতকেতুর উত্তরদানে অসামর্থ্য।

দ্বিতীয় খণ্ডে—আরুণি কর্ত্তৃক একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের উপদেশ। উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের সত্তাসত্তাবিষয়ক মতদ্বৈধবিবরণ, নিখিল বিশ্বের অসৎ-কারণত্বপক্ষ খণ্ডন পূর্ব্বক সৎ-কারণত্ব স্থাপন, তেজ জল ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী এই ভূতত্রয়ের সৃষ্টিবর্ণনা।

তৃতীয় খণ্ডে—তেজ প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভূতত্রয় হইতে জরায়ুজ অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতির সৃষ্টিবর্ণনা, তেজ প্রভৃতির অভ্যন্তরে সৎ-পদার্থের অধিষ্ঠান।

চতুর্থ খণ্ডে—ত্রিবৃৎকরণপ্রণালীর বিশদ বর্ণনা।

পঞ্চম খণ্ডে—ভুক্ত অন্নের পুরীষ, মাংস ও মন এই ত্রিবিধ পরিণতি, পীত-জলের মূত্র, রক্ত ও প্রাণ এই ত্রিবিধ পরিণতি। পীত তৈল-ঘৃতাদি স্নেহপদার্থের অস্থি, মজ্জা ও বাক্ এই ত্রিবিধ পরিণতি, মনের অন্নময়ত্ব, প্রাণের আপোময়ত্ব ও বাগিন্দ্রিয়ের তেজোময়ত্ব কথন।

ষষ্ঠ খণ্ডে—মন প্রভৃতির অন্নময়ত্বাদি উক্তি পরিস্ফুটকরণাভিপ্রায়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন।

সপ্তম খণ্ডে—উক্তবিষয়ে অন্যবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপ্রসঙ্গে ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষের স্বরূপবর্ণনা, পঞ্চদশ দিবস অনাহারের ফলে শ্বেতকেতুর সর্ব্ববিস্মৃতির

বিবরণ, পুনরায় আগারের মধ্যে সমস্ত বিষয়ের স্মরণ, এই প্রসঙ্গে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও তৃণের উদাহরণ প্রদর্শন।

অষ্টম খণ্ডে—আরুণি উদ্দালক কর্ত্তৃক শ্বেতকেতুকে সুষুপ্তি-তত্ত্বের উপদেশ ও সুষুপ্তাবস্থায় জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়ার বিবরণ, পরমাত্মাই যে জীবাত্মার প্রকৃত আশ্রয়স্থান, বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা সমর্থন, 'অশিশিষতি' 'পিপাসতি' এই দুইটি নামে পুরুষের পরিচিত হইবার সময়নির্দ্দেশ, ব্রহ্মই যে সর্ব্বজগতের মূল, ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, ব্রহ্মেই অবস্থিত ও ব্রহ্মেই বিলীন হয়, তাহার বিবরণ।

নবম খণ্ডে—সুষুপ্তাবস্থায় জীবাত্মা সৎসম্পন্ন হইলেও তদ্বিষয়ক জ্ঞানাভাবে মধুকর কর্ত্তৃক মধু আহরণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন: সুষুপ্তাবস্থায় সৎসম্পন্ন হইলেও সুষুপ্তির অপগমে পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি।

দশম খণ্ডে—জীব পরমাত্মা হইতেই উদ্ভূত হইলেও তদ্বিষয়ক জ্ঞানাভাবে নদীসমুদ্র[illegible]সমুদ্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। আত্মার সর্ব্বময়ত্বকথন।

একাদশ খণ্ডে—জীবাধিষ্ঠিত দেহের সক্রিয়ত্ব, জীবপরিত্যক্ত দেহেরই মৃত্যু বুঝাইবার প্রসঙ্গে বিপুল শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। জীবের অমরত্ব ও আত্মার সর্ব্বময়ত্ব কথন।

দ্বাদশ খণ্ডে—অতিসূক্ষ্ম পরমাত্মা হইতে বিশাল জগৎসৃষ্টির সত্যতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত ক্ষুদ্র বটবীজ ও বৃহৎ বটবৃক্ষের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও আত্মার সর্ব্বময়ত্বকথন।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—সৎপদার্থ পরমাত্মার অপ্রত্যক্ষতা বিষয়ক উক্তির সত্যতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত লবণমিশ্রিত জলের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও আত্মার সর্ব্বময়ত্ব-কথন।

চতুর্দ্দশ খণ্ডে—অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত আবদ্ধচক্ষু গান্ধারদেশীয় পুরুষের দৃষ্টান্তে উপদেশ প্রদান ও আত্মার সর্ব্বময়ত্বকথন।

পঞ্চদশ খণ্ডে—মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতি তাহার আত্মীয়গণের প্রশ্ন ইত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা শ্বেতকেতুর প্রতি উদ্দালকের উপদেশ, মুমূর্ষু অবস্থায় কতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মীয়গণের সান্নিধ্য বুঝিতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ। আত্মার সর্ব্বময়ত্বকথন।

ষোড়শ খণ্ডে—সাধু বা তস্কর সন্দেহে সেই সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত তপ্ত-কুঠার গ্রহণরূপ পরীক্ষা দ্বারা বদ্ধ ও মোক্ষের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা নিখিল বিশ্বের ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রতিপাদন।

সপ্তম প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—শাখাচন্দ্র-দর্শন বা সোপানারোহণন্যায়ে নামাদি-প্রাণ-পর্য্যন্ত সৎ-পদার্থের নিম্নতন বিকারাত্মক তত্ত্বসমূহের নিরূপণানন্তর ভূমাতত্ত্ব-নিরূপণ। আত্মজ্ঞানাভাবে দুঃখিত নারদের আত্মবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশে সনৎ-কুমারের নিকট গমন ও পরস্পরের কথোপকথন। সনৎকুমারের নিকট নারদের প্রার্থনা। সনৎকুমার কর্ত্তৃক নামব্রহ্মের উপদেশ, নামব্রহ্ম উপাসনার ফল।

দ্বিতীয় খণ্ডে—নারদ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সনৎকুমার কর্ত্তৃক নাম অপেক্ষা বাক্যের শ্রেষ্ঠত্বকথন। বাক্যের শক্তি প্রদর্শন। বাগ্‌ব্রহ্মের উপাসনার ফল।

তৃতীয় খণ্ডে—নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্ত্তৃক বাক্ অপেক্ষাও মনের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও মনের শক্তিবর্ণনা, মনোব্রহ্মের উপাসনার ফল।

চতুর্থ খণ্ডে—নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্ত্তৃক মন অপেক্ষাও সঙ্কল্পের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও সঙ্কল্পের শক্তিবর্ণনা। সঙ্কল্পব্রহ্মের উপাসনার ফল।

পঞ্চম খণ্ডে—নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্ত্তৃক সঙ্কল্প অপেক্ষাও চিত্তের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও চিত্তের শক্তিবর্ণনা। চিত্তব্রহ্মের উপাসনার ফল।

ষষ্ঠ খণ্ডে—নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্ত্তৃক চিত্ত অপেক্ষাও ধ্যানের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও ধ্যানের শক্তিবর্ণনা। ধ্যানব্রহ্মের উপাসনার ফল।

সপ্তম খণ্ডে—নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্ত্তৃক ধ্যান অপেক্ষাও বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও বিজ্ঞানের শক্তিবর্ণনা। বিজ্ঞান-ব্রহ্মের উপাসনার ফল।

অষ্টম খণ্ডে—নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্ত্তৃক বিজ্ঞান অপেক্ষাও বল অর্থাৎ প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বকথন ও বলের শক্তিবর্ণনা। বলব্রহ্মের উপাসনার ফল।

নবম খণ্ডে—নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্ত্তৃক বল অপেক্ষাও অন্নের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও অন্নের শক্তিবর্ণনা। অন্নব্রহ্মের উপাসনার ফল।

দশম খণ্ডে—নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্ত্তৃক অন্ন অপেক্ষাও জলের শ্রেষ্ঠত্ব-কথন ও জলের শক্তিবর্ণনা। জলব্রহ্মের উপাসনার ফল।

একাদশ খণ্ডে—নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্ত্তৃক জল অপেক্ষাও তেজের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও তেজের শক্তিবর্ণনা। তেজোব্রহ্মের উপাসনার ফল।

দ্বাদশ খণ্ডে—নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্ত্তৃক তেজ অপেক্ষাও আকাশের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও আকাশের শক্তিবর্ণনা। আকাশব্রহ্মের উপাসনার ফল।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্ত্তৃক আকাশ অপেক্ষাও অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ স্মর বা স্মরণের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও স্মরের শক্তিবর্ণনা। স্মরব্রহ্মের উপাসনার ফল।

চতুর্দ্দশ খণ্ডে—নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্ত্তৃক স্মর অপেক্ষাও আশার শ্রেষ্ঠত্বকথন ও আশার শক্তিবর্ণনা। আশাব্রহ্মের উপাসনার ফল।

পঞ্চদশ খণ্ডে—নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্ত্তৃক আশা অপেক্ষাও প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও প্রাণের শক্তিবর্ণনা। প্রাণই পিতা, মাতা, ভ্রাতা ইত্যাদি কথন। প্রাণব্রহ্মের উপাসনার ফল।

যোড়শ খণ্ডে—সত্যবাদীর অতিবাদিত্বনির্দ্দেশ। নারদ কর্ত্তৃক সনৎকুমারের নিকট সত্যস্বরূপ অবগত হইবার ইচ্ছাপ্রকাশ। সনৎকুমার কর্ত্তৃক সত্যস্বরূপ জিজ্ঞাসার আবশ্যকতোপদেশ।

সপ্তদশ খণ্ডে—সনৎকুমার কর্ত্তৃক বিজ্ঞানবিষয়ে জিজ্ঞাসার আবশ্যকতোপদেশ ও নারদ কর্ত্তৃক উহা জানিবার ইচ্ছাপ্রকাশ।

অষ্টাদশ খণ্ডে—সনৎকুমার কর্ত্তৃক মতিবিষয়ে জিজ্ঞাসার আবশ্যকতোপদেশ ও নারদ কর্ত্তৃক উহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ।

একোনবিংশতিতম খণ্ডে—সনৎকুমার কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাবিষয়ে জিজ্ঞাসার আবশ্যকতোপদেশ ও নারদ কর্ত্তৃক উহা জানিবার ইচ্ছাপ্রকাশ।

বিংশতিতম খণ্ডে—সনৎকুমার কর্ত্তৃক নিষ্ঠাবিষয়ে জিজ্ঞাসার আবশ্যকতোপদেশ ও নারদ কর্ত্তৃক উহা জানিবার ইচ্ছাপ্রকাশ।

একবিংশ খণ্ডে—সনৎকুমার কর্ত্তৃক কৃতি বা ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তের একাগ্রতাবিধানবিষয়ে জিজ্ঞাসার আবশ্যকতোপদেশ ও নারদ কর্ত্তৃক উহা জানিবার ইচ্ছাপ্রকাশ।

দ্বাবিংশ খণ্ডে—সনৎকুমার কর্ত্তৃক সুখবিষয়ে জিজ্ঞাসার আবশ্যকতোপদেশ ও নারদ কর্ত্তৃক উহা জানিবার ইচ্ছাপ্রকাশ।

ত্রয়োবিংশ খণ্ডে—সনৎকুমার কর্ত্তৃক ভূমাবিষয়ে জিজ্ঞাসার আবশ্যকতোপদেশ ও নারদ কর্ত্তৃক উহা জানিবার ইচ্ছাপ্রকাশ।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ডে—ভূমা ও অল্পের স্বরূপনির্দ্দেশ, ভূমার অবস্থিতির স্থানবিষয়ে প্রশ্ন ও তাহার উত্তর প্রদান।

পঞ্চবিংশ খণ্ডে—ভূমার স্থাননির্দ্দেশপ্রসঙ্গে ভূমার সর্ব্বব্যাপিত্বকীর্ত্তন, অহমাকারে ভূমার উপদেশ। ভূমা ও আত্মার অভেদোপদেশ, ভূমা-বিজ্ঞানের ফলকীর্ত্তন।

ষড়্‌বিংশ খণ্ডে—স্বারাজ্যপ্রাপ্ত বিজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের আত্মা হইতেই প্রাণ আশা ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগতেরই প্রাদুর্ভাব হওয়ার বিষয় উল্লেখ। তত্ত্বদর্শী পুরুষের বিষয়ে মন্ত্রবিশেষের উল্লেখ, সনৎকুমারের পরিচয়।

অষ্টম প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—দহরপুণ্ডরীকে ব্রহ্মের অন্বেষণ ও তাঁহাকে জানার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে উপদেশ। দহরপুণ্ডরীকে অবস্থিত পদার্থবিষয়ে আচার্য্য ও শিষ্যের প্রশ্নোত্তর। দহরপুণ্ডরীকে ব্রহ্মোপাসনার ফলনির্দ্দেশ। কর্ম্মার্জ্জিত লোকের অস্থিরত্ব ও জ্ঞানার্জ্জিত লোকের স্থায়িত্বনির্দ্দেশ। জ্ঞানীর সমস্ত লোকে কামচারিত্ব-কথন।

দ্বিতীয় খণ্ডে—দহরব্রহ্মোপাসকের ইচ্ছামাত্রেই সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি-কথন।

তৃতীয় খণ্ডে—অসত্যাবৃত সত্যের বিষয় উল্লেখ, দহরব্রহ্মোপাসনায় সর্ব্ববিধ অসত্যের বিনাশ ও সত্যপ্রকাশকথন, হৃদয় এই নামের নিরুক্তি, হৃদয়শব্দের অর্থাভিজ্ঞ ব্যক্তির হার্দ্দ-ব্রহ্মপ্রাপ্তি, 'সত্য' শব্দটি ব্রহ্মের নামান্তর, 'সত্য' এই নামাক্ষরের উপাসনা ও সেই উপাসনার ফলকথন।

চতুর্থ খণ্ডে—আত্মার সর্ব্বলোকের বিধৃতি সেতুরূপত্বকথন, আত্মাকে সেতুরূপে জ্ঞানের ফলকীর্ত্তন।

পঞ্চম খণ্ডে—যজ্ঞ, পূজা, বৈদিক কর্ম্ম ও উপবাসপ্রধান যাগের ব্রহ্মচর্য্যত্ব-কথন, ব্রহ্মলোকে 'অর' ও 'ণ্য' নামক দুইটি অর্ণব অন্নময়, সরোবর, অমৃতস্রাবী অশ্বত্থবৃক্ষ, অপরাজিতা পুরী ইত্যাদির বর্ণনা, ব্রহ্মলোকস্থ ঐ সমস্ত দ্রব্যজ্ঞানের ফলকীর্ত্তন।

ষষ্ঠ খণ্ডে—হৃদয়স্থ নাড়ীসমূহের বর্ণনা, ঐ সমস্ত নাড়ীতে আদিত্যরশ্মির প্রবেশ ও নির্গম ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ, মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থা-কীর্ত্তন, আদিত্য-রশ্মি অবলম্বনে মৃত কর্ম্মীদিগের স্বর্গাদিলোকে গতি ও গমন করিতে যে পরিমাণ সময় লাগে তাহার উল্লেখ। হৃদয়স্থ নাড়ীর সংখ্যা ইত্যাদি।

সপ্তম খণ্ডে—প্রজাপতি কর্ত্তৃক অপহতপাপ্মত্বাদিগুণবিশিষ্ট আত্মার অনুসন্ধেয়ত্ব ও জিজ্ঞাস্যত্ববিষয়ক উপদেশ, উক্তরূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির ফলকীর্ত্তন। দেবগণের ও অসুরগণের মধ্যে এই আত্মবিদ্যা বিষয়ে আলোচনা, দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন উভয়ের আত্মবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশে প্রজাপতির নিকট

গমন। তাঁহাদের উভয়ের (৩২) বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া প্রজাপতির নিকট অবস্থান, প্রজাপতি কর্ত্তৃক প্রশ্ন, ইন্দ্র ও বিরোচন কর্ত্তৃক আগমনের উদ্দেশ্যকথন। প্রজাপতি কর্ত্তৃক অক্ষিপুরুষবিষয়ক উপদেশ প্রদান।

অষ্টম খণ্ডে—প্রজাপতি কর্ত্তৃক জলপূর্ণ শরাবে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনের উপদেশ, ইন্দ্র ও বিরোচন কর্ত্তৃক উপদেশ পালন, প্রজাপতি কর্ত্তৃক প্রশ্ন, ইন্দ্র ও বিরোচনের উত্তর প্রদান। প্রজাপতি কর্ত্তৃক পুনরায় জলপূর্ণ শরাবে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনের উপদেশ, ইন্দ্র ও বিরোচন কর্ত্তৃক উপদেশপালন ও পুনরায় তাঁহাদের প্রশ্নোত্তর। ইন্দ্র ও বিরোচনের সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান। প্রস্থানোদ্যত তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রজাপতির নিজ মন্তব্য প্রকাশ। বিরোচন কর্ত্তৃক অসুরদিগের নিকট আসুরিক আত্মবিদ্যার উপদেশ, আসুর আত্মবিদ্যার ফল।

নবম খণ্ডে—লব্ধ আত্মজ্ঞান বিষয়ে ইন্দ্রের সন্দেহ ও পথ হইতেই প্রজাপতির নিকট প্র[illegible]ন এবং নিজের সন্দেহবিজ্ঞাপন। প্রজাপতি কর্ত্তৃক পুনরায় (৩২) [illegible]শ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থানের আদেশ ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক উক্ত আদেশ পালন।

দশম খণ্ডে—প্রজাপতি কর্ত্তৃক ইন্দ্রের প্রতি স্বপ্ন-পুরুষের উপদেশ, ইন্দ্রের প্রশান্ত হৃদয়ে প্রস্থান, পুনরায় লব্ধ আত্মজ্ঞানবিষয়ে ইন্দ্রের সন্দেহ ও পথ হইতেই প্রজাপতির নিকট প্রত্যাবর্ত্তন এবং নিজের সন্দেহবিজ্ঞাপন। প্রজাপতি কর্ত্তৃক পুনরায় (৩২) বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আশ্রমে অবস্থানের আদেশ ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক সেই আদেশ পালন।

একাদশ খণ্ডে—প্রজাপতি কর্ত্তৃক ইন্দ্রের প্রতি সুষুপ্ত পুরুষের উপদেশ, ইন্দ্রের প্রশান্ত হৃদয়ে প্রস্থান, লব্ধ আত্মজ্ঞানবিষয়ে ইন্দ্রের পুনরায় সন্দেহ ও পথ হইতেই প্রজাপতির নিকট প্রত্যাবর্ত্তন এবং নিজ সন্দেহবিজ্ঞাপন। প্রজাপতি কর্ত্তৃক পুনরায় (৫) পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আশ্রমে অবস্থানের আদেশ ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক সেই আদেশ পালন।

দ্বাদশ খণ্ডে—প্রজাপতি কর্ত্তৃক ইন্দ্রের প্রতি বিনশ্বর শরীরবিষয়ক উপদেশ, শরীরাভিমানীরই দুঃখভোগ, শরীরাভিমানশূন্যের তদভাব ইত্যাদি বিবরণ, অশরীর আত্মার অবিদ্যানাশে সৎস্বরূপে সম্পন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, সৎস্বরূপে সম্পন্ন পুরুষের ভোগবর্ণনা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত আত্মার সম্বন্ধনির্দ্দেশ। প্রজাপতি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট আত্মোপাসনার ফল।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—ধ্যান ও জপের নিমিত্ত "শ্যামাচ্ছবলম্" ইত্যাদি মন্ত্রের উপদেশ।

চতুর্দ্দশ খণ্ডে—উপাসনার উপযোগী ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণবিষয়ক ও নাম-রূপের নির্ব্বাহক আকাশব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ। উপাসনার মন্ত্র।

পঞ্চদশ খণ্ডে—আত্মবিদ্যার গুরুপারম্পর্য্যকথন। ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হওয়ার পর কর্ত্তব্যোপদেশ। উক্তরূপ জ্ঞানীর ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি। শান্তি পাঠ।

বসুমতী-সাহিত্য মন্দির
শিবচতুর্দ্দশী, ১৩৪৩

কবিরাজ
শ্রীনলিনীনাথ রায়।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

শাঙ্করভাষ্য ভূমিকা

॥ ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

ভাষ্যভূমিকা।—"ওমিত্যেতদক্ষরম্" ইত্যাদ্যষ্টাধ্যায়ী ছান্দোগ্যোপনিষৎ তস্যাঃ সং[illegible]র্থজিজ্ঞাসুভ্যঃ ঋজুবিবরণমল্পগ্রন্থমিদমারভ্যতে। তত্র সম্বন্ধঃ, সমস্তং কর্ম্মাধি[illegible]াগ্ন্যাদিদেবতাবিজ্ঞানসহিতমর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকপ্রতিপত্তিকারণং, কেবলং চ [illegible]মার্গেণ চন্দ্রলোকপ্রতিপত্তিকারণং, স্বভাবপ্রবৃত্তানাঞ্চ মার্গদ্বয়পরিভ্রষ্টানাং কষ্টা অধোগতিরুক্তা। ন চ উভয়োর্মার্গয়োরন্যতরস্মিন্নপি মার্গে আত্যন্তিকী পুরুষার্থসিদ্ধিঃ ইত্যতঃ কর্ম্মনিরপেক্ষমদ্বৈতাত্মবিজ্ঞানং সংসারগতিত্রয়হেতূপমর্দ্দেন বক্তব্যম্ ইত্যুপনিষদারভ্যতে। ১।

ভাষ্যভূমিকার সংক্ষিপ্তানুবাদ।—সামবেদীয়গণের ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্তীভূত গ্রন্থকেই "ছান্দোগ্যোপনিষৎ" বলে। এই গ্রন্থ "ওমিত্যেতদক্ষরম্" ইত্যাদি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যাঁহারা সংক্ষেপে এই উপনিষদের অর্থ পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের ইচ্ছাপূরণার্থ সরল ভাষায় সংক্ষেপে এই গ্রন্থ বিবৃত হইতেছে। তাহার মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডের সহিত এই উপনিষদের যাহা সম্বন্ধ, প্রথমে তাহাই বলিতেছেন—প্রাণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগের বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনার সহিত অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহা অর্চ্চিরাদিমার্গ অবলম্বনে ব্রহ্মলোকে গমনের কারণ হয়; আর প্রাণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা না করিয়া কেবলমাত্র অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে ঐ কর্ম্ম ধূমাদিমার্গ অবলম্বনে চন্দ্রলোকে গমনের কারণ হয়। আর যাহারা উভয়মার্গভ্রষ্ট অর্থাৎ প্রাণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা বা অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান কিছুই না করিয়া স্বেচ্ছানুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের কর্ম্ম ও জ্ঞানের অভাব হেতু অতিশয় ক্লেশকর অধোগতি লাভ হয় অর্থাৎ দেবযান বা পিতৃযাণমার্গে গমনের অধিকার ঘটে না, পরন্তু সর্ব্বদাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়; বার

বার সংসারাবৃত্তির নিবৃত্তি তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। উক্ত মার্গদ্বয়ের অর্থাৎ অর্চিরাদি বা ধূমাদিমার্গের কোন মার্গেই পরমপুরুষার্থসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটে না; কেন না, আত্মজ্ঞান কর্ম্মনিরপেক্ষ, আর পূর্ব্বকথিত মার্গদ্বয়ই কর্ম্মাত্মক; কর্ম্ম দ্বারা কদাচ পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তি ঘটে না, কেবল সংসারে আগমনই ঘটিয়া থাকে। সেই সংসারাগমনের কারণীভূত কর্ম্মের নিরাকরণ দ্বারাই পরমপুরুষার্থ-প্রাপ্তি হয়। এ জন্য উক্ত ত্রিবিধ সংসারগতির কারণ নিবারণের নিমিত্ত কর্ম্মনিরপেক্ষ অদ্বৈত আত্মজ্ঞানের যাহাতে উদয় হয়, তাহার উপদেশ দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন বলিয়া সেই বিষয়েই এই উপনিষদের আরম্ভ হইতেছে ॥ ১ ॥

ভাষ্যভূমিকা।—ন চাদ্বৈতাত্মবিজ্ঞানাদন্যত্র আত্যন্তিকী নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিঃ; বক্ষ্যতি হি—"অথ যেঽন্যথাঽতো বিদুঃ, অন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি, বিপর্য্যয়ে চ স স্বরাট্ ভবতি" ইতি। তথা দ্বৈতবিষয়ানৃতাভিসন্ধস্য বন্ধনং তস্করস্যেব তপ্তপরশুগ্রহণে বন্ধদাহভাবঃ সংসারদুঃখপ্রাপ্তিশ্চ ইত্যুক্ত্বা অ[illegible]ম[illegible]ত্যাভিসন্ধস্য অতস্করস্যেব তপ্তপরশুগ্রহণে বন্ধদাহাভাবঃ সংসারদুঃখনিবৃত্তির্মোক্ষশ্চ

ভাষ্যভূমিকার সংক্ষিপ্তানুবাদ।—অদ্বৈত [illegible] অবিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুতেই অত্যন্ত নিঃশ্রেয়ঃপ্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটে না। যে হেতু, শ্রুতিও পরে বলিবেন—"যাঁহারা ইহা হইতে অন্যরূপ জানেন, তাঁহারা অন্যরাজক অর্থাৎ ব্রহ্মশাসনের বহির্ভূত, তাঁহারা ক্ষয্যলোক হন অর্থাৎ অনিত্য স্বর্গাদি লোক লাভ করেন মাত্র, মুক্তি লাভ করিতে পারেন না, আর ইহার বিপরীত হইলে সেই লোক স্বরাট্ হয়"। উত্তপ্ত কুঠার ধারণে তস্করের যেমন হস্ত দগ্ধ হয় ও চৌর্য্যনিবন্ধন বন্ধনলাভ ঘটে, সেইরূপ মিথ্যা ও মায়াময় দ্বৈতবিষয়ে আসক্ত ব্যক্তিরও সংসারবন্ধন ও তজ্জন্য বিবিধ দুঃখভোগ করিতে হয়। ইহা বলিয়া পরে আরও বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি চোর নহে, সে ব্যক্তি উত্তপ্ত কুঠার গ্রহণ করিলেও যেমন তাহার হস্ত দগ্ধ হয় না ও চৌর্য্যনিবন্ধন বন্ধনযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, সেইরূপ অদ্বৈত আত্মারই একমাত্র সত্যতাবিষয়ে বিশ্বাস-সম্পন্ন ব্যক্তির সংসারজন্য দুঃখভোগ করিতে হয় না ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।

তাহাদের দেহপাত হইলে পুনরায় দেহান্তরলাভের কারণ না থাকায় জ্ঞানাভাবেও অক্লেশে মুক্তিলাভ হয়, কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষপ্রাপ্তির যে অন্য উপায় আছে, সে বিষয়ে প্রমাণ নাই। যে সকল ব্যক্তি অদ্বৈত আত্মতত্ত্বজ্ঞানে পরাঙ্মুখ, সেই সমস্ত ভেদজ্ঞানী কর্ম্মানুষ্ঠাতৃদিগের কর্ম্মফল ভোগান্তে ক্ষয় পাইয়া থাকে, কিংবা যে সকল ব্যক্তি সদ্গুরুর উপদেশগ্রহণে পরাঙ্মুখ, কেবল নিজ বাসনানুরূপ কার্য্য করিয়া দ্বৈতরূপে ঈশ্বরকে বিদিত হইতে অভিলাষ করে,

তাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করত নশ্বরফলের অধিকারী হয়। যে সকল ব্যক্তি অদ্বৈত-জ্ঞানী, তাঁহাদিগকেই বিদ্বান্ বলা যায় এবং সেই সমস্ত জ্ঞানিগণ নিজ বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে ধ্বংস করত আত্মবিষয়ে জ্ঞানলাভহেতুক স্বয়ং পরমাত্মস্বরূপ হইয়া থাকেন ; ভেদজ্ঞান দ্বারাই উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতে হয়।

কর্ম্মানুরাগীদিগের পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তি ঘটে না। যাঁহারা অদ্বৈতজ্ঞানী, তাঁহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, সুতরাং তাঁহারাই পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হন। যাহারা দ্বৈতজ্ঞানের বিষয়ীভূত অলীকবিষয়ে সত্যতাবুদ্ধি স্থাপন করে, তাহাদিগের হৃদয়ে পরমানন্দের উদয় হয় না ; সুতরাং সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নানারূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী, সে যদি বলে, আমি চুরি করি নাই, কিন্তু তাহার বাক্যের সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য যদি উত্তপ্ত কুঠার তাহার হস্তে দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই কুঠারধারণ জন্য তাহার হস্ত দগ্ধ [illegible]র্য্যাপরাধ প্রমাণ হওয়ায় তজ্জন্য বন্ধনাদি ক্লেশপ্রাপ্তি ঘটে, তদ্রূপ দ্বৈতব[illegible]ক্ষেও নানারূপ দুঃখ ঘটিয়া থাকে। আর যাহারা বাস্তবিকই চোর ন[illegible]দিগকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া পরীক্ষার জন্য উত্তপ্ত কুঠার ধারণ করিতে দিলেও যেরূপ কদাচ তাহাদিগের হস্ত দগ্ধ হয় না, সুতরাং তাহা-দিগকে চোর বলিয়া বন্ধন করা যায় না ও তজ্জন্য ক্লেশপ্রাপ্তিও ঘটে না, তদ্রূপ অদ্বৈত ব্রহ্মবাদিগণের ভববন্ধন ঘটে না এবং তাহাদিগের সংসারাবৃত্তি জন্য ক্লেশেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, যাহারা কর্ম্মানুরাগী, অদ্বৈতাত্মদর্শন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অদ্বৈতাত্মজ্ঞান নিজের অভিপ্রেতবিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য কর্ম্মকে অপেক্ষা করে কিংবা জ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক-দূরীকরণার্থ কর্ম্মকে অপেক্ষা করে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বাস্তবিকপক্ষে নিজের অভিপ্রেত বিষয়ে সিদ্ধিলাভের নিমিত্তও কর্ম্মকে অপেক্ষা করে না, অথবা প্রতিবন্ধকদূরীকর-ণার্থও কর্ম্মের অপেক্ষা করে না ; কারণ, অদ্বৈতজ্ঞান কোন প্রকার কর্ম্মসাধ্য নহে, উহা কেবলমাত্র বাক্যজনিত অর্থাৎ সদ্গুরুর উপদেশপ্রভাবেই অদ্বৈতজ্ঞান জন্মিয়া থাকে ; সুতরাং তাহার বাধকাভাব হেতু তন্নিরাকরণার্থ কোন সহকারীর প্রয়োজন হয় না ; ক্রিয়া, কারক ও ফলভেদের উচ্ছেদ হইলে এই সমস্তই স্বচ্ছরূপ অদ্বিতীয় আত্মা বলিয়া জ্ঞান হয়, এই বাক্যে আত্মজ্ঞানের বাধকাভাব বুঝা যায় ॥ ২ ॥

ভাষ্যভূমিকা।—অতএব ন কর্ম্মসহভাবাদ্বৈতাত্মদর্শনং, ক্রিয়াকারক-ফলভেদোপমর্দ্দেন "সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যেবমাদিবাক্যজনিতস্য বাধকপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ। কর্ম্মবিধিপ্রত্যয় ইতি চেৎ, ন ; কর্ত্তৃ-ভোক্তৃ-স্বভাববিজ্ঞানবত-

তজ্জনিতকর্ম্মফল-রাগ-দ্বেষাদিদোষবতশ্চ কর্ম্মবিধানাৎ। অধিগতসকলবেদার্থস্য কর্ম্ম-বিধানাৎ অদ্বৈতজ্ঞানবতোঽপি কর্ম্মেতি চেৎ, ন; কর্ম্মাধিকৃতবিষয়স্য কর্ত্তৃ-ভোক্ত্রাদি-জ্ঞানস্য স্বাভাবিকস্য "সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যনেনোপমর্দ্দিতত্বাৎ। তস্মাদবিদ্যাদিদোষবত এব কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে, নাদ্বৈতজ্ঞানবতঃ, অতএব হি বক্ষ্যতি "সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি, ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি। ৩।

ভাষ্যভূমিকার সংক্ষিপ্তানুবাদ।—এই জন্যই অদ্বৈত আত্ম-বিজ্ঞান কর্ম্মসহভাবী অর্থাৎ কর্ম্মের সহিত একত্র উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ কর্ম্মানু-ষ্ঠানের দ্বারা উৎপন্ন হয় না; কারণ, ক্রিয়া, কারক ও তাহার ফল—এই তিন প্রকার ভেদজ্ঞানের বিনাশসাধন দ্বারা "সৎস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র অদ্বিতীয়" "এই সমস্তই আত্মস্বরূপ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে সমুৎপন্ন জ্ঞানের বাধক জ্ঞানের উপপত্তি হয় না। যদি বল, শাস্ত্রে কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি থাকায় সেই কর্ম্মবিধির জ্ঞানই বাধক, না, তাহাও বলিতে পার না, কারণ, যে ব্যক্তি "আমি[illegible] কর্ত্তা, আমিই ভোক্তা" ইত্যাদি স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট এবং ঐরূপ জ্ঞানজন্য [illegible] অনুরাগ বা দ্বেষাদি দোষবিশিষ্ট, তাহার সম্বন্ধেই কর্ম্মের বিধান, স্ব[illegible] নহে। যদি বল, যে ব্যক্তি সমস্ত বেদার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহার সম্বন্ধেই কর্ম্মের বিধান থাকায় অদ্বৈত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও কর্ম্ম বিহিত, তাহার উত্তর, না, তাহাও হইতে পারে না, কারণ, "সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম একমাত্র ও অদ্বিতীয়" "এই সমস্তই আত্মস্বরূপ" ইত্যাদি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মাধিকারবিষয়ক "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" ইত্যাদি স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই অবিদ্যাদি দোষাক্রান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষেই কর্ম্মের বিধান, অদ্বৈত আত্মবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে নহে। পরেও বলিবেন, "ইঁহারা সকলেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন" ॥ ৩ ॥

ভাষ্যভূমিকা।—তত্র এতস্মিন্ অদ্বৈতবিদ্যাপ্রকরণে অভ্যুদয়সাধনানি উপাসনানি উচ্যন্তে, কৈবল্যসন্নিকৃষ্টফলানি চাদ্বৈতাৎ ঈষৎ বিকৃতব্রহ্মবিষয়াণি "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইত্যাদীনি, কর্ম্মসমৃদ্ধিফলানি চ কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধীনি, রহস্যসামান্যাৎ মনোবৃত্তি-সামান্যাচ্চ। যথা অদ্বৈতজ্ঞানং মনোবৃত্তিমাত্রং, তথা অন্যান্যপি উপাসনানি মনোবৃত্তি-রূপাণীত্যস্তি হি সামান্যম্। কস্তর্হি অদ্বৈতজ্ঞানস্য উপাসনানাঞ্চ বিশেষঃ? উচ্যতে, স্বাভাবিকস্য আত্মনি অক্রিয়ে অধ্যারোপিতস্য কর্ত্ত্রাদিকারক-ক্রিয়া-ফলভেদবিজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকমদ্বৈতবিজ্ঞানং, রজ্জ্বাদাবিব সর্পাদ্যধ্যারোপলক্ষণজ্ঞানস্য রজ্জ্বাদিস্বরূপনিশ্চয়ঃ প্রকাশনিমিত্তঃ। উপাসনন্তু যথাশাস্ত্রসমর্পিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায় তস্মিন্ সমানচিত্ত-বৃত্তিসন্তানকরণং তদ্বিলক্ষণপ্রত্যয়ানন্তরিতমিতি বিশেষঃ। তান্যেতানি উপাসনানি সত্ত্বশুদ্ধিকরত্বেন বস্তুতত্ত্বাবভাসকত্বাৎ অদ্বৈতজ্ঞানোপকারকাণি, আলম্বনবিষয়ত্বাৎ সুখ-

সাধ্যানি চেতি পূর্ব্বমুপন্যস্যন্তে, তত্র কর্ম্মাভ্যাসস্য দৃঢ়ীকৃতত্বাৎ। কর্ম্মপরিত্যাগেনোপাসন এব দুঃখং চেতঃসমর্পণং কর্ত্তুমিতি কর্ম্মাঙ্গবিষয়মেব তাবদাদাবুপাসনমুপন্যস্যতে। ৪।

ইতি ভাষ্যভূমিকা।

ভাষ্যভূমিকার সংক্ষিপ্তানুবাদ।—সেই এই অদ্বৈতবিদ্যাপ্রকরণে যাহাতে আত্মার অভ্যুদয়সাধন হয়, এই প্রকার উপাসনা ও যে সমস্ত উপাসনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটে,এবং অদ্বৈত ব্রহ্মের ঈষৎ বিকৃত ব্রহ্ম, অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মই যে সমস্ত উপাসনার বিষয়, "মনোময়, প্রাণশরীর" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত সেই সমস্ত উপাসনা ও কর্ম্মফলের উৎকর্ষজনক কর্ম্মাঙ্গবিষয়ক উদ্‌গীথাদি উপাসনাসমূহও কথিত হইতেছে, কারণ, রহস্য অর্থাৎ গূঢ়ার্থ বিষয়ে ও মনোবৃত্তিবিষয়ে অদ্বৈত আত্মজ্ঞান ও উপাসনার সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। উপাসনার সহিত আত্মজ্ঞানের পার্থক্য কি, প্রথমে তাহাই বলিতেছেন—আত্মবিদ্যাপ্রকরণে যে তিন প্রকার উপাসনা [illegible] আছে, তাহাতে উপনিষৎপ্রতিপাদ্য অদ্বৈত আত্মজ্ঞান ও উপাসনার ম[illegible] থাকে[illegible] নাই। অদ্বৈতজ্ঞান যেরূপ চিত্তবৃত্তি বা মানসচিন্তা মাত্র, অপর[illegible] [illegible] তদ্রূপ চিত্তবৃত্তিমাত্র; সুতরাং আত্মজ্ঞান ও উপাসনা উভয়ের মধ্যেই [illegible] বিদ্যমান। আচ্ছা, যদি অদ্বৈত আত্মজ্ঞান ও উপাসনা দুই-ই সমান হয়, তাহা হইলে উহাদিগের পার্থক্য কি থাকিল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, উপাসনাতে নিষ্ক্রিয় আত্মাতে কর্ত্রাদিকারক, ক্রিয়া ও তাহার ফল আরোপিত হয়, কিন্তু অদ্বৈত আত্মজ্ঞান ঐ সমস্ত ভেদজ্ঞানের অর্থাৎ আমি কর্ত্তা, আমি ইহার ফলভোগী ইত্যাদি বুদ্ধির নিবারক। যেরূপ রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদিজ্ঞান জন্মিলে, যখন সেই রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান হয়, তখন আর সেই মিথ্যা সর্পজ্ঞান বিদ্যমান থাকে না, তদ্রূপ অদ্বৈত আত্মজ্ঞানই আত্মাতে আরোপিত কর্ত্তৃত্বাদিজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া দেয়। আর কোন অধিষ্ঠানে মনে মনে শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম কল্পনা করিয়া তাহাতে যে চিত্তবৃত্তিস্থাপন, তাহাকেই উপাসনা কহে। অদ্বৈত আত্মজ্ঞান জন্মিলে ঐ সমস্ত কল্পনা দূর হইয়া যায়, ইহাই উপাসনা ও আত্মজ্ঞানের বিশেষত্ব। সেই সমস্ত উপাসনা দ্বারা চিত্তশোধন হয় এবং বস্তুর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং উপাসনা আত্মজ্ঞানসাধনের বিশেষ উপকারী ও কোন একটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া অনায়াসসাধ্য, এই জন্যই অগ্রে উপাসনা কথিত হইতেছে, যে হেতু, উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে কর্ম্মাভ্যাস দৃঢ় হয়। কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপাসনাতে চিত্তনিবেশ করা অতীব ক্লেশজনক হইয়া উঠে, এই জন্যই প্রথমে কর্ম্মাঙ্গবিষয়ক উপাসনা কথিত হইতেছে॥ ৪॥

ভাষ্যভূমিকার সংক্ষিপ্তানুবাদ সমাপ্ত।

অথোপনিষদারম্ভঃ

প্রথমঃ প্রপাঠকঃ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—ব্রহ্মের অতিশয় প্রীতিজনক নাম "ওম্" এই অক্ষরটিকে কর্ম্মাঙ্গ উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে অর্থাৎ ওঙ্কারেই দৃঢ় [illegible] অনুসন্ধান পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে উপাসনা করিবে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত। ওমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্ঠং, তস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি, প্রিয়নামগ্রহণে ইব লোকঃ। তদিহ "ইতি" পরং প্রযুক্তমভিধায়কত্বাৎ ব্যাবর্ত্তিতং শব্দস্বরূপমাত্রং প্রতীয়তে, তথা চ অর্চ্চাদিবৎ পরস্যাত্মনঃ প্রতীকং সম্পদ্যতে; এবং নামত্বেন প্রতীকত্বেন চ পরমাত্মোপাসনসাধনং শ্রেষ্ঠমিতি সর্ব্ববেদান্তেষু অবগতম্। জপকর্ম্মস্বাধ্যায়াদ্যন্তেষু চ বহুশঃ প্রয়োগাৎ প্রসিদ্ধমস্য শ্রৈষ্ঠ্যম্; অতস্তদেতদক্ষরং বর্ণাত্মকম্ উদ্‌গীথভক্ত্যবয়বত্বাৎ উদ্‌গীথশব্দবাচ্যমুপাসীত, কর্ম্মাঙ্গাবয়বভূতে ওঙ্কারে পরমাত্মপ্রতীকে দৃঢ়ামৈকাগ্র্যলক্ষণাং মতিং সন্তনুয়াৎ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"ওম্" এই অক্ষরকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে। 'ওম্' এই অক্ষরটি পরমাত্মার অতি সন্নিহিত অভিধান বা বাচক অর্থাৎ ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়াই পরমাত্মার নাম উচ্চারণ করিতে হয়। এই নাম গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি সাধকের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। নিজের প্রিয় নামে কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিলে সেই সম্বোধ্য ব্যক্তির যেরূপ প্রীতি জন্মে, তদ্রূপ পরমাত্মার অতিপ্রিয় 'ওম্' নামে তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনিও পরম প্রীতিলাভ করেন। পরমাত্মার অপরাপর অনেক নাম থাকিলেও এই 'ওম্' শব্দই তাঁহার বাচক। এই 'ওম্' শব্দ যেমন পরমাত্মাতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অপরাপর শব্দ তদ্রূপ নহে। প্রতিমাতে যেরূপ ভগবৎপ্রতীতি জন্মে, 'ওম্' শব্দেও তদ্রূপ পরমাত্মার প্রতীতি হয়। ওঙ্কার পরমাত্মার বাচক ও

নামবিশেষ, এই জন্য যত প্রকার পরমাত্মোপাসনার সাধন আছে, তন্মধ্যে সর্ব্ব-বেদান্তেই এই ওঙ্কারেরই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। জপ, কর্ম্ম ও স্বাধ্যায়ের আদি ও অন্তে এই ওম্ শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে ; সুতরাং ওঙ্কারের প্রাধান্যই প্রথিত। অতএব বর্ণাত্মক সেই এই অক্ষরই উদ্গীথ ভক্তির অংশবিশেষ বলিয়া উদ্গীথরূপে ইহার উপাসনা করিবে অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গের অবয়বীভূত ও পরমাত্মপ্রতীক ওঙ্কারে দৃঢ়রূপে চিত্তনিবেশ করাই কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

ওমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যে হেতু "ওম্" এই অক্ষর প্রথমে উচ্চারণপূর্ব্বক উদ্গান অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে গান করে, এই জন্যই ওঙ্কার উদ্গীথ। তাহার উপব্যাখ্যান অর্থাৎ কি প্রকারে ওঙ্কারের উপাসনা করিতে হয়, তাহার মাহাত্ম্য, ফল ইত্যাদি বি[illegible] ২ ॥

[illegible] ম্।—স্বয়মেব শ্রুতিরোঙ্কারস্য উদ্গীথশব্দবাচ্যত্বে হেতুমাহ। ওমিতি [illegible]—ওমিত্যারভ্য হি যস্মাদুদ্গায়তি অত উদ্গীথ ওঙ্কার ইত্যর্থঃ। তস্যোপব্যাখ্যানং—[illegible]স্য অক্ষরস্য, উপব্যাখ্যানম্—এবমুপাসনম্, এবং-বিভূতি, এবং-ফল-মিত্যাদিকথনম্ উপব্যাখ্যানং, প্রবর্ত্ততে ইতি বাক্যশেষঃ। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কি জন্য ওঙ্কারকে উদ্গীথ বলা হয়, স্বয়ং শ্রুতিই তাহা বলিতেছেন, যে হেতু "ওম্" এই শব্দ আরম্ভ করত উচ্চৈঃস্বরে গান করে এ জন্য ওঙ্কারই উদ্গীথ বলিয়া অভিহিত। সেই ওঙ্কারের উপব্যাখ্যান অর্থাৎ উপাসনা-প্রকার, মাহাত্ম্য ও ফল ইত্যাদি কীর্ত্তিত হইতেছে ॥ ২ ॥

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপো রসঃ, অপামোষধয়ো রসঃ, ওষধীনাং পুরুষো রসঃ, পুরুষস্য বাক্ রসঃ, বাচ ঋক্ রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ, সাম্ন উদ্গীথো রসঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—পৃথিবী স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহের রস অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ। জলসমূহ পৃথিবীর রস অর্থাৎ আশ্রয় বা কারণ, যে হেতু, এই পৃথিবী জলেতেই ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত। ওষধি অর্থাৎ লতা আদি জলের রস বা সার অর্থাৎ কার্য্য, পুরুষ ওষধিসমূহের রস বা কার্য্য, বাক্য পুরুষের রস বা কার্য্য, ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক বেদাংশ বাক্যের রস বা সার, সাম অর্থাৎ গীতাত্মক বেদাংশ ঋকের রস বা সার, আর উদ্গীথ বা ওঙ্কার সামবেদের রস বা সারাংশ ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এষাং চরাচরাণাং ভূতানাং পৃথিবী রসো গতিঃ পরায়ণ-

মবষ্টম্ভঃ। পৃথিব্যা আপো রসঃ, অপ্সু হ্যোতা চ প্রোতা চ পৃথিব্যতস্তা রসঃ পৃথিব্যাঃ। অপামোষধয়ো রসঃ, অপ্‌পরিণামত্বাদোষধীনাম্‌। তাসাং পুরুষো রসঃ, অন্নপরিণামত্বাৎ পুরুষস্য। তস্যাপি পুরুষস্য বাগ্রসঃ, পুরুষাবয়বানাং হি বাক্‌ সারিষ্ঠা, অতো বাক্‌ পুরুষস্য রস উচ্যতে। তস্যা অপি বাচঃ ঋগ্রসঃ সারতরা। ঋচঃ সাম রসঃ সারতরম্‌। তস্যাপি সাম্নঃ উদ্গীথঃ প্রকৃতত্বাদোঙ্কারঃ সারতরঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পৃথিবী এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্ব-ভূতের রস অর্থাৎ গতি বা উৎপত্তির হেতু, পরায়ণ অর্থাৎ স্থিতির কারণ ও অবষ্টম্ভ অর্থাৎ সংহারের নিদান। সলিল এই পৃথিবীর রস বা কারণ, যে হেতু সলিলেই পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে, "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" এই শ্রুতিও জলকেই পৃথিবীর কারণ বলিয়াছেন, এ জন্য জলই পৃথিবীর রস। জলের রস বা সারাংশ ওষধিসমূহ, কারণ, যাবতীয় ওষধি জলেরই পরিণাম অর্থাৎ জল ব্যতীত ওষধিসমূহ থাকিতেই পারে না। ওষধির রস পুরুষ, ক[illegible] কর্ত্তৃক সেবিত ওষধি বা অন্নই পরিণামে রস-রক্তাদিরূপে পরিণত [illegible] পুরুষের উৎপত্তির কারণ হয়, এই জন্যই পুরুষ ওষধিসমূহ[illegible] কাশ্য। আর বাক্যই পুরুষের রস বা সার, বাক্‌শক্তিহীন [illegible]নন্দনীয় ও অবজ্ঞেয় বলিয়া বাক্যই পুরুষের সারতম পদার্থ, এ জন্য বাক্যই পুরুষের রস। সেই বাক্যের রস বা সারতর পদার্থ ঋক্‌ বা ঋগ্বেদ, অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক বেদভাগের উচ্চারণেই বাক্যের সার্থকতা, এ জন্য ঋক্‌ই বাক্যের রস বা সারাংশ। ঋগ্বেদের রস বা উৎকৃষ্ট সার সামবেদ, যে হেতু ঋক্‌সমূহ গীতসহকারে উচ্চারিত হইলেই শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তিজনক হয়। আর উদ্গীথ অর্থাৎ প্রস্তাবিত উদ্গীথাবয়ব ওঙ্কার সেই সামবেদের রস বা সারতর অংশ, যে হেতু, ওঙ্কার-বিরহিত সাম নিষ্ফল ॥ ৩ ॥

স এষ রসানাংᳬ* রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গী[illegible] ॥৪॥

অনুবাদ।—সেই যে এই উদ্গীথ বা ওঙ্কার, ইহা পৃথিবী প্রভৃতি রস-সমূহের রসতম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সারাংশ, পরমাত্মার তুল্য ও পরার্দ্ধ্য অর্থাৎ পরমাত্মার ন্যায় উপাস্য বলিয়া পরমাত্মস্থানেই আশ্রয়ণীয় ও পৃথিব্যাদি রসসমূহের মধ্যে অষ্টম-সংখ্যক ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।—এবং স এষ উদ্গীথাখ্যঃ ওঙ্কারো ভূতাদীনাম্‌ উত্তরোত্তররসানামতিশয়েন রসো রসতমঃ। পরমঃ পরমাত্মপ্রতীকত্বাৎ। পরার্দ্ধ্যঃ অর্দ্ধং স্থানং, পরঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ পরার্দ্ধং তদর্হতীতি পরার্দ্ধ্যঃ পরমাত্মস্থানার্হঃ, পরমাত্মবৎ উপাস্যত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। অষ্টমঃ পৃথিব্যাদিরসসংখ্যায়াং, যৎ উদ্গীথঃ য উদ্গীথঃ। ৪।

---

* 'ᳬ' এই চিহ্ন যেখানে থাকিবে, সেখানে 'ঙ' এই প্রকার উচ্চারণ হইবে।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই উদ্‌গীথ-নামক ওঙ্কারই উত্তরোত্তর রসস্বরূপ ভূতসমূহের রসতম বা উৎকৃষ্ট রস। পরমাত্মার প্রতীক বলিয়া ইহা পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট, এই রসাস্বাদনেই পরমাত্মার প্রতীতি হইয়া থাকে, অতএব ওঙ্কারই রসতম বলিয়া কথিত। এই ওঙ্কারই পরমাত্মস্থানীয়, সুতরাং পরমাত্মবৎ ইহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। পরমাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করা যেমন সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, ওঙ্কারের রসতমত্ব অনুসন্ধান পূর্ব্বক পরমাত্মজ্ঞানে ধ্যান করাও তদ্রূপ উচিত। পৃথিবী প্রভৃতি রস হইতে গণনা করিলে রসসমূহের মধ্যে উহা অষ্টম হইবে, যথা—ক্ষিতি, অপ্, ওষধি, পুরুষ, বাক্য, ঋক্, সাম ও উদ্‌গীথাখ্য ওঙ্কার, অতএব ওঙ্কার সর্ব্বরসের উত্তরবর্ত্তী বলিয়া ইহাই রসতম বা সর্ব্বরসের মধ্যে অতিশয় রস ॥ ৪ ॥
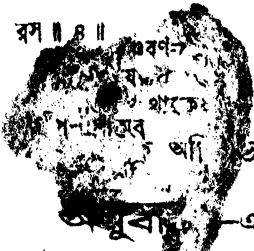
[illegible], কতমৎ কতমৎ সাম, কতমঃ কতম উদ্-[illegible] ভবতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, পূর্ব্বে যে ঋক্, সাম ও উদ্‌গীথের কথা বলা হইল, ঐ ঋক্-ই বা কোন্ কোন্‌টি? সাম-ই বা কোন্ কোন্‌টি? আর উদ্‌গীথ-ই বা কোন্ কোন্‌টি? ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—বাচ ঋক্ রস ইত্যুক্তং, কতমা সা ঋক্? কতমৎ তৎ সাম? কতমো বা স উদ্‌গীথঃ? কতমা কতমেতি বীপ্সা আদরার্থা। নমু "বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে ডতমচ্," ন হ্যত্র ঋগ্‌জাতিবহুত্বং, কথং ডতমচ্ প্রত্যয়ঃ? নৈষ দোষঃ, জাতৌ পরিপ্রশ্নঃ জাতিপরিপ্রশ্ন ইত্যেতস্মিন্ বিগ্রহে জাতৌ ঋগ্‌ব্যক্তীনাং বহুত্বোপপত্তেঃ, ন তু জাতেঃ পরিপ্রশ্ন ইতি বিগৃহ্যতে। নমু জাতেঃ পরিপ্রশ্নঃ ইত্যস্মিন্ বিগ্রহে "কতমঃ কঠঃ" ইত্যাদ্যুদাহরণম্ উপপন্নং, জাতৌ পরিপ্রশ্ন ইত্যত্র তু ন যুজ্যতে। তত্রাপি কঠাদিজাতাবেব ব্যক্তিবহুত্বাভিপ্রায়েণ পরিপ্রশ্ন ইত্যদোষঃ। যদি জাতেঃ পরিপ্রশ্নঃ স্যাৎ, কতমা কতমা ঋক্ ইত্যাদৌ উপসংখ্যানং কর্ত্তব্যং স্যাৎ। বিমৃষ্টং ভবতি বিমর্শঃ কৃতো ভবতি ॥৫॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাক্যের রস ঋক্, এ স্থানে প্রশ্ন এই যে, বেদের অনেক প্রকার শাখা আছে, তন্মধ্যে কাহাকেই বা ঋক্ বলে? সাম-ই বা কাহাকে বলা যায়? উদ্‌গীথ-ই বা কাহাকে বলে? "কতম কতম" ইত্যাদি স্থলে দ্বিরুক্তি প্রশ্নবিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহের দ্যোতক ॥ ৫ ॥

বাগেবর্ক্, প্রাণঃ সাম, ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ। তদ্বা এত-
ন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক্ চ সাম চ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—বাক্ই ঋক্, প্রাণই সাম ও "ওম্" এই অক্ষরই উদ্গীথ। ইহাই সেই মিথুন বা স্ত্রীপুরুষস্থানীয়, যাহা বাক্ ও প্রাণ এবং ঋক্ ও সাম অর্থাৎ বাক্ ও প্রাণ সমস্ত ঋক্-সামের কারণস্বরূপ স্ত্রীপুরুষ-স্থানীয় ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—বিমর্শে হি কৃতে সতি প্রতিবচনোক্তিরুপপন্না বাগেব ঋক্, প্রাণঃ সাম ইতি। বাগৃচোরেকত্বেঽপি নাষ্টমত্বব্যাঘাতঃ, পূর্ব্বস্মাৎ বাক্যান্তরত্বা-দাপ্তিগুণসিদ্ধয়ে ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথ ইতি। বাক্প্রাণৌ ঋক্সামযোনী ইতি বাগেব ঋক্ প্রাণঃ সামেত্যুচ্যতে, যথাক্রমম্ ঋক্সামযোস্তো: বাক্প্রাণয়োর্গ্রহণে হি সর্ব্বাসাম্ ঋচাং সর্ব্বেষাঞ্চ সাম্নাম্ অবরোধঃ কৃতঃ স্যাৎ। সর্ব্বর্ক্সামাবরোধে [illegible] সর্ব্বকর্ম্মণামবরোধঃ কৃতঃ স্যাৎ; তদবরোধে চ সর্ব্বে কামা অ[illegible] দক্ষরমুদ্গীথঃ" ইতি ভক্ত্যাশঙ্কা নিবর্ত্ততে। "তদ্বা" তদি[illegible] কিন্তৎ মিথুনম্? ইত্যাহ, যৎ বাক্ চ প্রাণশ্চ সর্ব্বর্ক্সামকা[illegible] ঋক্ চ সাম চেতি ঋক্সামকারণৌ ঋক্সামশব্দোক্তৌ ইত্যর্থঃ, ন তু [illegible] ঋক্ [illegible] সাম চ মিথুনম্, অন্যথা হি বাক্ চ প্রাণশ্চ ইত্যেকং মিথুনম্, ঋক্ সাম চা[illegible]ং মিথুনমিতি দ্বে মিথুনে স্যাতাং, তথা চ তদেতৎ মিথুনমিত্যেকবচননির্দ্দেশঃ অনুপপন্নঃ স্যাৎ, তস্মাৎ ঋক্সামযোস্তো: বাক্প্রাণয়োরেব মিথুনত্বম্। ৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিতে হয়, এ জন্য বলিতেছেন—বাক্যই ঋক্, প্রাণই সাম ও 'ওঁ' এই বর্ণই উদ্গীথ বলিয়া কথিত। বাক্য ও প্রাণ ইহারাই ক্রমশঃ ঋক্ ও সামের উৎপত্তির হেতু অর্থাৎ বাক্য ও প্রাণ হইতেই যাবতীয় ঋক্ ও সর্ব্ববিধ সামের উৎপত্তি হয়, এই জন্যই বাক্যকে ঋক্ ও প্রাণকে সাম বলা হইয়াছে, আর যথাক্রমে ঋক্ ও সামের উৎপত্তির হেতুস্বরূপ বাক্ ও প্রাণের উল্লেখ করাতেই সমস্ত ঋক্ ও সমস্ত সামেরই গ্রহণ, আর সমস্ত ঋক্ ও সমস্ত সামের গ্রহণেই ঋক্-সামসাধ্য যাবতীয় কর্ম্মেরও গ্রহণ, আর তাহা হইলেই সর্ব্ববিধ কাম বা কাম্য ফলেরও গ্রহণ বা স্বীকার করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আর কেবলমাত্র উদ্গীথ বলিলে সমস্ত উদ্গীথেরই গ্রহণ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় "ওম্" এই অক্ষরাত্মক উদ্গীথ বলা হইয়াছে। মূলে যে "তদ্বৈ" পদ আছে, ঐ তৎশব্দে পরবর্ত্তী মিথুনকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; সেই মিথুন কি? তাহাই বলিতেছেন, ঋক্ ও সামের উৎপত্তির কারণস্বরূপ বলিয়া বাক্ ও প্রাণই মিথুন, ঋক্ ও সাম এই দুইটি শব্দ দ্বারাই ঋক্ সামের সেই দুইটি কারণকে বুঝাইতেছে ॥৬॥

তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে, যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছতঃ, আপয়তো বৈ তাবন্যোঽন্যস্য কামম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—সেই এই বাক্য ও প্রাণরূপ মিথুন "ওম্" এই অক্ষরের সহিত মিলিত হয়, যে সময়ে উহারা মিথুনীভাব প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে পরস্পরের কাম অর্থাৎ অভিপ্রেতার্থ সম্পাদন করে ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তৎ এতৎ এবং-লক্ষণং মিথুনম্ "ওম্" ইত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে; এবং সর্ব্বকামাবাপ্তিগুণবিশিষ্টং মিথুনমোঙ্কারে সংসৃষ্টং বিদ্যতে ইত্যোঙ্কারস্য সর্ব্বকামাবাপ্তিগুণবত্ত্বং প্রসিদ্ধম্। বাঙ্ময়ত্বম্ ওঙ্কারস্য প্রাণনিষ্পাদ্যত্বঞ্চ মিথুনেন সংসৃষ্টত্বং, মিথুনস্য কামাপয়িতৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি দৃষ্টান্ত উচ্যতে—যথা লোকে মিথুনৌ মিথুনাবয়বৌ স্ত্রীপুংসৌ, যদা সমাগচ্ছতঃ গ্রাম্যধর্ম্মতয়া সংযুজ্যেয়াতাং, তদা আপয়তঃ প্রাপ[illegible] ইতরেতরস্য, তৌ কামং, তথা চ স্বাত্মানুপ্রবিষ্টেন মিথুনেন [illegible]রস্য সিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ। ৭।

[illegible]ষ্যানুবাদ।—'ওঁ' এই অক্ষরে পূর্ব্বকথিত মিথুনীভূত [illegible]ই সংসৃষ্ট রহিয়াছে। এইরূপেই সর্ব্বকামলাভরূপ গুণবিশিষ্ট মি[illegible] হইয়া আছে এবং এই জন্যই ওঙ্কারেরও সর্ব্বকামপ্রদত্বরূপ গুণবত্তা প্র[illegible] আছে। ওঙ্কারের বাঙ্ময়ত্ব ও প্রাণনিষ্পাদ্যত্বই মিথুনীভাব অর্থাৎ পরস্পর সংসর্গ। মিথুন যে কামনাপূরক, তাহাও লোকপ্রসিদ্ধ। দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত উক্তির সমর্থন করিতেছেন, যেমন লৌকিক মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ যখন পরস্পর গ্রাম্যধর্ম্ম অর্থাৎ সুরতক্রীড়ার্থ মিলিত হয়, তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরের কামনা পূরণ করে, তদ্রূপ আত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট উক্তরূপ মিথুন দ্বারাই ওঙ্কারের সর্ব্বকামপ্রদত্বরূপ গুণশালিত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ৭ ॥

আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি, য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই ওঙ্কাররূপ অক্ষরকে সর্ব্বকামপ্রদত্বরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া "ওম্" এই অক্ষরাত্মক উদ্গীথের উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত কাম অর্থাৎ অভিলষিত বিষয়ের প্রাপক হন অর্থাৎ তাঁহার অভীষ্ট বিষয় পূর্ণ হয় ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদুপাসকোঽপি উদ্গাতা তদ্ধর্ম্মা ভবতীত্যাহ, আপয়িতা হ বৈ কামানাং যজমানস্য ভবতি, য এতদক্ষরম্, এবম্ আপ্তিগুণবৎ, উদ্গীথম্ উপাস্তে, তস্য এতৎ যথোক্তং ফলমিত্যর্থঃ, "তং যথা যথা উপাসতে, তদেব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। ৮।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ওঙ্কারের উপাসক উদ্‌গাতাও ওঙ্কারের ন্যায় সর্ব্বকামপ্রদত্বরূপ গুণবান্ হইয়া থাকেন, এই কথাই বলিতেছেন। যিনি এই ওঙ্কারাত্মক অক্ষরকে আপ্তিরূপ অর্থাৎ সর্ব্বকামপ্রদত্বরূপ গুণবিশিষ্ট মনে করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার যথোক্তরূপ ফললাভ হয় অর্থাৎ তিনি যজমানদিগের সর্ব্বকামনা পরিপূরণ করিতে সমর্থ হন। শ্রুতিও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে যেরূপ যেরূপ ভাবে আরাধনা করে, তাহার সেই সেই কামনাপরিপূরণরূপ ফললাভ হয় ॥ ৮ ॥

তদ্বা এতদনুজ্ঞাক্ষরং, যদ্ধি কিঞ্চানুজানাত্যোমিত্যেব তদাহ, এষো এব সমৃদ্ধির্যদনুজ্ঞা, সমর্দ্ধয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি, য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট সেই এই ও[illegible] কর্ত্তৃক অনুমতিসূচক অক্ষরবিশেষ। যাহা কিছু অনুমোদন করা[illegible] কিছু প্রার্থনা করিলে অথবা কোন কার্য্যে অনুমতি চাহি[illegible] উচ্চারণ করিয়াই ধনী বা জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে সম্মতি [illegible] এব এই অনুজ্ঞা বা সম্মতিজ্ঞাপক ওঙ্কার সমৃদ্ধি অর্থাৎ উন্নতিজন[illegible] গুণবিশিষ্ট। যিনি এই অক্ষরাত্মক উদ্‌গীথকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি যজমানের সমস্ত কাম্যবিষয় পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হন ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সমৃদ্ধিগুণবাংশ্চ ওঙ্কারঃ, কথম্? তদ্বা এতৎ প্রকৃতম্, অনুজ্ঞাক্ষরম্ অনুজ্ঞা চ সা অক্ষরঞ্চ তৎ; অনুজ্ঞা অনুমতিঃ, ওঙ্কার ইত্যর্থঃ। কথমনুজ্ঞা? ইত্যাহ, শ্রুতিরেব, যদ্ধি কিঞ্চ যৎ কিঞ্চ লোকে জ্ঞানং ধনং বা অনুজানাতি বিদ্বান্ ধনী বা তত্র অনুমতিং কুর্ব্বন্ ওমিত্যেব তদাহ। তথা বেদে "ত্রয়স্ত্রিংশদিতি, ওমিতি হোবাচ" ইত্যাদি। তথা চ লোকেঽপি—তবেদং ধনং গৃহ্নামি ইত্যুক্ত ওমিত্যাহ। অত এষা উ এব এষৈব সমৃদ্ধিঃ যদনুজ্ঞা, যা অনুজ্ঞা সা সমৃদ্ধিঃ, তন্মূলত্বাদনুজ্ঞায়াঃ; সমৃদ্ধঃ ওমিত্যনুজ্ঞাং দদাতি, তস্মাৎ সমৃদ্ধিগুণবান্ ওঙ্কার ইত্যর্থঃ। সমৃদ্ধিগুণোপাসকত্বাৎ তদ্ধর্ম্মা সন্ সমর্দ্ধয়িতা হ বৈ কামানাং যজমানস্য ভবতি, য এতদেবং বিদ্বানক্ষরম্ উদ্গীথমুপাস্তে ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ৯।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই ওঙ্কার সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্টও বটে। কি প্রকারে ইহা সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্ট হইতে পারে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন, প্রস্তাবিত এই ওঙ্কাররূপ অক্ষর অনুজ্ঞা বা অনুমতিসূচক অক্ষর, কারণ, জ্ঞানী বা ধনী ব্যক্তির নিকট কোন প্রার্থী যদি জ্ঞান বা ধন প্রার্থনা করে, এবং জ্ঞানী বা ধনী

যদি তাহা দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে "ওম্" এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়াই তাহাতে অনুমতি জ্ঞাপন করেন। বেদেও আছে, শাকল্যমুনি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেন, দেবতা কতগুলি? যাজ্ঞবল্ক্য তেত্রিশটি দেবতা এই উত্তর দিলে শাকল্য "ওম্" এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়াই তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এ জন্য এই যে অনুজ্ঞা বা অনুমতিসূচক ওঙ্কার, ইহাই সমৃদ্ধি, যে হেতু, সমৃদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী বা ধনী ব্যক্তিই "ওম্" এই শব্দ দ্বারা অনুমতি জ্ঞাপন করেন, অতএব অনুজ্ঞা সমৃদ্ধিমূলক বলিয়া ওঙ্কারও সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্ট। যে ব্যক্তি এই ওঙ্কারাত্মক উদ্গীথকে এই প্রকার সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্ট জানিয়া আরাধনা করেন, সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্টের উপাসক বলিয়া তিনিও সেইরূপ গুণসম্পন্ন হইয়া যজমানগণের সমস্ত কামনা পরিপূরণ করিতে সমর্থ হন। অপরাপর ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় জানি[illegible]

[illegible] বিদ্যা বর্ত্ততে, ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শং- [illegible] ত্যেতস্যৈবাক্ষরস্যাপচিত্যৈ মহিম্না রসেন ॥১০॥
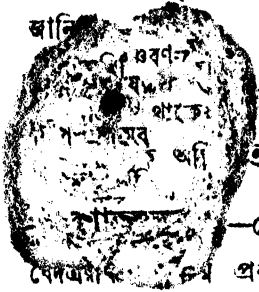
[illegible]—সেই এই ওঙ্কারাত্মক অক্ষরের দ্বারাই এই ত্রয়ী বিদ্যা অর্থাৎ বেদত্রয়ী[illegible] প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সোমযাগে 'ওম্' এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়াই শ্রবণ করান হয়, 'ওম্' উচ্চারণ করিয়াই স্তব করা হয়, 'ওম্' উচ্চারণ করিয়াই উদ্গীত হয়। পরমাত্মসদৃশ সেই ওঙ্কারাত্মক অক্ষরের পূজা নিমিত্তই তাঁহারই মহিমা ও রস অর্থাৎ হবি দ্বারা সেই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদিত হয়॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথেদানীম্ অক্ষরং স্তৌতি, উপাস্যত্বাৎ প্ররোচনার্থম্। কথম্? তেনাক্ষরেণ প্রকৃতেন ইয়ম্ ঋগ্বেদাদিলক্ষণা ত্রয়ী বিদ্যা ত্রয়ীবিদ্যাবিহিতং কর্ম্মেত্যর্থঃ। ন হি ত্রয়ী বিদ্যৈব আশ্রাবণাদিভিঃ বর্ত্ততে, কর্ম্ম তু তথা প্রবর্ত্ততে ইতি প্রসিদ্ধম্। কথম্? ওমিতি আশ্রাবয়তি, ওমিতি শংসতি, ওমিতি উদ্গায়তীতি লিঙ্গাচ্চ সোমযাগে ইতি গম্যতে, তচ্চ কর্ম্ম এতস্যৈবাক্ষরস্য অপচিত্যৈ পূজার্থং, পরমাত্মপ্রতীকং হি তৎ, তদপচিতিঃ পরমাত্মন এব সা, "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" ইতি স্মৃতেঃ। মহিম্না রসেন—কিঞ্চ এতস্যৈবাক্ষরস্য মহিম্না মহত্ত্বেন, ঋত্বিগ্-যজমানাদিপ্রাণৈরিত্যর্থঃ। তথা এতস্যৈবাক্ষরস্য রসেন ব্রীহিযবাদিরসনির্ব্বৃত্তেন হবিষা ইত্যর্থঃ। যাগহোমাদ্যক্ষরেণ ক্রিয়তে, তচ্চাদিত্যমুপতিষ্ঠতে, ততো বৃষ্ট্যাদিক্রমেণ প্রাণোঽন্নঞ্চ জায়তে, প্রাণৈরন্নেন চ যজ্ঞস্তায়তে, অত উচ্যতে, অক্ষরস্য মহিম্না রসেনেতি ॥১০॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উপাস্য বলিয়া লোকের প্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত সম্প্রতি এই অক্ষরের স্তব বা প্রশংসা করিতেছেন। সেই এই

অক্ষরের দ্বারাই অর্থাৎ ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়াই বেদত্রয়বিহিত সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। সোমযাগে 'ওম্' উচ্চারণ করিয়াই আশ্রাবণ করে অর্থাৎ শ্রবণ করায়, 'ওম্' উচ্চারণ করিয়াই স্তব করে, 'ওম্' উচ্চারণ করিয়াই উদ্গান করে। উক্ত সকল কর্ম্মই এই অক্ষর ওঙ্কারেরই পূজার নিমিত্ত জানিবে, কারণ, ঐ অক্ষর পরমাত্মারই প্রতীক, অতএব উক্ত প্রকারে ওঙ্কারের উপাসনা পরমাত্মারই উপাসনা। স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, "স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া মনুষ্যেরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়"। আরও দেখ, এই অক্ষরের মাহাত্ম্য দ্বারাই ঋত্বিক্ ও যজমানাদি সকলে প্রাণ অর্থাৎ শক্তিসম্পন্ন হন ও সেই অক্ষরের রস অর্থাৎ ব্রীহিযবাদির রস হইতে সমুদ্ভূত হবিঃ দ্বারাই সেই অক্ষরাত্মক পরমাত্মার পূজা সম্পাদিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, ওঙ্কারাত্মক অক্ষর উচ্চারণ করিয়াই যাগ হোম ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই আহুত দ্রবসমূহ আদিত্যমণ্ডলে গমন করে, সেই আদিত্যমণ্ডল হই[illegible] বৃষ্টি দ্বারা ব্রীহিযবাদি শস্যসমূহ সমুৎপন্ন হয়, ঋত্বিক্ যজমানাদি সে[illegible] কর্ত্তৃক [illegible] হন ও গবাদি পশুসমূহ সেই শস্য ভক্ষণে প্রভূত দুগ্ধ প্রদা[illegible] হোমীয় ঘৃত উৎপন্ন হয়, ঋত্বিক্-যজমানগণ শক্তিসম্পন্ন হই[illegible] হোমাদি ক্রিয়া করেন। এই জন্যই বলা হইয়াছে, সেই অক্ষ[illegible] এব দ্বারা পরমাত্মস্বরূপ ওঙ্কারের পূজা সম্পাদিত হয়; সুতরাং যাই[illegible] ইৎ, তাঁহাদিগের যাগাদিকর্ম্ম করা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য ॥ ১০ ॥

তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ, যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি খল্বেতস্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি ॥ ১১ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যাঁহারা এই অক্ষরকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়া জানেন এবং যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা উভয়েই সেই অক্ষর দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই নানাবিধ অর্থাৎ বিভিন্নরূপ ফলপ্রদ। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও উপনিষৎ অর্থাৎ যোগসহকারে যাহা কিছু করা যায়, তাহাই অতিশয় বীর্য্যশালী হয়। উদ্গীথ নামক এই অক্ষরের উপব্যাখ্যান অর্থাৎ প্রশংসা বা মহিমা এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

প্রথম প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্রাক্ষরবিজ্ঞানবতঃ কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি স্থিতমাক্ষিপতি। তেন অক্ষরেণ উভৌ যশ্চ এতদক্ষরমেবং ব্যাখ্যাতং বেদ, যশ্চ কর্ম্মমাত্রবিৎ অক্ষর-যাথাত্ম্যং ন বেদ তৌ উভৌ কুরুতঃ কর্ম্ম। তয়োশ্চ কর্ম্মসামর্থ্যাদেব ফলং স্যাৎ, কিং তত্র অক্ষর যাথাত্ম্যবিজ্ঞানেন? ইতি; দৃষ্টং হি লোকে হরীতকীং ভক্ষয়তোঃ তদ্রসাভি-জ্ঞেতরয়োঃ বিরেচনম্; নৈবম্; যস্মাৎ নানা তু বিদ্যা চ অবিদ্যা চ ভিন্নে হি বিদ্যাবিদ্যে। তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। ন ওঙ্কারস্য কর্ম্মাঙ্গত্বমাত্রবিজ্ঞানমেব রসতমাপ্তিসমৃদ্ধিগুণ-বদ্বিজ্ঞানম্; কিং তর্হি? ততঃ অভ্যধিকম্, তস্মাৎ তদঙ্গাধিক্যাৎ ফলাধিক্যং যুক্ত-মিত্যভিপ্রায়ঃ। দৃষ্টং হি লোকে বণিক্-শবরয়োঃ পদ্মরাগাদিমণিবিক্রয়ে বণিজো বিজ্ঞানা-ধিক্যাৎ ফলাধিক্যং, তস্মাৎ যদেব বিদ্যয়া বিজ্ঞানেন যুক্তঃ সন্, করোতি কর্ম্ম, শ্রদ্ধয়া শ্রদ্ধধানশ্চ সন্, উপনিষদা যোগেন যুক্তশ্চেত্যর্থঃ, তদেব কর্ম্ম বীর্য্যবত্তরম্ অবিদ্বৎকর্ম্মণঃ অধিকফলং [illegible]তীতি। বিদ্বৎকর্ম্মণো বীর্য্যবত্তরত্ববচনাৎ অবিদুষোঽপি কর্ম্ম বীর্য্যবদেব [illegible] চ অবিদুষঃ কর্ম্মণি অনধিকারঃ, ঔষস্ত্যে কাণ্ডে অবিদুষামপি [illegible]প্তিসমৃদ্ধিগুণবদক্ষরমিত্যেকমুপাসনং, মধ্যে প্রযত্নান্তরাদর্শনাৎ। [illegible]নকধা উপাস্যত্বাৎ খলু এতস্যৈব প্রকৃতস্য উদ্গীথাখ্যস্য অক্ষরস্য [illegible]। ১১।

[illegible] ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য প্রথমখণ্ডভাষ্যম্। ১।

[illegible]ভাষ্যানুবাদ।—ইহার মধ্যে এই অক্ষরবিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরই কর্ম্মে অধিকার, অজ্ঞানীর নহে, এই মতের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহারা "ওম্" এই বর্ণের তত্ত্ব অবগত আছেন এবং যাঁহারা উক্ত তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন, কেবল কর্ম্মমাত্র জানেন, তাঁহারা উভয়েই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন; তাঁহাদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবেই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহাদিগের অক্ষরমহিমা-পরিজ্ঞান না হইলেই বা ক্ষতি কি? লোকব্যবহারেও দৃষ্ট হয় যে, হরীতকীর গুণবিষয়ে অভিজ্ঞই হউক আর 'অনভিজ্ঞই হউক, উহা সেবন করিলে উভয়েরই বিরেচন হয়। ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, হরীতকীসেবনরূপ কর্ম্ম দ্বারা যেরূপ তাহার গুণবিষয়ে অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ উভয়েরই বিরেচনকার্য্য সম্পাদিত হয়, ওঙ্কারের আরাধনা দ্বারাও তদ্রূপ অক্ষরমাহাত্ম্যাভিজ্ঞ ও কেবল কর্ম্মাভিজ্ঞ উভয়েরই সমান ফল হয়। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞানাভাব উভয়েই নানা অর্থাৎ বিভিন্নরূপ ফল প্রদান করে। মূলোক্ত তু-শব্দটি উক্তরূপ আশঙ্কা খণ্ডনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, ওঙ্কারের কর্ম্মাঙ্গত্বমাত্রজ্ঞানই যে রসতমাপ্তি ও সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্ট বিজ্ঞান, তাহা নহে, তাহা হইতেও অধিক; সুতরাং ওঙ্কারের কর্ম্মাঙ্গস্বরূপ বিজ্ঞান অপেক্ষা সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্টরূপ ওঙ্কারবিজ্ঞানের আধিক্যবশতঃ

ফলেরও আধিক্য বুঝিতে হইবে। দেখ, লোকব্যবহারেও দেখা যায়, পদ্মরাগাদি-মণিবিক্রয়বিষয়ে যেরূপ বণিক্ ও ব্যাধ এই উভয়ের মধ্যে রত্নবিদ্যায় বণিকের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় তাহারই ফলাধিক্য হয়, বণিক্ পদ্মরাগের মহিমা জানে; সুতরাং সে যেমন মূল্যে মণিবিক্রয় করিতে পারে, পদ্মরাগের মহিমাপরিজ্ঞানে অক্ষম ব্যাধ তদ্রূপ মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে না, সেইরূপ যাঁহারা ওঙ্কারের উক্তরূপ মহিমা সম্যক্রূপ বিদিত আছেন, তাঁহারা ওঙ্কারমহিমা-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব বিদ্যা অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও উপনিষৎ অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া যে কিছু কর্ম্ম করিবে, সেই কর্ম্মই অধিক বীর্য্যশালী হয় অর্থাৎ অজ্ঞানী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদান করিতে সমর্থ হয়; যাহারা অজ্ঞানী, তাহাদিগের কর্ম্ম অধিক ফলপ্রদানে সমর্থ নহে; কিন্তু তাহাই বলিয়া যে অজ্ঞানীদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের একেবারে [illegible] না, তাহা নহে, তবে এইমাত্র প্রভেদ, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের কর্ম্মে [illegible] কর্ত্তৃ-গণের কর্ম্মে অপেক্ষাকৃত ন্যূনফল হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা [illegible] যে, অজ্ঞানীরাও কর্ম্মে অনধিকারী নহে, অর্থাৎ তাহাদিগের [illegible] যে হেতু, ঔষস্ত্যকাণ্ডে অর্থাৎ উষস্তিবিষয়ক প্রশ্নপ্রকরণে অজ্ঞান[illegible] অর্থাৎ পৌরোহিত্য দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত উক্তি দ্বারা ইহাই প্র[illegible] যে, রসতম, আপ্তি ও সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্ট জানিয়া ওঙ্কারের উপাসনাই একমাত্র উপাসনা, কেন না, ইহার মধ্যে অন্য কোন প্রযত্ন বা চেষ্টাবিশেষ দেখা যায় না। নানাবিধ বিশেষণ থাকায় অনেকরূপেই তাঁহার আরাধনা করা যায়। সুতরাং এই যে ব্যাখ্যা, ইহা কেবলমাত্র প্রস্তাবিত উদ্গীথনামক এই অক্ষরেরই ব্যাখ্যামাত্র ॥ ১১ ॥

ইতি প্রথম প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ, তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—পুরাবৃত্ত আছে যে, পূর্ব্বকালে প্রাজাপত্য অর্থাৎ প্রজাপতি বা জ্ঞান ও কর্ম্মাধিকৃত পুরুষবিশেষ হইতে সমুদ্ভূত দেবতা ও অসুর উভয় পক্ষই পরস্পরের বিষয় অপহরণের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে দেবগণ, ইহা দ্বারাই এই অ[illegible]জিত করিব, ইহা মনে করিয়া উদ্গীথ আহরণ করিয়াছিলেন [illegible] তাহাই আচরণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

[illegible]।—দেবাসুরাঃ দেবাশ্চ অসুরাশ্চ, দেবা দীব্যতের্দ্যোতনার্থস্য [illegible]; অসুরাস্তদ্বিপরীতাঃ, স্বেষ্বেব অসুষু বিষ্বগ্‌বিষয়াসু প্রাণন-[illegible]ক্যস্তম-আত্মিকা ইন্দ্রিয়বৃত্তয় এব। হ বৈ ইতি পূর্ব্ববৃত্তোদ্ভাসকৌ [illegible]রমিত্তে ইতরেতরবিষয়াপহারলক্ষণে, সংযেতিরে সম্পূর্ব্বস্য যততেঃ সংগ্রামার্থত্বমিতি সংগ্রামং কৃতবন্তঃ ইত্যর্থঃ। শাস্ত্রীয়প্রকাশবৃত্ত্যভিভবনায় প্রবৃত্তাঃ স্বাভাবিক্যঃ তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ অসুরাঃ, তথা তদ্বিপরীতাঃ শাস্ত্রার্থবিষয়বিবেক-জ্যোতিরাত্মানো দেবাঃ স্বাভাবিকতমোরূপাসুরাভিভবনায় প্রবৃত্তা ইতি অন্যোঽন্যাভি-ভবোদ্ভবরূপঃ সংগ্রাম ইব সর্ব্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবাসুরসংগ্রামঃ অনাদিকাল-প্রবৃত্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। স ইহ শ্রুত্যা আখ্যায়িকারূপেণ ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিবিবেকবিজ্ঞানায় কথ্যতে প্রাণবিশুদ্ধিবিজ্ঞানবিধিপরতয়া। অত উভয়েঽপি দেবাসুরাঃ প্রজাপতে-রপত্যানি ইতি প্রাজাপত্যাঃ; প্রজাপতিঃ কর্ম্মজ্ঞানাধিকৃতঃ পুরুষঃ, "পুরুষ এবোক্থ-ময়মেব মহান্ প্রজাপতিঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্য হি শাস্ত্রীয়াঃ স্বাভাবিক্যশ্চ করণবৃত্তয়ো বিরুদ্ধাপত্যানীব তদুদ্ভবত্বাৎ। তৎ তত্র উৎকর্ষাপকর্ষলক্ষণনিমিত্তে, হ দেবা উদ্গীথম্ উদ্গীথভক্ত্যুপলক্ষিতম্ ঔদ্গাত্রং কর্ম্ম, আজহ্রুঃ আহৃতবন্তঃ, তস্যাপি কেবলস্য আহরণাসম্ভবাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি আহৃতবন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। তৎ কিমর্থ-মাজহ্রুঃ? ইত্যুচ্যতে, অনেন কর্ম্মণা, এনান্ অসুরান্, অভিভবিষ্যাম ইত্যেবমভিপ্রায়াঃ সন্তঃ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রথমাধ্যায়ে ত্রিগুণসম্পন্ন উদ্গীথাবয়ব-ভূত পরমাত্মসদৃশ ওঙ্কারাখ্য অক্ষরকে পরমাত্মবোধে আরাধনা করিতে হইবে, ইহাই কথিত হইয়াছে, অধুনা সেই ওঙ্কারাক্ষরের আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিকভেদে

সূর্য্য ও প্রাণ-দৃষ্টিতে আরাধনা কর্ত্তব্য, ইহাই বলিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় খণ্ডের অবতারণা করিতেছেন। প্রকাশার্থক দিব ধাতু হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ঐ দেব শব্দের অর্থ শাস্ত্রজ্ঞানসমুজ্জ্বল ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ, আর অসু অর্থাৎ নানাবিধ প্রকারে নিজ নিজ জীবন-ধারণের অনুকূল কার্য্যেই আসক্তি বশতঃ স্বভাবসিদ্ধ তামসিক ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহই অসুর শব্দের অর্থ, অতএব অসুর শব্দের অর্থ দেব শব্দের ঠিক বিপরীতার্থবিশিষ্ট। উহারা পরস্পরের বিষয় অপহরণের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, অসুর অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ বা অমার্জিত অতএব তমোগুণাচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ তাহার বিপরীত দেব অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসমুজ্জ্বল প্রকাশাত্মক বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে দমন করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত আছে, আর অসুরের বিপরীত গুণবিশিষ্ট দেবগণও অসুরদমনের নিমিত্ত প্রবৃত্ত আছেন, এইরূপে প্রত্যেক প্রাণীর দেহে অনাদিকাল হইতে [illegible] লিয়া আসিতেছে। কোন্‌টি ধর্ম্ম আর কোন্‌টি অধর্ম্ম, এ বি[illegible] কর্ত্তব্য নিমিত্ত আর কিসে প্রাণের বিশুদ্ধি-সম্পাদন হইতে [illegible] করিবার উদ্দেশে শ্রুতি উক্ত বৃত্তিদ্বয়ের পরস্পর বিরোধভা[illegible] বর্ণনা করিয়াছেন। "পুরুষই উক্‌থ এবং এই পুরুষই মহান্ [illegible] এব হইতে জানা যায়, কর্ম্ম ও জ্ঞানের অধিকারী পুরুষই প্রজাপতি। [illegible] অপত্য অর্থাৎ প্রজাপতি হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া দেব ও অসুর উভয়েই প্রাজাপত্য। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন অতএব সত্ত্বগুণোজ্জ্বল ও স্বাভাবিক তমোগুণাচ্ছন্ন অতএব পরস্পর বিবদমান ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ প্রজাপতিসমুদ্ভূত বলিয়া তাঁহারই সন্তান-সদৃশ। স্বপক্ষের উৎকর্ষ ও বিপক্ষের অপকর্ষ সাধনোদ্দেশে সেই যুদ্ধে দেবগণ "এই কর্ম্ম দ্বারা বিপক্ষ এই অসুরদিগকে পরাজিত করিব" এই অভিপ্রায়ে উদ্‌গীথ অর্থাৎ উদ্‌গীথভক্তিবিশিষ্ট উদ্‌গাতার কর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, জীবমাত্রের দেহে চিরদিন হইতেই দেবাসুরযুদ্ধ চলিতেছে। শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই দেব, আর তদ্বিপরীত অর্থাৎ বিষয়াসক্ত বৃত্তিসকল অসুর। উভয়পক্ষই পরস্পরের বিষয়াপহরণে সমুদ্যত হইয়া সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেছে, অর্থাৎ প্রাণীদিগের দেহে দ্বিবিধ বৃত্তি আছে;—শাস্ত্রজ্ঞানজন্য পরমাত্মবিষয়ক ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং বিষয়ভোগকামনারূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি; এই উভয় বৃত্তিরই পরস্পর দ্বেষ্যদ্বেষকভাব বিদ্যমান। বিষয়ভোগবাসনারূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিয়ত পরমাত্মবিষয়ক বৃত্তিকে পরাজিত করিতে চাহে এবং পরমাত্মবিষয়ক ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিষয়ভোগকামনারূপ বৃত্তিকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পায়। উহাদের উভয়েরই জনক প্রজাপতি। সেই প্রজাপতিও কর্ম্মজ্ঞানাধিকৃত পুরুষবিশেষ। সন্তানদিগের

মধ্যে যেরূপ পরস্পর শত্রুভাব থাকিলে তাহারা অন্যান্যের পরাভবসাধনে উদ্যত হয়, সেই প্রকার পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিদ্বয়ের মধ্যে উভয়েই পরস্পরের কার্য্যব্যাঘাত করিতে প্রয়াস পায়। বিষয়ভোগবাঞ্ছারূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপর বৃত্তির কার্য্যভূত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের এবং পরমাত্মবিষয়ক শাস্ত্রজ্ঞানজন্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি অন্যবৃত্তির কার্য্য বিষয়ভোগাদি হরণ করিতে ইচ্ছা করে। কে কাহাকে পরাজিত করিয়া বলিষ্ঠ হইবে, এ জন্য দেহমধ্যে এই উভয় বৃত্তিরই নিয়ত দ্বন্দ্ব চলিতেছে ॥ ১ ॥

তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তণ্ হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ, পাপ্মনা হ্যেষ বিদ্ধঃ ॥ ২ ॥
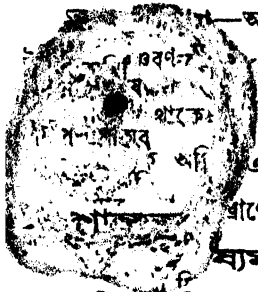
[illegible]—অনন্তর সেই দেবগণ নাসিক্য অর্থাৎ নাসাসমুদ্ভূত মুখ্য প্রাণকে [illegible]পে উপাসনা করিয়াছিলেন। অসুরগণ সেই নাসিকা-সমুদ্ভূত [illegible]মি সুগন্ধ আঘ্রাণে সমর্থ, এইরূপ অহঙ্কারসমুৎপন্ন অধর্ম্ম [illegible] এইরূপে ঘ্রাণাধিষ্ঠিত প্রাণ পাপবিদ্ধ হওয়ায় লোকসমূহ সেই [illegible]ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা সুগন্ধি দুর্গন্ধি দ্বিবিধ দ্রব্যই আঘ্রাণ করে ॥ ২॥

[illegible]ষ্যম্।—যদা চ তৎ উদ্গীথকর্ম্ম আজিহীর্ষবঃ, তদা তে হ দেবা নাসিক্যং নাসিকায়াং ভবং চেতনাবন্তং ঘ্রাণং প্রাণম্ উদ্গীথকর্ত্তারম্ উদ্গাতারম্ উদ্গীথভক্ত্যা উপাসাঞ্চক্রিরে কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ; নাসিক্যপ্রাণদৃষ্ট্যা উদ্গীথাখ্যম্ অক্ষরম্ ওঙ্কারম্ উপাসাঞ্চক্রিরে ইত্যর্থঃ; এবং হি প্রকৃতার্থপরিত্যাগঃ অপ্রকৃতার্থোপাদানঞ্চ ন কৃতঃ স্যাৎ। ওমিত্যেতদক্ষরম্ ইতি ওঙ্কারোহ্যুপাস্যতয়া প্রকৃতঃ স্যাৎ। নমু উদ্গীথোপলক্ষিতং কর্ম্ম আহৃতবন্তঃ ইত্যবোচঃ, ইদানীমেব কথং নাসিক্যপ্রাণদৃষ্ট্যা ওঙ্কারমুপাসাঞ্চক্রিরে ইত্যাথ? নৈষ দোষঃ, উদ্গীথকর্ম্মণ্যেব হি তৎকর্ত্তৃপ্রাণদেবতা-দৃষ্ট্যা উদ্গীথভক্ত্যবয়বশ্চোঙ্কারঃ উপাস্যত্বেন বিবক্ষিতঃ, ন স্বতন্ত্রঃ; অতস্তাদর্থ্যেন কর্ম্ম আহৃতবন্ত ইতি যুক্তমেবোক্তম্। তমেবং দেবৈর্বৃতমুদ্গাতারং, হ অসুরাঃ স্বাভাবিকাঃ তম-আত্মানঃ, জ্যোতীরূপং নাসিক্যং প্রাণং দেবং, স্বোত্থেন পাপ্মনা অধর্ম্মাসঙ্গরূপেণ, বিবিধুর্বিদ্ধবন্তঃ, সংসর্গং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। স হি নাসিক্যঃ প্রাণঃ কল্যাণগন্ধগ্রহণাভি-মানাসঙ্গাভিভূতবিবেকবিজ্ঞানো বভূব, স তেন দোষেণ পাপসংসর্গী বভূব, তদিদমুক্তম্ "অসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ" ইতি। যস্মাৎ আসুরেণ পাপ্মনা বিদ্ধঃ, তস্মাৎ তেন পাপ্মনা প্রেরিতো ঘ্রাণঃ প্রাণো দুর্গন্ধিগ্রাহকঃ প্রাণিনাম্, অতস্তেনোভয়ং জিঘ্রতি লোকঃ সুরভি চ দুর্গন্ধি চ, পাপ্মনা হ্যেষ যস্মাৎ বিদ্ধঃ। উভয়গ্রহণমবিবক্ষিতং "যত্তোভয়ং হবিরার্ত্তি-মার্চ্ছতি" ইতি যদ্বৎ। "যদেবেদমপ্রতিরূপং জিঘ্রতি" ইতি সমানপ্রকরণশ্রুতেঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—দেবগণ যৎকালে সেই উদ্গীথকর্ম্ম

অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তৎকালে নাসিকাশ্রিত চেতনাবিশিষ্ট ঘ্রাণ-নামক প্রাণকে উদ্গীথকর্ত্তা বা উদ্গাতৃরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ উদ্গীথনামক ওঙ্কার এই অক্ষরকে নাসিকাশ্রিত প্রাণ মনে করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন। এইরূপ অর্থ করিলেই আর প্রকৃত অর্থাৎ প্রাকরণিক অর্থ পরিত্যাগ ও অপ্রকৃত অর্থাৎ অপ্রাকরণিক অর্থ গ্রহণরূপ দোষ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, মূল শ্রুতিতে আছে—"নাসিক্য প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন," আর ভাষ্যকার বলিলেন—"উদ্গীথাখ্য ওঙ্কার এই অক্ষরকে উপাসনা করিয়াছিলেন", এই মূল শ্রুতি ও ভাষ্যের বিরোধ আশঙ্কায় ভাষ্যকারই বলিতেছেন, উক্তরূপ অর্থ করিলে আর প্রকৃতার্থ পরিত্যাগ ও অপ্রকৃতার্থ গ্রহণরূপ দোষ ঘটে না। এই প্রকরণে ওঙ্কারেরই উপাসনা বলিতেছেন, কিন্তু উদ্গীথ মনে করিয়া কেবল প্রাণের উপাসনা বলিলে প্রকৃতার্থ পরিত্যাগ করা হয়। আ[illegible]থ, [illegible]লে, উদ্গীথকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, পরে আবার বলিতে[illegible] কর্ত্তৃ দৃষ্টিতে ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন, এই দুই প্রকার[illegible] সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ওরূপ উক্তি [illegible] কেবল উদ্গীথকর্ম্মেই উক্ত কর্ম্মের কর্ত্তৃভূত প্রাণদেবতা বিবেচন[illegible] এব স্বরূপ ওঙ্কারকেই উপাস্যরূপে বর্ণনা করা শ্রুতির অভিপ্রায়, স্বতই [illegible] এব সেই নিমিত্তই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই উক্তি যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। দেবগণ অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান প্রকাশাত্মক ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্তপ্রকারে নিয়োজিত জ্যোতিঃস্বরূপ নাসিক্য প্রাণদেবতাকে অসুর অর্থাৎ স্বভাবতই তমঃপ্রধান ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ অধর্ম্মসংস্রবরূপ পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল অর্থাৎ নিজেদের সংসর্গ-দোষে দূষিত করিয়াছিল অর্থাৎ তাহাদের সংসর্গে প্রাণও পাপী হইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, নাসিকাশ্রিত প্রাণদেবতার মনে এইরূপ অহঙ্কার হইয়াছিল যে, আমি কেবল সুগন্ধি দ্রব্যই গ্রহণ করি, অতএব আমি পুণ্যবান্ ও শ্রেষ্ঠ, এই অহঙ্কারে তাঁহার বিবেকবুদ্ধি নষ্ট হওয়ায় পাপ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই দোষেই প্রাণিগণের ঘ্রাণাশ্রিত প্রাণকে দুর্গন্ধও গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এই জন্যই জীবগণ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা সুগন্ধি দুর্গন্ধি দ্বিবিধ দ্রব্যই আঘ্রাণ করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

অথ হ বাচমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তাꣳ হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তয়োভয়ং বদতি সত্যঞ্চানৃতং চ, পাপ্মনা হ্যেষা বিদ্ধা ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর দেবগণ বাগ্দেবতাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা

করিয়াছিলেন, সেই বাগ্‌দেবতাকেও অসুরগণ পাপবিদ্ধ করিয়াছিল, বাগ্‌দেবতা পাপাক্রান্ত হওয়ায় লোকে বাগিন্দ্রিয় দ্বারা সত্য মিথ্যা উভয়ই বলিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অথ হ চক্ষুরুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি—দর্শনীয়ং চাদর্শনীয়ং চ, পাপ্মনা হ্যেতৎ বিদ্ধম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর দেবগণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে উদ্‌গীথ-রূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। অসুরগণ তাঁহাকেও পাপবিদ্ধ করিয়াছিল। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উক্তরূপে পাপাক্রান্ত হওয়ায় লোকসমূহ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনীয় অদর্শনীয় অর্থাৎ সুদৃশ্য কুদৃশ্য দ্বিবিধ দৃশ্যই দর্শন করে ॥ ৪ ॥
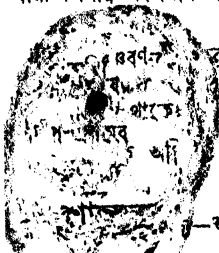
[illegible] ত্রমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা [illegible] ভয়ং শৃণোতি—শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ, পাপ্মনা [illegible] ॥

[illegible]।—অনন্তর দেবগণ শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে [illegible] থরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, অসুরগণ তাঁহাকেও পাপবিদ্ধ করিয়াছিল। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা পাপাক্রান্ত হওয়ায় জনসমূহ ঐ ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রাব্য অশ্রাব্য অর্থাৎ মধুর ও কর্কশ দ্বিবিধ শব্দই শ্রবণ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অথ হ মন উদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তেনোভয়ং সঙ্কল্পয়তে—সঙ্কল্পনীয়ঞ্চাসঙ্কল্পনীয়ঞ্চ, পাপ্মনা হ্যেতৎ বিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর দেবগণ মনকে উদ্‌গীথ কর্ম্মের জন্য উপাসনা করিয়াছিলেন। অসুরগণ তাহাকেও পাপে লিপ্ত করিয়াছিল। মন পাপ দ্বারা লিপ্ত হওয়ায় প্রাণিসমূহ ঐ মন দ্বারা সঙ্কল্পনীয় ও অসঙ্কল্পনীয় অর্থাৎ সৎ ও অসৎ উভয় বিষয়ই সঙ্কল্প করে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—মুখ্যপ্রাণস্য উপাস্যত্বায় তদ্বিশুদ্ধত্বানুভবার্থোঽয়ং বিচারঃ শ্রুত্যা প্রবর্ত্তিতঃ। অতঃ চক্ষুরাদিদেবতাঃ ক্রমেণ বিচার্য্য আসুরেণ পাপ্মনা বিদ্ধা ইত্যপোহ্যন্তে। সমানমন্যৎ। "অথ হ বাচং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনঃ" ইত্যাদি। অনুক্তা অপি অন্যাঃ ত্বগ্‌রসনাদিদেবতাঃ দ্রষ্টব্যাঃ, "এবমু খল্বেতা দেবতাঃ পাপ্মভিঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ৩-৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, নাসিকাশ্রিত প্রাণ পাপলিপ্ত হওয়ায় উপাসনার অযোগ্য, ইহা যখন প্রতিপন্ন হইল, তখন বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহও যে পাপলিপ্ত হয় ও তজ্জন্য তাহারাও উপাসনার অযোগ্য, ইহা ত স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, তবে আবার পরবর্ত্তী বাক্য-সমূহের অবতারণার কি প্রয়োজন? ইহার সমাধানার্থ বলিতেছেন—মুখ্যপ্রাণই যে উপাস্য, তাহা নির্ণয় করার নিমিত্ত উক্ত প্রাণের বিশুদ্ধিতা অনুভব জন্য শ্রুতি এই বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। এ· নিমিত্ত চক্ষুঃ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ আসুর পাপ অর্থাৎ অসুরসংস্রবরূপ পাপে লিপ্ত বলিয়া বিচার করিয়া ক্রমশঃ তাহাদের নিরাকরণ করিতেছেন। "অনন্তর বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন" ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ নাসিকা প্রাণের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার সমান। এ স্থানে ত্বক্ রসনা প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় উল্লেখ না থা[illegible] [illegible]যে পাপলিপ্ত হইয়াছিল, ইহা "এই সমস্ত দেবতাও উক্তরূপে [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] [illegible]ন" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরের দ্বারা বুঝিতে হইবে ॥ ৩-৬ ॥

অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপা[illegible] হাসুরা ঋত্বা বিদধ্বংসুঃ, যথাঽশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্ব[illegible] [illegible]

অনুবাদ।—অনন্তর এই যে মুখ্য অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধবৃত্তিবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ বা প্রধান প্রাণ, দেবগণ তাহাকেই উদ্গীথ কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত উপাসনা করিয়াছিলেন। অসুরগণ তাঁহাকেও পাপে লিপ্ত করার নিমিত্ত গমন করিয়াছিল, কিন্তু আখণ অর্থাৎ কুদ্দাল, কুঠার ও টঙ্কাদি দ্বারা যে পাষাণখণ্ডকে বিদীর্ণ করা যায় না, তাহাকে লোষ্টাদির আঘাতে বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করিলে সেই লোষ্টাদি যেমন স্বয়ংই চূর্ণীভূত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অসুরগণও মুখ্য প্রাণকে পাপলিপ্ত করিতে গিয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—আসুরেণ বিদ্ধত্বাৎ প্রাণাদিদেবতা অপোহ্য, অথ অনন্তরং য এবায়ং প্রসিদ্ধো মুখে ভবঃ মুখ্যঃ প্রাণঃ, তম্ উদ্গীথম্ 'উপাসাঞ্চক্রিরে, তং হ আসুরাঃ পূর্ব্ববৎ ঋত্বা প্রাপ্য, বিদধ্বংসুঃ বিনষ্টাঃ অভিপ্রায়মাত্রেণ। অকৃত্বা কিঞ্চিদপি প্রাণস্য কথং বিনষ্টাঃ? ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ, যথা লোকে অশ্মানম্ আখণং—ন শক্যতে খনিতুং কুদ্দালাদিভিরপি টঙ্কৈশ্চ ভেত্তুং ন শক্যঃ অখণঃ, অখণ এব আখণঃ তম্ ঋত্বা সামর্থ্যাৎ লোষ্টঃ পাংশুপিণ্ডো বা শ্রুত্যন্তরাচ্চ, অশ্মনি ক্ষিপ্তঃ অশ্মভেদনাভি-প্রায়েণ, তস্য অশ্মনঃ কিঞ্চিদপ্যকৃত্বা স্বয়ং বিধ্বংসেত বিদীর্য্যেত, এবং বিদধ্বংসুরিত্যর্থঃ; এবং বিশুদ্ধঃ অসুরৈরধর্ষিতত্বাৎ প্রাণ ইতি। ৭।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর দেবগণ অসুরসংস্রবজনিত পাপে আক্রান্ত ঘ্রাণাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়া মুখ্য অর্থাৎ মুখসম্ভূত প্রাণাপানাদি পঞ্চভেদাত্মক প্রধান প্রাণকে উদ্গীথকার্য্যের জন্য উপাসনা করিয়াছিলেন। অসুরগণ তাঁহাকেও পাপবিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পাষাণবিদারক অস্ত্র দ্বারাও অভেদ্য পাষাণখণ্ডকে লোষ্টপিণ্ড দ্বারা বিদীর্ণ করিতে গেলে সেই লোষ্টপিণ্ড যেমন স্বয়ংই চূর্ণীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ অসুরগণও প্রাণকে পাপবিদ্ধ করিতে গিয়া প্রাণের কিছুই অনিষ্ট করিতে না পারিয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে মুখ্যপ্রাণকে অসুরগণ আক্রমণ করিতে না পারায় মুখ্যপ্রাণ বিশুদ্ধ ছিল ॥ ৭ ॥

[illegible] যথাঽশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসতে, এবং হৈব স [illegible] বংবিদি পাপং কাময়তে, যশ্চৈনমভিদাসতি, স [illegible] ॥

[illegible]—মুখ্য প্রাণ অসুরগণ কর্তৃক আক্রান্ত না হওয়ায় এইরূপে [illegible]াদি দ্বারা দুর্ভেদ্য পাষাণখণ্ডকে লোষ্ট দ্বারা বিদীর্ণ করিতে গেলে [illegible]পিণ্ড যেমন স্বয়ং চূর্ণ হইয়া যায়, যে ব্যক্তি প্রাণের বিশুদ্ধিতাবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনিষ্ট কামনা করে বা হিংসা করে, সে ব্যক্তিও উক্ত লোষ্টখণ্ডের ন্যায় স্বয়ংই বিনষ্ট হয়; কারণ, সেই এই প্রাণাভিজ্ঞ ব্যক্তি দুর্ভেদ্য পাষাণসদৃশ, অতএব অন্যের অধৃষ্য ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবংবিদঃ প্রাণাত্মভূতস্য ইদং ফলমাহ, যথাঽশ্মানমিতি। এষ এব দৃষ্টান্তঃ। এবং হৈব স বিধ্বংসতে বিনশ্যতি। কোঽসৌ? ইত্যাহ, য এবংবিদি যথোক্তপ্রাণবিদি, পাপং তদনর্হং কর্ত্তুং, কাময়তে ইচ্ছতি, যশ্চাপি এনম্ অভিদাসতি হিনস্তি, প্রাণবিদং প্রতি আক্রোশতাড়নাদি প্রযুঙ্ক্তে, সোঽপি এবমেব বিধ্বংসতে ইত্যর্থঃ; যস্মাৎ স এষ প্রাণবিৎ প্রাণভূতত্বাৎ, অশ্মাখণ ইব অশ্মাখণঃ অধর্ষণীয় ইত্যর্থঃ। ননু নাসিক্যোঽপি প্রাণো বাষ্বাত্মা যথা মুখ্যঃ, তত্র নাসিক্যঃ প্রাণঃ পাপ্মনা বিদ্ধঃ, প্রাণ এব সন্ ন মুখ্যঃ কথম্? নৈষ দোষঃ; নাসিক্যস্তু স্থানকরণবৈগুণ্যাৎ অসুরৈঃ পাপ্মনা বিদ্ধঃ বাষ্বাত্মাঽপি সন্, মুখ্যস্তু তদসম্ভবাৎ স্থানদেবতাবলীয়স্ত্বাৎ ন বিদ্ধ ইতি যুক্তম্; যথা বাস্যাদয়ঃ শিক্ষাবৎপুরুষাশ্রয়াঃ কার্য্যবিশেষং কুর্ব্বন্তি, নাজ্ঞহস্তগতাঃ, তদ্বদ্দোষবদ্‌ঘ্রাণসচিবত্বাৎ বিদ্ধা প্রাণদেবতা, ন মুখ্যঃ। ৮।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রাণাত্মবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির ফল

বলিতেছেন। যে ব্যক্তি প্রাণমাহাত্ম্যবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয় বা তাঁহার হিংসা করে, সে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত লোষ্টখণ্ডের ন্যায় স্বয়ংই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; কারণ, সেই এই প্রাণাভিজ্ঞ ব্যক্তি নিজেই প্রাণস্বরূপ হওয়ায় দুর্ভেদ্য পাষাণখণ্ডের ন্যায় অন্যের অধ্বষ্য হন। এ স্থানে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, মুখ্য প্রাণ যেমন বায়ুস্বরূপ, নাসিক্য প্রাণও সেইরূপ বায়ুস্বরূপ, এরূপ ক্ষেত্রে নাসিক্য প্রাণও প্রাণস্বরূপ হইয়াও পাপবিদ্ধ হয় কেন? প্রাণস্বরূপ মুখ্য প্রাণই বা হয় না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে কোন দোষ হয় না; কারণ, নাসিক্য প্রাণ বায়ুস্বরূপ হইলেও আশ্রয়স্থান করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বৈগুণ্য বা দুষ্টি বশতঃ অসুরগণ কর্ত্তৃক পাপবিদ্ধ হয় আর মুখ্য প্রাণ আশ্রয়স্থানস্বরূপ দেবতার প্রভাবে বায়ুস্বরূপ হইয়াও পাপবিদ্ধ হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—বা'স প্রভৃতি অস্ত্র প্রয়োগবিষয়ে [illegible] সমস্ত অস্ত্র দ্বারা বিশেষ বিশেষ কার্য্যসমূহ যেমন সুন্দররূ[illegible] কর্ত্তৃক পারেন, অশিক্ষিত ব্যক্তি তেমন ভাবে পারে না, এ [illegible] ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহচর্য্যবশতঃ ঘ্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ না[illegible] হয়, কিন্তু মুখ্য প্রাণ হয় না ॥ ৮ ॥

নৈবৈতেন সুরভি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপ্মা হ্যেষঃ, তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—এই মুখ্য প্রাণ অপাপবিদ্ধ বলিয়া লোকসমূহ এই প্রাণ দ্বারা সুগন্ধি বা দুর্গন্ধি কোন দ্রব্যই অনুভব করে না। এই প্রাণের সাহায্যে যাহা কিছু ভোজন বা পান করা যায়, সেই ভুক্ত ও পীত দ্রব্য দ্বারা অন্যান্য প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়বর্গ পুষ্টিলাভ করে ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যস্মান্ন বিদ্ধঃ অসুরৈঃ মুখ্যঃ, তস্মাৎ নৈবৈতেন সুরভি দুর্গন্ধি বা বিজানাতি, ঘ্রাণেনৈব তদুভয়ং বিজানাতি লোকঃ; অতশ্চ পাপ্মকার্য্যাদর্শনাদপহতপাপ্মা—অপহতঃ বিনাশিতঃ ' অপনীতঃ পাপ্মা যস্মাৎ সোঽয়মপহতপাপ্মা হি এষ বিশুদ্ধ ইত্যর্থঃ। যস্মাচ্চ আত্মম্ভরয়ঃ কল্যাণাজ্ঞাসঙ্গবত্ত্বাৎ ঘ্রাণাদয়ঃ, ন তথা আত্মম্ভরির্মুখ্যঃ; কিং তর্হি? সর্ব্বার্থঃ। কথম্? ইত্যুচ্যতে—তেন মুখ্যেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি লোকঃ, তেনাশিতেন পীতেন চ ইতরান্ ঘ্রাণাদীন্ অবতি পালয়তি, তেন হি তেষাং স্থিতির্ভবতীত্যর্থঃ; অতঃ সর্ব্বম্ভরিঃ প্রাণঃ, অতো বিশুদ্ধঃ ॥ ৯ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—মুখ্য প্রাণ অসুরদিগের কর্ত্তৃক পাপবিদ্ধ

না হওয়ায় তাহাতে কোনরূপ পাপের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং সে নিষ্পাপ ও নিরভিমান এবং বিশুদ্ধ, এই কারণেই লোক-সমূহ তদ্দারা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ কোন গন্ধই গ্রহণ করে না, ঘ্রাণাশ্রিত প্রাণ দ্বারাই উক্ত দ্বিবিধ গন্ধ গ্রহণ করে। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ নিজ কল্যাণসাধনেই আসক্ত থাকে বলিয়া তাহারা আত্মম্ভরি অর্থাৎ স্বার্থপর, কিন্তু মুখ্য প্রাণ উহাদের ন্যায় আত্মম্ভরি নয়, সে সর্ব্বার্থ বা পরার্থপর অর্থাৎ অন্য সকলের হিতচেষ্টায় নিরত; কারণ, ঐ মুখ্য প্রাণ দ্বারা অর্থাৎ তাহার সাহায্যে লোক-সমূহ যাহা কিছু ভোজন ও পান করে, সেই ভুক্ত ও পীত দ্রব্য দ্বারাই ঘ্রাণাদি প্রাণসমূহের রক্ষণ বা পোষণক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং এইরূপেই তাহারা নিজ নিজ কার্য্যে রত হইতে পারে, এই জন্যই [illegible] সকলেরই পোষক বা পালক এবং সেই হেতুই বিশুদ্ধ ॥ ৯ ॥

[illegible] হবিত্ত্বোৎক্রামতি ব্যাদদাত্যেবান্তত ইতি ॥১০॥

[illegible]—মৃত্যুকালে ঘ্রাণাদি প্রাণ-সমূহ এই মুখ্য প্রাণ অর্থাৎ মুখ্য [illegible]ক অন্নপানাদি না পাওয়ায় দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়, যে [illegible]য়া যায়, মৃত্যুকালে জীবগণ মুখব্যাদান করে, অন্ন-পানীয় না পাওয়াতে[illegible] উল্লাভাকাঙ্ক্ষায় ঐরূপ মুখব্যাদান করিয়া নিজেদের আহারেচ্ছা জানায় ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।—কথং পুনঃ মুখ্যাশিতপীতাভ্যাং স্থিতিরেষাং গম্যতে? ইতি। উচ্যতে, এতম্‌ উ এব মুখ্যং প্রাণং মুখ্যপ্রাণস্য বৃত্তিম্‌, অন্নপানে ইত্যর্থঃ, অন্ততঃ অন্তে, মরণকালে, অবিত্ত্বা অলব্ধ্বা, উৎক্রামতি, ঘ্রাণাদিপ্রাণসমুদায় ইত্যর্থঃ। অপ্রাণো হি ন শক্নোত্যশিতুং পাতুং বা, তেন তদা উৎক্রান্তিঃ প্রসিদ্ধা ঘ্রাণাদিকলাপস্য; দৃশ্যতে হি উৎক্রান্তৌ প্রাণস্য অশিশিষা, অতো ব্যাদদাত্যেব আস্যবিদারণং করোতীত্যর্থঃ, তদ্ধি অন্নালাভে উৎক্রান্তস্য লিঙ্গম্‌। ১০।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—মুখ্য প্রাণের ভোজন-পান দ্বারাই যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদির অবস্থিতি বা পোষণ হয়, ইহা কিরূপে জানা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, মৃত্যুকালে এই মুখ্য প্রাণ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণের বৃত্তি বা জীবনোপায় অন্ন-পান লাভ করিতে পারে না বলিয়াই ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গও দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়, প্রাণ না থাকিলে কেহ ভোজন বা পান করিতে পারে না। দেখাও যায় যে, মৃত্যুকালে প্রাণের ভোজনেচ্ছা হয় এবং সেই জন্যই মুখব্যাদান অর্থাৎ হাঁ করে এবং তাহাই অন্নালাভে উৎক্রান্তির চিহ্ন ॥ ১০ ॥

তং হাঙ্গিরা উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রে, এতমু এবাঙ্গিরসং মন্যন্তে, অঙ্গানাং যদ্রসঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—অঙ্গিরা ঋষি সেই প্রাণকেই উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন ; যাহা অঙ্গসমূহের রস বা সার পদার্থ, ঋষিগণ সেই এই পদার্থকেই অঙ্গিরা বলিয়া বিবেচনা করেন। কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে—দাল্‌ভ্যগোত্রীয় বক ঋষি সেই এই প্রাণকেই, অঙ্গিরা অর্থাৎ অঙ্গসমূহের রস বা সার বলিয়া অঙ্গিরাগুণাত্মক উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তং হ অঙ্গিরাঃ,—তং মুখ্যং প্রাণং, হ অঙ্গিরা ইত্যেবং গুণম্, উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রে উপাসনাং কৃতবান্, বকো দাল্‌ভ্যঃ ইতি বক্ষ্যমাণেন সম্বধ্যতে। তথা বৃহস্পতিরিতি আয়াস্য ইতি চ উপাসাঞ্চক্রে, বকঃ ইত্যেবং সম্বন্ধঃ [illegible] কেচিৎ, "এতমু এবাঙ্গিরসং বৃহস্পতিমায়াস্যং প্রাণং মন্যন্তে" ইতি বচনাৎ [illegible] কর্ত্তুং সম্ভবে, সম্ভবতি তু যথাশ্রুতম্ ঋষিচোদনায়ামপি শ্রুত্যন্তরবৎ [illegible] চক্ষতে, এতমেব সন্তম্" ঋষিমপি। তথা মাধ্যমা গৃৎসমদো বি[illegible] রিত্যাদীন্ ঋষীন্ এব প্রাণমাপাদয়তি শ্রুতিঃ। তথা এতানপি [illegible] অঙ্গিরোবৃহস্পত্যায়াস্যান্ প্রাণং করোতি অভেদবিজ্ঞানায়,"প্রাণো [illegible] এব ইত্যাদিবচ্চ। তস্মাৎ ঋষিঃ অঙ্গিরা নাম, প্রাণ এব সন্ আত্মানম্ অঙ্গি[illegible] উপাসাঞ্চক্রে ইত্যেতৎ; যৎ যস্মাৎ সঃ অঙ্গানাং প্রাণঃ সন্ রসঃ তেনাসৌ আঙ্গিরসঃ ॥১১॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ইতঃপূর্ব্বে বিশুদ্ধগুণসম্পন্ন মুখ্যপ্রাণাত্মক উদ্গাতাবিবেচনায় উদ্গীথের অংশভূত প্রণবাখ্য অক্ষরের উপাস্যত্ব কথিত হইয়াছে, অধুনা সেই প্রণবেই আঙ্গিরস, বৃহস্পতি ও আয়াস্য এই গুণত্রয়বিধানের নিমিত্ত বলা হইতেছে। "ইহাকেই আঙ্গিরস, বৃহস্পতি, আয়াস্য ও প্রাণ বলিয়া মনে করেন" এই বচনানুসারে কেহ কেহ এই শ্রুতির এইরূপ অর্থ করেন, দাল্‌ভ্য-গোত্রীয় বক নামক ঋষি সেই মুখ্য প্রাণকে অঙ্গিরা অর্থাৎ অঙ্গিরাগুণসম্পন্ন উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, উক্ত বক-ঋষি কেবল অঙ্গিরাগুণসম্পন্ন বলিয়া নহে, "বৃহস্পতি ও আয়াস্য" এইরূপ মনে করিয়াও উপাসনা করিয়াছিলেন। ভাষ্যকার বলিতেছেন, যথাশ্রুতার্থ অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থ যদি অসঙ্গত হয়, তাহা হইলে এ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু যথাশ্রুতার্থ অসঙ্গত না হইলে অর্থান্তর-কল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রাণোপাসক ঋষিদিগের নামকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে "ঋষি হইলেও এই প্রাণকে শতর্চ্চি এই নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।" ঐতরেয় শ্রুত্যুক্ত এই বাক্যের ন্যায় এবং প্রাণোপাসক মাধ্যম অর্থাৎ মধ্যম মণ্ডল বা দ্বিতীয়-তৃতীয়াদি মণ্ডলদ্রষ্টা গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি ইত্যাদি

ঋষিগণকে শ্রুতি প্রাণস্বরূপে অভিহিত করিয়াছেন, এ স্থানেও সেইরূপ প্রাণোপাসক অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, আয়াস্য প্রভৃতি ঋষির প্রাণের সহিত অভেদ জ্ঞাপনের জন্যই তাহাদিগকে প্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; লোকে যেমন "প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা" এইরূপ বলে, এ স্থানেও সেইরূপই জানিতে হইবে। আঙ্গিরস শব্দের অর্থ—যে হেতু তাহা অঙ্গসমূহের প্রাণস্বরূপ হইয়াও রস অর্থাৎ সার, সেই জন্যই ইহাকে আঙ্গিরস বলা হয়, এই ব্যাখ্যানুসারে এ স্থানে অঙ্গিরা নামক ঋষি নিজে প্রাণোপাসনা দ্বারা প্রাণস্বরূপ হইয়াও নিজেকেই অঙ্গিরাগুণসম্পন্ন প্রাণ ও উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, এইরূপই অর্থ করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণোপাসক মুনিবৃন্দের নামের ব্যুৎপত্তি দ্বারাই তাঁহাদিগের প্রাণারাধনা অবগত হওয়া যায়। যথোক্তরূপে প্রাণোপাসনা দ্বারাই ঋষিবৃন্দের বিশেষ [illegible] এই প্রাণ শতবর্ষকাল ব্যাপিয়া প্রথম-মণ্ডলদর্শী শতর্চ্চি-[illegible]হে অবস্থান করে বলিয়া ইহাকে শতর্চ্চিও বলা হয়। [illegible]দ প্রভৃতি শব্দার্থ দ্বারাও গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি [illegible]াণারাধনা প্রতিপাদিত হইতেছে। 'প্রাণই পিতা, প্রাণই [illegible]য়োগের ন্যায় এই সমস্ত ঋষিবৃন্দ অভেদজ্ঞানে প্রাণের আরাধনা [illegible] প্রাণস্বরূপে কীর্ত্তিত হন। যে হেতু, প্রাণ অঙ্গসকলের রসস্বরূপ, অতএব প্রাণকে আঙ্গিরস কহে। নিদ্রাকালে বাগাদির উদ্‌গিরণ হয় বলিয়া প্রাণ গৃৎস নামে অভিহিত, মদহেতুত্বনিবন্ধন উহা রেতোবিসর্গের কারণ, এইরূপ বাক্যার্থ দ্বারা গৃৎসমদ শব্দেও প্রাণ বুঝায়। প্রাণস্থিতিহেতু বিশ্ব অর্থাৎ ভোজ্যবস্তুসমূহ মিত্র হইয়া থাকে, এই অন্বর্থ দ্বারা বিশ্বামিত্রশব্দও প্রাণবাচক। এই প্রকার বামদেবাদিশব্দের অন্বর্থ দ্বারা প্রাণের আরাধনা প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

তেন তꣳ হ বৃহস্পতিরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রে, এতমু এব বৃহস্পতিং মন্যন্তে, বাগ্ঘি বৃহতী, তস্যা এষ পতিঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—সেই কারণে বৃহস্পতি সেই মুখ্য প্রাণকে বৃহস্পতিগুণবিশিষ্ট উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। বাক্যই বৃহতী অর্থাৎ মহৎ, এই প্রাণ সেই বৃহতী অর্থাৎ মহৎ বাক্যের পতি বলিয়া ইহাকে বৃহস্পতি বলা হয় ॥ ১২ ॥

তেন তꣳ হায়াস্যমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রে, এতমু এবায়াস্যং মন্যন্তে, আস্যাদ্‌যদয়তে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—সেই নিমিত্ত আয়াস্য সেই মুখ্য প্রাণকে আয়াস্যগুণবিশিষ্ট

উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। আস্য অর্থাৎ মুখবিবর হইতে নির্গত হয় বলিয়া এই প্রাণকে আয়াস্য বলা হয় ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা বাচো বৃহত্যাঃ পতিঃ তেনাসৌ বৃহস্পতিঃ। তথা যৎ যস্মাৎ আস্যাৎ অয়তে নির্গচ্ছতি, তেন আয়াস্যঃ ঋষিঃ প্রাণ এব সন্নিত্যর্থঃ। তথা অন্যোঽপ্যুপাসকঃ আত্মানমেব আঙ্গিরসাদিগুণং প্রাণমুদ্গীথমুপাসীতেত্যর্থঃ ॥ ১২-১৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ বৃহৎ বা মহৎ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বাক্যের অধিপতি বলিয়া এই প্রাণও বৃহস্পতি এবং মুখবিবর হইতে নির্গত হয় বলিয়া প্রাণ হইলেও আয়াস্য ঋষি। এইরূপ অন্যান্য প্রাণোপাসকগণও আপনাদিগকে আঙ্গিরসাদিগুণবিশিষ্ট প্রাণ উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। অঙ্গিরঃশব্দের ন্যায় বৃহস্পতি আদি শব্দও উভয়ার্থজ্ঞাপক। বৃহ[illegible] প্রাণরূপী উদ্গীথের আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার ব[illegible] কর্তৃক হইয়াছে। অঙ্গিরা ও বৃহস্পতি শব্দ যেরূপ প্রাণ ও ঋ[illegible] আয়াস্য শব্দও প্রাণ এবং তদুপাসক ঋষি এই উভয়ার্থকে[illegible] মুনিগণ প্রাণ ও উদ্গীথ এই দুইয়ের অভেদরূপে আরাধনা ক[illegible]

তেন তꣳহ বকো দাল্ভ্যো বিদাঞ্চকার। স [illegible] মুদ্গাতা বভূব, স হ স্মৈভ্যঃ কামানাগায়তি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—দাল্ভ্যগোত্রীয় বক নামক ঋষি সেই প্রাণকে উক্তবিধগুণ-সম্পন্ন বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন। তিনিই নৈমিষারণ্যবাসিমুনিগণের উদ্গাতা হইয়াছিলেন এবং এই ঋষিদিগের কাম্যবিষয়ে উদ্গান করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের কামনা-সিদ্ধির নিমিত্ত উদ্গীথ গান করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ন কেবলমঙ্গিরঃপ্রভৃতয় উপাসাঞ্চক্রিরে, তং হ বকো নাম দল্ভস্য অপত্যং দাল্ভ্যো বিদাঞ্চকার যথাদর্শিতং প্রাণং বিজ্ঞাতবান্; বিদিত্বা চ স হ নৈমিষীয়াণাং সত্রিণামুদ্গাতা বভূব। স চ প্রাণবিজ্ঞানসামর্থ্যাৎ এভ্যো নৈমিষীয়েভ্যঃ কামান্ আগায়তি স্ম হ আগীতবান্ কিলেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কেবল অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণই যে প্রাণের উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, দল্ভ ঋষির পুত্র বা দল্ভ-গোত্রীয় দাল্ভ্য বক ঋষিও উক্তরূপগুণবিশিষ্ট প্রাণকে সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছিলেন ও জ্ঞাত হইয়া নৈমিষারণ্যে যাগকর্তা মুনিদিগের উদ্গাতা বা সামগানকারী হইয়াছিলেন। সেই বক ঋষি প্রাণবিজ্ঞানপ্রভাবেই এই যাজ্ঞিকদিগের অভি-লাষানুরূপ গান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

আগাতা হ বৈ কামানাং ভবতি, য এতদেবং বিদ্বানক্ষর-মুদ্গীথমুপাস্তে ইত্যধ্যাত্মম্ ॥ ১৫ ॥

ইতি প্রথম-প্রপাঠকস্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি প্রাণকে উক্তরূপ গুণসম্পন্ন জানিয়া উদ্গীথ অক্ষরের উপাসনা করেন, তিনিও কামনা-সমূহের সম্যক্ গানকর্ত্তা হন অর্থাৎ প্রার্থীর ইচ্ছানুযায়ী সামগান করিতে সমর্থ হন অথবা জিজ্ঞাসুর জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া দিতে পারেন। এই পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মবিষয়ক উপাসনা বলা হইল ॥ ১৫ ॥

ইতি প্রথম প্রপাঠকের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা অন্যোঽপি উদ্গাতা আগাতা হ বৈ কামানাং ভ[illegible] যথোক্তগুণং প্রাণমক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে তস্য এতৎ দৃষ্টং ফলমুক্তম্। [illegible] দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি” শ্রুত্যন্তরাৎ সিদ্ধমেবেত্যভিপ্রায়ঃ [illegible] আত্মবিষয়ম্ উদ্গীথোপাসনম্ ইত্যুক্তোপসংহারঃ অধিদৈবতোদ্-[illegible] বুদ্ধিসমাধানার্থঃ । ১৫ ।

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য দ্বিতীয়খণ্ডস্য ভাষ্যম্।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ অন্য যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাণ ও উদ্গীথাখ্য প্রণবকে অভেদরূপে অবগত হইয়া আরাধনা করেন, তিনিও উক্তরূপে সামগান দ্বারা লোকের অভীষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইহা প্রাণারাধনার দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ ফল, ইহার অদৃষ্ট বা পরোক্ষ বা মুখ্য ফল হইতেছে প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তি বা প্রাণ ও আত্মার অভেদজ্ঞান। প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তিতে শ্রুত্যন্তরোক্ত “দেবতা হইয়া দেবতাকে প্রাপ্ত হন” এই বাক্য সিদ্ধ হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, প্রাণ ও আত্মার অভেদজ্ঞান হইলে দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া দেবতাকে প্রাপ্ত হন। শ্রুত্যন্তরে দৃষ্ট হয় যে, প্রাণের আরাধনায় বাঞ্ছিত ফল-লাভ হয়, উপাসকেরাও দেবত্বপ্রাপ্ত হন। ইহা অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মবিষয়ক উদ্গীথারাধনা। এই যে অধ্যাত্ম বলিয়া উপসংহার করা হইল, ইহা পরবর্ত্তী খণ্ডে যে আধিদৈবত উদ্গীথোপাসনা বলা যাইবে, তদ্বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত জানিবে ॥ ১৫ ॥

ইতি প্রথম প্রপাঠকের দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।

—

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

অথাধিদৈবতং—য এবাসৌ তপতি, তমুদ্গীথমুপাসীত, উদ্যন্ বা এষ প্রজাভ্য উদ্গায়তি। উদ্যꣳস্তমোভয়মপহন্তি, অপহন্তা হ বৈ ভয়স্য তমসো ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর দেবতাবিষয়ক উদ্গীথোপাসনা কথিত হইতেছে। গগনমণ্ডলে দৃশ্যমান ঐ যে সূর্য্য সন্তাপ দান করিতেছেন, ইঁহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে। উদীয়মান এই সূর্য্যদেব যেন লোক[illegible]র নিমিত্তই উদ্গীথ গান করিতেছেন। উদয়কালেই ইনি [illegible] অন্ধকার ভয়কে বিনষ্ট করেন। যে ব্যক্তি এই সূর্য্যদেবকে উক্তরূপ [illegible] তিনি নিজেও সংসারভয় ও অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে পারেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথানন্তরম্, অধিদৈবতং দেবতাবিষয়[illegible] এব প্রস্তুতমিত্যর্থঃ, অনেকধা উপাস্যত্বাদুদ্গীথস্য। য এবাসৌ আদিত্য[illegible] তমুদ্গীথমুপাসীত আদিত্যদৃষ্ট্যা উদ্গীথমুপাসীত ইত্যর্থঃ। তমুদ্গীথমিতি- উদ্গীথশব্দোঽক্ষরবাচী সন্ কথমাদিত্যে বর্ত্ততে? ইতি। উচ্যতে—উদ্যন্ উদ্গচ্ছন্ বৈ এষ প্রজাভ্যঃ প্রজার্থমুদ্গায়তি প্রজানামন্নোৎপত্ত্যর্থং, ন হি অনুদ্যতি তস্মিন্ ব্রীহ্যাদেঃ পক্তিঃ স্যাৎ, অত উদ্গায়তীব উদ্গায়তি। যথৈব উদ্গাতা অন্নার্থম্, অত উদ্গীথঃ সবিতেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, উদ্যন্ নৈশং তমঃ তজ্জঞ্চ ভয়ং প্রাণিনামপহন্তি। তমেবংগুণং সবিতারং যো বেদ, সঃ অপহন্তা নাশয়িতা হ বৈ ভয়স্য জন্মমরণাদিলক্ষণস্য আত্মনঃ তমসশ্চ তৎকারণস্য অজ্ঞানলক্ষণস্য ভবতি। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—বিবিধপ্রকারে উদ্গীথ উপাসনা করা যায়, এজন্য অধ্যাত্মবিষয়ক উদ্গীথোপাসনা বর্ণনানন্তর দেবতাবিষয়ক উদ্গীথোপাসনা বিবৃত হইতেছে। এই যে সূর্য্যদেব তাপ প্রদান করিতেছেন, ইঁহাকেও উদ্গীথরূপে অর্থাৎ উদ্গীথে আদিত্যবুদ্ধিস্থাপনা পূর্ব্বক উপাসনা করিবে। এ স্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই উদ্গীথশব্দ ত অক্ষরবাচী, তবে উহা কি প্রকারে সূর্য্যবাচক হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, উদীয়মান এই সূর্য্য প্রজাপুঞ্জের অন্ন উৎপাদনের নিমিত্ত উদ্গান করিতেছেন। সূর্য্যের অভ্যুদয়ে ধান্যাদি কোন শস্যই পরিপক্ক হইতে পারে না, অতএব উদ্গাতা যেমন অন্নের নিমিত্তই

উদ্‌গীথ গান করেন, সেইরূপ সূর্য্যদেবও যে প্রত্যহ উদিত হন, তাহা যেন জগদ্বাসীর অন্ন-সংস্থানের নিমিত্ত তিনি উদ্‌গীথই গান করেন ; এ জন্য সূর্য্যকে উদ্‌গীথ কহে। আরও দেখ, এই সূর্য্যদেব সমুদিত হইয়াই নৈশ অন্ধকার ও তজ্জনিত জীবকুলের ভয় দূর করেন। যে ব্যক্তি সূর্য্যদেবকে উক্তরূপ গুণ-সম্পন্ন বলিয়া জানেন অর্থাৎ উক্তগুণবিশিষ্ট সূর্য্যরূপী উদ্‌গীথের উপাসনা করেন, তিনি পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদিরূপ সংসারভয় এবং সেই ভয়ের কারণ নিজের অজ্ঞানান্ধকারকে বিনাশ করিতে পারেন অর্থাৎ তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সংসারভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন ॥ ১ ॥

সমান উ এবায়ঞ্চাসৌ চ, উষ্ণোঽয়মুষ্ণোঽসৌ, স্বর ইতীম-মা[illegible]তি প্রত্যাস্বর ইত্যমুং, তস্মাদ্বা এতমিমমমুঞ্চোদ্-[illegible]।

[illegible]ই প্রাণ এবং এই সূর্য্যদেব উভয়েই তুল্যগুণসম্পন্ন, যে হেতু, [illegible]ও উষ্ণ। ঋষিগণ এই প্রাণকে 'স্বর' অর্থাৎ মৃত্যুকালে দেহ [illegible]ন বলিয়া থাকেন, আর সূর্য্যদেবকেও প্রতিদিন 'স্বর' অর্থাৎ অস্তগমনশী[illegible] দিনান্তে অদর্শনীয় এবং 'প্রত্যাস্বর' অর্থাৎ প্রত্যহ প্রত্যাগমনশীল বা দিনারম্ভে উদীয়মান বলিয়া থাকেন, অতএব উভয়েই তুল্যগুণসম্পন্ন বলিয়া এই প্রাণ ও এই সূর্য্যকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সমান উ এব তুল্য এব প্রাণঃ সবিত্রা প্রণতঃ সবিতা চ প্রাণেন। যস্মাৎ উষ্ণোঽয়ং প্রাণঃ উষ্ণশ্চাসৌ সবিতা। কিঞ্চ, স্বর ইতীমং প্রাণমাচক্ষতে কথয়ন্তি, তথা স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইতি চামুং সবিতারম্। যস্মাৎ প্রাণঃ স্বরত্যেব ন পুনর্মৃতঃ প্রত্যাগচ্ছতি, সবিতা তু অস্তমিত্বা পুনরপি অহন্যহনি প্রত্যাগচ্ছতি, অতঃ প্রত্যাস্বরঃ, অস্মাৎ গুণতঃ নামতশ্চ সমানৌ ইতরেতরং প্রাণাদিত্যৌ। অতঃ সতত্ত্বা-ভেদাদেতং প্রাণমিমমমুঞ্চ আদিত্যম্ উদ্‌গীথমুপাসীত। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রাণ ও সবিতা বা সূর্য্য উভয়েই তুল্য-গুণবিশিষ্ট ; কেন না, প্রাণ ও সূর্য্য এই উভয়ই উষ্ণ। ঋষিগণ প্রাণকে স্বর ও সূর্য্যকে স্বর এবং প্রত্যাস্বর বলিয়া থাকেন। কারণ, প্রাণ কেবল বহির্গতই হয়, পুন-রায় প্রত্যাগমন করে না, এ জন্য প্রাণকে 'স্বর' বলে আর সূর্য্য প্রতিদিন অস্তগত হইয়া পুনরায় উদিত হন, এ জন্য তাঁহাকে 'স্বর' ও "প্রত্যাস্বর" উভয়ই বলা হয় ; সুতরাং গুণ ও নাম দ্বারা প্রাণ ও সূর্য্য এই উভয়ের পরস্পর বাস্তবিক কোন ভেদ না থাকায় সন্নিহিত এই প্রাণ ও ব্যবহিত সবিতাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে ॥২॥

অথ খলু ব্যানমেবোদ্‌গীথমুপাসীত, যদ্‌বৈ প্রাণিতি স প্রাণো যদপানিতি সোঽপানঃ। অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানঃ, যো ব্যানঃ সা বাক্, তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্ বাচমভিব্যাহরতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—ব্যানকেই উদ্‌গীথ বলিয়া উপাসনা করিবে। লোকে যে প্রাণনক্রিয়া অর্থাৎ শ্বাস ত্যাগ করে, তাহাই প্রাণ, আর যে অপানক্রিয়া অর্থাৎ বায়ুকে অন্তরে আকর্ষণ পূর্ব্বক অধোগামী করে, তাহাই অপান। আর উক্ত প্রাণ অপানের যে সন্ধি বা পরস্পর মিলন, তাহাই ব্যান। যাহা ব্যান, তাহাই বাক্, অতএব লোকে প্রাণ অপানের ব্যাপার নিরোধ পূর্ব্বক বাক্যোচ্চারণ করে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ খল্বিতি প্রকারান্তরেণ [illegible] উচ্যতে। ব্যানমেব বক্ষ্যমাণলক্ষণং প্রাণস্যৈব বৃত্তিবিশেষমুদ্‌গীথমুপাসীত [illegible] কর্ত্তব্য [illegible] নিরূপ্যতে, যদ্বৈ পুরুষঃ প্রাণিতি মুখনাসিকাভ্যাং বায়ুং ব[illegible] [illegible] বায়োর্বৃত্তিবিশেষঃ। যদপানিতি অপশ্বসিতি তাভ্যামেব অ[illegible] অপানাখ্যা বৃত্তিঃ। ততঃ কিম্? ইতি উচ্যতে, অথ য উক্তলক্ষণয়োঃ [illegible] এব তয়োরন্তরা বৃত্তিবিশেষঃ স ব্যানঃ, যঃ সাংখ্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধঃ শ্রুত্যা বি[illegible] সো ব্যান ইত্যভিপ্রায়ঃ। কস্মাৎ পুনঃ প্রাণাপানৌ হিত্বা মহতা আয়াসেন ব্যানস্যৈব উপাসনমুচ্যতে? বীর্য্যবৎকর্ম্মহেতুত্বাৎ। কথং বীর্য্যবৎকর্ম্মহেতুত্বম্? ইত্যাহ, যো ব্যানঃ সা বাক্, ব্যানকার্য্যত্বাৎ বাচঃ। যস্মাৎ ব্যাননির্ব্বর্ত্ত্যা বাক্ তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ প্রাণাপানব্যাপারাবকুর্ব্বন্ বাচমভিব্যাহরতি উচ্চারয়তি লোকঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর প্রকারান্তরে উদ্‌গীথোপাসনা বিবৃত হইতেছে।—বক্ষ্যমাণ লক্ষণবিশিষ্ট প্রাণেরই বৃত্তিবিশেষ ব্যানকেও উদ্‌গীথ-রূপে উপাসনা করিবে, সম্প্রতি তাহারই যাথার্থ্য নিরূপণ করিতেছেন। লোকে বদন ও নাসা দ্বারা যে বায়ুকে বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত করে, তাহাই বায়ুর প্রাণনামক বৃত্তিবিশেষ, আর সেই মুখনাসা দ্বারাই যে বায়ুকে ভিতরে আকর্ষণ করে, তাহাই বায়ুর অপাননামক বৃত্তিবিশেষ। ইহাতে কি বলা হইল? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট প্রাণ ও অপানের যে সন্ধি অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী বৃত্তি-বিশেষ, তাহাই ব্যান। সাংখ্যাদি শাস্ত্রে যাহা ব্যান বলিয়া প্রসিদ্ধ, শ্রুতিতে বিশেষভাবে নিরূপণ থাকায় সেই ব্যান এই ব্যান নহে, ইহাই উপনিষদের অভি-প্রায়। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাণ ও অপানকে পরিহার পূর্ব্বক মহাপ্রযত্ন সহকারে কেবল ব্যানেরই উপাসনাবিষয়ে কি জন্য কথিত হইতেছে? ইহার

উত্তরে বলিতেছেন—উহা মহাবীর্য্যসম্পন্ন কর্ম্মের হেতু, কারণ, বাক্য ব্যানের কার্য্য, সুতরাং যাহা ব্যান, তাহাই বাক্য। বাক্য ব্যানের দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়াই লোকে প্রাণ ও অপানের ব্যাপার নিরোধ পূর্ব্বক বাক্য উচ্চারণ করে, অর্থাৎ যে সময় লোকে বাক্য উচ্চারণ করে, তৎকালে প্রাণের কর্ম্ম নিক্রমণ ও অপানের কর্ম্ম বায়ু আকর্ষণ কিছুই থাকে না ॥ ৩ ॥

যা বাক্ সর্ক্, তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্নৃচমভিব্যাহরতি, যর্ক্ তৎ সাম, তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্ সাম গায়তি, যৎ সাম স উদ্গীথঃ, তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্নুদ্গায়তি ॥ ৪ ॥

[illegible] বাদ।—যাহা বাক্, তাহাই ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক শব্দবিশেষ, এই [illegible] অপানের বৃত্তিনিরোধ পূর্ব্বক ঋক্ উচ্চারণ করিয়া থাকে। যাহা [illegible] অর্থাৎ গীতাত্মক শব্দবিশেষ, এই নিমিত্তই প্রাণ ও অপানের [illegible] ন গান করা হয়। যাহা সাম, তাহাই উদ্গীথ, এ জন্য প্রাণ [illegible] রোধ পূর্ব্বক উদ্গীথ গান করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

[illegible]রভাষ্যম্।—তথা বাগ্বিশেষাম্ ঋচম্, ঋক্সংস্থঞ্চ সাম; সামাবয়বঞ্চ উদ্গীথম্ অপ্রাণন্ অনপানন্ ব্যানেনৈব নির্ব্বর্ত্তয়তীত্যভিপ্রায়ঃ। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্র বাক্যবিশেষ, সাম সেই ঋকেই অবস্থিত, আর উদ্গীথ সামেরই অবয়ববিশেষ, প্রাণ ও অপানের বৃত্তি-নিরোধ পূর্ব্বক কেবল ব্যানের দ্বারাই ঐ সমস্ত সম্পাদিত হয়। অভিপ্রায় এই যে—প্রাণাপানের বৃত্তিনিরোধ পূর্ব্বক কেবল ব্যান বায়ুর সহায়তায় সর্ব্বদা উদ্গীথরূপী সামগানে নিযুক্ত থাকেবে ॥ ৪ ॥

অতো যান্যন্যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি, যথাঽগ্নের্মন্থনম্, আজেঃ সরণং, দৃঢ়স্য ধনুষঃ আযমনম্, অপ্রাণন্ননপানংস্তানি করোতি, এতস্য হেতোর্ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—ইহা ব্যতীতও অরণীমন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন, আজিসরণ অর্থাৎ একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া তদভিমুখে ধাবন বা দৃঢ় ধনুককে নত করিয়া তাহাতে জ্যাসংযোজনাদি যাহা কিছু বলসাধ্য কর্ম্ম, তাহা সমস্তই প্রাণাপানের বৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক সাধিত হয়, এ নিমিত্তও ব্যানকেই উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে ॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ন কেবলং বাগাদ্যভিব্যাহরণমেব, অতোঽন্যান্যপি

যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি প্রযত্নাধিক্যনির্ব্বর্ত্ত্যানি, যথা অগ্নের্মন্থনম্, আজের্মর্য্যাদায়াঃ, সরণং ধাবনং, দৃঢ়স্য ধনুষঃ আয়মনমাকর্ষণম্, অপ্রাণন্ অনপানন্ তানি করোতি ; অতো বিশিষ্টঃ ব্যানঃ প্রাণাদিবৃত্তিভ্যঃ। বিশিষ্টস্যোপাসনং জ্যায়ঃ ফলবত্ত্বাৎ রাজোপাসনবৎ। এতস্য হেতোঃ এতস্মাৎ কারণাৎ, ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত নান্যদ্‌বৃত্ত্যন্তরম্। কর্ম্মবীর্য্যবত্তরত্বং ফলম্ ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কেবল বাগাদির উচ্চারণমাত্রই যে ব্যানের কার্য্য, তাহা নহে, উহা ব্যতীতও অন্যান্য যে সমস্ত বলসাধ্য অতএব বিশেষ যত্নসহকারে সম্পাদনীয়,—অরণীঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাদন, কোন একটা সীমা লক্ষ্য করিয়া ধাবন, কঠিন ধনুরাকর্ষণাদি কর্ম্ম, তাহাও প্রাণাপানের বৃত্তিনিরোধ করিয়াই কৃত হয়। অতএব বায়ুর প্রাণাদি বৃত্তি অপেক্ষা ব্যান নামক বৃত্তির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। রাজার উপাসনা করিলে যেমন বহু অভী[illegible] পারে, সেইরূপ বিশিষ্টের উপাসনাতেও উৎকৃষ্ট ফললাভ হয় ; [illegible] কর্ত্তব [illegible] কর্ম্মের বীর্য্যবত্তাসম্পাদনের নিমিত্ত অপরাপর বৃত্তিকে পরিত্যা[illegible] [illegible]ন বৃত্তিকেই উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে। এই উপাসনাতেই ব্রহ্ম[illegible] ঘটে, অপরাপর কার্য্যে এ প্রকার মহৎফলপ্রাপ্তির আশা নাই ॥ ৫ ॥ [illegible] এব

অথ খলূদ্গীথাক্ষরাণ্যুপাসীত—উদ্-গী-থ ইতি ; প্রাণ এবোৎ, প্রাণেন হ্যুত্তিষ্ঠতি, বাগ্গীঃ, বাচো হ গির ইত্যাচক্ষতে, অন্নং থম্, অন্নে হীদꣳ সর্ব্বꣳ স্থিতম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—সম্প্রতি উদ্গীথ শব্দের 'উৎ-গী-থ' এই অক্ষরগুলির উপাসনা করিবে। এই সমস্ত অক্ষরের মধ্যে প্রাণই 'উৎ', যে হেতু লোকসমূহ প্রাণের দ্বারাই উত্থিত হয়, প্রাণের অভাবে সকলকেই অবসাদগ্রস্ত হইতে হয়। 'গী' হইতেছে বাক্, যে হেতু বাক্যের নামান্তর গির্ বা 'গীঃ', আর 'থ' হইতেছে অন্ন, কারণ, এই সমস্ত জগৎ অন্নেই প্রতিষ্ঠিত, অন্নাভাবে এক দিনও কেহ থাকিতে পারে না। উদ্গীথের অক্ষরসমূহকে এই ভাবেই চিন্তা বা উপাসনা করিবে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ অধুনা খলু উদ্গীথাক্ষরাণি উপাসীত। ভক্ত্যক্ষরাণি মা ভূবন ইত্যতো বিশিনষ্টি, উদ্-গী-থ ইতি উদ্গীথনামাক্ষরাণীত্যর্থঃ ; নামাক্ষরোপাসনেঽপি নামবত এবোপাসনং কৃতং ভবেৎ, অমুকমিশ্রা ইতি যদ্বৎ। প্রাণ এব 'উৎ' 'উৎ' ইত্যস্মিন্ অক্ষরে প্রাণদৃষ্টিঃ। কথং প্রাণস্য উত্ত্বমিত্যাহ, প্রাণেন হি উত্তিষ্ঠতি সর্ব্বঃ, অপ্রাণস্য অবসাদদর্শনাৎ, অতোঽস্তি উদঃ প্রাণস্য চ সামান্যম্। বাক্ 'গীঃ', বাচো

হ গির ইত্যাচক্ষতে শিষ্টাঃ। তথা অন্নং 'থম্', অন্নে হি ইদং সর্ব্বং স্থিতম্, অতোঽস্তি অন্নস্য থাক্ষরস্য চ সামান্যম্ ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর উদ্‌গীথের অক্ষরসমূহের উপাসনা কর্ত্তব্য। উদ্‌গীথাক্ষর বলিতে 'উদ্‌গীথভক্তির' অক্ষরসমূহকেও বুঝাইতে পারে, এই আশঙ্কায় বিশেষ করিয়া দেখাইতেছেন, উদ্‌গীথ নামের 'উৎ-গী-থ' এই অক্ষর-ত্রয়ের উপাসনা করিবে, উদ্‌গীথভক্তির নহে। "অমুক মিশ্র" ইত্যাদির ন্যায় অর্থাৎ 'কৃষ্ণ মিশ্র' 'হরি মিশ্র' ইত্যাদি নামাক্ষরগুলি উচ্চারণ করিলে যেমন সেই সেই নামধারী লোকদিগের উপাসনা করা হয়, সেইরূপ নামাক্ষরের উপাসনাতেও নামধারীর উপাসনা কৃত হয়। প্রাণহীন ব্যক্তির অবসাদ দর্শনে ইহাই বুঝা যায় যে, প্রাণ থাকিলেই সকলে উত্থিত হয়, অতএব উৎ ও [illegible] এ নিমিত্ত প্রাণই 'উৎ,' 'উৎ' এই অক্ষরে প্রাণদৃষ্টি করিবে [illegible] বলিয়া বিবেচনা করিবে। শিষ্টগণ বাক্যকে 'গীঃ' বলেন, [illegible]র্থাৎ 'গীঃ' এই অক্ষরকে বাক্ বলিয়া বিবেচনা করিবে। [illegible] অন্নেই স্থিত বা প্রতিষ্ঠিত, এ জন্য অন্ন ও 'থ' এই অক্ষর [illegible]নই 'থ'। অভিপ্রায় এই যে—উৎ-গী-থ এই অক্ষরত্রয়ের উচ্চারণেও ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ হয়, এ নিমিত্ত প্রাণ, বাক্ ও অন্নদৃষ্টিতে উদ্‌গীথাক্ষরের উপাসনা করিবে এবং ইহার উপাসনা করিলেই পরব্রহ্মের উপাসনা করা হয় ॥ ৬ ॥

দ্যৌরেবোৎ, অন্তরিক্ষং গীঃ, পৃথিবী থম্। আদিত্য এবোৎ, বায়ুর্গীঃ, অগ্নিস্থম্। সামবেদ এবোৎ, যজুর্ব্বেদো গীঃ, ঋগ্‌বেদস্থম্। দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্‌দোহং, যো বাচো দোহঃ, অন্নবানন্নাদো ভবতি, য এতান্যেবং বিদ্বানুদ্‌গীথাক্ষরাণ্যুপাস্তে—উদ্-গী-থ ইতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—আরও দেখ, দ্যুলোকই 'উৎ', অন্তরীক্ষ বা আকাশই গীঃ', আর পৃথিবী 'থ'। আদিত্যই 'উৎ', বায়ুই 'গীঃ', অগ্নিই 'থ'। সামবেদই 'উৎ', যজুর্ব্বেদই 'গীঃ', আর ঋগ্‌বেদই 'থ'। যে ব্যক্তি উদ্-গী-থ এই অক্ষরত্রয়কে উক্তরূপ জানিয়া উপাসনা করেন—বাক্যের যে দোহ অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি শব্দসাধ্য যে ফল, ঋগ্‌বেদাদি শব্দসমূহ উক্ত উপাসককে স্বয়ংই সেই ফল প্রদান করেন, ঐ সাধক প্রচুর অন্নের অধিকারী ও যথেষ্ট ভোজনশক্তি লাভ করেন ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ত্রয়াণাং শ্রুত্যুক্তানি সামান্যানি, তানি তেনানুরূপেণ শেষেষ্বপি দ্রষ্টব্যানি। দ্যৌরেবোৎ উচ্চৈঃস্থানাৎ। অন্তরিক্ষং গীঃ গিরণাৎ লোকানাম্।

পৃথিবী থং প্রাণিস্থানাৎ। আদিত্য এবোৎ উর্দ্ধত্বাৎ। বায়ুর্গীঃ অগ্ন্যাদীনাং গিরণাৎ। অগ্নিস্থং যজ্ঞীয়কর্ম্মাবস্থানাৎ। সামবেদ এবোৎ স্বর্গসংস্তুতত্বাৎ। যজুর্ব্বেদো গীঃ যজুষাং প্রদত্তস্য হবিষো দেবতানাং গিরণাৎ। ঋগ্‌বেদঃ থম্ ঋচ্যধ্যূঢ়ত্বাৎ সাম্নঃ। উদ্‌গীথাক্ষরো-পাসনাফলমধুনোচ্যতে, দুগ্ধে দোগ্ধি, অস্মৈ সাধকায় ; কা সা? বাক্ ; কম্? দোহম্ ; কোঽসৌ দোহঃ? ইত্যাহ, যো বাচো দোহঃ ঋগ্বেদাদিশব্দসাধ্যং ফলমিত্যভিপ্রায়ঃ, তদ্‌বাচো দোহঃ তং স্বয়মেব বাক্ দোগ্ধি আত্মানমেব দোগ্ধি। কিঞ্চ অন্নবান্ প্রভূতান্নঃ, অন্নাদশ্চ দীপ্তাগ্নিঃ ভবতি য এতানি যথোক্তানি এবং যথোক্তগুণানি উদ্‌গীথাক্ষরাণি বিদ্বান্ সন্ উপাস্তে উদ্‌গীথ ইতি ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—শ্রুতিতে 'উদ্-গী-থ' শব্দের যে তিন প্রকার সামান্য বা সাদৃশ্য উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে অন্যান্য স্থলেও ঐ প্রকার যোজনা করিতে হইবে। সম্প্রতি তাহাই দেখাইতেছেন। 'উ[illegible] সকলের প্রথমে অবস্থিত আর স্বর্গও সকলের উপরিভাগে অ[illegible] কর্ত্তৃক শব্দে স্বর্গকেই বুঝায়। 'গীঃ' শব্দের অর্থ গ্রাস করা আর [illegible] সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সে যেন সমস্তই গ্রাস করিয়া আছে, এই [illegible] অন্তরীক্ষ। 'থ' এই অক্ষরটির উপরে অন্য অক্ষর দুটি যেম[illegible] এব জাগতিক পদার্থমাত্রেই পৃথিবীর উপরে অবস্থিত বলিয়া থ শব্দে পৃথিবী ; সুতরাং উদ্‌গীথ শব্দে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী এই ত্রয়াত্মক পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইতেছে। এইরূপ উৎ শব্দে সূর্য্যই ; কেন না, সূর্য্যই সকলের উর্দ্ধে অবস্থিত। গী শব্দে বায়ু ; কেন না, এই বায়ুই অগ্নি প্রভৃতিকে কবলিত করে। থ শব্দে বহ্নি ; কেন না, বহ্নিই যজ্ঞীয় সকল কার্য্যে অবস্থান করে। অতএব সূর্য্য, বায়ু ও অগ্নি এই ত্রিতয়াত্মক অর্থযুক্ত উৎ, গী ও থ এই বর্ণত্রয়াত্মক উদ্‌গীথশব্দে আদিত্য, বায়ু ও অগ্নি বুঝাইল। পূর্ব্বের ন্যায় সামবেদই উৎ, কারণ, উহা স্বর্গেও সংস্তুত অর্থাৎ পরিচিত। যজুর্ব্বেদই গীঃ, কেন না, যজুর্মন্ত্রে প্রদত্ত হবিঃ দেবগণ ভোজন করেন। ঋগ্বেদই থ ; কেন না, ঋগ্‌বেদেই সামবেদ অধিষ্ঠিত। সুতরাং সাম, যজুঃ ও ঋক্ এই অর্থত্রয়যুক্ত উৎ, গী ও থ বর্ণত্রয়াত্মক উদ্‌গীথ শব্দ সাম, যজুঃ ও ঋক্ এই ত্রিবেদাত্মক পরব্রহ্মকে প্রতিপন্ন করিতেছে। সম্প্রতি উদ্‌গীথাক্ষরের উপাসনার ফল বলিতেছেন—যে সাধক এই প্রকারে উদ্‌গীথের অর্থ জানিয়া পরব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করেন, ঋগ্‌বেদাদি শব্দসমূহ বাচো দোহ অর্থাৎ শব্দসাধ্য যে ফল, তাহা প্রদান করেন অর্থাৎ ঐ ফল স্বয়ংই তাঁহাকে ভজনা করে ; এবং সেই সাধক প্রচুর অন্নশালী ও অন্নভোজী অর্থাৎ দীপ্তাগ্নি হন। এই প্রকারে যথোক্তগুণ-সম্পন্ন উদ্‌গীথাক্ষর অবগত হইয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য ॥ ৭ ॥

অথ খল্বাশীঃসমৃদ্ধিঃ, উপসরণানীত্যুপাসীত, যেন সাম্না স্তোষ্যন্ স্যাত্তৎ সামোপধাবেৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর আশীঃসমৃদ্ধি অর্থাৎ অভীপ্সিতফলের উৎকর্ষজনক উপায়বিশেষ সম্বন্ধে উপদেশ করা যাইতেছে। গন্তব্য বা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ ধ্যেয় পদার্থকে পশ্চাদুক্ত প্রকারে উপাসনা করিবে। উদ্‌গাতা যে সামবিশেষসহকারে স্তব করিবেন, সেই সামকে উৎপত্তি, ছন্দ, দেবতা ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট মনে করিয়া ধ্যান করিবেন ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ খলু ইদানীমাশীঃসমৃদ্ধিঃ আশিষঃ কামস্য সমৃদ্ধিঃ যথা ভবেৎ, তদুচ্যতে ইতি বাক্যশেষঃ। উপসরণানি উপসর্ত্তব্যানি উপগন্তব্যানি, ধ্যেয় [illegible] ইত্যুপাসীত এবমুপাসীত; তদ্‌যথা—যেন সাম্না যেন সাম- [illegible] করিষ্যন্ স্যাৎ ভবেদুদ্‌গাতা, তৎ সাম উপধাবেৎ উপস্মরেৎ, [illegible]।

[illegible] ভাষ্যানুবাদ।—সম্প্রতি অভীষ্টফলের উৎকর্ষসাধক উপায়- [illegible]। ধ্যেয় বিষয়কে এইরূপে অর্থাৎ উদ্‌গাতা যে সামবিশেষ দ্বারা স্তব করিবেন, সেই সামবিশেষকে উৎপত্ত্যাদিধর্ম্মবিশিষ্টরূপে নিরন্তর ধ্যান করিবেন। অভিপ্রায় এই যে, ছন্দঃ, দেবতা ইত্যাদি অবগত হইয়া সামগান দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় ॥ ৮ ॥

যস্যামৃচি তামৃচং, যদার্ষেয়ং তমৃষিং, যাং দেবতামভিষ্টোষ্যন্ স্যাত্তাং দেবতামুপধাবেৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—যে ঋকে সেই সাম অধিষ্ঠিত, সেই ঋক্, যে ঋষি কর্ত্তৃক উহা পরিদৃষ্ট, সেই ঋষিকে এবং যে দেবতাকে স্তব করিতে হইবে, সেই দেবতাকে উদ্‌গাতা ধ্যান বা চিন্তা করিবেন ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যস্যাম্ ঋচি তৎ সাম তাঞ্চ ঋচম্ উপধাবেৎ দেবতাদিভিঃ। যদার্ষেয়ং সাম তঞ্চ ঋষিং, যাং দেবতামভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দেবতামুপধাবেৎ ॥ ৯ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই সামস্তুতি যে ঋক্‌মন্ত্রে বিদ্যমান, সেই ঋক্‌কে তাহার দেবতা ছন্দ ইত্যাদি সহ চিন্তা করিবে। সেই সাম যে ঋষি কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট, সেই ঋষিকে ও যে দেবতাকে স্তব করিতে হইবে, উদ্‌গাতা সেই দেবতাকেও চিন্তা করিবেন ॥ ৯ ॥

যেন ছন্দসা স্তোষ্যন্ স্যাত্তচ্ছন্দ উপধাবেৎ, যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ তং স্তোমমুপধাবেৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—যে ছন্দে সেই স্তব পাঠ করিবে, সেই ছন্দকে চিন্তা করিবে। যে স্তোম অর্থাৎ বাক্যসমূহ দ্বারা স্তব করিবে, সেই স্তোমকেও চিন্তা করিবে ॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যেন ছন্দসা গায়ত্র্যাদিনা স্তোষ্যন্ স্যাৎ, তৎ ছন্দ উপধাবেৎ। যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ, স্তোমাঙ্গফলস্য কর্ত্তৃগামিত্বাদাত্মনেপদং স্তোষ্যমাণ ইতি, তং স্তোমমুপধাবেৎ। ১০।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—গায়ত্রী প্রভৃতি যে যে ছন্দো দ্বারা স্তব করিবে, সেই সেই ছন্দকে চিন্তা করিবে অর্থাৎ তাহাদের বি[illegible]হিত হইবে। পঞ্চদশ, সপ্তদশ বা একবিংশতিটি সাম লইয়া বিশিষ্ট [illegible] কর্ত্তৃ[illegible] আছে, সেই সমষ্টিভূত সামকে স্তোম বলা হয়, যে স্তোম [illegible] [illegible] সেই স্তোমকেও ধ্যান করিবে ॥ ১০ ॥

যাং দিশমভিষ্টোষ্যন্ স্যাত্তাং দিশমুপধাবেৎ ॥ [illegible]

অনুবাদ।—যে দিক্‌কে অর্থাৎ যে দিকে মুখ করিয়া স্তব করিবে, অধিষ্ঠাতৃদেবতাদিসহ সেই দিক্‌কে চিন্তা করিবে ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যাং দিশম্ অভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দিশমুপধাবেৎ অধিষ্ঠাত্রাদিভিঃ। ১১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে দিগভিমুখে অর্থাৎ যে দিকে মুখ করিয়া স্তব করিবে, সেই দিগধিষ্ঠাতৃদেবতা সহ সেই দিকের চিন্তা করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রাদি দিক্‌পতি দেবগণের স্তুতি দ্বারাও সেই ঈশ্বরস্তুতি সম্পন্ন হয়; অতএব দিক্‌পাল ও দিকের ধ্যানেই ঈশ্বরধ্যান নিষ্পন্ন হয় ॥ ১১ ॥

আত্মানমন্তত উপসৃত্য স্তুবীত কামং ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ, অভ্যাশো হ যদস্মৈ স কামঃ সমৃধ্যেত যৎকামঃ স্তুবীতেতি যৎ কামঃ স্তুবীতেতি ॥ ১২ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—উদ্‌গাতা উক্তরূপে সামাদিচিন্তার পর অবহিতভাবে ও বিশুদ্ধরূপে স্বরবর্ণাদির উচ্চারণ পূর্ব্বক নাম, গোত্র, বর্ণ ও আশ্রমাদিসহ নিজের স্বরূপ চিন্তা ও অভিলষিত বিষয় স্মরণ করিয়া যদি স্তব পাঠ করেন, তাহা হইলে যে

কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত স্তব করিবেন, অতি সত্বর সেই কামনা পূর্ণ হয় ও তজ্জন্য অভ্যুদয় লাভ করেন। এই শ্রুতির প্রতি আদরপ্রদর্শনার্থ "যৎকামঃ স্তবীত যৎকামঃ স্তবীত" এই দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ১২ ॥

প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—আত্মানমুদ্গাতা স্বং রূপং গোত্রনামাদিভিঃ সামাদীন্ ক্রমেণ স্বঞ্চ আত্মানম্ অন্ততঃ অন্তে উপসৃত্য স্তবীত। কামং ধ্যায়ন্ অপ্রমত্তঃ স্বরোষ্মব্যঞ্জনাদিভ্যঃ প্রমাদমকুর্ব্বন্। ততঃ অভ্যাশঃ ক্ষিপ্রমেব হ যৎ যত্র অস্মৈ এবংবিদে স কামঃ সমৃধ্যেত সমৃদ্ধিং গচ্ছেৎ ; কোঽসৌ ? যৎকামঃ যঃ কামঃ অস্য সোঽয়ং যৎকামঃ সন্ স্তবীত ইতি। দ্বিরুক্তিরাদরার্থা ॥ ১২ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য তৃতীয়খণ্ড-ভাষ্যম্।

 [illegible]ষ্যানুবাদ।—পরিশেষে উদ্গাতা নিজের নাম-[illegible]দি ও নিজের কাম্য বিষয় স্মরণ করিয়া বিশেষ সাবধানে [illegible] ব্যঞ্জনাদি বর্ণ উচ্চারণ সহকারে যদি স্তব করিতে পারেন [illegible]ক নামবিশিষ্ট আমি পূর্ব্বোক্ত সামাদির ফলপ্রদায়িকা শক্তি অবগত হইয়া কামনাসিদ্ধির উদ্দেশে বিশুদ্ধভাবে এই স্তব পাঠ করিতেছি, এই মনে করিয়া যদি স্তব করিতে পারেন, তাহা হইলে উক্তরূপ অভিজ্ঞ সেই কামী ব্যক্তির কামনা অতি সত্বর সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হইয়া কামীকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করে। "যৎকামঃ স্তবীত" এই বাক্যটির প্রতি অতিশয় সমাদর প্রদর্শনের নিমিত্ত দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ১২ ॥

প্রথমপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

প্রথমপ্রপাঠকে

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত; ওমিতি হ্যুদ্‌গায়তি, তস্যোপ-ব্যাখ্যানম্‌ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—"ওম্‌" এই অক্ষরকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে, কারণ, ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়াই উদ্‌গীথ গীত হয়, তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।—ওমিত্যেতদিত্যাদি প্রকৃতস্যাক্ষরস্য পুনরুপাদানম্‌ উদ্‌গীথাক্ষরাদ্যুপাসনান্তরিতত্বাৎ অন্যত্র প্রসঙ্গো মা ভূদিত্যেবমর্থম্‌। প্রকৃতস্যৈবাক্ষরস্য অমৃতাভয়গুণবিশিষ্টস্য উপাসনং বিধাতব্যমিত্যারম্ভঃ। ওমিত্যা[illegible] কর্ত্তং [illegible]

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'ওম্‌' এই অক্ষ[illegible] পুন[illegible]সনা করিবে, ইহা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পূর্ব্বপ্রস্তাবি[illegible] করার কারণ প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিতেছেন, মধ্যে উদ্‌গী[illegible] হইয়াছে, মধ্যের এই উক্তি দ্বারা পূর্ব্বপ্রসঙ্গ ব্যবহিত হওয়ায় লোকের [illegible] অন্যরূপ আশঙ্কা যাহাতে উত্থিত না হইতে পারে, অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রসঙ্গই চলিতেছে, প্রসঙ্গক্রমে মধ্যে বিষয়ান্তরের অবতারণা করা হইয়াছিল; অমৃত ও অভয়গুণবিশিষ্ট পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত সেই অক্ষরেরই উপাসনা কর্ত্তব্য, ইহা বলিবার নিমিত্তই পুনরায় উক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা হইতেছে। ওমিত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্‌, তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্‌, যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্‌ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বকালে দেবগণ মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুহেতুভূত আসুর পাপ হইতে ভীত হইয়া পরিত্রাণলাভার্থ ত্রয়ীবিদ্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যে হেতু তাঁহারা ছন্দ অর্থাৎ মন্ত্র দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন অর্থাৎ বিবিধ সমন্ত্রক অনুষ্ঠান দ্বারা পাপের আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই জন্যই অর্থাৎ আচ্ছাদন করার জন্যই ছন্দ বা মন্ত্রসমূহকে ছন্দ এই নামে অভিহিত করা হয় ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।—দেবা বৈ মৃত্যোর্মারকাৎ বিভ্যতঃ কিং কৃতবন্ত? ইত্যুচ্যতে, ত্রয়ীং বিদ্যাং ত্রয়ীবিহিতং কর্ম্ম প্রাবিশন্‌ প্রবিষ্টবন্তঃ, বৈদিকং কর্ম্ম প্রারব্ধবন্ত ইত্যর্থঃ, তৎ মৃত্যোস্ত্রাণং মন্যমানাঃ। কিঞ্চ, তে কর্ম্মণ্যবিনিযুক্তৈঃ ছন্দোভির্মন্ত্রৈঃ জপহোমাদি কুর্ব্বন্তঃ

আত্মানং কর্ম্মান্তরেষু অচ্ছাদয়ন্ ছাদিতবন্তঃ। যৎ যস্মাৎ এভির্মন্ত্রৈরচ্ছাদয়ন্, তৎ তস্মাৎ ছন্দসাং মন্ত্রাণাং ছাদনাৎ ছন্দস্ত্বং প্রসিদ্ধমেব ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বকালে দেবগণ মৃত্যুর হেতুভূত পাপ হইতে ভীত হইয়া পরিত্রাণলাভার্থ বৈদিক কর্ম্মই বিপদ্ হইতে ত্রাণ করিবে, এই মনে করিয়া বৈদিক কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন। আর যে সমস্ত মন্ত্র তাঁহাদের আরব্ধ কর্ম্মে প্রযুক্ত হইত না, সেই সমস্ত অপ্রযুক্ত মন্ত্র দ্বারা জপহোমাদি কর্ম্ম করিয়া নিজেদিগকে কর্ম্মাভ্যন্তরে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন অর্থাৎ ঐ সমস্ত মন্ত্রজপ দ্বারা আপনাদিগকে রক্ষা করিতেন। তাঁহারা এই প্রকারে নিয়ত নানাকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়াই তাঁহাদিগের মরণভয় প্রশমিত হইত। ঐ সমস্ত মন্ত্র দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিতেন বলিয়াই ঐ সমস্ত মন্ত্র ছন্দঃ এই নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ২ ॥

[illegible]ত্যুর্যথা মৎস্যমুদকে পরিপশ্যেদেবং পর্য্যপশ্যদৃচি [illegible]তে নু বিদিত্বোর্দ্ধ্বা ঋচঃ সাম্নো যজুষঃ স্বরমেব [illegible]
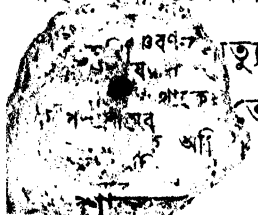
[illegible]নুবাদ।—মৃত্যুভয়ে পরিত্রাণলাভার্থ দেবগণ ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্ম আরম্ভ করিলেও, অল্প জলে সঞ্চরণশীল মৎস্যকে যেমন সকলেই দেখিতে পায়, মৃত্যুও সেইরূপ ঐ দেবগণকে দেখিতে পাইয়াছিল অর্থাৎ বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাও দেবগণ মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ পান নাই। দেবগণ তাহা জানিতে পারিয়া ঋগ্বেদাদিবিহিত কর্ম্ম হইতে ঊর্দ্ধ্ব অর্থাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বর অর্থাৎ 'ওম্' এই অক্ষরেই প্রবেশ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ওঙ্কারেরই উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তান্ তত্র দেবান্ কর্ম্মপরান্ মৃত্যুঃ যথা লোকে মৎস্যঘাতকো মৎস্যমুদকে নাতিগম্ভীরে পরিপশ্যেৎ বড়িশোদকস্রাবোপায়সাধ্যং মন্যমানঃ, এবং পর্য্যপশ্যৎ দৃষ্টবান্, মৃত্যুঃ কর্ম্মক্ষয়োপায়সাধ্যান্ দেবান্ মেনে ইত্যর্থঃ। কাসৌ দেবান্ দদর্শ? ইত্যুচ্যতে, ঋচি সাম্নি যজুষি ঋগ্‌যজুঃসামসম্বন্ধিকর্ম্মণীত্যর্থঃ। তে নু দেবা বৈদিকেন কর্ম্মণা সংস্কৃতাঃ শুদ্ধাত্মানঃ সন্তঃ মৃত্যোশ্চিকীর্ষিতং বিদিতবন্তঃ, বিদিত্বা চ তে ঊর্দ্ধ্বাঃ ব্যাবৃত্তাঃ কর্ম্মভ্যঃ ঋচঃ সাম্নঃ যজুষঃ ঋগ্‌যজুঃসামসম্বন্ধাৎ কর্ম্মণঃ অভ্যুত্থায়েত্যর্থঃ; তেন কর্ম্মণা মৃত্যুভয়াপগমং প্রতি নিরাশাঃ তদপাস্য অমৃতাভয়গুণমক্ষরং স্বরশব্দিতং প্রাবিশন্ এব প্রবিষ্টবন্তঃ, ওঙ্কারোপাসনাপরাঃ সংবৃত্তাঃ। এবশব্দোঽবধারণার্থঃ সন্ সমুচ্চয়প্রতিষেধার্থঃ, তদুপাসনপরাঃ সংবৃত্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—মৎস্যঘাতী যেমন স্বল্প জলে সঞ্চরণশীল

মৎস্যকে বঁড়শী বা জলনিষ্কাশনরূপ উপায় দ্বারা নিজের আয়ত্তাধীন মনে করিয়া দর্শন করে, মৃত্যুও সেইরূপ ঋগাদিবৈদিক কর্ম্মে আসক্ত দেবগণকে কর্ম্মক্ষয়রূপ উপায় দ্বারাই নিজের আয়ত্তাধীন মনে করিয়াছিল। সেই দেবগণও বিবিধ বৈদিক কর্ম্মানুশীলন জন্য বিশুদ্ধাত্মা ও সর্ব্বজ্ঞ হওয়ায় মৃত্যুর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছিলেন এবং জানিয়া ঐ সমস্ত কর্ম্ম মৃত্যুভয় দূর করিতে অসমর্থ বুঝিতে পারিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া অমৃত ও অভয়গুণবিশিষ্ট স্বরশব্দবাচ্য ওঙ্কারাত্মক অক্ষরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, দেবগণ নিয়ত কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন, এ জন্য মৃত্যু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই। কর্ম্মই তাঁহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে; মৎস্য যেরূপ অতি গভীরজলে অবস্থিতি করে, মৎস্যজীবীরা তাহা দেখিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু বঁড়িশ বা জালপ্রয়োগ ও জল নিষ্ক্রমণাদি উপায় দ্বারা সেই সমস্ত মৎস্য ধরে, তদ্রূপ মৃত্যুও [illegible] বাহ[illegible] [illegible]য়ে দেবগণকে অভিভূত করে। মৎস্য যদি অল্পজলে বাস কর[illegible] কর্ত্তৃ[illegible] জীবীরা মনে করে যে, বঁড়িশ দ্বারা অথবা জলনিষ্কাশন দ্বার[illegible] [illegible]ন হউক, এই মৎস্যসমূহকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে[illegible] যদি অতি গভীরজলে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে মৎস্যজীবীরা তাহি[illegible] পরিত্যাগ করে। সেইরূপ দেবগণ সর্ব্বদা কর্ম্মে সমাবৃত থাকিলে মৃত্যু তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। মধ্যে মধ্যে ঐ কর্ম্মের বিচ্ছেদ ঘটিলেই অবসর পাইয়া মৃত্যু আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পায়। এই জন্য দেবগণ নিরন্তর ঋগ্‌যজুঃসামসম্বন্ধীয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকেন এবং ঐ সমস্ত বৈদিক ক্রিয়া দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া মৃত্যুর অভীষ্ট অভিসন্ধি জানিতে সমর্থ হন। তৎপরে তাঁহারা মৃত্যুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ঋগ্‌যজুঃসামসম্বন্ধীয় কর্ম্ম বিসর্জ্জন করেন এবং এইরূপ মনে করেন যে, এই কর্ম্ম দ্বারা আমাদিগের মরণভয় দূরীকরণের আশা নাই; যেহেতু ইহারা ক্ষয়শীল; অতএব তখন তাঁহারা অমৃতত্ব ও অভয়গুণবিশিষ্ট স্বরশব্দবোধিত ওঙ্কারের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। যদি ওঙ্কারের উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মধ্যান করা যায়, তাহা হইলে মরণভয় দূর হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যেবাতিস্বরত্যেবম্‌সামৈবং যজুঃ, এষ উ স্বরো যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং, তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্‌ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যৎকালে ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তৎকালে 'ওম্' এই অক্ষরকেই অতিশয় আদর সহকারে উচ্চারণ করা হয়, এইরূপ সাম ও

যজুর্মন্ত্র উচ্চারণকালেও করা হয় অর্থাৎ ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বকই সমস্ত বেদ পাঠ করিতে হয়। 'স্বর'-শব্দবাচ্য এই যে অক্ষর বা ওঙ্কার, ইহা অমৃত ও অভয়গুণ-সম্পন্ন অর্থাৎ মৃত্যুভয়নিবারক, দেবগণ সেই অক্ষরে প্রবেশ অর্থাৎ ওঙ্কারের উপাসনা করিয়া অমৃত ও অভয় অর্থাৎ অমর ও নির্ভয় হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কথং পুনঃ স্বরশব্দবাচ্যত্বমক্ষরস্য ? ইত্যুচ্যতে, যদা বৈ ঋচমাপ্নোতি, ওমিত্যেব অতিস্বরতি, এবং সাম এবং যজুঃ। এষ এব উ স্বরঃ। কোঽসৌ ? যদেতদক্ষরম্ এতদমৃতমভয়ং, তৎ প্রবিশ্য যথাগুণমেব অমৃতা অভয়াশ্চ অভবন্ দেবাঃ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অক্ষরকে স্বরশব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয় কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, ঋগ্‌বেদাধ্যয়নকালে অতি সমা[illegible] ওঙ্কারের উচ্চারণ করা হয়, কেবল ঋগ্‌বেদ বলিয়াই নহে, সাম [illegible]লেও অতি সমাদরের সহিত ওঙ্কার উচ্চারণ করা হয়। [illegible]র, ইহাই স্বর, ইহাই অমৃত ও অভয় অর্থাৎ মৃত্যু ও [illegible] দেবগণ তাহাতেই প্রবেশ অর্থাৎ তাহারই উপাসনা করি[illegible]ও অভয় বা অমর ও নির্ভয় হইয়াছেন। ভাবার্থ এই যে—ঋক্, যজুঃ ও সাম প্রত্যেকেরই ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক উপাসনা করিলে ফলসিদ্ধি হয়, এই জন্যই স্বরশব্দে প্রণব। অমৃতত্ব ও অভয়গুণবিশিষ্ট ওঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া দেবগণ অমরত্ব ও নির্ভীকত্ব লাভ করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি এই প্রকারে বেদত্রয় পাঠ ও ওঙ্কারোপাসনা করেন, তাঁহারা সাংসারিক ভীতি অতিক্রম পূর্ব্বক অমর হইতে সমর্থ হন সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

স য এতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণৌত্যেদদেবাক্ষরঁ স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি, তৎ প্রবিশ্য যদমৃতা দেবাস্তদমৃতো ভবতি ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই অক্ষরকে এইরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া তাহার স্তব করে, সে ব্যক্তিও স্বরশব্দবাচ্য অমৃত ও অভয়গুণবিশিষ্ট ওঙ্কারাক্ষরে প্রবেশ করে অর্থাৎ তাহার প্রসন্নতা লাভ করে, এবং তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেবগণ যেমন অমৃত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অমৃত হয় ॥ ৫ ॥

প্রথম প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—সঃ যোঽন্যোঽপি দেববদেব এতদক্ষরমেবম্ অমৃতাভয়-গুণং বিদ্বান্ প্রণৌতি স্তৌতি, উপাসনমেব চাত্র স্তুতিরভিপ্রেতা, স তথৈব এতদেবাক্ষরং

স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি, তৎ প্রবিশ্য চ রাজকুলং প্রবিষ্টানামিব রাজ্ঞোঽন্তরঙ্গবহিরঙ্গতাবৎ ন পরস্য ব্রহ্মণোঽন্তরঙ্গবহিরঙ্গতাবিশেষঃ ; কিং তর্হি ? যদমৃতা দেবা যেন অমৃতত্বেন যদমৃতা অভূবন্, তেনৈব অমৃতত্বেন বিশিষ্টস্তদমৃতো ভবতি, ন ন্যূনতা নাপ্যধিকতা অমৃতত্বে ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য চতুর্থখণ্ডভাষ্যম্ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—অন্য যে কোন ব্যক্তি দেবগণের ন্যায় এই অক্ষররূপ ওঙ্কারকে অমৃত ও অভয়গুণবিশিষ্টরূপে অবগত হইয়া উপাসনা করেন, তিনিও দেবগণের ন্যায়ই অমৃত ও অভয়গুণবিশিষ্ট স্বররূপ এই অক্ষরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা রাজগৃহে প্রবিষ্ট হন, তাঁহাদের মধ্যে যেমন কেহ বা রাজার বিশেষ অন্তরঙ্গ হন, কেহ বা বহিরঙ্গই থাকেন, স্বররূপ অক্ষরে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে সেইরূপ কেহ যে পরব্রহ্মের [illegible] বা বহিরঙ্গ হন—তাহা হন না ; কারণ, ব্রহ্মের নিকট কোনরূপ [illegible] দেবগণ যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি দ্বারা যেরূপ অমৃত বা অমর হন, [illegible] দ্বারাই সেইরূপই অমৃত বা অমর হন, ঐ অমৃতত্বে [illegible] পক্ষপাতিত্ব নাই ॥ ৫ ॥

প্রথম প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

প্রথমপ্রপাঠকে

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

অথ খলু য উদ্‌গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্‌গীথ ইতি। অসৌ বা আদিত্য উদ্‌গীথ এষ প্রণব ওমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি ॥১॥

অনুবাদ।—অনন্তর প্রকারান্তরে উদ্‌গীথ উপাসনার বিষয় বলা হইতেছে। যাহা উদ্‌গীথ, তাহাই প্রণব এবং যাহা প্রণব, তাহাই উদ্‌গীথ। এই আদিত্যই উদ্‌গীথ, ইহাই প্রণব; কারণ, এই আদিত্য "ওম্" এই অক্ষর উচ্চারণ [illegible] গমন করেন ॥ ১ ॥

[illegible]ষ্যম্।—প্রাণাদিত্যদৃষ্টিবিশিষ্টস্য উদ্‌গীথস্য উপাসনমুক্তমেব অনূদ্য [illegible] তস্মিন্ প্রাণরশ্মিভেদগুণবিশিষ্টদৃষ্ট্যা অক্ষরস্য উপাসনমনেক-[illegible]মিত্যারভ্যতে, অথ খলু য উদ্‌গীথঃ স প্রণবো বহ্বৃচানাম্; যশ্চ প্রণব[illegible] স এব ছান্দোগ্যে উদ্‌গীথশব্দবাচ্যঃ। অসৌ বা আদিত্য উদ্‌গীথঃ, এষ প্রণবঃ, প্রণবশব্দবাচ্যোঽপি স এব বহ্বৃচানাং নান্যঃ। উদ্‌গীথঃ আদিত্যঃ কথম্? উদ্‌গীথাখ্যম্ অক্ষরম্ ওমিত্যেতৎ এষ হি যস্মাৎ স্বরন্ উচ্চারয়ন্, অনেকার্থত্বাৎ ধাতূনাম্, অথবা স্বরন্ গচ্ছন্ এতি, অতোঽসৌ উদ্‌গীথঃ সবিতা। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রাণ ও আদিত্যদৃষ্টিবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রাণ ও আদিত্য বুদ্ধিতে উপাস্য উদ্‌গীথের উপাসনা বলা হইয়াছে, সম্প্রতি উক্ত বাক্যেরই অনুবাদ বা পুনরুক্তি এবং প্রণব ও উদ্‌গীথের অভেদ প্রতিপাদন করিয়া তাহাতেই প্রাণ ও রশ্মিভেদরূপ-গুণবিশিষ্ট দৃষ্টি দ্বারা অর্থাৎ তাহাই প্রাণ ও রশ্মিভেদরূপ গুণবিশিষ্ট, এইরূপ বিবেচনা করিয়া বহুপুত্রলাভরূপ ফলপ্রদ অক্ষরের উপাসনা বলা হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া এই পঞ্চমখণ্ড আরম্ভ করিতেছেন। যাহা উদ্‌গীথ, বহ্বৃচ অর্থাৎ ঋগ্‌বেদের তাহাই প্রণব, আর ঋগ্‌বেদের যাহা প্রণব, ছান্দোগ্যে তাহাই উদ্‌গীথ বলিয়া অভিহিত হয়। এই আদিত্যই উদ্‌গীথ ও ইহাই প্রণব অর্থাৎ এই আদিত্যই ঋগ্‌বেদের প্রণবশব্দবাচ্য, তিনি ভিন্ন অপর কেহ নহেন। এ স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, আদিত্য কিরূপে উদ্‌গীথ হইতে পারেন? তাহার উত্তর—যে হেতু এই আদিত্য উদ্‌গীথাপরনামক 'ওম্' এই অক্ষরটিকে উচ্চারণ করিয়াই আগমন করেন অথবা সূর্য্য প্রাণীদিগের কার্য্যে প্রবৃত্তির

জন্য 'ওম্' বলিয়া আদেশ করিতেই যেন গমন করিতেছেন, এই জন্যই এই সবিতাকে উদ্গীথ বা ওঙ্কার বলে ॥ ১ ॥

এতমু এবাহমভ্যগাসিষং, তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ কৌষী-তকিঃ পুত্রমুবাচ, রশ্মীংস্ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ, বহবো বৈ তে ভবিষ্য-ন্তীত্যধিদৈবতম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—কৌষীতকী নামক ঋষি নিজ পুত্রকে বলিয়াছিলেন, আমি এই আদিত্যকে অভিমুখী করার নিমিত্ত গান করিয়াছি অর্থাৎ আদিত্যকে প্রসন্ন করার নিমিত্ত তাঁহাকে ও তাঁহার রশ্মিসমূহকে একসঙ্গেই উপাসনা করিয়াছিলাম, সে জন্য তোমাকে একমাত্র পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি রশ্মিসমূহকে পর্য্যাবর্ত্তন অর্থাৎ রশ্মিসমূহ ও আদিত্যকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ধ্যান বা উপা[illegible] তাহা হইলে তুমি বহু পুত্র লাভ করিতে পারিবে। এইরূপে অধিদৈ[illegible] বিষয়ক উপাসনা বলা হইল ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তমেতম্ উ এবাহম্ অভ্যগাসিষ[illegible] বানস্মি, আদিত্যরশ্ম্যভেদং কৃত্বা ধ্যানং কৃতবানস্মীত্যর্থঃ। তেন তস্মাৎ কা[illegible] ত্বম্ একোঽসি পুত্রঃ, ইতি হ কৌষীতকিঃ কুষীতকস্যাপত্যং কৌষীতকিঃ পুত্রম্ উবাচ উক্ত-বান্, অতো রশ্মীন্ আদিত্যঞ্চ ভেদেন ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ পর্য্যাবর্ত্তয়েত্যর্থঃ, ত্বং-যোগাৎ; এবং বহবো বৈ তে তব পুত্রা ভবিষ্যন্তি, ইত্যধিদৈবতম্।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কুষীতক-পুত্র কৌষীতকি ঋষি নিজ পুত্রকে বলিয়াছিলেন, আমি সেই এই আদিত্য ও তাঁহার রশ্মিসমূহকে অভেদ-রূপে চিন্তা করিয়া ধ্যান করিয়াছিলাম, এই উভয়ের একত্ববোধে চিন্তা করার ফলে কেবল তুমি একটিমাত্র পুত্রই আমার হইয়াছ। অতএব তুমি রশ্মিসমূহ ও আদিত্যকে পৃথক্‌ভাবে ধ্যান কর, তাহা হইলে তোমার বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। দেবতাবিষয়ক উপাসনা বলা হইল, পরে আত্মবিষয়ক উপাসনা বলা হইবে ॥ ২ ॥

অথাধ্যাত্মম্। য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসীত, ওমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—দেবতাবিষয়ক উপাসনা বলিয়া সম্প্রতি অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্ম-বিষয়ক উপাসনা বলা হইতেছে। এই যে মুখ্য প্রাণ, ইহাকে উদ্গীথবোধে উপা-সনা করিবে; কারণ, এই মুখ্য প্রাণ 'ওম্' এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া আগমন

করিতেছে অর্থাৎ অনুজ্ঞাসূচক 'ওম্' এই অক্ষর উচ্চারণ দ্বারাই বাগাদি ইন্দ্রিয়-সমূহকে স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতেছে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ অনন্তরম্ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে, য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্‌গীথমুপাসীতেত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তথা ওমিতি হি এষ প্রাণোঽপি স্বরন্ এতি 'ওম্' ইতি হি অনুজ্ঞাং কুর্ব্বন্নিব বাগাদিপ্রবৃত্ত্যর্থমেতীত্যর্থঃ; ন হি মরণকালে মুমূর্ষোঃ সমীপস্থাঃ প্রাণস্য ওঙ্করণং শৃণ্বন্তীতি। এতৎসামান্যাৎ আদিত্যেঽপি ওঙ্করণম্ অনুজ্ঞামাত্রং দ্রষ্টব্যম্। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর অধ্যাত্মবিষয়ক উপাসনা বলা হইতেছে। এই যে পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক মুখ্য প্রাণ, ইহাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে ইত্যাদি অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় জানিবে। আদিত্যের ন্যায় এই প্রাণও বা[illegible]সমূহকে স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত অনুমতিসূচক [illegible] উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্থাৎ তোমরা নিজ নিজ কার্য্য কর, এইরূপ [illegible] যেন আগমন করিতেছে। মৃত্যুকালে মুমূর্ষুর নিকটে [illegible] প্রাণের ওঙ্কারোচ্চারণ শুনিতে পায় না; অভিপ্রায় এই যে, জীব[illegible]তেহ বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাদের সেই কার্য্য যেন প্রাণের আদেশেই সম্পন্ন হয়, প্রাণ বহির্গত হইয়া গেলে সে আর আদেশও দেয় না, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারসমূহও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। প্রাণের ওঙ্করণের সহিত সাম্য বশতঃ আদিত্যে যে ওঙ্করণের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাও ঐরূপ অনুজ্ঞামাত্রই বুঝিতে হইবে, বাস্তবিক পক্ষে 'ওম্' এই অক্ষর উচ্চারণ করে না। প্রাণিবৃন্দের প্রবৃত্তির জন্য প্রাণই অনুজ্ঞা করে, সেই প্রাণকেই পরব্রহ্মরূপে ধ্যান করিতে হয়। ইহাকেই পরব্রহ্মের আধ্যাত্মিক উপাসনা কহে ॥ ৩ ॥

এতমু এবাহমভ্যগাসিষং, তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ কৌষী-তকিঃ পুত্রমুবাচ, প্রাণাংস্ত্বং ভূমানমভিগায়তাৎ, বহবো বৈ মে ভবিষ্যন্তীতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—কৌষীতকী ঋষি নিজ পুত্রকে বলিয়াছেন, আমি কেবল এই মুখ্য প্রাণকে অভিগান করিয়াছিলাম অর্থাৎ প্রাণকে প্রসন্ন করার নিমিত্ত একমাত্র এই প্রাণেরই উপাসনা করিয়াছিলাম, সে জন্য তুমি আমার একমাত্র পুত্র হইয়াছ। আমার বহু পুত্র হইবে, এইরূপ মনে করিয়া তুমি এই প্রাণকে ভূমা অর্থাৎ বহুত্ব-গুণবিশিষ্টরূপে অভিগান অর্থাৎ উপাসনা কর ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এতম্ উ এব অহম্ অভ্যগাসিষম্ ইত্যাদি পূর্ব্ববদেব

অতো বাগাদীন্ মুখ্যঞ্চ প্রাণম্ ভেদগুণবিশিষ্টমুদ্গীথং পশ্যন্ ভূমানং মনসা অভিগায়তাৎ পূর্ব্ববৎ আবর্ত্তয়েত্যর্থঃ। বহবো বৈ মে মম পুত্রা ভবিষ্যন্তীত্যেবম্ অভিপ্রায়ঃ সন্ ইত্যর্থঃ। প্রাণাদিত্যৈকত্বোদ্গীথদৃষ্টেঃ একপুত্রত্বফলদোষেণ অপোদিতত্বাৎ রশ্মিপ্রাণ-ভেদদৃষ্টেঃ কর্ত্তব্যতা চোদ্যতে অস্মিন্ কাণ্ডে বহুপুত্রফলত্বার্থম্। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'এতমু এবাহমভ্যগাসিষম্' ইত্যাদি অংশের অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় বলিয়া এ স্থানে আর পুনরায় লিখিত হইল না। নিশ্চয়ই আমার বহু পুত্র হইবে, এইরূপ অভিপ্রায়ে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ ও মুখ্য প্রাণকে ভূমা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট মহান্ উদ্গীথরূপ বিবেচনা করিয়া ধ্যান ও উপাসনা করিবে। একমাত্র মুখ্য প্রাণ ও একমাত্র আদিত্যকে উদ্গীথবিবেচনায় উপাসনা করিলে একমাত্র পুত্রলাভরূপ দোষবশতঃ উহা নিন্দিত বলিয়া পরিত্যক্ত হওয়ায় বহু পুত্ররূপ ফললাভের নিমি[illegible] আদিত্য ও তাহার রশ্মিতে এবং মুখ্য প্রাণ ও বাগাদি ই[illegible] কর্ত্তব্যতা বিহিত হইয়াছে। ॥ ৪ ॥

অথ খলু য উদ্গীথঃ স প্রণবঃ, যঃ প্রণবঃ স [illegible] হোতৃষদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্গীতমনুসমাহরতীত্যনুসমাহরতীতি ॥৫॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যাহা উদ্গীথ, তাহাই প্রণব, আর যাহা প্রণব, তাহাই উদ্গীথ, এইরূপ চিন্তা করিলে হোতার স্থান অর্থাৎ হোতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত মন্ত্রোচ্চারণাদি কর্ম্মে যদি দুরুদ্গীত অর্থাৎ কোনরূপ অশুদ্ধ উচ্চারণ হয়, তাহা উক্তরূপ উদ্গীথ উপাসনা দ্বারা সমাহৃত হয় অর্থাৎ অশুদ্ধ উচ্চারণজন্য দোষের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়। এই সমাধানে আদর প্রদর্শনার্থ 'অনুসমাহরতি' এই পদটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ খলু য উদ্গীথ ইত্যাদি প্রণবোদ্গীথৈকত্বদর্শন-মুক্তং, তস্যৈতৎ ফলমুচ্যতে, হোতৃষদনাৎ হোতা যত্রস্থঃ শংসতি তৎ স্থানং, হোতৃষদনং, হৌত্রাৎ কর্ম্মণঃ সম্যক্ প্রযুক্তাদিত্যর্থঃ। ন হি দেশমাত্রাৎ ফলমাহর্ত্তুং শক্যম্; কিং তৎ? হ এবাপি দুরুদ্গীতং দুষ্টমুদ্গীতম্ উদ্গানং কৃতম্, উদ্গাত্রা স্বকর্ম্মণি ক্ষতং কৃতমিত্যর্থঃ, তদনুসমাহরতি অনুসন্ধত্তে ইত্যর্থঃ; চিকিৎসয়েব ধাতুবৈষম্যশমীকরণমিতি। ৫।

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর যাহা উদ্‌গীথ, তাহাই প্রণব আর যাহা প্রণব, তাহাই উদ্‌গীথ ইত্যাদি বাক্যে প্রণব ও উদ্‌গীথের যে একত্বদৃষ্টির বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহার ফল বলা হইতেছে, হোতা যে স্থানে অবস্থিত হইয়া শংসন অর্থাৎ মন্ত্রাদি পাঠ করেন, সেই স্থানকে হোতৃষদন বলে, কিন্তু কেবলমাত্র স্থান হইতে কোনরূপ ফল পাওয়া অসম্ভব বলিয়া হোতৃষদনশব্দে হোতা কর্তৃক যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। তাহা কি? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—হোতা কর্তৃক যদি কোনরূপ দুষ্ট উদ্‌গান কৃত হয় অর্থাৎ তৎকর্তৃক উচ্চারিত মন্ত্র বা স্তবাদিতে যদি কোনরূপ অশুদ্ধ উচ্চারণ জন্যই হউক বা অন্য কোনরূপেই হউক দোষ সঞ্জাত হয়, চিকিৎসা দ্বারা যেমন ধাতুবৈষম্যের প্রশমন করা যায়, উদ্‌গীথ উপাসনা দ্বারাও তেমনই ঐ সমস্ত দোষের সমাধান বা শুদ্ধি-সম্পাদন [illegible] যায়। এ স্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এক ব্যক্তির কার্য্য দ্বারা অ[illegible] ঘটে কি প্রকারে? তাহার উত্তর এই যে, উহা ত সম্ভব; কেন [illegible] ও ইহার অসংখ্য প্রমাণ দেখা যায়। যদি কোন ব্যক্তির বায়ু, [illegible] ঘটে, তাহা হইলে চিকিৎসা দ্বারা সেই বৈষম্যের শান্তি হইয়া [illegible]ও সেইরূপ হোতার ক্রিয়া দ্বারা যে কর্ত্তার ফল-প্রাপ্তি ঘটিবে, ইহা অবশ্যই সম্ভবপর বিবেচনা করিতে হয়॥ ৫॥

ইতি প্রথম প্রপাঠকের পঞ্চম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ।

প্রথমপ্রপাঠকে

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে, ইয়মেব সা, অগ্নিরমস্তৎ সাম ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—এই পৃথিবীই ঋক্‌বেদস্বরূপিণী, আর অগ্নিই সামবেদস্বরূপ, প্রসিদ্ধ সেই এই সাম এই ঋক্ বা ঋক্‌মন্ত্রেই অধিষ্ঠিত, এই জন্যই সামগায়কগণ সামকে ঋক্‌মন্ত্রে অধিষ্ঠিত করিয়া গান করেন। এক্ষণে 'সাম' এই শব্দের ব্যুৎপত্তি করিতেছেন,—এই পৃথিবীই 'সা' অর্থাৎ 'সাম' এই নামের আ[illegible] আর অগ্নিই 'অম' অর্থাৎ শেষাংশ, এইরূপে পৃথিব্যর্থক সা[illegible] দুইটি অর্থাৎ পৃথিবী ও অগ্নি এই দুইটি মিলিত হইয়া 'সাম[illegible] হইয়াছে; ভাব এই যে, ঋক্ ও সাম যেমন সংশ্লিষ্ট, পৃথিবী ও [illegible] জানিবে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথেদানীং সর্ব্বফলসম্পত্ত্যর্থমুদ্‌গীথস্যোপাসনান্তরং বিধিৎস্যতে। ইয়মেব পৃথিবী ঋক্, ঋচি পৃথিবীদৃষ্টিঃ কার্য্যা; তথা অগ্নিঃ সাম, সাম্নি অগ্নিদৃষ্টিঃ। কথং পৃথিব্যগ্ন্যোঃ ঋক্-সামত্বমিতি? উচ্যতে—তদেতৎ অগ্ন্যাখ্যং সাম এতস্যাং পৃথিব্যামৃচি অধ্যূঢ়মধিগতম, উপরিভাবেন স্থিতমিত্যর্থঃ, ঋচীব সাম। তস্মাৎ অত-এব কারণাৎ ঋচি অধ্যূঢ়মেব সাম গীয়তে ইদানীমপি সামগৈঃ। যথা চ ঋক্-সামনী নাত্যন্তভিন্নে অন্যোঽন্যং তথৈতৌ পৃথিব্যগ্নী। কথম্? ইয়মেব পৃথিবী সা সামনামার্দ্ধ-শব্দবাচ্যা, ইতরার্দ্ধশব্দবাচ্যঃ অগ্নিঃ অমঃ, তদেতৎ পৃথিব্যগ্নিদ্বয়ং সামৈকশব্দাভিধেয়ত্ব-মাপন্নং সাম; তস্মাৎ ন অন্যোঽন্যং ভিন্নং পৃথিব্যগ্নিদ্বয়ং নিত্য-সংশ্লিষ্টম ঋক্-সামনী ইব; তস্মাচ্চ পৃথিব্যগ্ন্যোঃ ঋক্-সামত্বমিত্যর্থঃ। সামাক্ষরয়োঃ পৃথিব্যগ্নিদৃষ্টিবিধানার্থম্ ইয়মেব সা, অগ্নিরম ইতি কেচিৎ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে তনয়াদি ঐশ্বর্য্যলাভরূপ উপাসনার আংশিক ফল বিবৃত হইয়াছে। অধুনা সর্ব্ববিধফলপ্রাপ্তির জন্য উদ্‌গীথের অন্যরূপ উপাসনা কথিত হইতেছে।—এই পৃথিবীই ঋক্ অর্থাৎ ঋক্‌কে পৃথিবী বোধ করিবে। আর অগ্নিই সাম অর্থাৎ সামে অগ্নিজ্ঞান করিবে। পৃথিবী ও অগ্নির ঋক্-সামতা বিষয়ে প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বলিতে-ছেন, সাম যেমন ঋকে অধিষ্ঠিত, তদ্রূপ এই অগ্নিনামক সামও এই পৃথিবী-নামক

ঋকে অধিগত অর্থাৎ পৃথিবীর উপর অবস্থিত। এই জন্যই এখনও সামগগণ ঋকে অধিষ্ঠিত সামকেই গান করেন, অর্থাৎ ঋক্ ও সাম এই দুইটির ঐক্যবোধে গান করেন। যেরূপ ঋক্ ও সাম এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, তদ্রূপ পৃথিবী ও বহ্নি ইহাদের মধ্যেও বিশেষ ভেদ নাই; কেন না, এই পৃথিবীই 'সাম' এই শব্দের অর্দ্ধেক 'সা' শব্দবাচ্য আর অপরার্দ্ধ 'অম' অগ্নিশব্দবাচ্য, অতএব পৃথিবী ও অগ্নি এই দুইটি একমাত্র সামশব্দবাচ্যত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় সাম বলিয়া কথিত হয়। এ নিমিত্ত ঋক্ ও সামের ন্যায় পৃথিবী ও অগ্নি এই দুইটি পদার্থ পরস্পর ভিন্ন নহে, নিত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট, এই জন্যই পৃথিবী ও অগ্নির ঋক্-সাম ভাব। কেহ কেহ বলেন, 'সাম' এই দুইটি অক্ষরে পৃথিবী ও অগ্নি অর্থাৎ ঋক্-সাম-বুদ্ধিস্থাপনার্থই 'ইয়মেব সা অগ্নিরমঃ' এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

[illegible]মবর্গ্ বায়ুঃ সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, [illegible]ম গীয়তে। অন্তরিক্ষমেব সা, বায়ুরমস্তৎ সাম ॥২॥

[illegible]।—অন্তরীক্ষই ঋক্ আর বায়ুই সাম, সেই এই বায়ু নামক সাম অন্তরীক্ষ[illegible] এই ঋকে অধিষ্ঠিত, এই কারণেই সামগায়কগণ সামকে ঋকে অধিষ্ঠিত বলিয়া গান করিয়া থাকেন। অন্তরীক্ষই 'সা' আর বায়ু 'অমঃ', এই উভয়ে মিলিয়া সাম হইয়াছে ॥ ২ ॥

দ্যৌরেবর্গাদিত্যঃ সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। দ্যৌরেব সা, আদিত্যোঽমস্তৎ সাম ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—দ্যুলোকই ঋক্ আর আদিত্যই সাম, সেই এই আদিত্যরূপ সাম দ্যুলোকরূপ এই ঋকে অধিষ্ঠিত। এই জন্যই সামগায়কগণ ঋকে অধিষ্ঠিত সামকেই গান করিয়া থাকেন। দ্যুলোকই 'সা' আর আদিত্য 'অমঃ', উভয়ে মিলিয়া সাম হইয়াছে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অন্তরিক্ষমেব ঋক্, বায়ুঃ সামেত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ২-৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অন্তরীক্ষ বা আকাশই ঋক্; বায়ুই সাম ইত্যাদি ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ "ইয়মেব ঋক্ অগ্নিঃ সাম" ইত্যাদির ন্যায় জানিবে; ভাব এই যে, এই গগন ঋক্স্বরূপ, অর্থাৎ আকাশকে ঋক্ বলিয়া বোধ করিবে আর বায়ু সামস্বরূপ, অর্থাৎ বায়ুকে সামস্বরূপ জ্ঞান করিবে। অন্তরীক্ষ ও বায়ু যেরূপ আধারাধেয়ভাবে সংস্থিত রহিয়াছে, বায়ুরূপী সামও সেই প্রকার আকাশরূপ ঋকের উপর বিদ্যমান। এই জন্য সামগগণ ঋক্ ও সাম এই দুইটির

ঐক্যবোধে গান করিয়া থাকেন। ঋক্ ও সামকে যেমন পরস্পর পৃথক্ বোধ করিবে না, তদ্রূপ অন্তরীক্ষ ও বায়ু এই দুইটির অভেদ বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে; কেন না, "সাম" এই শব্দের প্রথম বর্ণ "সা" দ্বারা অন্তরীক্ষ এবং "অম" শব্দ দ্বারা বায়ুকে বুঝাইয়া থাকে। এই স্বর্গই ঋকের স্বরূপ ও আদিত্য সামস্বরূপ অর্থাৎ স্বর্গকে ঋক্‌স্বরূপ এবং আদিত্যকে সামস্বরূপ বোধ করিবে। স্বর্গ ও আদিত্য যেরূপ পরস্পর আধারাধেয়রূপে বর্ত্তমান, সামরূপী আদিত্যও তদ্রূপ স্বর্গসংজ্ঞক ঋকের উপর সংস্থিত রহিয়াছে। এই জন্য সামগগণ ঋক্ ও সাম এই দুইটির পরস্পর ঐক্যবোধে গান করিয়া থাকেন। সাম ও ঋক্ এই দুইটির যেরূপ পরস্পর ভেদজ্ঞান করিবে না, তদ্রূপ স্বর্গ ও আদিত্য এই দুইটিকে অভিন্ন জ্ঞান করিবে অর্থাৎ অভেদজ্ঞান করত উপাসনা করিবে। কেন না, "সাম" শব্দের প্রথমবর্ণ "সা" দ্বারা স্বর্গ এবং "অম" শব্দ দ্বারা আদিত্যকে বুঝাইয়া [illegible] ২,৩ ॥

নক্ষত্রাণ্যেবর্ক্, চন্দ্রমাঃ সাম, তদেতস্যামৃচ্যধ্যূ[illegible] দৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। নক্ষত্রাণ্যেব সা, চন্দ্রমা [illegible]

অনুবাদ।—নক্ষত্রসমূহই ঋক্ আর চন্দ্রই সাম, সেই [illegible] সাম নক্ষত্রাত্মক এই ঋকে অধিষ্ঠিত, এ জন্য সামগায়কগণ ঋকে অধিষ্ঠিত সামকেই গান করিয়া থাকেন। নক্ষত্রসমূহই 'সা' আর চন্দ্রই 'অমঃ' উভয়ে মিলিয়া সাম হইয়াছে ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—নক্ষত্রাণামধিপতিশ্চন্দ্রমাঃ অতঃ স সাম ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—নক্ষত্রসমূহের অধিপতি চন্দ্র, এ জন্য নক্ষত্রসহিত চন্দ্র "সাম" শব্দবাচ্য। এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, চন্দ্র যখন নক্ষত্রে অধিষ্ঠান করেন না, তখন চন্দ্রাত্মক সাম নক্ষত্রাত্মক ঋকে অধিষ্ঠিত, এ উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—চন্দ্র নক্ষত্রসমূহের অধিপতি বলিয়া নক্ষত্রের উপর তাঁহার অধিষ্ঠান সঙ্গত হইতে পারে, এই জন্যই ভাষ্যস্থিত 'সঃ' শব্দে নক্ষত্রসহিত চন্দ্রকে বুঝাইতেছে ॥ ৪ ॥

অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈবর্গ্, অথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সা, অথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎসাম ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—সূর্য্যের এই যে শুক্লবর্ণ প্রভা, ইহাই ঋক্ আর যে নীল অর্থাৎ গাঢ়কৃষ্ণ, তাহাই সাম; সেই এই প্রগাঢ় কৃষ্ণরূপ সাম শুক্লপ্রভারূপ ঋকে

অধিষ্ঠিত, এই নিমিত্তই সামগগণ ঋগধিষ্ঠিত সামকেই গান করিয়া থাকেন। আদিত্যের এই যে শুক্লবর্ণ প্রভা, তাহাই 'সা' অর্থাৎ 'সাম' এই শব্দের পূর্ব্বার্দ্ধ। আর যে নীল বা প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ প্রভা, তাহাই 'অমঃ' অর্থাৎ 'সাম' এই শব্দের শেষার্দ্ধ; এইরূপে 'সা' ও 'অমঃ' এই দুইটি মিলিত হইয়া 'সাম' এই পদ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ শুক্লা দীপ্তিঃ, সৈব ঋক্, অথ যদাদিত্যে নীলং পরঃ কৃষ্ণং পরোঽতিশয়েন কার্ষ্ণ্যং তৎ সাম ; তদ্ধি একান্তসমাহিত-দৃষ্টেঃ দৃশ্যতে। তে এবৈতে ভাসৌ শুক্লকৃষ্ণত্বে সা চ অমশ্চ সাম। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অন্য প্রকারে উপাসনার বিষয় বর্ণিত হইতেছে ; এই আদিত্যের যে শুভ্রা দীপ্তি, তাহাকেই ঋক্ বলিয়া জানিবে অর্থাৎ আদিত্যের শ্বেতবর্ণা দীপ্তিকে ঋক্তুল্য বিবেচনা করিবে ও সেই আদিত্যের যে অ[illegible]বর্ণ দীপ্তি, তাহাকেই সাম জানিবে অর্থাৎ আদিত্যের অতীব কৃষ্ণবর্ণ [illegible] বিবেচনা করিবে। আদিত্যের শুভ্রা দীপ্তি ও কৃষ্ণবর্ণতা যেরূপ [illegible] অ[illegible]ভাবে বর্ত্তমান আছে, তদ্রূপ আদিত্যের শুভ্রদীপ্তিরূপা ঋক্ কৃষ্ণ-[illegible] উপর সংস্থিত, এই জন্য সামগগণ ঋক্ ও সাম এই দুইটির পরস্পর ঐক্যবোধে গান করিয়া থাকেন। যেরূপ সাম ও ঋক্ এই দুইটিকে অভিন্নভাবে বিবেচনা করিবে, তদ্রূপ আদিত্যের শুভ্রা দীপ্তি ও নীলবর্ণতাকে অভিন্নবোধে ধ্যান করিতে হয়। এ স্থানে আশঙ্কা হইতে পারে, সূর্য্যে শুক্লবর্ণ দীপ্তি দেখা যায় সত্য, কিন্তু গাঢ় কৃষ্ণবর্ণতা ত দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার উত্তরে বলিতেছেন, যাঁহাদের দৃষ্টি অত্যন্ত সমাহিত অর্থাৎ প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই সেই কৃষ্ণবর্ণতা দেখিতে পান, সাধারণে নহে। সেই এই শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভাদ্বয়ই 'সা' ও 'অমঃ' উভয়ে মিলিয়া 'সাম' হইয়াছে ॥ ৫ ॥

অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আ-প্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—অন্যবিধ উপাসনা বলিতেছেন—এই যে আদিত্যমণ্ডলমধ্যে স্বর্ণবর্ণ শ্মশ্রু ও স্বর্ণবর্ণকেশবিশিষ্ট হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হন, যাঁহার নখাগ্র হইতে সমস্তই সুবর্ণ বা স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ য এষঃ অন্তরাদিত্যে আদিত্যস্য অন্তর্মধ্যে হিরণ্ময়ো হিরণ্ময় ইব হিরণ্ময়ঃ, ন হি সুবর্ণবিকারত্বং দেবস্য সম্ভবতি, ঋক্-সামগেষ্ণ-ত্বাপহতপাপ্মত্বাসম্ভবাৎ, ন হি সৌবর্ণে অচেতনে পাপ্মাদিপ্রাপ্তিরস্তি, তেন প্রতিষিধ্যেত, চাক্ষুষে চাগ্রহণাৎ, অতো লুপ্তোপম এব হিরণ্ময়শব্দঃ, জ্যোতির্ম্ময়

ইত্যর্থঃ। উত্তরেষ্বপি সমানা যোজনা। পুরুষঃ পুরি শয়নাৎ, পূরয়তি বা স্বেনাত্মনা জগদিতি; দৃশ্যতে নিবৃত্তচক্ষুর্ভিঃ সমাহিতচেতোভির্ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনাপেক্ষৈঃ। তেজস্বিনোঽপি শ্মশ্রুকেশাদয়ঃ কৃষ্ণাঃ স্যুরিত্যতো বিশিনষ্টি, হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ ইতি, জ্যোতির্ম্ময়ান্যেবাস্য শ্মশ্রূণি কেশাশ্চেত্যর্থঃ। আ-প্রণখাৎ প্রণখো নখাগ্রং, নখাগ্রেণ সহ সর্ব্বঃ সুবর্ণ ইব ভারূপ ইত্যর্থঃ। ৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই আদিত্যের মধ্যে যে সুবর্ণময়ের মত সুবর্ণময় অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ নেত্রগোচর হন; এ স্থানে সুবর্ণময়ের সদৃশ বলার তাৎপর্য্য এই যে—দেবতা কখন সুবর্ণের বিকার হইতে পারেন না, হইলে তাঁহাতে ঋক্-সামগেষ্ণত্ব ও অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসমূহ সম্ভবপর হয় না, কেন না, অচেতন সুবর্ণময় পদার্থে পাপাদি সঙ্ঘটিত হইতে পারে না; এই জন্যই দেবতার সুবর্ণময়ত্ব প্রতিষেধ করা হইতেছে, বিশেষতঃ পরে যে চাক্ষুষ পুরুষের বিষয় ব[illegible] হইবে, তাহাতে হিরণ্ময়রূপাদি দৃষ্টিগোচর হয় না, অতএব ঐ হিরণ্ময় [illegible] অর্থাৎ হিরণ্ময়ের ন্যায় হিরণ্ময় বা জ্যোতির্ম্ময়। পরেও যে [illegible] শব্দের প্রয়োগ আছে, সে স্থানেও এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। [illegible] হৃদয়পুণ্ডরীকে শয়ন বা অবস্থান করেন অথবা নিজ আত্মা দ্বারা জগৎকে পূর্ণ করেন, তিনিই পুরুষ। যাঁহারা নিবৃত্তচক্ষু অর্থাৎ সমস্ত বাহ্য বস্তু হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা একাগ্রচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয়, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠানে নিরত, জ্ঞানচক্ষুঃসম্পন্ন সেই সমস্ত মহাত্মগণ-কর্ত্তৃকই সেই পুরুষ দৃষ্ট হন। তেজস্বী ব্যক্তিরও কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে, এ জন্য পুরুষ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, স্বর্ণবর্ণ শ্মশ্রু ও স্বর্ণবর্ণ কেশবিশিষ্ট অর্থাৎ তাঁহার শ্মশ্রু-কেশাদি জ্যোতির্ম্ময়। নখাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সমস্তই স্বর্ণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ॥ ৬ ॥

তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিতঃ উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—সেই পুরুষের চক্ষুর্দ্বয় কপ্যাস অর্থাৎ বানর যে স্থান দ্বারা উপবেশন করে, সেই লাঙ্গুলের নিম্নভাগ যেরূপ, সেইরূপ রক্তবর্ণ পুণ্ডরীক বা পদ্মসদৃশ। তাঁহার নাম 'উৎ', কারণ, সেই এই পুরুষ সমস্ত পাপ হইতে উদিত বা উত্তীর্ণ। যিনি তাঁহাকে এইরূপে জানেন, তিনিও সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্যৈবং সর্ব্বতঃ সুবর্ণবর্ণস্যাপ্যক্ষ্‌ণোর্বিশেষঃ। কথম্? তস্য যথা কপের্মর্কটস্যাসঃ কপ্যাসঃ। আসেরুপবেশনার্থস্য করণে ঘঞ্; কপিপৃষ্ঠান্তো যেনোপবিশতি। কপ্যাস ইব পুণ্ডরীকমত্যন্ততেজস্বি এবমস্য দেবস্যাক্ষিণী। উপমিতোপমত্বান্ন হীনোপমা। তস্যৈবং-গুণবিশিষ্টস্য গৌণমিদং নামোদিতি। কথং গৌণত্বম্? স এষ দেবঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ পাপ্মনা সহ তৎকার্য্যেভ্য ইত্যর্থঃ, "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি বক্ষ্যতি। উদিতঃ উৎ ইতঃ উদ্গত ইত্যর্থঃ, অতোঽসাবুন্নামা; তমেবংগুণসম্পন্নমুন্নামানং যথোক্তেন প্রকারেণ যো বেদ সোঽপ্যেবমেবোদেত্যুদ্গচ্ছতি সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ। হ বৈ ইত্যবধারণার্থৌ নিপাতৌ, উদেত্যেবেত্যর্থঃ। ৭।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপে জ্যোতির্ম্ময় সেই ভগবানের সর্ব্বাঙ্গই সুবর্ণময় হইলেও চক্ষুতে বিশেষ আছে—যেমন বানরের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা পৃষ্ঠপ্রান্তভাগ অর্থাৎ যাহা দ্বারা বানর উপবেশন করে, সেই লাঙ্গুলের [illegible] স্বরূপ তাঁহার চক্ষু দুইটি সেইরূপ পুণ্ডরীকের মত অতি তেজস্বী, [illegible] সবই দেখিতে পান। এইরূপ গুণবিশিষ্ট সেই জ্যোতির্ম্ময় [illegible] গুণাত্মক নাম 'উৎ', কারণ, তিনি সর্ব্ববিধ পাপ ও পাপকার্য্য হইতে উদ্গত বা উত্তীর্ণ, এই জন্যই তাঁহার গৌণ নাম উৎ, পরেও "যে আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি বলা হইবে। যে ব্যক্তি উৎ নামক এই পুরুষকে পূর্ব্বোক্তরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া জানেন, তিনিও নিশ্চয়ই নিখিল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারেন, কোন পাতক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না॥ ৭॥

তস্যর্ক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ, তস্মাদুদ্গীথস্তস্মাত্ত্বেবোদ্গাতা, এতস্য হি গাতা। স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতম্॥ ৮॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—ঋক্ ও সামবেদ সেই পুরুষের গেষ্ণ বা পর্ব্বদ্বয়, এই জন্যই তিনি উদ্গীথ অর্থাৎ উদ্গীথ বিবেচনায় তাঁহাকে উপাসনা করিবে। গাতা অর্থাৎ গায়ক ইঁহাকে গান করেন বা ইঁহার স্তব করেন বলিয়া তাঁহাকে উদ্গাতা নামে অভিহিত করা হয়। সেই এই 'উৎ' নামক পুরুষ আদিত্যের পরবর্ত্তী অর্থাৎ ঊর্দ্ধতন যে সমস্ত লোক তাহাদিগের ও দেবতাদিগেরও অভিলষিতবিষয়ের ঈশ্বর অর্থাৎ পূরণ করা না করা বিষয়ে প্রভু। ইহাই অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতা-বিষয়ক উদ্গীথের স্বরূপ॥ ৮॥

প্রথমপ্রপাঠকের ষষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্যোদ্গীথত্বং দেবস্যাদিত্যাদীনামিব বিবক্ষিতত্বাদাহ। তস্যর্ক্‌ চ সাম চ গেষ্ণৌ পৃথিব্যাদ্যুক্তলক্ষণে পর্ব্বণী। সর্ব্বাত্মা হি দেবঃ। পরাপরলোককামেশিতৃত্বাদুপপদ্যতে পৃথিব্যগ্ন্যাদ্যৃক্সামগেষ্ণত্বং সর্ব্বযোনিত্বাচ্চ। যত এবমুন্নামা চাসাবৃক্‌-সামগেষ্ণশ্চ তস্মাদৃক্সামগেষ্ণত্বপ্রাপ্তম্ উদ্গীথত্বমুচ্যতে পরোক্ষেণ, পরোক্ষপ্রিয়ত্বাদ্দেবস্য, তস্মাদুদ্গীথ ইতি। তস্মাত্ত্বেব হেতোরুদং গায়ত্ৰীত্যুদ্গাতা। যস্মাদ্ধ্যেতস্য যথোক্তস্যোন্নাম্নো গাতা অসৌ অতো যুক্তা উদ্গাতেতি নামপ্রসিদ্ধিরুদ্গাতুঃ। স এষ দেব উন্নামা, যে চামুষ্মাদাদিত্যাৎ পরাঞ্চঃ পরাগঞ্চনাদূর্দ্ধা লোকাস্তেষাং লোকানাঞ্চেষ্টে, ন কেবলমীশিতৃত্বমেব, চ-শব্দাদ্ধারয়তি চ। "স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ। কিঞ্চ দেবকামানামিষ্টে ইত্যেতদধিদৈবতং দেবতাবিষয়ং দেবস্যোদ্গীথস্য স্বরূপমুক্তম্। ৮।

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য ষষ্ঠখণ্ডভাষ্যম্। ৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আদিত্যাদির ন্যায় সেই '[illegible]ক দেবতারও উদ্গীথত্ব প্রতিপাদনাভিপ্রায়ে বলিতেছেন, ঋক্ [illegible] অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পৃথিব্যাদিরূপ পর্ব্বদ্বয়। এই দেবতা সর্ব্বাত্মা [illegible] পরাপর সর্ব্বলোকের কামনাপূরণে প্রভু বলিয়া ও সকলের উৎ[illegible]য়া পৃথিবী অগ্নি প্রভৃতিরূপ ঋক্‌-সামের গেষ্ণত্ব বা পর্ব্বরূপত্ব উপপন্ন হইতে পারে। যে হেতু ইনি উৎ-নামক ও ঋক্‌-সামরূপ পর্ব্বদ্বয়বিশিষ্ট, এ জন্য ঋক্‌-সামগেষ্ণত্ব উক্তি দ্বারা পরোক্ষভাবে তাঁহার উদ্গীথস্বরূপত্ব বলা হইল; কারণ, দেবতাগণ পরোক্ষপ্রিয় অর্থাৎ তাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন উক্তি ভালবাসেন না। যে ব্যক্তি ঐ 'উৎ' নাম গান করেন, তাঁহাকে উদ্গাতা বলা হয়। সেই এই উৎ-নামক দেবতা এই আদিত্যের ঊর্দ্ধস্থিত লোকসমূহের ঈশিতা বা শাসনকর্ত্তা, আরও তিনি কেবল ঈশিতাই নহেন, ধারণকর্ত্তাও বটে; কারণ, মন্ত্রবর্ণে উক্ত হইয়াছে, "তিনি পৃথিবী ও এই দ্যুলোককে ধারণ করিয়া আছেন" ইত্যাদি। আরও দেবতাদিগের যে সমস্ত অভিলষিত বিষয়, তাহারও তিনি প্রভু বা পূরণসমর্থ। এইরূপে দেবতাবিষয়ক উদ্গীথের স্বরূপ বলা হইল ॥ ৮ ॥

প্রথমপ্রপাঠকের ষষ্ঠ খণ্ডের ভাষ্যের সংক্ষিপ্তানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ খণ্ডঃ

অথাধ্যাত্মং, বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। বাগেব সা প্রাণোঽমস্তৎ সাম ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মবিষয়ক উপাসনার বিষয় বিবৃত হইতেছে। বাক্‌ই ঋক্ আর প্রাণই সাম, সে জন্য এই প্রাণরূপ সাম এই বাক্‌রূপ ঋকে [illegible]ষ্ঠিত আছে, এই নিমিত্তই সামগায়িগণ সামবেদকে ঋকে অধিষ্ঠিত করিয়া [illegible] থাকেন। বাক্‌ই 'সা' আর প্রাণই 'অম' এই উভয়ে মিলিত হইয়া [illegible]

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথাধুনা অধ্যাত্মমুচ্যতে। বাগেবর্ক্, প্রাণঃ সাম, অধরোপরিস্থানত্বসামান্যাৎ। প্রাণো ঘ্রাণমুচ্যতে সহ বায়ুনা; বাগেব সা, প্রাণোঽম ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ইতঃপূর্ব্বে আধিদৈবিক উপাসনা কথিত হইয়াছে, অধুনা অধ্যাত্ম-উপাসনা বিবৃত হইতেছে।—নিম্নে ও উপরিভাগে অবস্থিতিরূপ সাম্যবশতঃ বাক্যকেই ঋক্ বলা যায় অর্থাৎ বাক্যকে ঋক্‌স্বরূপ বিবেচনা করিবে এবং প্রাণ সামস্বরূপ অর্থাৎ প্রাণকে সামের তুল্য বিবেচনা করিবে। এ স্থানে প্রাণশব্দে বায়ু বা প্রাণবায়ুর সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বুঝিতে হইবে। বাক্ বা বাগিন্দ্রিয়ই 'সা' আর প্রাণই 'অম' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। তাৎপর্য্য এই যে, বাক্য ও প্রাণ এই দুইটি অধরোত্তরভাবে অবস্থান করে বলিয়া বায়ুরূপী প্রাণ যেরূপ বাক্যের উপর সংস্থিত, তদ্রূপ প্রাণরূপী সাম বাক্যরূপী ঋকের উপর অবস্থিত আছে। এই জন্য সামগগণ ঋক্ ও সাম এই দুইটির ঐক্য বিবেচনায় গান করিয়া থাকেন। যেরূপ ঋক্ ও সাম এই দুইটির পার্থক্য জ্ঞান করিবে না, তদ্রূপ বাক্য ও প্রাণ এই দুইটিকে ভিন্ন বোধ না করিয়া প্রণবের সর্ব্বময়ত্বরূপে উপাসনা করিবে। কেন না, "সাম" শব্দের প্রথমাক্ষর "সা" ও শেষ শব্দ "অম" এই দুইটি দ্বারাই প্রাণ বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং প্রাণ ও বাক্য এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞান করত পরব্রহ্মের উপাসনা করা কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

চক্ষুরেবর্গাত্মা সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। চক্ষুরেব সা আত্মাঽমস্তৎ সাম ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—চক্ষুই ঋক্ আর আত্মা অর্থাৎ তাহাতে প্রতিবিম্বিত ছায়াই সাম, সেই এই আত্মরূপী সাম চক্ষুঃস্বরূপ ঋকে অধিষ্ঠিত আছে। এই জন্যই সামগগণ সামকে ঋকে অধিষ্ঠিত করিয়া গান করিয়া থাকেন। চক্ষুঃই 'সা' আর আত্মাই 'অম', উভয়ে মিলিত হইয়া সাম হইয়াছে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—চক্ষুরেব ঋক্, আত্মা সাম। আত্মেতি ছায়াত্মা, তৎস্থত্বাৎ সাম। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—চক্ষুই ঋক্ আর আত্মা সাম। এ স্থানে আত্মা শব্দে ছায়াত্মা অর্থাৎ চক্ষুতে অবস্থিত ছায়াপুরুষকে বুঝিতে হইবে; কারণ, তাহাতেই অবস্থিত বলিয়া উহা সাম। তাৎপর্য্য এই যে—যেরূপ চক্ষু [illegible] আ পরস্পর আধারাধেয়ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তদ্রূপ ঋক্ ও [illegible] আধারাধেয়রূপে সংস্থিত। এই জন্য সামগগণ ঋক্ ও সাম এই দুই[illegible] করিয়া গান করিয়া থাকেন। সুতরাং ঋক্ ও সাম এই দুইটির যেমন পার্থক্য জ্ঞান করিবে না, তদ্রূপ চক্ষু ও আত্মা এই দুইটিরও ভেদজ্ঞান না করিয়া প্রণবের সর্ব্বময়ত্বরূপে উপাসনা করিবে। এই সর্ব্বময় উদ্‌গীথসংজ্ঞক প্রণবের ধ্যান করিলেই পরব্রহ্মের উপাসনা সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

শ্রোত্রমেব ঋক্ মনঃ সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। শ্রোত্রমেব সা মনোঽমস্তৎ সাম ॥৩॥

অনুবাদ।—শ্রোত্র বা শ্রবণেন্দ্রিয়ই ঋক্ আর মনই সাম, সেই এই মনরূপী সাম শ্রোত্ররূপ ঋকে অধিষ্ঠিত আছে, এই জন্যই সামাধ্যায়িগণ সামকে ঋকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গান করেন। শ্রোত্রই সাম শব্দের 'সা' আর মনই 'অম', উভয়ে মিলিত হইয়া সাম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—শ্রোত্রমেব ঋক্ মনঃ সাম; শ্রোত্রস্যাধিষ্ঠাতৃত্বান্মনসঃ সামত্বম্। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—শ্রোত্রই ঋক্ ও মনই সাম। শ্রোত্রের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিদাতা বলিয়া মনকে সামরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে—ঋক্ ও সাম যেরূপ আধারাধেয়ভাবে বিদ্যমান আছে, তদ্রূপ শ্রোত্র ও মন ইহারাও আধারাধেয়রূপে বর্ত্তমান। এই হেতু সামগেরা ঋক্ ও সাম এই

দুইটির ঐক্যজ্ঞানে গান করিয়া থাকেন। অতএব ঋক্ ও সাম এই উভয়ের যেরূপ ভেদজ্ঞান করিবে না, তদ্রূপ শ্রোত্র ও মন এই উভয়কে পৃথক্‌রূপে জ্ঞান না করিয়া প্রণবের সর্ব্বময়স্বরূপে উপাসনা করিবে। সেই সর্ব্বময় উদ্গীথাখ্য প্রণবের ধ্যান করিলেই পরব্রহ্মের উপাসনা হয় ॥ ২ ॥

অথ যদেতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ, সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। অথ যদেবৈতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈব সা, অথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎ সাম ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—অথ অর্থাৎ প্রকারান্তরে উপাসনা কথিত হইতেছে। চক্ষুর এই যে শুক্লবর্ণ প্রভা, ইহাই ঋক্, আর যাহা নীল ও প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, তাহাই [illegible] এই নীল ও প্রগাঢ়কৃষ্ণাভ সাম শুক্লরূপ ঋকে অধিষ্ঠিত, এই জন্যই [illegible] অধিষ্ঠিত করিয়া গান করা হয়। চক্ষুর এই যে শুক্লপ্রভা, ইহাই 'সা' আর যাহা নীলাভ প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রভা, তাহাই 'অম', উভয়ে মিলিয়া সাম হইয়াছে ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যদেতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈবর্ক্, অথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণমাদিত্য ইব দৃক্‌শক্ত্যধিষ্ঠানং তৎ সাম ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কয়েকটি অঙ্গোপাসনা বলিয়া প্রকারান্তরে অঙ্গোপাসনা বিবৃত হইতেছে।—চক্ষুর এই যে শুভ্রদীপ্তি, তাহাই ঋক্, অর্থাৎ নেত্রের শুভ্রদীপ্তিকে ঋক্‌স্বরূপে জ্ঞান করিবে আর ঐ যে পরম নীল অথচ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতিঃ যাহা আদিত্যের ন্যায় দৃষ্টিশক্তির অধিষ্ঠান বা আশ্রয় অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলে বিশেষ অনুধাবন দ্বারা যে অতিকৃষ্ণরূপ দৃষ্টিগোচর হয়, চক্ষুতেও দৃষ্টিশক্তির অধিষ্ঠানস্বরূপ তাহাই সাম, অর্থাৎ নেত্রের পরম নীলজ্যোতিকে সামস্বরূপ জ্ঞান করিবে। 'ঋক্'ও সাম এই দুইটি যেরূপ আধারাধেয়ভাবে বিদ্যমান আছে, তদ্রূপ চক্ষুর শুভ্রদীপ্তি ও পরমনীলজ্যোতিঃ, ইহারাও আধারাধেয়ভাবে বর্ত্তমান। এই জন্য সামগেরা ঋক্ ও সাম এই দুইটির ঐক্যজ্ঞানে গান করিয়া থাকে। সুতরাং ঋক্ ও সাম এই উভয়ের যেরূপ ভেদজ্ঞান করিবে না, তদ্রূপ চক্ষুর শ্বেতদীপ্তি ও পরম নীলজ্যোতি এই উভয়ের ভেদজ্ঞান বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক প্রণবের সর্ব্বময়স্বরূপে উপাসনা করিবে। এই প্রকারে সেই উদ্গীথাখ্য প্রণবের ধ্যান করিলেই পরব্রহ্মের উপাসনা হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈবর্ক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্‌যজুস্তদ্‌ব্রহ্ম, তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং, যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ, যন্নাম তন্নাম ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—প্রকারান্তর উপাসনা বিবৃত হইতেছে। চক্ষুর্মধ্যে যে এই পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, তিনিই ঋক্, তিনিই সাম, তাহাই উক্থ বা স্তোত্র-বিশেষ, তিনিই যজুঃ ও তিনিই ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদত্রয়স্বরূপ। এই আদিত্য-পুরুষের হিরণ্যকেশাদি যে রূপ, অক্ষিপুরুষেরও তাহাই রূপ, আদিত্যপুরুষের যাহা গেষ্ণ অর্থাৎ পর্ব্বদ্বয়, অক্ষিপুরুষেরও তাহাই গেষ্ণদ্বয়, আদিত্যপুরুষের 'উৎ' ইত্যাদি যাহা যাহা নাম, অক্ষি-পুরুষেরও তাহাই নাম ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, পূর্ব্ববৎ। সৈবর্গ-ধ্যাত্মং বাগাদ্যা পৃথিব্যাদ্যা চাধিদৈবতম্। প্রসিদ্ধা চ ঋক্ পাদবদ্ধাক্ষরা [illegible] সাম উক্থসাহচর্য্যাদ্বা স্তোত্রং সাম, ঋক্ শস্ত্রম্ উক্থাদন্যৎ। তথা য[illegible] বষড়াদি সর্ব্বমেব বাগ্ যজুঃ, তৎ স এব সর্ব্বাত্মকত্বাৎ সর্ব্বযোনিত্বাচ্চেতি হ্যবোচাম। ঋগাদিপ্রকরণাৎ তদ্‌ব্রহ্মেতি ত্রয়ো বেদাঃ। তস্যৈতস্য চাক্ষুষস্য পুরুষস্য তদেব রূপমতিদিশ্যতে। কিন্তৎ? যদমুষ্যাদিত্যপুরুষস্য হিরণ্ময় ইত্যাদি যদধিদৈবতমুক্তং, যাবমুষ্য গেষ্ণৌ পর্ব্বণী তাবেবাস্যাপি চাক্ষুষস্য গেষ্ণৌ। যচ্চামুষ্য নামোদিত্যুদ্গীথ ইতি চ তদেবাস্য নাম। স্থানভেদাৎ রূপগুণনামাতিদেশাদীশিতৃত্ববিষয়ভেদব্যপদেশাচ্চাদিত্য-চাক্ষুষয়োর্ভেদ ইতি চেৎ? ন; 'অমুনা' 'অনেনৈব' ইত্যেকস্যোভয়াত্মপ্রাপ্ত্যনুপপত্তেঃ। দ্বিধাভাবোনোপপদ্যতে ইতি চেৎ? বক্ষ্যতি হি "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" ইত্যাদি; ন; চেতনস্যৈকস্য নিরবয়বত্বাদ্দ্বিধাভাবানুপপত্তেঃ। তস্মাদধ্যাত্মাধিদৈবতয়োরেক-ত্বমেব। যত্তু রূপাদ্যতিদেশো ভেদকারণমবোচঃ, ন তদ্ভেদাবগমায়। কিং তর্হি? স্থানভেদাদ্ভেদাশঙ্কা মা ভূদিত্যেবমর্থম্। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আধ্যাত্মিক প্রধান আরাধনার অঙ্গীভূত অঙ্গোপাসনা বলিয়া অধুনা প্রধানোপাসনা বিবৃত হইতেছে।—পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ আদিত্যপুরুষের ন্যায় নেত্রের মধ্যে যে এই পুরুষ লক্ষিত হইতেছে, তাহাই ঋক্, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বাগাদি ও আধিদৈবিক পৃথিব্যাদিই তাঁহার সেই ঋক্‌স্বরূপ। এ স্থানে ঋক্ শব্দে ছন্দোবদ্ধ অক্ষরাত্মক প্রসিদ্ধ ঋক্‌কে বুঝিতে হইবে। সাম শব্দের অর্থও সেইরূপ, অথবা উক্থ শব্দের সহিত একত্র উল্লিখিত হওয়ায় সাম-শব্দে স্তোত্র ও ঋক্ শব্দে উক্থ ব্যতিরিক্ত শস্ত্র বা বাক্যবিশেষ। আর যজুঃ অর্থাৎ স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কারাদিরূপ সমস্ত বাক্যই তৎস্বরূপ; কারণ, তিনিই সর্ব্বাত্মা ও

সকলের যোনিস্বরূপ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঋক্ প্রভৃতির প্রকরণে 'তদ্‌ব্রহ্ম' শব্দ উল্লিখিত হওয়ায় এ স্থানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ বেদত্রয়। সেই এই চাক্ষুষ পুরুষের সেই রূপই অতিদেশ করিতেছেন। এই আদিত্য-পুরুষের যেরূপ হিরণ্ময়াদিরূপ কল্পিত হইয়াছে, অক্ষি-পুরুষেরও সেই রূপ জানিবে। আদিত্য-পুরুষের যাহা গেষ্ণ বা পর্ব্বদ্বয়, অক্ষিপুরুষেরও তাহাই গেষ্ণদ্বয়। আদিত্য-পুরুষের 'উৎ' 'উদ্‌গীথ' ইত্যাদি যে যে নাম কথিত হইয়াছে, অক্ষি-পুরুষেরও তাহাই নাম জানিবে। যদি বল, অবস্থিতি-স্থানের ভেদ বশতঃ, রূপ গুণ ও নামের অতিদেশ বশতঃ, প্রভুত্বের বিষয়ভেদের উল্লেখ বশতঃ আদিত্য-পুরুষ ও অক্ষি-পুরুষ এক নহে, পৃথক্ পদার্থ, তাহার উত্তরে বলিব, না, পৃথক্ নহে, পৃথক্ হইলে 'অমুনা' 'অনেন' এই অদস্-শব্দের প্রয়োগ দ্বারা কথিত একেরই যে উভয়াত্মতা-প্রাপ্তি, তাহা উপপন্ন হয় না। যদি বল, "তিনি একপ্রকার হন, তিন প্রকার হন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে দ্বিধাভাবও ত উপপন্ন হইতে পারে; তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা হইতে পারে না, অদ্বিতীয় চেতন পদার্থের অবয়বাভাব বশতঃ দ্বিধাভাব উপপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং অধ্যাত্ম অক্ষি-পুরুষ ও অধিদৈবত আদিত্য-পুরুষ একই, পৃথক্ নহে। তবে যে রূপ-গুণাদির অতি-দেশকে ভেদের কারণ বলিয়াছ, ঐ অতিদেশ ভেদজ্ঞাপনের নিমিত্ত নহে, অব-স্থিতিস্থানের ভেদহেতুক কেহ যদি ভেদ মনে করে, তাহাই নিবারণ করিবার উদ্দেশেই ঐরূপ অতিদেশ করা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

স এষ যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে মনুষ্য-কামানাঞ্চেতি। তৎ য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেতং তে গায়ন্তি, তস্মাত্তে ধনসনয়ঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যে সমস্ত লোক ইহার অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আত্মার অধো-ভাগে অবস্থিত, সেই এই অক্ষি-পুরুষ তাহাদিগের ও মনুষ্যদিগের অভিলষিত বিষয়ের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা, এ জন্য এই যাহারা বীণাসংযোগে গান করে, তাহারা ইঁহারই গান বা গুণ কীর্ত্তন করে, এবং এই জন্যই সেই গায়কগণ প্রভূত ধনলাভে সমর্থ হয় ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স এষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ, যে চৈতস্মাদাধ্যাত্মিকাদাত্ম-নোঽর্ব্বাঞ্চোঽর্ব্বাগ্‌গতা লোকাস্তেষাং চেষ্টে, মনুষ্যসম্বন্ধিনাঞ্চ কামানাং, তত্তস্মাৎ যে ইমে বীণায়াং গায়ন্তি গায়কাঃ তে এতমেব গায়ন্তি। যস্মাদীশ্বরং গায়ন্তি তস্মাত্তে ধনসনয়ো ধনলাভযুক্তাঃ, ধনবন্ত ইত্যর্থঃ। ৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই আধ্যাত্মিক আত্মার অধোভাগে

অবস্থিত যে সমস্ত লোক, এই অক্ষি-পুরুষই তাহাদিগের ও মনুষ্যসম্বন্ধীয় অভিলাষ-সমূহের প্রভু, এ নিমিত্ত এই যে সমস্ত গায়কগণ বীণাসহযোগে গান করে, তাহারা ইঁহারই গান করে। যে হেতু তাহারা ঈশ্বরের গুণগান করে, সেই জন্যই তাহারা ধনবান্ হয় অর্থাৎ একমাত্র সেই ঈশ্বরারাধনাতে মানবের সর্ব্বকামনা-সিদ্ধি হয় ॥ ৬ ॥

অথ য এতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়ত্যুভৌ স গায়তি। সোঽমুনৈব স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তাꣳশ্চাপ্নোতি দেবকামাꣳশ্চ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—সম্প্রতি উপাসনার ফল বলিতেছেন—যে ব্যক্তি ইঁহাকে উক্তরূপ অবগত হইয়া এই সাম গান করেন, তিনি আদিত্য-পুরুষ ও অক্ষি-পুরুষ উভয়েরই গান করেন। সেই ব্যক্তি এই আদিত্য দ্বারাই অর্থাৎ আদিত্যোপাসনা দ্বারাই আদিত্যান্তর্গত দেবত্বলাভ করিয়া আদিত্যের পরবর্ত্তী যে সমস্ত তাহাদিগকে ও দেবতাদিগের অভিলষিতবিষয়কেও প্রাপ্ত হন ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ য এতদেবং বিদ্বান্ যথোক্তং দেবমুদ্গীথং বিদ্বান্ সাম গায়তি, উভৌ স গায়তি চাক্ষুষমাদিত্যঞ্চ। তস্যৈবংবিদঃ ফলমুচ্যতে—সোঽমুনৈ-বাদিত্যেন স এব যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি, আদিত্যান্তর্গতদেবো ভূত্বেত্যর্থঃ, দেবকামাংশ্চ ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি যথোক্তরূপে উদ্গীথ দেবতাকে জানিয়া সামগান করেন, তিনি চাক্ষুষ-পুরুষ ও আদিত্য-পুরুষের উভয়েরই গান করেন অর্থাৎ তাঁহার উভয়েরই উপাসনা করা হয়। পরন্তু সে ব্যক্তি এই আদিত্য অর্থাৎ আদিত্যোপাসনা দ্বারাই আদিত্যান্তর্গত দেবতা হইয়া ইহার পরবর্ত্তী যে সমস্ত লোক, তাহা ও দেবতাদিগের অভিলষিত ভোগসমূহও লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

অথানেনৈব যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তাꣳশ্চাপ্নোতি মনুষ্যকামাꣳশ্চ; তস্মাদু হৈবংবিদুদ্গাতা ব্রূয়াৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—সেই ব্যক্তি এই অক্ষি-পুরুষ দ্বারাই অর্থাৎ অক্ষি-পুরুষরূপে, এই অক্ষি-পুরুষের অধোবর্ত্তী যে লোকসমূহ তাহাদিগকে ও মনুষ্যদিগের অভিলষিত বিষয়সমূহকে প্রাপ্ত হন। এ নিমিত্ত উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ উদ্গাতা যজমানকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিবেন ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথানেনৈব চাক্ষুষেণৈব, যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো

লোকান্তাংশ্চাপ্নোতি মনুষ্যকামাংশ্চ, চাক্ষুষো ভূত্বেত্যর্থঃ। তস্মাদু হৈবংবিদুদ্গাতা ব্রূয়াদ্‌যজমানম্ ॥ ৮ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উপাসনার অন্যবিধ ফল বলিতেছেন উপাসক এই চাক্ষুষ-পুরুষের উপাসনা দ্বারা চাক্ষুষস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ইহার অধোবর্ত্তী যে সমস্ত লোক তাহা ও মনুষ্যলোকের যাবতীয় কাম্যবিষয় ভোগ করেন। সুতরাং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী উদ্‌গাতা যজমানকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিবেন ॥ ৮ ॥

কং তে কামমাগায়ানীত্যেষ হ্যেব কামগানস্যেষ্টে, য এত-দেবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

[illegible]বাদ।—হে যজমান! তোমার কোন্ কামনা আমি গান করিব? [illegible]ন্ কামনা-সিদ্ধির জন্য গান বা প্রার্থনা করিব? যিনি ইঁহাকে যথোক্ত-রূ[illegible]ত হইয়া সামগান করেন, তাঁহার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়, যে হেতু ইনিই কামগানের প্রভু অর্থাৎ গান দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্ববিধ কামনা পূরণ করিতে সমর্থ। সাম গান করেন সাম গান করেন এই দ্বিরুক্তি উপাসনাসমাপ্তিসূচক ॥ ৯ ॥

প্রথমপ্রপাঠকের সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—কমিষ্টস্তে তব কামমাগায়ানি? ইতি। এষ হি যস্মাদুদ্গাতা কামগানস্যোদ্গানেন কামং সম্পাদয়িতুমীষ্টে সমর্থ ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ? য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি। দ্বিরুক্তিরুপাসনসমাপ্ত্যর্থা ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উদ্‌গাতা যজমানকে কি বলিবেন, তাহাই বলিতেছেন—হে যজমান! তোমার কোন্ কামনা পূরণের নিমিত্ত আমি গান করিব? যে হেতু, এই উদ্‌গাতা উদ্‌গীথ-গান দ্বারা সমস্ত কামনা পূরণ করিতে সমর্থ। এই অভীষ্ট সম্পাদনে সমর্থ উদ্‌গাতা কে? যিনি এইরূপ জানিয়া সাম গান করেন, অর্থাৎ যিনি সামকে উক্তরূপ গুণসম্পন্ন জানিয়া উদ্‌গীথ গান করেন, সেই উদ্‌গাতা উদ্‌গীথ-গান দ্বারা সমস্ত অভিলাষ পূরণ করিতে সমর্থ, এ জন্য তিনিই যজমানকে বলিবেন—হে যজমান! বল, তোমার কোন্ অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত আমি গান বা প্রার্থনা করিব? দ্বিরুক্তি উপাসনা প্রকরণের সমাপ্তিজ্ঞাপক ॥ ৯ ॥

প্রথমপ্রপাঠকের সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

প্রথমপ্রপাঠকে

অষ্টমঃ খণ্ডঃ

ত্রয়ো হোদ্গীথে কুশলা বভূবুঃ, শিলকঃ শালাবত্যঃ, চৈকিতায়নো দাল্ভ্যঃ, প্রবাহণো জৈবলিরিতি। তে হোচুরু-দ্গীথে বৈ কুশলাঃ স্মো হন্তোদ্গীথে কথাং বদাম ইতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—এইরূপ ইতিহাস আছে—শলাবতের পুত্র শিলক, দল্ভ্য-গোত্রীয় চিকিতায়নপুত্র চৈকিতায়ন আর জীবলপুত্র প্রবাহণ এই তিন জন ঋষি উদ্গীথবিদ্যাবিষয়ে নিপুণ ছিলেন। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন, আমরা উদ্গীথ উপাসনা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, যদি সকলের সম্মতি থাকে, তবে এস, আমরা এই বিষয়ে নানাবিধ বিচা[illegible]রূপ আলোচনা করি ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অনেকধোপাস্যত্বাদক্ষরস্য প্রকারান্তরেণ পরোবরীয়স্ত্ব-গুণফলমুপাসনান্তরমানিনায়। ইতিহাসস্তু সুখাববোধনার্থঃ। ত্রয়স্ত্রিসংখ্যাকাঃ। হ ইতি ঐতিহ্যার্থঃ। উদ্গীথে উদ্গীথজ্ঞানং প্রতি কুশলা নিপুণা বভূবুঃ, কস্মিংশ্চিদ্দেশে কালে চ নিমিত্তে বা সমেতানামিত্যভিপ্রায়ঃ। ন হি সর্ব্বস্মিন্ জগতি ত্রয়াণামেব কৌশল-মুদ্গীথাদিবিজ্ঞানে। শ্রূয়ন্তে হ্যশ্বপতি-জানশ্রুতি-কৈকেয়প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বজ্ঞকল্পাঃ। কে তে ত্রয়ঃ? ইত্যাহ। শিলকো নামতঃ শলাবতোঽপত্যং শালাবত্যঃ। চিকিতায়নস্যাপত্যং চৈকিতায়নঃ, দল্ভ্যগোত্রো দাল্ভ্যো দ্ব্যামুষ্যায়ণো বা। প্রবাহণো নামতো জীবলস্যা-পত্যং জৈবলিঃ, ইত্যেতে ত্রয়স্তে হোচুরন্যোন্যমুদ্গীথে বৈ কুশলা নিপুণা ইতি প্রসিদ্ধাঃ স্মঃ। অতো হন্ত যদ্যনুমতির্ভবতামুদ্গীথে উদ্গীথজ্ঞাননিমিত্তাং কথাং বিচারণাং পক্ষ-প্রতিপক্ষোপন্যাসেন বদামো বাদং কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ। তথা চ, তদ্বিদ্যসংবাদে বিপরীত-গ্রহণনাশোঽপূর্ব্ববিজ্ঞানোপজননং সংশয়নিবৃত্তিশ্চেতি। অতস্তদ্বিদ্যসংযোগঃ কর্ত্তব্য ইতি চৈতিহাসপ্রয়োজনং দৃশ্যতে হি শিলকাদীনাম্। ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—নানারূপে উদ্গীথাক্ষর প্রণবের আরাধনা করা যাইতে পারে, এজন্য সম্প্রতি "পরোবরীয়স্ত্ব" গুণরূপ ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রকারান্তরে আরাধনা বিবৃত হইতেছে।—অনায়াসে উদ্গীথবিষয়ে জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত এ স্থানে একটি পুরাবৃত্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। কোন স্থানে কোন এক সময়ে কোন প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশে মিলিত জনসমূহের মধ্যে তিন জন মাত্র ব্যক্তি উদ্গীথ বিদ্যাবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই তিন

জন বলিতে—জগতের যে কোন তিন ব্যক্তিই যে পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে; এরূপ শুনা যায় যে, উষস্তি, জানশ্রুতি ও কৈকেয় প্রভৃতিরাও বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন, এ জন্য ঐ তিন ব্যক্তি কে? তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—শলাবতপুত্র শিলকনামা মুনি আর দল্ভ্যগোত্রোৎপন্ন চিকিতায়নপুত্র চৈকিতায়ননামা মুনি এবং জীবলপুত্র প্রবাহণনামা মুনি, এই মহাত্মত্রয় উদ্গীথবিদ্যাবিচক্ষণ ছিলেন। উক্ত মুনিত্রয় পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিয়াছিলেন, আমরা উদ্গীথ বিষয়ে পারদর্শী বলিয়া প্রথিত আছি। অতএব যদি আপনাদের অনুমতি হয়, তাহা হইলে আসুন, উদ্গীথবিষয়ে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত আমরা পরস্পর উদ্গীথবিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ-প্রতিপক্ষ স্থাপনা পূর্ব্বক বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই। এই তদ্বিদ্যসংবাদে অর্থাৎ এক-শাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের পরস্পর আলোচনায় যদি কাহার কোন ভ্রান্তধারণা থাকে, তাহার অপনোদন, নূতন জ্ঞানোৎপত্তি ও নানা সন্দেহের নিবৃত্তি হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিবে; এই জন্যই তদ্বিদ্যসম্ভাষা কর্ত্তব্য। ইহাই বলিবার নিমিত্ত ইতিহাসের উল্লেখ করা হইয়াছে। শিলকপ্রভৃতিকেও এইরূপেই পারদর্শিতা লাভ করিতে দেখা যায় ॥ ১ ॥

তথেতি হ সমুপবিবিশুঃ। স হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ, ভগবন্তাবগ্রে বদতাং, ব্রাহ্মণয়োর্ব্বদতোর্ব্বাচং শ্রোষ্যামীতি ॥২॥

অনুবাদ।—"তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলে উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জীবলনন্দন প্রবাহণ বলিয়াছিলেন, প্রথমে আপনারা উভয়ে বাদারম্ভ করুন, বিবদমান ব্রাহ্মণদ্বয়ের বাক্য আমি শ্রবণ করিব ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথেত্যুক্ত্বা তে সমুপবিবিশুর্হোপবিষ্টবন্তঃ কিল। তত্র রাজ্ঞঃ প্রাগল্ভ্যোপপত্তেঃ স হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচেতরৌ, ভগবন্তৌ পূজাবন্তাবগ্রে পূর্ব্বং বদতাম। ব্রাহ্মণয়োরিতি লিঙ্গাদ্রাজাঽসৌ। যুবয়োর্ব্রাহ্মণয়োর্ব্বদতোর্ব্বাচং শ্রোষ্যামি; অর্থরহিতামিত্যপরে, বাচমিতি বিশেষণাৎ। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"তাহাই হউক" এই বলিয়া তাঁহারা সকলে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথমতঃ জীবলনন্দন প্রবাহণ রাজা বলিয়া তাঁহার প্রগল্ভতা বা বাবদূকতা সম্ভবহেতুক তিনিই প্রথমতঃ শিলক ও চৈকিতায়নকে বলিয়াছিলেন, ভগবান্ অর্থাৎ পূজনীয় আপনারাই দুই জনে পূর্ব্বে বাদ আরম্ভ করুন, আপনাদিগের ন্যায় বিবদমান ব্রাহ্মণদ্বয়ের বাক্য

আমি শ্রবণ করিব। এ স্থলে প্রবাহণ কর্ত্তৃক শিলক ও চৈকিতায়নকে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় প্রবাহণের ক্ষত্রিয়ত্ব সূচিত হইতেছে। কেহ কেহ এইরূপ বলেন, মূলে 'বাচম্' এই শব্দটি থাকায় উহার অর্থ 'নিরর্থক বাক্য' এইরূপ হইবে ॥ ২ ॥

স হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচ, হন্ত ত্বা পৃচ্ছানীতি। পৃচ্ছেতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—শলাবতনন্দন সেই শিলক দল্ভগোত্রীয় চৈকিতায়নকে বলিয়াছিলেন—হন্ত অর্থাৎ যদি অনুমতি দাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে প্রশ্ন করি। চৈকিতায়ন বলিয়াছিলেন—প্রশ্ন কর ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—উক্তয়োঃ স হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচ, হন্ত যদ্যনুমংস্যসে, ত্বা ত্বাং, পৃচ্ছানি ইত্যুক্তঃ ইতরঃ পৃচ্ছেতি হোবাচ ॥ ৩

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে শলাবতপুত্র শিলক চিকিতায়নপুত্র দাল্ভ্যকে কহিলেন, আমি তোমার নিকট প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি, যদি অনুমতি দাও, তবে করিতে পারি। শিলক কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে অপর ব্যক্তি অর্থাৎ দাল্ভ্য কহিলেন, তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, বল ॥ ৩ ॥

কা সাম্নো গতিঃ? ইতি। স্বর ইতি হোবাচ। স্বরস্য কা গতিঃ? ইতি। প্রাণ ইতি হোবাচ। প্রাণস্য কা গতিঃ? ইতি। অন্নমিতি হোবাচ। অন্নস্য কা গতিঃ? ইতি। আপ ইতি হোবাচ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—শিলকের প্রশ্ন ও দাল্ভ্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাহার উত্তর ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে। সাম অর্থাৎ সামাংশ উদ্গীথের গতি বা আশ্রয় কি? দাল্ভ্য বলিলেন—স্বর অর্থাৎ গানাত্মক সাম যখন নিষাদ-ঋষভাদিরূপ স্বরাত্মক, তখন স্বরই সামের আশ্রয়। স্বরের গতি কি? দাল্ভ্য বলিলেন—প্রাণ অর্থাৎ পঞ্চবৃত্তিস্বরূপ প্রাণ ব্যতীত স্বর উচ্চারিত হইতে পারে না বলিয়া প্রাণকেই স্বরের আশ্রয় বলা হইয়াছে। প্রাণের গতি বা আশ্রয় কি? দাল্ভ্য বলিলেন—অন্নই প্রাণের আশ্রয়, যে হেতু, অন্নাভাবে প্রাণ থাকিতে পারে না। অন্নের গতি বা

আশ্রয় কি? দাল্ভ্য উত্তর দিয়াছিলেন—জল, কেন না, জল বা বৃষ্টি হইতেই অন্নের উৎপত্তি, জলাভাবে অন্ন জন্মিতে পারে না ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—লব্ধানুমতিরাহ—কা সাম্নঃ প্রকৃতত্বাদুদ্গীথস্য, উদ্গীথো হ্যত্রোপাস্যত্বেন প্রকৃতঃ, "পরোবরীয়াংসমুদ্গীথম্" ইতি চ বক্ষ্যতি, গতিঃ? আশ্রয়ঃ? পরায়ণমিত্যেতৎ। এবং পৃষ্টো দাল্ভ্য উবাচ—স্বর ইতি, স্বরাত্মকত্বাৎ সাম্নো যো যদাত্মকঃ স তদ্গতিস্তদাশ্রয়শ্চ ভবতীতি যুক্তং, মৃদাশ্রয়ঃ ইব ঘটাদিঃ। স্বরস্য কা গতিঃ? ইতি। প্রাণ ইতি হোবাচ; প্রাণনিষ্পাদ্যো হি স্বরস্তস্মাৎ স্বরস্য প্রাণো গতিঃ। প্রাণস্য কা গতিঃ? ইতি। অন্নমিতি হোবাচ; অন্নাবষ্টম্ভো হি প্রাণঃ; "শুষ্যতি বৈ প্রাণ ঋতেঽন্নাৎ" ইতি হি শ্রুতেঃ, "অন্নং দাম" ইতি চ। অন্নস্য কা গতিঃ? ইতি। আপ ইতি হোবাচ, অপ্সম্ভবত্বাদন্নস্য ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—দাল্ভ্যের অনুমতি লাভ করিয়া শিলক জিজ্ঞাসা করিলেন, সামের অর্থাৎ প্রস্তাবিত উদ্গীথের গতি বা শ্রেষ্ঠ আশ্রয় কি? যে হেতু, সাম দ্বারা সেই উদ্গীথোপাসনা সিদ্ধ হয়, এ জন্য সামের আশ্রয়পরিজ্ঞান আবশ্যক। উপাস্য বলিয়া উদ্গীথই এ স্থানে প্রকৃত অর্থাৎ উদ্গীথের বিষয়ই আলোচ্য। পরেও "পরোবরীয়ান্" বলিয়া উদ্গীথের বিষয় বলা হইবে, সুতরাং এ স্থানে সামশব্দের অর্থ উদ্গীথ। দাল্ভ্য এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, "স্বর অর্থাৎ নিষাদ ঋষভ-গান্ধারাদি ধ্বনিই সামের প্রধান আশ্রয়," কারণ, সাম স্বরাত্মক, স্বরই সামের প্রকৃত স্বরূপ; যেমন ঘটাদি মৃত্তিকাশ্রিত, তেমনই যে বস্তু যদাত্মক, সেই বস্তু যে তদ্গতি ও তদাশ্রয়ই হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত। শিলক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যাহাকে সামের আশ্রয় বলিয়া নিরূপণ করিলেন, সেই স্বরের আশ্রয়ই বা কি?" দাল্ভ্য বলিলেন, "প্রাণই স্বরের আশ্রয়, যে হেতু, প্রাণসাহায্যেই স্বর নিষ্পাদিত হয়, প্রাণ ভিন্ন স্বরপ্রকাশ অসম্ভব, এই জন্য প্রাণই স্বরের আশ্রয়।" শিলক পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "স্বরের আশ্রয়রূপে যে প্রাণ নির্দ্দিষ্ট হইল, আমি সেই প্রাণের আশ্রয় অবগত হইতে বাসনা করি।" দাল্ভ্য উত্তর করিলেন, "অন্নই প্রাণের একমাত্র আশ্রয়, যে হেতু, অন্নই প্রাণকে ধারণ করিয়া আছে, অন্ন বিনা প্রাণের অবস্থিতি অসম্ভব।" শ্রুতিও আছে যে—"অন্ন ব্যতীত প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়" "অন্নই দাম অর্থাৎ প্রাণের বন্ধন-রজ্জু স্বরূপ"। শিলক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে অন্নকে প্রাণের আশ্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, সেই অন্নের আশ্রয় কি?" দাল্ভ্য উত্তর করিলেন, "জল, কারণ জল হইতেই অন্নের উৎপত্তি, জল বিনা অন্নের উদ্ভব হইতে পারে না" ॥ ৪ ॥

অপাং কা গতিঃ? ইতি। অসৌ লোক ইতি হোবাচ। অমুষ্য লোকস্য কা গতিঃ? ইতি। ন স্বর্গং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ। স্বর্গং বয়ং লোকꣳ সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গসꣳস্তাবꣳ হি সামেতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—জলের গতি কি? দাল্‌ভ্য বলিয়াছিলেন, এই লোক অর্থাৎ স্বর্গলোক। এই স্বর্গলোকেরই বা গতি কি? ইহার উত্তরে দাল্‌ভ্য বলিলেন—স্বর্গলোককে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ স্বর্গলোকেরও উর্দ্ধে সামকে লইয়া যাইবে না অর্থাৎ স্বর্গলোক ব্যতীত অন্যত্র সামের অবস্থিতি কল্পনা করিবে না। আমরা সামকে স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত বলিয়াই জানি, কারণ, সামকে স্বর্গরূপেই স্তব করা হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অপাং কা গতিঃ? ইতি। অসৌ লোক ইতি হোবাচ, অমুষ্মাল্লোকাদ্‌বৃষ্টিঃ সম্ভবতি। অমুষ্য লোকস্য কা গতিঃ? ইতি পৃষ্টো দাল্‌ভ্য [illegible]—স্বর্গমমুং লোকমতীত্যাশ্রয়ান্তরং সাম ন নয়েৎ কশ্চিদিতি হোবাচ আহ, অতো বয়মপি স্বর্গং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গলোকপ্রতিষ্ঠং সাম জানীম ইত্যর্থঃ। স্বর্গসংস্তাবং স্বর্গত্বেন সংস্তবনং সংস্তাবো যস্য তৎ সাম স্বর্গসংস্তাবং, হি যস্মাৎ "স্বর্গো বৈ লোকঃ সাম বেদ" ইতি শ্রুতিঃ। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"জলের গতি কি?" শিলকের এই প্রশ্নের উত্তরে দাল্‌ভ্য বলিলেন, "এই লোক অর্থাৎ স্বর্গলোক" কারণ, স্বর্গলোক হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। "এই স্বর্গলোকের গতি কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে দাল্‌ভ্য বলিয়াছিলেন—"কোন ব্যক্তিই এই স্বর্গলোককে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ স্বর্গ ভিন্ন অন্যত্র সামকে লইয়া যাইবে না। স্বর্গই সামের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া বিবেচনা করিবে, এই জন্যই আমরাও সামকে স্বর্গলোকেই স্থাপিত করিয়া থাকি অর্থাৎ সাম স্বর্গলোকেই প্রতিষ্ঠিত আছে, এইরূপ জানি। স্বর্গসংস্তাব অর্থাৎ স্বর্গ বলিয়াই যাহার সংস্তাব অর্থাৎ স্তব করা যায়, তাহাই স্বর্গসংস্তাব সাম, কারণ, শ্রুতি আছে যে "সামকে স্বর্গলোক বলিয়াই জানেন" ॥ ৫ ॥

তꣳ হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যমুবাচ, অপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে দাল্‌ভ্য! সাম, যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্দ্ধা তে বিপতেদিতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—শলাবতনন্দন শিলক চৈকিতায়ন সেই দাল্‌ভ্যকে

বলিয়াছিলেন—"হে দাল্‌ভ্য! তোমার অর্থাৎ তোমা কর্ত্তৃক সাম প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত হইলেও নিশ্চয়ই অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ একস্থানে অনবস্থ বা অনন্তগতিবিশিষ্টই থাকিল। সামকে প্রতিষ্ঠিত বলার অপরাধে যদি কেহ বলে—'তোমার মস্তক খসিয়া যাইবে', তাহা হইলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে॥ ৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তমিতরঃ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যমুবাচ। অপ্রতিষ্ঠিতমসংস্থিতং পরোবরীয়স্ত্বেনাসমাপ্তগতি সামেত্যর্থঃ: বৈ ইত্যাগমং স্মারয়তি, কিলেতি চ। দাল্‌ভ্য! তে তব সাম। যস্ত্বসহিষ্ণুঃ সামবিদেতর্হি এতস্মিন্ কালে ব্রূয়াৎ কশ্চিদ্বিপরীতবিজ্ঞানম্ অপ্রতিষ্ঠিতং সাম প্রতিষ্ঠিতমিতি, এবংবাদাপরাধিনং মূর্দ্ধা শিরস্তে বিপতিষ্যতি বিস্পষ্টং পতিষ্যতি ইতি। এবমুক্তস্যাপরাধিনস্তথৈব তদ্বিপতেন্ন সংশয়ঃ, ন ত্বহং ব্রবীমীত্যভিপ্রায়ঃ। নন্ম মূর্দ্ধপাতার্হং চেদপরাধং কৃতবানতঃ পরেণানুক্তস্যাপি পতেন্মূর্দ্ধা; ন চেদপরাধ্যুক্তস্যাপি নৈব তৎ পততি; অন্যথা অকৃতাভ্যাগমঃ কৃ[illegible] স্যাতাম্। নৈষ দোষঃ; কৃতস্য কর্ম্মণঃ শুভাশুভস্য ফলপ্রাপ্তের্দ্দেশকালনিমিত্তাপেক্ষত্বাৎ। তত্রৈবং সতি মূর্দ্ধপাতনিমিত্তস্যাপ্যজ্ঞানস্য পরাভিব্যাহারনিমিত্তাপেক্ষত্বমিতি। ৬॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—শলাবতপুত্র শিলক ঋষি সেই চৈকিতায়ন দাল্‌ভ্যকে বলিয়াছিলেন—মূলের 'বৈ' ও 'কিল' শব্দ শাস্ত্রোক্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছে অর্থাৎ হে দাল্‌ভ্য! তুমি শাস্ত্রোক্তি স্মরণ করিয়া দেখ, তুমি যে সামের বিষয় বলিলে, সেই সাম অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ অসংস্থিত, কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহা অবস্থিত নহে, উহা 'পরোবরীয়স্ত্ব' অর্থাৎ সর্ব্বোত্তমত্বহেতুক অসমাপ্ত গতি, উহার নির্দ্দিষ্ট কোন আশ্রয় নাই, উহার গতিরও শেষ নাই, শাস্ত্র এইরূপই বলিয়াছেন, অতএব অপ্রতিষ্ঠিত সামকে প্রতিষ্ঠিত বলা রূপ অপরাধ হেতুক যদি কোন সামজ্ঞ ব্যক্তি অসহিষ্ণু হইয়া বিপরীতবাদী তোমাকে বলেন যে, তোমার মস্তকটি নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইবে, তাহা হইলে উক্তাপরাধে অপরাধী তোমার মাথাটি যে পড়িয়া যাইবে, তাহাতে সংশয় নাই। 'যদি কেহ বলে' এরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে, তোমার মস্তকটি পড়িয়া যাইবে, আমি অবশ্য এরূপ কথা বলিতেছি না।

এ স্থানে আপত্তি হইতে পারে যে, ভাল, মাথাটি পড়িয়া যাইবার যোগ্য অপরাধ যদি করিয়া থাকে, তাহা হইলে কেহ না বলিলেও তাহা পড়িয়া যাইবে। আর যদি সেরূপ অপরাধ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে কেহ বলিলেও পড়িবে না, তাহা না হইলে অকৃতাভ্যাগম ও কৃতনাশরূপ দোষদ্বয় অর্থাৎ অকৃত কর্ম্মের

ফলপ্রাপ্তি ও কৃতকর্ম্মের বৈফল্য বা অপরাধের অনুষ্ঠান না করিয়াও তাহার শাস্তি ও অপরাধ করিয়াও অব্যাহতিলাভরূপ দুইটি দোষ হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ দোষ হইতে পারে না, কারণ, অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্রকে অপেক্ষা করে, উপযুক্ত স্থান, সময় ও পাত্র ব্যতীত উহা ফলপ্রদ হয় না, ইহাই যখন নিয়ম, তখন মস্তকপতনের হেতুস্বরূপ অজ্ঞানও পরোক্তিরূপ নিমিত্তকে অপেক্ষা করে ॥ ৬ ॥

হন্তাহমেতদ্ভগবত্তো বেদানীতি। বিদ্ধীতি হোবাচ। অমুষ্য লোকস্য কা গতিঃ ? ইতি। অয়ং লোক ইতি হোবাচ। অস্য লোকস্য কা গতিঃ ? ইতি। ন প্রতিষ্ঠাং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ। প্রতিষ্ঠাং বয়ং লোকꣳ সামাভিসꣳস্থাপয়ামঃ, প্রতিষ্ঠা-সꣳস্তাবꣳ হি সামেতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—হে মহাশয়! এই বিষয়ে আমি ভগবানের অর্থাৎ আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি। দাল্‌ভ্য এইরূপ বলিলে শিলক বলিয়াছিলেন, জান অর্থাৎ শোন। তখন দাল্‌ভ্য প্রশ্ন করিলেন, এই লোক অর্থাৎ স্বর্গলোকের গতি কি? শিলক উত্তর দিলেন—এই লোক অর্থাৎ মর্ত্ত্যলোক। এই মর্ত্ত্যলোকের গতি কি? দাল্‌ভ্যের এই প্রশ্নে শিলক বলিলেন—প্রতিষ্ঠালোক অর্থাৎ পৃথিবী বা মর্ত্ত্য লোককে অতিক্রম করিয়া সামকে অন্যত্র লইয়া যাইবে না। আমরা সামকে প্রতিষ্ঠা বা পৃথিবীলোকেই সংস্থাপিত করিয়া থাকি, যে হেতু, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই সামের স্তব করা হইয়া থাকে অথবা সাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবমুক্তো দাল্‌ভ্য আহ, হন্তাহমেতদ্ভগবত্তো ভগবতঃ বেদানি যৎপ্রতিষ্ঠং সাম। ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ শালাবত্যঃ, বিদ্ধীতি হোবাচ। অমুষ্য লোকস্য কা গতিঃ ? ইতি পৃষ্টো দাল্‌ভ্যেন শালাবত্যোঽয়ং লোক ইতি হোবাচ; অয়ং হি লোকো যাগদানহোমাদিভিরমুং লোকং পুষ্যতীতি; "অতঃ প্রদানং দেবা উপজীবন্তি" ইতি হি শ্রুতয়ঃ; প্রত্যক্ষং হি সর্ব্বভূতানাং ধরণী প্রতিষ্ঠেতি; অতঃ সাম্নোঽপ্যয়ং লোকঃ প্রতিষ্ঠৈবেতি যুক্তম্। অস্য লোকস্য কা গতিঃ ? ইত্যুক্ত আহ শালাবত্যঃ, ন প্রতিষ্ঠাং ইমং লোকমতীত্য নয়েৎ সাম কশ্চিৎ। অতো বয়ং প্রতিষ্ঠাং লোকং সাম

অতিসংস্থাপয়ামঃ, যস্মাৎ প্রতিষ্ঠাসংস্তাবং হি প্রতিষ্ঠাত্বেন সংস্তুতং সামেত্যর্থঃ। "ইয়ং বৈ রথন্তরম্" ইতি চ শ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—শালাবত্য শিলক এইরূপ বলিলে দাল্ভ্য বলিলেন—সাম যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা আমি ভগবান্ আপনার নিকট হইতে জানিতে ইচ্ছা করি। শিলক বলিয়াছিলেন, আচ্ছা, জান অর্থাৎ শোন। ঐ স্বর্গলোকের গতি বা আশ্রয় কি? দাল্ভ্যের এই প্রশ্নের উত্তরে শালাবত্য বলিলেন—এই লোক অর্থাৎ মর্ত্ত্যলোক, কারণ, এই মর্ত্ত্যলোকই যজ্ঞ, দান ও হোমাদি ক্রিয়া দ্বারা ঐ স্বর্গলোককে পোষণ করিতেছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "দেবগণ এই মর্ত্ত্যলোক হইতে প্রদত্ত দ্রব্যসমূহ উপভোগ করেন।" এই ধরণীই যে সর্ব্বজীবের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ, অতএব সামেরও এই ধরণীই প্রতিষ্ঠা, এই উক্তি যুক্তিসঙ্গত। দাল্ভ্য প্রশ্ন করিলেন—এই লোকের গতি কি? শালাবত্য বলিলেন—কোন ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়-স্বরূপ এই লোককে অতিক্রম করিয়া সামকে অন্যত্র লইয়া যাইবে না, এই জন্যই আমরা সামকে প্রতিষ্ঠালোক বা পৃথিবীলোকেই সংস্থাপিত করিয়া থাকি; যে হেতু, এই সাম প্রতিষ্ঠারূপেই স্তুত হইয়া থাকেন; শ্রুতিও বলিয়াছেন, "এই পৃথিবীই রথন্তর অর্থাৎ সামবিশেষ" ॥ ৭ ॥

তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ, অন্তবদ্বৈ কিল তে শালাবত্য! সাম, যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি, মূর্দ্ধা তে বিপতেদিতি। হন্তাহমেতদ্ভগবত্তো বেদানীতি। বিদ্ধীতি হোবাচ ॥ ৮ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—জীবল-পুত্র প্রবাহণ শিলককে বলিয়াছিলেন—হে শালাবত্য! তোমার সামও অন্তবৎ অর্থাৎ তুমি যে সামের বিষয় বলিলে, তাহাও সান্ত, অনন্ত নহে, বিনশ্বর। যে ব্যক্তি এইরূপ বলেন অর্থাৎ তোমার ঐ অনুচিত বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া যদি কেহ বলেন—'তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে,' তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে। শিলক বলিলেন—হে ভগবন্! আমি আপনার নিকট এ বিষয়ে জানিতে ইচ্ছা করি। প্রবাহণ বলিলেন, "আচ্ছা, জান অর্থাৎ শোন" ॥ ৮ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকের অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তমেবমুক্তবন্তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ, অন্তবদ্বৈ কিল তে শালাবত্য! সামেত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ততঃ শালাবত্য আহ, হন্তাহমেতদ্ভগবত্তো বেদানীতি। বিদ্ধি ইতি হোবাচ ইতরঃ। ৮।

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য অষ্টমখণ্ডভাষ্যম্। ৮।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ঐরূপ উক্তিশীল শিলককে জীবল-পুত্র প্রবাহণ বলিয়াছিলেন—"হে শালাবত্য! তোমার সামও নিশ্চয়ই অন্তবৎ অর্থাৎ স্থানবিশেষে প্রতিষ্ঠিত, অতএব অনন্ত নহে, বিনশ্বর" ইত্যাদি ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। তাহা শুনিয়া শালাবত্য বলিলেন, "হে মহাশয়! ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আপনার নিকট ইহার অর্থাৎ সামের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে জানিতে ইচ্ছা করি।" ইতর অর্থাৎ প্রবাহণ বলিলেন—"জানুন অর্থাৎ শুনুন" ॥ ৮ ॥

ইতি প্রথম প্রপাঠকের অষ্টম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

নবমঃ খণ্ডঃ

অস্য লোকস্য কা গতিঃ? ইতি। আকাশ ইতি হোবাচ, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি, আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ॥১॥

অনুবাদ।—এই লোক অর্থাৎ পৃথিবীর গতি কি? শালাবত্য এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রবাহণ বলিলেন—আকাশ, কারণ, এই সমস্ত ভূতই আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয় ও আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয়, এ জন্য ইহা-দিগের অপেক্ষা আকাশই শ্রেষ্ঠ ও আকাশই পরম আশ্রয় ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অনুজ্ঞাত আহ, অস্য লোকস্য কা গতিঃ? ইতি। আকাশ ইতি হোবাচ প্রবাহণঃ। আকাশ ইতি চ পর আত্মা "আকাশো বৈ নাম" ইতি শ্রুতেঃ। তস্য হি কর্ম্ম সর্ব্বভূতোৎপাদকত্বম্। তস্মিন্নেব হি ভূতপ্রলয়ঃ। "তত্তেজো-ঽসৃজত" "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ইতি হি বক্ষ্যতি। সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, তেজোজলাদিক্রমেণ সামর্থ্যাৎ; আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি প্রলয়কালে তেনৈব বিপরীতক্রমেণ। হি যস্মাদাকাশ এবৈভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো জ্যায়ান্মহত্তরঃ, অতঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং পরম্ অয়নং পরায়ণং প্রতিষ্ঠা ত্রিষ্বপি কালেম্বিত্যর্থঃ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রবাহণের অনুমতি পাইয়া শালাবত্য প্রশ্ন করিলেন—"এই লোকের গতি কি?" প্রবাহণ বলিলেন—"আকাশ" "আকাশই নাম-রূপের নির্ব্বাহক" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়, আকাশই পর আত্মা অর্থাৎ আকাশ শব্দের অর্থ পরমাত্মা। সর্ব্বভূতের উৎপাদনই তাঁহার কর্ম্ম ও তাঁহাতেই সমস্ত ভূতের লয় হয়। পরে বলিবেন, "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" "তেজ পর-দেবতায়" অর্থাৎ পরমাত্মায় তেজ বিলীন হয়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই সমস্ত ভূতই আকাশ বা পরমাত্মা হইতেই উৎপন্ন হয়। শ্রুত্যন্তরের বাক্য হইতে এ স্থানে স্থির করিতে হইবে, এই ভূতোৎপত্তি তেজ, জল ও পৃথিব্যাদি ক্রমে হয়, আবার যে ক্রমে উৎপন্ন হয়, প্রলয়কালে তাহার ঠিক বিপরীত ক্রমেই আকাশেই বিলীন হইয়া যায়; যে হেতু, এই সমস্ত ভূত হইতে আকাশই অতি মহান্, এ জন্য বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়েই আকাশই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের পরায়ণ অর্থাৎ পরম গতি বা প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় ॥ ১ ॥

স এষ পরোবরীয়ানুদ্গীথঃ, স এষোঽনন্তঃ, পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকান্ জয়তি; য এতদেবং বিদ্বান্ পরোবরীয়াংসমুদ্গীথমুপাস্তে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত সেই উদ্গীথ এই পরোবরীয় অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমাত্মস্বরূপ। সেই এই পরমাত্মস্বরূপ উদ্গীথ অনন্ত অর্থাৎ অন্ত বা শেষরহিত। যে ব্যক্তি উদ্গীথকে পরোবরীয় অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার জীবন পরোবরীয় অর্থাৎ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হয় ও তিনি পরোবরীয় অর্থাৎ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোকসমূহকে জয় করেন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যস্মাৎ পরঃ পরঃ বরীয়ঃ বরীয়সোঽপ্যেষঃ বরঃ পরশ্চ বরীয়াংশ্চ পরোবরীয়ানুদ্গীথঃ পরমাত্মসম্পন্ন ইত্যর্থঃ। অতএব স এষোঽনন্তোঽবিদ্যমানান্তঃ, তমেতং পরোবরীয়াংসং পরমাত্মভূতমনন্তমেবং বিদ্বান্ পরোবরীয়াংসমুদ্গীথমুপাস্তে তস্যৈতৎ ফলমাহ—পরোবরীয়ঃ পরঃ পরঃ বরীয়ো বিশিষ্টতরং জীবনং হাস্য বিদুষো ভবতি দৃষ্টং ফলম্ অদৃষ্টঞ্চ পরোবরীয়স উত্তরোত্তরবিশিষ্টতরানেব ব্রহ্মাকাশান্তান্ লোকান্ জয়তি, য এতদেবং বিদ্বানুদ্গীথমুপাস্তে। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে হেতু পর পর অর্থাৎ উত্তরোত্তর বরীয়ান্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, পরোবরীয়ান্ এই উদ্গীথ পরমাত্মরূপে সম্পন্ন অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ, অতএব সেই এই পরোবরীয় উদ্গীথ অনন্ত, ইহার অন্ত বা শেষ নাই। যে ব্যক্তি সেই এই উদ্গীথকে পরমাত্মস্বরূপ ও অন্তরহিত জানিয়া পরোবরীয় উদ্গীথের উপাসনা করেন, তাহার যাহা ফল হয়, তাহা বলিতেছেন—এই বিদ্বানের জীবন উত্তরোত্তর বিশিষ্টতর অর্থাৎ ক্রমশ উৎকর্ষতা লাভ করে, ইহা দৃষ্ট ফল অর্থাৎ ঐহিক ফল আর অদৃষ্ট অর্থাৎ পরোক্ষ বা পারলৌকিক ফল এই যে, উত্তরোত্তর ব্রহ্মাকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত শ্রেষ্ঠ লোককে জয় বা বশীভূত করেন ॥ ২ ॥

তং হৈতমতিধন্বা শৌনক উদরশাণ্ডিল্যায়োক্ত্বা উবাচ—যাবত্ত এনং প্রজায়ামুদ্গীথং বেদিষ্যন্তে, পরোবরীয়ো হৈভ্যস্তাবদস্মিঁল্লোঁকে জীবনং ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—শুনক-পুত্র অতিধন্বা নামক ঋষি উদরশাণ্ডিল্য নামক নিজ শিষ্যকে উক্তরূপ গুণসম্পন্ন এই উদ্গীথবিদ্যার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—তোমার প্রজা অর্থাৎ সন্তানগণ যত কাল পর্য্যন্ত উক্তরূপ গুণসম্পন্ন উদ্গীথকে

জানিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ইহলোকে তাহাদের জীবন সাধারণ জীবন অপেক্ষা পরোবরীয় অর্থাৎ উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিবে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ তমেতমুদ্গীথং বিদ্বানতিধন্বা নামতঃ শুনকস্যাপত্যং শৌনকঃ উদরশাণ্ডিল্যায় শিষ্যায়ৈতমুদ্গীথদর্শনমুক্ত্বোবাচ, যাবৎ তে তব প্রজায়াং প্রজাসন্ততাবিত্যর্থঃ, এনমুদ্গীথং ত্বৎসন্ততিজা বেদিষ্যন্তে জ্ঞাস্যন্তি তাবন্তং কালং পরোবরীয়ো হ এভ্যঃ প্রসিদ্ধেভ্যো লৌকিকজীবনেভ্য উত্তরোত্তরবিশিষ্টতরং জীবনং তেভ্যো ভবিষ্যতি। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আরও দেখ, সেই এই উদ্গীথসম্বন্ধে অভিজ্ঞ শুনক-পুত্র অতিধন্বানামক ঋষি উদরশাণ্ডিল্য নামক নিজের শিষ্যকে এই উদ্গীথ বিস্তার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—তোমার সন্তানগণ বংশ-পরাম্পরাক্রমে যত কাল পর্য্যন্ত এই উদ্গীথবিদ্যা জানিবে, ততকাল পর্য্যন্ত তাহা-দিগের জীবন এই সাধারণ লৌকিক জীবন হইতে উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্য লাভ করিবে ॥ ৩ ॥

তথা অমুষ্মিংল্লোঁকে লোক ইতি, স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে পরোবরীয় এব হাস্যাস্মিংল্লোঁকে জীবনং ভবতি, তথা অমুষ্মিংল্লোঁকে লোক ইতি, লোকে লোক ইতি ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য নবমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সেই উদ্গীথাভিজ্ঞ ব্যক্তির পারলৌকিক লোক বা স্থানও ইহলোকের ন্যায় উত্তরোত্তর উৎকর্ষসম্পন্ন হয়। যিনি এই উদ্গীথকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়া জানিয়া উপাসনা করেন, সেই উপাসকের ঐহিক জীবন উত্তরোত্তর উৎকর্ষসম্পন্ন হয় এবং পরলোকেও তাঁহার লোক বা ভোগস্থান উত্তরোত্তর উৎকর্ষসম্পন্ন হয়। "লোকে লোক ইতি লোকে লোক ইতি" এই দ্বিরুক্তি উদ্গীথ উপাসনাবিষয়ের সমাপ্তিসূচক ॥ ৪ ॥

প্রথম প্রপাঠকের নবম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা অদৃষ্টেঽপি পরলোকেঽমুষ্মিন্ পরোবরীয়াংল্লোকো ভবিষ্যতীত্যুক্তবান্ শাণ্ডিল্যায়াতিধন্বা শৌনকঃ। স্যাদেতৎ ফলং পূর্ব্বেষাং মহাভাগ্যানাং, নৈদংযুগীনানামিত্যাশঙ্কানিবৃত্তয়ে আহ, স যঃ কশ্চিদেতমেবং বিদ্বানুদ্গীথমেতর্হি উপাস্তে, তস্যাপ্যেবমেব পরোবরীয় এব হাস্যাস্মিংল্লোঁকে জীবনং ভবতি তথামুষ্মিংল্লোঁকে লোক ইতি। ৪।

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য নবমখণ্ডভাষ্যম্। ৯।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বশ্রুতিতে উদ্গীথবিদ্যাপ্রাপ্তির ঐহিক ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই শ্রুতিতে তাহার পারত্রিক ফল বিবৃত হইতেছে— শৌনক অতিধন্বা শাণ্ডিল্যকে বলিয়াছিলেন, যে কেহ উদ্গীথের আরাধনা করেন, অপ্রত্যক্ষ পরলোকেও তাঁহার উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। এ স্থানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই ফল পূর্ব্বযুগোৎপন্ন মহাভাগ্যবান্ লোক-দিগের সম্বন্ধে হইতে পারে, আধুনিক যুগে উৎপন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে নহে, এই আশঙ্কা দূর করার নিমিত্ত বলিতেছেন—যে কোন ব্যক্তি উদ্গীথকে উক্তরূপ গুণসম্পন্ন জানিয়া উপাসনা করে, তাহারই জীবন এইরূপ পরোবরীয় হয় অর্থাৎ ইহ ও পর উভয় লোকেই উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোক লাভ করে ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথম প্রপাঠকের নবম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দশমঃ খণ্ডঃ

মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা সহ জায়য়োষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্য-গ্রামে প্রদ্রাণক উবাস ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—একদা কুরুদেশস্থ শস্যসমূহ বজ্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় চক্রপুত্র উষস্তিনামক ঋষি অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া বালিকা পত্নীর সহিত ইভ্যগ্রামে বাস করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—উদ্গীথোপাসনপ্রসঙ্গেন প্রস্তাবপ্রতিহারবিষয়মপ্যুপাসনং কর্ত্তব্যমিতীদমারভ্যতে। আখ্যায়িকা তু সুখাববোধার্থা। মটচীহতেষু মটচ্যোঽশনয়ঃ, তাভির্হতেষু নাশিতেষু কুরুষু কুরুশস্যেষ্বিত্যর্থঃ। ততো দুর্ভিক্ষে জাতে আটিক্যা অনুপজাতপয়োধরাদিস্ত্রীব্যঞ্জনয়া সহ জায়য়া উষস্তির্হ নামতশ্চক্রস্যাপত্যং চাক্রায়ণঃ; ইভো হস্তী তমর্হতীতীভ্যঃ ঈশ্বরো হস্ত্যারোহো বা তস্য গ্রাম ইভ্যগ্রামস্তস্মিন্ প্রদ্রাণকোঽন্না-লাভাৎ; দ্রা কুৎসায়াং গতৌ। কুৎসিতাং গতিং গতোঽন্ত্যাবস্থাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ, উবাস উষিতবান্ কস্যচিদ্গৃহমাশ্রিত্য। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উদ্গীথাক্ষরের আরাধনা বহুবিধ, সুতরাং উদ্গীথাক্ষরোপাসনাপ্রসঙ্গে প্রস্তাব ও প্রতিহারবিষয়ক উপাসনাও কর্ত্তব্য, এ জন্য এই দশম খণ্ড ও বক্তব্য বিষয়টি অনায়াসবোধ্য করিবার নিমিত্ত এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে, উদ্গীথের ন্যায় প্রস্তাব ও প্রতিহারও সামবেদের ভক্তি বা অংশবিশেষ, এ জন্য উদ্গীথের ন্যায় প্রস্তাব ও প্রতিহারেরও উপাসনা আবশ্যক এবং তাহাই এই দশমখণ্ডে একটি গল্পচ্ছলে সূচনা করিতেছেন। কুরু অর্থাৎ কুরুদেশোৎপন্ন শস্যসমূহ মটচী অর্থাৎ বজ্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হওয়ায় সে স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই সময় চক্রপুত্র উষস্তি নামক ঋষি প্রদ্রাণক অর্থাৎ অন্নাভাবে অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়া আটিকী অর্থাৎ অনুদ্ভিন্নস্তনাদি বালিকা স্ত্রীর সহিত ইভ্য অর্থাৎ ধনীদিগের দ্বারা অথবা হস্তিপালকদিগের দ্বারা অধিষ্ঠিত কোন গ্রামে কোন এক ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

স হেভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং বিভিক্ষে, তꣳ হোবাচ—নেতো-ঽন্যে বিদ্যন্তে, যচ্চ যে ম ইম উপনিহিতা ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই উষস্তি ঋষি কোন ব্যক্তিকে কুল্মাষ বা কুৎসিত মাষকলায় খাইতে দেখিয়া তাহার নিকট ঐ মাষকলায় ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

কুল্মাষভক্ষণকারী সেই ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিল—যে কুল্মাষগুলি আমার ভোজনপাত্রে রহিয়াছে এবং আমি যাহা খাইতেছি, ইহা ব্যতীত আর অন্য কোন অনুচ্ছিষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য নাই ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সোঽন্নার্থমটন্নিভ্যং কুল্মাষান্ কুৎসিতান্ মাষান্ খাদন্তং ভক্ষয়ন্তং যদৃচ্ছয়োপলভ্য বিভিক্ষে যাচিতবান্। তমুষস্তিং হ উবাচ ইভ্যঃ,—নেতোঽন্যান্ময়া ভক্ষ্যমাণাদুচ্ছিষ্টরাশেঃ কুল্মাষা অন্যে ন বিদ্যন্তে, যচ্চ যে রাশৌ মে মম উপনিহিতাঃ প্রক্ষিপ্তা ইমে ভাজনে। কিং করোমি? ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচোষস্তিঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—একদা উষস্তি অন্নার্থী হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব্বকথিত কোন ইভ্য অর্থাৎ ধনী বা হস্তিপালককে অতি কদর্য্য মাষকলায় ভক্ষণ করিতে দেখিয়া তাহার নিকটে উহা ভিক্ষা চাহিলেন। তখন সেই কদর্য্য মাষভোজী ইভ্য উষস্তিকে বলিলেন, "আমার এই ভোজনপাত্রে যে পরিমাণ মাষকলায় রহিয়াছে এবং আমি যাহা ভোজন করিতেছি, এই উচ্ছিষ্ট ব্যতীত আমার গৃহে আর কোন কুল্মাষ নাই, অতএব এ অবস্থায় আমি কি করিব বল?" ইভ্যের বাক্য শুনিয়া উষস্তি বলিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

এতেষাং মে দেহীতি হোবাচ। তানস্মৈ প্রদদৌ। হন্তানুপানম্? ইতি। উচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতং স্যাদিতি হোবাচ ॥৩॥

অনুবাদ।—"এই কুল্মাষই আমাকে প্রদান কর"। ইভ্য তাঁহাকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। মূলের 'হন্ত' এই শব্দটি প্রশ্নসূচক। কুল্মাষ দানের পর ইভ্য পানীয় জল দিব কি না জিজ্ঞাসা করিলে উষস্তি বলিয়াছিলেন, "তাহা হইলে আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হইবে" ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এতেষামেতানিত্যর্থঃ, মে মহ্যং দেহীতি হোবাচ। তান্ স ইভ্যোঽস্মৈ উষস্তয়ে প্রদদৌ প্রদত্তবান্। অনুপানীয়ং সমীপস্থমুদকং চ গৃহীত্বা উবাচ—হন্ত গৃহাণানুপানমিত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ—উচ্ছিষ্টং বৈ মমেদমুদকং পীতং স্যাৎ যদি পাস্যামি। ইত্যুক্তবন্তং প্রত্যুবাচেতরঃ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উষস্তি বলিয়াছিলেন—"ইহাই আমাকে প্রদান কর"। তখন ইভ্য সেই সমস্ত উচ্ছিষ্ট মাষ উষস্তিকে প্রদান করিয়া এবং সমীপস্থ জল গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "এই পানীয় জল গ্রহণ কর।" উষস্তি বলিলেন, "যদি আমি এই জল পান করি, তাহা হইলে আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হইবে"। উষস্তি এইরূপ বলিলে ইভ্য তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল ॥ ৩ ॥

ন স্বিদেতেঽপ্যুচ্ছিষ্টাঃ ? ইতি। ন বা অজীবিষ্যমিমান্ অখাদন্নিতি হোবাচ ; কামো ম উদপানমিতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—মূলের 'স্বিং' এই শব্দটি প্রশ্ন বা বিতর্কবোধক। "যে কুল্মাষ তুমি ভক্ষণ করিলে, ইহা কি উচ্ছিষ্ট নহে ?" ইভ্য এই কথা বলিলে উষস্তি বলিয়াছিলেন, "উচ্ছিষ্ট হইলেও এই কুল্মাষ ভোজন না করিলে আমি বাঁচিতাম না ; কিন্তু জলপান আমার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ জল দুর্লভ নহে, ইচ্ছা করিলেই আমি উহা খাইতে পারি, এ অবস্থায় এই জল খাইলে উচ্ছিষ্টপান-দোষে আমাকে দোষী হইতে হইবে" ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিং ন স্বিদেতে কুল্মাষা অপ্যুচ্ছিষ্টাঃ ? ইত্যুক্ত আহ উষস্তির্ন বৈ অজীবিষ্যং ন জীবিষ্যামীমান্ কুল্মাষানখাদন্নভক্ষয়ন্নিতি হোবাচ। কাম ইচ্ছাতো মে মম উদকপানং লভ্যত ইত্যর্থঃ। অতশ্চৈতামবস্থাং প্রাপ্তস্য বিদ্যাধর্ম্মযশো-বতঃ স্বাত্মপরোপকারসমর্থস্যৈতদপি কর্ম্ম কুর্ব্বতো নাগঃস্পর্শ ইত্যভিপ্রায়ঃ। তস্যাপি জীবিতং প্রত্যুপায়ান্তরে অজুগুপ্সিতে সতি জুগুপ্সিতমেতৎ কর্ম্ম দোষায়। জ্ঞানাবলেপেন কুর্ব্বতো নরকপাতঃ স্যাদেবেত্যভিপ্রায়ঃ, প্রদ্রাণকশব্দশ্রবণাৎ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই সমস্ত কুল্মাষ কি উচ্ছিষ্ট নহে ?" ইভ্য এই কথা বলিলে উষস্তি বলিয়াছিলেন, "এই কুল্মাষ ভক্ষণ না করিলে আমি বাঁচিতাম না, কিন্তু জলপান আমার ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ পানীয় জল আমি ইচ্ছা করিলেই লাভ করিতে পারি"। অভিপ্রায় এই যে—নিজের ও পরের উপকারে সমর্থ বিদ্বান্ ধার্ম্মিক ও যশস্বী ব্যক্তি যদি অন্নাভাবে মুমূর্ষু হইয়া এইরূপ কর্ম্ম করেন, তাহা হইলেও তাঁহার পাপস্পর্শ হয় না, কিন্তু ঐ বিদ্বান্ ধার্ম্মিক ও যশস্বী ব্যক্তির প্রাণরক্ষার অনিন্দনীয় উপায়ান্তর বিদ্যমান থাকিলে এই নিন্দনীয় কর্ম্ম দোষাবহ অর্থাৎ তাহাতে তিনি পাপস্পৃষ্ট হন। আর তিনি যদি মনে করেন "আমি জ্ঞানবান্, কোন কার্য্যেই আমার পাপস্পর্শ হইতে পারে না" এই প্রকার গর্ব্বের বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ নিন্দনীয় কর্ম্ম করিলে নিঃসন্দেহ তাঁহার নরক-পাত ঘটে ; এই জন্যই মূলে 'প্রদ্রাণক' এই শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

স হ খাদিত্বাঽতিশেষান্ জায়ায়া আজহার। সাঽগ্র এব সুভিক্ষা বভূব, তান্ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—সেই উষস্তি ঐ কুল্মাষগুলি ভোজন করিয়া ভুক্তাবশেষ কুল্মাষ নিজের স্ত্রীর নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী পূর্ব্বেই যথেষ্ট

ভিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং স্বামীর আনীত কুল্মাষ গ্রহণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তাংশ্চ স খাদিত্বা অতিশেষানতিশিষ্টান্ জায়ায়ৈ কারুণ্যাদাজহার। সা আটিকী অগ্র এব কুল্মাষপ্রাপ্তেঃ সুভিক্ষা শোভনভিক্ষা লব্ধান্না ইত্যেতদ্বভূব সংবৃত্তা। তথাঽপি স্ত্রীস্বাভাব্যাদনবজ্ঞায় তান্ কুল্মাষান্ পত্যুর্হস্তাৎ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ নিক্ষিপ্তবতী। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই উষস্তি ঐ কুল্মাষগুলি ভোজন করিয়া অবশিষ্ট কুল্মাষ করুণা বা স্নেহবশতঃ স্ত্রীর জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই আটিকী অর্থাৎ উষস্তির কিশোরী পত্নী কুল্মাষপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই সুভিক্ষা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও যথেষ্ট অন্নলাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও স্ত্রীস্বভাববশতঃ অর্থাৎ স্বামীর আদেশ অবশ্য পালনীয়বোধে ঐ কুৎসিত দ্রব্য অবজ্ঞা না করিয়া স্বামীর হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ, যদ্বতান্নস্য লভেমহি, লভেমহি ধনমাত্রাং, রাজাঽসৌ যক্ষ্যতে,স মা সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈর্বৃণীতেতি ॥৬॥

অনুবাদ।—ঐ উষস্তি প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিতে করিতে খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন, যদি কিছু আহার্য্য দ্রব্য পাইতাম, তাহা হইলে কিছু ধন উপার্জ্জন করিতে পারিতাম। এই অর্থাৎ সমীপবর্ত্তী রাজা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, তিনি আমাকে ঋত্বিক্ অর্থাৎ পুরোহিতের যে সমস্ত কার্য্য, সেই কার্য্য করিবার নিমিত্ত বরণ করিতেন ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স তস্যাঃ কর্ম্ম জানন্ প্রাতরুষঃকালে সঞ্জিহানঃ শয়নং নিদ্রাং বা পরিত্যজন্নুবাচ পত্ন্যাঃ শৃণ্বন্ত্যাঃ,—যত্ যদি বতেতি খিদ্যমানঃ, অন্নস্য স্তোকং লভেমহি, তদ্ভুক্ত্বান্নং সমর্থো গত্বা লভেমহি ধনমাত্রাং ধনস্বল্পং, ততোঽস্মাকং জীবনং ভবিষ্যতীতি। ধনলাভে চ কারণমাহ, রাজাঽসৌ নাতিদূরস্থানে যক্ষ্যতে; যজমানত্বাত্তস্যাত্মনেপদম্। স চ রাজা মা মাং পাত্রমুপলভ্য সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ ঋত্বিক্-কর্ম্মভিঃ ঋত্বিক্কর্ম্মপ্রয়োজনায়েত্যর্থঃ, বৃণীতেতি। ৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উষস্তি স্ত্রীর উক্ত কর্ম্ম অর্থাৎ কুল্মাষ-রক্ষা জানিতে পারিয়া প্রাতে অর্থাৎ প্রত্যূষে শয্যা বা নিদ্রা ত্যাগ করিতে করিতে পত্নীকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিয়াছিলেন, অন্নাভাবে ক্লিষ্ট আমি যদি সামান্যপরিমাণ অন্নও পাইতাম, তাহা হইলে তাহাই আহার করিয়া বললাভ পূর্ব্বক কিছু ধন উপার্জ্জন করিতে পারিতাম, তদ্দ্বারা আমাদের জীবিকানির্ব্বাহ হইত। কিরূপে

ধন উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, সম্প্রতি তাহাই বলিতেছেন—অনতিদূরবর্ত্তী রাজা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, সেই রাজা আমার ন্যায় উপযুক্ত পাত্র পাইলে পৌরোহিত্য-কার্য্যের নিমিত্ত নিশ্চয়ই আমাকে বরণ করিতেন ॥ ৬ ॥

তং জায়োবাচ, হস্ত পত ইম এব কুল্মাষা ইতি। তান্ খাদিত্বাঽমুং যজ্ঞং বিততমেয়ায় ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—স্ত্রী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে স্বামিন্! এই কুল্মাষ রহিয়াছে। উষস্তি সেই কুল্মাষ ভক্ষণ করিয়া বিতত অর্থাৎ যাজ্ঞিকগণ কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে সমারব্ধ সেই যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবমুক্তবন্তং জায়োবাচ, হস্ত গৃহাণ হে পতে! ইম এব, যে মদ্ধস্তবিনিক্ষিপ্তাস্ত্বয়া কুল্মাষা ইতি। তান্ খাদিত্বা অমুং যজ্ঞং রাজ্ঞো বিততং বিস্তারিতং ঋত্বিগ্‌ভিরেয়ায়। ৭।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উষস্তি এইরূপ বলিলে তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত আগ্রহের সহিতই বলিয়াছিলেন, হে স্বামিন্! তুমি আমার হস্তে যে কুল্মাষ দিয়াছিলে, সেই এই কুল্মাষ গ্রহণ কর। তিনি তাহা ভক্ষণ করিয়া ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক বিতত অর্থাৎ বিস্তারিত বা সমারব্ধ রাজার সেই যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

তত্রোদ্‌গাতৄনাস্তাবে স্তোষ্যমাণানুপোপবিবেশ। স হ প্রস্তোতারমুবাচ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—সেই যজ্ঞক্ষেত্রে যে স্থানে উদ্‌গাতৃগণ স্তব পাঠ করিতেছিলেন, উষস্তি সেই স্থানে গমন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট উপবেশন করিয়াছিলেন ও প্রস্তোতা অর্থাৎ প্রস্তাবপাঠককে বলিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্র চ গত্বোদ্‌গাতৄনুদ্‌গাতৃপুরুষানাগত্য, আস্তবন্ত্যস্মিন্নিতি আস্তাবস্তস্মিন্নাস্তাবে স্তোষ্যমাণানুপোপবিবেশ সমীপে উপবিষ্টস্তেষামিত্যর্থঃ। উপবিশ্য স হ প্রস্তোতারমুবাচ। ৮।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উষস্তি সেই যজ্ঞক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক যে স্থানে উদ্‌গাতৃ-পুরুষগণ স্তব পাঠ করিতেছিলেন, সেই স্থানে গিয়া স্তবপাঠকারীদিগের নিকট উপবেশন পূর্ব্বক প্রস্তোতাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

প্রস্তোতঃ! যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা,তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি, মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—হে প্রস্তোতঃ! অর্থাৎ হে প্রস্তাবপাঠক! যে দেবতা এই

প্রস্তাবে অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়াই যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইবে ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—হে প্রস্তোতঃ। ইত্যামন্ত্র্যাভিমুখীকরণায়। যা দেবতা প্রস্তাবং প্রস্তাবভক্তিমনুগতা অন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদ্দেবতাং প্রস্তাবভক্তেরবিদ্বান্ সন্ প্রস্তোষ্যসি বিদুষো মম সমীপে, তৎপরোক্ষেঽপি চেত্, বিপতেত্তস্য মূর্দ্ধা, কর্ম্মমাত্রবিদামপি অনধিকার এব কর্ম্মণি স্যাৎ। তচ্চানিষ্টম্, অবিদুষামপি কর্ম্মদর্শনাৎ, দক্ষিণমার্গশ্রুতেশ্চ। অনধিকারে চাবিদুষামুত্তর এবৈকো মার্গ শ্রূয়তে। ন চ স্মার্ত্তকর্ম্মনিমিত্ত এব দক্ষিণঃ পন্থাঃ, "যজ্ঞেন দানেন" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। "তংখোক্তস্য ময়া" ইতি চ বিশেষণাদ্বিদ্বৎসমক্ষমেব কর্ম্মণ্যনধিকারঃ, ন সর্ব্বত্রাগ্নিহোত্র-স্মার্ত্তকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু চ, অনুজ্ঞায়াস্তত্র দর্শনাৎ। কর্ম্মমাত্রবিদামপ্যধিকারঃ সিদ্ধঃ কর্ম্মণীতি, মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। ৯।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রস্তাবপাঠককে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে প্রস্তাবপাঠক! এই প্রস্তাবে অর্থাৎ প্রস্তাবনামক সামবেদের অংশবিশেষে যে দেবতা অনুগত আছেন অর্থাৎ যিনি এই প্রস্তাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, প্রস্তাববিষয়ে বিশেষাভিজ্ঞ আমার সমীপে তুমি যদি তাঁহাকে না জানিয়াই প্রস্তাব পাঠ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে। (সকলেই সকল কার্য্যে অধিকারী হইতে পারে না, যাহার যে কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহাতে পারদর্শী হইয়াই সেই কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইবে) ॥ ৯ ॥

এবমেবোদ্গাতারমুবাচ, উদ্গাতঃ! যা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—উষস্তি প্রস্তাবপাঠককে যেরূপ বলিয়াছিলেন, উদ্গাতাকেও ঐরূপ বলিয়াছিলেন, হে উদ্গাতঃ! অর্থাৎ উদ্গীথপাঠক! এই উদ্গীথে যে দেবতা অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়াই যদি তুমি উদ্গান কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে ॥ ১০ ॥

এবমেব প্রতিহর্ত্তারমুবাচ, প্রতিহর্ত্তঃ! যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি, মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। তে হ সমারতাস্তূষ্ণীমাসাঞ্চক্রিরে ॥ ১১ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য দশমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—প্রতিহর্ত্তা অর্থাৎ প্রতিহারপাঠককেও উষস্তি ঐরূপ বলিয়াছিলেন, হে প্রতিহর্ত্তঃ! অর্থাৎ প্রতিহারপাঠক! যে দেবতা এই প্রতিহারে অনুগত

আছেন, তাঁহাকে না জানিয়াই যদি তুমি প্রতিহার পাঠ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রস্তোতা, উদ্গাতা, প্রতিহর্ত্তা সকলেই স্বস্বকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন ॥১১॥

প্রথম প্রপাঠকের দশম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবমেবোদ্গাতারং প্রতিহর্ত্তারমুবাচেত্যাদি সমানমন্যৎ। তে প্রস্তোত্রাদয়ঃ কর্ম্মভ্যঃ সমারতা উপরতাঃ সন্তো মূর্দ্ধপাতভয়াত্তূষ্ণীমাসাঞ্চক্রিরে অন্যচ্চাকুর্ব্বন্তঃ, অর্থিত্বাৎ। ১০-১১।

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য দশমখণ্ডভাষ্যম্। ১০।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রস্তোতাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, উদ্গাতা ও প্রতিহর্ত্তাকেও সেইরূপ বলিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মস্তক পড়িয়া যাইবার ভয়ে সেই সেই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ও অন্য কিছুই না করিয়া উষস্তির নিকট ঐ দেবতার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১০-১১ ॥

প্রথমপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

একাদশঃ খণ্ডঃ

অথ হৈনং যজমান উবাচ, ভগবন্তং বা অহং বিবিদষাণীতি। উষস্তিরস্মি চাক্রায়ণ ইতি হোবাচ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর যজ্ঞকর্ত্তা রাজা উষস্তিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভগবানের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। উষস্তি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, আমি চাক্রায়ণ অর্থাৎ চক্রঋষির পুত্র উষস্তি ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথানন্তরং হ এনমুষস্তিং যজমানো রাজোবাচ, ভগবন্তং বৈ পূজাবন্তম্ অহং বিবিদিষাণি বেদিতুমিচ্ছামি। ইত্যুক্ত উষস্তিরস্মি চাক্রায়ণঃ তবাপি শ্রোত্রপথমাগতো যদীতি হোবাচোক্তবান্। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—তদনন্তর যজমান রাজা স্বীয় যজ্ঞের প্রস্তোতাপ্রভৃতিকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া উষস্তিকে বলিয়াছিলেন, "ভগবন্! আমি ভগবান্ অর্থাৎ পূজনীয় আপনাকে অবগত হইতে বাসনা করি।" রাজা কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি চক্রঋষির পুত্র উষস্তি, সম্ভবতঃ আমার নাম শুনিয়া থাকিবেন" ॥ ১ ॥

স হোবাচ, ভগবন্তং বা অহমেভিঃ সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ পর্য্যৈষিষম্। ভগবতো বা অহমবিত্ত্যাঽন্যানবৃষি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই রাজা বলিয়াছিলেন, আমি এই সমস্ত ঋত্বিক্‌কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত ঐশ্বর্য্যাদি গুণসম্পন্ন আপনাকেই অন্বেষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনাকে না পাওয়ায় এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিয়াছি ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হ যজমান উবাচ, সত্যমেবমহং ভগবন্তং বহুগুণম্ অশ্রৌষং, সর্ব্বৈশ্চ ঋত্বিক্‌কর্ম্মভিরার্ত্বিজ্যৈঃ পর্য্যৈষিষং পর্য্যেষণং কৃতবানস্মি। অন্বিষ্য ভগবতো বৈ অহমবিত্ত্যা অলাভেনান্যানিমানবৃষি বৃতবানস্মি। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যজ্ঞকর্ত্তা সেই রাজা বলিয়াছিলেন, ভগবান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি বহুগুণসম্পন্ন আপনার নাম আমি সত্যই শুনিয়াছি, এবং যাবতীয় আর্ত্বিজ্য অর্থাৎ ঋত্বিক্-কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত আপনার অনুসন্ধানও করিয়াছি, কিন্তু আপনাকে প্রাপ্ত না হওয়ায় এই সমস্ত অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিয়াছি ॥ ২ ॥

ভগবাংস্ত্বেব মে সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈরিতি। তথেতি। অথ তর্হ্যেত এব সমতিসৃষ্টাঃ স্তুবতাম্। যাবত্ত্বেভ্যো ধনং দদ্যাস্তাবন্মম দদ্যা ইতি। তথেতি হ যজমান উবাচ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—রাজা পুনরায় বলিয়াছিলেন, সম্প্রতি ভগবান্ আপনিই আমার ঋত্বিক্‌কর্ম্ম সম্পাদন করুন। উষস্তি বলিয়াছিলেন, তাহাই হউক। এইরূপ বলিয়া পুনরায় বলিয়াছিলেন, যদি আমাকে ঋত্বিক্-কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত ব্রতিগণ আমার অভিপ্রায়ানুসারে স্তব পাঠ করুন; কিন্তু আপনি ইঁহাদিগকে যে পরিমাণ ধন দান করিবেন, আমাকেও তাহাই দিতে হইবে। যজমান রাজা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইবে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অদ্যাপি ভগবাংস্ত্বেব মে মম সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈরার্ত্বিক্‌কর্ম্মার্থমস্তু। ইত্যুক্তস্তথেত্যাহোষস্তিঃ। কিন্ত্বেবং তর্হ্যেত এব ত্বয়া পূর্ব্বং বৃতাঃ ময়া সমতিসৃষ্টাঃ ময়া সম্যক্ প্রসন্নেনানুজ্ঞাতাঃ সন্তঃ স্তুবতাম্। ত্বয়া ত্বেতৎ কার্য্যং যাবত্ত্বেভ্যঃ প্রস্তোত্রাদিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ধনং দদ্যাঃ প্রযচ্ছসি, তাবন্মম দদ্যাঃ। ইত্যুক্তস্তথেতি হ যজমান উবাচ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"এখনও ভগবান্ আপনিই আমার এই সমস্ত ঋত্বিক্‌কর্ম্মে ব্রতী হউন"। রাজা এইরূপ বলিলে উষস্তি "তাহাই হউক" বলিয়া পুনরায় বলিয়াছিলেন, "কিন্তু আমাকেই যদি ব্রতী হইতে হয়, তাহা হইলে তুমি পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে বরণ করিয়াছিলে, আমি প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দিতেছি, তাঁহারাই সকলে স্তব পাঠ করুন। কিন্তু তুমি এই প্রস্তোতা প্রভৃতিকে যে পরিমাণ অর্থ দান করিবে, আমাকেও তাহাই দিতে হইবে।" উষস্তি এইরূপ বলিলে যজমান সেই রাজা "তাহাই হইবে" বলিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

অথ হৈনং প্রস্তোতোপসসাদ, প্রস্তোতঃ! যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ, কতমা সা দেবতা? ইতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর প্রস্তাবপাঠক উষস্তির সমীপে গমন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভগবান্ অর্থাৎ আপনি যে আমাকে বলিয়াছিলেন 'হে প্রস্তাবপাঠক! যে দেবতা এই প্রস্তাবে অনুগত অর্থাৎ প্রস্তাবের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইবে' সেই দেবতাটি কে? তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি" ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ হৈনমৌষস্ত্যং বচঃ শ্রুত্বা প্রস্তোতা উপসসাদ উষস্তিং বিনয়েনোপজগাম। প্রস্তোতঃ! যা দেবতেত্যাদি মা মাং ভগবানবোচৎ পূর্ব্বম্, কতমা সা দেবতা যা প্রস্তাবভক্তিমন্বায়ত্তা ?। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর উষস্তির ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রস্তাবপাঠক অতি বিনীতভাবে তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আপনি আমাকে পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলেন, 'হে প্রস্তোতঃ! যে দেবতা-ইত্যাদি। প্রস্তাবভাগে যে দেবতা অনুগত আছেন, সেই দেবতাটি কে? তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি॥ ৪॥

প্রাণ ইতি হোবাচ, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভি-সংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে, সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রাস্তোষ্যো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ, তথোক্তস্য ময়েতি॥ ৫॥

অনুবাদ।—উষস্তি বলিয়াছিলেন, 'সেই দেবতা প্রাণ'। এই সমস্ত ভূতই প্রাণেই বিলীন হয়, আবার প্রাণকেই লক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন হয়। সেই এই প্রাণ দেবতাই প্রস্তাবে অনুগত আছেন। আমা কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত অর্থাৎ নিষিদ্ধ হইয়াও যদি তুমি সেই দেবতাকে না জানিয়া প্রস্তাব পাঠ করিতে, নিশ্চয়ই তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইতি পৃষ্টঃ প্রাণ ইতি হোবাচ। যুক্তং প্রস্তাবস্য প্রাণো দেবতেতি। কথম্? সর্ব্বাণি স্থাবরজঙ্গমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রলয়কালে, প্রাণমভি লক্ষয়িত্বা প্রাণাত্মনৈবোজ্জিহতে প্রাণাদেবোদ্গচ্ছন্তীত্যর্থ উৎপত্তিকালে; অতঃ সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা। তাঞ্চেদবিদ্বান্ ত্বং প্রাস্তোষ্যঃ প্রস্তবনং প্রস্তাবভক্তিং কৃতবানসি যদি, মূর্দ্ধা শিরস্তে, ব্যপতিষ্যৎ বিপতিতমভবিষ্যৎ, তথোক্তস্য ময়া তৎকালে মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। অতস্ত্বয়া সাধু কৃতং, ময়া নিষিদ্ধঃ কর্ম্মণো যদুপরমমকার্ষী-রিত্যভিপ্রায়ঃ। ৫॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রস্তোতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উষস্তি উত্তর দিয়াছিলেন, সেই দেবতা প্রাণ। প্রাণ-ই যে প্রস্তাবের দেবতা, ইহা যুক্তিসঙ্গতও বটে; কারণ, প্রলয়কালে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতই সর্ব্বতোভাবে প্রাণেই প্রবিষ্ট হয়, আবার উৎপত্তিকালে প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণস্বরূপেই অর্থাৎ প্রাণ হইতেই উদ্গত হয়, অতএব সেই এই প্রাণ দেবতাই প্রস্তাবে অনুগত আছেন। সেই দেবতাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ করিতে, তাহা হইলে

আমি যে বলিয়াছিলাম, তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে, আমার সেই বাক্যানুসারে তোমার মস্তক নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইত। অভিপ্রায় এই যে, আমাকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া তুমি যে প্রস্তাবপাঠ হইতে বিরত হইয়াছ, তাহা ভালই করিয়াছ ॥ ৫ ॥

অথ হৈনমুদ্গাতোপসসাদ, উদ্গাতঃ! যা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ, কতমা সা দেবতা? ইতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর উদ্গাতা উষস্তির নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছিলেন, "হে ভগবন্! আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হে উদ্গাতঃ! যে দেবতা এই উদ্গীথে অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদ্গীথ গান কর, তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে।' আমি জানিতে ইচ্ছা করি, সেই দেবতাটি কে?" ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথোদ্গাতা পপ্রচ্ছ, কতমা সোদ্গীথভক্তিমনুগতা অন্বায়ত্তা দেবতা? ইতি ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উদ্গাতাও সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উদ্গীথভাগে যে দেবতা অনুগত আছেন অর্থাৎ উদ্গীথের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি কে? ॥ ৬ ॥

আদিত্য ইতি হোবাচ, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাদিত্যমুচ্চৈঃ সন্তং গায়ন্তি, সৈষা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদবিদ্বানুদগাস্যো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—উষস্তি বলিয়াছিলেন, তিনি আদিত্য, কারণ, এই সমস্ত ভূতই উর্দ্ধে অবস্থিত আদিত্যকে গান করেন অর্থাৎ আদিত্যের স্তব করেন। সেই এই আদিত্য দেবই উদ্গীথে অনুগত আছেন অর্থাৎ উদ্গীথের অধিষ্ঠাতা। তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে না জানিয়া যদি তুমি উদ্গীথ পাঠ করিতে, তাহা হইলে আমা কর্ত্তৃক উক্ত অর্থাৎ আমার বাক্যানুসারে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পৃষ্ট আদিত্য ইতি হোবাচ। সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি আদিত্যমুচ্চৈরূর্দ্ধং সন্তং গায়ন্তি শব্দায়ন্তি, স্তুবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ, 'উৎ'শব্দসামান্যাৎ 'প্রণবসামান্যাদিব প্রাণঃ'; অতঃ সৈষা দেবতেত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উদ্গাতা কর্ত্তৃক ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উষস্তি বলিয়াছিলেন, সেই দেবতা আদিত্য। এই সমস্ত প্রাণীই উর্দ্ধদেশে অবস্থিত

আদিত্যকে গান করে অর্থাৎ আদিত্যের স্তব করে। এ স্থানে বক্তব্য এই যে, প্রস্তাব শব্দেও 'প্র' এই শব্দটি আছে, প্রাণ শব্দেও 'প্র' এই শব্দটি আছে, উভয়স্থলেই 'প্র' এই অক্ষরটির সাদৃশ্য থাকায় প্রাণ যেমন প্রস্তাবের দেবতা, সেইরূপ উদ্গীথের 'উং' এই শব্দের সহিত উর্দ্ধস্থ এই শব্দটির 'উং' এই শব্দের সাদৃশ্য থাকায় আদিত্য উদ্গীথের দেবতা। 'সেই এই দেবতা' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ৭ ॥

অথ হৈনং প্রতিহর্ত্তোপসসাদ, প্রতিহর্ত্তঃ! যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ; কতমা সা দেবতা? ইতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর প্রতিহর্ত্তা উষস্তির সমীপে গমন করিয়াছিলেন ও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হে প্রতিহর্ত্তঃ! অর্থাৎ হে প্রতিহারপাঠক! প্রতিহারে অনুগত অর্থাৎ প্রতিহারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রতিহার পাঠ কর, তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে।' সেই দেবতাটি কে? আমি জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবমেবাথ হৈনং প্রতিহর্ত্তোপসসাদ; কতমা সা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা? ॥ ৮ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর প্রতিহারপাঠকও ঐরূপভাবে অর্থাৎ প্রস্তোতা ও উদ্গাতার ন্যায় উষস্তির নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যিনি প্রতিহারে অনুগত আছেন, সেই দেবতা কে? ॥ ৮ ॥

অন্নমিতি হোবাচ, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি, সৈষা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রত্যহরিষ্যো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি তথোক্তস্য ময়েতি ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—উষস্তি বলিয়াছিলেন, অন্নই সেই দেবতা, এই সমস্ত ভূতই অন্ন প্রতিহরণ অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়াই জীবিত থাকে। সেই এই অন্ন দেবতাই প্রতিহারে অনুগত আছেন। তাঁহাকে না জানিয়া তুমি যদি প্রতীহার অর্থাৎ সামবেদের অংশবিশেষ পাঠ করিতে, তাহা হইলে আমার বাক্যানুযায়ী তোমার মস্তক নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইত ॥ ৯ ॥

প্রথম প্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইতি পৃষ্টোঽন্নমিতি হোবাচ; সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতান্নমেবাত্মানঃ প্রতি সর্ব্বতঃ প্রতিহরমাণানি জীবন্তি, সৈষা দেবতা প্রতিশব্দসামান্যাৎ প্রতিহারভক্তিমনুগতা। সমানমন্যৎ। তথোক্তস্য ময়েতি। প্রস্তাবোদ্গীথপ্রতিহারভক্তীঃ প্রাণাদিত্যান্নদৃষ্ট্যোপাসীতেতি সমুদায়ার্থঃ। প্রাণাদ্যাপত্তিঃ কর্ম্মসমৃদ্ধির্ব্বা ফলমিতি ॥ ৯।

ইতি প্রথমপ্রপাঠকে একাদশখণ্ডভাষ্যম্। ১১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রতিহারপাঠক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উষস্তি বলিয়াছিলেন, সেই দেবতা অন্ন, কারণ, এই সমস্ত প্রাণীই নিজের জন্য সর্ব্বস্থান হইতে অন্ন আহরণ করিয়াই জীবিত থাকে। অন্নপ্রতিহরণ এই শব্দের 'প্রতি' শব্দের সহিত প্রতিহার শব্দের 'প্রতি' এই অংশের সাদৃশ্য থাকায় সেই এই অন্নদেবতাই প্রতিহারবিভাগে অনুগত আছেন। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় জানিবে। অভিপ্রায় এই যে—প্রস্তাবভাগ, উদ্গীথভাগ ও প্রতিহারভাগে প্রাণ আদিত্য ও অন্নদৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রস্তাব প্রভৃতিকে প্রাণাদি বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে এবং তাহার ফলে প্রাণাদি প্রাপ্তি অথবা আরব্ধ কর্ম্মের উৎকর্ষ সাধিত হয় ॥ ৯ ॥

প্রথম প্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

অথাতঃ শৌব উদ্‌গীথঃ, তদ্ধ বকো দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায়মুদ্‌বব্রাজ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর অন্নলাভাকাঙ্ক্ষায় শৌব অর্থাৎ কুক্কুর কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা কুক্কুর কর্ত্তৃক পঠিত উদ্‌গীথের বর্ণনা করিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে—বক ঋষির স্বাধ্যায়ে ঐ মন্ত্রের ঋষি বা দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া কুক্কুরমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক উদ্‌গীথ গান করায় ঐ উদ্‌গীথের 'শৌব উদ্‌গীথ' এইরূপ নাম হইয়াছে। এ বিষয়ে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে যে, দল্‌ভের পুত্র বক, ইনি মিত্রাপুত্র মৈত্রেয় গ্লাব বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন, ঐ দাল্‌ভ্য বক বা মৈত্রেয় গ্লাব স্বাধ্যায় অর্থাৎ উদ্‌গীথ গান করার নিমিত্ত নির্জন স্থানে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অতীতে খণ্ডেঽন্না প্রাপ্তিনিমিত্তা কষ্টাবস্থোক্তা উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টপর্য্যুষিতভক্ষণলক্ষণা, সা মা ভূদিত্যন্নলাভায়াথানন্তরং শৌবঃ শ্বভির্দ্দৃষ্ট উদ্গীথ উদ্গানং সামাতঃ প্রস্তূয়তে। তৎ তত্র কিল বকো নামতো দল্‌ভস্যাপত্যং দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা নামতঃ মিত্রায়াশ্চাপত্যং মৈত্রেয়ঃ। বা শব্দশ্চার্থে। দ্ব্যামুষ্যায়ণো হ্যসৌ, বস্তুবিষয়ে ক্রিয়াস্বিব বিকল্পানুপপত্তেঃ; দ্বিনামা দ্বিগোত্র ইত্যাদি হি স্মৃতিঃ। দৃশ্যতে চ উভয়তঃ পিণ্ডভাক্ত্বম্। উদ্গীথে বদ্ধচিত্তত্বাদৃষাবনাদরাদ্বা। বাশব্দঃ স্বাধ্যায়ার্থঃ। স্বাধ্যায়ং কর্ত্তুং গ্রামাদ্বহিরুদ্বব্রাজোদ্গতবান্ বিবিক্তদেশস্থোদকাভ্যাশম। 'উদ্বব্রাজ' 'প্রতিপালয়াঞ্চকার'ইতি চৈকবচনাল্লিঙ্গাদেকোঽসাবৃষিঃ। শ্বোদ্গীথকালপ্রতিপালনাদৃষেঃ স্বাধ্যায়করণমন্নকামনয়েতি লক্ষ্যতে ইত্যভিপ্রায়তঃ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বখণ্ডে অন্নাভাবে উচ্ছিষ্টেরও উচ্ছিষ্ট ও পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসী অন্নভোজনরূপ দারুণ ক্লেশকর অবস্থার বিষয় বলা হইয়াছে। সেইরূপ অবস্থা আর যাহাতে না হয় অর্থাৎ সুলভে অন্ন লাভ করা যায়, এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি শৌব অর্থাৎ কুক্কুরগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট উদ্‌গীথ বা উচ্চৈঃস্বরে সাম গান আরম্ভ করিতেছেন। এ বিষয়ে এইরূপ একটি ইতিহাস আছে যে, দল্‌ভপুত্র বক নামক ঋষি, ইনি মিত্রাপুত্র বলিয়া মৈত্রেয় গ্লাব নামেও বিখ্যাত ছিলেন। ইনি স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত গ্রামের বহির্ভাগে নির্জ্জনদেশস্থ জলসমীপে গমন করিয়াছিলেন। কুক্কুরদৃষ্ট উদ্‌গীথ শ্রবণের নিমিত্ত কাল প্রতীক্ষা করায় এই ঋষি যে অন্নকামনাতেই স্বাধ্যায়ে প্রবৃত্ত

হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে, দাল্ভ্য বক অথবা মৈত্রেয় গ্লাব এইরূপ উক্তি থাকায় উঁহারা দুই জন পৃথক্ পৃথক্ ঋষি। এই সন্দেহভঞ্জনের জন্যই ভাষ্যকার বলিতেছেন—মূলে যে 'বা' শব্দটি আছে, উহা সমুচ্চয়ার্থক, বিকল্পার্থক নহে ; কারণ, ক্রিয়াবিষয়ে প্রযুক্ত 'বা' শব্দ বিকল্পার্থক হয় বটে, কিন্তু বস্তুবিষয়ে প্রযুক্ত 'বা' শব্দের বিকল্পার্থ কল্পনা অসঙ্গত। স্মৃতিতেও একই ব্যক্তির দুইটি নাম ও দুইটি গোত্রের উল্লেখ দেখা যায়, ইহাদিগকে দ্ব্যামুষ্যায়ণ (অর্থাৎ অন্যের স্ত্রীতে অন্য পুরুষ দ্বারা উৎপাদিত পুত্রবিশেষ) বলে, এই ঋষিও দ্ব্যামুষ্যায়ণ বলিয়া ইঁহার দুই গোত্র ও দুই নাম উক্ত হইয়াছে, ইঁহারা উভয়পক্ষেই পিণ্ডভাগী হন। "উদ্‌বব্রাজ" "প্রতিপালয়াঞ্চকার" এক বচনের এই দুইটি ক্রিয়া থাকাতেও এই ঋষি এক জনই, দুই জন বলিয়া মনে হয় না। ভাষ্যকার প্রকারান্তরেও ইহার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন, ঐ সময়ে উদ্গীথবিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় ঋষিনিরূপণবিষয়ে লক্ষ্য ও আগ্রহ ছিল না বলিয়া এইরূপ দুই গোত্র দুই নাম উল্লিখিত হইতেও পারে ॥ ১ ॥

তস্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাদুর্ব্বভূব, তমন্যে শ্বান উপসমেত্যোচুরন্নং নো ভগবানাগায়ত্বশনায়াম বা ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—একটি শ্বেতবর্ণ কুকুর সেই বক ঋষিকে অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত সেই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। সেই সময়ে অপর কয়েকটি কুকুর তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, হে ভগবন্! আমরা ক্ষুধার্ত্ত, কিছু ভোজন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাদিগের অন্নপ্রাপ্তির নিমিত্ত সম্যক্‌রূপ সাম গান করুন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স্বাধ্যায়েন তোষিতা দেবতা ঋষির্ব্বা শ্বরূপং গৃহীত্বা শ্বা শ্বেতঃ সন্ তস্মৈ ঋষয়ে তদনুগ্রহার্থং প্রাদুর্ব্বভূব প্রাদুশ্চকার। তমন্যে শুক্লং শ্বানং ক্ষুল্লকাঃ ক্ষুদ্রকাঃ শ্বান উপসমেত্য উচুরুক্তবন্তঃ, অন্নং নোঽস্মভ্যং ভগবানাগায়ত্বাগানেন নিষ্পাদয়ত্বিত্যর্থঃ। মুখ্যপ্রাণবাগাদয়ো বা প্রাণমন্বন্নভুজঃ স্বাধ্যায়পরিতোষিতাঃ সন্তোঽনুগৃহ্নীয়ুরেনং শ্বরূপমাদায়েতি যুক্তমেবং প্রতিপত্তুম্। অশনায়াম বৈ বুভুক্ষিতাঃ স্মো বৈ ইত্যেবমুক্তবন্তঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কোন ঋষি বা দেবতা বক ঋষির স্বাধ্যায়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত শ্বেতবর্ণ কুকুররূপ ধারণপূর্ব্বক সেই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অপর কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি কুকুরও সেই শ্বেতবর্ণ কুকুরের নিকট সমাগত হইয়া বলিয়াছিল, "ভগবন্! আমরা

অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি, আপনি আমাদের নিমিত্ত সেইরূপ ভাবে সাম গান করুন, যাহাতে করিয়া আমাদের অন্নলাভ হয়। এ স্থানে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ক্ষুদ্রাকৃতি অন্য কুকুরগুলিও কোন দেবতা বা ঋষি অথবা মুখ্য প্রাণ ও বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ, যাহারা প্রাণের অনুগত থাকিয়াই নিজ নিজ অন্ন ভোগ করিয়া থাকে, তাহারাই বক ঋষির স্বাধ্যায়ে সন্তুষ্ট হইয়া কুকুরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে অনুগৃহীত করিয়াছিল, এইরূপ বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত ॥ ২ ॥

তান্ হোবাচ, ইহৈব মা প্রাতরুপসমীয়াতেতি। তদ্ধ বকো দাল্ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সেই শ্বেত কুকুর ক্ষুদ্র কুকুরগুলিকে বলিয়াছিল, "তোমরা প্রাতঃকালে এই স্থানেই আমার নিকট আগমন করিও।" দাল্ভ্য বক বা মৈত্রেয় গ্লাব সেই স্থানে তাহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবমুক্তে শ্বা শ্বেতস্তান্ ক্ষুল্লকান্ শুন ইহৈবাস্মিন্নেব দেশে মা মাং প্রাতঃকালে উপসমীয়াতেতি। দৈর্ঘ্যং ছান্দসং, সমীয়াতেতি প্রমাদপাঠো বা। প্রাতঃকালকরণং তৎকাল এব কর্ত্তব্যার্থম্। অন্নদস্য বা সবিতুরপরাহ্নে অনাভিমুখ্যাৎ। তৎ তত্রৈব হ বকো দাল্ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয় ঋষিঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার প্রতীক্ষণং কৃতবানিত্যর্থঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ক্ষুদ্র কুকুরগুলি ঐরূপ বলিলে শ্বেত কুকুর তাহাদিগকে বলিয়াছিল, "তোমরা প্রাতঃকালে এই স্থানেই আমার নিকট আগমন করিও।" মূলোক্ত "সমীয়াত" এই পদে 'মী' এই অক্ষরটি হ্রস্ব ইকার হওয়া উচিত হইলেও ছন্দের অনুরোধে দীর্ঘ ঈকার হইয়াছে, অথবা দীর্ঘ ঈকার ভ্রম বশতও হইতে পারে। প্রাতঃকালে আসিতে বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রাতঃকালেই উদ্গীথ গান করা কর্ত্তব্য, অথবা জীবের অন্নপ্রদাতা সূর্য্যদেব প্রাতঃকালেই সম্মুখে অবস্থিতি করেন, অপরাহ্নে করেন না বলিয়াই প্রাতঃকালে আসিতে বলা হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া দাল্ভ্য বক অথবা মৈত্রেয় গ্লাব ঋষি সেই স্থানেই সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তি, ইত্যেবমাসসৃপুঃ, তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—আরব্ধ যজ্ঞকর্ম্মে 'বহিষ্পবমান' নামক স্তববিশেষের দ্বারা স্তুতি করিতে উদ্যত উদ্গাতৃগণ যেরূপ পরস্পর সংলগ্নভাবে পরিক্রমণ করেন,

সেই ক্ষুদ্র কুক্কুরগণও সেইরূপ ভাবে সংলগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়াছিল ও সেই ঋষির নিকট উপবিষ্ট হইয়া 'হিং' এই শব্দ করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তে শ্বানস্তত্রৈবাগত্য ঋষেঃ সমক্ষং, যথৈবেহ কর্ম্মণি বহিষ্পবমাণেন স্তোত্রেণ স্তোষ্যমাণা উদ্গাতৃপুরুষাঃ সংরব্ধাঃ সংলগ্নাঃ অন্যোঽন্যমেব সর্পন্তি, এবং মুখেনান্যোঽন্যস্য পুচ্ছং গৃহীত্বা আসস্পুরাস্পৃপ্তবন্তঃ, পরিভ্রমণং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। তে এবং সংসৃপ্য সমুপবিশ্যোপবিষ্টাঃ সন্তো হিং চক্রুর্হিংকারং কৃতবন্তঃ। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আরব্ধ এই যজ্ঞ কার্য্যে 'বহিষ্পবমাণ' নামক স্তোত্রবিশেষ দ্বারা স্তবপাঠেচ্ছু উদ্গাতৃগণ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যেরূপ পরিক্রমণ করেন, সেই ক্ষুদ্র কুক্কুরগণও সেই স্থানে আগমন করিয়া ঋষির সম্মুখে মুখ দ্বারা পরস্পরের পুচ্ছ গ্রহণপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়াছিল ও তদনন্তর উপবিষ্ট হইয়া 'হিং' এইরূপ শব্দ করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

ওঁ৩মদা৩ম৩ ওঁ৩পিবা৩ম৩ ওঁ৩ দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা২ন্নমিহা২হরদন্নপতে৩ঽন্নমিহা২হরা২হরো৩মিতি* ॥৫॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সম্প্রতি হিঙ্কারের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। 'ওম্' আহার করিব, 'ওম্' পান করিব, 'ওম্' জগৎপ্রকাশক, বারিবর্ষণকারী, লোকসমূহের অন্নদাতা অতএব লোকপালক, সবিতা অর্থাৎ সর্ব্বলোকের উৎপত্তিকারণ সূর্য্যদেব এই স্থানে আমাদিগকে অন্নদান করুন। হে অন্নদাতা সূর্য্য! আপনি আমাদিগকে এই স্থানে অন্নদান করুন, অন্নদান করুন 'ওম্' ॥ ৮ ॥

প্রথমপ্রপাঠকে দ্বাদশখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—ওমদাম, ওম্ পিবাম, ওঁ দেবো দ্যোতনাৎ, বরুণো বর্ষণাজ্জগতঃ, প্রজাপতিঃ পালনাৎ প্রজানাম্, সবিতা প্রসবিতৃত্বাৎ সর্ব্বস্যাদিত্য উচ্যতে। এতৈঃ পর্য্যায়ৈঃ স এবম্ভূত আদিত্যোঽন্নমস্মভ্যমিহাহরৎ আহরত্বিতি। তে এবং হিং কৃত্বা পুনরপ্যূচুঃ, স ত্বং হে অন্নপতে! স হিং সর্ব্বস্যান্নস্য প্রসবিতৃত্বাৎ পতিঃ, ন হি তৎপাকেন বিনা প্রসৃতমন্নমণুমাত্রমপি জায়তে প্রাণিনাম্, অতোঽন্নপতিঃ। হে অন্নপতে! অন্নমস্মভ্যমিহাহরাহরেতি। অভ্যাস আদরার্থঃ। ওমিতি। ৫।

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্। ১২।

---

* মূলে যে '৩' '২' অঙ্কগুলি আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—'৩' অঙ্ক চিহ্নিত বাক্যগুলি প্লুতস্বরে ও '২' অঙ্ক চিহ্নিত শব্দগুলি দীর্ঘস্বরে উচ্চারিত হইবে। এইরূপ স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘাদি মাত্রা যথাযথভাবে উচ্চারণ করিতে না পারিলে মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'ওম্' আমরা আহার করিব, 'ওম্' আমরা পান করিব। 'ওম্' দেব অর্থাৎ সর্ব্বলোকপ্রকাশক, বরুণ অর্থাৎ এই পৃথিবীতে বারিবর্ষণকারী, প্রজাপতি অর্থাৎ সর্ব্বলোকের প্রতিপালনকর্ত্তা ও সবিতা অর্থাৎ সকলের উৎপত্তিহেতু। তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যদেব সমস্ত জগৎকে আলোকিত করেন বলিয়া তাঁহার একটি নাম দেব, তিনি পৃথিবীতে জল বর্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার একটি নাম বরুণ, তিনি লোকসমূহকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়া তাঁহার আর একটি নাম প্রজাপতি, তিনি সকলের প্রসবিতা অর্থাৎ জলবর্ষণাদি দ্বারা তিনি শস্যোৎপাদন করেন ও সেই শস্যভক্ষণের দ্বারা লোকসমূহ জীবন ধারণ করে ও সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হয়, এ জন্য তাঁহার অপর একটি নাম সবিতা, এই সমস্ত নামে পরিচিত সূর্য্যদেব এই স্থানে আমাদিগকে অন্নদান করুন। সেই ক্ষুদ্র কুক্কুরগণ 'হিং' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া পুনরায় বলিয়াছিল, হে অন্নপতে! (অর্থাৎ সর্ব্ববিধ অন্নের প্রসবকর্ত্তা, সূর্য্যকিরণ না পাইলে ও সূর্য্যদেব জলবর্ষণ না করিলে কোন শস্যই পক্ব হইতে পারে না ও প্রাণিগণ জীবন ধারণ করিতে পারে না বলিয়াই তিনি অন্নপতি) আপনি আমাদিগকে এই স্থানে অন্নদান করুন, অন্নদান করুন। "অন্নদান করুন, অন্নদান করুন" এই দ্বিরুক্তি প্রার্থনাবিষয়ে ঐকান্তিক আগ্রহসূচক ॥ ৫ ॥

প্রথমপ্রপাঠকের দ্বাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

অয়ং বাব লোকো হাউকারঃ, বায়ুর্হাইকারঃ, চন্দ্রমা অথ-কারঃ, আত্মেহকারঃ, অগ্নিরীকারঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—দৃশ্যমান এই জগৎই 'হাউকার'। বায়ু 'হাইকার'। চন্দ্র 'অথকার'। আত্মা 'ইহকার'। অগ্নি 'ঈকার' ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ভক্তিবিষয়োপাসনং সামাবয়বসম্বদ্ধমিত্যতঃ সামাবয়বা-স্তরস্তোভাক্ষরবিষয়াণ্যুপাসনান্তরাণি সংহতান্যুপদিশ্যন্তে অনন্তরং, তেষাং সামাবয়ব-সম্বদ্ধত্বাবিশেষাৎ। অয়ং বাবায়মেব লোকো হাউকারঃ স্তোভো রথন্তরে সাম্নি প্রসিদ্ধঃ। "ইয়ং বৈ রথন্তরম্" ইতি; অস্মাৎ সম্বন্ধসামান্যাদ্ধাউকারস্তোভোহয়ং লোক ইত্যেবমুপা-সীত। বায়ুর্হাইকারঃ, বামদেব্যে সামনি হাইকারঃ প্রসিদ্ধঃ। বায়ুপসম্বন্ধশ্চ বামদেব্যস্য সাম্নো যোনিরিতি; অস্মাৎ সামান্যাদ্ধাইকারং বায়ুদৃষ্ট্যোপাসীত। চন্দ্রমা অথকারঃ; চন্দ্র-দৃষ্ট্যাঽথকারমুপাসীত। অন্নে হীদং স্থিতম্, অন্নাত্মা চন্দ্রঃ, থকারাকারসামান্যাচ্চ। আত্মা ইহকারঃ; ইহেতি স্তোভঃ, প্রত্যক্ষো হ্যাত্মা ইহেতি ব্যপদিশ্যতে; ইহেতি চ স্তোভঃ তৎসামান্যাৎ; অগ্নিরীকারঃ, ঈ-নিধনানি চাগ্নেয়ানি সর্ব্বাণি সামানীত্য-তস্তৎসামান্যাৎ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সামবেদের অংশবিশেষ উদ্গীথভক্তি-বিষয়ক উপাসনার বিষয় বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি সামেরই অপরাংশবিশেষ স্তোভাক্ষর-বিষয়ক অন্তবিধ উপাসনাসমূহের বিষয় একত্রেই বর্ণনা করিতেছেন, কারণ, এই সমস্ত উপাসনাও সামেরই অংশবিশেষে সংশ্লিষ্ট। এ স্থলে এইগুলি প্রথমেই জ্ঞাতব্য যে—'স্তোভ' সামবেদেরই একটি অংশবিশেষের নাম। এই স্তোভের মধ্যেই 'হাউ' 'হাই' 'অথ' 'ইহ' 'ঈ' এই কয়েকটি অক্ষরের উল্লেখ আছে। শ্রুতি এই অক্ষর-সমূহকে পৃথিবী বায়ু ইত্যাদি মনে করিয়া উপাসনা করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কোন একটি বস্তুকে অপর বস্তু মনে করিয়া উপাসনা করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে কিছু না কিছু সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন, ভাষ্যকার নানা ভাবে সেই সাদৃশ্যই দেখাইয়া-ছেন। যেমন 'হাউ' এই স্তোভকে পৃথিবী বিবেচনায় উপাসনা করিবে কেন? তাহার যুক্তি ও সাদৃশ্য দেখাইতেছেন যে—শ্রুতিবিশেষে পৃথিবীকে রথন্তর বলা হইয়াছে,

'হাউ' এই শব্দটিও সেই রথন্তর সামেরই অন্তর্গত, সুতরাং রথন্তরের ন্যায় 'হাউ' এই বাক্যটিও পৃথিবীর সহিত সমানসম্বন্ধবিশিষ্ট, এ জন্য 'হাউ'কে পৃথিবী মনে করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে। "এই পৃথিবীই রথন্তর" এই শ্রুতিতে পৃথিবী ও রথন্তরের তুল্যসম্বন্ধ বর্ণিত হওয়ায় ও 'হাউ'কার স্তোভ রথন্তর সামে অবস্থিত বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকায় উক্ত 'হাউ'কার স্তোভকে এই পৃথিবী মনে করিয়া উপাসনা করিবে। বায়ুর সহিত জলের সংযোগে বামদেব্যনামক সামের উৎপত্তি, 'হাই'কার স্তোভ বামদেব্য সামে অবস্থিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব বায়ু ও 'হাই'কারের সমান সম্বন্ধ থাকায় 'হাই'কার স্তোভকে বায়ু বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে। চন্দ্রই 'অথ'কার, কারণ, এই জগৎ অন্নেই অবস্থিত, অন্নাভাবে জাগতিক জীব একদিনও জীবিত থাকিতে পারে না, চন্দ্র সেই অন্নস্বরূপ, থকারবিশিষ্ট অকারের সহিত তুল্যতা বশতঃ 'অথ'কারকে চন্দ্র বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে। আত্মা 'ইহ'কার, 'ইহ' স্তোভবিশেষ, প্রত্যক্ষীভূত আত্মা 'ইহ' এই শব্দ দ্বারা কথিত হয়, অতএব স্তোভবিশেষ 'ইহ'কারকে আত্মা বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে। অগ্নিই 'ঈ'কার, কারণ, যে সমস্ত সাম আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নিসম্বন্ধী, তাহারা সকলেই 'ঈ' নিধন অর্থাৎ 'ঈ'কারবিশিষ্ট, অতএব এই সাদৃশ্যবশতঃ 'ঈ'কার নামক স্তোভকে অগ্নিজ্ঞানে উপাসনা করিবে ॥ ১ ॥

আদিত্য উকারঃ, নিহব একারঃ, বিশ্বেদেবা ঔহোয়িকারঃ, প্রজাপতির্হিংকারঃ, প্রাণঃ স্বরঃ, অন্নং যা, বাক্ বিরাট্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—আদিত্য বা সূর্য্যদেবই উকারাখ্য স্তোভস্বরূপ, নিহব অর্থাৎ আহ্বানই একারাখ্য স্তোভস্বরূপ, অগ্নিবাত্বাদি বিশ্বেদেবগণই ঔহোয়িকার স্তোভস্বরূপ, প্রজাপতিই হিংকার-স্তোভস্বরূপ, প্রাণই স্বর-নামক স্তোভস্বরূপ, অন্ন যা-নামক স্তোভস্বরূপ ও বাক্যনামক স্তোভ বিরাট্-সদৃশ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—আদিত্য উকারঃ, উচ্চৈরূর্দ্ধং সন্তমাদিত্যং গায়ন্তী-ত্যূকারশ্চায়ং স্তোভঃ, আদিত্যদৈবত্যে সাম্নি স্তোভঃ ইত্যাদিত্য উকারঃ। নিহব ইত্যাহ্বানম্, একারঃ স্তোভঃ ; এহীতি চাহ্বয়ন্তীতি তৎসামান্যাৎ। বিশ্বেদেবা ঔহোয়িকারঃ, বৈশ্বদেব্যে সাম্নি স্তোভস্য দর্শনাৎ। প্রজাপতির্হিংকারঃ, আনিরুক্ত্যাদ্ধিংকারস্য চাব্যক্তত্বাৎ। প্রাণঃ স্বরঃ ; স্বর ইতি স্তোভঃ, প্রাণস্য চ স্বরহেতুত্বসামান্যাৎ। অন্নং যা, যা ইতি স্তোভোঽন্নম্ ; অন্নেন হীদং যাতীত্যতস্তৎসামান্যাৎ। বাগিতি স্তোভো বিরাট্, অন্নং দেবতাবিশেষো বা, বৈরাজে সাম্নি স্তোভদর্শনাৎ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আদিত্যদৈবতক সামে 'উ'কার নামক স্তোভ বিদ্যমান আছে, লোকে আদিত্যকে ঊর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়াই কীর্ত্তন করে, অতএব 'উ'কারের সহিত আদিত্যের সাম্য থাকায় আদিত্যই 'উ'কার অর্থাৎ 'উ'কার স্তোভকে আদিত্যজ্ঞানে উপাসনা করিবে। নিহব শব্দের অর্থ আহ্বান, 'এ'কারও একটি স্তোভবিশেষ, লোকসমূহ কাহাকেও আহ্বান করিতে হইলে 'এহি' অর্থাৎ 'এস' বলিয়া আহ্বান করে, অতএব এই আহ্বানের সহিত সাম্য থাকায় 'এ'কারাখ্য স্তোভে নিহব জ্ঞান করিবে। বিশ্বেদেবগণ 'ঔহোয়ি'কার নামক স্তোভস্বরূপ, কারণ, বৈশ্বদেবত সামে ঐ স্তোভটি বিদ্যমান আছে। প্রজাপতি 'হিং'কার নামক স্তোভস্বরূপ, কারণ, 'হিং' একটি অব্যক্ত শব্দবিশেষ, প্রজাপতিও অনির্ব্বাচ্য। প্রাণ 'স্বর' নামক স্তোভস্বরূপ, কারণ, 'স্বর' একটি স্তোভ, আর প্রাণই সেই স্বরের হেতুস্বরূপ, অতএব উহাদের সাম্য থাকায় প্রাণই 'স্বর'। অন্ন 'যা' এই স্তোভস্বরূপ, অন্নের সাহায্যেই ইহা 'যাতি' অর্থাৎ গমন করে বলিয়া উহাদের সাম্য থাকায় 'যা' এই স্তোভে অন্ন বিবেচনা করিবে। বৈরাজ অর্থাৎ বিরাট্‌দৈবতক সামে 'বাক্' এই স্তোভটি দৃষ্ট হয় বলিয়া 'বাক্'ই বিরাট্‌স্বরূপ, অথবা অন্ন অর্থাৎ দেবতা-বিশেষ ॥ ২ ॥

অনিরুক্তস্ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ সঞ্চরো হুঙ্কারঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—ত্রয়োদশসংখ্যক স্তোভ 'হুং'কারটি অনিরুক্ত অর্থাৎ কারণ-স্বরূপ, অব্যক্ত বলিয়া উহার বিশেষ নিরূপণ করা যায় না এবং সেই জন্যই সঞ্চর অর্থাৎ নানাবিধরূপে কল্পিত হয় ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অনিরুক্তোঽব্যক্তত্বাৎ ইদং চেদং কেতি নির্ব্বক্তুং ন শক্যতে ইত্যতঃ সঞ্চরো বিকল্প্যমানস্বরূপ ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ? ইত্যাহ, ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ হুঙ্কারঃ। অব্যক্তো হ্যয়ম্, অতোঽনিরুক্তবিশেষ এবোপাস্য ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ত্রয়োদশস্তোভ 'হুং'কার অনিরুক্ত অর্থাৎ অব্যক্ত বলিয়া ইহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে কেহ সমর্থ হয় না এবং সেই জন্যই সঞ্চর অর্থাৎ যাহার যেরূপ মনে হয়, সে সেইরূপেই কল্পনা করে। কারণ-পদার্থটি যেমন অনিরুক্ত বা অব্যক্ত, এই 'হুং'কারও সেইরূপ অনিরুক্ত, এ জন্য উহার কোন বিশেষ নির্ণয় না করিয়াই যাহার যেরূপ অভিপ্রায় হয়, সেই ভাবেই কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবে ॥ ৩ ॥

দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহঃ, অন্নবানন্নাদো ভবতি, য এতামেবꣳ সাম্নামুপনিষদং বেদোপনিষদং বেদ ইতি ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে প্রথমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ।—যিনি উক্তরূপ গুণসম্পন্ন সামোপনিষৎকে জানেন, বাগিন্দ্রিয়ের যে দোহ অর্থাৎ সার, বাগিন্দ্রিয় ঐ ব্যক্তিকে তাহা দোহন করেন অর্থাৎ দান করেন। সেই ব্যক্তি প্রভূতপরিমাণে অন্নলাভ ও অন্নভোজন করিতে সমর্থ হন। 'উপনিষদং বেদ' এই বাক্যটির দ্বিরুক্তি অধ্যায়সমাপ্তিসূচক ॥ ৪ ॥

প্রথমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স্তোভাক্ষরোপাসনাফলমাহ। দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহমিত্যাদ্যুক্তার্থম্। য এতামেবং যথোক্তলক্ষণাং সাম্নাং সামাবয়বস্তোভাক্ষরবিষয়ামুপনিষদং দর্শনং বেদ, তস্যৈতৎ যথোক্তং ফলমিত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ। সামাবয়ববিষয়োপাসনাবিশেষপরিসমাপ্ত্যর্থ ইতি শব্দঃ ইতি। ৪।

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৩।

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্বিবরণে

প্রথমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রুতিতে স্তোভাক্ষরের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই শ্রুতিতে স্তোভাক্ষরসমূহের উপাসনার ফল বর্ণনা করিতেছেন। যে ব্যক্তি সামের অবয়ববিশেষ স্তোভাক্ষরবিষয়ক এই উপনিষৎকে বিশেষভাবে জানেন, বাগিন্দ্রিয় তাঁহার উদ্দেশে অর্থাৎ তাঁহাকে দোহ অর্থাৎ সার পদার্থ প্রদান করেন ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। 'উপনিষদং বেদ' এই বাক্যটি দুইবার উচ্চারণ করিবার উদ্দেশ্য—এই অধ্যায় সমাপ্ত হইল, ইহাই জানান। আর সামের অংশবিষয়ক উপাসনাবিশেষের বর্ণনা এই স্থানেই শেষ করা হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'ইতি' এই শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

প্রথমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

প্রথম প্রপাঠক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

॥ ওঁ ॥ সমস্তস্য খলু সাম্ন উপাসনং সাধু, যৎ খলু সাধু, তৎ সামেত্যাচক্ষতে, যদসাধু তদসামেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—সম্পূর্ণ সামের উপাসনাই সাধু অর্থাৎ উত্তম। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু সাধু, তাহাই সাম ও যাহা অসাধু অর্থাৎ মন্দ, তাহাই অসাম বলিয়া কথিত হয় ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—"ওমিত্যেতদক্ষরম্" ইত্যাদিনা সামাবয়ববিশেষমুপাসনমনেকফলমুপদিষ্টম্। অনন্তরঞ্চ স্তোভাক্ষরবিষয়মুপাসনমুক্তম্। সর্ব্বথাঽপি সামৈকদেশসম্বদ্ধমেব তদিতি। অথেদানীং সমস্তে সাম্নি সমস্তসামবিষয়াণ্যুপাসনানি বক্ষ্যামীত্যারভতে শ্রুতিঃ। যুক্তং হ্যেকদেশোপাসনানন্তরমেকদেশিবিষয়মুপাসনমুচ্যতে ইতি। সমস্তস্য সর্ব্বাবয়ববিশিষ্টস্য পাঞ্চভক্তিকস্য সাপ্তভক্তিকস্য চেত্যর্থঃ। খল্বিতি বাক্যালঙ্কারার্থঃ। সাম্নঃ উপাসনং সাধু, সমস্তে সাম্নি সাধুদৃষ্টিবিধিপরত্বাৎ; ন পূর্ব্বোপাসননিন্দার্থত্বং সাধুশব্দস্য। নমু পূর্ব্বত্রাবিদ্যমানং সাধুত্বং সমস্তে সাম্নি অভিধীয়তে? ন, "সাধু সামেত্যুপাস্তে" ইত্যুপসংহারাৎ। সাধুশব্দঃ শোভনবাচী। কথমবগম্যতে? ইত্যাহ, যৎ খলু লোকে সাধু শোভনমনবদ্যং প্রসিদ্ধং, তৎ সামেত্যাচক্ষতে কুশলাঃ, যদসাধু বিপরীতং, তদসামেতি। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"ওমিত্যেতদক্ষরম্" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বহুফলপ্রদ সামাবয়ববিশেষ উদ্গীথাদিবিষয়ক উপাসনা বলা হইয়াছে। তদনন্তর স্তোভাক্ষরবিষয়ক উপাসনাও বলা হইয়াছে, ঐ সমস্ত উপাসনাই সামের অংশবিশেষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সম্প্রতি সমস্ত সামবিষয়ে উপাসনা বলিবার নিমিত্ত শ্রুতি আরম্ভ করিতেছেন। কারণ, একদেশ অর্থাৎ অংশবিশেষের উপাসনা বলার পর একদেশী অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিষয়ের উপাসনা বলা যুক্তিসঙ্গত। সমস্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট অর্থাৎ পাঞ্চভক্তিক ও সাপ্তভক্তিক * বা পঞ্চ বা সপ্তভাগে বিভক্ত সামের উপাসনাই সাধু বা উৎকৃষ্ট। মূলে যে 'খলু' এই শব্দটি আছে, উহা বাক্যালঙ্কার মাত্র, উহার কোন বিশেষ তাৎপর্য্য নাই। সমস্ত সামের উপাসনাই সাধু, এইরূপ বলায় ও পূর্ব্বোক্ত উপাসনায় সাধু শব্দের উল্লেখ না থাকায় তাহা যে অসাধু বা

---

* ভাষ্যকার যে "পাঞ্চভক্তিক" ও "সাপ্তভক্তিক" দুইটি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অর্থ—কোন স্থানে পাঁচ ভাগে, কোন স্থানে বা সাত ভাগে বিভক্ত। ভক্তি শব্দের অর্থ সামের অংশবিশেষ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

নিন্দনীয়, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ সামের উপাসনায় সাধুত্ব বলা হয় নাই, উহা বলার তাৎপর্য্য—সম্পূর্ণ সামেই সাধুত্বদৃষ্টি কর্ত্তব্য। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব্বোক্ত উপাসনায় যখন সাধুত্বের উল্লেখ নাই, তখন ত সম্পূর্ণ সামের উপাসনায় সাধুত্ব আপনা হইতেই বুঝা যাইতেছে, তবে আবার বিশেষ করিয়া বলার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা নহে; পরে "সামকে সাধু বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে" এইরূপে উপসংহার করায় এ স্থলে 'সাধু' শব্দটি 'শোভন' এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, "অনিন্দিত" এই অর্থে নহে। বলিতে পার, 'সাধু' শব্দটি যে শোভনার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা কিরূপে জানিব? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, দেখ, এই পৃথিবীতে যাহা কিছু সাধু অর্থাৎ শোভন বা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, বিদ্বান্‌গণ তাহাকেই 'সাম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আর যাহা কিছু অসাধু অর্থাৎ সাধুর বিপরীত, তাহাকেই "অসাম" বলিয়াছেন ॥ ১ ॥

তদুতাপ্যাহুঃ সাম্নৈনমুপাগাদিতি সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুঃ; অসাম্নৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুঃ ॥২॥

অনুবাদ।—লোকসমূহও এই সাধু ও অসাধু শব্দের প্রয়োগবিষয়ে এইরূপই বলিয়া থাকে যে, 'এই ব্যক্তি সাম ব্যবহার দ্বারা ইহাকে উপগত হইয়াছেন' এইরূপ বলিলে 'সাধু বা সদ্ব্যবহারের দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে' 'অসাম ব্যবহার দ্বারা ইহাকে উপগত হইয়াছে' বলিলে 'অসাধু বা অসদ্ব্যবহার দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে' এইরূপই বুঝায় ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্রৈব সাধ্বসাধুবিবেককরণে উতাপ্যাহুঃ, সাম্না এনং রাজানং সামন্তকোপাগাদুপগতবান্। কোঽসৌ? যতোঽসাধুত্বপ্রাপ্ত্যাশঙ্কা, স ইত্যভিপ্রায়ঃ। শোভনাভিপ্রায়েণ সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তত্তদাহুঃ লৌকিকা বন্ধনাদ্যসাধুকার্য্যমপশ্যন্তঃ। যত্র পুনর্ব্বিপর্য্যয়েণ বন্ধনাদ্যসাধুকার্য্যং পশ্যন্তি, তত্রাসাম্নৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুঃ। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই সাধু ও অসাধু শব্দের পার্থক্য বিচারবিষয়ে জনসাধারণ এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে যে, যাহার নিকট হইতে অসাধু ব্যবহার প্রাপ্তির আশঙ্কা ছিল, তৎকর্ত্তৃক বন্ধনাদিরূপ কোন অসাধু বা মন্দ কার্য্যের অনুষ্ঠান যদি না দেখা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাম অবলম্বন পূর্ব্বক এই রাজা বা সামন্তকে উপগত বা প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ প্রয়োগ করিলে সাধু অর্থাৎ শোভন অভিপ্রায়ে অর্থাৎ কোনরূপ কু-অভিসন্ধি না করিয়াই ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ ইহার নিকট গমন করিয়াছে, আর যে স্থানে ইহার বিপরীত

অর্থাৎ বন্ধনাদিরূপ অসাধু কার্য্য দেখিতে পায়, সে স্থানে অসাম অবলম্বন পূর্ব্বক এই রাজাকে অথবা সামন্তকে প্রাপ্ত হইয়াছে বলিলে অসাধু অভিপ্রায়েই ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ বুঝায় ॥ ২ ॥

অথোতাপ্যাহুঃ সাম নো বতেতি, যৎ সাধু ভবতি সাধু বতেত্যেব তদাহুঃ। অসাম নো বতেতি, যদসাধু ভবত্যসাধু বতেত্যেব তদাহুঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—আর এরূপও লোকে বলিয়া থাকে, 'আমাদিগের সাম সিদ্ধ হইয়াছে' এই কথা বলিলে যাহা সাধু অর্থাৎ শোভন বা সুন্দর হয়,সেই স্থলেই ঐরূপ অর্থাৎ 'সাধু বত' এই অর্থ বুঝায়। আর 'আমাদিগের অসাম সিদ্ধ হইয়াছে' বলিলে 'অসাধু অর্থাৎ মন্দ হইয়াছে' বুঝাইতে 'অসাধু বত' এই অর্থই বুঝায় ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথোতাপ্যাহুঃ স্বসংবেদ্যং সাম নোঽস্মাকং বতেত্যনুকম্পয়ন্তঃ সংবৃত্তমিত্যাহুঃ; এতত্তৈরুক্তং ভবতি, যৎ সাধু ভবতি সাধু বতেত্যেব তদাহুঃ। বিপর্য্যয়ে জাতেঽসাম নো বতেতি। যদসাধু ভবত্যসাধু বতেত্যেব তদাহুঃ। তস্মাৎ সাম-সাধুশব্দয়োরেকার্থত্বং সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আরও দেখ, লোকে এরূপও বলিয়া থাকে 'আমাদিগের নিজের অনুভবগম্য সাম সিদ্ধ হইয়াছে' এই কথা বলিলে যে বাক্য বা যে কার্য্য সাধু হয়, সেই স্থানেই 'সাধু বত' এই অর্থ বুঝায়। আর ইহার বিপরীত অর্থাৎ 'আমাদিগের অসাম হইয়াছে' এই কথা বলিলে যে বাক্য বা যে কার্য্য অসাধু, সেই স্থানেই 'অসাধু বত' এইরূপ অর্থ বুঝায়। ইহা দ্বারা সাম ও সাধু শব্দ দুইটি যে একার্থক, তাহাই সিদ্ধ হইল। মূলের 'বত' এই শব্দটি অনুকম্পাবোধক ॥ ৩ ॥

স য এতদেবং বিদ্বান্ সাধু সামেত্যুপাস্তেঽভ্যাশো হ যদেনং সাধবো ধর্ম্মা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নমেয়ুঃ ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই সামকে উক্ত সাধুত্বগুণবিশিষ্ট জানিয়া উপাসনা করে, সাধু ধর্ম্ম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গুণসমূহ সত্বর তাহার নিকট আগমন করে ও তাহার ভোগ্যরূপে পরিণত হয় । ৪ ॥

দ্বিতীয় প্রপাঠকের প্রথমখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অতঃ স যঃ কশ্চিৎ সাধু সামেতি সাধুগুণবৎ সামেত্যু-পাস্তে সমস্তং সাম সাধুগুণবদ্বিদ্যাংস্তস্যৈতৎ ফলম্—অভ্যাশো হ ক্ষিপ্রং হ। যদিতি ক্রিয়া-বিশেষণার্থম্। এনমুপাসকং সাধবঃ শোভনাঃ ধর্ম্মাঃ শ্রুতিস্মৃত্যবিরুদ্ধা আ চ গচ্ছেয়ু-রাগচ্ছেয়ুশ্চ, ন কেবলমাগচ্ছেয়ুঃ, উপ চ নমেয়ুরুপনমেয়ুশ্চ, ভোগ্যত্বেনোপতিষ্ঠেয়ু-রিত্যর্থঃ। ৪।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য প্রথমখণ্ডভাষ্যম্। ১।

সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ।—অতএব যে কোন ব্যক্তি সমস্ত সামকে সাধুগুণবিশিষ্ট জানিয়া উপাসনা করে, সাধু অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতির অবিরুদ্ধ শোভন ধর্ম্মসমূহ অতিসত্বর এই উপাসকের সমীপে আগমন করে, অর্থাৎ তাহাকে আশ্রয় করে, কেবল যে আগমনমাত্রই করে, তাহা নয়, তাহার ভোগ্যরূপেও পরিণত হয়, ইহাই উক্তরূপ উপাসনার ফল জানিবে ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয় প্রপাঠকের প্রথমখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত। পৃথিবী হিঙ্কারঃ, অগ্নিঃ প্রস্তাবঃ, অন্তরিক্ষমুদ্গীথঃ, আদিত্যঃ প্রতিহারঃ, দ্যৌর্নিধনমিত্যূর্দ্ধ্বেষু ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—লোক অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ স্থানে সামকে পাঁচ প্রকার দৃষ্টিতে উপাসনা করিবে। সেই পাঁচ প্রকার কি, তাহাই বলিতেছেন—পৃথিবীই হিঙ্কার, অগ্নিই প্রস্তাব, অন্তরীক্ষই উদ্গীথ, আদিত্যই প্রতিহার ও দ্যৌ বা স্বর্গই নিধন, অর্থাৎ হিঙ্কারকে পৃথিবীজ্ঞানে, প্রস্তাবকে অগ্নিজ্ঞানে, উদ্গীথকে অন্তরীক্ষজ্ঞানে, প্রতিহারকে আদিত্যজ্ঞানে ও নিধনকে স্বর্গজ্ঞানে উপাসনা করিবে। ইহাই ঊর্দ্ধলোকবিষয়ক উপাসনা ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কানি পুনস্তানি সাধুদৃষ্টিবিশিষ্টানি সমস্তানি সামান্যুপাস্যানীতি? ইমানি তান্যুচ্যন্তে, লোকেষু পঞ্চবিধমিত্যাদীনি। নন্থ লোকাদিদৃষ্ট্যা তান্যুপাস্যানি সাধুদৃষ্ট্যা চেতি বিরুদ্ধম্; ন, সাধ্বর্থস্য লোকাদিকার্য্যেষু কারণস্যানুগতত্বাৎ, মৃদাদিবদ্ঘটাদিবিকারেষু। সাধুশব্দবাচ্যোঽর্থো ধর্ম্মো ব্রহ্ম বা সর্ব্বথাঽপি লোকাদিকার্য্যেষ্বনুগতম্। অতো যথা যত্র ঘটাদিদৃষ্টির্মৃদাদিদৃষ্ট্যনুগতৈব সা, তথা সাধুদৃষ্ট্যনুগতৈব লোকাদিদৃষ্টিঃ, ধর্ম্মাদিকার্য্যত্বাল্লোকাদীনাম্। যদ্যপি কারণত্বমবিশিষ্টং ব্রহ্ম-ধর্ম্ময়োঃ, তথাঽপি ধর্ম্ম এব সাধুশব্দবাচ্য ইতি যুক্তং, 'সাধুকারী সাধুর্ভবতি' ইতি ধর্ম্মবিষয়ে সাধুশব্দপ্রয়োগাৎ। নন্থ লোকাদিকার্য্যেষু কারণস্যানুগতত্বাদর্থপ্রাপ্তৈব তদ্দৃষ্টিরিতি 'সাধু সামেত্যুপাস্তে' ইতি ন বক্তব্যম্; ন শাস্ত্রগম্যত্বাত্তদ্দৃষ্টেঃ; সর্ব্বত্র হি শাস্ত্রপ্রাপিতা এব ধর্ম্মা উপাস্যাঃ, ন বিদ্যমানা অপ্যশাস্ত্রীয়াঃ। লোকেষু পৃথিব্যাদিষু পঞ্চবিধং পঞ্চভক্তিভেদেন পঞ্চপ্রকারং সাধু সমস্তং সামোপাসীত। কথম্? পৃথিবী হিঙ্কারঃ। লোকেষিতি যা সপ্তমী, তাং প্রথমাত্বেন বিপরিণময্য পৃথিব্যাদিদৃষ্ট্যা হিঙ্কারে 'পৃথিবী হিঙ্কারঃ' ইত্যুপাসীত। ব্যত্যস্য বা সপ্তমীশ্রুতিং লোকবিষয়াং হিঙ্কারাদিষু পৃথিব্যাদিদৃষ্টিং কৃত্বোপাসীত। তত্র পৃথিবী হিঙ্কারঃ, প্রাথম্যসামান্যাৎ। অগ্নিঃ প্রস্তাবঃ, অগ্নৌ হি কর্ম্মাণি প্রস্তূয়ন্তে; প্রস্তাবশ্চ ভক্তিঃ। অন্তরিক্ষমুদ্গীথঃ, অন্তরিক্ষং হি গগনম্। গকারবিশিষ্টশ্চোদ্গীথঃ। আদিত্যঃ প্রতিহারঃ, প্রতিপ্রাণ্যভিমুখত্বান্মাং প্রতি মাং প্রতীতি। দ্যৌর্নিধনম্; দিবি নিধীয়ন্তে হি ইতো গতা ইত্যূর্দ্ধ্বেষু ঊর্দ্ধ্বগতেষু লোকদৃষ্ট্যা সামোপাসনম্ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বখণ্ডে যে উক্ত হইয়াছে, সমস্ত সামই সাধু দৃষ্টিতে উপাস্য, সেই সাধুদৃষ্টিবিশিষ্ট সম্পূর্ণ সাম কি? সম্প্রতি তাহাই বলিতেছেন। এ স্থানে এরূপ আপত্তি হইতে পারে, যে—একবার বলা হইয়াছে, সাধুদৃষ্টিতে সাম উপাস্য, আবার এ স্থানে বলিতেছ—লোকাদিদৃষ্টিতে সাম উপাস্য, এরূপ বিরুদ্ধ উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, বিরুদ্ধ হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—যেমন মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘটাদি কার্য্যে মৃত্তিকাদি দৃষ্টিবিরুদ্ধ নহে, সেইরূপ লোক অর্থাৎ পৃথিব্যাদি কার্য্যেও সাধুশব্দার্থক কারণটি অনুগত আছে। অভিপ্রায় এই যে—সাধুশব্দে ধর্ম্ম বা ব্রহ্ম যাহাই কেন বুঝাক না, তাহা লোকাদিকার্য্যে সর্ব্বপ্রকারেই অনুগত আছে; যেমন যে স্থানে ঘটাদি বোধ হয়, সেই স্থানেই সেই ঘটাদিবোধ যেমন মৃত্তিকাদিদৃষ্টির অনুগত, ঘটমাত্রই মৃত্তিকাদি-নির্ম্মিত বলিয়া তাহাতে মৃত্তিকাদিদৃষ্টিই হয়, এ স্থানেও সেইরূপ পৃথিব্যাদি পদার্থ ধর্ম্মাদিরই কার্য্য বলিয়া সামে লোকাদিদৃষ্টিও সাধুদৃষ্টিরই অনুগত বা অন্তর্ভূত বলিয়া জানিবে। যদিও ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম এই দুইটির কারণত্ববিষয়ে কোনরূপ পার্থক্য নাই, তাহা হইলেও ধর্ম্মই যে সাধুশব্দের বাচ্য, ইহা যুক্তিসঙ্গত। সাধুকারী অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণশীল ব্যক্তি 'সাধুর্ভবতি' অর্থাৎ সাধুই হয়, এ স্থলে ধর্ম্মবিষয়েই সাধুশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এ স্থানে আর একটা আপত্তি হইতে পারে যে, পৃথিবীলোকাদিরূপ কার্য্যে তাহার কারণ অর্থাৎ ধর্ম্ম বা সাধু যখন অনুগতই রহিয়াছে, তখন তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলেও ত অর্থ দ্বারাই সেই সাধুদৃষ্টি বুঝায়, তবে আবার 'সামে সাধুদৃষ্টিতে উপাসনা করিবে' ইহা বলার ত কোন আবশ্যক করে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ওরূপ বলা দোষাবহ নহে, কারণ, ঐ প্রকার দৃষ্টি কেবল শাস্ত্রগম্য অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাই ঐরূপ দৃষ্টি কর্ত্তব্য, ইহা জানা যায়। সর্ব্বস্থানেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মই উপাস্য, কিন্তু বিদ্যমান অর্থাৎ প্রচলিত হইলেও অশাস্ত্রীয় ধর্ম্ম কখনই উপাস্য নহে।

লোক অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্যে পঞ্চবিধভক্তিভেদে পাঁচ প্রকার ও সাধুগুণবিশিষ্ট সমস্ত সামের উপাসনা কি প্রকারে করিতে হইবে, এই অধ্যায়ে তাহাই বলিতেছেন। পৃথিবীই হিঙ্কার অর্থাৎ হিঙ্কারকে পৃথিবী জ্ঞান করিয়া 'পৃথিবী হিঙ্কার' এইরূপ উপাসনা করিবে, কারণ, পৃথিবীও প্রথম, পঞ্চবিধ সামের মধ্যে হিংকারও প্রথম, এই প্রথমত্বরূপ সাম্য থাকায় পৃথিবীই হিংকার। অগ্নিই প্রস্তাব, কারণ, সমস্ত কর্ম্মই অগ্নিতে প্রস্তুত অর্থাৎ সম্পন্ন হয়, আর প্রস্তাবও ভক্তি অর্থাৎ সামাংশবিশেষ, এই প্রস্তাবরূপ সাদৃশ্যানুসারে প্রস্তাবকে অগ্নিজ্ঞানে উপাসনা করিবে। অন্তরীক্ষ অর্থাৎ গগন বা আকাশই উদ্গীথ, উদ্গীথেও 'গ'

আছে, গগনেও 'গ' আছে, এই সাদৃশ্যবশতঃ উদ্‌গীথকে অন্তরীক্ষজ্ঞানে উপাসনা করিবে। আদিত্যই প্রতিহার, কারণ, সকল প্রাণীই মনে করে, তিনি যেন আমার প্রতি অভিমুখ অর্থাৎ আমার দিকেই মুখ করিয়া রহিয়াছেন, এই 'প্রতি' শব্দের সহিত সাদৃশ্য থাকায় প্রতিহারকে আদিত্যজ্ঞানে উপাসনা করিবে। দ্যৌ অর্থাৎ স্বর্গই নিধন, কারণ, জীবগণ ইহলোক হইতে গমন করিয়া দ্যুলোক অর্থাৎ স্বর্গে নিহিত বা অবস্থিত হয়, এ জন্য নিধনকে দ্যুলোক জ্ঞানে আরাধনা করিবে। ইহা ঊর্দ্ধদেশবিষয়ক লোকদৃষ্টিতে সামের উপাসনা। পূর্ব্বে যে পাঞ্চভক্তিক ও সাপ্তভক্তিক সামের উল্লেখ করা হইয়াছে, এ স্থানে তাহার মধ্যে হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, প্রতিহার ও নিধন সামের এই পাঁচটি ভক্তি বা বিভাগ লইয়া পাঞ্চভক্তিক সামের বিষয় বর্ণনা করা হইল ॥ ১ ॥

অথাবৃত্তেষু দ্যৌর্হিঙ্কারঃ, আদিত্যঃ প্রস্তাবঃ, অন্তরিক্ষমুদ্‌গীথঃ, অগ্নিঃ প্রতিহারঃ, পৃথিবী নিধনম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর আবৃত্ত অর্থাৎ অধোমুখ লোকসমূহে পঞ্চবিধ সামোপাসনা বলিতেছেন। দ্যুলোকই হিঙ্কার, আদিত্যই প্রস্তাব, অন্তরিক্ষই উদ্‌গীথ, অগ্নিই প্রতিহার ও পৃথিবীই নিধন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথাবৃত্তেষ্ববাঙ্মুখেষু পঞ্চবিধমুচ্যতে সামোপাসনম্। গত্যাগতিবিশিষ্টা হি লোকাঃ; যথা তে, তথাদৃষ্ট্যৈব সামোপাসনং বিধীয়তে যতঃ, অত আবৃত্তেষু লোকেষু। দ্যৌর্হিঙ্কারঃ প্রাথম্যাৎ। আদিত্যঃ প্রস্তাবঃ, উদিতে হি আদিত্যে প্রস্তূয়ন্তে কর্ম্মাণি প্রাণিনাম্। অন্তরিক্ষমুদ্‌গীথঃ, পূর্ব্ববৎ। অগ্নিঃ প্রতিহারঃ, প্রাণিভিঃ প্রতিহরণাদগ্নেঃ। পৃথিবী নিধনম্; তত আগতানামিহ নিধনাৎ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পৃথিবী হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত পঞ্চবিধ সামোপাসনা বলার পর সম্প্রতি আবৃত্ত অর্থাৎ অধোমুখ লোকসমূহে অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারের বিপরীতভাবে পঞ্চবিধ সামোপাসনা বলিতেছেন। কারণ, এই লোকসমূহ গমনাগমনশীল, ইহারা ইহলোক হইতে গমন করে, আবার ইহলোকে আগমনও করে, এই লোকসমূহ যেরূপ, ঠিক সেইরূপ দৃষ্টিতেই সামোপাসনা বিধেয়, এই জন্যই পূর্ব্বে ঊর্দ্ধলোকবিষয়ক সামোপাসনা বলিয়া নিম্নাভিমুখলোকবিষয়ক উপাসনা বলিতেছেন। প্রথমত্বরূপ সাদৃশ্যবশতঃ দ্যুলোকই হিঙ্কার। আদিত্যদেব উদিত হইলে প্রাণিসমূহের কর্ম্মসমূহ প্রস্তুত হয় অর্থাৎ প্রাণিগণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এই প্রস্তুত ব্যাপারের সহিত সাদৃশ্য থাকায় আদিত্যই প্রস্তাব। গগনের 'গ' ও উদ্‌গীথের 'গ' এই উভয়ে সাদৃশ্য থাকায় অন্তরীক্ষই উদ্‌গীথ। প্রাণিগণ

অগ্নিকে প্রতিহরণ অর্থাৎ ইতস্ততঃ লইয়া যায় বলিয়া অথবা ইতস্ততঃ আহরণ করে বলিয়া অগ্নিই প্রতিহার। দ্যুলোক বা স্বর্গ হইতে আগত জীবগণ এই স্থানেই নিহিত অর্থাৎ অবস্থিত হয় বলিয়া (কেহ কেহ 'নিধন প্রাপ্ত হয়' এইরূপ ব্যাখ্যা করেন) এই পৃথিবীই নিধন ॥ ২ ॥

কল্পন্তে হাস্মৈ লোকা ঊর্দ্ধ্বাশ্চাবৃত্তাশ্চ, য এতদেবং বিদ্বাল্লোকেষু পঞ্চবিধꣳ সামোপাস্তে ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া পৃথিব্যাদি লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, তাহার নিমিত্ত ঊর্দ্ধ ও অধঃস্থিত লোক সমূহ কল্পিত হয় অর্থাৎ ভোগ্যরূপে তাহার নিকট উপস্থিত হয় ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয় প্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—উপাসনফলং—কল্পন্তে সমর্থা ভবন্তি, হাস্মৈ লোকা ঊর্দ্ধাশ্চাবৃত্তাশ্চ গত্যাগতিবিশিষ্টা ভোগ্যত্বেন ব্যবতিষ্ঠন্তে ইত্যর্থঃ। য এতদেবং বিদ্বান্ লোকেষু পঞ্চবিধং সমস্তং সাধু সামেত্যুপাস্তে ইতি সর্ব্বত্র যোজনা পঞ্চবিধে সপ্তবিধে চ। ৩।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সম্প্রতি উক্তরূপ উপাসনার ফল বলিতেছেন। যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া পৃথিবী প্রভৃতি লোকবিবেচনায় সমস্ত অর্থাৎ পঞ্চবিধ বা সপ্তবিধ সামকে 'সাধুগুণবিশিষ্ট সাম' বলিয়া উপাসনা করে, গমন ও আগমনবিশিষ্ট ঊর্দ্ধ ও আবৃত্ত অর্থাৎ অধঃস্থিত লোকসমূহ তাহার নিমিত্ত কল্পিত হয় অর্থাৎ তাহার ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, ঊর্দ্ধ ও অধঃস্থিত লোকসমূহে যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু আছে, তাহা সেই উপাসক ভোগ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয় প্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত। পুরোবাতো হিঙ্কারঃ, মেঘো জায়তে স প্রস্তাবঃ, বর্ষতি স উদ্গীথঃ, বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ, উদ্‌গৃহ্ণাতি তন্নিধনম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—সম্প্রতি অন্যরূপ সামোপাসনা বলিতেছেন। বৃষ্টিবিষয়ে পাঁচ প্রকার সামের উপাসনা করিবে। পূর্ব্বদিক হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাই হিঙ্কার। ঐ বায়ু হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রস্তাবস্বরূপ। সেই মেঘ হইতে যে বর্ষণ হয়, তাহাই উদ্গীথ। তাহা হইতে যে বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয় ও গর্জ্জন হয়, তাহাই প্রতিহার। আর যে জল গ্রহণ করা যায়, তাহাই নিধন-স্বরূপ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত। লোকস্থিতের্বৃষ্টিনিমিত্তত্বাদানন্তর্য্যম্। পুরোবাতো হিঙ্কারঃ; পুরোবাতাদ্যুদ্গ্রহণান্তা হি বৃষ্টিঃ, যথা সাম হিঙ্কারাদিনিধনান্তম্; অতঃ পুরোবাতো হিঙ্কারঃ, প্রাথম্যাৎ। মেঘো জায়তে স প্রস্তাবঃ, প্রাবৃষি মেঘোপজননে বৃষ্টেঃ প্রস্তাবঃ ইতি হি প্রসিদ্ধিঃ। বর্ষতি স উদ্গীথঃ, শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ, প্রতিহৃতত্বাৎ। উদ্‌গৃহ্ণাতি তন্নিধনং, সমাপ্তিসামান্যাৎ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—বৃষ্টি হইতেই এই লোকসমূহ রক্ষিত হয় বলিয়া হিঙ্কারাদিতে পৃথিবী প্রভৃতি জ্ঞানে সামোপাসনা বর্ণনা করিয়া অনন্তর বৃষ্টিবিষয়ে পাঁচ প্রকার সামোপাসনা বর্ণনা করিতেছেন। বৃষ্টিতে পাঁচ প্রকার সামের উপাসনা করিবে। পুরোবাত অর্থাৎ পূর্ব্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ুই হিঙ্কার, কারণ, হিঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া নিধন পর্য্যন্ত পাঁচটি যেমন সাম অর্থাৎ সামের অংশ, সেইরূপ পুরোবাত হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্গ্রহণ পর্য্যন্ত পাঁচটি বৃষ্টি অর্থাৎ বৃষ্টির পাঁচটি অংশ। হিঙ্কার যেমন প্রথম, পুরোবাতও সেইরূপ প্রথম, এই প্রথমত্বরূপ সাদৃশ্য থাকায় পুরোবাতই হিঙ্কার। সেই বায়ু হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রস্তাব, কারণ, বর্ষাকালে মেঘ উৎপন্ন হইলে বৃষ্টির প্রস্তাব অর্থাৎ আরম্ভ হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি থাকায় মেঘই প্রস্তাব। ঐ মেঘ হইতে যে বর্ষণ হয়, তাহাই উদ্গীথ, কারণ, উভয়ই শ্রেষ্ঠ। ঐ মেঘে যে বিদ্যুৎ বিকাশ ও গর্জ্জন হয়, তাহাই প্রতিহার, কারণ, উভয়ই প্রতিহৃত অর্থাৎ বিসৃত অর্থাৎ

বহুদূরে ছড়াইয়া পড়ে, এই 'প্রতি' শব্দের সহিত সাদৃশ্য থাকায় বিদ্যুৎ ও গর্জ্জনই প্রতিহার। আর ঐ বৃষ্টির যে জল গ্রহণ করা যায়, তাহাই নিধন, কারণ, সমাপ্তি অর্থাৎ দুইটিই সকলের শেষে উল্লিখিত হওয়ায় এই শেষস্বরূপ সাম্যবশতঃ গৃহীত জলই নিধনস্বরূপ ॥ ১ ॥

বর্ষতি হাস্মৈ, বর্ষয়তি হ, য এতদেবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, মেঘ তাহার নিমিত্ত বর্ষণ করে ও সময়বিশেষে বৃষ্টির অভাব হইলেও তাহার জন্য বর্ষণ করায় ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—ফলমুপাসনস্য—বর্ষতি হাস্মৈ ইচ্ছাতঃ। তথা বর্ষয়তি হ অসত্যামপি বৃষ্টৌ। য এতদিত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ ২॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উক্তরূপ উপাসনার ফল বলিতেছেন। যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ জানিয়া বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, তাহার জন্য মেঘ ইচ্ছাপূর্ব্বকই জলবর্ষণ করে অথবা তাহার ইচ্ছানুসারেই জল বর্ষিত হয় ও সময়বিশেষে বৃষ্টির অভাব হইলেও তাহার জন্য বিশেষভাবে বর্ষণ করায় ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

সর্ব্বাস্বপ্‌সু পঞ্চবিধꣳ সামোপাসীত। মেঘো যৎ সংপ্লবতে স হিঙ্কারঃ, যদ্‌বর্ষতি স প্রস্তাবঃ, যাঃ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে স উদ্গীথঃ, যাঃ প্রতীচ্যঃ স প্রতিহারঃ, সমুদ্রো নিধনম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—সর্ব্বপ্রকার জলে পাঁচ প্রকার সামের উপাসনা করিবে। মেঘ যে সংপ্লুত হয়, তাহাই হিঙ্কার। যাহা বর্ষণ করে, তাহাই প্রস্তাব। পূর্ব্বদিকে যে সমস্ত নদী বা জল ক্ষরিত অর্থাৎ প্রবাহিত হয়, তাহাই উদ্গীথ। পশ্চিমদিকে যে সমস্ত নদী বা জল ক্ষরিত অর্থাৎ প্রবাহিত হয়, তাহাই প্রতিহার। যাহা সমুদ্র, তাহাই নিধন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সর্ব্বাস্বপ্‌সু পঞ্চবিধং সামোপাসীত। বৃষ্টিপূর্ব্বকত্বাৎ সর্ব্বাসামপামানন্তর্য্যম্। মেঘো যৎ সংপ্লবতে একীভাবেনেতরেতরং ঘনীভবতি মেঘো যদা উন্নতো বা, তদা সংপ্লবতে ইত্যুচ্যতে। তদা অপামারম্ভঃ স হিঙ্কারঃ। যদ্বর্ষতি স প্রস্তাবঃ, আপঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্তুং প্রস্তুতাঃ। যাঃ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে স উদ্গীথঃ, শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। যাঃ প্রতীচ্যঃ স প্রতিহারঃ, প্রতি-শব্দসামান্যাৎ। সমুদ্রো নিধনম্ ; তন্নিধনত্বাদপাম্ ॥১॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সর্ব্ববিধ জলে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে। বৃষ্টির পরেই সমস্ত জল হয় বলিয়া বৃষ্টিবর্ণনের পর জলের নির্দ্দেশ করিতেছেন। মেঘ যে সংপ্লুত হয় অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া ঘনীভূত ও উন্নত হয়, তাহাই ও সেই সময়েই যে জলের আরম্ভ হয়, সেই আরম্ভই হিঙ্কার। যাহা বর্ষণ হয়, তাহাই প্রস্তাব, কারণ, সেই জলসমূহ পৃথিবীকে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করিতে প্রস্তুত হয় অর্থাৎ আরম্ভ করে। পূর্ব্বদিকে যে সমস্ত নদী বা জল ক্ষরিত অর্থাৎ প্রবাহিত হয়, যেমন গঙ্গা প্রভৃতি, তাহাই উদ্গীথ, কারণ, উভয়ই শ্রেষ্ঠ। পশ্চিমদিকে যে সমস্ত নদী বা জল ক্ষরিত অর্থাৎ প্রবাহিত হয়, যেমন নর্ম্মদা প্রভৃতি, তাহাই প্রতিহার, কারণ, 'প্রতি' এই শব্দের সহিত 'প্রতীচ্য' ও 'প্রতিহার' উভয়েরই সাদৃশ্য আছে। আর সমুদ্রই নিধন, কারণ, জলসমূহ সমুদ্রেই নিহিত হয় অর্থাৎ তাহাতেই লীন হইয়া যায় ॥ ১ ॥

ন হাপ্সু প্রৈত্যপ্সুমান্ ভবতি, য এতদেবং বিদ্বান্ সর্ব্বাস্বপ্সু পঞ্চবিধꣳ সামোপাস্তে ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি সামকে এইরূপ জানিয়া পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, সে কখনই জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে না ও প্রচুর জল লাভ করে ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—ন হ অপ্সু প্রৈতি, নেচ্ছতি চেৎ। অপ্সুমান্ অম্বান্ ভবতি, ফলম্। ২।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্থখণ্ডভাষ্যম্।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উক্ত উপাসনার ফল বলিতেছেন। যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ জানিয়া পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি যদি নিজে ইচ্ছা না করে, তাহা হইলেই কখনই জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে না ও ইচ্ছা করিলে মরুভূমিতেও প্রচুর জল লাভ করিতে পারে ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

ঋতুষু পঞ্চবিধম্ সামোপাসীত। বসন্তো হিঙ্কারঃ, গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ, বর্ষা উদ্‌গীথঃ, শরৎ প্রতিহারঃ, হেমন্তো নিধনম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—ঋতুতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে। বসন্তই হিঙ্কার, গ্রীষ্মই প্রস্তাব, বর্ষাই উদ্‌গীথ, শরৎই প্রতিহার ও হেমন্তই নিধন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ঋতুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত। ঋতুব্যবস্থায়া যথোক্তাম্বুনিমিত্তত্বাদানন্তর্য্যম্। বসন্তো হিঙ্কারঃ, প্রাথম্যাৎ। গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ, যবাদিসংগ্রহঃ প্রস্তূয়তে হি প্রাবৃড়র্থম্। বর্ষা উদ্গীথঃ, প্রাধান্যাৎ। শরৎ প্রতিহারঃ, রোগিণাং মৃতানাঞ্চ প্রতিহরণাৎ। হেমন্তো নিধনং, নিবাতে নিধনাৎ প্রাণিনাম্। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—জলের নিমিত্তই অর্থাৎ বর্ষাদি ক্রমে ঋতু বিভাগ হয় বলিয়া জলের উপাসনাবিষয়ে বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি ঋতুবিষয়ে উপাসনার উপদেশ করিতেছেন। ঋতুতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে। বসন্তই হিঙ্কার, কারণ, সামভক্তির মধ্যে হিঙ্কারই প্রথম আর ঋতুর মধ্যে বসন্তই প্রথম, এই প্রথমস্বরূপ সাদৃশ্য থাকায় বসন্তই হিঙ্কার। গ্রীষ্মই প্রস্তাব, কারণ, ঐ কালে বর্ষাকালের নিমিত্ত যবগোধূমাদি শস্যসমূহ সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত হয় অর্থাৎ আরম্ভ করে; এই প্রস্তুতের সহিত সাদৃশ্য বশতঃ গ্রীষ্মই প্রস্তাব। উদ্‌গীথও প্রধান, বর্ষাও প্রধান, এই প্রাধান্যরূপ সাদৃশ্য থাকায় বর্ষাই উদ্‌গীথ। রুগ্ন ও মৃত ব্যক্তিগণকে প্রতিহরণ অর্থাৎ রুগ্নকে প্রায়ই সংহার ও মৃতব্যক্তিগণের প্রতিহরণ অর্থাৎ সংখ্যাধিক্য হয় বলিয়া প্রতিহরণের সহিত সাদৃশ্য থাকায় শরৎ ঋতুই প্রতিহার। হেমন্ত ঋতুই নিধন, কারণ, হেমন্তকালে প্রাণিসমূহ বায়ুশূন্য স্থানেই নিধন অর্থ নিহিত বা অবস্থিতি করে বলিয়া নিধনের সহিত সাদৃশ্য থাকায় হেমন্তই নিধন। ("বায়ুর অভাবে প্রাণিগণের নিধন হয়, এই জন্য হেমন্ত ঋতুই নিধন" কেহ কেহ এরূপ ব্যাখ্যাও করেন) এ স্থানে যে বসন্ত ঋতুকে প্রথম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কারণ, ঋতু-গণনা সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ আছে, কোন মতে শিশির হইতে, কোন মতে বর্ষা হইতে, কোন মতে বা গ্রীষ্ম হইতে, আবার কোন মতে বা বসন্ত হইতেই ঋতু-গণনা আরম্ভ করা হয়, এস্থানে বসন্ত হইতেই ঋতু গণনা করিয়াছেন। গীতাতেও বলা হইয়াছে—"ঋতূনাং

কুসুমাকরঃ” অর্থাৎ ঋতুসমূহের মধ্যে আমি বসন্ত, এই কথাতেও বসন্তেরই প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে, আর হেমন্ত ও শিশির দুইটিই শীত ঋতু বলিয়া হেমন্ত ও শিশিরকে একটি ঋতুরূপে গণনা করিয়া পাঁচটি ঋতুর উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

কল্পন্তে হাস্মা ঋতবঃ, ঋতুমান্ ভবতি ; য এতদেবং বিদ্বানৃতুষু পঞ্চবিধꣳ সামোপাস্তে ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ জানিয়া ঋতুতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, সমস্ত ঋতুই তাহার উপভোগ্যরূপে কল্পিত হয় ও সেই ব্যক্তি ঋতুমান্ অর্থাৎ প্রত্যেক ঋতুতে ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহ স্বয়ংই তাহার নিকট উপস্থিত হয় ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—ফলং—কল্পন্তে হ ঋতুব্যবস্থানুরূপভোগ্যত্বেন অস্মৈ উপাসকায় ঋতবঃ। ঋতুমান্ আর্ত্তবৈর্ভোগৈশ্চ সম্পন্নো ভবতীত্যর্থঃ ।২।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উক্তরূপ উপাসনার ফল বলিতেছেন। ঋতুসমূহ এই উপাসকের জন্য প্রত্যেক ঋতুর অনুরূপ ভোগ্যরূপে কল্পিত হয় অর্থাৎ যে ঋতুতে যাহা উপভোগ্য, সেইরূপ ভোগই সে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় ও ঋতুমান্ অর্থাৎ ঋতুবিষয়ক ভোগসম্পন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যে ঋতুতে যাহা দুষ্প্রাপ্য, উপাসকের ইচ্ছানুসারে তাহাও সর্ব্বদাই তাহার নিকট উপস্থিত হয় ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

পশুষু পঞ্চবিধꣳ সামোপাসীত। অজা হিঙ্কারঃ, অবয়ঃ প্রস্তাবঃ, গাব উদ্গীথঃ, অশ্বাঃ প্রতিহারঃ, পুরুষো নিধনম্ ॥১॥

অনুবাদ।—পশুতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে। অজা অর্থাৎ ছাগসমূহই হিঙ্কার। অবি অর্থাৎ মেষসমূহই প্রস্তাব। গোসমূহই উদ্গীথ। অশ্বসমূহই প্রতিহার ও পুরুষই নিধন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত। সম্যগ্‌বৃষ্টেষ্বৃতুষু পশব্যঃ কাল ইত্যানন্তর্য্যম্। অজা হিঙ্কারঃ, প্রাধান্যাৎ প্রাথম্যাদ্বা, "অজঃ পশূনাং প্রথমঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অবয়ঃ প্রস্তাবঃ, সাহচর্য্যদর্শনাদজাবীনাম্। গাব উদ্গীথঃ, শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। অশ্বাঃ প্রতিহারঃ, প্রতিহরণাৎ পুরুষাণাম্। পুরুষো নিধনং, পুরুষাশ্রয়ত্বাৎ পশূনাম্। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পশুবিষয়ে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে। ঋতুসমূহ যথাযথভাবে প্রবৃত্ত হইলেই কালে পশুর প্রয়োজন হয় অর্থাৎ ভূমিকর্ষণ লোমসংগ্রহাদিজন্য তাহাদের আবশ্যক হয়, এ জন্য ঋতুবিষয়ক উপাসনার পর পশুবিষয়ে সামোপাসনা বর্ণনা করিতেছেন। (কেহ কেহ এরূপ ব্যাখ্যা করেন—"পশুদিগের হিতকর কাল উপস্থিত হয়"।) অন্যবিধ পশুর অভাবে ছাগেরই গ্রহণ করার বিধান থাকায় যজ্ঞবিষয়ে ছাগের প্রাধান্যবশতঃ ও "পশুদিগের মধ্যে ছাগই প্রথম" শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ থাকায় ছাগের প্রথমত্ববশতঃ ছাগই হিঙ্কার। সর্ব্বত্র "অজাবি" অর্থাৎ ছাগ ও মেষ একত্রেই উল্লেখ থাকায় অবিসমূহ অর্থাৎ মেষসমূহই প্রস্তাব। শ্রেষ্ঠতাবশতঃ গোসমূহই উদ্গীথ। পুরুষদিগকে প্রতিহরণ অর্থাৎ বহন করে বলিয়া অশ্বসমূহই প্রতিহার। পশুগণ পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করে বলিয়া পুরুষই নিধন ॥ ১ ॥

ভবন্তি হাস্য পশবঃ, পশুমান্ ভবতি, য এতদেবং বিদ্বান্ পশুষু পঞ্চবিধꣳ সামোপাস্তে ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া পশুতে

পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, সেই উপাসক প্রচুর পশু লাভ করে ও পশুসমূহ সেই উপাসকের ভোগযোগ্য হয় ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষষ্ঠখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—ফলং—ভবন্তি হাস্য পশবঃ, পশুমান্ ভবতি পশুফলৈশ্চ ভোগত্যাগাদিভির্যুজ্যতে ইত্যর্থঃ। ২।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষষ্ঠখণ্ডভাষ্যম্।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উক্তরূপ উপাসনার ফল বলিতেছেন, এই উপাসকের বহু পশু হয় ও সেই ব্যক্তি পশুমান্ হয় অর্থাৎ ভোগ, দান ইত্যাদি-রূপ পশু থাকার যে ফল, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, প্রচুর পশু থাকিলে তাহার দুগ্ধ পান, কৃষিকার্য্যাদিতে নিয়োগরূপ ভোগ ও অর্থিগণকে দান করিয়া সুফল লাভ করিতে পারে ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

সপ্তমঃ খণ্ডঃ

প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাসীত। প্রাণো হিঙ্কারঃ, বাক্ প্রস্তাবঃ, চক্ষুরুদ্‌গীথঃ, শ্রোত্রং প্রতিহারঃ, মনো নিধনং, পরোবরীয়াংসি বা এতানি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—প্রাণ অর্থাৎ পঞ্চবিধ প্রাণে পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণসম্পন্ন পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে। প্রাণই হিঙ্কার। বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ই প্রস্তাব। চক্ষুঃ উদ্‌গীথ। কর্ণই প্রতিহার ও মনঃই নিধন। অতএব এই প্রাণসমূহ পরোবরত্বাদি গুণসম্পন্ন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাসীত। পরম্পরং পরোবরীয়স্ত্বগুণবৎপ্রাণদৃষ্টিবিশিষ্টং সামোপাসীতেত্যর্থঃ। প্রাণো ঘ্রাণো হিঙ্কারঃ, উত্তরোত্তরবরীয়সাং প্রাথম্যাৎ। বাক্ প্রস্তাবঃ, বাচা হি প্রস্তূয়তে সর্ব্বম্; বাগ্বরীয়সী প্রাণাৎ, অপ্রাপ্তমপ্যুচ্যতে বাচা; প্রাপ্তস্যৈব তু গন্ধস্য গ্রাহকঃ প্রাণঃ। চক্ষুঃ উদ্‌গীথঃ, বাচো বহুতরবিষয়ং প্রকাশয়তি চক্ষুঃ অতো বরীয়ো বাচ উদ্গীথঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। শ্রোত্রং প্রতিহারঃ, প্রতিহৃতত্বাৎ; বরীয়শ্চক্ষুষঃ সর্ব্বতঃ শ্রবণাৎ। মনো নিধনং, মনসি হি নিধীয়ন্তে পুরুষস্য ভোগ্যত্বেন সর্ব্বেন্দ্রিয়াহৃতবিষয়াঃ; বরীয়স্ত্বং চ শ্রোত্রান্মনসঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ব্যাপকত্বাৎ, অতীন্দ্রিয়বিষয়োঽপি মনসো গোচর এবেতি। যথোক্ত-হেতুভ্যঃ পরোবরীয়াংসি প্রাণাদীনি বৈ এতানি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পশু হইতে সমুদ্ভূত দুগ্ধ-ঘৃতাদি সেবনেই প্রাণসমূহ স্বকার্য্যসাধনে সমর্থ হয় বলিয়া পশুবিষয়ক সামোপাসনার পর প্রাণবিষয়ে সামোপাসনা বর্ণনা করিতেছেন। পঞ্চবৃত্তিক প্রাণে পরোবরীয় অর্থাৎ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্বগুণবিশিষ্ট প্রাণদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে। উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব-গুণবিশিষ্ট প্রাণসমূহের মধ্যে প্রথমত্ববশতঃ প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণ নামক প্রাণই হিঙ্কার। বাক্ বা বাগিন্দ্রিয়ই প্রস্তাব, কারণ, বাক্যের দ্বারাই সমস্ত বিষয় প্রস্তাবিত হয়। বাগিন্দ্রিয় প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ, প্রাণ বা ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবল প্রাপ্ত গন্ধ অর্থাৎ যে গন্ধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকেই গ্রহণ করে আর বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাপ্ত বা অনাগত বিষয়ও প্রকাশ করিতে পারা যায়, এ জন্যই প্রাণ অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠ ও বাগিন্দ্রিয়ই প্রস্তাব। চক্ষুঃ উদ্‌গীথ, কারণ, যে সমস্ত বিষয় বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, এমন অনেক বিষয় চক্ষুঃ দ্বারা

প্রকাশ করা যায়, এই কারণেই বাগিন্দ্রিয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ চক্ষুই উদ্‌গীথ। শ্রোত্র বা শ্রবণেন্দ্রিয়ই প্রতিহার, কারণ, ঐ ইন্দ্রিয় সমস্ত বিষয়ই প্রতি-হরণ করিতে সমর্থ। যে সমস্ত বিষয় চক্ষুর্গ্রাহ্য নহে, তাহাও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় বলিয়া চক্ষুঃ অপেক্ষাও শ্রোত্র শ্রেষ্ঠ। মনই নিধন, কারণ, অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আহৃত বা গৃহীত বিষয়সমূহ ভোগ্যরূপে মনুষ্যের মনেই নিহিত হয় অর্থাৎ আমি দেখিব, আমি শুনিব, আমি আঘ্রাণ করিব ইত্যাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ প্রথমে মনেই উদিত হইয়া অবস্থিতি করে, এ জন্য মনই নিধন। এই মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া আছে বলিয়া অর্থাৎ মনের সহিত সংযোগ না হইলে কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য সমাধা হয় না বলিয়া ও যে সমস্ত বিষয় অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয় না, তাহাও মনের গোচর হয় বলিয়া শ্রোত্র অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ। প্রদর্শিত কারণবশতঃ প্রাণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি, পরোবরীয়সো হ লোকান্ জয়তি, য এতদেবং বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাস্তে ইতি তু পঞ্চবিধস্য ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ গুণসম্পন্ন জানিয়া প্রাণ-বিষয়ে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টগুণবিশিষ্ট পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, তাহার জীবন উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট-গুণসম্পন্ন হয় ও সেই উপাসক উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোক-সমূহকে জয় করিতে অর্থাৎ নিজের অনায়াসলভ্য করিতে সমর্থ হন। ইহাই পঞ্চবিধ বা পাঞ্চভৌতিক সামের উপাসনা ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—এতদ্দৃষ্ট্যা বিশিষ্টং যঃ পরোবরীয়ঃ সামোপাস্তে, পরোবরীয়ো হাস্য জীবনং ভবতীতি উক্তার্থম্। ইতি তু পঞ্চবিধস্য সাম্ন উপাসন-মুক্তম্, ইতি সপ্তবিধে বক্ষ্যমাণবিষয়ে বুদ্ধিসমাধানার্থম্। নিরপেক্ষো হি পঞ্চবিধে বক্ষ্যমাণে বুদ্ধিং সমাধিৎসতি। ২।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি এইরূপ দৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রাণ বাক্ ইত্যাদি বিবেচনায় উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন সামের উপাসনা করে, তাহার

জীবন নিশ্চয়ই উত্তরোত্তর পয়োবরীয় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, ইহার বিস্তৃত অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বক্ষ্যমাণ সপ্তবিধ বা সাপ্তভক্তিক সামোপাসনা বিষয়ে বুদ্ধি সমাধানের নিমিত্ত এই পঞ্চবিধ সামের উপাসনা বলা হইল। ভাবার্থ এই যে, প্রদর্শিত পঞ্চবিধ সামোপাসনার কোন অপেক্ষা না করিয়াই, পরে যে সপ্তবিধ সামোপাসনার বিষয় বলা হইবে, তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিবে অর্থাৎ পঞ্চবিধ সামোপাসনা না করিয়াও অনায়াসেই সপ্তবিধ সামোপাসনা করিতে সমর্থ হইবে॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ

অথ সপ্তবিধস্য—বাচি সপ্তবিধꣳ সামোপাসীত। যৎ কিঞ্চ বাচো হুমিতি স হিঙ্কারঃ, যৎ প্রেতি স প্রস্তাবঃ, যদেতি স আদিঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর সপ্তবিধ সামের উপাসনা বলিতেছেন। বাক্যে সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে। বাক্যের মধ্যে যে 'হুম্' এইরূপ শব্দবিশেষ উচ্চারিত হয়, তাহাই হিঙ্কার। যাহা 'প্র' এইরূপ শব্দ, তাহাই প্রস্তাব। যাহা 'আ' এইরূপ উচ্চারণবিশিষ্ট, তাহাই আদি ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথানন্তরং সপ্তবিধস্য সমস্তস্য সাম্ন উপাসনং সাধিদমারভ্যতে। বাচীতি সপ্তমী পূর্ব্ববৎ, বাগ্‌দৃষ্টিবিশিষ্টং সপ্তবিধং সামোপাসীতেত্যর্থঃ। যৎ কিঞ্চ বাচঃ শব্দস্য 'হুম্' ইতি যো বিশেষঃ, স হিঙ্কারঃ, হকারসামান্যাৎ। যৎ 'প্র' ইতি শব্দরূপং স প্রস্তাবঃ, 'প্র'সামান্যাৎ। যৎ 'আ' ইতি স আদিঃ, 'আ'কারসামান্যাৎ। আদিরিত্যোঙ্কারঃ, সর্ব্বাদিত্বাৎ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পঞ্চবিধ সামোপাসনার উপদেশ করিয়া সম্প্রতি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সপ্তবিধ সামের উপাসনা-বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত বিবেচনায় তাহাই আরম্ভ করিতেছেন। বাক্যে অর্থাৎ বাগ্‌দৃষ্টিতে বা বাক্য বিবেচনা করিয়া সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে। বাক্যের অর্থাৎ শব্দের মধ্যে যে কিছু 'হুম্' এই শব্দবিশেষ উচ্চারিত হয়, তাহাই হিঙ্কার, কারণ, উভয় শব্দেই 'হ'কারের তুল্যতা আছে। যাহা 'প্র' এইরূপ শব্দবিশেষ উচ্চারিত হয়, দুইটি শব্দেই 'প্র' এই শব্দের সাদৃশ্য থাকায় তাহাই প্রস্তাব। আর যে 'আ' এইরূপ উচ্চারণবিশিষ্ট, তাহাই আদি, কারণ, উভয় স্থলেই 'আ'কারের সাম্য বিদ্যমান। এই 'আদি' শব্দে ওঙ্কারকে বুঝিতে হইবে, কারণ, সমস্ত বেদে ওঙ্কারই প্রথমে উচ্চারিত হয় ॥ ১ ॥

যদুদিতি স উদ্‌গীথঃ, যৎ প্রতীতি স প্রতিহারঃ, যদুপেতি স উপদ্রবঃ, যন্নীতি তন্নিধনম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—শব্দের মধ্যে যে 'উৎ' এই প্রকার উচ্চারণ, তাহাই উদ্‌গীথ। যাহা 'প্রতি' এইরূপ, তাহাই প্রতিহার। যাহা 'উপ' এই প্রকার শব্দ, তাহাই উপদ্রব, আর যাহা 'নি' ইত্যাকাররূপবিশিষ্ট, তাহাই নিধন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যৎ 'উৎ' ইতি স উদ্গীথঃ, 'উৎ' পূর্ব্বত্বাদুদ্গীথস্য। যৎ 'প্রতি' ইতি স প্রতিহারঃ, 'প্রতি' সামান্যাৎ। যৎ 'উপ' ইতি স উপদ্রবঃ, উপোপক্রমত্বাদুপদ্রবস্য। যৎ 'নি' ইতি তন্নিধনং 'নি'শব্দসামান্যাৎ। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—শব্দের মধ্যে 'উৎ' এই যে শব্দ, তাহাই উদ্গীথ, কারণ, উদ্গীথের পূর্ব্বে 'উৎ' থাকায় উভয়ের সাদৃশ্য আছে। যাহা 'প্রতি' এই শব্দ, তাহাই প্রতিহার, কারণ, প্রতিহারের 'প্রতি' শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্য রহিয়াছে। 'উপ' এইরূপ যে শব্দ, তাহাই উপদ্রব, দুই স্থানেই 'উপ' শব্দের সাম্য বিদ্যমান। আর যাহা 'নি' ইত্যাকার শব্দ, তাহাই নিধন, কারণ, 'নি' এই শব্দটি দুই স্থানেই তুল্যভাবে বর্ত্তমান ॥ ২ ॥

দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহঃ, অন্নবানন্নাদো ভবতি, য এতদেবং বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধং সামোপাস্তে ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি সামকে এইরূপ গুণসম্পন্ন জানিয়া বাক্যবিষয়ে সপ্তবিধ সামের উপাসনা করে, বাক্ অর্থাৎ শব্দ, বাক্যের যাহা দোহ অর্থাৎ দানোপযোগী সার পদার্থ, তাহা এই উপাসকের নিমিত্ত দোহন করে অর্থাৎ উপাসককে দান করে এবং সেই ব্যক্তি প্রচুর অন্নবিশিষ্ট ও যথেষ্ট অন্নভোজী হয় ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—দুগ্ধেঽস্মৈ ইত্যাদ্যুক্তার্থম্। ৩।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে অষ্টমখণ্ডভাষ্যম্।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"দুগ্ধেঽস্মৈ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

নবমঃ খণ্ডঃ

অথ খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাসীত। সর্ব্বদা সমঃ, তেন সাম, মাং প্রতি মাং প্রতীতি সর্ব্বেণ সমঃ, তেন সাম ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর দৃশ্যমান এই সূর্য্যে অর্থাৎ সূর্য্যবোধে সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে। এই সূর্য্য সর্ব্বদাই সমান অর্থাৎ একভাবে অবস্থান করেন, এই জন্তই অর্থাৎ সর্ব্বদা সমানভাবে অবস্থান করেন বলিয়াই সূর্য্য সাম। সকলেই মনে করে, সূর্য্য যেন আমার প্রতি আমার প্রতি অর্থাৎ আমার অভিমুখেই অবস্থান করিতেছেন, এইরূপে সকলের সহিতই সমান সমান ব্যবহার করেন বলিয়া অর্থাৎ সকলের মনেই উক্ত প্রকার একরূপ বুদ্ধি উৎপাদন করেন বলিয়াই এই আদিত্যই সামপদবাচ্য ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অবয়বমাত্রে সাম্নি আদিত্যদৃষ্টিঃ পঞ্চবিধেষু উক্তা প্রথমে চাধ্যায়ে। অথেদানীং খল্বমুমাদিত্যং সমস্তে সাম্ন্যবয়ববিভাগশোহধ্যস্য সপ্তবিধং সামোপাসীত। কথং পুনঃ সামত্বমাদিত্যস্যেতি? উচ্যতে, উদ্গীথত্বে হেতুবদাদিত্যস্য সামত্বে হেতুঃ। কোহসৌ? সর্ব্বদা সমঃ, বৃদ্ধিক্ষয়াভাবাৎ, তেন হেতুনা সাম আদিত্যো মাং প্রতি মাং প্রতীতি তুল্যাং বুদ্ধিমুৎপাদয়তি; অতঃ সর্ব্বেণ সমঃ, অতঃ সাম, সমত্বাদিত্যর্থঃ। উদ্গীথভক্তিসামান্যবচনাদেব লোকাদিষু উক্তসামান্যাদ্ধিঙ্কারাদিত্বং গম্যতে ইতি হিঙ্কারাদিত্বে কারণং নোক্তং, সামত্বে পুনঃ সবিতুরনুক্তং কারণং ন সুবোধমিতি সমত্বমুক্তম্। ১।

সংস্কৃত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ প্রথম প্রপাঠকে পঞ্চবিধ সামোপাসনায় কেবল সামের অবয়বমাত্রে বা অংশবিশেষে আদিত্যদৃষ্টি করার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই আদিত্যকে সমস্ত সামে ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব বা অংশানুসারে আরোপিত করিয়া সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে, এই বিষয়েই বলিতেছেন। আদিত্যের সামত্ব অর্থাৎ সামের সহিত সাদৃশ্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—আদিত্যের উদ্গীথ বিষয়ে যে হেতু দেখান হইয়াছে, সামত্বেও সেই হেতুই জানিবে। পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন, কি সেই হেতু? উত্তরে বলিতেছেন, সামেরও যেমন বৃদ্ধি ক্ষয় নাই, আদিত্যেরও তেমনই বৃদ্ধি ক্ষয় নাই, সর্ব্বদাই সমভাবে থাকে, এই জন্তই আদিত্য ও সাম তুল্যরূপ, এই আদিত্য "আমার প্রতি আমার প্রতি" এইরূপ তুল্য বুদ্ধি উৎপাদন করিতেছেন

অর্থাৎ সকলেই মনে করে, আদিত্য যেন আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন, অতএব তিনি সকলের সহিতই সম ব্যবহার করেন বলিয়াই সাম। উদ্গীথ ভক্তির সহিত সমান উক্তিহেতুক পৃথিব্যাদি লোকে যেরূপ হিঙ্কারাদিত্বের নিষয় বলা হইয়াছে, এ স্থানেও সেইরূপ হিঙ্কারই সপ্তবিধ সামের আদিস্বরূপ, ইহা বুঝাইতেছে বলিয়াই সে বিষয়ে কোনরূপ কারণ প্রদর্শন করা হয় নাই। আদিত্যের সামত্ব বিষয়ে কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই এবং তাহা অনায়াসগম্যও নহে বলিয়াই তাহার সমত্ববিষয়ে কারণ দেখান হইয়াছে ॥ ১ ॥

তস্মিন্নিমানি সর্ব্বাণি ভূতান্যন্বায়ত্তানীতি বিদ্যাৎ, তস্য যৎ পুরোদয়াৎ স হিঙ্কারঃ,তদস্য পশবোঽন্বায়ত্তাঃ, তস্মাত্তে হিঙ্কুর্ব্বন্তি, হিঙ্কারভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই সমস্ত ভূতই আদিত্যের অনুগত জানিবে। উদয়ের পূর্ব্বে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই হিঙ্কার, পশুসমূহ আদিত্যের সেই রূপে অনুগত, এ জন্য তাহারা 'হিং' এইরূপ শব্দ করে, এবং এই জন্যই তাহারা এই সামের হিঙ্কারকে ভজনা করে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্মিন্নাদিত্যেঽবয়ববিভাগশ ইমানি বক্ষ্যমাণানি সর্ব্বাণি ভূতানি অন্বায়ত্তানি অনুগতানি আদিত্যমুপজীব্যত্বেনেতি বিদ্যাৎ। কথম্? তস্যাদিত্যস্য যৎ পুরোদয়াদ্ধর্ম্মরূপং, স হিঙ্কারো ভক্তিঃ, তৎ তত্রেদং সামান্যং যত্তস্য হিঙ্কারভক্তিরূপম্ তদস্যাদিত্যস্য সাম্নঃ পশবো গবাদয়োঽন্বায়ত্তা অনুগতাঃ, তদ্ভক্তিরূপমুপজীবন্তীত্যর্থঃ। যস্মাদেবং, তস্মাত্তে হিঙ্কুর্ব্বন্তি পশবঃ প্রাগুদয়াৎ। তস্মাদ্ধিঙ্কারভাজিনো হি এতস্যাদিত্যাখ্যস্য সাম্নঃ, তদ্ভক্তিভজনশীলত্বাদ্ধি তে এবং বর্ত্তন্তে ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—বক্ষ্যমাণ এই সমস্ত ভূতই পৃথক্ পৃথক্-রূপে এই আদিত্যে অনুগত আছে অর্থাৎ আদিত্যকে আশ্রয় করিয়া জীবিত আছে জানিবে। কিরূপে আশ্রয় করিয়া আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে-ছেন—উদয়ের পূর্ব্বে সেই আদিত্যের যে সুখপ্রদ ধর্ম্ম অর্থাৎ রূপ বা অবস্থা, তাহাই হিঙ্কারাখ্য ভক্তি বা সামের অংশবিশেষ। আদিত্যের যে অবস্থা হিঙ্কার নামক সামের অংশস্বরূপ, তাহাই তাহার সাদৃশ্য। 'গো' প্রভৃতি পশুসমূহ আদিত্যরূপ সামের অনুগত অর্থাৎ সেই সামের অংশকেই আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, এবং এই জন্যই তাহারা উদয়ের পূর্ব্বে 'হিং' এইরূপ শব্দ করে এবং তাহাই তাহাদের আদিত্যরূপ সামের হিঙ্কারভজনা। পশুগণ সর্ব্বদাই হিঙ্কারকে ভজনা করে বলিয়া এইরূপ ভাবে অবস্থান করে ॥ ২ ॥

* অথ যৎ প্রথমোদিতে স প্রস্তাবঃ, তদস্য মনুষ্যা অন্বায়ত্তাঃ, তস্মাত্তে প্রস্তুতিকামাঃ প্রশংসাকামাঃ, প্রস্তাবভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—আর প্রথম উদয়ের পর আদিত্যের যে রূপ, তাহাই প্রস্তাব, মনুষ্যগণ আদিত্যের এই রূপের অনুগত, এই জন্যই এই আদিত্যের স্তব ও প্রশংসা কামনা করে অর্থাৎ স্তব ও প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করে, কারণ, তাহারা এই সামের প্রস্তাব অংশকে ভজনা করে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যৎ প্রথমোদিতে সবিতৃরূপং তদস্যাদিত্যাখ্যস্য সাম্নঃ স প্রস্তাবঃ, তদস্য মনুষ্যা অন্বায়ত্তাঃ পূর্ব্ববৎ। তস্মাত্তে প্রস্তুতিং প্রশংসাং কাময়ন্তে; যস্মাৎ প্রস্তাবভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অন্য প্রকার উপাসনার বিষয় বলিতেছেন। প্রথমোদয়ের পর সূর্য্যদেবের যে রূপ, সেই রূপই এই আদিত্যনামক সামের প্রস্তাব-স্বরূপ। মনুষ্যগণ ইহার সেই রূপের অনুগত ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। মনুষ্যগণ এই সামের প্রস্তাব অংশকে ভজনা করে বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে স্তুতি ও পরোক্ষে প্রশংসা লাভের কামনা করে অথবা স্তুতি ও প্রশংসা করিতে অভিলাষ করে ॥ ৩ ॥

অথ যৎ সঙ্গববেলায়াং স আদিঃ, তদস্য বয়াংস্যন্বায়ত্তানি; তস্মাত্তান্যন্তরিক্ষেঽনারম্বণান্যাদায়াত্মানং পরিপতন্তি, আদিভাজীনি হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—তদনন্তর সঙ্গববেলায় অর্থাৎ প্রথম ছয় দণ্ডের পর ছয় দণ্ড সময়ে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই 'আদি' নামক সাম ভক্তি। পক্ষিসমূহ তাহার

---

* তাৎপর্য্য—এই খণ্ডে সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া সাত প্রকার সামের উপাসনার বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথমে আদিত্যকে সামরূপে নির্দ্দেশ করার কারণ দেখান হইয়াছে যে, সাম যেমন উদ্গীথাদি সমস্ত ভক্তি বা অংশের পক্ষে সমান, সূর্য্যদেবও সেইরূপ সকল প্রাণীর পক্ষেই সমান, তিনি সকলকেই তুল্যভাবে আলোক প্রদান করেন, সকলেই মনে করে, তিনি আমার দিকেই অভিমুখ করিয়া আছেন, এই যে সকলের প্রতিই সমানভাব, ইহাই আদিত্যের সামস্বরূপত্বে কারণ। তাহার পর সূর্য্যদেবের উদয়ের পূর্ব্বকালীন ও পরকালীন পৃথক্ পৃথক্ রূপসমূহকে সামের সপ্তবিধ অংশ কল্পনা করিয়া সেই সেই রূপের উপাসনার বিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থলেই আদিত্যের সেই সেই রূপে ও সামের সপ্তবিধ অংশে কিছু না কিছু সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। প্রস্তুতি ও প্রশংসা শব্দ একার্থক হইলেও প্রত্যক্ষ-ভাবে যে স্থানে গুণ বর্ণনা করা হয়, সেই স্থানে প্রস্তুতি ও পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অসাক্ষাতে যে স্থানে গুণ বর্ণনা করা হয়, সেই স্থানে প্রশংসাশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রথমোদিত বলিতে প্রাতঃকালের প্রথম তিন মুহূর্ত্ত বা ছয় দণ্ড (২ ঘঃ ২৪ মিঃ) সময় বুঝিতে হইবে। তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত 'সঙ্গব', তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত 'মধ্যাহ্ন', তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত 'অপরাহ্ণ', তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত 'সায়াহ্ন'।

এইরূপে অনুগত। তাহারা সামের এই 'আদি' নামক অংশকে ভজনা করে বলিয়া অন্তরিক্ষে অবলম্বনশূন্য হইয়াও নিজেরা বিচরণ করে ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যৎ সঙ্গববেলায়াং গবাং রশ্মীনাং সঙ্গমনং সঙ্গবো যস্যাং বেলায়াং, গবাং বা বৎসৈঃ সহ, সা সঙ্গববেলা; তস্মিন্ কালে যৎ সাবিত্রং রূপং স আদির্ভক্তিবিশেষ ওঙ্কারঃ, তদস্য বয়াংসি পক্ষিণোঽন্বায়ত্তানি। যত এবং তস্মাৎ তানি বয়াংসি অন্তরিক্ষে অনারম্বণানি অনালম্বনানি আত্মানমাদায় আত্মানমেবাবলম্বনত্বেন গৃহীত্বা পরিপতন্তি গচ্ছন্তি, অত আকারসামান্যাদাদিভক্তিভাজীনি হ্যেতস্য সাম্নঃ। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর সঙ্গববেলায় (সঙ্গব শব্দের অর্থ গো অর্থাৎ সূর্য্যকিরণসমূহ যে সময় পৃথিবীতে পতিত হয়, অথবা গো-সমূহের সহিত যখন বৎসের মিলন হয়, সেই সময়কে সঙ্গব বলে, উহা সূর্য্যোদয়কাল হইতে ছয় দণ্ডের পরবর্ত্তী ছয়দণ্ডকাল) আদিত্যের যে রূপ, তাহাই 'আদি' নামক সামভক্তিবিশেষ অর্থাৎ ওঙ্কার। পক্ষিগণ আদিত্যের সেই রূপের অনুগত অর্থাৎ সেই রূপকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে। পক্ষিগণ আদিত্যের সেই রূপের অনুগত বলিয়াই তাহারা আকাশে কিছু অবলম্বন না করিয়া কেবল নিজেকেই অবলম্বনস্বরূপে গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়, অতএব এই 'আ'কার-গত সাদৃশ্যবশতই তাহারা এই সামের 'আদি' ভক্তিকে অর্থাৎ ওঙ্কারকে ভজনা করে ॥ ৪ ॥

অথ যৎ সম্প্রতিমধ্যন্দিনে স উদ্গাথঃ, তদস্য দেবা অন্বায়ত্তাঃ, তস্মাত্তে সত্তমাঃ প্রাজাপত্যানাম্, উদ্গীথভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর সম্প্রতিমধ্যন্দিনে অর্থাৎ ঠিক মধ্যাহ্নকালে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই উদ্গীথ, দেবতাগণ আদিত্যের সেই রূপের অনুগত, এই জন্যই তাঁহারা প্রজাপতি হইতে সঞ্জাত প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাঁহারা এই সামের উদ্গীথ অংশকে ভজনা করেন ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যৎ সম্প্রতি-মধ্যন্দিনে ঋজুমধ্যন্দিনে ইত্যর্থঃ, স উদ্গীথভক্তিঃ, তদস্য দেবা অন্বায়ত্তাঃ, দ্যোতনাতিশয়াত্তৎকালে; তস্মাত্তে সত্তমা বিশিষ্টতমাঃ প্রাজাপত্যানাং প্রজাপত্যপত্যানাম্, উদ্গীথভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর সম্প্রতিমধ্যন্দিনে অর্থাৎ ঠিক মধ্যাহ্নকালে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই উদ্গীথভক্তি, দেবগণ তাঁহার সেই এই

রূপের অনুগত, কারণ, মধ্যাহ্নেই সূর্য্যতেজের প্রখরতা ঘটে। এই জন্যই দেবগণ প্রজাপতিসন্ততিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ, তাঁহারা এই সামের উদ্গীথ-ভক্তিকে ভজনা করেন ॥ ৫ ॥

অথ যদূর্দ্ধং মধ্যন্দিনাৎ প্রাগপরাহ্লাৎ স প্রতিহারঃ, তদস্য গর্ভা অন্বায়ত্তাঃ, তস্মাত্তে প্রতিহৃতা নাবপদ্যন্তে, প্রতিহার-ভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর মধ্যাহ্নের পর ও অপরাহ্নের পূর্ব্বে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই প্রতিহার। গর্ভসমূহ আদিত্যের সেই রূপের অনুগত, এই জন্যই তাহারা প্রতিহৃত অর্থাৎ উর্দ্ধে আকৃষ্ট থাকিয়া অধোদেশে পতিত হয় না, কারণ, তাহারা এই সামের প্রতিহার ভক্তিকে ভজনা করে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যদূর্দ্ধং মধ্যন্দিনাৎ প্রাগপরাহ্লাৎ যদ্রূপং সবিতুঃ স প্রতিহারঃ, তদস্য গর্ভা অন্বায়ত্তাঃ; অতস্তে সবিতুঃ প্রতিহারভক্তিরূপেণোর্দ্ধং প্রতিহৃতাঃ সন্তো নাবপদ্যন্তে নাধঃ পতন্তি, তদ্দ্বারে সত্যপীত্যর্থঃ। যতঃ প্রতিহারভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নো গর্ভাঃ ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর মধ্যাহ্নের পর ও অপরাহ্নের পূর্ব্বে সূর্য্যের যে রূপ প্রকটিত হয়, তাহাই প্রতিহার; গর্ভসমূহ আদিত্যের এই রূপকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান থাকে, এ জন্য তাহারা সূর্য্যের প্রতিহার ভক্তি-রূপের দ্বারা উর্দ্ধে অর্থাৎ প্রসবদ্বারের উর্দ্ধে গর্ভাশয়ে আকৃষ্ট থাকিয়া অধোদেশে পড়িয়া যাইবার উপযোগী দ্বার থাকিলেও পড়িয়া যায় না, কারণ, তাহারা এই সামের প্রতিহার অংশকে ভজনা করে ॥ ৬ ॥

অথ যদূর্দ্ধমপরাহ্লাৎ প্রাগস্তময়াৎ স উপদ্রবঃ, তদস্যারণ্যা অন্বায়ত্তাঃ, তস্মাত্তে পুরুষং দৃষ্ট্বা কক্ষং শ্বভ্রমিত্যুপদ্রবন্তি, উপ-দ্রবভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর অপরাহ্নকালের পর ও অস্তগমনের পূর্ব্বে আদি-ত্যের যে রূপ, তাহাই উপদ্রব, আরণ্য অর্থাৎ বন্য পশুগণ আদিত্যের এই রূপের অনুগত, এ জন্য তাহারা মনুষ্যকে দর্শন করিয়া কক্ষ অর্থাৎ অরণ্যরূপ বাসগৃহ অথবা শ্বভ্র অর্থাৎ গর্ত্ত বা গুহামধ্যে দ্রুত পলায়ন করে, কারণ, তাহারা সামের এই উপদ্রব অংশকে ভজনা করে ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যদূর্দ্ধমপরাহ্ণাৎ প্রাগস্তময়াৎ স উপদ্রবঃ তদস্য আরণ্যাঃ পশবোঽন্বায়ত্তাঃ। তস্মাত্তে পুরুষং দৃষ্ট্বা ভীতাঃ কক্ষমরণ্যং শ্বভ্রং ভয়শূন্যমিত্যুপদ্রবন্তি উপগচ্ছন্তি, দৃষ্ট্বা উপদ্রবণাৎ উপদ্রবভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর অপরাহ্ণের পর ও অস্তগমনের পূর্ব্বে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই 'উপদ্রব' নামক সামভক্তিবিশেষ। বন্যপশুগণ আদিত্যের সেই রূপকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে। এই জন্যই তাহারা কোন মনুষ্যকে দেখিয়া ভীত হইলে কক্ষ অর্থাৎ অরণ্যরূপ বাসগৃহ অথবা শ্বভ্র অর্থাৎ কোন গর্ত্ত বা গুহাকে ভয়শূন্য স্থান মনে করিয়া উপদ্রুত হয় অর্থাৎ দ্রুত ধাবিত হয়। দর্শনমাত্রেই দ্রুত ধাবিত হওয়ায় বুঝায় যে, তাহারা এই সামের 'উপদ্রব' ভক্তিকে ভজনা বা উপাসনা করে ॥ ৭ ॥

অথ যৎ প্রথমাস্তমিতে তন্নিধনং, তদস্য পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ, তস্মাত্তান্নিদধতি, নিধনভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ, এবং খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধꣳ সামোপাস্তে ॥ ৮ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য নবমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—অনন্তর প্রথম অস্তগমনকালে অর্থাৎ অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করিলে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই নিধন, পিতৃগণ আদিত্যের এই রূপকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করেন, এ জন্য তাঁহাদিগকে নিহিত অর্থাৎ কুশের উপর স্থাপিত করা হয়, কারণ, তাঁহারা এই সামের 'নিধন' নামক ভক্তিকে ভজনা করেন। এইরূপে এই আদিত্যরূপী সপ্তবিধ সামের অর্থাৎ সপ্তবিধ সামে আদিত্য-বুদ্ধি স্থাপনা করিয়া উপাসনা করিবে ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে নবম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যৎ প্রথমাস্তমিতেঽদর্শনং জিগমিষতি সবিতরি তন্নিধনং, তদস্য পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ, তস্মাত্তান্নিদধতি পিতৃপিতামহপ্রপিতামহরূপেণ দর্ভেষু নিক্ষিপন্তি তান্, তদর্থং পিণ্ডান্ বা স্থাপয়ন্তি। নিধনসম্বন্ধান্নিধনভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ পিতরঃ। এবমবয়বশঃ সপ্তধা বিভক্তং খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাস্তে যঃ, তস্য তদাপত্তিঃ ফলমিতি বাক্যশেষঃ ॥ ৮ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে নবমখণ্ডভাষ্যম্।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর প্রথম অস্তমিতে অর্থাৎ অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করিলে সেই সময় আদিত্যের যে রূপ প্রকটিত হয়, তাহাই নিধন। পিতৃগণ অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি তাঁহার সেই রূপের অনুগত, এ জন্য পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহরূপে তাঁহাদিগকে কুশের উপর স্থাপন করে অথবা তাঁহাদিগের উদ্দেশে কুশোপরি পিণ্ড স্থাপন করে। নিধন অর্থাৎ কুশোপরি পিণ্ডস্থাপনের সহিত সম্বন্ধ থাকায় পিতৃগণ এই সামের 'নিধন' নামক ভক্তিকে ভজনা করেন। যে ব্যক্তি উক্তরূপ অংশাশরূপে সপ্তভাগে বিভক্ত এই আদিত্যকে সপ্তবিধ সামরূপে অর্থাৎ সপ্তবিধ সামকে আদিত্যবুদ্ধিতে উপাসনা করেন, এই উপাসনার ফলে তিনি তদ্ভাবাপন্ন অর্থাৎ আদিত্যভাব প্রাপ্ত হন॥ ৮।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে নবম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে
দশমঃ খণ্ডঃ

অথ খল্বাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাসীত। হিঙ্কার ইতি ত্র্যক্ষরং, প্রস্তাব ইতি ত্র্যক্ষরং, তৎসমম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—আদিত্যবিষয়ক সাম উপাসনানন্তর আত্মসম্মিত অর্থাৎ পরস্পর সমানাক্ষরবিশিষ্ট অথবা পরমাত্মতুল্য মৃত্যুভয়নিবারক সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে। 'হিঙ্কার' এই শব্দটিও তিন অক্ষরবিশিষ্ট, 'প্রস্তাব' এই শব্দটিও তিন অক্ষরবিশিষ্ট, অতএব উহারা দুইটি পরস্পর সমান ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—মৃত্যুরাদিত্যঃ, অহোরাত্রাদিকালেন জগতঃ প্রমাপয়িতৃত্বাৎ। তস্যাতিতরণায়েদং সামোপাসনমুপদিশ্যতে। অথ খল্বনন্তরম্, আদিত্যমৃত্যুবিষয়সামোপাসনস্যাত্মসম্মিতং স্বাবয়বতুল্যতয়া মিতং, পরমাত্মতুল্যতয়া বা সম্মিতম্, অতিমৃত্যু মৃত্যুজয়হেতুত্বাৎ। যথা প্রথমেঽধ্যায়ে উদ্গীথভক্তিনামাক্ষরাণি 'উদ্-গী-থ' ইত্যুপাস্যত্বেনোক্তানি, তথেহ সাম্নঃ সপ্তবিধভক্তি-নামাক্ষরাণি সমাহৃত্য ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সমতয়া সামত্বং পরিকল্প্যোপাস্যত্বেনোচ্যন্তে। তদুপাসনং মৃত্যুগোচরাক্ষরসংখ্যাসামান্যেন মৃত্যুং প্রাপ্য তদতিরিক্তাক্ষরেণ তস্যাদিত্যস্য মৃত্যোরতিক্রমণায়ৈব সংক্রমণং কল্পয়তি। অতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাসীত; মৃত্যুমতিক্রান্তমতিরিক্তাক্ষরসংখ্যয়েতি অতিমৃত্যু সাম। তস্য প্রথমভক্তি-নামাক্ষরাণি হিঙ্কার ইতি, এতৎ ত্র্যক্ষরং ভক্তিনাম। প্রস্তাব ইতি চ ভক্তেস্ত্র্যক্ষরমেব নাম; তৎ পূর্বেণ সমম্। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—দিবা রাত্রি প্রভৃতি কালের বিভাগকরণ দ্বারা জগতের অর্থাৎ জাগতিক প্রাণিসমূহের বিনাশসাধন করেন বলিয়া আদিত্যই মৃত্যুস্বরূপ, সেই মৃত্যুকে অতিক্রম করার নিমিত্ত সামের এই অন্যবিধ উপাসনা-বিষয়ে উপদেশ করিতেছেন। আদিত্য দৃষ্টিতে সামোপাসনা করার পর আত্মসম্মিত অর্থাৎ নিজের অবয়বের সমান অর্থাৎ পরস্পর সমান অক্ষরবিশিষ্ট (হিঙ্কারাদি সামের যে অংশবিশেষ তাহাদের অক্ষরসমূহকে তিনটি তিনটি করিয়া গণনা করিলে পরস্পর সমান অক্ষরবিশিষ্ট হয়) অথবা পরমাত্মসদৃশ অর্থাৎ পরমাত্মার উপাসনায় যেমন মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করা যায়, ইহার উপাসনাতেও সেইরূপ মৃত্যুকে জয় করিতে পারা যায় বলিয়া মৃত্যুভয়নিবারক সাত প্রকার সামের উপাসনা করিবে। প্রথম অধ্যায়ে যেমন উদ্গীথভক্তির 'উদ্-গী-থ' এই তিনটি অক্ষরকে উপাসনা করিবে, ইহা বলা হইয়াছে, এ স্থানেও সেইরূপ হিঙ্কার প্রভৃতি

সামের সপ্তবিধ বিভাগের নামের অক্ষরসমূহকে একত্র করিয়া তিন তিন অক্ষরে পরস্পরের সাম্যবশতঃ উহাদের সামত্ব কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবে, ইহাই এ স্থানে বলিতেছেন। মৃত্যুগোচর অর্থাৎ মৃত্যুর অধিকৃত অক্ষরসংখ্যাসমূহের তুল্যতাবশতঃ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইয়া তদতিরিক্ত অক্ষরের উপাসনা দ্বারা আদিত্যরূপ মৃত্যুকে অতিক্রমণের নিমিত্ত এই উপাসনার কল্পনা করিতেছেন। (ভাবার্থ এই যে—হিঙ্কার, প্রস্তাব, আদি, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন এই সাতটি সামভক্তিতে বাইশটি অক্ষর আছে। এই বাইশটি অক্ষরকে সমানভাবে তিনটি তিনটি করিয়া গণনা করিলে একুশটি অক্ষর হইয়া একটি অক্ষর অতিরিক্ত থাকে, ঐ অতিরিক্ত একটি অক্ষরের উপাসনায় আদিত্যস্বরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, অপর একুশটি অক্ষর মৃত্যুর অধিকারভুক্ত, উহাদের উপাসনা করিলেও মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না) অতিমৃত্যু অর্থাৎ অতিরিক্ত সেই একটি অক্ষরসংখ্যার উপাসনা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় বলিয়া ইহার নাম অতিমৃত্যু সাম, এই অতিমৃত্যু সামের উপাসনা করিবে। ঐ সপ্তবিধ সাম ভক্তির প্রথম ভক্তি 'হিঙ্কার' তিন অক্ষরবিশিষ্ট, 'প্রস্তাব' নামক ভক্তিও তিন অক্ষরবিশিষ্ট, সুতরাং এই 'প্রস্তাব' পূর্ব্ববর্ত্তী 'হিঙ্কার' এই নামের সহিত সমান অক্ষরবিশিষ্ট ॥ ১ ॥

আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং, প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরং, তত ইহৈকং তৎসমম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—'আদি' এই ভক্তিটি দুই অক্ষরবিশিষ্ট, 'প্রতিহার' এই ভক্তিটি চতুরক্ষরবিশিষ্ট, 'প্রতিহার' হইতে একটি অক্ষর লইয়া 'আদি'র সহিত যোজনা করিলে তিনটি তিনটি করিয়া সমান অক্ষর হয় ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং, সপ্তবিধস্য সাম্নঃ সংখ্যাপূরণে ওঙ্কারঃ 'আদিঃ' ইত্যুচ্যতে। প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরম্। তত ইহ একমক্ষরমবচ্ছিদ্য আদ্যক্ষরয়োঃ প্রক্ষিপ্যতে; তেন তৎ সমমেব ভবতি। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সপ্তবিধ সামের সপ্তসংখ্যাপূরণবিষয়ে ওঙ্কারকেই 'আদি' বলা হয়, এই 'আদি' নামক ভক্তি দুই অক্ষরবিশিষ্ট। 'প্রতিহার' এই ভক্তিটি চতুরক্ষরবিশিষ্ট, এই চতুরক্ষর 'প্রতিহার' হইতে একটি অক্ষরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'আদি' এই দুটি অক্ষরের সহিত মিলিত করিলে উহারা পরস্পর সমান হয় ॥ ২ ॥

উদ্গীথ ইতি ত্র্যক্ষরম্, উপদ্রব ইতি চতুরক্ষরং, ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ সমং ভবত্যক্ষরমতিশিষ্যতে, ত্র্যক্ষরং তৎসমম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—'উদ্গীথ' এই ভক্তিটি তিন অক্ষরবিশিষ্ট, 'উপদ্রব' এই ভক্তিটি চতুরক্ষরবিশিষ্ট। এই সাতটি অক্ষরের মধ্যে ছয়টি অক্ষরকে তিনটি তিনটি করিয়া গণনা করিলে সমান হইয়া একটি অক্ষর অতিরিক্ত হয়। অতএব তিন তিন অক্ষরে ঐ দুইটি সমান ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—উদ্গীথ ইতি ত্র্যক্ষরম্, উপদ্রব ইতি চতুরক্ষরং, ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সমং ভবতি। অক্ষরমতিশিষ্যতেঽতিরিচ্যতে; তেন বৈষম্যে প্রাপ্তে সাম্নঃ সমত্বকরণায়াহ, তদেকমপি সৎ অক্ষরমিতি ত্র্যক্ষরমেব ভবতি, অতঃ তৎ সমম্। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'উদ্গীথ' এই শব্দটি তিন অক্ষর, 'উপদ্রব' এই শব্দটি চতুরক্ষর, এই সাতটি অক্ষরের মধ্যে ছয়টি অক্ষর তিন তিন অক্ষরে বিভক্ত করিলে সমান হইয়া একটি অক্ষর অতিরিক্ত হয়। একটি অক্ষর অতিরিক্ত হওয়ায় বৈষম্য ঘটায় ঐ সামের সমত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত বলিতেছেন— উহা একটিমাত্র অক্ষর হইলেও অক্ষরত্ব-সাম্যে তিন অক্ষরই হয়, অতএব উহাও সমান ॥ ৩ ॥

নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং, তৎ সমমেব ভবতি, তানি হ বা এতানি দ্বাবিংশতিরক্ষরাণি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—'নিধন' এই সামভক্তিটি তিন অক্ষরবিশিষ্ট, ইহা তিন অক্ষরবিশিষ্ট অন্যান্য সামভক্তির সহিত সমান। সেই এই সামাক্ষরগুলির সমষ্টি বাইশটি অক্ষর ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং, তৎ সমমেব ভবতি, এবং ত্র্যক্ষরসমতয়া সামত্বং সম্পাদ্য যথাপ্রাপ্তান্যেবাক্ষরাণি সংখ্যায়ন্তে। তানি হ বা এতানি সপ্তভক্তিনামাক্ষরাণি দ্বাবিংশতিঃ। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'নিধন' নামক ভক্তিটি তিন অক্ষরবিশিষ্ট, সুতরাং ইহা অন্য সকলের সহিত অক্ষরসংখ্যায় সমান। এইরূপে তিন অক্ষরের সহিত সমতাবশতঃ ইহাদিগের সামত্ব প্রতিপাদন করিয়া সমস্ত অক্ষরগুলির সংখ্যা নির্ণয় করিতেছেন—সেই এই সপ্তভক্তির নামের অর্থাৎ সপ্তভাগে বিভক্ত সামের নামাক্ষরসমূহের সংখ্যা দ্বাবিংশতি মাত্র ॥ ৪ ॥

একবিংশত্যা আদিত্যমাপ্নোতি, একবিংশো বা ইতঃ অসাবাদিত্যঃ, দ্বাবিংশেন পরমাদিত্যাজ্জয়তি, তন্নাকং তদ্‌বিশোকম্‌ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—একবিংশতি অক্ষরের দ্বারা আদিত্যকে অর্থাৎ আদিত্যস্বরূপ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, কারণ, এই লোক অর্থাৎ বারটি মাস, পাঁচটি ঋতু ও স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল এই তিনটি লোক অপেক্ষা এই আদিত্য একবিংশতিসংখ্যক হয় অর্থাৎ ১২+৫+৩=২০র সহিত অতিরিক্ত আদিত্যকে গণনা করিলে একবিংশতিসংখ্যা পূর্ণ হয়। আর অতিরিক্ত যে দ্বাবিংশসংখ্যক অক্ষরটি তদ্দ্বারা আদিত্য অপেক্ষাও পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট লোককে জয় করা যায়, তাহাই নাক অর্থাৎ সুখময় এবং তাহাই বিশোক অর্থাৎ শোকদুঃখাদির অধিকারবিমুক্ত কেবল আনন্দময় ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।—তত্রৈকবিংশত্যক্ষরসঙ্খ্যয়া আদিত্যমাপ্নোতি মৃত্যুম্‌। যস্মাদেকবিংশ ইতোঽস্মাল্লোকাদসাবাদিত্যঃ সঙ্খ্যয়া। "দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবস্ত্রয় ইমে লোকাঃ, অসাবাদিত্য একবিংশঃ" ইতি শ্রুতেঃ, অতিশিষ্টেন দ্বাবিংশেনাক্ষরেণ পরং মৃত্যোরাদিত্যাজ্জয়ত্যাপ্নোতীত্যর্থঃ। যচ্চ তদাদিত্যাৎ পরং কিন্তৎ ? নাকং, কমিতি সুখং, তস্য প্রতিষেধোঽকং, তন্ন ভবতীতি নাকং, কমেবেত্যর্থঃ, অমৃত্যুবিষয়ত্বাৎ। বিশোকং চ তদ্বিগতশোকং মানসদুঃখরহিতমিত্যর্থঃ, তদাপ্নোতীতি। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—তাহার মধ্যে একবিংশতিসংখ্যক অক্ষর দ্বারা আদিত্যরূপ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এই একুশটি অক্ষরের উপাসনাতেও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। এই লোক হইতে গণনা করিলে এই আদিত্য একবিংশ হয়, যে হেতু শ্রুতি আছে—"দ্বাদশ মাস, পাঁচটি ঋতু (হেমন্ত ও শিশিরকে এক ঋতু বলিয়া গণনা করায় ঋতু পাঁচটি বলিয়াছেন) ও এই তিনটি লোক ইহাদের সমষ্টি বিংশতি, আর এই আদিত্যই তাহাদের একবিংশ সংখ্যাপূরক"। অবশিষ্ট যে দ্বাবিংশসংখ্যক অক্ষরটি তদ্দ্বারা অর্থাৎ তাহার উপাসনা দ্বারা মৃত্যুরূপ আদিত্য হইতেও পর বা উৎকৃষ্ট স্থানকে জয় করে অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়। আদিত্যেরও পরবর্ত্তী বা আদিত্য অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট যে স্থান, সেটি কি ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, সেই স্থানটি 'নাক'। ক-শব্দের অর্থ সুখ, যাহা সুখের প্রতিষেধক, তাহার নাম 'অক' অর্থাৎ দুঃখ, যাহা 'অক' নয়, তাহাই নাক অর্থাৎ সুখস্বরূপ, সে স্থান শোক-দুঃখের অতীত বলিয়া তাহার আর একটি নাম 'বিশোক', সে স্থানে কোনরূপ মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, উক্ত উপাসক সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥

আপ্নোতি হাদিত্যস্য জয়ং, পরো হাস্যাদিত্যজয়াজ্জয়ো ভবতি, য এতদেবং বিদ্বানাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধঙ্ সামোপাস্তে সামোপাস্তে ॥ ৬ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে দশমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপগুণসম্পন্ন জানিয়া আত্মসম্মিত অর্থাৎ পরস্পর সমানাক্ষরবিশিষ্ট অথবা পরমাত্মোপাসনার তুল্যফলবিশিষ্ট মৃত্যুবিজয়ী এই সপ্তবিধ সামকে উপাসনা করেন,সেই ব্যক্তির আদিত্যের জয় অর্থাৎ আদিত্যরূপ মৃত্যুকে জয় করিব, এইরূপ লক্ষ্য করিয়া অথবা আদিত্যরূপ মৃত্যুকে জয় করিবার পর উক্ত তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞব্যক্তির আদিত্য জয় হইতেও উৎকৃষ্ট স্থান জয় হয় অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়। সপ্তবিধ সামের উপাসনাবিষয়ক প্রস্তাব এই স্থানেই সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত "সাম উপাস্তে সাম উপাস্তে" এই দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে দশম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—উক্তস্যৈব পিণ্ডিতার্থমাহ, একবিংশতিসংখ্যয়া আদিত্যস্য জয়মাপ্নোতি। পরো হাস্য এবংবিদঃ আদিত্যজয়াম্মৃত্যুগোচরাৎ পরো জয়ো ভবতি দ্বাবিংশত্যক্ষরসংখ্যয়েত্যর্থঃ। য এতদেবং বিদ্বানিত্যাদি উক্তার্থম্। তস্যৈতদযথোক্তং ফলমিতি। দ্বিরভ্যাসঃ সাপ্তবিধ্য-সমাপ্ত্যর্থঃ। ৬।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে দশমখণ্ডভাষ্যম্। ১০।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয় বলা হইল, তাহারই সারার্থ বলিতেছেন, একবিংশতিসংখ্যা দ্বারা আদিত্যজয়ের পর অথবা আদিত্যজয়কে লক্ষ্য করিয়া; এই সামবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বাবিংশতিসংখ্যক অক্ষরের উপাসনা দ্বারা মৃত্যুর অধিকৃত আদিত্যজয় অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট জয়লাভ হয়। 'যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই ব্যক্তির উক্তরূপ উপাসনায় ইহাই ফল। দ্বিরুক্তি সপ্তবিধ সামোপাসনার সমাপ্তিসূচক। তাৎপর্য্য এই যে—একবিংশতি সংখ্যার উপাসনাতেও মৃত্যুরূপী আদিত্যকে অতিক্রম করা যায় না, এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় যে ব্যক্তি সামের উক্তরূপ গুণ জানিয়া দ্বাবিংশতিসংখ্যক অক্ষরের দ্বারা মৃত্যুভয়নিবারক সপ্তবিধ সামের উপাসনা করেন, তিনি মৃত্যুর অধিকারভুক্ত আদিত্যপ্রাপ্তি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান জয় করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন, ইহাই এই উপাসনার ফল ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে দশম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

একাদশঃ খণ্ডঃ

মনো হিঙ্কারঃ, বাক্ প্রস্তাবঃ, চক্ষুরুদ্গীথঃ, শ্রোত্রং প্রতিহারঃ, প্রাণো নিধনম্, এতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—মনই হিঙ্কার, বাক্ই প্রস্তাব, চক্ষুই উদ্গীথ, শ্রোত্রই প্রতিহার, প্রাণই নিধন। গায়ত্রনামক এই উপাসনা প্রাণ অর্থাৎ পঞ্চবৃত্তিক প্রাণেই প্রোত অর্থাৎ সম্বদ্ধ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—বিনা নামগ্রহণং পঞ্চবিধস্য সপ্তবিধস্য চ সাম্ন উপাসনমুক্তম্। অথেদানীং গায়ত্র্যাদিনামগ্রহণপূর্ব্বকং বিশিষ্টফলানি সামোপাসনান্তরাণ্যুচ্যন্তে। যথাক্রমং গায়ত্র্যাদীনাং কর্ম্মণি প্রয়োগঃ, তথৈব মনো হিঙ্কারঃ, মনসঃ সর্ব্বকরণপ্রবৃত্তীনাং প্রাথম্যাৎ। তদানন্তর্য্যাদ্বাক্ প্রস্তাবঃ। চক্ষুরুদ্গীথঃ, শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। শ্রোত্রং প্রতিহারঃ, প্রতিহৃতত্বাৎ। প্রাণো নিধনং, যথোক্তানাং প্রাণে নিধনাৎ স্বাপকালে। এতদ্গায়ত্রং সাম প্রাণেষু প্রোতং, গায়ত্র্যাঃ প্রাণসংস্তুতত্বাৎ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কোন বিশেষ নাম নির্দ্দেশ না করিয়াই পঞ্চবিধ ও সপ্তবিধ সামোপাসনার বিষয় বলা হইয়াছে; সম্প্রতি যে ক্রমকে অবলম্বন করিয়া গায়ত্র রথন্তর ইত্যাদি সামের যজ্ঞাদিকার্য্যে প্রয়োগ হয়, সেই ক্রমানুসারেই তাহাদের গায়ত্র প্রভৃতি নাম উল্লেখ পূর্ব্বক বিশিষ্ট-ফলপ্রদ অন্যবিধ সামোপাসনা বলিতেছেন। উক্ত ক্রমানুসারে মনই হিঙ্কার, কারণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তিসম্বন্ধে মনই প্রথম বা প্রধান, হিঙ্কারও সামসমূহের মধ্যে প্রথম। তাহার পরবর্ত্তী বলিয়া বাক্ বা বাগিন্দ্রিয়ই প্রস্তাব। শ্রেষ্ঠতাবশতঃ চক্ষুই উদ্গীথ। বিষয়সমূহ হইতে প্রতিহৃত হয় বলিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ই প্রতিহার। সুষুপ্ত অবস্থায় উক্ত মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাণেই নিহিত অর্থাৎ লীনভাবে থাকে বলিয়া প্রাণই নিধন। গায়ত্রী প্রাণরূপে সংস্তুত হয় বলিয়া গায়ত্র নামক এই সাম প্রাণেই প্রোত অর্থাৎ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত বা সম্বন্ধযুক্ত ॥ ১ ॥

স য এবমেতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ, প্রাণী ভবতি, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা, মহামনাঃ স্যাৎ, তদ্ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই গায়ত্র নামক সামকে উক্তরূপে প্রাণে

প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি প্রাণী অর্থাৎ অবিকল ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হন। সম্পূর্ণ শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করেন। মহাতেজস্বী হইয়া জীবিত থাকেন। বহু সন্ততি, বহু পশু ও মহাকীর্ত্তিসম্পন্ন হইয়া সংসারে মহৎ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন। গায়ত্রোপাসকের মহামনা অর্থাৎ উদারচিত্ত হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ, ইহাই তাঁহার ব্রত বা অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স য এবমেতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ, প্রাণী ভবতি অবিকলকরণো ভবতীত্যেতৎ। সর্ব্বমায়ুরেতি, "শতং বর্ষাণি সর্ব্বমায়ুঃ পুরুষস্য" ইতি শ্রুতেঃ। জ্যোগুজ্জ্বলঃ সন্ জীবতি। মহান্ ভবতি প্রজাদিভিঃ, মহাংশ্চ কীর্ত্ত্যা। গায়ত্রোপাসকস্যৈতদ্ব্রতং ভবতি, যন্মহামনাঃ অক্ষুদ্রচিত্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ২।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে একাদশখণ্ডভাষ্যম্। ১১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন ব্যক্তিই হউন, যিনি এই গায়ত্র নামক সামকে উল্লিখিত প্রকারে প্রাণসমূহে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি প্রাণী হন অর্থাৎ তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ কখন বিকল বা বিকৃত হয় না। "পুরুষের সম্পূর্ণ আয়ু শত বৎসর" এই শ্রুতি অনুসারে সেই উপাসক শত বৎসর আয়ুলাভ করিয়া ও জ্যোক্ অর্থাৎ উজ্জ্বলভাবে অর্থাৎ মহা প্রভাবসম্পন্ন হইয়া জীবিত থাকেন। প্রজা অর্থাৎ বহুসন্ততি ও বহুপশু লাভ করিয়া মহান্ বা জগতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হন। মহাযশস্বী হন। গায়ত্র উপাসকের ইহাই ব্রত হওয়া উচিত যে, তাঁহাকে মহামনা অর্থাৎ উদারচিত্ত হইতে হইবে, অন্তঃকরণে কোনরূপ ক্ষুদ্রতা বা নীচতা তাঁহার থাকিবে না ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকের একাদশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

অভিমন্থতি স হিঙ্কারঃ, ধূমো জায়তে স প্রস্তাবঃ, জ্বলতি স উদ্‌গীথঃ, অঙ্গারা ভবন্তি স প্রতিহারঃ, উপশাম্যতি তন্নিধনং, সংশাম্যতি তন্নিধনম্, এতদ্রথন্তরমগ্নৌ প্রোতম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যে অভিমন্থন অর্থাৎ অগ্নি উৎপাদনের নিমিত্ত কাষ্ঠে কাষ্ঠে যে মন্থন বা ঘর্ষণ করা হয়, তাহাই হিঙ্কার। সেই ঘর্ষণে যে ধূম নির্গত হয়, তাহাই প্রস্তাব। যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহাই উদ্‌গীথ। কাষ্ঠ ভস্মীভূত হইয়া যে অঙ্গার-সমূহ হয়, তাহাই প্রতিহার। অগ্নির যে উপশম অর্থাৎ অল্পতাপ্রাপ্তি, তাহাই নিধন আর যে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি, তাহাও নিধন। এই রথন্তর সামটি অগ্নিতে প্রোত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অভিমন্থতি স হিঙ্কারঃ, প্রাথম্যাৎ। অগ্নের্ধূমো জায়তে স প্রস্তাবঃ, আনন্তর্য্যাৎ। জ্বলতি স উদ্গীথঃ, হবিঃসম্বন্ধাচ্ছ্রৈষ্ঠ্যাং জ্বলনস্য। অঙ্গারা ভবন্তি স প্রতিহারঃ, অঙ্গারাণাং প্রতিহৃতত্বাৎ। উপশমঃ সাবশেষত্বাদগ্নেঃ, সংশমো নিঃশেষোপশমঃ, সমাপ্তিসামান্যান্নিধনম্। এতদ্রথন্তরমগ্নৌ প্রোতং, মন্থনে হ্যগ্নির্গীয়তে। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রাণবান্ অর্থাৎ সবল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, তাহারাই মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদনে সমর্থ হয় বলিয়া গায়ত্রসামে প্রাণদৃষ্টির কর্ত্তব্যতাবিষয়ে উপদেশানন্তর মন্থনাদিদৃষ্টির অবতারণা করিতেছেন। সামের মধ্যে হিঙ্কারই প্রথম আর অগ্নি উৎপাদনেও মন্থনক্রিয়াই প্রথম, এই প্রথমস্বরূপ সাদৃশ্যবশতঃ অভিমন্থনই হিঙ্কার। হিঙ্কারের অনন্তর প্রস্তাব, আর মন্থনের অনন্তর ধূমনির্গম, এই আনন্তর্য্যরূপ সাদৃশ্য থাকায় জায়মান ধূমই প্রস্তাব। ধূমানন্তর যে অগ্নির প্রজ্বলন, তাহাই উদ্‌গীথ, কারণ, উদ্‌গীথ-ও শ্রেষ্ঠ, আর প্রজ্বলিত অগ্নিতেই আহুতি দেওয়া হয় বলিয়া এই হবির সহিত সম্বন্ধবশতঃ অগ্নিও শ্রেষ্ঠ, এই শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধে উভয়েরই সাদৃশ্য আছে। ঐ অগ্নির যে অঙ্গার, তাহা প্রতিহরণ অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় বলিয়া প্রতিহরণরূপ সাদৃশ্যবশতঃ অঙ্গারসমূহই প্রতিহার। উপশম অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকা, সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত না হওয়া, আর সংশম অর্থাৎ সম্যক্ বা সম্পূর্ণরূপে উপশম বা নির্ব্বাণ, সমাপ্তির সহিত সাদৃশ্য থাকায় উহারা উভয়েই নিধন। এই রথন্তর সাম অগ্নিতেই প্রোত বা

প্রতিষ্ঠিত, কারণ, অগ্নিমন্থনকালে অগ্নি উৎপাদনের নিমিত্ত এই সামের দ্বারা অগ্নিরই গান বা স্তুতি করা হয় ॥ ১ ॥

স য এবমেতদ্রথন্তরমগ্নৌ প্রোতং বেদ, ব্রহ্মবর্চ্চস্যন্নাদো ভবতি, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা, ন প্রত্যঙ্ঙগ্নিমাচামেত্‌, ন নিষ্ঠীবেৎ, তদ্‌ব্রতম্ ॥২॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে কোনও ব্যক্তি এই রথন্তর সামকে উক্তরূপে অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ও প্রচুর আহার করিতে সমর্থ হন। সম্পূর্ণ শত বৎসর আয়ুর্লাভ করিয়া ও জ্যোক্ অর্থাৎ মনোহর কান্তিবিশিষ্ট হইয়া জীবিত থাকেন। বহু সন্তান ও পশু লাভ করিয়া জনসমাজে মহৎ বলিয়া গণ্য হন। মহাযশস্বী হন। রথন্তরসামাভিজ্ঞ ব্যক্তি কখন অগ্নির দিকে মুখ করিয়া ভোজন ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবেন না, ইহাই তাঁহার ব্রত অর্থাৎ নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স য ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ব্রহ্মবর্চ্চসী বৃত্তস্বাধ্যায়নিমিত্তং তেজো ব্রহ্মবর্চ্চসম্। তেজস্তু কেবলং ত্বিড়্‌ভাবঃ। অন্নাদো দীপ্তাগ্নিঃ। ন প্রত্যক্ অগ্নেরভিমুখো নাচামেন্ন ভক্ষয়েৎ কিঞ্চিৎ, ন নিষ্ঠীবেৎ শ্লেষ্মনিরসনঞ্চ ন কুর্য্যাৎ, তদ্‌ব্রতম্। ২।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্। ১২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"সঃ যঃ" ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বখণ্ডে যেরূপ করা হইয়াছে, সেইরূপই জানিবে। বৃত্ত-স্বাধ্যায়নিমিত্ত অর্থাৎ সদাচার ও বেদাধ্যয়নজনিত যে তেজ, তাহারই নাম ব্রহ্মবর্চ্চস্, সেই তেজঃসম্পন্ন হন, আর সাধারণ যে ত্বিড়্‌ভাব অর্থাৎ কান্তি, তাহাই তেজঃ। অন্নাদ শব্দের অর্থ দীপ্তাগ্নি অর্থাৎ তাঁহার জাঠরাগ্নির যথেষ্ট উদ্দীপনা হওয়ায় যথেষ্ট আহার করিতে সমর্থ হন। প্রত্যক্ অর্থাৎ অগ্নির দিকে মুখ করিয়া কখন আচমন অর্থাৎ কিছু ভোজন করিবেন না ও নিষ্ঠীবন অর্থাৎ শ্লেষ্মা ত্যাগ করিবেন না, ইহাই ব্রত ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

উপমন্ত্রয়তে স হিঙ্কারঃ, জ্ঞপয়তে স প্রস্তাবঃ, স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্গীথঃ, প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে স প্রতিহারঃ, কালং গচ্ছতি তন্নিধনং, পারং গচ্ছতি তন্নিধনম্, এতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—উপমন্ত্রণ অর্থাৎ পুরুষ কোন স্ত্রীকে সঙ্কেত দ্বারা নিকটে আসার নিমিত্ত যে আহ্বান করে, তাহাই হিঙ্কার। জ্ঞপন অর্থাৎ বস্ত্রালঙ্কারাদি দান ও প্রিয়বাক্য দ্বারা যে স্ত্রীলোকের সন্তোষসাধন করে, তাহাই প্রস্তাব। স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় যে শয়ন করে, তাহাই উদ্গীথ। তদনন্তর স্ত্রীর দিকে সম্মুখ করিয়া যে শয়ন করে, তাহাই প্রতিহার। ঐ ভাবে পরস্পর সঙ্গত হইয়া যে সময় অতিবাহন করে, তাহাই নিধন এবং পার অর্থাৎ ঐ ব্যাপারের যে সমাপ্তি, তাহাও নিধন। এই বামদেব্য সাম মিথুন অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষযুগলে প্রোত বা প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—উপমন্ত্রয়তে সঙ্কেতং করোতি, প্রাথম্যাৎ স হিঙ্কারঃ। জ্ঞপয়তে তোষয়তি, স প্রস্তাবঃ। সহশয়নমেকপর্য্যঙ্কে গমনং, স উদ্গীথঃ, শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। প্রতি স্ত্রীং শয়নং স্ত্রিয়া অভিমুখীভাবঃ, স প্রতিহারঃ। কালং গচ্ছতি মৈথুনেন, পারং সমাপ্তিং গচ্ছতি, তন্নিধনম্। এতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং, বায়্বম্বুমিথুনসম্বন্ধাৎ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—দুই খণ্ড অরণি অর্থাৎ অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠকে উপরে নীচে রাখিয়া যেমন ঘর্ষণ করিতে হয়, মৈথুনে প্রবৃত্ত স্ত্রীপুরুষও তেমনই নীচে ও উপরে অবস্থিত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করে বলিয়া পরস্পরের সাদৃশ্য থাকায় পূর্ব্বখণ্ডোক্ত মন্থনদৃষ্টির পর মৈথুনদৃষ্টির বিধান করিতেছেন। উপমন্ত্রণ অর্থাৎ যে সঙ্কেত করে, তাহাই হিঙ্কার, কারণ, হিঙ্কারও প্রথম, আর স্ত্রীপুরুষের সংযোগবিষয়ে নিকটে আসার নিমিত্ত আহ্বানও প্রথম। জ্ঞপন অর্থাৎ সন্তোষসাধন, তাহাই প্রস্তাব, কারণ, উহা পরস্পর সঙ্গত হইবার নিমিত্ত একরকম প্রস্তাব করা। সহ শয়ন অর্থাৎ এক শয্যায় মিলিত হওয়া, তাহাই উদ্গীথ, কারণ, সামসমূহের মধ্যে উদ্গীথই শ্রেষ্ঠ আর স্ত্রীপুরুষের সংযোগবিষয়ে এক শয্যায় মিলিত হওয়াই প্রধান ব্যাপার। স্ত্রীর প্রতি শয়ন অর্থাৎ স্ত্রীর দিকে সম্মুখ ফিরিয়া যে শয়ন করা হয়, 'প্রতি' শব্দের সহিত সাদৃশ্য থাকায় তাহাই প্রতিহার। পরস্পর

মৈথুন দ্বারা যে সময় অতিবাহিত করা হয়, তাহাই নিধন এবং পার অর্থাৎ ঐ মৈথুন ব্যাপারের যে সমাপ্তি, তাহাও নিধন, কারণ, উহাই ব্যাপারের শেষ, নিধনও সামসমূহের মধ্যে শেষ। বায়ু ও জলের পরস্পর মিথুনভাবে সম্বন্ধ হইতে বামদেব্য সামের উৎপত্তি হওয়ায় এই বামদেব্য সাম মিথুনে প্রোত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

স য এবমেতদ্‌বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ, মিথুনীভবতি, মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি, মহান্ কীর্ত্ত্যা, ন কাঞ্চন পরিহরেৎ, তদ্‌-ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই বামদেব্য সামকে উক্তরূপ মিথুনে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি সর্ব্বদাই মিথুনভাবে অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত অবিচ্ছিন্ন-ভাবে অবস্থিতি করেন। প্রত্যেকবার মিথুনভাব অর্থাৎ সঙ্গম হইতে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাৎপর্য্য এই যে—তিনি অমোঘবীর্য্য হন, তাঁহার বীর্য্য কখনই নিষ্ফল হয় না। সম্পূর্ণ শতবর্ষ আয়ু লাভ করেন, মনোহর কান্তি লাভ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন। বহু সন্তান ও পশুর অধিকারী হইয়া সমাজে মহৎ বলিয়া গণ্য হন, কীর্ত্তিশালী হন। কোন স্ত্রীলোককেই পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই এই ব্রতের নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স য ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। মিথুনীভবত্যবিধুরো ভবতী-ত্যর্থঃ। মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে ইত্যমোঘরেতস্ত্বমুচ্যতে। ন কাঞ্চন কাঞ্চিদপি স্ত্রিয়ং স্বাত্মতল্পপ্রাপ্তাং ন পরিহরেৎ সমাগমার্থিনীং, বামদেব্যসামোপাসনাঙ্গত্বেন বিধানাৎ। এতস্মাদন্যত্র প্রতিষেধস্মৃতয়ঃ, বচনপ্রামাণ্যাচ্চ ধর্ম্মাবগতের্ন প্রতিষেধশাস্ত্রেণাস্য বিরোধঃ। ২।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই উপাসনায় ফল বলিতেছেন—"স যঃ" ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। মিথুনীভূত হন অর্থাৎ অবিধুর হন অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত বিচ্ছেদ জন্য কাতর হইতে হয় না। প্রত্যেকবার মৈথুনেই সন্তান উৎপন্ন

হয় বলাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, তিনি অমোঘবীর্য্য হন, তাঁহার বীর্য্য কখনই বিফল হয় না। কোন স্ত্রীলোককেই পরিত্যাগ করিবেন না অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোক যদি সঙ্গম প্রার্থনা করিয়া নিজের শয্যায় আগমন করে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোককে বিমুখ করিবেন না, কারণ, ইহাই বামদেব্য সামোপাসনার অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরস্ত্রীগমনের নিষেধবিধায়িকা স্মৃতি এই বামদেব্য সামোপাসনা ভিন্ন অন্য স্থানেই বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার বিষয়ে শাস্ত্রীয়বচনই প্রমাণ, এ স্থানে শাস্ত্রই যখন এ বিষয়ে বিধান করিতেছেন, তখন নিষেধবিধায়ক শাস্ত্রের সহিত ইহার বিরোধ হইতে পারে না॥ ২॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ

উদ্যন্ হিঙ্কারঃ, উদিতঃ প্রস্তাবঃ, মধ্যন্দিন উদ্গীথঃ, অপরাহ্ণঃ প্রতিহারঃ, অস্তং যন্নিধনম্, এতদ্বৃহৎ আদিত্যে প্রোতম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—উদীয়মান সূর্য্য হিঙ্কার। উদয়প্রাপ্ত সূর্য্য প্রস্তাব। মধ্যাহ্ন-কালীন সূর্য্য উদ্গীথ। অপরাহ্ণকালীন সূর্য্য প্রতিহার ও অস্তোন্মুখ সূর্য্য নিধন। এই 'বৃহৎ' নামক সাম আদিত্যে প্রোত বা প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—উদ্যন্ সবিতা স হিঙ্কারঃ, প্রাথম্যাদ্দর্শনস্য। উদিতঃ প্রস্তাবঃ, প্রস্তবনহেতুত্বাৎ কর্ম্মণাম্। মধ্যন্দিন উদ্গীথঃ, শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। অপরাহ্ণঃ প্রতিহারঃ, পশ্বাদীনাং গৃহান্ প্রতি হরণাৎ। যৎ অস্তং যন্ তৎ নিধনং, রাত্রৌ গৃহে নিধানাৎ প্রাণিনাম্। এতৎ বৃহৎ আদিত্যে প্রোতং, বৃহতঃ আদিত্যদৈবত্যত্বাৎ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আদিত্যমণ্ডল হইতেই বৃষ্টি উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতেই লোকের আহার্য্য শস্য উৎপন্ন হয়, আর সেই শস্যসম্ভূত অন্ন হইতেই লোকসমূহের উৎপত্তি ও স্থিতি হয়, এ জন্য আদিত্যই লোকসমূহের উৎপত্তির হেতু, আর সেই উৎপত্তিকার্য্যও মৈথুন হইতেই সম্ভব হয়, এ জন্য মৈথুন দৃষ্টির অনন্তর সামে আদিত্য দৃষ্টির বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। সূর্য্য যখন উদয়োন্মুখ হন, সেই উদয়োন্মুখ সূর্য্যই হিঙ্কার, কারণ, হিঙ্কারও প্রথম আর সূর্য্যেরও সেই প্রাথমিক দর্শন। সূর্য্য উদয় হইলে তাঁহার তাৎকালিক যে অবস্থা, সেই অবস্থাই প্রস্তাব, কারণ, সেই সময়েই লোকসমূহ কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হয় অর্থাৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। (তাৎপর্য্য এই যে—সূর্য্যোদয় না হইলে মানবগণ কোন ধর্ম্মকার্য্যে অধিকারী হয় না; বিষ্ণুপুরাণকার বলিয়াছেন—"সৎকর্ম্মযোগ্যো ন নরঃ নৈবাপঃ শুদ্ধিকারণম্। যস্মিন্ননুদিতে তস্মৈ নমো দেবায় ভাস্বতে ॥" যাঁহার উদয় না হইলে মনুষ্যগণ কোন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্য বলিয়া গণ্য হয় না, যাঁহার উদয় না হইলে জলও কাহাকেও শুদ্ধ করিতে পারে না, সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি। এই মন্ত্রে স্পষ্টভাবেই সূর্য্যোদয়ের পর মনুষ্যগণের কর্ম্মাধিকারিতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (উদয়োন্মুখ অবস্থা অর্থাৎ অরুণোদয়কালও কর্ম্মোপযোগী বিশুদ্ধ কাল বলিয়া কোন কোন স্থলে গণ্য হয়, কারণ, সে সময়েও সূর্য্যকিরণের সম্বন্ধ থাকে) মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যের যে অবস্থা, সেই অবস্থাপন্ন সূর্য্যই উদ্গীথ, কারণ, সামসমূহের মধ্যে উদ্গীথই শ্রেষ্ঠ আর মধ্যাহ্ন

কালও দিবসের অন্যান্য কাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অপরাহ্নকালই প্রতিহার, কারণ, ঐ সময়েই গো প্রভৃতি পশুসমূহ গৃহাভিমুখে প্রতিহৃত হয় অর্থাৎ আনীত হয়। আর সূর্য্যের অস্তগমনকালীন যে অবস্থা, তাহাই নিধন, কারণ, রাত্রিকালে সমস্ত প্রাণীই গৃহে নিহিত অর্থাৎ অবস্থিত হয়। এই 'বৃহৎ' নামক সামটি আদিত্যেই প্রোত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত, কারণ, আদিত্যই ঐ সামের অধিদেবতা ॥ ১ ॥

স য এবমেতদ্‌বৃহৎ আদিত্যে প্রোতং বেদ, তেজস্ব্যন্নাদো ভবতি, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি, মহান্ কীর্ত্ত্যা। তপন্তং ন নিন্দেৎ, তদ্‌ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই 'বৃহৎ' সামকে আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি মহা তেজস্বী ও প্রচুর অন্নাহার করিতে সমর্থ হন। পূর্ণ শত বৎসর আয়ু লাভ করেন। কান্তিমান্ হইয়া জীবিত থাকেন। বহু সন্তানের জনক ও পশুর অধিপতি হইয়া লোকসমাজে মহৎ বলিয়া পরিগণিত হন। মহাকীর্ত্তিমান্ হন। তাপদায়ক কোন পদার্থকে নিন্দা করিবেন না, ইহাই এই উপাসনার ব্রত অর্থাৎ নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স য ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তপন্তং ন নিন্দেৎ তদ্‌ব্রতম্। ২।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্দ্দশখণ্ডভাষ্যম্। ১৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"স যঃ" ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। তাপদায়ক কোন বস্তুরই নিন্দা করিবে না, কারণ, তাহাই এই উপাসনার নিয়ম। ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ

অব্‌ভ্রাণি সংপ্লবন্তে স হিঙ্কারঃ, মেঘো জায়তে স প্রস্তাবঃ, বর্ষতি স উদ্‌গীথঃ, বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ, উদ্‌গৃহ্ণাতি তন্নিধনম্‌, এতৎ বৈরূপং পর্জ্জন্যে প্রোতম্‌ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অব্‌ভ্র অর্থাৎ জলপূর্ণ মেঘসমূহের যে সংপ্লব অর্থাৎ আকাশে পরস্পরের সংযোগ, তাহাই হিঙ্কার। যে মেঘ অর্থাৎ বর্ষণোন্মুখ অবস্থা হয়, তাহাই প্রস্তাব। যে বর্ষণ হয়, তাহাই উদ্‌গীথ। যে বিদ্যুৎস্ফুরণ ও গর্জ্জন হয়, তাহাই প্রতিহার, আর যে জল গৃহীত হয়, তাহাই নিধন। "বৈরূপ" নামক এই সাম পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।—অব্‌ভ্রাণি অব্‌ভরণাৎ; মেঘঃ উদকসেক্তৃত্বাৎ। উক্তার্থমন্যৎ। এতৎ 'বৈরূপং'নাম সাম পর্জ্জন্যে প্রোতম্‌। অনেকরূপত্বাৎ অব্‌ভ্রাদিভিঃ পর্জ্জন্যস্য বৈরূপ্যম্‌ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"আদিত্য হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়" এই শ্রুতি অনুসারে মেঘ আদিত্যেরই কার্য্য বলিয়া আদিত্যদৃষ্টির অনন্তর মেঘদৃষ্টিতে সামের উপাসনা বলিতেছেন। অপ্‌ অর্থাৎ জলকে ধারণ করে অথবা জল দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া মেঘের একটি নাম অব্‌ভ্র। যে জল সিঞ্চন করে, তাহার নাম মেঘ। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। এই 'বৈরূপ' নামক সাম পর্জ্জন্যে অর্থাৎ মেঘে প্রতিষ্ঠিত আছে। অবস্থাভেদে পর্জ্জন্য অব্‌ভ্র মেঘ ইত্যাদি নানাপ্রকার রূপ ধারণ করে বলিয়াই ইহার 'বৈরূপ্য' ॥ ১ ॥

স য এবমেতৎ বৈরূপং পর্জ্জন্যে প্রোতং বেদ, বিরূপাংশ্চ সুরূপাংশ্চ পশূনবরুন্ধে, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, মহান্‌ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌ কীর্ত্ত্যা। বর্ষন্তং ন নিন্দেৎ, তদ্‌-ব্রতম্‌ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই "বৈরূপ" সামকে উক্তরূপে মেঘে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি বিরূপ অর্থাৎ বিবিধপ্রকার রূপবিশিষ্ট ও অতি সুন্দর ছাগ-

মেষাদি পশুকে অবরোধ অর্থাৎ নিজের অধিকারভুক্ত করেন, অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। পূর্ণ শত বৎসর আয়ু লাভ করেন। মনোহর কান্তি লাভ করেন। বহু সন্তান, পশু ও মহাযশ লাভ করিয়া লোকসমাজে মহৎ বলিয়া গণ্য হন। বর্ষণকারীকে নিন্দা করিবেন না, কারণ, এই 'বৈরূপ' সামোপাসকের ইহাই ব্রত ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—বিরূপাংশ্চ সুরূপাংশ্চ অজাবিপ্রভৃতীন্ পশূনবরুন্ধে প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। বর্ষন্তং ন নিন্দেৎ, তদ্‌ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—বিরূপ অর্থাৎ বিচিত্ররূপসম্পন্ন ও সুরূপ ছাগমেষ প্রভৃতি পশুকে অবরোধ করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। বর্ষণকারীকে কখন নিন্দা করিবে না, কারণ, এই নিন্দা না করাই এই সামোপাসকের ব্রত বা নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

ষোড়শঃ খণ্ডঃ

বসন্তো হিঙ্কারঃ, গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ, বর্ষা উদ্‌গীথঃ, শরৎ প্রতি-হারঃ, হেমন্তো নিধনম্‌, এতৎ 'বৈরাজম্‌' ঋতুষু প্রোতম্‌ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—বসন্ত হিঙ্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্‌গীথ, শরৎ প্রতিহার ও হেমন্ত নিধন। এই 'বৈরাজ' নামক সাম ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।—বসন্তো হিঙ্কারঃ প্রাথম্যাৎ। গ্রীষ্মঃ প্রস্তাব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ঋতুবিভাগ মেঘেরই অধীন বলিয়া পর্জ্জন্যদৃষ্টির অনন্তর ঋতুদৃষ্টিতে সামোপাসনার বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। প্রথমত্ব-রূপ সাদৃশ্য বশতঃ বসন্ত ঋতুই হিঙ্কার। গ্রীষ্ম ঋতুই প্রস্তাব ইত্যাদি ব্যাখ্যা পূর্ব্বের (৫ম খণ্ডে ১ম শ্রুতি) ন্যায় জানিবে ॥ ১ ॥

স য এবমেতৎ 'বৈরাজম্‌' ঋতুষু প্রোতং বেদ, বিরাজতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, মহান্‌ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌ কীর্ত্ত্যা। ঋতূন্ন নিন্দেৎ, তদ্‌ব্রতম্‌ ॥২॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই 'বৈরাজ' নামক সামকে উক্ত প্রকারে ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি বহু সন্তান, বহু পশু ও ব্রহ্মতেজ দ্বারা বিরাজিত হন। পূর্ণ শত বৎসর আয়ু লাভ করেন। মনোহর কান্তি লাভ করিয়া জীবিত থাকেন। সন্তান, পশু ও কীর্ত্তি দ্বারা জনসমাজে মহৎ বলিয়া পরিগণিত হন। ঋতুসমূহকে কখনই নিন্দা করিবে না, কারণ, নিন্দা না করাই এই সামোপাসনার ব্রত বা নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্‌।—এতদ্বৈরাজমৃতুষু প্রোতং বেদ, বিরাজতি ঋতুবৎ, যথা ঋতব আর্ত্তবৈর্ধর্ম্মৈর্ব্বিরাজন্তে, এবং প্রজাদিভির্ব্বিদ্বানিতি। উক্তমন্যৎ। ঋতূন্ন নিন্দেৎ, তদ্‌ব্রতম্‌ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষোড়শখণ্ডভাষ্যম্‌ ॥ ১৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই 'বৈরাজ' নামক সামকে ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি ঋতুর ন্যায় বিরাজ করেন অর্থাৎ ঋতুসমূহ যেমন নিজ নিজ ঋতুসম্বন্ধীয় ধর্ম্ম দ্বারা শোভিত হয়, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিও সেইরূপ প্রজা পশু ইত্যাদি দ্বারা শোভা প্রাপ্ত হন। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে পঞ্চম খণ্ডোক্ত ব্যাখ্যার ন্যায় জানিবে। ঋতুসমূহকে কখন নিন্দা করিবে না, কারণ, ইহাই এই উপাসনার নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

সপ্তদশঃ খণ্ডঃ

পৃথিবী হিঙ্কারঃ, অন্তরিক্ষং প্রস্তাবঃ, দ্যৌরুদ্গীথঃ, দিশঃ প্রতিহারঃ, সমুদ্রো নিধনম্, এতাঃ শক্বর্য্যো লোকেষু প্রোতাঃ ॥১॥

অনুবাদ।—পৃথিবীই হিঙ্কার, অন্তরিক্ষই প্রস্তাব, দ্যুলোক অর্থাৎ স্বর্গই উদ্গীথ, দিক্‌সমূহই প্রতিহার ও সমুদ্র নিধনস্বরূপ। এই 'শক্বরী' নামক ঋক্‌সমূহ পৃথিবী প্রভৃতি লোকে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পৃথিবী হিঙ্কার ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। শক্বর্য্য ইতি নিত্যং বহুবচনং, রেবত্য ইব। লোকেষু প্রোতাঃ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ঋতুসমূহ যথাযথভাবে প্রবৃত্ত হইলেই লোকসমূহের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া ঋতুদৃষ্টিতে সামোপাসনা বর্ণনার পর লোকদৃষ্টিতে সামোপাসনা বর্ণনা করিতেছেন। পৃথিবীই হিঙ্কারনামক সামস্বরূপ ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেরই ন্যায় জানিবে। এ স্থানে আশঙ্কা হইতে পারে, 'শক্বর্য্যঃ' এই শব্দটিতে যখন বহুবচন রহিয়াছে, তখন উহা একটি সামের নাম কিরূপে হইতে পারে? অতএব বহু সাম হওয়াই উচিত। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—যেমন 'রেবতী' এই শব্দটি নিত্য বহুবচনান্ত, সেইরূপ 'শক্বরী' শব্দটিও নিত্য-বহুচনান্ত, এ জন্য উহা একটি সাম-ই, বহু সাম নহে। ইহা লোক অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

স য এবমেতাঃ শক্বর্য্যো লোকেষু প্রোতা বেদ, লোকীভবতি, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা। লোকান্ন নিন্দেৎ, তদ্‌ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই 'শক্বরী' নামক সামকে উক্তরূপে লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি লোকীভূত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। পূর্ণ শতবর্ষ আয়ু লাভ করেন ও কান্তিমান্ হইয়া জীবনকে উপভোগ করেন। বহু সন্তান ও পশুর অধিকারী হইয়া জনসমাজে মহৎ বলিয়া পরিগণিত ও

মহাকীর্ত্তিশালী হন। তিনি কখন লোকসমূহের নিন্দা করিবেন না, এই নিন্দা না করাই ঐ সামোপাসনার ব্রত বা নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় প্রপ্রাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—লোকীভবতি লোকফলেন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ। লোকান্ন নিন্দেৎ, তদ্‌ব্রতম্। ২।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৭।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—লোকীভবতি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট লোক-প্রাপ্তিরূপ ফল দ্বারা সংযুক্ত হন অর্থাৎ উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন। লোকসমূহের নিন্দা কখনই করিবেন না, এই নিন্দা না করাই তাঁহার ব্রত বা নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ

অজা হিঙ্কারঃ, অবয়ঃ প্রস্তাবঃ, গাব উদ্‌গীথঃ, অশ্বাঃ প্রতিহারঃ, পুরুষো নিধনম্। এতা রেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—ছাগসমূহই হিঙ্কার, মেষসমূহই প্রস্তাব, গোসমূহই উদ্গীথ, অশ্বসমূহই প্রতিহার ও পুরুষই নিধনস্বরূপ। এই 'রেবত্য' নামক সাম পশুসমূহে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অজা হিঙ্কারঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। পশুষু প্রোতাঃ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পশুসমূহ লোকের কার্য্যোপযোগী বলিয়া লোকদৃষ্টিতে সামোপাসনা বর্ণনার পর পশুদৃষ্টিতে সামোপাসনাবিষয়ে বর্ণনা করিতেছেন। ছাগসমূহই হিঙ্কারস্বরূপ ইত্যাদির ব্যাখ্যা ষষ্ঠখণ্ডে যেরূপ করা হইয়াছে, সেইরূপ। এই 'রেবতী' নামক সাম পশুসমূহে প্রতিষ্ঠিত। 'রেবতী' শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত বলিয়া এই সাম এক হইলেও 'রেবত্য' এই বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

স য এবমেতা রেবত্যঃ পশুষু প্রোতা বেদ, পশুমান্ ভবতি, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা। পশূন্ন নিন্দেৎ, তদ্‌ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই 'রেবতী' নামক সামকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পশুতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি পশুমান্ অর্থাৎ পশুসম্পদে সম্পন্ন হন। সম্পূর্ণ শত বৎসর আয়ু লাভ করেন। কান্তিমান্ হইয়া জীবিত থাকেন। প্রজা, পশু ও কীর্ত্তিলাভে লোকসমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। কখন পশুসমূহের নিন্দা করিবেন না, এই নিন্দা না করাই এই সামোপাসনার নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে অষ্টাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—পশূন্ন নিন্দেৎ, তদ্‌ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে অষ্টাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৮ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'রেবতী' সামোপাসনার ফল বলিতেছেন—পশুসমূহের নিন্দা করিবে না, ইহাই এই উপাসনার ব্রত অর্থাৎ নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে অষ্টাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ

লোম হিঙ্কারঃ, ত্বক্ প্রস্তাবঃ, মাংসমুদ্গীথঃ, অস্থি প্রতিহারঃ, মজ্জা নিধনম্, এতদ্‌যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—দেহের রোমই হিঙ্কার, ত্বক্ই প্রস্তাব, মাংসই উদ্গীথ, অস্থিই প্রতিহার ও মজ্জা নিধনস্বরূপ। এই 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়' নামক সাম অঙ্গসমূহে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—লোম হিঙ্কারঃ, দেহাবয়বানাং প্রাথম্যাৎ। ত্বক্ প্রস্তাবঃ, আনন্তর্য্যাৎ। মাংসমুদ্গীথঃ, শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। অস্থি প্রতিহারঃ, প্রতিহৃতত্বাৎ। মজ্জা নিধনম্, আন্ত্যাৎ। এতদ্‌যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং নাম সাম দেহাবয়বেষু প্রোতম্ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পশু হইতে সমুদ্ভূত দুগ্ধ দধি ইত্যাদি দ্বারা অঙ্গসমূহের পুষ্টি সাধিত হয় বলিয়া পশুদৃষ্টিতে সামোপাসনা বর্ণনা করার পর অঙ্গদৃষ্টিতে সামোপাসনা বর্ণনা করিতেছেন। রোমই হিঙ্কারস্বরূপ, কারণ, হিঙ্কার যেরূপ প্রথম, লোমও তেমনই প্রথমে অর্থাৎ দেহের উপরিভাগেই থাকে। লোমের পরই ত্বক্ থাকে বলিয়া ত্বক্ই প্রস্তাবস্বরূপ। মাংসই উদ্গীথস্বরূপ, কারণ, উভয়েই শ্রেষ্ঠ। অস্থিই প্রতিহারস্বরূপ, কারণ, দেহান্তে লোম ত্বক্ মাংস ইত্যাদি সমস্তই বিনষ্ট হয়, কিন্তু অস্থিগুলি বিনষ্ট হয় না, উহা পড়িয়া থাকে, সেগুলি প্রত্যাহৃত অর্থাৎ পুনরায় আহরণ করা হয় বলিয়া এই প্রত্যাহরণের সহিত সাদৃশ্য আছে। (শাস্ত্রে শব-দাহের পর অস্থি আহরণ করারও বিধি আছে) মজ্জাই নিধনস্বরূপ, কারণ, সামসমূহের মধ্যে নিধনই শেষ, মজ্জাও শেষ। এই 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়' নামক সাম দেহের অবয়বসমূহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ॥ ১ ॥

স য এবমেতদ্‌যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতং বেদ, অঙ্গী ভবতি, নাঙ্গেন বিহূর্চ্ছতি, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি, মহান্ কীর্ত্ত্যা, সংবৎসরং মজ্জ্ঞো নাশ্নীয়াৎ, তদ্‌ব্রতং, মজ্জ্ঞো নাশ্নীয়াদিতি বা ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়' নামক সামকে উক্তরূপে অঙ্গসমূহে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অঙ্গসমূহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া জানেন, তিনি

অঙ্গী অর্থাৎ সম্পূর্ণ ও দৃঢ় অঙ্গবিশিষ্ট হন। হস্ত-পাদাদি কোন অঙ্গই তাঁহার বিকৃত হয় না। পূর্ণ শত বৎসর আয়ু লাভ করেন। উজ্জ্বল কান্তিসম্পন্ন হইয়া জীবিত থাকেন। প্রজা, পশুসমূহ ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া জনসমাজে মহৎ বলিয়া পরিগণিত হন। এক বৎসরকাল মজ্জা অর্থাৎ কোনরূপ মাংস ভক্ষণ করিবেন না, ইহাই এই উপাসনার ব্রত বা নিয়ম। অথবা কখনই মাংস ভক্ষণ করিবেন না ॥২॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ঊনবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অঙ্গীভবতি সমগ্রাঙ্গো ভবতীত্যর্থঃ। নাঙ্গেন হস্ত-পাদাদিনা বিহূর্চ্ছতি ন কুটিলীভবতি, পঙ্গুঃ কুণিঃ বেত্যর্থঃ। সংবৎসরং সংবৎসরমাত্রং মজ্জ্ঞো মাংসানি নাশ্নীয়ান্ন ভক্ষয়েৎ। বহুবচনং মৎস্যোপলক্ষণার্থম্। মজ্জ্ঞো নাশ্নীয়াৎ সর্ব্বদৈব নাশ্নীয়াদিতি বা। তদ্ব্রতম্। ২।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে ঊনবিংশখণ্ডভাষ্যম্। ১৯।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অঙ্গীভূত হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণাঙ্গ হয়, কোন একটি অঙ্গও হীন হয় না। অঙ্গ অর্থাৎ হস্তপাদাদি দ্বারা কুটিলীভূত হয় না অর্থাৎ পঙ্গু বা কুণি হয় না, কুণি শব্দে কুনখ অর্থাৎ নখের কোণে ক্ষত হওয়া। (আনন্দ গিরি বলেন, কুণি শব্দে শ্মশ্রুহীনতা অর্থাৎ মাকুন্দে) সংবৎসর অর্থাৎ কেবল এক বৎসরমাত্র মজ্জা অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ করিবে না। মজ্জশব্দের উত্তর যে বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা মৎস্যভক্ষণেরও নিষেধজ্ঞাপক অর্থাৎ একবৎসরকাল মৎস্য বা মাংস কিছুই খাইবে না অথবা মৎস্য মাংস একেবারেই পরিত্যাগ করিবে, কখনই খাইবে না, ইহাই ব্রত বা নিয়ম ॥ ২॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ঊনবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

বিংশঃ খণ্ডঃ

অগ্নির্হিঙ্কারঃ, বায়ুঃ প্রস্তাবঃ, আদিত্য উদ্‌গীথঃ, নক্ষত্রাণি প্রতিহারঃ, চন্দ্রমা নিধনম্, এতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অগ্নিই হিঙ্কার, বায়ুই প্রস্তাব, আদিত্যই উদ্‌গীথ, নক্ষত্র-সমূহই প্রতিহার ও চন্দ্রই নিধনস্বরূপ। এই 'রাজন' নামক সাম অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসমূহে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অগ্নির্হিঙ্কারঃ, প্রথমস্থানত্বাৎ। বায়ুঃ প্রস্তাবঃ, আনন্তর্য্য-সামান্যাৎ। আদিত্য উদ্গীথঃ, শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। নক্ষত্রাণি প্রতিহারঃ, প্রতিহৃতত্বাৎ। চন্দ্রমা নিধনং, কর্ম্মিণাং তন্নিধনাৎ। এতৎ 'রাজনং' দেবতাসু প্রোতং, দেবতানাং দীপ্তিমত্ত্বাৎ ॥১॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ অঙ্গসমূহেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অঙ্গদৃষ্টিতে সামোপাসনার বিষয় বর্ণনা করার পর অগ্ন্যাদিদৃষ্টিতে উপাসনার উপদেশ দিতেছেন। অগ্নি হিঙ্কারস্বরূপ, কারণ, উভয়েই প্রথম স্থানকে অধিকার করিয়া আছে, অর্থাৎ অগ্রে অগ্নিরই নাম গ্রহণ করিয়া পরে বায়ুর উল্লেখ করে, যেমন অগ্নি বায়ু বরুণ ইত্যাদি। হিঙ্কারের পর যেমন প্রস্তাব, তেমনই অগ্নির পর বায়ুর উল্লেখ করা হয়, এই আনন্তর্য্যরূপ সাম্য বশতঃ বায়ুই প্রস্তাবস্বরূপ। আদিত্যই উদ্‌গীথ-স্বরূপ, কারণ, উভয়েই শ্রেষ্ঠ। নক্ষত্রসমূহ প্রতিহারস্বরূপ, কারণ, উহারা প্রতিহৃত অর্থাৎ অদৃশ্য হয়। চন্দ্রই নিধনস্বরূপ, কারণ, যাঁহারা যজ্ঞাদিকর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন, দেহান্তে তাঁহারা চন্দ্রলোকে গিয়া নিহিত অর্থাৎ অবস্থিত হন। এই 'রাজন' নামক সাম দেবতাসমূহে প্রতিষ্ঠিত, কারণ, দেবতারাও দীপ্তিমান্ আর 'রাজ' ধাতুও দীপ্তি বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয়। এই দীপ্তিমত্তারূপ সাদৃশ্য বশতঃ 'রাজন' নামক সামে অগ্নি প্রভৃতি দৃষ্টিতে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

স য এবমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদ, এতাসামেব দেবতানাং সলোকতাং সার্ষ্টিতাং সাযুজ্যং গচ্ছতি, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা, ব্রাহ্মণান্ন নিন্দেৎ, তদ্‌ব্রতম্ ॥ ২॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য বিংশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই 'রাজন' নামক সামকে উক্তরূপে

দেবতাসমূহে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি উক্ত দেবতাসমূহের সহিত এক স্থানে অবস্থিতি, দেবতাসমূহের সাষ্টি'তা অর্থাৎ সমান অধিকারলাভ ও সাযুজ্য লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া যান। পূর্ণ শত বৎসর আয়ুপ্রাপ্ত হন। কান্তিমান্ হইয়া জীবিত থাকেন। সন্তান পশু ও কীর্ত্তিসম্পন্ন হইয়া জনসমাজে মহৎ বলিয়া পরিগণিত হন। ব্রাহ্মণদিগের কখন নিন্দা করিবেন না, ইহাই এই উপাসনার নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে বিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—বিদ্বৎফলম্, এতাসামেবাগ্ন্যাদীনাং দেবতানাং সলোকতাং সমানলোকতাং, সাষ্টি'তাং সমানর্দ্ধিত্বং, সাযুজ্যং সযুগ্‌ভাবম্, একদেহদেহিত্বমিত্যেতৎ। বাশব্দোঽত্র লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ। সলোকতাং বেত্যাদি, ভাবনাবিশেষতঃ ফলবিশেষোপপত্তেঃ গচ্ছতি প্রাপ্নোতি, সমুচ্চয়ানুপপত্তেশ্চ। ব্রাহ্মণান্ন নিন্দেৎ, তদ্‌ব্রতম্। "এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্‌ব্রাহ্মণাঃ" ইতি শ্রুতের্ব্রাহ্মণনিন্দা দেবতানিন্দৈবেতি। ২।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে বিংশখণ্ডভাষ্যম্। ২০।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই সাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যে ফল লাভ করেন, তাহা বলিতেছেন। এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসমূহের সলোকতা অর্থাৎ তাঁহাদিগের সহিত একই লোকে বাস, সাষ্টি'তা অর্থাৎ সমান ঋদ্ধি বা সম্পৎ ও সাযুজ্য অর্থাৎ যুক্তভাব অর্থাৎ একই দেহে দেহিভাবে অবস্থান, এইগুলি প্রাপ্ত হন। সলোকতা সাষ্টি'তা ইত্যাদি শব্দের পর একটি করিয়া 'বা' শব্দ এস্থানে ছিল, কিন্তু উহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে, কেননা, একই ব্যক্তি এক প্রকারেরই উপাসনায় এক সময়ে ঐ তিনটিই লাভ করিতে পারেন না, ভাবনাবিশেষ অর্থাৎ উপাসনাবিষয়ক উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে ফলগত উৎকর্ষাপকর্ষ হওয়াই সঙ্গত, অতএব উপাসনার তারতম্যানুসারে কেহ বা সালোক্য, কেহ বা সাষ্টি'তা, কেহ বা সাযুজ্য লাভ করেন, এইরূপই অর্থ করিতে হইবে। ঐ তিনটি ফলের সমুচ্চয় অর্থাৎ একই ব্যক্তির একই সময়ে প্রাপ্তি সম্ভবও হয় না। "এই যে ব্রাহ্মণসমূহ ইহারাই প্রত্যক্ষ দেবতা" এই শ্রুতি অনুসারে ব্রাহ্মণের নিন্দায় দেবতারই নিন্দা করা হয় বলিয়া ব্রাহ্মণগণের কখন নিন্দা করিবে না, ইহাই এই উপাসকের নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে বিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

একবিংশঃ খণ্ডঃ

ত্রয়ীবিদ্যা হিঙ্কারঃ, ত্রয় ইমে লোকাঃ স প্রস্তাবঃ, অগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্যঃ স উদ্‌গীথঃ, নক্ষত্রাণি বয়াংসি মরীচয়ঃ স প্রতিহারঃ, সর্পা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরস্তন্নিধনম্, এতৎ সাম সর্ব্বস্মিন্ প্রোতম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—ত্রয়ী বিদ্যা অর্থাৎ ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয়বিষয়ক জ্ঞানই হিঙ্কার। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল এই তিন লোকই সেই প্রস্তাব। অগ্নি বায়ু আদিত্য ইঁহারাই সেই উদ্‌গীথ। নক্ষত্রসমূহ পক্ষিসমূহ ও কিরণসমূহই সেই প্রতিহার। সর্পগণ গন্ধর্ব্বগণ ও পিতৃগণই সেই নিধনস্বরূপ। এই সাম সকল বিষয়েই প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ত্রয়ী বিদ্যা হিঙ্কারঃ, অগ্ন্যাদিসাম্ন আনন্তর্য্যাং ত্রয়ীবিদ্যায়া অগ্ন্যাদিকার্য্যত্বশ্রুতেঃ, হিঙ্কারঃ প্রাথম্যাৎ সর্ব্বকর্ত্তব্যানাম্। ত্রয় ইমে লোকাস্তৎকার্য্যত্বাদনন্তরা ইতি প্রস্তাবঃ। অগ্ন্যাদীনামুদ্গীথত্বং, শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। নক্ষত্রাদীনাং প্রতিহৃতত্বাৎ প্রতিহারত্বম্। সর্পাদীনাং ধকারসামান্যান্নিধনত্বম্. এতৎ সাম নামবিশেষাভাবাৎ সামসমুদায়ঃ সামশব্দঃ সর্ব্বস্মিন্ প্রোতম্। ত্রয়ীবিদ্যাদি হি সর্ব্বং, ত্রয়ীবিদ্যাদিদৃষ্ট্যা হিঙ্কারাদিসাম-ভক্তয় উপাস্যাঃ। অতীতেষ্বপি সামোপাসনেষু যেষু যেষু প্রোতং যৎ যৎ সাম, তদ্দৃষ্ট্যা তদুপাস্যমিতি, কর্ম্মাঙ্গানাং দৃষ্টিবিশেষেণেব আজ্যস্য সংস্কার্য্যত্বাৎ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ঋগ্‌বেদ অগ্নির, যজুর্বেদ বায়ুর ও সামবেদ আদিত্যের কার্য্য অর্থাৎ ঐ ঐ দেবতা হইতে প্রচারিত, এইরূপ শ্রুতি থাকায় অগ্নি প্রভৃতি দৃষ্টিতে সামোপাসনা বর্ণনার পরে ত্রয়ী বিদ্যা দৃষ্টিতে সামোপাসনার বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। ত্রয়ীবিদ্যাই হিঙ্কারস্বরূপ, কারণ, সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মেরই প্রথমে উহার প্রয়োজন। এই প্রসিদ্ধ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয় ত্রয়ী বিদ্যারই কার্য্য বলিয়া অনন্তরোক্ত প্রস্তাবস্বরূপ। শ্রেষ্ঠতা-বশতঃ অগ্নি বায়ু ও আদিত্যই উদ্‌গীথস্বরূপ। নক্ষত্রাদি অর্থাৎ নক্ষত্র পক্ষী ও কিরণসমূহই প্রতিহারস্বরূপ, কারণ, ইহারা সকলেই প্রতিহৃত অর্থাৎ পুনরায় প্রত্যাগত হয়। ধকারের সহিত সাদৃশ্য থাকায় সর্প গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণই নিধনস্বরূপ। এই সামের

বিশেষ কোন নাম না থাকায় এই সামশব্দে সমস্ত সামকেই বুঝিতে হইবে। ইহা সমস্ত বিষয়েই প্রতিষ্ঠিত, কারণ, উক্ত ত্রয়ীবিদ্যা প্রভৃতিই সর্ব্বময়, অতএব ত্রয়ী-বিদ্যা প্রভৃতি দৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি সাম-ভক্তিসমূহের উপাসনা করণীয়, পূর্ব্বোক্ত সামোপাসনাসমূহেও যে যে সাম যে যে পদার্থে প্রতিষ্ঠিত, সেই সেই পদার্থ দৃষ্টিতেই সেই সেই সামের উপাসনা কর্ত্তব্য, কারণ, কর্ম্মাঙ্গসমূহের দৃষ্টি-বিশেষানুসারে যেরূপ আজ্য অর্থাৎ ঘৃতাদির সংস্কার কর্ত্তব্য, এ স্থলেও সেইরূপই কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

স য এবমেতৎ সাম সর্ব্বস্মিন্ প্রোতং বেদ, সর্ব্বং হ ভবতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপে সমস্ত বিষয়েই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি নিশ্চয়ই নিজেও সর্ব্ব অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর হন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সর্ব্ববিষয়সামবিদঃ ফলং, সর্ব্বং হ ভবতি সর্ব্বেশ্বরো ভবতীত্যর্থঃ ; নিরুপচরিতসর্ব্বভাবে হি দিক্স্থেভ্যো বলিপ্রাপ্ত্যনুপপত্তিঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সমস্ত বিষয়েই সামাভিজ্ঞ ব্যক্তির ফল বলিতেছেন—সবই হন অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর বা সকলেরই অধিপতি হন। নিরুপচরিত সর্ব্বভাব অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বময়ত্ব প্রাপ্ত হইলে সমস্ত দিগ্বাসীদিগের নিকট হইতে উপহারপ্রাপ্তির বিষয় যাহা পরে বলিবেন, তাহা সঙ্গত হয় না ॥ ২ ।

তদেষ শ্লোকো যানি পঞ্চধা ত্রীণি ত্রীণি, তেভ্যো ন জ্যায়ঃ পরমন্যদস্তি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—এই বিষয়ে একটি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্রও আছে যে, পাঁচভাগে বিভক্ত ত্রয়ীবিদ্যাদিরূপ যে তিনটি তিনটি করিয়া বিষয় বর্ণনা করা হইল, তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও তদতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থই নাই ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদেতস্মিন্নর্থে এষ শ্লোকো মন্ত্রোঽপ্যস্তি। যানি পঞ্চধা পঞ্চপ্রকারেণ হিঙ্কারাদিবিভাগৈঃ প্রোক্তানি ত্রীণি ত্রীণি ত্রয়ীবিদ্যাদীনি, তেভ্যঃ পঞ্চত্রিকেভ্যো জ্যায়ো মহত্তরং, পরঞ্চ ব্যতিরিক্তমন্যদ্বস্ত্বন্তরং নাস্তি ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ। তত্রৈব হি সর্ব্বস্যান্তর্ভাবঃ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই বিষয়ে এই একটি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্রও আছে। হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত যে ত্রয়ীবিদ্যা, লোকত্রয় প্রভৃতি তিনটি তিনটি করিয়া বিষয় বলা হইল, ইহাদের

অপেক্ষা জ্যায়ঃ অর্থাৎ মহত্তর ও পর অর্থাৎ এতদতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থই নাই, উহাতেই সমস্ত পদার্থ অন্তর্ভূত হইয়া আছে ॥ ৩ ॥

যস্তদ্‌বেদ স বেদ সর্ব্বং, সর্ব্বা দিশো বলিমস্মৈ হরন্তি, সর্ব্বমস্মীত্যুপাসীত, তদ্‌ব্রতং তদ্‌ব্রতম্ ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য একবিংশঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপে অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক বলিয়া জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন। দশদিকে অবস্থিত প্রাণিগণ তাঁহাকে বিবিধ ভোগ্য বস্তু উপহার প্রদান করে। ঐ উপাসক "আমিই সর্ব্বস্বরূপ" এইরূপ মনে করিয়া উপাসনা করিবেন, সেইরূপ মনে করাই এই উপাসনার ব্রত অর্থাৎ নিয়ম। 'তদ্‌ব্রতম্' এই বাক্যটির দ্বিরুক্তি সামোপাসনার সমাপ্তিসূচক ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে একবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যস্তৎ যথোক্তং সর্ব্বাত্মকং সাম বেদ স বেদ সর্ব্বং, স সর্ব্বজ্ঞো ভবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বা দিশঃ সর্ব্বদিক্‌স্থা অস্মৈ এবংবিদে বলিং ভোগং হরন্তি প্রাপয়ন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বমস্মি ভবামীত্যেবমেতৎ সামোপাসীত, তস্যৈতদেব ব্রতম্। দ্বিরুক্তিঃ সামোপাসনসমাপ্ত্যর্থা। ৪।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে একবিংশখণ্ডভাষ্যম্। ২১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি উক্তরূপ সর্ব্বাত্মক সামকে জানেন, তিনি সবই জানেন অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হন। সমস্ত দিক্ অর্থাৎ দশদিকে অবস্থিত প্রাণিসমূহ এই উপাসকের নিমিত্ত বলি অর্থাৎ নানাবিধ ভোগের বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে উপহার দান করে। "আমিই সর্ব্বাত্মক" এইরূপ মনে করিয়া এই সামের উপাসনা কর্ত্তব্য। ঐ উপাসকের তাহাই ব্রত। সামোপাসনার বিবরণ সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'তদ্‌ব্রতম্' এই বাক্যটি দুইবার উচ্চারণ করা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে একবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ

বিনর্দ্দি সাম্নো বৃণে পশব্যমিত্যগ্নেঃ উদ্গীথঃ, অনিরুক্তঃ প্রজাপতেঃ, নিরুক্তঃ সোমস্য, মৃদু শ্লক্ষ্ণং বায়োঃ, শ্লক্ষ্ণং বলবদিন্দ্রস্য, ক্রৌঞ্চং বৃহস্পতেঃ, অপধ্বান্তং বরুণস্য, তান্ সর্ব্বানেবোপসেবেত, বারুণন্ত্বেব বর্জ্জয়েৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—সামের উপাসনাপ্রসঙ্গে সম্প্রতি উদ্গাতার গানের স্বরাদি কয়েকটি বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন—সামের যে বিনর্দ্দি নামক স্বর অর্থাৎ বৃষভ-ধ্বনিসদৃশ ধ্বনিবিশেষ, ঐ স্বর পশুদিগের হিতকর ও অগ্নি ঐ স্বরের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, এই স্বরকে আমি অর্থাৎ উদ্গাতা বা যজমান বরণ করি অর্থাৎ প্রার্থনা করি। অনিরুক্ত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত স্বরসম্পন্ন যে উদ্গীথ, তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা প্রজাপতি। নিরুক্ত অর্থাৎ স্পষ্টরূপ স্বরসম্পন্ন যে উদ্গীথ, তাহা সোমের অর্থাৎ সোম তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। মৃদু ও শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ কোমল ও অল্পচেষ্টাতেই যে স্বর উচ্চারিত হয়, বায়ু তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ শিথিলস্বরবিশিষ্ট বা অল্পচেষ্টাতেই যে স্বর নির্গত হয়, তাদৃশ স্বরসম্পন্ন ও বলবৎ অর্থাৎ দৃঢ় যে স্বর, তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা ইন্দ্র। ক্রৌঞ্চপক্ষীর স্বরের ন্যায় যে স্বর, তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বৃহস্পতি। আর অপধ্বান্ত অর্থাৎ ভগ্ন কাংস্যপাত্রে আঘাত করিলে যে স্বর নির্গত হয়, সেইরূপ যে স্বর, তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা বরুণ। একমাত্র বারুণ অর্থাৎ বরুণদেবতাক যে স্বর, তদ্ব্যতীত সকল সামেরই উপাসনা করিবে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সামোপাসনপ্রসঙ্গেন গানবিশেষাদিসম্পদুদ্গাতুরু-দিশ্যতে। ফলবিশেষসম্বন্ধাদ্বিনর্দ্দি বিশিষ্টো নর্দঃ স্বরবিশেষ ঋষভকূজিতসমোঽস্যাস্তীতি বিনর্দ্দি, গানমিতি বাক্যশেষঃ। তচ্চ সাম্নঃ সম্বন্ধি পশুভ্যো হিতং পশব্যমগ্নেরগ্নিদেবত্য-শ্চোদ্গীথঃ উদ্গানম্। তদহমেবং বিশিষ্টং বৃণে প্রার্থয়ে ইতি কশ্চিদ্যজমান উদ্গাতা বা মন্যতে। অনিরুক্তোঽমুকসম ইত্যবিশেষিতঃ প্রজাপতেঃ প্রজাপতিদেবত্যঃ স গান-বিশেষঃ, অনিরুক্তত্বাৎ প্রজাপতেঃ। নিরুক্তঃ স্পষ্টঃ, সোমস্য সোমদেবত্যঃ স উদ্গীথ ইত্যর্থঃ। মৃদু শ্লক্ষ্ণঞ্চ গানং বায়োর্ব্বায়ুদেবত্যং তৎ। শ্লক্ষ্ণং বলবচ্চ প্রযত্নাধিক্যোপেতঞ্চ ইন্দ্রস্যৈন্দ্রং তদ্গানম্। ক্রৌঞ্চং ক্রৌঞ্চপক্ষিনিনাদসমং, বৃহস্পতের্ব্বার্হস্পত্যং তৎ। অপধ্বান্তং ভিন্নকাংস্যস্বরসমং, বরুণস্যৈতদ্গানম্। তান্ সর্ব্বানেবোপসেবেত প্রযুঞ্জীত, বারুণন্ত্বেবৈকং বর্জ্জয়েৎ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সামোপাসনাপ্রসঙ্গে উদ্‌গীথ গানকর্ত্তার স্বরবিশেষে বিশেষ বিশেষ গান-সম্পদের উপদেশ করিতেছেন, কারণ, উহাতে বিশেষ বিশেষ স্বরে গানের বিশেষ বিশেষ ফলের সম্বন্ধ আছে। বিনর্দ্দি অর্থাৎ বৃষের স্বরের ন্যায় স্বরে যে উদ্‌গীথ গান করা হয়, সামসম্বন্ধীয় সেই স্বর পশব্য অর্থাৎ পশুদিগের হিতকর, পশুদিগের হিতের নিমিত্ত ঐ স্বরে গান করিবে। ঐ উদ্‌গীথ অগ্নিদৈবতক অর্থাৎ অগ্নি উহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। কোন যজমান অথবা উদ্‌গাতা এইরূপ মনে করিবেন যে, আমি এইরূপ বিশিষ্টগুণসম্পন্ন স্বরকে বরণ অর্থাৎ প্রার্থনা করিতেছি। ভাবার্থ এই যে, পশুদিগের হিতের নিমিত্ত আমি বিনর্দ্দি স্বরে উদ্‌গীথ গান করিব, আমি প্রার্থনা করি, ঐ স্বর আমার কণ্ঠে আবির্ভূত হউক। অনিরুক্ত অর্থাৎ অমুক স্বরের তুল্য, যাহার সম্বন্ধে এমন বিশেষ কিছু নির্দ্দেশ নাই, সেই গানবিশেষ প্রজাপতির, প্রজাপতিই তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা, কারণ, প্রজাপতিরও কোন নির্দ্দিষ্ট রূপবিশেষ নাই, এই গানেরও নাই, এই অনিরুক্ত ধর্ম্মের সহিত তুল্যতাবশতঃ প্রজাপতিই ইহার দেবতা। নিরুক্ত অর্থাৎ স্পষ্ট, যাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই উদ্‌গীথ সোমদেবতাক, সোম তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। মৃদু ও শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ অকর্কশ অথবা অল্প চেষ্টাতেই যে গান করা যাইতে পারে, সেই গান বায়ুদৈবত, বায়ুই তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। শ্লক্ষ্ণ ও বলবান্ অর্থাৎ বহুযত্নসাধ্য যে গান, ইন্দ্র তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ 'কোঁচ বক' নামক পক্ষীর স্বরবিশেষের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট যে গান, তাহা বৃহস্পতি-দেবতাক, বৃহস্পতি তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। অপধ্বান্ত অর্থাৎ ভগ্নকাংস্যপাত্রে আঘাত করিলে যে স্বর নির্গত হয়, সেইরূপ স্বরবিশিষ্ট যে গান, বরুণ তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। ঐ সমস্ত স্বরেরই সেবা অর্থাৎ প্রয়োগ করিবে, কেবল বরুণদেবতাক স্বরকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ১ ॥

অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানীত্যাগায়েৎ, স্বধাং পিতৃভ্যঃ, আশাং মনুষ্যেভ্যঃ, তৃণোদকং পশুভ্যঃ, স্বর্গং লোকং যজমানায় অন্নমাত্মন আগায়ানি, ইত্যেতানি মনসা ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ স্তুবীত ॥২॥

অনুবাদ।—দেবতাদিগের উদ্দেশে অমৃতত্ব আগান করিব অর্থাৎ গানের দ্বারা তাঁহাদিগের অমৃতত্ব সম্পাদন করিব, এইরূপ মনে করিয়া আগান করিবে। পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা, মনুষ্যগণের উদ্দেশে আশা অর্থাৎ প্রার্থনা, পশুগণের উদ্দেশে তৃণ ও জল, যজমানের উদ্দেশে স্বর্গলোক ও নিজের নিমিত্ত অন্ন আগান

অর্থাৎ গান দ্বারা সম্পাদন করিব। মনের মধ্যে এই সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে অতি সাবধানে স্তব করিবে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানি সাধয়ানি। স্বধাং পিতৃভ্য আগায়ানি। আশাং মনুষ্যেভ্যঃ, আশাং প্রার্থনাং, প্রার্থিতমিত্যেতৎ। তৃণোদকং পশুভ্যঃ। স্বর্গং লোকং যজমানায়। অন্নমাত্মনে মহ্যমাগায়ানি, ইত্যেতানি মনসা চিন্তয়ন্ ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ স্বরোষ্মব্যঞ্জনাদিভ্যঃ স্তুবীত। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—দেবতাদিগের উদ্দেশে অমৃতত্ব ও পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা গান করিব। মনুষ্যদিগের উদ্দেশে আশা অর্থাৎ প্রার্থনা, অর্থাৎ মনুষ্যদিগের প্রার্থিতবিষয় গান করিব। পশুদিগের উদ্দেশে তৃণ ও জল, যজমানের উদ্দেশে স্বর্গলোক ও নিজের নিমিত্ত অন্ন গান করিব। ভাবার্থ—যাহাতে দেবতারা অমৃতত্ব, পিতৃগণ স্বধা, মনুষ্যগণ তাহাদিগের প্রার্থিতবিষয়, পশুগণ তৃণ ও জল, এবং যজমান স্বর্গলোক লাভ করিতে পারেন ও নিজে অন্নলাভ করিতে পারি, এইরূপে সাম গান করিব। মনোমধ্যে এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিশেষ সাবধানে বিশুদ্ধভাবে স্বর উষ্ম ও ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ সহকারে স্তব করিবে ॥২॥

সর্ব্বে স্বরা ইন্দ্রস্যাত্মানঃ, সর্ব্বে উষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ, সর্ব্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানঃ, তং যদি স্বরেষু উপালভেত, ইন্দ্রং শরণং প্রপন্নোঽভূবং, স ত্বা প্রতি বক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সমস্ত স্বরবর্ণ ইন্দ্রের আত্মা অর্থাৎ দেহাবয়বস্বরূপ। সমস্ত উষ্মবর্ণ প্রজাপতির আত্মা, সমস্ত স্পর্শ অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ মৃত্যু অর্থাৎ যমের আত্মা। কোন ব্যক্তি যদি স্বরের উচ্চারণবিষয়ে উদ্গাতার নিন্দা করে, তাহা হইলে সেই উদ্গাতা নিন্দাকারীকে বলিবেন, আমি স্বরপ্রয়োগকালে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তিনিই তোমাকে ইহার উত্তর দিবেন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সর্ব্বে স্বরাঃ অকারাদয়ঃ ইন্দ্রস্য বলকর্ম্মণঃ প্রাণস্যাত্মানঃ দেহাবয়বস্থানীয়াঃ। সর্ব্বে উষ্মাণঃ শ-ষ-স-হাদয়ঃ প্রজাপতের্ব্বিরাজঃ কশ্যপস্য বা আত্মা। সর্ব্বে স্পর্শাঃ কাদয়ো ব্যঞ্জনানি মৃত্যোরাত্মানঃ, তমেবংবিদমুদ্গাতারং যদি কশ্চিৎ স্বরেষু উপালভেত স্বরস্ত্বয়া দুষ্টঃ প্রযুক্ত ইতি, এবমুপালব্ধ ইন্দ্রং প্রাণমীশ্বরং শরণমাশ্রয়ং প্রপন্নোঽভূবং স্বরান্ প্রযুঞ্জানোঽহম্। স ইন্দ্রো যত্তব বক্তব্যং, ত্বা ত্বাং প্রতি বক্ষ্যতি স এব দেব উত্তরং দাস্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অকারাদি সমস্ত স্বরবর্ণ ইন্দ্র অর্থাৎ বলসাধ্য কর্ম্মের প্রবর্ত্তক প্রাণের আত্মা অর্থাৎ দেহের অবয়বস্বরূপ। শ-ষ-স-হ

প্রভৃতি উষ্মবর্ণসমূহ প্রজাপতি অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষ বা কশ্যপের আত্মস্বরূপ। স্পর্শ অর্থাৎ ক প্রভৃতি সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ মৃত্যুর আত্মস্বরূপ। এইরূপ অভিজ্ঞ উদ্‌গাতাকে যদি কোন ব্যক্তি নিন্দা করেন যে, তুমি যে স্বর প্রয়োগ করিয়াছ, তাহা অশুদ্ধ, তাহা হইলে ঐরূপে নিন্দিত সেই উদ্‌গাতা নিন্দাকারীকে বলিবেন—আমি ইন্দ্র অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া অর্থাৎ শক্তিশালী প্রাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই ঐরূপ স্বর প্রয়োগ করিয়াছি, সেই ইন্দ্রই এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা তোমাকে বলিবেন অর্থাৎ ইন্দ্রই ইহার প্রত্যুত্তর দিবেন ॥ ৩ ॥

অথ যদ্যেনমূষ্মসূপালভেত, প্রজাপতিং শরণং প্রপন্নোঽভূবং, স ত্বা প্রতি পেক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ। অথ যদ্যেনং স্পর্শেষূপালভেত, মৃত্যুং শরণং প্রপন্নোঽভূবং, স ত্বা প্রতি ধক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—অথবা যদি কোন ব্যক্তি এই উদ্‌গাতাকে উষ্মবর্ণবিষয়ে নিন্দা করে, তাহা হইলে উদ্‌গাতা ঐ নিন্দাকারীকে বলিবেন—আমি প্রজাপতির শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তিনিই তোমাকে পেষণ অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে চূর্ণ করিবেন। অথবা যদি কোন ব্যক্তি এই উদ্‌গাতাকে স্পর্শবর্ণবিষয়ে নিন্দা বা তিরস্কার করে, তাহা হইলে উদ্‌গাতা সেই নিন্দা বা তিরস্কারকারীকে বলিবেন, আমি মৃত্যু অর্থাৎ যমরাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তিনিই তোমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যদ্যেনমূষ্মসু তথৈবোপালভেত, প্রজাপতিং শরণং প্রপন্নোঽভূবং, স ত্বা প্রতি পেক্ষ্যতি সঞ্চূর্ণয়িষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ। অথ যদ্যেনং স্পর্শেষূপালভেত, মৃত্যুং শরণং প্রপন্নোঽভূবং, স ত্বা প্রতি ধক্ষ্যতি ভস্মীকরিষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অথবা যদি কেহ এই উদ্‌গাতাকে স্বরবর্ণের ন্যায় উষ্মবর্ণবিষয়ে নিন্দা করে, তাহা হইলে উদ্‌গাতা সেই নিন্দাকারীকে বলিবেন, আমি প্রজাপতির শরণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই তোমার প্রতি অর্থাৎ তোমাকে পেষণ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণীকৃত করিয়া ফেলিবেন। অথবা যদি কেহ এই উদ্‌গাতাকে স্পর্শবর্ণের উচ্চারণবিষয়ে নিন্দা করেন, তাহা হইলে উদ্‌গাতা সেই নিন্দাকারীকে বলিবেন, আমি মৃত্যুর শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তিনি তোমাকে দগ্ধ অর্থাৎ ভস্ম করিয়া ফেলিবেন ॥ ৪ ॥

সর্ব্বে স্বরা ঘোষবন্তো বলবন্তো বক্তব্যাঃ, ইন্দ্রে বলং দদানীতি। সর্ব্বে উষ্মাণোঽগ্রস্তা অনিরস্তা বিবৃতা বক্তব্যাঃ, প্রজাপতেরাত্মানং পরিদদানীতি। সর্ব্বে স্পর্শা লেশেনানভিনিহিতা বক্তব্যাঃ, মৃত্যোরাত্মানং পরিহরাণীতি ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—স্বরব্যঞ্জনাদির উচ্চারণকালে যেরূপ চিন্তা করা কর্ত্তব্য, সম্প্রতি তাহাই উপদেশ করিতেছেন। অকারাদি সমস্ত স্বরকেই ঘোষবান্ ও বলবান্ অর্থাৎ বেশ সুস্পষ্ট ও দৃঢ়রূপে উচ্চারণ করিবে এবং চিন্তা করিবে—আমি ইন্দ্রে অর্থাৎ প্রাণে বলাধান করিতেছি। শ ষ প্রভৃতি সমস্ত উষ্মবর্ণকেই অগ্রস্ত অর্থাৎ অন্য বর্ণের সহিত অমিশ্রিত, অনিরস্ত অর্থাৎ কোন বর্ণ অপরিত্যক্ত ও বিবৃত অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিবে ও চিন্তা করিবে—আমি প্রজাপতির উদ্দেশে নিজেকে সমর্পণ করিতেছি। আর ক প্রভৃতি সমস্ত স্পর্শবর্ণকেই অন্যবর্ণের সহিত কিঞ্চিন্মাত্রও মিশ্রিত না করিয়া উচ্চারণ করিবে ও চিন্তা করিবে—আমি মৃত্যুর নিকট হইতে নিজেকে পরিহরণ অর্থাৎ রক্ষা করিতেছি। ভাবার্থ এই যে—স্বর উষ্ম ও ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের উচ্চারণকালে যথাযথভাবে হ্রস্ব-দীর্ঘের উচ্চারণ করিবে, বর্ণে বর্ণে জড়াইয়া না গিয়া বেশ সুস্পষ্টভাবে প্রত্যেকটি অক্ষর উচ্চারণ করিবে, কোন অক্ষরই যেন অমনোযোগিতাবশতঃ পড়িয়া না যায় ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বাবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যত ইন্দ্রাদ্যাত্মানঃ স্বরাদয়ঃ, অতঃ সর্ব্বে স্বরা ঘোষবন্তো বলবন্তো বক্তব্যাঃ, তথা অহমিন্দ্রে বলং দদানি বলমাদধানীতি। তথা সর্ব্বে উষ্মাণঃ অগ্রস্তা অন্তরপ্রবেশিতাঃ। অনিরস্তা বহিরপ্রক্ষিপ্তঃ, বিবৃতা বিবৃতপ্রযত্নোপেতাঃ। প্রজাপতেরাত্মানং পরিদদানি প্রযচ্ছানীতি। সর্ব্বে স্পর্শা লেশেন শনৈকৈরনভিনিহিতা অনভিনিক্ষিপ্তা বক্তব্যাঃ। মৃত্যোরাত্মানং বালানিব শনকৈঃ পরিহরন্ মৃত্যোরাত্মানং পরিহরাণীতি ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য দ্বাবিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—স্বর প্রভৃতি বর্ণসমূহ ইন্দ্রাদিদেবতাত্মক বলিয়া সমস্ত স্বরকেই ঘোষবান্ ও বলবান্ অর্থাৎ স্পষ্ট করিয়া ও দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করিবে এবং আমি ইন্দ্রে বলাধান করিতেছি, এইরূপ চিন্তা করিবে। এইরূপ সমস্ত উষ্মবর্ণই অগ্রস্ত অর্থাৎ একটির মধ্যে আর একটি প্রবেশ করিয়া গোলযোগ

হইয়া না যায় ও অনিরস্ত অর্থাৎ কোন বর্ণটি পড়িয়া না যায় ও বিবৃত অর্থাৎ সুস্পষ্ট ও দৃঢ় প্রযত্নসহকারে উচ্চারণ করিবে, এবং আমি প্রজাপতিকে নিজের আত্মাকে সমর্পণ করিতেছি, এইরূপ চিন্তা করিবে। সমস্ত স্পর্শবর্ণই লেশমাত্রও অনভিনিক্ষিপ্তভাবে অর্থাৎ অতি দ্রুত উচ্চারণ করিতে গিয়া একটি বর্ণ অন্য বর্ণের সহিত মিশ্রিত না হইয়া যায়, এরূপ ভাবে উচ্চারণ করিবে এবং সেই সময়ে জলে পতিত কেশাদি দ্রব্যসমূহ যেমন কোন ব্যক্তি ধীরে ধীরে উত্তোলন করিয়া ফেলে, সেইরূপ ভাবে মৃত্যুগ্রাস হইতে নিজেকে ধীরে ধীরে পরিহার অর্থাৎ মুক্ত করিতেছি, এইরূপ চিন্তা করিবে॥ ৫ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বাবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ

ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ। যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ। তপ এব দ্বিতীয়ঃ। ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্য-কুলেঽবসাদয়ন্। সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি, ব্রহ্মসংস্থোঽমৃ-তত্বমেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—ওঙ্কার উপাসনা-বিধানের উদ্দেশে সম্প্রতি ধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধ অর্থাৎ বিভাগ সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেছেন। ধর্ম্মের স্কন্ধ তিনটি, তন্মধ্যে যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি প্রথম স্কন্ধ। তপস্যা দ্বিতীয় স্কন্ধ, এবং আজীবন আচার্য্য-গৃহে বাস [illegible]রিয়া সেই স্থানেই নিজেকে অবসন্নকারী অর্থাৎ দেহান্ত পর্য্যন্ত আচার্য্য-গৃহবাসী ব্রহ্মচারী তৃতীয় স্কন্ধ। ইঁহারা সকলেই পুণ্যলোকে গমন করেন, আর যিনি ব্রহ্মসংস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ওঙ্কারস্যোপাসনবিধ্যর্থং ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা ইত্যাদ্যারভ্যতে। নৈবং মন্তব্যং, সামাবয়বভূতস্যৈবোদ্গীথাদিলক্ষণস্যোঙ্কারস্যোপাসনাৎ ফলং প্রাপ্যতে ইতি। কিং তর্হি? যৎ সর্ব্বৈরপি সামোপাসনৈঃ কর্ম্মভিশ্চাপ্রাপ্যং, তৎফলমমৃতত্বং কেবলাদোঙ্কারোপাসনাৎ প্রাপ্যতে ইতি তৎস্তুত্যর্থং সামপ্রকরণে তদুপন্যাসঃ। ত্রয়ঃ ত্রিসঙ্খ্যাকা ধর্ম্মস্য স্কন্ধাঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ ধর্ম্মপ্রবিভাগা ইত্যর্থঃ। কে তে? ইত্যাহ, যজ্ঞঃ অগ্নিহোত্রাদিঃ। অধ্যয়নং সনিয়মস্য ঋগাদেরভ্যাসঃ। দানং বহির্ব্বেদি যথাশক্তি দ্রব্যসংবিভাগঃ ভিক্ষমাণেভ্যঃ, ইত্যেষ প্রথমো ধর্ম্মস্কন্ধঃ গৃহস্থসমবেতত্বাৎ তন্নির্বর্ত্তকেন গৃহস্থেন নির্দ্দিশ্যতে, প্রথম এক ইত্যর্থঃ,দ্বিতীয়তৃতীয়শ্রবণাৎ, ন আদ্যার্থঃ। তপ এব দ্বিতীয়ঃ, তপ ইতি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি, তদ্বাংস্তাপসঃ পরিব্রাড্‌বা, ন ব্রহ্মসংস্থঃ আশ্রমধর্ম্মমাত্রসংস্থঃ, ব্রহ্মসংস্থস্য তু অমৃতত্বশ্রবণাৎ; দ্বিতীয়ো ধর্ম্মস্কন্ধঃ। ব্রহ্মচারী আচার্য্যকুলে বস্তুং শীলমস্যেত্যাচার্য্যকুলবাসী, অত্যন্তং যাবজ্জীবমাত্মানং নিয়মৈরাচার্য্য-কুলেঽবসাদয়ন্ ক্ষপয়ন্ দেহং, তৃতীয়ো ধর্ম্মস্কন্ধঃ। অত্যন্তমিত্যাদিবিশেষণান্নৈষ্ঠিক ইতি গম্যতে। উপকুর্ব্বাণস্য স্বাধ্যায়গ্রহণার্থত্বান্ন পুণ্যলোকত্বং ব্রহ্মচর্য্যেণ। সর্ব্বে এতে ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো যথোক্তৈর্ধর্ম্মৈঃ পুণ্যলোকা ভবন্তি, পুণ্যো লোকো যেষাং তে ইমে পুণ্যলোকা আশ্রমিণো ভবন্তি। অবশিষ্টস্ত্বনুক্তঃ পরিব্রাট্ তুরীয়ঃ ব্রহ্মসংস্থো ব্রহ্মণি সম্যগবস্থিতঃ, সোঽমৃতত্বং পুণ্যলোকবিলক্ষণমমরণভাবমাত্যন্তিকম্ এতি, নাপেক্ষিকং, দেবাদ্যমৃতত্ববৎ। পুণ্যলোকাৎ পৃথগমৃতত্বস্য বিভাগকরণাৎ। যদি চ

পুণ্যলোকাতিশয়মাত্রমমৃতত্বমভবিষ্যৎ, ততঃ পুণ্যলোকত্বাদ্বিভক্তং নাবক্ষ্যৎ। বিভক্তোপদেশাচ্চ আত্যন্তিকমমৃতত্বমিতি গম্যতে। অত্র চাশ্রমধর্ম্মফলোপন্যাসঃ প্রণবসেবাস্তুত্যর্থঃ, ন তৎফলবিধ্যর্থঃ; স্তুতয়ে চ প্রণবসেবায়া আশ্রমধর্ম্মফলবিধয়ে চ, ইতি হি ভিদ্যেত বাক্যম্। তস্মাৎ স্মৃতিপ্রসিদ্ধাশ্রমফলানুবাদেন প্রণবসেবাফলমমৃতত্বং ব্রুবন্ প্রণবসেবাং স্তৌতি। যথা পূর্ণবর্ম্মণঃ সেবা ভক্তপরিধানমাত্রফলা রাজবর্ম্মণস্তু সেবা রাজ্যতুল্যফলেতি, তদ্বৎ। প্রণবশ্চ তৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম, তৎপ্রতীকত্বাৎ। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্" ইত্যাদ্যাম্নানাৎ কাঠকে যুক্তং তৎসেবাতোঽমৃতত্বম্। অত্রাহুঃ কেচিৎ, চতুর্ণামাশ্রমিণামবিশেষেণ স্বকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পুণ্যলোকতা ইহোক্তা জ্ঞানবর্জ্জিতানাং, "সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" ইতি। নাত্র পরিব্রাড়বশেষিতঃ, পরিব্রাজকস্যাপি জ্ঞানং যমা নিয়মাশ্চ তপ এবেতি। "তপ এব দ্বিতীয়ঃ" ইত্যত্র তপঃশব্দেন পরিব্রাট্‌তাপসৌ গৃহীতৌ, অতস্তেষামেব চতুর্ণাং যো ব্রহ্মসংস্থঃ প্রণবসেবকঃ, সোঽমৃতত্বমেতীতি, চতুর্ণামধিকৃতত্বাবিশেষাৎ, ব্রহ্মসংস্থত্বে অপ্রতিষেধাচ্চ, স্বকর্ম্মচ্ছিদ্রে চ ব্রহ্মসংস্থতায়াং সামর্থ্যোপপত্তেঃ। ন চ যববরাহাদিশব্দবৎ ব্রহ্মসংস্থশব্দঃ পরিব্রাজকে [illegible]ঃ, ব্রহ্মণি সংস্থিতিনিমিত্তমুপাদায় প্রবৃত্তত্বাৎ। ন হি রূঢ়িশব্দা নিমিত্তমুপাদদতে। সর্ব্বেষাঞ্চ ব্রহ্মণি স্থিতিরুপপদ্যতে। যত্র যত্র নিমিত্তমস্তি ব্রহ্মণি সংস্থিতিস্তস্য তস্য নিমিত্তবতো বাচকং সন্তং ব্রহ্মসংস্থশব্দং পরিব্রাড়েকবিষয়ে সঙ্কোচকারণাভাবান্নিরোদ্ধু[ম]যুক্তম্। ন চ পারিব্রাজ্যাশ্রমধর্ম্মমাত্রেণামৃতত্বং, জ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। পারিব্রাজ্যধর্ম্মযুক্তমেব জ্ঞানমমৃতত্বসাধনমিতি চেন্ন, আশ্রমধর্ম্মত্বাবিশেষাৎ। ধর্ম্মী বা জ্ঞানবিশিষ্টোঽমৃতত্বসাধনমিত্যেতদপি সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মাণামবিশিষ্টম্। ন চ বচনমস্তি, পরিব্রাজকস্যৈব ব্রহ্মসংস্থস্য মোক্ষো নান্যেষামিতি। জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি চ সর্ব্বোপনিষদাং সিদ্ধান্তঃ। তস্মাৎ য এব ব্রহ্মসংস্থঃ স্বাশ্রমবিহিতধর্ম্মবতাং, সোঽমৃতত্বমেতীতি, ন, কর্ম্মনিমিত্তবিদ্যাপ্রত্যয়য়োঃ বিরোধাৎ। কর্ত্রাদিকারকক্রিয়াফলভেদপ্রত্যয়বত্ত্বং হি নিমিত্তমুপাদায়েদং কুরু ইদং মা কার্ষীরিতি কর্ম্মবিধয়ঃ প্রবৃত্তাঃ। তচ্চ নিমিত্তং ন শাস্ত্রকৃতং, সর্ব্বপ্রাণিষু দর্শনাৎ। "সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইতি শাস্ত্রজন্যঃ প্রত্যয়ো বিদ্যারূপঃ স্বাভাবিকং ক্রিয়াকারকফলভেদপ্রত্যয়ং কর্ম্মবিধিনিমিত্তমনুপমৃদ্য ন জায়তে, ভেদাভেদপ্রত্যয়য়োর্ব্বিরোধাৎ। ন হি তৈমিরিক-দ্বিচন্দ্রাদিভেদপ্রত্যয়মনুপমৃদ্য তিমিরাপগমে চন্দ্রাদ্যেকত্বপ্রত্যয় উপজায়তে, বিদ্যাঽবিদ্যাপ্রত্যয়য়োর্ব্বিরোধাৎ। তত্রৈবং সতি যং ভেদপ্রত্যয়মুপাদায় কর্ম্মবিধয়ঃ প্রবৃত্তাঃ স যস্যোপমর্দ্দিতঃ, "সদেকমেবাদ্বিতীয়ং" "তৎ সত্যং" "বিকারভেদোঽনৃতম্" ইত্যেতদ্বাক্যপ্রমাণজনিতেনৈকত্বপ্রত্যয়েন, সঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো নিবৃত্তো নিমিত্তনিবৃত্তেঃ, স চ নিবৃত্তকর্ম্মা ব্রহ্মসংস্থ উচ্যতে, স চ পরিব্রাড়েব, অন্যস্যাসম্ভবাৎ। অন্যো হি অনিবৃত্তভেদপ্রত্যয়ঃ, সোঽন্যৎ পশ্যন্ শৃণ্বন্ মন্বানো বিজানন্নিদং কৃত্বেদং প্রাপ্নুয়ামিতি হি মন্যতে। তস্যৈবং কুর্ব্বতো ন

ব্রহ্মসংস্থতা, বাচারম্ভণমাত্রবিকারানৃতাভিসন্ধিপ্রত্যয়বত্ত্বাৎ। ন চাসত্যমিতি; উপমর্দ্দিতে ভেদপ্রত্যয়ে সত্যমিদমনেন কর্ত্তব্যং ময়েতি প্রমাণ-প্রমেয়বুদ্ধিরুপপদ্যতে, আকাশে ইব তলমলবুদ্ধির্বিবেকিনঃ। উপমর্দ্দিতেঽপি ভেদপ্রত্যয়ে কর্ম্মভ্যো ন, নিবর্ত্ততে চেৎ, প্রাগিব ভেদপ্রত্যয়ানুপমর্দ্দনাদেকত্বপ্রত্যয়বিধায়কং বাক্যমপ্রমাণীকৃতং স্যাৎ, অভক্ষ্যভক্ষণাদিপ্রতিষেধবাক্যানাং প্রামাণ্যবৎ যুক্তমেকত্ববাক্যস্যাপি প্রামাণ্যং, সর্ব্বোপনিষদাং তৎপরত্বাৎ। কর্ম্মবিধীনামপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন, অনুপমর্দ্দিতভেদপ্রত্যয়বৎপুরুষবিষয়ে প্রামাণ্যোপপত্তেঃ, স্বপ্নাদিপ্রত্যয় ইব প্রাক্‌প্রবোধাৎ। বিবেকিনামকরণাৎ কর্ম্মবিধিপ্রামাণ্যোচ্ছেদ ইতি চেন্ন, কাম্যবিধ্যনুচ্ছেদদর্শনাৎ। ন হি "কামাত্মতা ন প্রশস্তা" ইত্যেবং বিজ্ঞানবদ্ভিঃ কাম্যানি কর্ম্মাণি নানুষ্ঠীয়ন্তে ইতি কাম্যকর্ম্মবিধয় উচ্ছিদ্যন্তে, অনুষ্ঠীয়ন্তে এব কামিভিরিতি। তথা ব্রহ্মসংস্থৈর্ব্রহ্মবিদ্ভির্নানুষ্ঠীয়ন্তে কর্ম্মাণীতি ন তদ্বিধয় উচ্ছিদ্যন্তে, অব্রহ্মবিদ্ভিরনুষ্ঠীয়ন্তে এবেতি। পরিব্রাজকানাং ভিক্ষাচরণাদিবৎ উৎপন্নৈকত্বপ্রত্যয়ানামপি গৃহস্থাদীনামগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানিবৃত্তিরিতি চেন্ন, প্রামাণ্যচিন্তায়াং পুরুষপ্রবৃ[illegible]দৃষ্টান্তত্বাৎ। ন হি "নাভিচরেৎ" ইতি প্রতিষিদ্ধমপ্যভিচরণং কশ্চিৎ কুর্ব্বন্ দৃষ্ট ইতি শত্রৌ দ্বেষরহিতেনাপি বিবেকিনা অভিচরণং ক্রিয়তে। ন চ কর্ম্মবিধিপ্রবৃত্তিনিমিত্তে ভেদপ্রত্যয়ে বাধিতেঽগ্নিহোত্রাদৌ প্রবর্ত্তকং নিমিত্তমস্তি, পরিব্রাজকস্যেব ভিক্ষাচরণাদৌ বুভুক্ষাদি প্রবর্ত্তকম্। ইহাপ্যকরণে প্রত্যবায়ভয়ং প্রবর্ত্তকমিতি চেৎ, ন, ভেদপ্রত্যয়বতোঽধিকৃতত্বাৎ। ভেদপ্রত্যয়বাননুপমর্দ্দিতভেদবুদ্ধির্বিদ্যয়া যঃ, স কর্ম্মণ্যধিকৃত ইত্যবোচাম। যো হ্যধিকৃতঃ কর্ম্মণি, তস্য তদকরণে প্রত্যবায়ঃ, ন নিবৃত্তাধিকারস্য; গৃহস্থস্যেব ব্রহ্মচারিণো বিশেষধর্ম্মাননুষ্ঠানে। এবং তর্হি সর্ব্বঃ স্বাশ্রমস্থঃ উৎপন্নৈকপ্রত্যয়ঃ পরিব্রাড়িতি চেৎ, ন, স্বস্বামিত্বভেদবুদ্ধ্যনিবৃত্তেঃ; কর্ম্মার্থত্বাচ্চেতরাশ্রমাণাম্, "অথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়" ইতি শ্রুতেঃ; তস্মাচ্চ স্বস্বামিত্বাভাবাদ্ভিক্ষুরেক এব পরিব্রাট্, ন গৃহস্থাদিঃ। একত্বপ্রত্যয়বিধিজনিতেন প্রত্যয়েন বিধিনিমিত্ত-ভেদপ্রত্যয়স্যোপমর্দ্দিতত্বাৎ যমনিয়মাদ্যনুপপত্তিঃ পরিব্রাজকস্যেতি চেৎ, ন, বুভুক্ষাদিনৈকত্বপ্রত্যয়াৎ প্রচ্যাবিতস্যোপপত্তেঃ, নিবৃত্ত্যর্থত্বাৎ। ন চ প্রতিষিদ্ধসেবাপ্রাপ্তিঃ, একত্বপ্রত্যয়োৎপত্তেঃ প্রাগেব প্রতিষিদ্ধত্বাৎ। ন হি রাত্রৌ কূপে কণ্টকে বা পতিতঃ উদিতেঽপি সবিতরি পততি তস্মিন্নেব; তস্মাৎ সিদ্ধং নিবৃত্তকর্ম্মা ভিক্ষুক এব ব্রহ্মসংস্থ ইতি। যৎ পুনরুক্তং, সর্ব্বেষাং জ্ঞানবর্জ্জিতানাং পুণ্যলোকত্বেতি; সত্যমেতৎ। যচ্চোক্তং তপঃশব্দেন পরিব্রাডপ্যুক্ত ইতি, এতদসৎ। কস্মাৎ? পরিব্রাজকস্যৈব ব্রহ্মসংস্থতাসম্ভবাৎ। স এব হ্যবশেষিত ইত্যবোচাম। একত্ববিজ্ঞানবতোঽগ্নিহোত্রাদিবত্তপোনিবৃত্তেশ্চ, ভেদবুদ্ধিমত এব হি তপঃকর্ত্তব্যতা স্যাৎ। এতেন কর্ম্মচ্ছিদ্রে ব্রহ্মসংস্থতাসামর্থ্যম্, অপ্রতিষেধশ্চ প্রত্যুক্তঃ। তথা জ্ঞানবানেব নিবৃত্তকর্ম্মা পরিব্রাড়িতি জ্ঞানবৈয়র্থ্যং প্রত্যুক্তম্। যৎ পুনরুক্তং, যববরাহাদিশব্দবৎ পরিব্রাজকে ন রূঢ়ো ব্রহ্মসংস্থশব্দ ইতি, তৎ পরিহৃতং, তস্যৈব

ব্রহ্মসংস্থতাসম্ভবাৎ, নাস্ত্যস্তেতি। যৎ পুনরুক্তং, রূঢ়শব্দা নিমিত্তং নোপাদদতে ইতি, তন্ন, গৃহস্থ-তক্ষ-পরিব্রাজকাদিশব্দদর্শনাৎ। গৃহস্থিতি-পারিব্রাজ্য-তক্ষণাদিনিমিত্তোপাদানা অপি গৃহস্থপরিব্রাজকাবাশ্রমবিশেষে, বিশিষ্টজাতিমতি চ তক্ষেতি রূঢ়া বৃশ্যন্তে শব্দাঃ। ন যত্র যত্র তানি নিমিত্তানি তত্র তত্র বর্ত্তন্তে, প্রসিদ্ধ্যভাবাৎ। তথেহাপি ব্রহ্মসংস্থশব্দো নিবৃত্তসর্ব্বকর্ম্ম-তৎসাধন-পরিব্রাড়েকবিষয়েঽত্যাশ্রমিণি পরমহংসাখ্যে বৃত্ত ইহ ভবিতুমর্হতি, মুখ্যামৃতত্বফলশ্রবণাৎ; অতশ্চেদমেবৈকং বেদোক্তং পারিব্রাজ্যং, ন যজ্ঞোপবীত-ত্রিদণ্ড-কমণ্ডল্বাদিপরিগ্রহ ইতি, "মুণ্ডোঽপরিগ্রহোঽসঙ্গঃ" ইতি চ শ্রুতিঃ। "অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রম্" ইত্যাদি চ শ্বেতাশ্বতরীয়ে। "নিস্তুতির্নির্নমস্কারঃ" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। "তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ। তস্মাদলিঙ্গো ধর্ম্মজ্ঞঃ অব্যক্তলিঙ্গঃ" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। যত্তু সাংখ্যৈঃ কর্ম্মত্যাগোঽভ্যুপগম্যতে, ক্রিয়া-কারক-ফলভেদবুদ্ধেঃ সত্যত্বাভ্যুপগমাৎ, তন্মৃষা। যচ্চ বৌদ্ধৈঃ শূন্যতাঽভ্যুপগমাদকর্ত্তৃত্বমভ্যুপগম্যতে, তদপ্যসৎ, তদভ্যুপগন্তুঃ সত্ত্বাভ্যুপগমাৎ। যচ্চাজ্ঞৈরলসতয়া অকর্ত্তৃত্বাভ্যুপগমঃ, সোঽপ্যসৎ' কারকবুদ্ধেরনিবর্ত্তিতত্বাৎ প্রমাণেন। তস্মাদ্বেদান্তপ্রমাণজনিতৈকত্বপ্রত্যয়বত এতৎ কর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণং পারিব্রাজ্যং ব্রহ্মসংস্থত্বঞ্চেতি সিদ্ধম্। এতেন গৃহস্থস্যৈকত্ববিজ্ঞানে সতি পারিব্রাজ্যমর্থসিদ্ধম্। নন্বগ্ন্যুৎসাদনদোষভাক্ স্যাৎ পরিব্রজন্, "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" ইতি শ্রুতেঃ; ন, দৈবেনৈবোৎসাদিতত্বাৎ, উৎসন্ন এব হি স একত্বদর্শনে জাতে "অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বম্" ইতি শ্রুতেঃ; অতো ন দোষভাক্ গৃহস্থঃ পরিব্রজন্নিতি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ওঙ্কারের উপাসনা-বিধানের নিমিত্ত তিনটি ধর্ম্মস্কন্ধ ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন। সামের অবয়ববিশেষ উদ্গীথাদিস্বরূপ ওঙ্কারের উপাসনাতে যে ফল পাওয়া যায়, স্বতন্ত্রভাবে এই উপাসনাতেও যে সেই ফলই পাওয়া যায়, এরূপ মনে করা উচিত হয় না, সমস্ত সামোপাসনা ও সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, স্বতন্ত্রভাবে কেবলমাত্র ওঙ্কারের উপাসনাতেই সেই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করা যায়; এ জন্য সেই ওঙ্কারের প্রশংসার নিমিত্ত এই সামপ্রকরণে তাহার বিষয়ে অবতারণা করা হইয়াছে। ধর্ম্মস্কন্ধ অর্থাৎ ধর্ম্মের বিভাগ তিন প্রকার। সেই তিনটি কি? এরূপ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—প্রথম অর্থাৎ ঐ তিনটির মধ্যে একটি হইতেছে, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান। যজ্ঞ-শব্দে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, অধ্যয়নশব্দে নিয়মপূর্ব্বক ঋক্প্রভৃতি বিদ্যার অভ্যাস, আর দান শব্দে বেদির বহির্দেশে অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় ব্যতীতও সময়ান্তরে প্রার্থিগণকে সামর্থ্যানুসারে ধন বিভাগ করিয়া দেওয়া। এই প্রথম ধর্ম্মস্কন্ধ গৃহস্থ কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া উহার অনুষ্ঠাতা গৃহস্থের সহিত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এস্থানে প্রথম-শব্দের অর্থ আদি

নহে, এক, কারণ, পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দের উল্লেখ আছে। তপস্যা দ্বিতীয় ধর্ম্ম-স্কন্ধ। এ স্থানে তপঃশব্দে কৃচ্ছ্র অর্থাৎ 'প্রাজাপত্য' ব্রত অথবা অন্য কোন ক্লেশসাধ্য ব্রতবিশেষ ও চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতাচরণশীল তাপস বা পরিব্রাজককে বুঝাইবে, আশ্রমধর্ম্মাবলম্বী ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি নহেন, কারণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন, এইরূপই শ্রুতি আছে। নিয়মপূর্ব্বক যাবজ্জীবন আচার্য্যগৃহে অবস্থান-পূর্ব্বক সেই স্থানেই দেহপাতকারী ব্রহ্মচারী তৃতীয় ধর্ম্মস্কন্ধ। মূল শ্রুতিতে 'অত্যন্তম্' এই বিশেষণটি থাকায় ব্রহ্মচারী-শব্দে 'নৈষ্ঠিক' ব্রহ্মচারী বুঝিতে হইবে, 'উপকুর্ব্বাণ' ব্রহ্মচারী নহে, কারণ, 'উপকুর্ব্বাণ' ব্রহ্মচারী কেবল বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করেন, অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে দ্বাদশ বৎসরান্তে গুরুর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সমাবর্ত্তনান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া সংসারী হন, তাঁহার ঐ ব্রহ্মচর্য্যে পুণ্যালোক লাভ হয় না। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন-পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন না, অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলেও আ-মরণকাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহেই বাস করেন। উক্ত তিন প্রকার আশ্রমীই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যালোকে গমন করেন। অনুক্ত অর্থাৎ উক্ত তিনটি স্কন্ধের মধ্যে অনির্দ্দিষ্ট অবশিষ্ট চতুর্থ অর্থাৎ উক্তস্কন্ধত্রয়াতিরিক্ত পরিব্রাজক সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক স্বর্গাদি পুণ্যালোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন। দেবগণও অমৃতত্ব লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই অমৃতত্বপ্রাপ্তি আপেক্ষিক অর্থাৎ প্রলয়কালপর্য্যন্তমাত্র স্থায়ী, আত্যন্তিক নহে, কিন্তু ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তির অমৃতত্ব দেবগণের ন্যায় নহে, কারণ, অমৃ-তত্বকে পুণ্যালোক হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঐ দুইটি এক হইলে উহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইত না। এই অমৃতত্বশব্দে যদি পুণ্যালোকেরই উৎকর্ষাবস্থাকে বুঝাইত, তাহা হইলে পুণ্যালোক হইতে অমৃতত্বকে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিয়া বলা হইত না, এই পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করাতেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ আত্যন্তিক অমৃতত্ব লাভ করেন, দেবগণের ন্যায় আপেক্ষিক নহে, ইহা বুঝাইতেছে। প্রণব উপাসনার প্রশংসা করার জন্যই এ স্থানে আশ্রমধর্ম্মের ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে উহাদের ঐরূপ ফলবিধানের নিমিত্ত নহে, অর্থাৎ এই আশ্রমী এই প্রকার ফলপ্রাপ্ত হন, ঐ বাক্য দ্বারা এরূপ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে একই বাক্যে প্রণব উপাসনার প্রশংসা ও আশ্রমধর্ম্মের ফলবিধান করায় 'বাক্যভেদ'রূপ দোষ উপস্থিত হয়। এ নিমিত্ত স্মৃতিশাস্ত্রে যে আশ্রমের যে সমস্ত ফল প্রসিদ্ধ আছে, তাহারই অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুল্লেখ করিয়া প্রণবসেবার ফলে যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি হয়, ইহা বলিয়া প্রণব উপাসনার প্রশংসা করিতেছেন।

ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—যেমন পূর্ণবর্ম্মা নামক কোন ব্যক্তিবিশেষের সেবা করিলে মাত্র অন্নবস্ত্র মিলিতে পারে, আর রাজবর্ম্মা নামক ব্যক্তিবিশেষের সেবার রাজ্যপ্রাপ্তির ন্যায় ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাও সেইরূপ জানিবে। ব্রহ্মেরই প্রতীক বলিয়া এই প্রণব সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্ম। কঠোপনিষদেও বলা হইয়াছে—"এই অক্ষর অর্থাৎ প্রণবই ব্রহ্ম ও পর" অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অতএব তাহার উপাসনাতে যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি হয় বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, "সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" এই শ্রুতি দ্বারা জ্ঞানবিরহিত চতুর্ব্বিধ আশ্রমীদিগেরই অবিশেষরূপে স্বস্বকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যলোকপ্রাপ্তি হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে, ইহাতে কোনরূপ ইতর-বিশেষ করা হয় নাই। এ স্থানে যে পরিব্রাজক অবশিষ্ট অর্থাৎ অনুক্ত হইয়াছেন, তাহাও নহে, কারণ, পরিব্রাজকের অনুষ্ঠের জ্ঞান, যম ও নিয়মও তপস্যারই অন্তর্ভূত, সুতরাং "তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ" তপস্যাই দ্বিতীয় এ স্থলে তপঃশব্দদ্বারা পরিব্রাজক ও তপস্বী উভয়েরই গ্রহণ করা হইয়াছে; অতএব সেই চারিপ্রকার আশ্রমীদিগের মধ্যে যিনিই প্রণবোপাসক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন, যে হেতু, চারি-প্রকার আশ্রমীর মধ্যে অধিকারগত কোনরূপ পার্থক্য নাই, এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়ার সম্বন্ধেও কাহারও নিষেধ নাই। পরন্তু নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের অবসরে ব্রহ্মনিষ্ঠত্ববিষয়ে তাঁহাদিগের সামর্থ্যও আছে। যেমন যব শব্দে এক প্রকার শস্যকেই এবং বরাহশব্দে একরূপ জন্তুকেই বুঝায়, তদ্রূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ শব্দ যে কেবলমাত্র পরি-ব্রাজককেই বুঝায়, তাহা নহে, কেন না, যিনি ব্রহ্মেই সম্যক্‌রূপে অবস্থিত, তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া ঐ শব্দটি প্রযুক্ত হয়; যে সমস্ত শব্দ রূঢ় অর্থাৎ কোন একটি বিশেষা-র্থেই প্রসিদ্ধ, তাহারা কোনরূপ নিমিত্ত অর্থাৎ যৌগিকার্থে ব্যবহৃত হয় না। ব্রহ্মে সংস্থিতি যখন সকলের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে, তখন যাহাতে যাহাতে ব্রহ্ম-সংস্থিতিরূপ নিমিত্ত বিদ্যমান আছে, 'ব্রহ্মসংস্থ' এই শব্দটি সেই সেই নিমিত্তবান্ লোকেরই বাচক হইবে, অতএব কেবলমাত্র পরিব্রাজক অর্থেই ঐ শব্দটিকে সঙ্কু-চিত করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না এবং হওয়ার কোন কারণও নাই। আর কেবল পারিব্রাজ্যাশ্রমেই যে অমৃতত্ব লাভ হয়, অন্য আশ্রমে হয় না, তাহা নহে, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের কোন সার্থকতাই থাকে না। যদি বল, পারিব্রাজ্যাশ্রমে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, সেই জ্ঞানই অমৃতত্বলাভের উপায়, তাহাও বলিতে পার না, কারণ, অমৃতত্ব-প্রাপ্তিবিষয়ে কোন আশ্রমেরই বিশিষ্ট অধিকার নাই, উহা সকল আশ্রমীর পক্ষেই তুল্য, জ্ঞানের সহিত অনুষ্ঠিত ধর্ম্মই যখন মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়, তখন উহা সমস্ত আশ্রমধর্ম্মের পক্ষেই তুল্য। আর এমন কোন শাস্ত্রবাক্য নাই, যাহা দ্বারা বুঝা

যাইতে পারে যে, ব্রহ্মসংস্থ পরিব্রাজকেরই মোক্ষলাভ হয়, অন্যের হয় না। জ্ঞান হইতেই মুক্তি, সমস্ত উপনিষদেরই ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাঁহারা নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কার্য্যে নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, তিনিই মুক্তি লাভ করেন, কেবল সন্ন্যাসীমাত্র নহেন। এই মতের প্রতিবাদস্বরূপ বলিতেছেন,—না, তাহা হইতে পারে না, যে হেতু, কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত জ্ঞান ও বিদ্যার স্বরূপ জ্ঞান এই উভয় পরস্পর বিরুদ্ধ, দেখ, কর্ত্তা প্রভৃতি কারক, অনুষ্ঠেয়-ক্রিয়া ও তাহার ফল এই তিন প্রকার ভেদবিষয়ক নিমিত্তকে উদ্দেশ করিয়াই "এই কর্ম্ম কর এবং ইহা করিও না" প্রভৃতি কর্ম্মবিধি সকল প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ঐ সমস্ত নিমিত্ত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নহে, যে হেতু, সর্ব্বজীবেই ঐরূপ নিমিত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আরও দেখ, "সৎ অর্থাৎ নিত্য ব্রহ্ম একই ও অদ্বিতীয়" "আত্মাই এই সমস্ত জগৎ" "এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ" ইত্যাদিরূপ শাস্ত্রজন্য বিদ্যাস্বরূপ যে জ্ঞান, তাহা কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ ক্রিয়া, কারক ও তাহার ফলবিষয়ক স্বাভাবিক ভেদবুদ্ধিকে বিনষ্ট না করিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না, যে হেতু, ভেদজ্ঞান ও অভেদজ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ। দেখ, তৈমিরিক অর্থাৎ চক্ষুরোগবিশেষের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি যে একই চন্দ্রকে দুইটি বা তিনটি চন্দ্র বলিয়া মনে করে, সেই তিমিররোগস্বরূপ দোষ যতক্ষণ না নিবৃত্ত হয়, ততক্ষণ তাহার ঐ চন্দ্রটি যে একটিমাত্র পদার্থ, দুইটি বা তিনটি নহে, এ জ্ঞান জন্মিতে পারে না; যে হেতু, একই বিষয়ে বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রতীতিবিরুদ্ধ। ইহাই যখন কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম, তখন যে ভেদবুদ্ধিবশতঃ কর্ম্মবিষয়ক বিধিসমূহ প্রবৃত্ত হইয়াছিল, "সৎ পদার্থ এক ও অদ্বিতীয়" "তিনিই সত্য," "বিকার অর্থাৎ কার্য্যমাত্রই মিথ্যা" ইত্যাদি বাক্যপ্রমাণজন্য একত্বজ্ঞান দ্বারা যাঁহার সেই ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়, তিনি সর্ব্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন, কারণ, প্রবৃত্তির নিমিত্তস্বরূপ ভেদবুদ্ধিই তাঁহার তখন নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। সেই নিবৃত্তকর্ম্মা ব্যক্তিকেই 'ব্রহ্মসংস্থ' বলা যায় এবং তিনিই পরিব্রাজকও বটে, কারণ, যাহাদের ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে তাহা অসম্ভব। উক্ত প্রকার ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অন্য বিষয় দর্শন, শ্রবণ ও মনন করিয়া এবং বিশেষরূপে অবগত হইয়া এইরূপ মনে করে যে, "আমি এই কার্য্য করিয়া এইরূপ ফল প্রাপ্ত হইব" ইত্যাদি। এইরূপ ক্রিয়াশীল সেই ব্যক্তি কখনই ব্রহ্মসংস্থ হইতে পারে না, কারণ, বাক্য দ্বারা আরব্ধ বিকার বা কার্য্যমাত্রই মিথ্যা, এইরূপ জ্ঞান তাহাদের থাকিয়াই যায়। বিবেকী ব্যক্তির যেমন আকাশে তলমলিনতাবুদ্ধি উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ সমস্তই মিথ্যাজ্ঞানে যাহার ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার আর কখন 'ইহাই সত্য' 'ইহা দ্বারা

আমার এইরূপ করা প্রয়োজন' ইত্যাদি প্রমাণ-প্রমেয়রূপবুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপেই তাহাদিগের ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও যদি কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত না হয়, আর একত্ব-জ্ঞানোদয়ের পরও যদি পূর্ব্বের ন্যায় ভেদবুদ্ধির বিনাশ না হয়, তাহা হইলে 'তৎ ত্বমসি' ইত্যাদি একত্ববিধায়ক বাক্যসকল অপ্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, অথচ অভক্ষ্যভক্ষণাদির প্রতিষেধক বাক্যসমূহ যেমন প্রামাণিক, সেইরূপ একত্ববিধায়ক বাক্যসমূহও প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত, কারণ, সমস্ত উপনিষদেরই উহাই তাৎপর্য্য। যদি বল, জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মবিধিসমূহ অপ্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, যতক্ষণ নিদ্রাভঙ্গ না হয়, ততক্ষণই যেমন স্বপ্নাদিতে দৃষ্ট বস্তুর প্রামাণ্য বোধ থাকে, সেইরূপ যাহাদের ভেদ-বুদ্ধি বিনষ্ট হয় নাই, তাহাদিগের পক্ষেই সেই সমস্ত বিষয়ের প্রামাণ্য উপপন্ন হইতে পারে। যদি বল, বিবেকীরা কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেই কর্ম্মবিধির প্রামাণ্য বিনষ্ট হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, তাহাও নহে, কেন না, কাম্যবিধির ত অনুচ্ছেদ বা অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। "কামাত্মতা অর্থাৎ সকাম ভাব প্রশস্ত নহে" এই মনুবচনবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও কাম্যকর্ম্মের বিধিসমূহ যে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, তাহা নহে; যাহারা কামী, তাহারা ঐ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়াই থাকে, এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া কর্ম্মবিধিসমূহও উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, যাহারা ব্রহ্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহাদিগের কর্ত্তৃকই তাহা অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। যদি বল, পরিব্রাজকগণের ভিক্ষাচরণবিষয়ের প্রবৃত্তির ন্যায় যে সমস্ত গৃহীর ব্রহ্মৈকত্ববোধ সঞ্জাত হইয়াছে, সেই সমস্ত গৃহস্থগণেরও অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মের নিবৃত্তি হইবে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হইবে না, কারণ, প্রামাণ্যচিন্তায় অর্থাৎ বাক্যের প্রামাণ্যবিষয়ক বিচারস্থলে পুরুষবিশেষের প্রবৃত্তি কখনই দৃষ্টান্তস্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না। "অভিচার-ক্রিয়া করিবে না" এই শাস্ত্রানুসারে অভিচার নিষিদ্ধ হইলেও কোন ব্যক্তিকে অভিচারক্রিয়া করিতে দেখা গিয়াছে বলিয়া শত্রুতে বিদ্বেষবিহীন বিবেকী ব্যক্তি কখন অভিচারক্রিয়া করেন না। ভেদজ্ঞানই কর্ম্ম-বিষয়ে প্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ, ঐ ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও, পরিব্রাজকের ভিক্ষা-চরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্তিদায়ক বুভুক্ষাদিরূপ নিমিত্ত যেমন থাকিয়া যায়, তেমনই অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানবিষয়ে প্রবৃত্তিজনক কোনরূপ নিমিত্ত যে থাকিয়া যায়, তাহা নহে। যদি বল, গৃহস্থের পক্ষে এই সমস্ত কার্য্যের অকরণে পাপ ভয়ই প্রবর্ত্তক, তাহার উত্তরে—না, তাহাও নহে, কেন না, যাহারা ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন সেই সমস্ত

ব্যক্তিদিগেরই কর্ম্মকরণে অধিকার। আমরা বলিয়াছিও যে, বিদ্যা দ্বারা যাহাদিগের ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হয় নাই, সেই সমস্ত ভেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই কর্ম্মে অধিকারী। যে ব্যক্তি কর্ম্মাধিকারী, সে কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়, কিন্তু যাহার ভেদ-জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, সে কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হয় না, ব্রহ্মচারীর পক্ষে অবশ্য অনুষ্ঠেয় বিশেষ বিশেষ কার্য্যসমূহে যেমন গৃহীর কোন অধিকার নাই এবং তাহা না করায় যেমন তাহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না, ইহাও সেইরূপই জানিবে। আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে, যাহাদের ভেদবুদ্ধি দূর হইয়া একত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, স্ব স্ব আশ্রমবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত এরূপ সকল ব্যক্তিই 'পরিব্রাজক' এই নামে অভিহিত হইতে পারেন, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা পারে না। কারণ, তাহাদের স্বস্বামিত্বরূপ ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' ইত্যাদিরূপ আমিত্ববুদ্ধির নিবৃত্তি হয় নাই। বিশেষতঃ "অনন্তর কর্ম্ম করিবে" এই শ্রুতি অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠানই অন্যান্য আশ্রমীর একমাত্র কর্ত্তব্য। অতএব স্বস্বামিত্ববুদ্ধির অভাব বশতঃ একমাত্র ভিক্ষুকই 'পরিব্রাজক' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, গৃহস্থ প্রভৃতি নহে। যদি বল, একত্বজ্ঞানের প্রতিপাদক শাস্ত্রীয় বিধি দ্বারা একত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যখন বিধির হেতুস্বরূপ ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তখন পরিব্রাজকের পক্ষে আর যম অর্থাৎ অহিংসা, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, চৌর্য্যবৃত্তি না করা, ব্রহ্মচর্য্য, দান গ্রহণ না করা এই পাঁচটি ও নিয়মাদির অর্থাৎ বাহ্যিক ও আন্তরিক শুচিতা, সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্টি, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও ঈশ্বর-চিন্তা অথবা সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ এই পাঁচটির অনুষ্ঠান অযৌক্তিক ; তাহার উত্তরে বলিব, না, এ আপত্তি অসঙ্গত, কারণ, অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসাদি দ্বারা পীড়িত হইলে একত্বজ্ঞানেরও কখন কখন অভাব হইতে পারে, অতএব সে অবস্থাতেও যাহাতে অনুচিত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে, এ জন্য যম-নিয়-মাদির অনুষ্ঠান করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠানও সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বেই সে সমস্ত বিষয় নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। কোন ব্যক্তি রাত্রিকালে কূপমধ্যে বা কণ্টকাকীর্ণ স্থানে পতিত হইলেও সূর্য্যোদয় হইলেও যে তাহাতেই পড়িবে, এরূপ সম্ভব হইতে পারে না ; অতএব কর্ম্মত্যাগী ভিক্ষুকই যে ব্রহ্মসংস্থ অর্থাৎ পরিব্রাজক-পদবাচ্য গৃহস্থাদি নহে, ইহা প্রমাণিত হইল। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, জ্ঞান-বিরহিত সকলের পক্ষেই পুণ্যলোকপ্রাপ্তিরূপ ফল বিহিত, এ কথা সত্য, কিন্তু 'তপঃ' শব্দ দ্বারা যে পরিব্রাজককেও বুঝাইতেছে, এই যে উক্তি, ইহা অসত্য, কারণ, ব্রহ্মনিষ্ঠতা একমাত্র পরিব্রাজকের পক্ষেই সম্ভব, সেই পরিব্রাজকই এ স্থানে

অবশেষিত অর্থাৎ অনুক্ত রহিয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতএব এ স্থানে সেই অনুক্ত পরিব্রাজকেরই গ্রহণ করা হইয়াছে, 'তপঃ' শব্দ দ্বারা নহে। আরও দেখ, যাহাদের ভেদজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় তপস্যাও নিবৃত্ত হইয়া যায়, কারণ, ভেদবুদ্ধি যাহাদের দূরীভূত হয় নাই, তপস্যা তাহাদিগেরই কর্ত্তব্য। এই উক্তি দ্বারা কর্ম্মাবকাশে ব্রহ্মসংস্থতার সামর্থ্য ও নিষেধাভাবও বলা হইল। আর কর্ম্মত্যাগী জ্ঞানীই যখন পরিব্রাজক হইবেন, তখন জ্ঞানের ব্যর্থতাশঙ্কাও দূরীভূত হইল। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, যব, বরাহ প্রভৃতি শব্দ যেরূপ অর্থবিশেষে প্রসিদ্ধ, 'ব্রহ্মসংস্থ' এই শব্দটি পরিব্রাজক অর্থে সেরূপ প্রসিদ্ধ নহে, একমাত্র পরিব্রাজকের পক্ষেই ব্রহ্মসংস্থতা সম্ভব, অন্যের পক্ষে নহে, এই যুক্তিতে সেই পূর্ব্বোক্তিরও খণ্ডন করা হইল। আরও যে বলা হইয়াছে, রূঢ় শব্দের প্রয়োগবিষয়ে কোন নিমিত্তের অপেক্ষা থাকে না, তাহাও সত্য নহে, কারণ, গৃহস্থ, তক্ষা ও পরিব্রাজক প্রভৃতি শব্দসমূহের ঐরূপ অর্থাৎ রূঢ় অর্থেই প্রয়োগ দেখা যায়; অর্থাৎ গৃহে বাস করিলেই যে গৃহস্থ হয়, কি কাষ্ঠের তক্ষণ অর্থাৎ অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিলেই যে তক্ষা হয়, অথবা কেবলমাত্র ভ্রমণ করিলেই যে পরিব্রাজক হয়, তাহা নহে, গৃহস্থাশ্রমীকে গৃহস্থ, সূত্রধরকে তক্ষা ও সন্ন্যাসীকেই পরিব্রাজক বলা যায়, ঐ ঐ অর্থেই ঐ শব্দগুলি রূঢ় বা প্রসিদ্ধ, গৃহে অবস্থান, পারিব্রাজ্য ও তক্ষণাদি নিমিত্তকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ শব্দগুলি প্রযুক্ত হইলেও, উহাদের মধ্যে গৃহস্থ ও পরিব্রাজক এই দুইটি শব্দ আশ্রমবিশেষ ও তক্ষা শব্দটি জাতিবিশেষ বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয় ও সেই সেই অর্থেই প্রসিদ্ধ। এ স্থানেও সেইরূপ 'ব্রহ্মসংস্থ' এই শব্দটি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী, সর্ব্বাশ্রমাতীত পরমহংস নামক একমাত্র পরিব্রাজক অর্থেই প্রযুক্ত হইতে পারে, কারণ, মুখ্য অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভরূপ ফলশ্রুতি রহিয়াছে; অতএব ইহাই একমাত্র বেদোক্ত পারিব্রাজ্য; কেবল যজ্ঞোপবীত, ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি গ্রহণ করিলেই যে পারিব্রাজ্য হয়, তাহা নহে; এ বিষয়ে "মুণ্ডিতমস্তক, কর্ম্ম ও তৎসাধনত্যাগী অনাসক্ত" এই শ্রুতিবাক্য "অত্যাশ্রমী অর্থাৎ সর্ব্বাশ্রমাতীত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত পরম পবিত্র সেই স্থান" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাক্য, "স্তুতি ও নমস্কারবিবর্জ্জিত" অর্থাৎ সন্ন্যাসী ইত্যাদি স্মৃতি এবং "সেই জন্যই পারদর্শী অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী যতিগণ কর্ম্ম করেন না" "সেই জন্যই ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি অলিঙ্গ ও অব্যক্তলিঙ্গ অর্থাৎ কোনরূপ আশ্রমের চিহ্ন ধারণ করেন না ও যাহা কিছু ধারণ করেন, তাহাও সম্পূর্ণরূপে অন্যের অপরিজ্ঞাতভাবে অর্থাৎ যাহাতে কেহ বুঝিতে না পারে, অথবা অভিমানবির্জ্জিত হইয়া ধারণ করেন" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যই প্রমাণ। সাংখ্যবাদিগণ

যে কর্ম্মত্যাগ স্বীকার করেন, তাহাও মিথ্যা, কারণ, তাঁহারা ক্রিয়া, কারক ও ফলবিষয়ে যে ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ তারতম্য, তাহার সত্যতা স্বীকার করেন, এ অবস্থায় কেবলমাত্র জ্ঞানের প্রভাবেই সত্যবস্তুর পরিত্যাগ হইতে পারে না। আর বৌদ্ধগণ যে শূন্যবাদ স্বীকার করায় আত্মা কর্ত্তা নহেন, এইরূপ মতপ্রকাশ করেন, তাহাও অসৎ, কারণ, তাহাতে শূন্যবাদ স্বীকারকর্ত্তারই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। আর অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে আলস্য বশতঃ আত্মার কর্তৃত্বাভাব এই মত পোষণ করেন, তাহাও অসৎ, কারণ, প্রমাণ দ্বারা কর্ত্তা প্রভৃতি কারকবুদ্ধি তাঁহাদের দূরীভূত হয় নাই। অতএব বেদান্তবিষয়ক প্রমাণ দ্বারা যাঁহাদের একত্ব-বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাদেরই কর্ম্মনিবৃত্তিরূপ পারিব্রাজ্য ও ব্রহ্মসংস্থত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই উক্তি দ্বারা ইহাও বুঝাইতেছে যে, গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তিরও যদি একত্বজ্ঞান সম্প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহারও পারিব্রাজ্য সিদ্ধ হয় অর্থাৎ তিনিও "পরিব্রাজক" বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। এ স্থলে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরিব্রাজকও ত অগ্নিপরিত্যাগজনিত দোষে দোষী হইতে পারেন? কারণ, শ্রুতি আছে যে, "যে ব্যক্তি অগ্নিপরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি দেবগণের শক্তিকে বিনষ্ট করে"। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, দৈব-কর্তৃকই ঐ অগ্নি উৎসাদিত হইয়াছে, অর্থাৎ একত্ববুদ্ধি উৎপন্ন হওয়ায় তাহার সেই অগ্নি ত আপনা হইতেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ, শ্রুতি আছে, "অগ্নির অগ্নিত্বই অপগত হইয়া যায়"। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তিও পরিব্রাজক হইলে কোনরূপ দোষভাগী হন না ॥ ১ ॥

প্রজাপতির্লোকানভ্যতপৎ, তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ীবিদ্যা সম্প্রাস্রবৎ, তামভ্যতপৎ, তস্যাঃ অভিতপ্তায়া এতান্যক্ষরাণি সম্প্রাস্রবন্ত, ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—প্রজাপতি স্বর্গাদি লোকত্রয়কে উদ্দেশ করিয়া বিশেষভাবে তপস্যা করিয়াছিলেন। অভিতপ্ত সেই লোকত্রয় হইতে ত্রয়ীবিদ্যা অর্থাৎ বেদবিদ্যা সংপ্রস্রুত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রজাপতি সেই ত্রয়ীবিদ্যারও অভিতাপ অর্থাৎ চিন্তা করিয়াছিলেন, অভিতপ্ত অর্থাৎ চিন্তিত সেই ত্রয়ীবিদ্যা হইতে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিনটি অক্ষর সংপ্রস্রুত অর্থাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—বৎসংস্থোঽমৃতমেতি, তন্নিরূপণার্থমাহ। প্রজাপতির্বিরাট্ কশ্যপো বা লোকানুদ্দিশ্য তেষু সারজিঘৃক্ষয়া অভ্যতপদভিতাপং কৃতবান্, ধ্যানং তপঃ কৃতবানিত্যর্থঃ। তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যঃ সারভূতা ত্রয়ী বিদ্যা সম্প্রাস্রবৎ প্রজাপতের্মনসি

প্রত্যভাদিত্যর্থঃ। তামভ্যতপৎ পূর্ব্ববৎ। তস্যা অভিতপ্তায়া এতান্যক্ষরাণি সম্প্রাস্রবন্ত ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ব্যাহৃতয়ঃ। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যাহাতে সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, তাঁহার তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশে বলিতেছেন—প্রজাপতি অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষ অথবা কশ্যপমুনি স্বর্গাদি লোকত্রয়ের উদ্দেশে অর্থাৎ তাহা হইতে সার পদার্থ গ্রহণেচ্ছু হইয়া অভিতাপ অর্থাৎ ধ্যানরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন। অভিতপ্ত অর্থাৎ ধ্যাত বা চিন্তিত সেই লোকত্রয় হইতে সারস্বরূপ ত্রয়ীবিদ্যা সম্প্রস্রুত অর্থাৎ প্রজাপতির মনোমধ্যে প্রতিভাত হইয়াছিল। প্রজাপতি পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকেও অভিতাপ অর্থাৎ ধ্যান করিয়াছিলেন। অভিতপ্ত তাহা হইতে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিস্বরূপ অক্ষরত্রয় সংপ্রস্রুত অর্থাৎ প্রতিভাত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

তান্যভ্যতপৎ, তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্য ওঙ্কারঃ সম্প্রাস্রবৎ; তদ্‌যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সন্তৃণ্ণানি, এবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সন্তৃণ্ণাঃ, ওঙ্কার এবেদꣳ সর্ব্বমোঙ্কার এবেদꣳ সর্ব্বম্ ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—প্রজাপতি সেই অক্ষরত্রয়কেও অভিতপ্ত করিয়াছিলেন। অভিতপ্ত সেই অক্ষরত্রয় হইতে ওঙ্কার সম্প্রস্রুত অর্থাৎ প্রকটিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—শঙ্কু অর্থাৎ পাতার নাল বা ডাঁটা দ্বারা যেমন পাতার সমস্ত অংশই ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ ওঙ্কার দ্বারাও সমস্ত বাক্যই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই সমস্তই ওঙ্কার এই সমস্তই ওঙ্কার ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তান্যক্ষরাণ্যভ্যতপৎ, তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যঃ সারভূত ওঙ্কারঃ সম্প্রাস্রবৎ, তদ্‌ব্রহ্ম। কীদৃশম্? ইত্যাহ, তদ্‌যথা শঙ্কুনা পর্ণনালেন সর্ব্বাণি পর্ণানি পত্রাবয়বজাতানি সন্তৃণ্ণানি নিবদ্ধানি, ব্যাপ্তানীত্যর্থঃ; এবমোঙ্কারেণ ব্রহ্মণা পরমাত্মনঃ প্রতীকভূতেন সর্ব্বা বাক্ শব্দজাতং সন্তৃণ্ণা, "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। পরমাত্মবিকারশ্চ নামধেয়মাত্রম্, ইত্যত ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বমিতি। দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ। লোকাদিনিষ্পাদনকথনম্ ওঙ্কারস্তুত্যর্থমিতি। ৩।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োবিংশখণ্ডভাষ্যম্। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতি সেই অক্ষরত্রয়ের সারগ্রহণেচ্ছায় অভিতাপ অর্থাৎ ধ্যানরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, অভিতপ্ত সেই অক্ষরত্রয়

হইতে সারস্বরূপ ওঙ্কার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই ওঙ্কারই ব্রহ্ম। সেই ওঙ্কারাত্মক ব্রহ্ম কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন—শঙ্কু অর্থাৎ পাতার নাল অর্থাৎ ডাঁটা বা শিরা-সমূহের দ্বারা যেমন পত্রের সমস্ত অবয়ব নিবদ্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ পরমাত্মার প্রতীক-স্বরূপ ওঙ্কারাত্মক ব্রহ্ম দ্বারাও সমস্ত বাক্য অর্থাৎ শব্দসমূহ সংতৃন্ন অর্থাৎ ব্যাপ্ত আছে। যে হেতু শ্রুতি আছে, "অকারই সমস্ত বাক্যস্বরূপ"। নাম অর্থাৎ শব্দমাত্রই পরমাত্মার বিকার, এ জন্য এই সমস্তই ওঙ্কারস্বরূপ। "ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্" এই বাক্যের যে দুইবার উচ্চারণ করা হইয়াছে, তাহা ঐ বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধার আতিশয্যজ্ঞাপক। এই যে লোক, ত্রয়ীবিদ্যা ইত্যাদির নিষ্পাদন অর্থাৎ প্রাদুর্ভাবাদিবিষয় বর্ণনা করা হইল, তাহা ওঙ্কারের স্তুতি প্রদর্শনের নিমিত্তই জানিবে ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে

চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—যৎ বসূনাং প্রাতঃসবনং, রুদ্রাণাং মাধ্যন্দিনং সবনম্, আদিত্যানাঞ্চ বিশ্বেষাঞ্চ দেবানাং তৃতীয়সবনম্ ॥১॥

অনুবাদ।—ব্রহ্মবাদিগণ বলেন—যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ যে প্রাতঃকালীন স্নান, তাহা বসুদিগের, মধ্যাহ্নকালীন স্নান রুদ্রদিগের ও তৃতীয় সবন অর্থাৎ সায়ংকালীন স্নান আদিত্যগণ ও বিশ্বেদেবগণের অধিকৃত ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সামোপাসনপ্রসঙ্গেন কর্ম্মগুণভূতত্বাৎ নিবর্ত্ত্য ওঙ্কারং পরমাত্মপ্রতীকত্বাৎ অমৃতত্বহেতুত্বেন মহীকৃত্য প্রকৃতস্যৈব যজ্ঞস্যাঙ্গভূতানি সামহোমমন্ত্রোত্থানান্যুপদিদিক্ষন্নাহ—ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি, যৎ প্রাতঃসবনং প্রসিদ্ধং, তৎ বসূনাম্। তৈশ্চ প্রাতঃসবনসম্বন্ধোঽয়ং লোকো বশীকৃতঃ প্রাতঃসবনেশানৈঃ। তথা রুদ্রৈঃ মাধ্যন্দিনসবনেশানৈরন্তরিক্ষ-লোকঃ। আদিত্যৈশ্চ বিশ্বৈর্দ্দেবৈশ্চ তৃতীয়সবনেশানৈস্তৃতীয়ো লোকো বশীকৃতঃ, ইতি যজমানস্য লোকোঽন্যঃ পরিশিষ্টো ন বিদ্যতে। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে সামের উপাসনাপ্রসঙ্গে যে প্রণবোপাসনার বিষয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই প্রণবের কর্ম্মাঙ্গত্ব প্রতিষেধ করিয়া ওঙ্কারই পরমাত্মার প্রতীক, অতএব তাহার উপাসনাই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ বলিয়া ওঙ্কারের অভিনন্দন-পূর্ব্বক প্রস্তাবিত যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ সাম, হোম, মন্ত্র ও উত্থানের উপদেশ দান করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিতেছেন। ভাবার্থ এই যে—পূর্ব্বে যে পঞ্চবিধ ও সপ্তবিধ সামের উপাসনা বলা হইয়াছে, সেই সামগুলি যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ, ঐ যজ্ঞাঙ্গস্বরূপ সামের সহিত প্রণবের উপাসনা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় প্রণবও যজ্ঞের একটি অঙ্গবিশেষ, এই আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক। যে বিষয় যজ্ঞাঙ্গ, তাহার উপাসনায় মোক্ষলাভ হইতে পারে না, এই জন্যই ওঙ্কারের কর্ম্মাঙ্গত্ব নিষেধ করা হইয়াছে এবং এই ওঙ্কারই যে পরমাত্মার প্রতীক অর্থাৎ অংশবিশেষ ও ইহার উপাসনাই যে মুক্তিলাভের উপায়, ইহাও বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়া থাকেন—প্রাতঃসবন অর্থাৎ যজ্ঞবিষয়ে যে প্রাতঃস্নান প্রসিদ্ধ আছে, তাহা বসুগণের অর্থাৎ প্রাতঃসবনের অধিপতি সেই অষ্টবসু-কর্ত্তৃক প্রাতঃসবনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট এই লোক অর্থাৎ পৃথিবী বশীকৃত রহিয়াছে। এইরূপ মধ্যাহ্নকালীন সবনের অধিপতি রুদ্রগণ অর্থাৎ একাদশ রুদ্র-কর্ত্তৃক অন্তরিক্ষ লোক বশীকৃত রহিয়াছে, আর তৃতীয় সবন অর্থাৎ সায়ংকালীন যজ্ঞীয় স্নানের অধিপতি

দ্বাদশ আদিত্য ও বিশ্বেদেবগণ কর্তৃক তৃতীয় অর্থাৎ স্বর্গলোক বশীকৃত রহিয়াছে; অর্থাৎ বসুগণ ভূর্লোক অর্থাৎ পৃথিবীর, রুদ্রগণ ভুবর্লোক বা অন্তরিক্ষের আর আদিত্যগণ ও বিশ্বেদেবগণ স্বর্লোকের অধিপতি, এই সমস্ত স্থান ইঁহাদিগেরই অধিকৃত, সুতরাং যজমানের জন্য আর অন্য কোন লোকই অবশিষ্ট নাই ॥ ১ ॥

ক্ব তর্হি যজমানস্য লোক ইতি ? স যস্তং ন বিদ্যাৎ কথং কুর্য্যাৎ ? অথ বিদ্বান্ কুর্য্যাৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—তাহা হইলে যজমানের লোক অর্থাৎ গন্তব্য স্থান কোথায় ? যে ব্যক্তি যজমানের লোক কোথায়, তাহা নিজে জানে না, সে ব্যক্তি কিরূপে যজ্ঞ করিবে ? পক্ষান্তরে অর্থাৎ তাহা জানিতে পারিলেই যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অতঃ ক্ব তর্হি যজমানস্য লোকঃ ? যদর্থং যজতে, ন কশ্চিল্লোকোঽস্তীত্যভিপ্রায়ঃ, "লোকায় বৈ যজতে, যো যজতে" ইতি শ্রুতেঃ। লোকাভাবে চ স যো যজমানস্তং লোকস্বীকরণোপায়ং সামহোমমন্ত্রোত্থানলক্ষণং ন বিজানীয়াৎ, সোঽজ্ঞঃ কথং কুর্য্যাদযজ্ঞম্ ? ন কথঞ্চন তস্য কর্তৃত্বমুপপদ্যতে ইত্যর্থঃ। সামাদিবিজ্ঞান-স্তুতিপরত্বাদ্বাবিদুষঃ কর্তৃত্বং কর্ম্মমাত্রবিদঃ প্রতিষিধ্যতে। স্তুতয়ে চ সামাদিবিজ্ঞানস্যা-বিদ্বৎকর্তৃত্বপ্রতিষেধায় চেতি হি ভিদ্যেত বাক্যম্। আদ্যে চৌষস্ত্যে কাণ্ডেঽবিদুষোঽপি কর্ম্মাস্তীতি হেতুমবোচাম। অথৈতদ্বক্ষ্যমাণং সামাদ্যুপায়ং বিদ্বান্ কুর্য্যাৎ। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—তিনটি লোকই যদি বসু প্রভৃতির অধিকারে থাকিল, তাহা হইলে যজমানের জন্য কোন্ লোক নির্দ্দিষ্ট থাকিল, যাহার জন্য যজমান যজ্ঞ করিবেন ? অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার জন্য কোন স্থানই নাই। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, "যে ব্যক্তি যজ্ঞ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট লোকপ্রাপ্তির নিমিত্তই যজ্ঞ করেন"। যদি যজমানের জন্য কোন লোকই না থাকে, তাহা হইলে সেই যজমান লোকলাভের উপায়স্বরূপ সাম, হোম, মন্ত্র ও উত্থান প্রভৃতি বিষয় জানিবার চেষ্টা করেন না, অতএব সেই সামাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন ? এরূপ অবস্থায় তাঁহার যজ্ঞকর্তৃত্ব কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। সামাদিবিষয়ে অভিজ্ঞতার প্রশংসার নিমিত্তই এই বিষয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কেবল কর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞ অথচ সামাদিবিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যজ্ঞানুষ্ঠান নিষেধের উদ্দেশে ঐ সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হয় নাই; কারণ, সামাদি-বিষয়ে অভিজ্ঞতার স্তুতি এবং অবিদ্বানের কর্তৃত্বনিষেধ এই দ্বিবিধ অর্থে ঐ বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে, এরূপ মনে করিলে নিশ্চয়ই বাক্যভেদ অর্থাৎ একটি বাক্যকে

দুইটি বাক্যে পরিণত করা রূপ দোষ উপস্থিত হয়। বাক্যভেদ যে দোষাবহ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অবিদ্বানেরও যে কর্ম্ম করিবার অধিকার আছে, পূর্ব্বে ঔষস্ত্যকাণ্ডে তাহার হেতু বলা হইয়াছে। অতএব পরে যে সামাদি বিজ্ঞানের উপায় বলা হইবে, তাহা জানিয়া যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ২ ॥

পুরা প্রাতরনুবাকস্যোপাকরণাজ্জঘনেন গার্হপত্যস্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য স বাসবꣳ সামাভিগায়তি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সেই যজমান প্রাতরনুবাক অর্থাৎ প্রাতঃকালে পাঠ্য শস্ত্র পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গার্হপত্য অগ্নির পশ্চাদ্দেশে উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক বাসব অর্থাৎ বসুদেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সাম গান করিবে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিন্তদ্বেদ্যম্? ইত্যাহ। পুরা পূর্ব্বং প্রাতরনুবাকস্য শস্ত্রস্য প্রারম্ভাজ্জঘনেন গার্হপত্যস্য পশ্চাদুদঙ্মুখঃ সন্ উপবিশ্য স বাসবং বসুদৈবত্যং সামাভিগায়তি। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বশ্রুতিতে সামাদি উপায় অবগত হওয়ার বিষয় বলিয়াছেন, সেই উপায় কি, তাহাই বলিতেছেন—সেই যজমান প্রাতরনুবাক অর্থাৎ প্রাতঃকালে পাঠ্য 'শস্ত্র' নামক স্তোত্র পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে (যে সমস্ত ঋক্ মন্ত্র পঠিত হয় না, তাহাকে 'শস্ত্র' বলে। আর যাহা প্রাতঃকালে পঠিত হয়, তাহার নাম 'প্রাতরনুবাক') গার্হপত্য অগ্নির জঘন অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশে উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক বাসব অর্থাৎ বাসুদৈবতক বা বসুদেবতাগণ-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সামকে যথাযথভাবে গান করিবেন ॥ ৩ ॥

লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ র্ণূ ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ꣳ রা ৩৩৩৩ হুম্ ৩ আ ৩৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—কি সামগান করিবে, তাহাই বলিতেছেন—হে অগ্নিদেব! তুমি লোক অর্থাৎ পৃথিবীর দ্বার অপাবৃত অর্থাৎ উদ্‌ঘাটিত কর। আমরা রাজ্যলাভের নিমিত্ত তোমাকে যেন দর্শন করিতে পাই ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—লোকদ্বারস্য পৃথিবীলোকস্য প্রাপ্তয়ে দ্বারমপাবৃণু, হে অগ্নে! তেন দ্বারেণ পশ্যেম ত্বা ত্বাং রাজ্যায়েতি। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কি সাম গান করিবে, তাহাই বলিতেছেন—লোকদ্বার অর্থাৎ পৃথিবীলোকপ্রাপ্তির উপায়কে অপাবৃত অর্থাৎ উদ্‌ঘাটিত

বা নির্ব্বিঘ্ন কর। হে অগ্নিদেব! আমরা সেই দ্বার বা উপায় দ্বারা রাজ্য-লাভের নিমিত্ত যেন তোমাকে দর্শন করিতে পারি ॥ ৪ ॥

অথ জুহোতি, নমোঽগ্নয়ে পৃথিবীক্ষিতে লোকক্ষিতে, লোকং মে যজমানায় বিন্দ। এষ বৈ যজমানস্য লোক এতাঽস্মি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—সম্প্রতি হোমের মন্ত্র বলিতেছেন—অনন্তর যজমান এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিবেন। 'পৃথিবীতে অবস্থিত, লোকে অবস্থিত অর্থাৎ পৃথিবীলোকে অবস্থিত হে অগ্নিদেব! তোমাকে আমি নমস্কার করি। যাগকারী আমার উদ্দেশে উপযুক্ত লোক লাভ কর, অর্থাৎ আমার উপযুক্ত লোকে তুমি গমন কর, এই আমিই যজমানের গন্তব্য লোকে গমন করিতেছি' ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথানন্তরং জুহোত্যনেন মন্ত্রেণ, 'নমোঽগ্নয়ে প্রহ্বীভূতাস্তুভ্যং বয়ং পৃথিবীক্ষিতে পৃথিবীনিবাসায় লোকক্ষিতে লোকনিবাসায় পৃথিবীলোকনিবাসায়েত্যর্থঃ। লোকং মে মহ্যং যজমানায় বিন্দ লভস্ব। এষ বৈ মম যজমানস্য লোক এতা গন্তাঽস্মি' ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর পরবর্ত্তী এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে। 'পৃথিবীক্ষিৎ অর্থাৎ পৃথিবীনিবাসী লোকক্ষিৎ লোকনিবাসী অর্থাৎ পৃথিবীলোকে অবস্থিত অগ্নিকে আমি বিনম্রভাবে প্রণাম করিতেছি অর্থাৎ হে অগ্নিদেব! আমরা তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছি। যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত আমার জন্য তুমি উপযুক্ত লোক প্রাপ্ত হও অর্থাৎ আমার উপযুক্ত স্থান তুমি স্থির কর, এই আমিই যজমানের গন্তব্য লোকে গমন করিতেছি' ॥ ৫ ॥

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহা, অপজহি পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি, তস্মৈ বসবঃ প্রাতঃসবনꣳ সম্প্রযচ্ছন্তি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—'যজমান আমি আয়ুর শেষে অর্থাৎ মৃত্যুর পর এই লোকে যাইতেছি' এই কথা বলিয়া 'স্বাহা' মন্ত্রে হোম করিবে। 'পরিঘ অর্থাৎ আমার গন্তব্য লোকের দ্বারের অর্গল উদ্‌ঘাটিত কর', এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উত্থিত হইবে। বসুগণ সেই যজমানকে প্রাতঃসবন অর্থাৎ প্রাতঃসবনসংস্পৃষ্ট লোক অর্থাৎ পৃথিবীলোক প্রদান করেন ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অত্রাস্মিন্ লোকে যজমানোঽহমায়ুষঃ পরস্তাদূর্দ্ধং মৃতঃ সন্নিত্যর্থঃ। স্বাহেতি জুহোতি। অপজহি অপনয় পরিঘং লোকদ্বারার্গলমিত্যেতং

মন্ত্রমুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি। এবমেতৈর্ব্বসুভ্যঃ প্রাতঃসবনসম্বন্ধো লোকো নিষ্ক্রীতঃ স্যাৎ। ততস্তে প্রাতঃসবনং বসবো যজমানায় সম্প্রযচ্ছন্তি। ৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"যজ্ঞে প্রবৃত্ত আমি আয়ুঃশেষে অর্থাৎ মৃত্যুর পর এই লোকে যাইতেছি" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া 'স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে। "পরিঘ অর্থাৎ আমার গন্তব্য লোকের দ্বারের অর্গল অপসারিত কর" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উত্থিত হইবে। এইরূপে এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা বসুদিগের নিকট হইতে প্রাতঃসবনসম্বন্ধী লোক অর্থাৎ পৃথিবীলোক ক্রয় করা হয়। অনন্তর সেই বসুগণ যজমানকে প্রাতঃসবন অর্থাৎ তৎসংসৃষ্ট লোক বা পৃথিবীলোক প্রদান করেন॥ ৬॥

পুরা মাধ্যন্দিনস্য সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনেনাগ্নীধ্রীয়স্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য স রৌদ্রꣳ সামাভিগায়তি॥ ৭॥

অনুবাদ।—সেই যজমান মধ্যাহ্নকালীন সবন অর্থাৎ যজ্ঞারম্ভ[illegible]ন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আগ্নীধ্রীয় অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নির পশ্চাদ্দেশে উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক রৌদ্র অর্থাৎ রুদ্রাধিষ্ঠিত সাম গান করিবেন॥ ৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা আগ্নীধ্রীয়স্য দক্ষিণাগ্নেঃ জঘনেন উদঙ্মুখ উপবিশ্য স রৌদ্রং সাম অভিগায়তি যজমানো রুদ্রদৈবত্যং বৈরাজ্যায়। ৭।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যেমন পৃথিবীলোক জয়ের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ অন্তরিক্ষলোক জয়ের উপায় দেখাইতেছেন। তথা অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় যজমান আগ্নীধ্রীয় অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নির পশ্চাদ্ভাগে উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক বৈরাজ্য অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষের অধিকার লাভের জন্য রৌদ্র অর্থাৎ রুদ্রদৈবতক বা রুদ্রাধিষ্ঠিত সাম গান করিবেন॥ ৭॥

* লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ র্ণূ ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং বৈরা ৩৩৩৩ হুম্ ৩ আ ৩৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ ৩২১১১ ইতি॥ ৮॥

অনুবাদ।—'হে অগ্নিদেব! লোকদ্বার অর্থাৎ আমাদের গন্তব্য লোকের দ্বার তুমি উদ্‌ঘাটিত কর। আমরা সেই দ্বার বা উপায় দ্বারা রাজ্যলাভের জন্য যেন তোমাকে দর্শন করিতে পারি।' (এই ঋকের অর্থ ৪র্থ ঋকে কথিত হইয়াছে)॥ ৮॥

* ইহার ভাষ্য ৪র্থ ঋকেরই অনুরূপ বলিয়া পৃথক্ ভাষ্য নাই।

অথ জুহোতি, নমো বায়বেঽন্তরিক্ষক্ষিতে লোকক্ষিতে, লোকং মে যজমানায় বিন্দ। এষ বৈ যজমানস্য লোক এতাঽস্মি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর যজমান পরবর্তী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিবেন। 'অন্তরিক্ষনিবাসী ও লোকনিবাসী অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিত বায়ুদেবতাকে নমস্কার করি। যাগকারী আমার নিমিত্ত তুমি উপযুক্ত লোক অর্থাৎ মাধ্যন্দিন-সবনসম্বন্ধী অন্তরিক্ষলোক লাভ কর অর্থাৎ তুমি গিয়া আমার উপযুক্ত লোক স্থির কর। এই আমি যজমানের উপযুক্ত লোকে গমন করিতেছি' ॥ ৯ ॥

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহা, অপজহি পরিঘম্ ইত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি। তস্মৈ রুদ্রা মাধ্যন্দিনং সবনং সম্প্রযচ্ছন্তি ॥১০॥

অনুবাদ।—"যাগে প্রবৃত্ত আমি আয়ুঃশেষে অর্থাৎ মৃত্যুর পর আমার উপযুক্ত লোকে গমন করিতেছি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "স্বাহা" বলিয়া আহুতি দিবেন। "হে বায়ুদেব! তুমি আমার গন্তব্য লোকের দ্বারের অর্গল উন্মোচন কর" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যজমান উত্থিত হইবেন। অন্তরিক্ষাধিপতি রুদ্রগণ সেই যজমানকে মাধ্যন্দিন-সবনসম্বন্ধী অন্তরিক্ষলোক প্রদান করেন ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অন্তরিক্ষক্ষিতে ইত্যাদি সমানম্। ৯-১০।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই ঋক্ দুইটির ভাষ্যানুবাদ পঞ্চম ও ষষ্ঠ ঋকের সমান ॥ ৯-১০ ॥

পুরা তৃতীয়সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনেনাহবনীয়স্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য স আদিত্যং স বৈশ্বদেবং সামাভিগায়তি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—যজমান তৃতীয় অর্থাৎ সায়ংকালীন সবন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আহবনীয় অগ্নির পশ্চাদ্দেশে উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক আদিত্য-দৈবতক অর্থাৎ আদিত্যাধিষ্ঠিত আদিত্য ও বৈশ্বদেব নামক সাম গান করিবেন ॥১১॥

লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ র্ণু, ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং স্বারা ৩৩৩৩৩ হুম্ ৩ আ ৩৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—হে আদিত্যগণ! ও বিশ্বেদেবগণ! তোমরা আমাদের গন্তব্য লোকের দ্বার উদ্ঘাটন কর। আমরা স্বারাজ্যলাভের নিমিত্ত যেন তোমাদিগকে দর্শন করিতে পারি ॥ ১২ ॥

আদিত্যমথ বৈশ্বদেবং লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ র্ণু, ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং সাম্রা ৩৩৩৩৩ হুম্ ৩ আ ৩৩ জ্যো৩ য়ো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—'হে আদিত্যগণ! ও বিশ্বেদেবগণ! তোমরা আমাদের গন্তব্য লোকের দ্বার উদ্‌ঘাটন কর অর্থাৎ নির্বিঘ্নে গমনের উপায় কর। আমরা সেই দ্বার বা উপায় দ্বারা সাম্রাজ্য-লাভের নিমিত্ত যেন তোমাদিগকে দর্শন করিতে পারি', এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আদিত্যদৈবতক "আদিত্য" ও "বৈশ্বদেব" নামক দুইটি সাম ক্রমে গান করিবেন ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা আহবনীয়স্তোদঙ্মুখ উপবিশ্য স আদিত্যদৈবত্যমাদিত্যং বৈশ্বদেবঞ্চ সামাভিগায়তি ক্রমেণ স্বারাজ্যায় সাম্রাজ্যায়। ১১-১৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রুতিতে যেরূপ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষলোক জয়ের উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ স্বর্গলোকজয়েরও উপায় বিবৃত হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় আহবনীয় অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক যজমান স্বারাজ্য অর্থাৎ সাম্রাজ্য লাভের জন্য ক্রমশঃ আদিত্যদৈবতক 'আদিত্য' ও 'বৈশ্বদেব' নামক সামগান করিবেন ॥ ১১-১৩ ॥

অথ জুহোতি, নম আদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ দেবেভ্যো দিবিক্ষিদ্ভ্যো লোকক্ষিদ্ভ্যঃ, লোকং মে যজমানায় বিন্দত, এষ বৈ যজমানস্য লোক এতাঽস্মি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর যজমান পরবর্ত্তী মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবেন। 'দ্যুলোকে অবস্থিত লোকে অবস্থিত অর্থাৎ স্বর্গলোকে অবস্থিত আদিত্যগণ ও বিশ্বেদেবগণকে নমস্কার করি। যজ্ঞে প্রবৃত্ত আমার নিমিত্ত তোমরা উপযুক্ত লোক লাভ কর অর্থাৎ আমার উপযুক্ত স্থান স্থির কর। যাগকারী আমি আমার উপযুক্ত লোকে যাইতেছি' ॥ ১৪ ॥

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহা, অপহত পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—"যজমান অর্থাৎ যাগকারী আমি আয়ুষ্কাল শেষ হইবার পর এই লোকে অর্থাৎ আমার গন্তব্য লোকে যাইতেছি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "স্বাহা" বলিয়া যজমান হোম করিবেন। "আমার গন্তব্য লোকের দ্বারের অর্গল

অপসারিত কর" অর্থাৎ আমার যাইবার বিঘ্ন দূর কর, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজমান উত্থিত হইবেন ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—দিবিক্ষিত্ত্য ইত্যেবমাদিসমানমন্যৎ। বিন্দত অপহতেতি বহুবচনমাত্রং বিশেষঃ। যাজমানং তু এতৎ; এতাহস্মাত্র যজমান ইত্যাদি লিঙ্গাৎ॥১৪-১৫॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"দিবিক্ষিত্ত্যঃ" অর্থাৎ দ্যুলোকনিবাসী ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে 'বিন্দ' 'অপজহি' এই এক বচনের ক্রিয়া আছে, এ স্থানে 'বিন্দত' 'অপহত' এই দুইটি বহুবচনের ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই মাত্র পার্থক্য। "যজমান আমি যাইতেছি" এইরূপ উক্তি থাকায় বুঝিতে হইবে যে, এই কয়েকটি মন্ত্র যজমানেরই পাঠ্য, ঋত্বিক্‌গণের নহে ॥ ১৪-১৫ ॥

তস্মা আদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবাস্তৃতীয়ং সবনꣳ সম্প্রযচ্ছন্তি, এষ হ বৈ যজ্ঞস্য মাত্রাং বেদ, য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১৬ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ।

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ।—আদিত্যগণ ও বিশ্বেদেবগণ সেই যজমানের উদ্দেশে অর্থাৎ যজমানকে তৃতীয় সবন অর্থাৎ সায়ংকালীন স্নান দ্বারা প্রাপ্তব্য লোক প্রদান করেন। যিনি এই সমস্ত বিষয় এইরূপভাবে জানেন, তিনিই যথার্থরূপে যজ্ঞের মাত্রা অর্থাৎ স্বরূপ বা নিগূঢ় তত্ত্ব জানেন ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—এষ হ বৈ যজমান এবংবিৎ যথোক্তস্য সামাদের্ব্বিদ্বান্ যজ্ঞস্য মাত্রাং যজ্ঞযাথাত্ম্যং বেদ যথোক্তম্। য এবং বেদ য এবং বেদেতি দ্বিরুক্তি-রধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা॥ ১৬॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য চতুর্ব্বিংশখণ্ডভাষ্যম্।

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদ-কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্বিবরণে দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ॥ ২॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই বিষয়ে অভিজ্ঞ অর্থাৎ যথোক্ত সাম, মন্ত্র, হোম ও উত্থানবিষয়ে অভিজ্ঞ এই যজমানই যজ্ঞের মাত্রা অর্থাৎ যথোক্ত স্বরূপ তত্ত্ব বা নিগূঢ়ার্থ জানেন। "য এবং বেদ" বাক্যটির দ্বিরুক্তি অধ্যায়-সমাপ্তির সূচনা করিতেছে ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়প্রপাঠক সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু, তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীন-বংশঃ, অন্তরিক্ষমপূপঃ, মরীচয়ঃ পুত্রাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যজ্ঞাঙ্গসংসৃষ্ট উপাসনা নিরূপণের পর সম্প্রতি যজ্ঞের ফলস্বরূপ আদিত্যের উপাসনা বিষয়ে বর্ণনা করিতেছেন। আকাশে পরিদৃশ্যমান ঐ সূর্য্যদেবই দেবতাদিগের মধু, অর্থাৎ মধু যেমন আনন্দদায়ক, সূর্য্যও সেইরূপ বসু প্রভৃতি দেবতাদিগের আনন্দদায়ক। দ্যুলোকই সেই আদিত্যমধুর বক্রীভূত বংশখণ্ডস্বরূপ। অন্তরিক্ষই অপূপ অর্থাৎ মধুচক্র বা মৌমাছির চাকস্বরূপ, আর মরীচি অর্থাৎ সূর্য্যের কিরণসমূহ পুত্র অর্থাৎ মৌমাছিসমূহের পুত্রস্বরূপ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—আভাসঃ,—"অসৌ বা আদিত্যঃ" ইত্যাদ্যধ্যায়ারম্ভে সম্বন্ধঃ, অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে উক্তং, "যজ্ঞস্য মাত্রাং বেদ" ইতি, যজ্ঞবিষয়াণি চ সাম-হোম-মন্ত্রোত্থানানি বিশিষ্টফলপ্রাপ্তয়ে যজ্ঞাঙ্গভূতানি উপদিষ্টানি। সর্ব্বযজ্ঞানাঞ্চ কার্য্য-নির্বৃত্তিরূপঃ সবিতা মহত্যা শ্রিয়া দীপ্যতে; স এব সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলভূতঃ প্রত্যক্ষং সর্ব্বৈরুপজীব্যতে; অতো যজ্ঞস্য ব্যপদেশানন্তরং তৎকার্য্যভূতসবিতৃবিষয়মুপাসনং সর্ব্বপুরুষার্থেভ্যঃ শ্রেষ্ঠতমং ফলং বিধাস্যামীত্যেবমারভতে শ্রুতিঃ, অসৌ বা আদিত্যো দেবমধ্বিত্যাদি। দেবানাং মোদনাৎ মধ্বিব মধু অসাবাদিত্যঃ। বস্বাদীনাঞ্চ মোদনহেতুত্বং বক্ষ্যতি সর্ব্বযজ্ঞফলরূপত্বাদাদিত্যস্য। কথং মধুত্বম্? ইত্যাহ, তস্য মধুনো দ্যৌরেব ভ্রামরস্যেব মধুনস্তিরশ্চীনবংশঃ তিরশ্চীনশ্চাসৌ বংশশ্চেতি তিরশ্চীনবংশঃ। তির্য্যগ্‌-গতেব হি দ্যৌর্লক্ষ্যতে। অন্তরীক্ষঞ্চ মধ্বপূপো। দ্যুবংশে লগ্নঃ সন্ লম্বতে ইব, অতো মধ্বপূপসামান্যাদন্তরীক্ষং মধ্বপূপঃ, মধুনঃ সবিতুরাশ্রয়ত্বাৎ। মরীচয়ো রশ্ময়ঃ, রশ্মিস্থা আপো ভৌমাঃ সবিত্রাকৃষ্টাঃ; "এতা বা আপঃ স্বরাজো যন্মরীচয়ঃ" ইতি হি বিজ্ঞায়ন্তে। তা অন্তরীক্ষমধ্বপূপস্থরশ্ম্যন্তর্গতত্বাৎ ভ্রমরবীজভূতাঃ পুত্রা ইব হি তা লক্ষ্যন্তে ইতি পুত্রা ইব পুত্রাঃ মধ্বপূপনাড্যন্তর্গতা হি ভ্রমরপুত্রাঃ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্ব প্রপাঠকের সহিত এই প্রপাঠকের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেছেন—দ্বিতীয় প্রপাঠকের শেষে বলা হইয়াছে, "যে ব্যক্তি যজ্ঞের মাত্রাকে জানেন", আর বিশেষ ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ যজ্ঞবিষয়ক সাম, হোম, মন্ত্র ও উত্থানও উপদেশ করা হইয়াছে। সমস্ত যজ্ঞের ফলস্বরূপ সূর্য্যদেব অতিশয় উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পাইতেছেন, সমস্ত প্রাণীদিগের কর্ম্মফলস্বরূপ

সেই এই সূর্য্যদেবকে সকলেই প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করিয়া থাকে; অতএব যজ্ঞাঙ্গবিষয়ক উপাসনার উপদেশের পর সমস্ত পুরুষার্থ হইতে অত্যুৎকৃষ্ট ফলপ্রদ সেই যজ্ঞেরই ফলস্বরূপ সূর্য্যদেবের উপাসনা বিধান করিব, এইরূপ মনন করিয়া শ্রুতি 'এই আদিত্যই' ইত্যাদি আরম্ভ করিতেছেন। মধু যেরূপ সকলের আনন্দপ্রদ, এই আদিত্যও বসু প্রভৃতি দেবগণের সেইরূপ আনন্দপ্রদ বলিয়া মধুস্বরূপ। সর্ব্বযজ্ঞের ফলস্বরূপ বলিয়া আদিত্য যে বসুপ্রভৃতি দেবগণের আনন্দের হেতু, তাহা পরেও বলিবেন। আদিত্যের সহিত মধুর সামঞ্জস্য কিরূপে হয়, তাহাই বলিতেছেন—ভ্রমর অথবা মধুমক্ষিকাসম্বন্ধী মধুর ন্যায় দ্যুলোকই আদিত্যমধুর তিরশ্চীনবংশ অর্থাৎ বক্র-বংশখণ্ডস্বরূপ। ভাবার্থ এই যে—ভ্রমর বা মধুমক্ষিকা যেমন একখণ্ড বক্রবংশে চাক বাঁধে, বক্রীভূত দ্যুলোকও সেইরূপ আদিত্যমধুর আশ্রয়স্বরূপ বংশখণ্ড, কেন না, পৃথিবী হইতে দ্যুলোককে ধনুর ন্যায় বক্রাকার বলিয়াই মনে হয়। অন্তরিক্ষ মধুর অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক বা মধুচক্র (মৌমাছির চাক); ঐ মধু[illegible] দ্যুলোকরূপ বক্রবংশখণ্ডে লগ্ন হইয়া যেন লম্বমান আছে অর্থাৎ ঝুলিতেছে। অতএব মধ্বপূপ বা মধুচক্রের সহিত সামঞ্জস্য থাকায় আর মধুস্বরূপ আদিত্যেরও আশ্রয়স্থান বলিয়া অন্তরিক্ষই মধুপিষ্টক বা মধুচক্র। মরীচি অর্থে রশ্মি বা সূর্য্যের কিরণ, অর্থাৎ সূর্য্য-কর্তৃক আকৃষ্ট রশ্মিগত পার্থিব জলসমূহ, কারণ, "স্বরাজ অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশমান এই যে কিরণসমূহ ইহারা নিশ্চয়ই জলস্বরূপ" এই শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যাইতেছে। আর অন্তরিক্ষরূপ মধুচক্রে অবস্থিত রশ্মিসমূহের অন্তর্গত বলিয়া সেই জলসমূহই ভ্রমরের বীজস্বরূপ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ভ্রমরের উৎপত্তির কারণস্বরূপ পুত্রের ন্যায় লক্ষিত হয় বলিয়া পুত্রসদৃশ, যে হেতু, ভ্রমরের পুত্রসমূহও মধুচক্রের নাড়ী অর্থাৎ ছিদ্রসমূহের মধ্যে অবস্থান করে ॥ ১ ॥

তস্য যে প্রাঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রাচ্যো মধুনাড্যঃ। ঋচ এব মধুকৃতঃ, ঋগ্‌বেদ এব পুষ্পং, তা অমৃতা আপঃ, তা বা এতা ঋচঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—তাহার অর্থাৎ আদিত্যমধুর যে পূর্ব্বদিক্‌স্থিত রশ্মিসমূহ, তাহারাই এই আদিত্যমধুর পূর্ব্বদিক্‌স্থিত মধুনাড়ীসমূহ, অর্থাৎ মধুর আশ্রয় ছিদ্রসমূহ। ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্রসমূহই মধুকর, ঋগ্‌বেদই পুষ্প অর্থাৎ মধুসংগ্রহের স্থান। আর যজ্ঞাগ্নিতে যে সমস্ত সোম ঘৃত প্রভৃতি আহুতি দেওয়া হয়, তাহারাই অমৃততুল্য সুস্বাদু জলরূপে পরিণত হয়, যে হেতু, এই ঋক্‌সমূহ ঐ অমৃত অর্থাৎ ঋক্‌সমূহ ঐ অমৃত আহরণ করে বলিয়া মধুকরসদৃশ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্য সবিতুর্মধ্বাশ্রয়স্য মধুনো যে প্রাঞ্চঃ প্রাচ্যাং দিশি গতা রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রাঞ্চঃ প্রাগঞ্চনান্মধুনো নাড্যো মধুনাড্য ইব মধ্বাধারচ্ছিদ্রাণী-ত্যর্থঃ। তত্র ঋচ এব মধুকৃতো লোহিতরূপং সবিত্রাশ্রয়ং মধু কুর্ব্বন্তীতি মধুকৃতো ভ্রমরাঃ, যতো রসানাদায় মধু কুর্ব্বন্তি, তৎ পুষ্পমিব পুষ্পমৃগ্বেদ এব। তত্র ঋগ্ব্রাহ্মণ-সমুদায়স্য ঋগ্বেদাখ্যত্বাৎ শব্দমাত্রাচ্চ ভোগ্যরূপরসনিস্রাবাসম্ভবাৎ ঋগ্বেদশব্দেনাত্র ঋগ্বেদবিহিতং কর্ম্ম; ততো হি কর্ম্মফলভূতমধুরসনিস্রাবসম্ভবাৎ। মধুকরৈরিব পুষ্পস্থানীয়াদৃগ্বেদবিহিতাৎ কর্ম্মণ অপ আদায় ঋগ্ভির্ম্মধু নির্ব্বর্ত্ত্যতে। কাস্তা আপঃ? ইত্যাহ, তাঃ কর্ম্মণি প্রযুক্তাঃ সোমাজ্যপয়োরূপাঃ অগ্নৌ প্রক্ষিপ্তাস্তৎপাকাভিনির্বৃত্তাঃ অমৃতার্থত্বাদত্যন্তরসবত্যঃ আপো ভবন্তি। তদ্রসানাদায় তা বা এতা ঋচঃ পুষ্পেভ্যো রসমাদদানা ইব ভ্রমরা ঋচঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—মধুর আশ্রয়স্বরূপ সেই আদিত্যরূপ মধুর যে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত রশ্মিসমূহ, তাহারাই এই মধ্বাশ্রয়ের প্রাঞ্চঃ অর্থাৎ প্রথমেই আগমন করে অর্থাৎ দৃষ্ট হয় বলিয়া পূর্ব্বদিকে অবস্থিত মধুর নাড়ী-সমূহের ন্যায় অর্থাৎ মধুর আধার ছিদ্রসমূহস্বরূপ অর্থাৎ মধুচক্রের মধ্যে যে ছিদ্রসমূহ দেখা যায়, ঐ রশ্মিসমূহ সেই ছিদ্রস্বরূপ। আর তাহাতে অবস্থিত ঋক্ বা মন্ত্রসমূহই মধুকর অর্থাৎ ভ্রমর। ভাব এই যে—সূর্য্যাশ্রিত যে রক্তবর্ণ, সেই রক্তবর্ণরূপ মধু করে বলিয়া ঋক্‌সমূহই মধুকর বা ভ্রমরসদৃশ। ঋগ্বেদই পুষ্প, অর্থাৎ মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে রস সংগ্রহ করিয়া মধু সঞ্চয় করে, ঋগ্বেদরূপ পুষ্প হইতে সেই মধু সংগৃহীত হয় বলিয়া ঋগ্বেদই পুষ্পসদৃশ। এস্থানে বক্তব্য এই যে, ঋগ্বেদশব্দে ঋক্‌সংহিতা অর্থাৎ মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণ, ইহাদিগকেই বুঝায়, তাহার মধ্যে কেবল শব্দময় ঋগ্বেদ হইতে ভোগ্যরূপ রস নিঃসৃত হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া এস্থানে ঋগ্বেদশব্দে ঋগ্বেদবিহিত কর্ম্ম বুঝিতে হইবে, তাহা হইতে কর্ম্মফলস্বরূপ মধুরস নিঃসৃত হওয়া সম্ভব হইতে পারে। মধুকরতুল্য ঋক্‌সমূহ পুষ্পস্বরূপ ঋগ্বেদবিহিত কর্ম্ম হইতে অপ্ অর্থাৎ সোমাদি রস সংগ্রহ করিয়া মধু সম্পাদন করে। সেই জলসমূহ কাহারা? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—যজ্ঞকার্য্যে আহুতিরূপে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ও অগ্নি দ্বারা পক্ব হইয়া রূপান্তরপ্রাপ্ত সোম, ঘৃত ও জলসমূহ। অমৃতত্ব সম্পাদনের উদ্দেশেই উহারা প্রক্ষিপ্ত হয় বলিয়া অত্যন্ত সুরস জলরূপে পরিণত হয়। পুষ্পসমূহ হইতে রসসংগ্রহকারী ভ্রমরের ন্যায় সেই এই ঋক্‌সমূহও সেই রসসমূহকে সংগ্রহ করে বলিয়া ভ্রমরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, মধুচক্রস্বরূপ আদিত্যের যে পূর্ব্বদিক্‌স্থিত রশ্মিসমূহ, তাহারাই পূর্ব্বদিক্‌স্থিত

মধুনাড়ী অর্থাৎ মধ্বাধারের ছিদ্র, ঐ সমস্ত ছিদ্রযোগে মধু নিঃসরণ হয়। ঋক্, অর্থাৎ বেদকথিত মন্ত্র সকল ভ্রমর, উহারাই লোহিতরূপ সবিতৃগত মধু সংগ্রহ করে। ঋগ্বেদ তাহাদিগের পুষ্পস্থানীয়। উক্তরূপ ভ্রমরবৃন্দ সেই ঋগ্বেদ অর্থাৎ ঋগ্বেদ-কথিত কর্ম্মরূপ পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে। ঐ ঋগ্বেদকথিত কর্ম্ম হইতে কর্ম্ম-ফলরূপ রসস্রাব হয়। যেরূপ মধুকরবৃন্দ পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করে, তদ্রূপ ঋক্ সকল ঋগ্বেদকথিত কর্ম্ম হইতে কর্ম্মফলরূপ রস সঞ্চয় করে। বেদকথিত যাগাদিতে যে সোমলতাদি নিক্ষেপ করা যায়, তাহাই অগ্নিপাকযোগে সম্পন্ন হইয়া সলিলরূপে পরিণত হয়, ঐ সলিল অমৃতের ন্যায় অত্যন্ত সুস্বাদু, এ জন্য অমৃত বলিয়া কথিত হয়। ঐ রস গ্রহণ করে বলিয়াই ঋক্ সকল ঋগ্বেদকথিত কর্ম্ম হইতে রসরূপ ফল গ্রহণ করে, এ জন্য ঋগ্বেদকথিত কর্ম্ম পুষ্প বলিয়া শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে। ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্র সকলই কর্ম্মফলের সম্পাদক, এ জন্য কর্ম্মেতে মন্ত্র প্রযুক্ত হয়॥ ২ ॥

এতমৃগ্বেদমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্য-মন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—ঐ মন্ত্রসমূহ এই ঋগ্‌বেদকে সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত করিয়াছিল, সন্তপ্ত সেই ঋগ্‌বেদ হইতে যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও ভক্ষণীয় অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এতমৃগ্‌বেদম্ ঋগ্‌বেদবিহিতং কর্ম্ম পুষ্পস্থানীয়মভ্যতপন্ অভিতাপং কৃতবত্য ইব, এতা ঋচঃ কর্ম্মণি প্রযুক্তাঃ। ঋগ্‌ভির্হি মন্ত্রৈঃ শস্ত্রাদ্যঙ্গ-ভাবমুপগতৈঃ ক্রিয়মাণং কর্ম্ম মধুনির্ব্বর্ত্তকং রসং মুঞ্চতীত্যুপপদ্যতে, পুষ্পাণীব ভ্রমরৈরা-চূষ্যমাণানি। তদেতদাহ, তস্য ঋগ্‌বেদস্যাভিতপ্তস্য; কোঽসৌ রসঃ, যঃ ঋঙ্মধুকরাভি-তাপনিঃসৃত ইতি? উচ্যতে—যশো বিশ্রুতত্বং, তেজো দেহগতা দীপ্তিঃ, ইন্দ্রিয়ং সামর্থ্যোপেতৈরিন্দ্রিয়ৈরবৈকল্যং, বীর্য্যং সামর্থ্যং, বলমিত্যর্থঃ। অন্নাদ্যম্ অন্নঞ্চ তদাদ্যঞ্চ, যেনোপযুজ্যমানেন অহন্যহনি দেবানাং স্থিতিঃ স্যাৎ, তদন্নাদ্যম্; এষ রসোঽজায়ত যাগাদিলক্ষণাৎ কর্ম্মণঃ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যজ্ঞক্রিয়ায় প্রযুক্ত এই মন্ত্রসমূহ এই ঋগ্‌বেদ অর্থাৎ পুষ্পস্বরূপ ঋগ্‌বেদবিহিত কর্ম্মসমূহকে যেন অতিশয় সন্তপ্তই করিয়া-ছিল। ভ্রমরসমূহ যেমন পুষ্পসমূহকে চোষণ করে, তদ্রূপ শস্ত্রাদি-ভাবাপন্ন কর্ম্মাঙ্গ-স্বরূপ ঋক্‌মন্ত্রসমূহ দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্ম মধুসম্পাদক রসকে যে নিঃসৃত করে, তাহা সঙ্গতই বটে। সেই বিষয়ই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—সন্তপ্ত সেই ঋগ্‌বেদের

অর্থাৎ মন্ত্রস্বরূপ মধুকরের সন্তাপে নিঃসৃত সেই যে রস, সেই রস কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যশঃ অর্থাৎ সর্ব্বলোকে খ্যাতি, তেজঃ অর্থাৎ দৈহিক প্রভা, ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বীর্য্য অর্থাৎ শক্তি বা বল, যাহা ব্যবহার করিয়া দেবগণ প্রত্যহ স্থিতি লাভ করেন, সেই আদ্য অর্থাৎ ভোজ্য অন্ন, যাগাদিরূপ কর্ম্ম হইতে এই সমস্ত রস উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

তৎ ব্যক্ষরৎ, তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ, তদ্বা এতৎ যদেতদাদিত্যস্য রোহিত রূপম্ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন সেই যশঃপ্রভৃতি বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়াছিল অর্থাৎ গমন করিয়াছিল ও সূর্য্যের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আদিত্যের যে রক্তবর্ণ রূপ দৃষ্ট হয়, তাহা ঐ ক্ষরিত যশঃপ্রভৃতিই ॥ ৪

তৃতীয় প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যশ আদি অন্নাদ্যপর্য্যন্তং তৎ ব্যক্ষরদ্বিশেষেণাক্ষরদগমৎ। গত্বা চ তদাদিত্যমভিতঃ পার্শ্বতঃ পূর্ব্বভাগং সবিতুরশ্রয়দাশ্রিতবদিত্যর্থঃ। "অমুষ্মিন্নাদিত্যে সঞ্চিতং কর্ম্মফলাখ্যং মধু ভোক্ষ্যামহে" ইত্যেবং হি যশ-আদিলক্ষণফলপ্রাপ্তয়ে কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে মনুষ্যৈঃ, কেদারনিষ্পাদনমিব কর্ষকৈঃ। তৎ তদ্বা এতৎ প্রত্যক্ষং প্রদর্শ্যতে শ্রদ্ধাহেতোঃ। কিন্তৎ ? যদেতদাদিত্যস্যোদ্যতো দৃশ্যতে রোহিতং রূপম্। ৪।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য প্রথমখণ্ডভাষ্যম্। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যশঃ হইতে ভোজ্য অন্ন পর্য্যন্ত সেই রস বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়াছিল অর্থাৎ গমন করিয়াছিল। উহা গমন করিয়া সূর্য্যদেবের পূর্ব্বপার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কর্ষক অর্থাৎ কৃষকগণ যেমন শস্য লাভের আশায় কেদার নিষ্পাদন অর্থাৎ শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করে অর্থাৎ কর্ষণ বীজবপনাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তদ্রূপ মনুষ্যগণ "এই আদিত্যে সঞ্চিত কর্ম্মফলরূপ মধু ভোগ করিব" এই মনে করিয়া যশঃপ্রভৃতিরূপ ফল-প্রাপ্তির আশায় যজ্ঞাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। কর্ম্মবিষয়ে লোকের শ্রদ্ধা উৎপাদনের নিমিত্ত তাহা প্রত্যক্ষভাবেই প্রদর্শন করিতেছেন—তাহাই ইহা অর্থাৎ উদয়কালে সূর্য্যের যে রক্তবর্ণ রূপ দৃষ্ট হয়, ঐ রূপই এই রস ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়প্রপাঠকে
দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

অথ যেঽস্য দক্ষিণা রশ্ময়স্তা এবাস্য দক্ষিণা মধুনাড্যঃ, যজূংষ্যেব মধুকৃতঃ, যজুর্ব্বেদ এব পুষ্পং, তা অমৃতা আপঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—এই আদিত্যের দক্ষিণদিকে অবস্থিত যে রশ্মিসমূহ, তাহাই এই আদিত্যরূপ মধুচক্রের দক্ষিণপার্শ্বস্থ মধুনাড়ী অর্থাৎ মধুর আধারস্বরূপ ছিদ্রসমূহ। যজুঃ অর্থাৎ যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রসমূহই মধুকৃৎ অর্থাৎ মধুকরস্বরূপ। যজুর্ব্বেদই পুষ্পসদৃশ, আর যজ্ঞকালে অগ্নিতে আহুত সেই সোম আজ্য প্রভৃতি অপ্‌ বা জল বা রসসমূহই অমৃত অর্থাৎ অমৃততুল্য স্বাদু ও প্রীতিজনক ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যেঽস্য দক্ষিণা রশ্ময় ইত্যাদি সমানম্। যজূংষ্যেব মধুকৃতো যজুর্ব্বেদবিহিতে কর্ম্মণি প্রযুক্তানি, পূর্ব্ববন্মধুকৃত ইব। যজুর্ব্বেদবিহিতং কর্ম্ম পুষ্পস্থানীয়ং পুষ্পমিত্যুচ্যতে। তা এব সোমাদ্যা অমৃতা আপঃ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এ স্থানে অথ-শব্দ অধ্যায় আরম্ভার্থক অর্থাৎ অঙ্গরূপ আরম্ভ করিতেছেন—"অথ যেঽস্য দক্ষিণা রশ্ময়ঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ প্রথম খণ্ডে "প্রাঞ্চঃ রশ্ময়ঃ" ইত্যাদির যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার সহিত সমান। যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্মে প্রযুক্ত যজুর্ম্মন্ত্রসমূহই মধুকৃতঃ অর্থাৎ মধুকরসমূহের তুল্য। পুষ্পস্থানীয় যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্ম সকলই পুষ্প বলিয়া কথিত হয়। আর অগ্নিতে আহুত সোম আজ্য প্রভৃতি আপ্‌ বা রসসমূহই অমৃত অর্থাৎ অমৃততুল্য। তাৎপর্য্য এই যে—মধুচক্ররূপ সূর্য্যদেবের যে দক্ষিণদিক্‌স্থিত রশ্মিজাল, তাহারাই দক্ষিণদিগ্‌গত মধুনাড়ী অর্থাৎ মধ্বাধারের ছিদ্র, ঐ সমস্ত ছিদ্র দ্বারা মধুক্ষরণ হইয়া থাকে। যজুর্ব্বেদকথিত মন্ত্রসকল ভ্রমরস্বরূপ, উহারাই শ্বেতরূপ সূর্য্যাশ্রিত মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে। যজুর্ব্বেদ পুষ্পস্থানীয়, উক্তরূপ ভৃঙ্গেরা যজুর্ব্বেদ, অর্থাৎ যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্মরূপ কুসুম হইতে মধু সংগ্রহ করে। ঐ যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্ম হইতে কর্ম্মফলরূপ রস ক্ষরণ হইয়া থাকে। মধুকরবৃন্দ যেরূপ কুসুম হইতে মধু গ্রহণ করে, তদ্রূপ যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রসকল যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্মরূপ কুসুম হইতে কর্ম্মফলরূপ রস সঞ্চয় করে। যজুর্ব্বেদোক্ত যাগাদিতে যে অগ্নিমধ্যে সোমলতাদি নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা অগ্নিপাক দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া সলিলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ সলিল সুধাসদৃশ অতীব সুস্বাদু, এ কারণ অমৃত বলিয়া কথিত হয়। (যজুর্ব্বেদকথিত মন্ত্রসকল রস গ্রহণ করে বলিয়াই ঐ মন্ত্রসকল ভৃঙ্গস্থানীয় হইয়াছে,

অর্থাৎ মন্ত্রসকলই যজুর্ব্বেদকথিত কর্ম্ম হইতে রসরূপ ফল গ্রহণ করে, এই জন্য যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্ম সকল কুসুমরূপে শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। যজুঃ অর্থাৎ মন্ত্র সকলই বেদবিহিত কর্ম্মসকলের নির্ব্বর্ত্তক, এ জন্য কর্ম্মেতে মন্ত্রসকল প্রযুক্ত হয়) ॥ ১ ॥

তানি বা এতানি যজূꣳষ্যেতং যজুর্ব্বেদমভ্যতপꣳস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যꣳ রসোঽজায়ত ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই এই প্রসিদ্ধ যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ এই যজুর্ব্বেদ অর্থাৎ পুষ্পস্থানীয় যজুর্ব্বেদকে অতিশয় সন্তপ্ত করিয়াছিল। সন্তপ্ত সেই যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্ম হইতে যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও ভক্ষ্য অন্নরূপ রস বা সার পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ২ ॥

তৎ ব্যক্ষরৎ, তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ, তদ্বা এতৎ, যদেতদাদিত্যস্য শুক্লꣳ রূপম্ ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—তাহা অর্থাৎ সেই যশঃপ্রভৃতি বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়াছিল অর্থাৎ গমন করিয়াছিল ও গমন করিয়া সূর্য্যদেবের পার্শ্বদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সূর্য্যদেবের যে শুক্লবর্ণ রূপ দৃষ্ট হয়, তাহাই ঐ ক্ষরিত রস ॥ ৩ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তানি বা এতানি যজূংষ্যেতং যজুর্ব্বেদমভ্যতপন্নিত্যেবমাদি সর্ব্বং সমানম্। মধু এতদাদিত্যস্য দৃশ্যতে শুক্লং রূপম্ ॥ ২-৩ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই প্রসিদ্ধ যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ যজুর্ব্বেদকে অতিশয় সন্তপ্ত করিয়াছিল ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় জানিবে; এই আদিত্যের যে শুক্লবর্ণ রূপ দৃষ্ট হয়, তাহাই মধু ॥ ২-৩ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

অথ যেঽস্য প্রত্যঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রতীচ্যো মধুনাড্যঃ, সামান্যেব মধুকৃতঃ, সামবেদ এব পুষ্পং, তা অমৃতা আপঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—আর এই আদিত্যের যে পশ্চিমদিকস্থ কিরণসমূহ, তাহাই এই আদিত্য-মধুর অথবা মধুচক্রের পশ্চিমভাগস্থিত মধুনাড়ী বা মধুর আধারভূত ছিদ্রসমূহ। সাম অর্থাৎ সামবেদোক্ত মন্ত্রসমূহই মধুকর ও সামবেদই পুষ্প। অগ্নিতে আহুতিরূপে প্রক্ষিপ্ত সোমপ্রভৃতিরূপ জল বা রসই অমৃতস্বরূপ। তাৎপর্য্য এই যে,—মধুচক্রস্বরূপ সূর্য্যদেবের যে পশ্চিমদিগ্‌গত রশ্মিজাল, তাহারাই পশ্চিম-দিগ্‌গত মধুচক্রছিদ্র, উহা দ্বারা মধু ক্ষরণ হইয়া থাকে। সামবেদকথিত সামমন্ত্র-সমূহই মধুপস্বরূপ; যেমন মধুপগণ মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ সামমন্ত্র সূর্য্যকে প্রকাশ করিতেছে। সামবেদ পুষ্পস্বরূপ, ঐ পুষ্প হইতেই সামমন্ত্ররূপ মধু সংগৃহীত হয়। সামবেদকথিত যাগাদিতে অগ্নিমধ্যে যে সোমলতাদি নিক্ষিপ্ত হয়, উহা সলিলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। তাহা অমৃতবৎ অতীব সুস্বাদু, এ কারণ অমৃত নামে অভিহিত হয়। সামমন্ত্র উক্ত রস গ্রহণ করে বলিয়া মধুকরস্থানীয় অর্থাৎ সামমন্ত্র সকল সামবেদকথিত কর্ম্ম হইতে রসরূপ ফল গ্রহণ করে, এ কারণ সামবেদোক্ত কর্ম্ম পুষ্পনামে উদাহৃত হইয়াছে। মন্ত্র-সকল বেদোক্তকর্ম্ম-ফলের সম্পাদক, এ জন্য কর্ম্মেতে মন্ত্র প্রযুক্ত হয় ॥ ১ ॥

তানি বা এতানি সামান্যেতং সামবেদমভ্যতপংস্তস্যাভি-তপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই এই প্রসিদ্ধ সামবেদোক্ত মন্ত্রসমূহই সামবেদকে অতিশয় সন্তপ্ত করিয়াছিল, সন্তপ্ত সেই সামবেদ হইতে যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও ভক্ষ্য অন্নরূপ রস সমুদ্ভূত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

তৎ ব্যক্ষরৎ, তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ, তদ্বা এতৎ, যদেত-দাদিত্যস্য কৃষ্ণং রূপম্ ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সেই যশঃপ্রভৃতি বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়াছিল অর্থাৎ গমন

করিয়াছিল। গমন করিয়া সূর্য্যদেবের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আদিত্যের যে কৃষ্ণবর্ণ রূপ দেখা যায়, তাহা ঐ ক্ষরিত যশঃ প্রভৃতি রসই ॥ ৩॥

তৃতীয়প্রপাঠকে তৃতীয়খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যেঽস্য প্রত্যঞ্চো রশ্ময়ঃ ইত্যাদি সমানম্। তথা সাম্নাং মধু এতদাদিত্যস্য কৃষ্ণং রূপম্। ১-৩।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"অথ যেঽস্য প্রত্যঞ্চো রশ্ময়ঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। এই আদিত্যের যে কৃষ্ণবর্ণ রূপ, তাহাই সামসমূহের মধু-স্বরূপ ॥ ১-৩ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়প্রপাঠকে

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

অথ যেঽস্যোদঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্যোদীচ্যো মধুনাড্যঃ, অথর্ব্বাঙ্গিরস এব মধুকৃতঃ, ইতিহাসপুরাণং পুষ্পং, তা অমৃতা আপঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—আর এই আদিত্যের উত্তরপার্শ্বস্থ যে কিরণসমূহ, তাহাই আদিত্যরূপ মধুচক্রের উত্তরপার্শ্বস্থ মধুনাড়ী অর্থাৎ মধুর আশ্রয়ভূত ছিদ্রসমূহস্বরূপ। অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহই মধুকৃত অর্থাৎ মধুকরসমূহ, ইতিহাস ও পুরাণই মধুসংগ্রহের নিমিত্ত পুষ্প ও হোমার্থ অগ্নিতে আহুত সোম আজ্যাদি অমৃতস্বরূপ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যেঽস্যোদঞ্চো রশ্ময় ইত্যাদি সমানম্। অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ অথর্ব্বণা অঙ্গিরসা চ দৃষ্টা মন্ত্রা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ, কর্ম্মণি প্রযুক্তা মধুকৃতঃ। ইতিহাসপুরাণং পুষ্পম্। তয়োশ্চেতিহাসপুরাণয়োরশ্বমেধে পারিপ্লবাসু রাত্রিষু কর্ম্মাঙ্গত্বেন বিনিয়োগঃ সিদ্ধঃ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"অথ যেঽস্য উদঞ্চো রশ্ময়ঃ" ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বব্যাখ্যারই অনুরূপ। অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ অর্থাৎ যজ্ঞক্রিয়ায় প্রযুক্ত অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা কর্ত্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহই মধুকরস্বরূপ। অশ্বমেধ-যজ্ঞকালে পারিপ্লবনামক রাত্রিতে কর্ম্মাঙ্গস্বরূপে ইতিহাস ও পুরাণের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ থাকায়, ইতিহাস ও পুরাণই মধুসংগ্রহের নিমিত্ত পুষ্পস্বরূপ। (পারিপ্লব রাত্রি শব্দের অর্থ এই যে—অশ্বমেধ যজ্ঞটি দীর্ঘকালসাধ্য, যজ্ঞীয়াশ্ব দিগ্‌বিজয় করিয়া ফিরিয়া না আসিলে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না, এই সুদীর্ঘকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে যজ্ঞকর্ত্তার বিরক্তি বা আলস্যাদি উপস্থিত হইতে পারে, সেই আশঙ্কিত বিরক্তি প্রভৃতি যাহাতে না আসিতে পারে, এ জন্য শ্রুতি স্বয়ংই রাত্রিতে চিত্তবিনোদনের জন্য ইতিহাস-পুরাণাদি শ্রবণের বিধি দিয়াছেন। নানাবিধ উপাখ্যানসমূহের নাম পারিপ্লব, যে যে রাত্রিতে উহা শ্রবণের ব্যবস্থা আছে, সেই রাত্রির নাম "পারিপ্লবা রাত্রি"। যজ্ঞকালেই উহা প্রযুক্ত হয় বলিয়া উহাও কর্ম্মাঙ্গস্বরূপ) ॥ ১ ॥

তে বা এতেঽথর্ব্বাঙ্গিরস এতদিতিহাসপুরাণমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই এই অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ এই ইতিহাস ও পুরাণরূপ পুষ্পকে অতিশয় সন্তপ্ত করিয়াছিল, অতিশয় সন্তপ্ত সেই ইতিহাস-পুরাণ-রূপ পুষ্প হইতেই যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও ভক্ষ্য অন্নরূপ রস বা সার পদার্থ সমুদ্ভূত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

তৎ ব্যক্ষরৎ, তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ, তদ্বা এতৎ, যদেতদাদিত্যস্য পরং কৃষ্ণং রূপম্ ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সেই যশঃ প্রভৃতি রসসমূহ বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়াছিল ও আদিত্যের পার্শ্বে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আদিত্যের এই যে অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ রূপ, ইহাই তাহা অর্থাৎ সেই রস ॥ ৩ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদেতদাদিত্যস্য পরং কৃষ্ণং রূপমতিশয়েন কৃষ্ণমিত্যর্থঃ ॥ ২-৩ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য চতুর্থখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আদিত্যের এই যে অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ রূপ, ইহাই সেই মধু বা মধুস্বরূপ। এই প্রকারে অথর্ব্ববেদকথিত কর্ম্মফলরূপ মধু সেই আদিত্যে সঞ্চিত হয়। কৃষকেরা যেরূপ শস্যলাভের বাসনায় ক্ষেত্র কর্ষণ করে, তদ্রূপ মানবগণ যশঃপ্রভৃতি ফলপ্রত্যাশায় অথর্ব্ববেদকথিত যাগাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে। সূর্য্যে যে সমস্ত ফল সঞ্চিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অথর্ব্ববেদগত কর্ম্মফল সকল সূর্য্যে সঞ্চিত হয় বলিয়াই আদিত্যদেব রজনীযোগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকেন, ইহা দেখিয়াই কর্ম্মিগণের কর্ম্মসম্পাদনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় ॥ ২-৩ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

অথ যেঽস্যোর্দ্ধা রশ্ময়স্তা এবাস্যোর্দ্ধা মধুনাড্যঃ, গুহ্যা এবাদেশা মধুকৃতঃ, ব্রহ্মৈব পুষ্পং, তা অমৃতা আপঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—আর এই আদিত্যের ঊর্দ্ধভাগস্থ যে কিরণসমূহ, তাহাই আদিত্যরূপ মধুচক্রের উপরিভাগস্থ মধুনাড়ীসমূহ। গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় রহস্য-বিশিষ্ট আদেশ বা উপদেশসমূহই মধুকরসমূহ, ব্রহ্মই পুষ্প ও হোমার্থ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত সোম আজ্য প্রভৃতির রসসমূহই অমৃতস্বরূপ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যেঽস্যোর্দ্ধা ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। গুহ্যা গোপ্যা রহস্যা এবাদেশা লোকদ্বারীয়াদিবিধয়ঃ। উপাসনানি চ কর্ম্মাঙ্গবিষয়াণি মধুকৃতঃ। ব্রহ্মৈব শব্দাধিকারাৎ প্রণবাখ্যং পুষ্পম্। সমানমন্যৎ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"অথ যেঽস্য ঊর্দ্ধাঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। গোপনীয়রহস্য-সংবলিত আদেশসমূহ অর্থাৎ 'লোকদ্বার উন্মুক্ত কর' ইত্যাদিরূপ লোকদ্বারবিষয়ক বিধিসমূহ ও কর্ম্মাঙ্গবিষয়ক উপাসনাসমূহই মধুকর-স্বরূপ। এই প্রসঙ্গ শব্দাধিকারে উল্লিখিত হওয়ায় এস্থলে ব্রহ্ম শব্দে প্রণবকে বুঝিতে হইবে, সেই প্রণবাখ্য ব্রহ্মই মধুসংগ্রহের পুষ্পস্বরূপ। অপরাপর অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। মধুকরবৃন্দ যেরূপ পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, সেইরূপ উপাসনাঙ্গ মন্ত্রসকল উপাসনাঙ্গ কর্ম্মরূপ পুষ্প হইতে কর্ম্মফলরূপ রস সংগ্রহ করে। উপাসনাঙ্গ যাগাদিতে যে অগ্নিমধ্যে সোমলতাদি নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা অগ্নিপাক দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া রস বা সাররূপে পরিণত হইয়া থাকে, ঐ রস সুধাবৎ অতীব সুস্বাদু, এই কারণ অমৃত বলিয়া কথিত হয় ॥ ১ ॥

তে বা এতে গুহ্যা আদেশা এতদ্ব্রহ্মাভ্যতপংস্তস্যাভি-তপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই এই গুহ্য আদেশসমূহ এই প্রণবরূপ ব্রহ্মকে বিশেষরূপে সন্তপ্ত করিয়াছিল, অভিতপ্ত সেই ব্রহ্ম হইতে যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও ভক্ষ্য অন্নরূপ রস বা সার সমুদ্ভূত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

তৎ ব্যক্ষরৎ, তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ, তদ্বা এতৎ, যদেতদাদিত্যস্য মধ্যে ক্ষোভতে ইব ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সেই যশঃপ্রভৃতি রস ক্ষরিত হইয়াছিল ও সূর্য্যের পার্শ্বে গমন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আদিত্যের মধ্যে যে বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্যভাবের ন্যায় লক্ষিত হয়, ইহাই সেই রস ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—মধ্যেতদাদিত্যস্য মধ্যে ক্ষোভতে ইব সমাহিতদৃষ্টের্দৃশ্যতে সঞ্চলতীব। ২-৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আদিত্যের মধ্যে যে একটা বিক্ষুব্ধ ভাবের ন্যায় অর্থাৎ মনে হয় যেন একটা কিছু স্পন্দিত হইতেছে, তাহাই মধু। এই যে বিক্ষুব্ধভাব, ইহা সাধারণ দৃষ্টিগম্য নহে, যাঁহারা শাস্ত্রবিশ্বাসী, তাঁহারা চিত্তকে বিশেষরূপে সমাহিত করিয়া দৃষ্টি করিলে ঐ ভাব বুঝিতে পারেন ॥ ২-৩ ॥

তে বা এতে রসানাং রসাঃ, বেদা হি রসাঃ, তেষামেতে রসাঃ, তানি বা এতান্যমৃতানামমৃতানি, বেদা হ্যমৃতাঃ, তেষামেতান্যমৃতানি ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সেই এই রক্তবর্ণাদি রূপবিশেষসমূহই সমস্ত রসের অর্থাৎ বেদের রস বা সারাংশ। যে হেতু, বেদচতুষ্টয়ই রস, আর এই রক্তবর্ণাদি রূপসমূহ সেই বেদসমূহেরই রস বা সার। সেই এই রক্তবর্ণাদি রূপসমূহ আবার অমৃতের অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ বেদেরও অমৃতস্বরূপ, যে হেতু, বেদসমূহই অমৃত, এবং ইহারা আবার সেই অমৃতেরও অমৃতস্বরূপ ॥ ৪ ॥

তৃতীয় প্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তে বা এতে যথোক্তা রোহিতাদিরূপবিশেষা রসানাং রসাঃ। কেষাং রসানাম্? ইত্যাহ—বেদা হি যস্মাল্লোকনিষ্যন্দত্বাৎ সারা ইতি রসাঃ, তেষাং রসানাং কর্ম্মভাবাপন্নানামপ্যেতে রোহিতাদিবিশেষা রসা অত্যন্তসারভূতা ইত্যর্থঃ। তথা অমৃতানামমৃতানি, বেদা হ্যমৃতাঃ, নিত্যত্বাৎ, তেষামেতানি রোহিতাদীনি রূপাণ্যমৃতানি। রসানাং রসা ইত্যাদি কর্ম্মস্তুতিরেষা, যস্মৈবং বিশিষ্টানি অমৃতানি ফলমিতি। ৪।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও ঊর্দ্ধ এই পঞ্চ মধু ব্যাখ্যা করিয়া অধুনা সেই মধুপঞ্চকের ধ্যানের জন্য প্রশংসা

করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত সেই এই আদিত্যের রক্তবর্ণাদি রূপবিশেষই রসেরও রস-স্বরূপ। কোন্ রসের রসস্বরূপ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—লোকসমূহের নিষ্যন্দ অর্থাৎ লোকসমূহ হইতে নিঃসৃত সার পদার্থ বলিয়া বেদসমূহই সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্তু, অতএব তাহারাই রসস্বরূপ। কর্ম্মভাবাপন্ন অর্থাৎ যজ্ঞকার্য্যে বিনিযুক্ত হইলেও সেই বেদসমূহরূপ রসের এই রক্তবর্ণাদি রূপসমূহ রস অর্থাৎ অত্যন্ত সার পদার্থ। সেইরূপ অমৃতেরও অমৃতস্বরূপ, কারণ, বেদসমূহ নিত্য পদার্থ বলিয়া অমৃত, এই রক্তবর্ণাদি রূপসমূহ আবার সেই অমৃত বেদেরও অমৃতস্বরূপ। "রসেরও রস" ইত্যাদি বাক্যসমূহ কেবল কর্ম্মের প্রশংসাসূচক মাত্র অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফলে এইরূপ বিশিষ্ট অমৃতত্ব লাভ হয়, সেই কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। এ স্থলে বক্তব্য এই যে—এ স্থানে বেদ শব্দে বেদোক্ত কর্ম্মকে গ্রহণ করা হইয়াছে, বেদ অপৌরুষেয়, অতএব নিত্য হইলেও কর্ম্ম অনিত্য, কর্ম্মফল বিনশ্বর, একটা নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত ঐ ফল ভোগ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা হইলেও উহার ফল সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, এই কারণেই কর্ম্মজন্য রক্তবর্ণাদি রূপসমূহকে কর্ম্মাপেক্ষাও অমৃত বলা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

তৃতীয় প্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়প্রপাঠকে

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

তদ্‌যৎ প্রথমমমৃতং তদ্বসব উপজীবন্ত্যগ্নিনা মুখেন, ন বৈ দেবা অশ্নন্তি, ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—তাহাদের মধ্যে যেটি প্রথম অমৃত অর্থাৎ রক্তবর্ণ রূপ, বসুগণ অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা তাহাই উপভোগ করিয়া জীবিত থাকেন। বাস্তবিক-পক্ষে দেবগণ ভোজনও করেন না, কিছু পানও করেন না, কেবল এই অমৃতকে দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্তত্র যৎ প্রথমমমৃতং রোহিতরূপলক্ষণং, তদ্বসবঃ প্রাতঃসবনেশানা উপজীবন্ত্যগ্নিনা মুখেন অগ্নিনা প্রধানভূতেন অগ্নিপ্রধানাঃ সন্তঃ। উপজীবন্তীত্যর্থঃ। "অন্নাদ্যং রসোঽজায়ত" ইতি বচনাং কবলগ্রাহমশ্নন্তীতি প্রাপ্তং, তৎ প্রতিষিধ্যতে, ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তীতি। কথং তর্হি উপজীবন্তীতি? উচ্যতে—এতদেব হি যথোক্তমমৃতং রোহিতরূপং দৃষ্ট্বোপলভ্য সর্ব্বকরণৈরনুভূয় তৃপ্যন্তি; দৃশেঃ সর্ব্বকরণদ্বারোপলব্ধ্যর্থত্বাৎ। নমু রোহিতং রূপং দৃষ্ট্বা ইত্যুক্তং, কথমন্যেন্দ্রিয়বিষয়ত্বং রূপস্যেতি? ন, যশআদীনাং শ্রোত্রাদিগম্যত্বাৎ। শ্রোত্রগ্রাহ্যং যশঃ। তেজো-রূপকান্ত্যম্। ইন্দ্রিয়ং বিষয়গ্রহণকার্য্যানুমেয়ং করণসামর্থ্যম্। বীর্য্যং বলং, দেহগত উৎসাহঃ প্রাণবত্তা। অন্নাদ্যং প্রত্যহমুপজীব্যমানং শরীরস্থিতিকরং বস্তবতি। রসো হ্যেবমাত্মকঃ সর্ব্বঃ, যং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি সর্ব্বে। দেবা দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তীত্যেতৎ সর্ব্বং স্বকরণৈরনুভূয় তৃপ্যন্তীত্যর্থঃ। আদিত্যসংশ্রয়াঃ সন্তো বৈগন্ধ্যাদিদেহকরণদোষ-রহিতাশ্চ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বখণ্ডে অমৃতনির্ণয় ও অমৃতধ্যান কথিত হইয়াছে, অধুনা কেবল অমৃতোপজীবী সুরবৃন্দের ধ্যানোপদেশ বিবৃত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে রক্তবর্ণরূপ যে প্রথম অমৃত, প্রাতঃসবনের অধিপতি বসুগণ অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে প্রধানভূত অগ্নি দ্বারা অর্থাৎ অগ্নিকেই প্রধান স্বরূপে সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে উপভোগ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "অন্নাদ্যং রসোঽজায়ত" ভক্ষ্য অন্নরূপ রস সমুদ্ভূত হইয়াছিল, এই 'ভক্ষ্য অন্ন' কথাটি থাকায় দেবগণও মনুষ্যাদির ন্যায় কবল গ্রহণ-পূর্ব্বক ভোজন করেন, এইরূপ বুঝায়, কিন্তু তাঁহারা কবল গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন করেন না, ইহাই বলিতেছেন—দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না। তাঁহারা

যদি পান ভোজন কিছুই করেন না, তবে কিরূপে তাঁহারা উপভোগ করেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—পূর্ব্বে যে এই অমৃতস্বরূপ রক্তবর্ণ রূপ বলা হইয়াছে, তাহাই দর্শন অর্থাৎ উপলব্ধি অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিয়া তৃপ্ত হন, কারণ, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি বা অনুভব করাই 'দৃশ্' ধাতুর অর্থ। আচ্ছা, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, 'রক্তবর্ণ রূপ দর্শন করিয়া' কিন্তু রূপ ত কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য, চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রাহ্য কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, যশঃ, তেজঃ ইত্যাদি যে সমস্ত বলা হইয়াছে, তাহারা শ্রোত্র চক্ষুঃ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, যশঃ শ্রোত্রগ্রাহ্য অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয়, আর তৈজসিক রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এ স্থানে ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ—বিষয় অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দবোধরূপ কার্য্য দ্বারা অনুমেয় ইন্দ্রিয়সমূহের সামর্থ্য বা অবিকলত্ব। বীর্য্য শব্দে বল, দৈহিক উৎসাহ অর্থাৎ প্রাণবত্তা বা বলশালিতা। আন্ন বা ভক্ষ্য অন্নশব্দে শরীরের স্থিতিকর প্রত্যহ সেব্যমান যে কোন পদার্থ অর্থাৎ প্রত্যহ যাহা ব্যবহার করিলে শরীর রক্ষা পায়, তাহা। যাহা দেখিয়া সকলে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, এরূপ সমস্ত পদার্থই রসপদবাচ্য। দেবগণ দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন, ইহার অর্থ—তাঁহারা নিজেদের ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা এই সমস্ত অনুভব করিয়াই তৃপ্ত হন। আর আদিত্যের আশ্রয় লাভ করায় দেহ ও ইন্দ্রিয়সম্বন্ধী দৌর্গন্ধ্যাদি দোষও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না ॥ ১ ॥

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্তি, এতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই দেবগণ এই রক্তবর্ণ রূপকে লক্ষ্য করিয়াই অবস্থিত হন অর্থাৎ উদাসীনভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করেন। আবার এই রূপকে উপভোগ করার নিমিত্তই উদ্যত অর্থাৎ উৎসাহিত হন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিন্তে নিরুদ্যমা অমৃতমুপজীবন্তি? ন, কথং তর্হি? এতদেব রূপমভিলক্ষ্যাধুনা ভোগাবসরো নাস্মাকমিতি বুদ্ধ্বা অভিসংবিশন্তি উদাসতে। যদা বৈ তস্যামৃতস্য ভোগাবসরো ভবেৎ, তদৈতস্মাদমৃতাৎ এতদমৃতভোগনিমিত্তমিত্যর্থঃ, উদ্যন্তি উৎসাহবন্তো ভবন্তীত্যর্থঃ। ন হ্যনুৎসাহবতামনভুত্তিষ্ঠতামলসানাং ভোগপ্রাপ্তির্লোকে দৃষ্টা। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই দেবগণ কি নিশ্চেষ্টভাবেই অমৃত উপভোগ করেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা করেন না। তবে কি

করেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এই রক্তবর্ণ রূপকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া "সম্প্রতি আমাদের ভোগের সময় উপস্থিত হয় নাই" এইরূপ স্থির করিয়া উদাসীন অর্থাৎ নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করেন। আর যখন সেই অমৃত উপভোগের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, তখন এই অমৃতকে উপভোগ করার নিমিত্ত উদ্যত অর্থাৎ উৎসাহিত হন, কারণ, নিরুৎসাহ ও অনুষ্ঠান-শূন্য অলস ব্যক্তিগণকে এই জগতে ভোগপ্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না ॥ ২ ॥

স য এতদেবমমৃতং বেদ, বসূনামেবৈকো ভূত্বা অগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি, স এতদেব রূপমভিসংবিশতি, এতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ এই অমৃতকে জানেন, তিনি বসু-দিগেরই এক জন হইয়া অগ্নিরূপ মুখ দ্বারাই এই অমৃতকেই দর্শন অর্থাৎ অনুভব করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। তিনি এই রক্তবর্ণ রূপকে লক্ষ্য করিয়াই উদাসীন-ভাবে অবস্থান করেন, আবার এই রূপ অর্থাৎ অমৃতকে উপভোগ করার নিমিত্তই উদ্যত বা উৎসাহিত হন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স যঃ কশ্চিদেতদেবং যথোদিতম্ ঋগ্মধুকরতাপরস-সংক্ষরণম্ ঋগ্বেদবিহিতকর্ম্মপুষ্পাৎ, তস্য চাদিত্যসংশ্রয়ণং, রোহিতরূপত্বকামৃতস্য প্রাচীদিগ্গতরশ্মিনাড়ীসংস্থতাং বসুদেবভোগ্যতাং, তদ্বিদশ্চ বসুভিঃ সহৈকতাং গত্বা অগ্নিনা মুখেনোপজীবনং, দর্শনমাত্রেণ তৃপ্তিঞ্চ, স্বভোগাবসরে উদ্যমনং, তৎকালাপায়ে চ সংবেশনং বেদ, সোঽপি বসুবৎ সর্ব্বং তথৈবানুভবতি ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঋগ্বেদবিহিতকর্ম্মরূপ পুষ্প হইতে ঋগ্রূপমধুকরকৃতসন্তাপে যশঃপ্রভৃতিরূপ রসক্ষরণ, তাহাদিগের অদিত্যের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ ও রক্তবর্ণতা, উপভোগার্হ অমৃতের পূর্ব্বদিগ্‌গত কিরণসমূহ রূপ নাড়ী অর্থাৎ ছিদ্রমধ্যে অবস্থিতি ও বসুনামক দেবতাদিগের ভোগ্যতা, এই সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বসুদিগের সহিত একত্ব লাভ-পূর্ব্বক অর্থাৎ বসুত্ব লাভ করিয়া অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা সেই অমৃতের উপজীবন অর্থাৎ দর্শনমাত্রেই তৃপ্তি লাভ, নিজেদের ভোগের সময় উপস্থিত হইলে ভোগের নিমিত্ত উৎসাহপ্রকাশ এবং সেই সময় অপগত হইলে সংবেশন অর্থাৎ নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতি ইত্যাদি বিষয় জানেন, তিনিও ঠিক বসুদিগের ন্যায়ই সমস্ত বিষয় সেইরূপই অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা, পশ্চাদস্তমেতা, বসূনামেব তাবদাধিপত্যꣳ স্বারাজ্যং পর্য্যেতা ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—এই বিষয়ে অভিজ্ঞ সেই ব্যক্তি সূর্য্যদেব যত কাল পূর্ব্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্তমিত হন বা হইবেন, তত কাল পর্য্যন্ত বসুদিগের মধ্যে অথবা বসুদিগের ন্যায় আধিপত্য ও স্বাধীনতা অথবা স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হন ॥৪॥

তৃতীয় প্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিয়ন্তং কালং বিদ্বাংস্তদমৃতমুপজীবতি ? ইত্যুচ্যতে, স বিদ্বান্ যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যাং দিশি উদেতা, পশ্চাৎ প্রতীচ্যামস্তমেতা, তাবদ্বসূনাং ভোগকালঃ, তাবন্তমেব কালং বসূনামাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা পরিতো গন্তা ভবতীত্যর্থঃ। ন যথা চন্দ্রমণ্ডলস্থঃ কেবলকর্ম্মী পরতন্ত্রো দেবানামন্নভূতঃ ; কিন্তর্হি ? অয়মাধিপত্যং স্বারাজ্যং স্বরাড়্ভাবঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে ষষ্ঠখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই বিদ্বান্ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি কতকাল পর্য্যন্ত সেই অমৃত উপভোগ করিতে সমর্থ হন, তাহাই বলিতেছেন—সূর্য্যদেব যত কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্তমিত হন অথবা হইবেন, তত কাল পর্য্যন্ত বসুগণের ভোগকাল, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিও তত কাল পর্য্যন্ত বসুদিগের মধ্যে আধিপত্য ও স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বরাড় ভাবে বা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা লাভ করেন। কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানকারী অতএব সেই কর্ম্মফলে চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিত ব্যক্তিগণ যেমন পরাধীনভাবে দেবগণের অন্নস্বরূপ অর্থাৎ উপভোগ্য হন, এই বিদ্বান্ ব্যক্তি সেরূপ হন না। তবে তিনি কি হন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এই ব্যক্তি আধিপত্য ও স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বরাড়্ভাব বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। ভাব এই যে—যাঁহারা জ্ঞানানুশীলন না করিয়া কেবল শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মমাত্রের অনুষ্ঠান করেন, অথচ তদ্গত দৈবতাদি নিগূঢ় তত্ত্ব-বিষয়ে কোনরূপ চিন্তা করেন না, সেই সকল ব্যক্তি দেহান্তে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সেই স্থানেই পরাধীনভাবে দেবগণের উপভোগ্য হইয়া বাস করেন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা দৈবতাদিবিষয়ে নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে গমন করেন, তাঁহারা সে স্থানে দেবগণের সমকক্ষভাবে বিশেষ বিশেষ অধিকার লাভ করেন ও দেবগণ তাঁহাদিগকে উপভোগ করিতে অর্থাৎ তাঁহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হন না ॥ ৪ ॥

তৃতীয় প্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়প্রপাঠকে

সপ্তমঃ খণ্ডঃ

অথ যদ্দ্বিতীয়মমৃতং, তৎ রুদ্রা উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখেন, ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—আর যে দ্বিতীয় অমৃত অর্থাৎ শুক্লবর্ণ রূপ, রুদ্রগণ ইন্দ্ররূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রকেই পুরোভাগে রাখিয়া তাহা উপভোগ করেন। বাস্তবিক-পক্ষে দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, কেবল এই অমৃতকে দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ॥ ১ ॥

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্তি, এতস্মাদ্রূপাদুদযন্তি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই রুদ্রগণ এই শুক্লরূপকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করেন, আবার এই রূপ অর্থাৎ অমৃতকে ভোগ করার নিমিত্তই উদ্যত অর্থাৎ উৎসাহিত হন ॥ ২ ॥

স য এতদেবমমৃতং বেদ, রুদ্রাণামেবৈকো ভূত্বেন্দ্রেণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি, স এতদেব রূপমভিসংবিশতি, এতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই শুক্লবর্ণরূপ দ্বিতীয় অমৃতকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জানেন, তিনি রুদ্রগণেরই এক জন হইয়া ইন্দ্ররূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রকে প্রধানরূপে পুরোভাগে রাখিয়া এই অমৃতকে দেখিয়া অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি 'এখন আমাদের ভোগের সময় উপস্থিত হয় নাই' মনে করিয়া এই শুক্ল রূপকে লক্ষ্য করিয়াই উদাসীনের ন্যায় নিশ্চেষ্ট-ভাবে অবস্থান করেন, আবার সময় উপস্থিত হইলে এই শুক্লবর্ণরূপ অমৃত ভোগের নিমিত্ত উৎসাহিত হন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যদ্দ্বিতীয়মমৃতং তৎ রুদ্রা উপজীবন্তীত্যাদি সমানম্ ॥১-৩॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"আর যে দ্বিতীয় অমৃত অর্থাৎ শুক্লবর্ণ, রুদ্রগণ তাহাকে উপভোগ করেন" ইত্যাদির ব্যাখ্যা ষষ্ঠখণ্ডে লিখিত ব্যাখ্যার অনুরূপ ॥ ১-৩ ॥

স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা, পশ্চাদস্তমেতা, দ্বিস্তাবৎ দক্ষিণত উদেতা, উত্তরতোঽস্তমেতা, রুদ্রাণামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যাবৎকাল সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্তমিত হইবেন বা হন, সেই বিদ্বান্ তাহার দ্বিগুণকাল পর্য্যন্তই দক্ষিণদিকে উদিত ও উত্তরদিকে অস্তমিত হইবেন বা হন, এবং তাবৎকাল পর্য্যন্তই রুদ্রগণের মধ্যেই আধিপত্য ও স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বাধীনতা ভোগ করেন ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা, দ্বিস্তাবৎ ততো দ্বিগুণং কালং দক্ষিণত উদেতা উত্তরতোঽস্তমেতা, রুদ্রাণাং তাবদ্ভোগকালঃ । ৪ ।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্ । ৭ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সূর্য্যদেব যত কাল পূর্ব্বদিকে উদিত ও পশ্চিম-দিকে অস্তমিত হইবেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি সেইরূপ দুইবার অর্থাৎ তাহার দ্বিগুণকাল দক্ষিণদিকে উদিত ও উত্তরদিকে অস্তমিত হন, কারণ, রুদ্রগণের ভোগকাল ঐ পরিমাণই ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়প্রপাঠকে

অষ্টমঃ খণ্ডঃ

অথ যত্তৃতীয়মমৃতং তদাদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন, ন বৈ দেবা অশ্নন্তি, ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—আর যে তৃতীয় অমৃত অর্থাৎ পশ্চিমদিকৃস্থিত কৃষ্ণ রূপ, আদিত্যগণ বরুণরূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ বরুণকে পুরোভাগে রাখিয়া তাহা উপভোগ করেন। দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ॥ ১ ॥

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্তি, এতস্মাদ্রূপাদুদযন্তি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই আদিত্যগণ এই কৃষ্ণবর্ণ রূপকে লক্ষ্য করিয়া উদাসীন-ভাবে অবস্থান করেন, আবার এই অমৃত লাভের নিমিত্তই উৎসাহিত হন ॥ ২ ॥

* স য এতদেবামৃতং বেদ, আদিত্যানামেবৈকো ভূত্বা বরুণেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি, স এতদেব রূপমভিসংবিশতি, এতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই তৃতীয় অমৃতকে জানেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি আদিত্যগণের মধ্যেই একজন হইয়া বরুণরূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ বরুণকে প্রধানরূপে অগ্রবর্ত্তী করিয়া এই তৃতীয় অমৃতকে দর্শন অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়া তৃপ্ত হন। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি এই রূপকে লক্ষ্য করিয়াই 'আমাদিগের ভোগের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই' এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট-ভাবে অবস্থান করেন। আবার সময় উপস্থিত হইলে এই অমৃতকে ভোগ করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন ॥ ৩ ॥

---

* এই তিনটি শ্রুতির ভাষ্য পূর্ব্বেরই অনুরূপ বলিয়া ভাষ্যকার কিছু লিখেন নাই, অতএব ইহাদের ভাষ্যও নাই, ভাষ্যানুবাদও নাই।

স যাবদাদিত্যো দক্ষিণত উদেতা, উত্তরতোঽস্তমেতা, দ্বিস্তাবৎ পশ্চাদুদেতা, পুরস্তাদস্তমেতা, আদিত্যানামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—আদিত্য যত কাল দক্ষিণদিকে উদিত ও উত্তরদিকে অস্তমিত হইবেন অথবা হন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহার দ্বিগুণ-পরিমিত কাল পশ্চিমদিকে উদিত ও পূর্ব্বদিকে অস্তমিত হন। তিনি সেই পরিমিত কাল আদিত্যদিগের মধ্যে আধিপত্য অথবা আদিত্যদিগের তুল্য আধিপত্য ও স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা পশ্চাদুত্তরত ঊর্দ্ধমুদেতা বিপর্য্যয়েণাস্তমেতা। পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাৎ দ্বিগুণোত্তরোত্তরেণ কালেনেত্যপৌরাণং দর্শনম্। সবিতুশ্চতুর্দ্দিশমিন্দ্রযমবরুণসোমপুরীষূদয়াস্তময়কালস্য তুল্যত্বং হি পৌরাণিকৈরুক্তম্; মানসোত্তরস্য মূর্দ্ধনি মেরোঃ প্রদক্ষিণাবৃত্তেস্তুল্যত্বাদিতি। অত্রোক্তঃ পরিহার আচার্য্যৈঃ,—অমরাবত্যাদীনাং পুরীণাং দ্বিগুণোত্তরোত্তরেণ কালেনোদ্বাসঃ স্যাৎ। উদয়শ্চ নাম সবিতুস্তন্নিবাসিনাং প্রাণিনাং চক্ষুর্গোচরাপত্তিঃ, তদত্যয়শ্চাস্তমনং, ন পরমার্থত উদয়াস্তমনে স্তঃ। তন্নিবাসিনাঞ্চ প্রাণিনামভাবে তান্ প্রতি তেনৈব মার্গেণ গচ্ছন্নপি নৈবোদেতা নাস্তমেতেতি, চক্ষুর্গোচরাপত্তেস্তদত্যয়স্য চাভাবাৎ। তথা অমরাবত্যাঃ সকাশাদ্দ্বিগুণকালং সংযমনী পুরী বসতি, অতস্তন্নিবাসিনঃ প্রাণিনঃ প্রতি দক্ষিণত ইবোদেত্যুত্তরতোঽস্তমেতীত্যুচ্যতে, অস্মদ্বুদ্ধ্যপেক্ষ্য। তথোত্তরাস্বপি পুরীষু যোজনা। সর্ব্বেষাঞ্চ মেরুরুত্তরো ভবতি। যদা অমরাবত্যাং মধ্যাহ্নগতঃ সবিতা, তদা সংযমন্যামুদ্যন্ দৃশ্যতে; তত্র মধ্যাহ্নগতো বারুণ্যামুদ্যন্ দৃশ্যতে। তথোত্তরস্যাং, প্রদক্ষিণাবৃত্তেস্তুল্যত্বাৎ। ইলাবৃতবাসিনাং সর্ব্বতঃ পর্ব্বতপ্রাকারনিবারিতাদিত্যরশ্মীনাং সবিতা ঊর্দ্ধ ইবোদেতা অর্ব্বাগস্তমেতা দৃশ্যতে, পর্ব্বতোর্দ্ধচ্ছিদ্রপ্রবেশাৎ সবিতৃপ্রকাশস্য। তথা ঋগাদ্যমৃতোপজীবিনামমৃতানাঞ্চ দ্বিগুণোত্তরোত্তরবীর্য্যবত্তমনুমীয়তে, ভোগকালদ্বৈগুণ্যলিঙ্গেন। উদ্গমনসংবেশনাদি দেবানাং রুদ্রাদীনাং বিদুষশ্চ সমানম্ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে অষ্টমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ পশ্চাৎ অর্থাৎ উত্তরদিক্ হইতে ঊর্দ্ধে উদিত ও তাহার বিপরীতক্রমে অর্থাৎ পুরোভাগে থাকিয়া দক্ষিণদিকে অস্তমিত হন। পূর্ব্বপূর্ব্বকাল হইতে উত্তরোত্তর কালে যে দ্বিগুণ বলা হইয়াছে, তাহা

অপৌরাণ অর্থাৎ পুরাণবিরুদ্ধ, কারণ, পুরাণকারগণ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত ইন্দ্র, যম, বরুণ ও সোমপুরীতে উদয় ও অস্তকালের তুল্যতাই বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, মানসসরোবরের উত্তরদিকে অবস্থিত সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে সূর্য্যের যে প্রদক্ষিণাবৃত্তি অর্থাৎ প্রদক্ষিণক্রমে পরিভ্রমণ, তাহা ইন্দ্রাদি সকল লোকেই সমান, কোন লোকবিশেষে উত্তরোত্তর দ্বিগুণ বলিয়া উল্লেখ নাই। এ বিষয়ে আচার্য্য অর্থাৎ দ্রবিড়াচার্য্য এই দোষ খণ্ডনের নিমিত্ত বলিয়া গিয়াছেন, অমরাবতী প্রভৃতি পুরী উত্তরোত্তর দ্বিগুণকাল স্থায়ী অর্থাৎ ইন্দ্রপুরী অমরাবতী অপেক্ষা যমের সংযমনী পুরী, তদপেক্ষা বরুণপুরী ও তদপেক্ষা সোমপুরীর স্থায়িত্ব ক্রমশঃ দ্বিগুণ পরিমিত কাল। অমরাবতী প্রভৃতি পুরীতে সূর্য্যের উদয় বলিতে সেই সেই পুরবাসী লোকদিগের দৃষ্টিবিষয়ীভূত হওয়া, আর অস্ত বলিতে দৃষ্টির অগোচরীভূত হওয়া, ইহা ব্যতীত বাস্তবিক পক্ষে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত বলিয়া কিছু নাই। সেই সেই লোকে যে সমস্ত প্রাণী অবস্থিতি করে, তাহাদিগের অভাব হইলে, সূর্য্য সেই পথে নিয়মিতভাবে গমন করিলেও, তাহাদিগের পক্ষে তিনি উদিতও হন না, আবার অস্তমিতও হন না; দ্রষ্টাই যখন কেহ নাই, তখন উদয় বা অস্ত হইল কি না, কে তাহা অনুভব করিতেছে? সুতরাং তৎকালে দৃষ্টিগোচর বা দৃষ্টির অগোচর উভয়েরই অভাব হইয়া পড়ে। এইরূপে অমরাবতী পুরীর স্থায়িত্বকালাপেক্ষা সংযমনী নামক যমপুরীর স্থায়িত্বকাল দ্বিগুণ; যাহারা সেই যমলোকে বাস করে, তাহাদিগের পক্ষে—'সূর্য্য যেন দক্ষিণদিক্ হইতেই উদিত ও উত্তরে অস্তমিত হন" এইরূপ বলা হইয়াছে, বিশেষতঃ আমাদিগের বিবেচনাও ঐরূপ উক্তির কারণ, আমরা যে স্থানে অবস্থান করি, যমপুরী তাহার দক্ষিণে অবস্থিত, সুতরাং সে স্থানে উদীয়মান সূর্য্যকে আমরা যেন দক্ষিণদিকেই উদীয়মান বলিয়া মনে করি। অন্যান্য পুরীসম্বন্ধেও এইরূপই যোজনা অর্থাৎ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। সুমেরু পর্ব্বত সকলেরই উত্তরদিকে অবস্থিত। সূর্য্য যখন অমরাবতী পুরীতে মধ্যাহ্নকাল প্রাপ্ত অর্থাৎ অমরাবতীতে যখন মধ্যাহ্ন, সংযমনী পুরীতে সে সময় সূর্য্য উদীয়মান অবস্থায় দৃষ্ট হন, আবার ঐ সংযমনী পুরীতে যখন মধ্যাহ্ন, পশ্চিমে বরুণপুরীতে তখন সূর্য্য উদীয়মান অবস্থায় দৃষ্ট হন, এইরূপ বরুণপুরীতে যখন মধ্যাহ্নকাল, তখন উত্তরে সোমপুরীতে সূর্য্য কেবল উদিত হইতেছেন, এইরূপ দৃষ্ট হন, কারণ, প্রদক্ষিণাবৃত্তি অর্থাৎ প্রদক্ষিণক্রমে যে পরিভ্রমণ, তাহা সকলের পক্ষেই সমান। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতরূপ সু-উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকায় সূর্য্যকিরণ যাহাদিগের নিকট একেবারেই নিরুদ্ধ অর্থাৎ যাহাদিগের দেশে সূর্য্যকিরণ একেবারেই প্রবেশ করিতে পারে না, সেই ইলাবৃতবর্ষবাসিগণের নিকট সূর্য্যদেব চিরদিনই

উর্দ্ধদিকে উদিত ও অধোদিকে অস্তমিত হইতেছেন বলিয়াই প্রতিভাত হন, কারণ, পর্ব্বতের উর্দ্ধভাগস্থ ছিদ্র দ্বারাই সূর্য্যের আলোক সে স্থানে প্রবেশলাভ করে মাত্র। এইভাবে ভোগকালের দ্বৈগুণ্যরূপ লক্ষণ দ্বারা ঋক্ প্রভৃতি অমৃতোপভোগকারী অমৃত বা দেবগণের বীর্য্যবত্তা অর্থাৎ সামর্থ্যও উত্তরোত্তর দ্বিগুণ বলিয়া অনুমিত হয়। ভোগের নিমিত্ত উদ্যম ও সংবেশন অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট-ভাবে অবস্থিতি রুদ্রাদি দেবতাসমূহ ও বিদ্বান্ উভয়ের পক্ষেই সমান। (দ্রবিড়াচার্য্যের মত এই যে—সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমনকাল সর্ব্বত্রই সমান হইলেও এ স্থানে তারতম্য নির্দ্দেশের কারণ এই যে, যাঁহারা অমরাবতী পুরী প্রভৃতিতে বাস করেন, তাঁহাদের সকলেরই স্থিতিকাল সমান নহে। যাঁহারা অমরাবতীতে বাস করেন, তাঁহাদিগের স্থিতিকাল অপেক্ষা সংযমনীবাসিগণের স্থিতিকাল দ্বিগুণ। এইরূপ বরুণলোকবাসী ও সোম-লোকবাসিগণেরও স্থিতিকাল উত্তরোত্তর দ্বিগুণ; এই অবস্থিতির দ্বৈগুণ্যানুসারেই পর পর লোকে অবস্থিত প্রাণীদিগের সম্বন্ধে সূর্য্যের উদয়াস্তকালও উত্তরোত্তর দ্বিগুণ বলা হইয়াছে। আর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত অমরাবতীবাসী প্রাণীদিগের অভাব হইলেও দক্ষিণদিকে অবস্থিত সংযমনীপুরীস্থ প্রাণিগণ বিদ্যমান থাকে, এ জন্য সে সময় পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয় দেখিবার কোন লোক না থাকায় দক্ষিণে অবস্থিত-লোকবাসিগণ দক্ষিণদিকেই সূর্য্যের উদয় দেখিতে পান, এই নিমিত্তই দক্ষিণদিকে সূর্য্যের উদয় বলা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে সূর্য্যের উদয়ও নাই, অস্তও নাই, কেবল লোকসমূহের দৃষ্টির গোচর বা অগোচর অনুসারেই উদয়াস্ত প্রতীয়মান হয় মাত্র।) ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়প্রপাঠকে

নবমঃ খণ্ডঃ

অথ যচ্চতুর্থমমৃতং তন্মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন, ন বৈ দেবা অশ্নন্তি, ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—আর যে চতুর্থ অমৃত অর্থাৎ উত্তরদিকে অবস্থিত কৃষ্ণ রূপ, মরুৎ অর্থাৎ বায়ুগণ সোমরূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ সোমকে প্রধানরূপে অগ্রে রাখিয়া তাহা উপভোগ করেন। বাস্তবিকপক্ষে দেবগণ ভোজনও করেন না, কিছু পানও করেন না, কেবল এই অমৃতকে দেখিয়াই অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ॥ ১ ॥

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্তি, এতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই মরুদ্‌গণ এই কৃষ্ণ রূপকে লক্ষ্য করিয়াই উদাসীনভাবে অবস্থান করেন, আবার এই রূপ অর্থাৎ অমৃতকে ভোগ করার নিমিত্তই উৎসাহ-সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন ॥ ২ ॥

স য এতদেবমমৃতং বেদ, মরুতামেবৈকো ভূত্বা সোমেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি, স এতদেব রূপমভিসংবিশতি, এতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই কৃষ্ণবর্ণরূপ চতুর্থ অমৃতকে জানেন, তিনি মরুদ্‌গণের মধ্যেই এক জন হইয়া সোমরূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ সোমকে প্রধানরূপে অগ্রবর্ত্তী করিয়া এই অমৃতকে দর্শন অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়াই তৃপ্ত হন। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি 'এখনও আমাদিগের ভোগের সময় উপস্থিত হয় নাই' এইরূপ মনে করিয়া এই অমৃতকে লক্ষ্য করিয়াই নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করেন, আবার ভোগের সময় উপস্থিত হইলে এই রূপ অর্থাৎ অমৃতকে লাভ করিবার নিমিত্ত উৎসাহ-সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন ॥ ৩ ॥

স যাবদাদিত্যঃ পশ্চাদুদেতা, পুরস্তাদস্তমেতা, দ্বিস্তাবদুত্তরত উদেতা, দক্ষিণতোঽস্তমেতা, মরুতামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য নবমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সূর্য্য যত কাল পর্য্যন্ত পশ্চিমদিকে উদিত ও পূর্ব্বদিকে অস্তমিত হইবেন বা হন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহার দ্বিগুণ-পরিমিত কাল উত্তরদিকে উদিত ও দক্ষিণদিকে অস্তমিত হন ও সেই পরিমিত কালই মরুদ্গণের তুল্য আধিপত্য ও স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বাধীনতা ভোগ করেন ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে নবম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রুতির সহিত তুল্যার্থ বলিয়া এই খণ্ডের ৪টি শ্রুতির কাহারই শাঙ্করভাষ্য নাই।

তৃতীয়প্রপাঠকে

দশমঃ খণ্ডঃ

অথ যৎ পঞ্চমমমৃতং, তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন, ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—আর যে পঞ্চম অমৃত অর্থাৎ উপরিভাগে অবস্থিত মধুনাড়ী-সমূহে যাহা ঈষচ্চঞ্চলের ন্যায়ই প্রতীত হয়, সাধ্য অর্থাৎ দেবযোনিবিশেষগণ তাহাকে ব্রহ্মরূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মকেই প্রধানরূপে পুরোভাগে রাখিয়া উপভোগ করেন, বাস্তবিকপক্ষে দেবগণ কিছু ভোজনও করেন না, কিছু পানও করেন না, কেবল এই অমৃতকে দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন ॥ ১ ॥

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্তি, এতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—ঐ সাধ্যগণ এই রূপ অর্থাৎ অমৃতকে লক্ষ্য করিয়াই নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করেন, আবার এই অমৃতকে ভোগ করিবার নিমিত্তই উৎসাহিত হন ॥ ২ ॥

স য এতদেবমমৃতং বেদ, সাধ্যানামেবৈকো ভূত্বা ব্রহ্মণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি, স এতদেব রূপমভিসংবিশতি, এতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই পঞ্চম অমৃতকে উক্তরূপে জানেন, তিনি সাধ্যগণের মধ্যেই এক জন হইয়া ব্রহ্মরূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রধানরূপে অগ্রবর্ত্তী করিয়া এই অমৃতকে দর্শন অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি "এখনও আমাদিগের ভোগের সময় উপস্থিত হয় নাই" মনে করিয়া এই অমৃতকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করেন, আবার ভোগের সময় উপস্থিত হইলে এই অমৃতকে ভোগ করিবার নিমিত্ত উৎসাহ-সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন ॥ ৩ ॥

স যাবদাদিত্য উত্তরত উদেতা, দক্ষিণতোঽস্তমেতা, দ্বিস্তাবদূর্দ্ধম্ উদেতা, অর্ব্বাগস্তমেতা, সাধ্যানামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য দশমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সূর্য্যদেব যে পরিমাণকাল উত্তরদিকে উদিত ও দক্ষিণদিকে অস্তমিত হন, সেই বিদ্বান্‌ও তাহার দ্বিগুণপরিমিত কাল ঊর্দ্ধদেশে উদিত ও অধোদেশে অস্তমিত হন। সেই অর্থাৎ দ্বিগুণ-পরিমিত কাল সাধ্যদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের ন্যায় আধিপত্য ও স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বাধীনতা ভোগ করেন। (উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সূর্য্যদেব দেশভেদে পূর্ব্বদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া পশ্চিমদিকে, কোন দেশে পশ্চিম হইতে সমুদিত হইয়া পূর্ব্বদিকে, অন্য কোন দেশে উত্তরদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া দক্ষিণদিকে, অন্যলোকে দক্ষিণভাগ হইতে সমুদিত হইয়া উত্তরদিকে এবং লোকান্তরে ঊর্দ্ধদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া নিম্নভাগে অস্তগমন করেন। বসুবৃন্দ, রুদ্রবৃন্দ, আদিত্যবৃন্দ, মরুদ্‌বৃন্দ ও সাধ্যবৃন্দ ইঁহারা উত্তরোত্তর দ্বিগুণতর কাল ভোগ করেন, অর্থাৎ যতক্ষণ পূর্ব্বদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্তগমন করেন, ততক্ষণ প্রথমামৃতধ্যায়ী বসুদিগের ভোগকাল। ইহার দ্বিগুণ কাল, অর্থাৎ যতক্ষণ আদিত্যগণ দক্ষিণদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া উত্তরদিকে অস্তগত হন, তাবৎকালই দ্বিতীয়ামৃতধ্যায়ী রুদ্রদিগের ভোগকাল। ইহার দ্বিগুণ কাল, অর্থাৎ যতক্ষণ সবিতা পশ্চিমদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া পূর্ব্বদিকে অস্তগমন করেন, এই কালই তৃতীয়ামৃতধ্যায়ী আদিত্যদিগের ভোগকাল। ইহার দ্বিগুণ কাল, অর্থাৎ যতক্ষণ আদিত্য উত্তরদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া দক্ষিণদিকে অস্ত যান, এই সময়ই চতুর্থামৃতধ্যায়ী মরুদ্‌বৃন্দের ভোগকাল। ইহার দ্বিগুণ কাল অর্থাৎ যতক্ষণ সূর্য্য ঊর্দ্ধদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া অধোদিকে অস্তগমন করেন, এতাবৎকালই পঞ্চমামৃতধ্যায়ী সাধ্যদিগের ভোগকাল। ইহা পৌরাণিক মত নহে। পৌরাণিক মতে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকস্থিত ইন্দ্র, যম, বরুণ ও সোমপুরীতে উদয় ও অস্তসময়ের সমতা আছে। সূর্য্যদেব মানসের উত্তরদিকে মহাগিরি সুমেরুর শীর্ষদেশে প্রাচীরবৎ চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করেন। অমরাবতী প্রভৃতি পুরীতে উত্তরোত্তর দ্বিগুণ সময়ে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। যখন যে দেশের লোকে সূর্য্যকে দর্শন করে, তাহাই সূর্য্যের উদয় এবং সেই

এই খণ্ডেরও শাঙ্করভাষ্য নাই।

সূর্য্যের যে অদর্শন, তাহাই অস্ত। দেশভেদে লোক সকল এক সময় সূর্য্যকে দেখিতে পায়, আবার এক সময় দেখিতে পায় না, তাহাকে সেই সেই দেশবাসী লোকেরা সূর্য্যের উদয়াস্ত বলিয়া বর্ণনা করে, ফলতঃ সূর্য্যদেবের উদয় বা অস্ত কিছুই নাই। যে দেশে নাই, তথায় সূর্য্যদেব একপথেই ভ্রমণ করেন, তথাপি সেই দেশে সূর্য্যদেব নেত্রগোচর বা অদৃশ্য হয়েন না, অমরাবতী পুরী হইতে দ্বিগুণকাল সংযমনী পুরীতে বসতি, এই পুরনিবাসী জীবগণের নিকট সূর্য্যদেব আমাদিগের বুদ্ধি অপেক্ষা দক্ষিণদিক্ হইতে উদিত হইয়া উত্তরদিকে অস্তগমন করেন। অমরাবতীতে যে সময় সূর্য্য মধ্যাহ্নগত হয়েন, তৎকালে সংযমনী পুরীতে সূর্য্য উদয়গামী লক্ষিত হইয়া থাকেন। যে সময় সেই সংযমনী পুরীতে তিনি মধ্যাহ্নগামী, তখন বারুণীতে উদয়সম্পন্ন দৃষ্ট হন। উক্ত স্থানদ্বয়েই সমভাবে দক্ষিণাবর্ত্তে ভ্রমণ করেন। ইলাবৃতবর্ষবাসিগণের সর্ব্বত্র গিরিপ্রাচীরে আদিত্যরশ্মি আবৃত থাকে; সুতরাং তাহারা সূর্য্যকে ঊর্দ্ধ হইতে উদিত এবং নিম্নভাগে অস্তমিত দেখে; এই দেশে পর্ব্বতের ঊর্দ্ধরন্ধ্র দিয়া সূর্য্য প্রকাশিত হন। এই প্রকারে সূর্য্যের উদয়াস্তের তারতম্যেই বসুপ্রভৃতির ভোগসময়ের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে) ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে দশম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়প্রপাঠকে

একাদশঃ খণ্ডঃ

অথ তত ঊর্দ্ধ্ব উদেত্য নৈবোদেতা, নাস্তমেতা, একল এব মধ্যে স্থাতা, তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—আর সূর্য্যদেব সেই সমস্ত প্রাণীদিগের কর্ম্মফলভোগ ক্ষয় হওয়ার পর আর উদিতও হইবেন না, অস্তমিতও হইবেন না, কেবল মধ্যদেশে একাকীই অবস্থান করিবেন। এ বিষয়ে একটি শ্লোক বা সংক্ষিপ্ত মন্ত্র আছে, যথা—॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কৃত্বৈবমুদয়াস্তমনেন প্রাণিনাং স্বকর্ম্মফলভোগনিমিত্ত-মনুগ্রহং তৎকর্ম্মফলোপভোগক্ষয়ে তানি প্রাণিজাতান্যাত্মনি সংহৃত্যাথ ততস্তস্মাদনন্তরং প্রাণ্যনুগ্রহকালাদূর্দ্ধঃ সন্নাত্মন্যুদেত্যোদ্গম্য যান্ প্রত্যুদেতি, তেষাং প্রাণিনামভাবাৎ স্বাত্মস্থো নৈবোদেতা নাস্তমেতা, একলোঽদ্বিতীয়োঽনবয়বো মধ্যে স্বাত্মন্যেব স্থাতা। তত্র কশ্চিদ্বিদ্বান্ বস্বাদিসমানাচরণো রোহিতাদ্যমৃতভোগভাগী যথোক্তক্রমেণ স্বাত্মানং সবিতারমাত্মত্বেনোপেত্য সমাহিতঃ সন্নেতং মন্ত্রং দৃষ্ট্বোত্থিতোঽন্যস্মৈ পৃষ্টবতে জগাদ— যত্ত্বমাগতো ব্রহ্মলোকাৎ, কিং তত্রাপ্যহোরাত্রাভ্যাং পরিবর্ত্তমানঃ সবিতা প্রাণিনামায়ুঃ ক্ষপয়তি ? যথেহাস্মাকম্ ; ইত্যেবং পৃষ্টঃ প্রত্যাহ, তত্তত্র যথাপৃষ্টে যথোক্তে চার্থে এষ শ্লোকো ভবতি, তেনোক্তো যোগিনেতি শ্রুতের্ব্বচনমিদম্। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সূর্য্যদেব এইরূপে নিজের উদয় ও অস্ত-গমন দ্বারা প্রাণিগণের স্বস্বকর্ম্মফলানুযায়ী ভোগের নিমিত্ত অনুগ্রহ করিয়া, সেই সেই কর্ম্মফলের ভোগান্তে সেই প্রাণিসমূহকে আপনাতেই সংহৃত অর্থাৎ বিলীন করিয়া তদনন্তর অর্থাৎ প্রাণীদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের যে কাল, সেই নির্দ্দিষ্ট কালের পর ঊর্দ্ধগত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে বর্ত্তমান হইয়া আত্মাতেই উদিত হইয়া অর্থাৎ নিজ মহিমাতেই উদ্ভাসিত হইয়া, যাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত উদিত হন, সেই সমস্ত প্রাণীর অভাব বশতঃ আপনাতেই আপনি অবস্থিত হইয়া পুনরায় উদিত বা অস্তমিত কিছুই হন না, কেবল দ্বিতীয় সহচরশূন্য নিরবয়ব একাকীই মধ্যভাগে নিজের আত্মাতেই অবস্থিত হন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন। তন্মধ্যে রক্তবর্ণাদিরূপ অমৃত উপভোগশীল কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি বসুপ্রভৃতি দেবতাগণের সমান আচরণশীল হইয়া পূর্ব্বোক্ত-রূপে নিজেকেই জ্ঞাতব্য সূর্য্যদেব বিবেচনায় গ্রহণ-পূর্ব্বক অর্থাৎ আমিই সূর্য্যস্বরূপ, এইরূপ বিবেচনা করিয়া

বিশেষ সমাহিতচিত্তে এই মন্ত্র দর্শন-পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া, "তুমি ত ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিতেছ, অতএব তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সূর্য্যদেব এই জগতে যেমন দিবারাত্রিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রতিদিন আমাদিগের আয়ুক্ষয় করিতেছেন, ঐ ব্রহ্মলোকেও কি এইরূপভাবে প্রতিদিন উদয়াস্ত দ্বারা প্রাণিগণের আয়ুক্ষয় করাইতেছেন ?" কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—তোমার জিজ্ঞাস্যবিষয়ে সেই যোগিপুরুষ-কর্ত্তৃক কথিত এই শ্লোকটি আছে, ইহা শ্রুতিরই বাক্য ॥ ১ ॥

ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন। দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণেতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—নাই, অর্থাৎ তুমি যে উদয়াস্তের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছ, সে স্থানে তাহা নাই-ই। সূর্য্যদেব সেই ব্রহ্মলোকে কখনও অস্তমিতও হন না, কখনও উদিতও হন না। হে দেবগণ! আমি এই সত্যবাক্য দ্বারা ব্রহ্মের সহিত বিরুদ্ধ হইব না অর্থাৎ আমি যখন সত্য কথাই বলিতেছি, তখন ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিষয়ে আমার কোন বাধা উপস্থিত হইবে না ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ন বৈ তত্র যতোঽহং ব্রহ্মলোকাদাগতস্তস্মিন্ ন বৈ তত্রৈতদস্তি যৎ পৃচ্ছসি। ন হি তত্র নিম্লোচ অস্তমগমৎ সবিতা, ন চোদীয়ায়োদ্গতঃ, কুতশ্চিৎ কদাচন কশ্চিৎশ্চিদপি কালে ইতি। উদয়াস্তময়বর্জ্জিতো ব্রহ্মলোক ইত্যনুপপন্নমিত্যুক্তঃ শপথমিব প্রতিপেদে, হে দেবাঃ সাক্ষিণো যূয়ং শৃণুত, যথা মত্তোক্তং সত্যং বচস্তেন সত্যেনাহং ব্রহ্মণা ব্রহ্মস্বরূপেণ মা বিরাধিষি মা বিরুধ্যেয়ম্, অপ্রাপ্তির্ব্রহ্মণো মা ভূদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সে স্থানে তাহা নাই-ই অর্থাৎ আমি যে ব্রহ্মলোক হইতে আসিতেছি, সে স্থানে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা অর্থাৎ উদয়াস্ত অথবা দিবারাত্রি নাই-ই। সে স্থানে সূর্য্যদেব কোন সময়েই কোন স্থানেই অস্তগমন করেন না ও উদিতও হন না। "ব্রহ্মলোকে উদয়াস্ত কিছুই নাই, ইহা অসঙ্গত উক্তি" এইরূপ কথা বলিলে তিনি যেন শপথ গ্রহণ করিয়াই বলিয়াছিলেন —হে দেবগণ! তোমরা সাক্ষিস্বরূপ হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর অর্থাৎ আমি যাহা বলিতেছি, তোমরা তাহার সাক্ষী থাক, আমি যখন সত্য বাক্যই বলিয়াছি, তখন আমার সেই সত্যবাদিতার ফলেই আমি ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত কখন বিরুদ্ধ হইব না অর্থাৎ আমার ব্রহ্মস্বরূপ লাভে কখন বাধা উপস্থিত হইবে না ॥ ২ ॥

ন হ বা অস্মা উদেতি, ন নিম্লোচতি, সকৃদ্দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি, য এতামেব ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মোপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা জানেন, এই বিদ্বান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে সূর্য্য কখনই উদিতও হন না, অস্তগমনও করেন না, তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বদাই দিবা হয় অর্থাৎ দিবালোক প্রকাশিত থাকে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সত্যং তেনোক্তমিত্যাহ শ্রুতিঃ, ন হ বা অস্মৈ যথোক্তব্রহ্মবিদে নোদেতি, ন নিম্লোচতি নাস্তমেতি, কিন্তু ব্রহ্মবিদেঽস্মৈ সকৃদ্দিবা হৈব সদৈবাহর্ভবতি, স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্বাৎ; য এতাং যথোক্তাং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ গুহ্যং বেদ। এবং তন্ত্রেণ বংশাদিত্রয়ং প্রত্যমৃতসম্বন্ধঞ্চ যচ্চান্যদবোচাম, এবং জানাতীত্যর্থঃ। বিদ্বানুদয়াস্তময়কালাপরিচ্ছেদ্যং নিত্যমজং ব্রহ্ম ভবতীত্যর্থঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—তিনি যে সত্যবাক্যই বলিয়াছেন, শ্রুতিও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মোপনিষৎ অর্থাৎ বেদের এই গুহ্যতত্ত্ব অর্থাৎ এই বংশাদিত্রয়—তিরশ্চীন বংশ বা বক্রাকার বংশখণ্ড, মধুচক্র ও মধুনাড়ী এই তিনটি, বসু প্রভৃতি দেবগণের সহিত প্রত্যেক অমৃতের সম্বন্ধ ও অন্য যাহা কিছু বলিয়াছি, বেদের এই সমস্ত নিগূঢ় রহস্য জানেন, এই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধে সূর্য্যদেব কখন উদিতও হন না, অস্তগমনও করেন না, পরন্তু সর্ব্বদাই দিবালোক প্রকাশিত হইয়া থাকে, কারণ, তখন তিনি স্বয়ম্প্রকাশ অর্থাৎ নিজেই জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া উদ্ভাসিত হন। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি উদয়াস্তকালের দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য অর্থাৎ উদয়াস্তবিভাগশূন্য, নিত্য অর্থাৎ সনাতন, জন্মবিবর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপ হন অর্থাৎ ব্রহ্মেই বিলীন হন ॥ ৩ ॥

তদ্ধৈতদ্ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ, প্রজাপতির্ম্মনবে, মনুঃ প্রজাভ্যঃ; তদ্ধৈতদুদ্দালকায়ারুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ এই মধুবিজ্ঞান ব্রহ্মা অর্থাৎ পিতামহ নামে প্রসিদ্ধ চতুরানন হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষকে, প্রজাপতি মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নিজ সন্তানগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। আর সুপ্রসিদ্ধ সেই এই মধুবিজ্ঞানরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ বিদ্যা অরুণ পুত্র উদ্দালককে তাঁহার পিতা অরুণ ঋষিও উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদ্ধৈতন্মধুজ্ঞানং ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভো বিরাজে প্রজাপতয়ে

উবাচ। সোঽপি মনবে, মনুরিক্ষ্বাকাদিভ্যঃ প্রজাভ্যঃ প্রোবাচেতি বিদ্যাং স্তৌতি— ব্রহ্মাদিবিশিষ্টক্রমাগতেতি। কিঞ্চ, তদ্ধৈতন্মধুজ্ঞানমুদ্দালকায়ারুণয়ে পিতা ব্রহ্মবিজ্ঞানং জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় প্রোবাচ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রজাপতি অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষকে, প্রজাপতি মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি সন্তানদিগকে সুপ্রসিদ্ধ সেই এই মধুজ্ঞান বা মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি বিশিষ্টগুরুপরম্পরাক্রমে প্রচার হওয়ায় এই বিদ্যার প্রশংসাই করা হইতেছে। আরও দেখ, পিতা অর্থাৎ উদ্দালকের পিতা অরুণ ঋষি জ্যেষ্ঠ পুত্র আরুণি উদ্দালককেও এই মধুজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

ইদং বাব তজ্জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রব্রূয়াৎ, প্রণায্যায় বা অন্তেবাসিনে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—পিতা নিজ জ্যেষ্ঠপুত্রকে অথবা আচার্য্য প্রণায্য অর্থাৎ যোগ্য শিষ্যকে বাব অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ও গুরুপরম্পরাগত এই ব্রহ্ম অর্থাৎ মধুবিদ্যা উপদেশ দিবেন। (জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শিক্ষা দিবে, এ কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, মধুবিদ্যা শ্রুতির অতি নিগূঢ়তত্ত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞগণের অতিশয় প্রিয় বস্তু ; ইহা যাহাকে তাহাকে দেওয়া যায় না, অত্যন্ত প্রিয়পাত্রকেই দেওয়া যায় ; জ্যেষ্ঠপুত্র প্রায়ই পিতার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হয়, এই জন্যই জ্যেষ্ঠপুত্রকে দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে) ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদং বাব তৎ যথোক্তম্। অতোঽপি জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় সর্ব্বপ্রিয়ার্হায় ব্রহ্ম প্রব্রূয়াৎ। প্রণায্যায় বা যোগ্যায় অন্তেবাসিনে শিষ্যায় ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অন্ত ব্যক্তিও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এবং আচার্য্যও সুযোগ্য ও প্রিয়শিষ্যকে সুপ্রসিদ্ধ পূর্ব্বোক্ত এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের উপদেশ দিবেন ॥ ৫ ॥

নান্যস্মৈ কস্মৈচন, যদ্যপ্যস্মা ইমামদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্য পূর্ণাং দদ্যাৎ, এতদেব ততো ভূয় ইত্যেতদেব ততো ভূয় ইতি ॥ ৬ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য একাদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—এই মধুবিদ্যাবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যদি কেহ জলরাশি অর্থাৎ সমুদ্রপরিবেষ্টিত ও ধনরত্নপরিপূর্ণ সমগ্র পৃথিবীও দান করে, তাহা হইলেও

জ্যেষ্ঠপুত্র বা সুযোগ্য প্রিয়শিষ্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও এই বিদ্যা দান করিবে না, কারণ, এই বিদ্যা সেইরূপ পৃথিবী অপেক্ষাও অধিক অর্থাৎ মহাফলপ্রদ। মধুবিদ্যার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা ও সমাদর জ্ঞাপনের নিমিত্তই "এতদেব ততো ভূয় ইতি" এই বাক্যটির দুইবার উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—নান্যস্মৈ কস্মৈচন প্রক্রয়াৎ তীর্থদ্বয়মনুজ্ঞাতমনেকেষাং প্রাপ্তানাং তীর্থানামাচার্য্যাদীনাম্। কস্মাৎ পুনস্তীর্থসঙ্কোচনং বিদ্যায়াঃ কৃতম্? ইত্যাহ, যদ্যপ্যস্মৈ আচার্য্যায় ইমাং কশ্চিৎ পৃথিবীমদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং সমুদ্রপরিবেষ্টিতাং সমস্তামপি দদ্যাৎ, অস্যা বিদ্যায়া নিষ্ক্রয়ার্থমাচার্য্যায়, ধনস্য পূর্ণাং সম্পন্নাং ভোগোপকরণৈর্নাসাবস্য নিষ্ক্রয়ঃ, যস্মাত্ততোঽপি দানাদেতদেব যন্মধুবিদ্যাদানং ভূয়ো বহুতরফলমিত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ ॥ ৬ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে একাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আচার্য্য পিতা প্রভৃতির এই বিদ্যাদানের উপযোগী বহু তীর্থ অর্থাৎ পাত্র বিদ্যমান থাকিলেও তাহাদের মধ্যে কেবল উপযুক্ত প্রিয় শিষ্য ও জ্যেষ্ঠ পুত্র এই দুইটি পাত্রকেই বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া শাস্ত্রের অভিমত, এই দুই জন ব্যতীত অপর কাহাকেও এই বিদ্যা দান করিবে না। বিদ্যা দানের উপযোগী পাত্রের সঙ্কোচ-সাধন অর্থাৎ এতটা বাঁধাবাধি নিয়ম কেন করা হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যদি কোন ব্যক্তি এই আচার্য্যকে এই বিদ্যার নিষ্ক্রয় অর্থাৎ বিদ্যাদানের মূল্য-স্বরূপে, জলের দ্বারা পরিগৃহীত অর্থাৎ চতুঃসাগরপরিবেষ্টিত ও ধনপূর্ণ অর্থাৎ ভোগের উপকরণসংযুক্ত অর্থাৎ সমস্ত ধনরত্নপূর্ণা সসাগরা এই সমগ্র পৃথিবীও দান করে, তাহা হইলেও ঐ দান ইহার উপযুক্ত মূল্য হইতে পারে না, কারণ, এই মধুবিদ্যা-দান উক্তরূপ পৃথিবীদান অপেক্ষাও অনেক বেশী ফলপ্রদ। "এতদেব ততো ভূয়ঃ" এই বাক্যটি মধুবিদ্যার প্রতি অত্যধিক আদর প্রদর্শনের নিমিত্ত দুইবার বলা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়প্রপাঠকে

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং, কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী, বাগ্বা ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—চতুর্দ্দিকে পরিদৃশ্যমান এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু পদার্থ, এই সমস্তই গায়ত্রীই। ভাল, এই গায়ত্রীটি কে? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—এই গায়ত্রী বাক্ বৈ শব্দ মাত্র, শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে; কারণ, বাক্যই সমস্ত ভূতকে গান অর্থাৎ ভূতের নাম-কীর্ত্তন ও ত্রাণ অর্থাৎ "ভয় নাই ভয় নাই" এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিয়া রক্ষা করে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—আভাসঃ,—যত এবমতিশয়ফলৈষা ব্রহ্মবিদ্যা, অতঃ সা প্রকারান্তরেণাপি বক্তব্যেতি "গায়ত্রী বা" ইত্যাদ্যারভ্যতে। গায়ত্রীদ্বারেণ চোচ্যতে ব্রহ্ম, সর্ব্ববিশেষরহিতস্য "নেতি নেতি" ইত্যাদি বিশেষপ্রতিষেধগম্যস্য দুর্ব্বোধত্বাৎ। সৎসু অনেকেষু ছন্দঃসু গায়ত্র্যা এব ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারতয়োপাদানং প্রাধান্যাৎ। সোমাহরণাদিতর-ছন্দোঽক্ষরাহরণেন ইতরচ্ছন্দোব্যাপ্ত্যা চ সর্ব্বসবনব্যাপকত্বাচ্চ যজ্ঞে প্রাধান্যং গায়ত্র্যাঃ। গায়ত্রীসারত্বাচ্চ ব্রাহ্মণস্য মাতরমিব হিত্বা গুরুতরাং গায়ত্রীং ততোঽন্যদ্গুরুতরং ন প্রতিপদ্যতে যথোক্তং ব্রহ্মাপীতি, তস্যামত্যন্তগৌরবস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ; অতো গায়ত্রী-মুখেনৈব ব্রহ্মোচ্যতে—গায়ত্রী বৈ ইত্যবধারণার্থো বৈ-শব্দঃ। ইদং সর্ব্বং ভূতং প্রাণিজাতং যৎ কিঞ্চ স্থাবরং জঙ্গমং বা, তৎ সর্ব্বং গায়ত্র্যেব। তস্যাশ্ছন্দোমাত্রায়াঃ সর্ব্বভূতত্বমনুপপন্ন-মিতি গায়ত্রীকারণং বাচং শব্দরূপামাপাদয়তি গায়ত্রীং, বাগ্বৈ গায়ত্রীতি। বাগ্বা ইদং সর্ব্বং ভূতম্। যস্মাৎ বাক্ শব্দরূপা সতী সর্ব্বং ভূতং গায়তি শব্দয়তি—অসৌ গৌর-সাবশ্ব ইতি চ, ত্রায়তে চ রক্ষতি অমুষ্মান্মা ভৈষীঃ, কিং তে ভয়মুত্থিতমিত্যাদিনা সর্ব্বতো ভয়ান্নিবর্ত্ত্যমানো বাচা ত্রাতঃ স্যাৎ। যদ্বাক্ ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ, গায়ত্র্যেব তদ্গায়তি চ ত্রায়তে চ, বাচোঽনন্যত্বাৎ গায়ত্র্যাঃ। গানাৎ ত্রাণাচ্চ গায়ত্র্যা গায়ত্রীত্বম্ ॥১॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই ব্রহ্মবিদ্যা উৎকৃষ্ট ফলপ্রদায়িনী বলিয়া প্রকারান্তরেও ইহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য, এ নিমিত্ত পুনরায় "গায়ত্রী বৈ" ইত্যাদি শ্রুতি আরম্ভ করিতেছেন। গায়ত্রী দ্বারাও ব্রহ্ম অভিহিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্মকে গায়ত্রীরূপেও উপাসনা করিবে, কারণ, সর্ব্ববিধ বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত, "নেতি নেতি" অর্থাৎ 'এরূপ নয় এরূপ নয়' ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নিষেধের দ্বারা অনুমেয় ব্রহ্মকে সহজে বুঝিয়া উঠা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। আরও দেখ,

আরও অনেক ছন্দঃ থাকিলেও গায়ত্রীরই শ্রেষ্ঠতা বশতঃ গায়ত্রীর উপাসনাকেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। গায়ত্রী পাঠ করিয়াই যজ্ঞীয় সোম আনয়ন করা হয়, অন্যান্য ছন্দের মধ্যেও গায়ত্রীর অক্ষর সন্নিবিষ্ট থাকায় গায়ত্রীই সমস্ত ছন্দের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, ও এই গায়ত্রীই সমস্ত সবনের ব্যাপক অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই ত্রিসবনেও গায়ত্রীর সহিত বিশেষরূপে সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় যজ্ঞকার্য্যে গায়ত্রীরই প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। মাতার ন্যায় এই গায়ত্রীই ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র সার পদার্থ, অতএব যথা নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্ম ও মাতার ন্যায় অতিশয় গুরু এই গায়ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহা অপেক্ষা অন্য কোন গুরুতর পদার্থকে অবলম্বনরূপে আশ্রয় করিতে পারেন না, কারণ, সেই গায়ত্রীর গৌরব সর্ব্বত্রই সুপ্রসিদ্ধ, এই নিমিত্তই গায়ত্রীস্বরূপে ব্রহ্মকে অভিহিত করা হইয়াছে অর্থাৎ গায়ত্রীই ব্রহ্ম, গায়ত্রীর উপাসনাতেই ব্রহ্মোপাসনা করা হয়। 'গায়ত্রী বৈ' এই 'বৈ'-শব্দটি অবধারণ বা নিশ্চয়ার্থক। এই সমস্ত ভূত অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যত কিছু প্রাণী দৃষ্ট হয়, এই সমস্তই নিশ্চয়ই গায়ত্রী। আচ্ছা, গায়ত্রী ত একটি ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দঃস্বরূপ গায়ত্রীর সর্ব্বভূতত্ব কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"বাক্ বৈ গায়ত্রী" এই উক্তি দ্বারা গায়ত্রীশব্দে গায়ত্রীর কারণস্বরূপ শব্দময় বাক্যকে প্রতিপাদন করিতেছেন, অর্থাৎ গায়ত্রী একটি ছন্দোবিশেষ হইলেও উহা কতকগুলি অক্ষরের সমষ্টিমাত্র, অক্ষর শব্দময়, এই জন্যই গায়ত্রীকে গায়ত্রীর কারণভূত শব্দময় বাক্য বলা হইয়াছে। বাক্যই এই সমস্ত ভূত, কারণ, বাক্যই শব্দরূপে উচ্চারিত হইয়া 'ইহা গো' 'ইহা অশ্ব' ইত্যাদিরূপে সমস্ত ভূত বা প্রাণীকে গান করে অর্থাৎ সেই সেই শব্দ দ্বারা অভিহিত করে এবং সমস্ত ভূতকে ত্রাণ করে অর্থাৎ 'ইহা হইতে ভয় করিও না, কি জন্য তোমার ভয় উৎপন্ন হইয়াছে?' ইত্যাদিরূপ বাক্য দ্বারা সর্ব্ববিধ ভয় হইতে নির্ভয় হইয়া এই লোকসমূহ ত্রাত অর্থাৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। বাক্য যে ভূতসমূহকে এই ভাবে গান ও ত্রাণ করে, বাস্তবিকপক্ষে গায়ত্রীই তাহা গান ও ত্রাণ করে, কারণ, বাক্য হইতে গায়ত্রীর কোন ভেদ নাই, গান ও ত্রাণ করে বলিয়াই গায়ত্রীর গায়ত্রীত্ব অর্থাৎ গান ও ত্রাণই গায়ত্রীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাৎপর্য্য এই যে—গানার্থক 'গৈ' ও ত্রাণার্থক 'ত্রৈ' ধাতুর সংযোগে গায়ত্রী এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং গায়ত্রী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে—গায়ন্তং ত্রায়তে অর্থাৎ যে ব্যক্তি গায়ত্রীকে উচ্চারণ করেন, গায়ত্রী তাহাকে ত্রাণ বা সর্ব্ববিধ দুরবস্থা হইতে রক্ষা করে। আর একটি অর্থ হইতেছে—'গায়তি চ ত্রায়তে চ' অর্থাৎ যিনি স্বয়ংই শব্দরূপে নানাবিধ বস্তুর নাম উচ্চারণ করেন ও 'ভয় নাই' ইত্যাদি বাক্য

যায়া সর্ব্বভূতকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, এই ভাবে গান ও ত্রাণ করেন বলিয়াই ঐ ছন্দকে গায়ত্রী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব গান ও ত্রাণই গায়ত্রীর গায়ত্রীত্ব বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এ স্থানে এই শেষোক্ত অর্থটিই ধরা হইয়াছে ॥ ১ ॥

যা বৈ সা গায়ত্রী ইয়ং বাব সা, যেয়ং পৃথিবী অস্যাং হীদং; সর্ব্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতম্, এতামেব নাতিশীয়তে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যাহা সেই গায়ত্রী, ইহাই তাহা, যাহা এই পৃথিবী অর্থাৎ এই যে পৃথিবী, ইহাই পূর্ব্বোক্ত সেই গায়ত্রীস্বরূপিণী; কারণ, এই সমস্ত ভূতই এই পৃথিবীতেই অবস্থিত, এই পৃথিবীকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যা বৈ সা এবং-লক্ষণা সর্ব্বভূতরূপা গায়ত্রী, ইয়ং বাব সা, যেয়ং পৃথিবী। কথং পুনরিয়ং পৃথিবী গায়ত্রীতি? উচ্যতে—সর্ব্বভূতসম্বন্ধাৎ। কথং পুনঃ সর্ব্বভূতসম্বন্ধঃ? অস্যাং পৃথিব্যাং হি যস্মাৎ, সর্ব্বং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ ভূতং প্রতিষ্ঠিতম্, এতামেব পৃথিবীং নাতিশীয়তে নাতিবর্ত্ততে ইত্যেতৎ। যথা গানত্রাণাভ্যাং ভূতসম্বন্ধো গায়ত্র্যা, এবং ভূতপ্রতিষ্ঠানাৎ ভূতসম্বন্ধা পৃথিবী? অতো গায়ত্রী পৃথিবী ॥২॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে গায়ত্রীর যে সমস্ত লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত লক্ষণবিশিষ্টা স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা সর্ব্বভূতস্বরূপিণী সেই যে গায়ত্রী, ইহাই তাহা অর্থাৎ এই যে পৃথিবী, এই পৃথিবীই সেই গায়ত্রী। আচ্ছা, এই পৃথিবীই কি প্রকারে গায়ত্রী হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সমস্ত প্রাণীর সহিত সম্বন্ধ থাকায় এই পৃথিবীই গায়ত্রী। পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন—সর্ব্বভূতের সহিত সম্বন্ধই বা কিরূপে হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যে হেতু, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতই এই পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অবস্থিত, এই পৃথিবীকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না অর্থাৎ পৃথিবী ব্যতীত অন্য স্থানে তাহারা থাকিতেই পারে না। গান ও ত্রাণ হেতু যেমন গায়ত্রীর সহিত সমস্ত ভূতের সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেইরূপ সমস্ত ভূতের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হেতু পৃথিবীর সহিতও সর্ব্বভূতের সম্বন্ধ বিদ্যমান; এই জন্যই গায়ত্রী পৃথিবীস্বরূপা ॥ ২ ॥

যা বৈ সা পৃথিবী, ইয়ং বাব সা, যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীরম্, অস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ, এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যাহা সেই পূর্ব্বোক্ত পৃথিবী, ইহাই তাহা, এই পুরুষে এই যে শরীর, অর্থাৎ এই যে দৃশ্যমান শরীর, ইহাই সেই পূর্ব্বোক্ত-রূপা

পৃথিবী ; কারণ, এই সমস্ত প্রাণই এই শরীরে প্রতিষ্ঠিত বা অবস্থিত, এই শরীরকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না অর্থাৎ প্রাণ শরীরকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র থাকিতে পারে না ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যা বৈ সা গায়ত্রী ইয়ং বাব সা—ইদমেব। তৎ কিম্? যদিদমস্মিন্ পুরুষে কার্য্যকারণসঙ্ঘাতে জীবতি শরীরং, পার্থিবত্বাচ্ছরীরস্য। কথং শরীরস্য গায়ত্রীত্বমিতি? উচ্যতে, অস্মিন্ হীমে প্রাণা ভূতশব্দবাচ্যাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ; অতঃ পৃথিবীবৎ ভূতশব্দবাচ্যপ্রাণপ্রতিষ্ঠানাচ্ছরীরং গায়ত্রী। এতদেব যস্মাচ্ছরীরং নাতিশীয়ন্তে প্রাণাঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যাহা সেই পৃথিবীরূপিণী গায়ত্রী, ইহাই তাহা। তাহা কি? এই পুরুষে অর্থাৎ কার্য্যকারণসমষ্টিস্বরূপ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি-স্বরূপ জীবিত-ব্যক্তিতে অবস্থিত এই যে পরিদৃশ্যমান শরীর, ইহাই তাহা ; কারণ, এই শরীর পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবীবিকারসম্ভূত। (দেহ পাঞ্চভৌতিক হইলেও তাহাতে ক্ষিতির ভাগই অধিক থাকায় দেহকে পার্থিব বলা হয়, কারণ, যে দ্রব্যে যে ভূতের আধিক্য থাকে, সেই অধিক-ভূতানুসারেই তাহার নামকরণ হয়, যেমন পার্থিব, আপ্য, তৈজস ইত্যাদি) ভাল, এই শরীরের গায়ত্রীত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? উত্তরে বলিতেছেন—ভূতশব্দবাচ্য এই ক্ষিত্যাদি প্রাণসমূহ এই শরীরেই অবস্থিত বলিয়া এই শরীরও পৃথিবীর ন্যায় গায়ত্রী-স্বরূপ, কেন না, প্রাণসমূহ এই শরীরকে অতিক্রম করিয়া কখনই থাকিতে পারে না ॥ ৩ ॥

যদ্বৈ তৎ পুরুষে শরীরমিদং বাব তৎ, যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে হৃদয়ম্, অস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ, এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥৪॥

অনুবাদ।—পুরুষের সেই যে পূর্ব্বোক্ত শরীর, ইহাই তাহা, যাহা এই পুরুষের অভ্যন্তরে হৃদয়, কারণ, এই প্রাণসমূহ এই হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত, এই হৃদয়কে অতিক্রম করিয়া তাহারা থাকিতে পারে না ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদ্বৈ তৎ পুরুষে শরীরং গায়ত্রী, ইদং বাব তৎ যদিদ-মস্মিন্নন্তর্মধ্যে পুরুষে হৃদয়ং পুণ্ডরীকাখ্যম্, এতদ্গায়ত্রী। কথম্? ইত্যাহ, অস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ; অতঃ শরীরবদ্গায়ত্রী হৃদয়ম্। এতদেব চ নাতিশীয়ন্তে প্রাণাঃ ; "প্রাণো হি পিতা, প্রাণো মাতা"। "অহিংসন্ সর্ব্বভূতানি" ইতি শ্রুতেঃ। ভূতশব্দবাচ্যাঃ প্রাণাঃ। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পুরুষের যে সেই শরীররূপা গায়ত্রী, ইহাই তাহা, যাহা এই পুরুষের অভ্যন্তরে হৃদয় অর্থাৎ হৃৎপদ্ম, ইহাই গায়ত্রী।

হৃদয়ই গায়ত্রী কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যে হেতু, এই প্রাণসমূহ এই হৃদয়েই অবস্থিত, অতএব শরীরের ন্যায় হৃদয়ও গায়ত্রী। প্রাণসমূহ এই হৃদয়কে অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা" "কোন ভূতকেই হিংসা করিবে না" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায়, প্রাণসমূহই ভূতশব্দবাচ্য ॥ ৪ ॥

সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী, তদেতদৃচাঽভ্যনূক্তম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—সেই এই গায়ত্রী চারিটি-পাদবিশিষ্ট ও ছয় প্রকার। মন্ত্রেও ইহা উক্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সৈষা চতুষ্পদা ষড়ক্ষরপাদা ছন্দোরূপা সতী ভবতি গায়ত্রী ষড়্‌বিধা। বাগ্-ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়-প্রাণরূপা সতী ষড়্‌বিধা ভবতি। বাক্-প্রাণয়োরন্যার্থনির্দ্দিষ্টয়োরপি গায়ত্রীপ্রকারত্বম্। অন্যথা ষড়্‌বিধসংখ্যাপূরণানুপপত্তেঃ। তদেতস্মিন্নর্থে এতদ্গায়ত্র্যাখ্যং ব্রহ্ম গায়ত্র্যনুগতং গায়ত্রীমুখেনোক্তম্; ঋচাঽপি মন্ত্রেণাভ্যনূক্তং প্রকাশিতম্। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—চারিটি পাদ-বিশিষ্ট ও প্রত্যেক চরণে ছয়টি অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দোরূপিণী সেই এই গায়ত্রী ছয় প্রকার। ছয় প্রকার কি, তাহাই বলিতেছেন—বাক্, ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় ও প্রাণ। বাক্ ও প্রাণ অন্যার্থে অর্থাৎ সর্ব্বভূত-সম্বন্ধ-সিদ্ধির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইলেও উহারা গায়ত্রীরই প্রকারভেদ, তাহা না হইলে ছয় প্রকার সংখ্যা পূরণ হয় না, চারিপ্রকার মাত্র হয়। এই অর্থে গায়ত্রীতে অনুগত গায়ত্রী নামক ব্রহ্মকে যে গায়ত্রী বলিয়া অভিহিত করা হইল, ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্রেও তাহা অভ্যনূক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

তাবানস্য মহিমা, ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—এই গায়ত্রী নামক ব্রহ্মের মহিমা তাবান্ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিকারস্বরূপ। পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা উক্তরূপ সর্ব্ববিকার-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত ভূত অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থ ইঁহার অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার এক পাদ বা অংশ, ইঁহার অমৃত অর্থাৎ নির্ব্বিকার অপর তিনটি পাদ বা অংশ দিবি অর্থাৎ স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত আছে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তাবানস্য গায়ত্র্যাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ সমস্তস্য মহিমা বিভূতি-বিস্তারঃ, যাবাংশ্চতুষ্পাৎ ষড়্‌বিধশ্চ ব্রহ্মণো বিকারঃ পাদো গায়ত্রীতি ব্যাখ্যাতঃ। অতস্তস্মাদ্বিকারলক্ষণাৎ গায়ত্র্যাখ্যাদ্বাচারম্ভণমাত্রাৎ, ততো জ্যায়ান্মহত্তরশ্চ পরমার্থসত্য-

রূপোঽবিকারঃ পুরুষঃ পুরুষঃ সর্ব্বপূরণাৎ পুরি শয়নাচ্চ। তস্যাস্য পাদঃ সর্ব্বা সর্ব্বাণি ভূতানি তেজোঽবন্নাদীনি সস্থাবরজঙ্গমানি। ত্রিপাৎ ত্রয়ঃ পাদা অস্য সোঽয়ং ত্রিপাৎ; ত্রিপাদমৃতং পুরুষাখ্যং সমস্তস্য গায়ত্র্যাত্মনো দিবি দ্যোতনবতি স্বাত্মন্যবস্থিত-মিত্যর্থঃ ইতি ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মের চতুষ্পাদ ও ষড়্‌বিধ বিকারাত্মক যে পরিমাণ গায়ত্রীর একপাদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই পরিমাণই এই গায়ত্রীসংজ্ঞক সমস্ত ব্রহ্মের মহিমা বা ঐশ্বর্য্যের বিস্তার বলিয়া জানিবে। এ জন্য তাহা অপেক্ষাও অর্থাৎ বিকারাত্মক গায়ত্রীসংজ্ঞক বাচারম্ভণমাত্র অসত্য ব্রহ্ম অপেক্ষাও পরমার্থসত্য নির্ব্বিকার পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্ম অতি মহান্। তিনি সমস্ত জগৎকে পরিপূরণ করিয়া অর্থাৎ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন বলিয়া ও হৃদয়রূপ পুরে শয়ন বা অবস্থান করিয়া রহিয়াছেন বলিয়াই তিনি পুরুষশব্দে অভিহিত হন। তেজঃ, জল ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতই এই পুরুষের এক পাদ অর্থাৎ অংশমাত্র। আর এই গায়ত্রী-স্বরূপ সমস্ত ব্রহ্মের পুরুষ-সংজ্ঞক ত্রিপাদ-বিশিষ্ট যে অমৃত, তাহা দিবি অর্থাৎ প্রকাশাত্মক নিজের আত্মাতেই অবস্থিত। ভাবার্থ এই যে, পূর্ব্বে যে চতুষ্পাদ্ ষড়্‌বিধ গায়ত্রীর ব্রহ্মত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ কার্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত ব্রহ্মবিষয়ে বুঝিতে হইবে। ঐ রূপটি ব্রহ্মের স্বপ্রকাশরূপ নহে, পরন্তু বৈকারিক অতএব অসত্য; ইহা পরব্রহ্মের একটি পাদ বা অংশমাত্র, অপর যে তিনটি পাদ, তাহা নির্ব্বিকার, তাহাতে কোন-রূপ বিকারের সম্বন্ধ নাই ও তাহা স্বপ্রকাশ। বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম অখণ্ড, তাঁহার কোন অংশ নাই, তিনি কল্পনারও অতীত, তথাপি যে তাঁহার অংশ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কেবল শিষ্যদিগের সহজবোধ্য করার নিমিত্ত, বাস্তবিক তিনি অখণ্ড ও পরিপূর্ণ। "নিরংশেঽপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেঽংশে বেতি পৃচ্ছতঃ। তদ্ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতুর্হিতৈষিণী॥" অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরংশ হইলেও তাঁহাতে অংশের আরোপ করিয়া শিষ্য নানাবিধ প্রশ্ন করেন, শ্রোতা অর্থাৎ শিষ্যের হিতকামী শ্রুতি সেই শিষ্যের ভাষাতেই অর্থাৎ অংশাংশভাব কল্পনা করিয়াই তাহার উত্তর দিয়া থাকেন, পঞ্চদশীর এই উক্তিই তাহার প্রমাণ ॥ ৬ ॥

যদ্বৈ তদ্‌ব্রহ্মেতীদং বাব, তৎ যোঽয়ং বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশঃ, যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যাহা সেই গায়ত্রীরূপ ব্রহ্ম, ইহাই তাহা, যাহা পুরুষের অর্থাৎ দেহের বহির্দ্দেশে অবস্থিত এই আকাশ। আবার পুরুষের বহির্দ্দেশে অবস্থিত এই যে আকাশ—॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদ্বৈ তত্রিপাদমৃতং গায়ত্রীমুখেনোক্তং ব্রহ্মেতি, ইদং বাব তৎ ইদমেব তৎ, যোঽয়ং প্রসিদ্ধো বহির্দ্ধা বহিঃপুরুষাদাকাশো ভৌতিকঃ, যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশ উক্তঃ— ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—গায়ত্রীস্বরূপ সেই যে অমৃতাত্মক ত্রিপাদ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, ইহাই তাহা, যাহা পুরুষের অর্থাৎ জীবদেহের বহির্ভাগস্থিত প্রসিদ্ধ মহাভূতসমূহের মধ্যে পঞ্চম মহাভূত আকাশ। আর যাহাকে সেই পুরুষের বহির্ভাগস্থিত আকাশ বলা হইয়াছে—॥ ৭ ॥

অয়ং বাব সঃ, যোঽয়মন্তঃপুরুষে আকাশঃ, যো বৈ সোঽন্তঃ-পুরুষে আকাশঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—ইহাই তাহা, যাহা পুরুষের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত আকাশ, আবার পুরুষের দেহাভ্যন্তরস্থ সেই যে আকাশ—॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অয়ং বাব সঃ, যোঽয়মন্তঃপুরুষে শরীরে আকাশঃ। যো বৈ সোঽন্তঃপুরুষে আকাশঃ—॥ ৮ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ইহাই তাহা, যাহা অন্তঃপুরুষে অর্থাৎ শরীরের অভ্যন্তরে স্থিত আকাশ। আর যাহা সেই শরীরাভ্যন্তরস্থিত আকাশ—॥ ৮ ॥

অয়ং বাব সঃ, যোঽয়মন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ, তদেতৎ পূর্ণম্ অপ্রবর্ত্তি, পূর্ণামপ্রবর্ত্তিনীং শ্রিয়ং লভতে, য এবং বেদ ॥ ৯ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—ইহাই তাহা, যাহা পুরুষের হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত আকাশ। সেই এই হৃদয়াকাশ পরিপূর্ণ ও অপ্রবর্ত্তি অর্থাৎ কোন বিষয়ে প্রবৃত্তিশূন্য বা নির্ব্বিকার ও অবিনশ্বর। যিনি এই হৃদয়াকাশকে এইরূপ বলিয়া জানেন, তিনিও পরিপূর্ণ ও অপ্রবর্ত্তিনী অর্থাৎ নির্ব্বিকার বা অক্ষয় সম্পৎ লাভ করেন ॥ ৯ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অয়ং বাব সঃ যোঽয়মন্তর্হৃদয়ে হৃদয়পুণ্ডরীকে আকাশঃ। কথমেকস্য সত আকাশস্য ত্রিধা ভেদঃ? ইতি। উচ্যতে, বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়ে জাগরিতস্থানে নভসি দুঃখবাহুল্যং দৃশ্যতে। ততঃ অন্তঃশরীরে স্বপ্নস্থানভূতে মন্দতরং দুঃখং ভবতি। স্বপ্নান্ পশ্যতো হৃদয়স্থে পুনর্নভসি ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি; অতঃ সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপমাকাশং সুষুপ্তস্থানম্। অতো যুক্তমেকস্যাপি ত্রিধা ভেদাখ্যানম্। বহির্দ্ধা পুরুষাদারভ্যাকাশস্য হৃদয়ে সঙ্কোচকরণং চেতঃসমাধানস্থানস্তুতয়ে।

যথা "ত্রয়াণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে। অর্দ্ধতস্ত কুরুক্ষেত্রমর্দ্ধতস্ত পৃথূদকম্।" ইতি, তদ্বৎ। তদেতৎ হার্দ্দাকাশাখ্যং ব্রহ্ম পূর্ণং সর্ব্বগতং ন হৃদয়মাত্রপরিচ্ছিন্নমিতি মন্তব্যং, যদ্যপি হৃদয়াকাশে চেতঃ সমাধীয়তে। অপ্রবর্ত্তি ন কুতশ্চিৎ কচিৎ প্রবর্ত্তিতুং শীলমস্যেতি অপ্রবর্ত্তি, তদনুচ্ছিত্তিধর্ম্মকম্। যথা অন্যানি ভূতানি পরিচ্ছিন্নানি উচ্ছিত্তিধর্ম্মকাণি, ন তথা হার্দ্দং নভঃ। পূর্ণামপ্রবর্ত্তিনীমনুচ্ছেদাত্মিকাং শ্রিয়ং বিভূতিং গুণফলং লভতে দৃষ্টম্। য এবং যথোক্তং পূর্ণমপ্রবর্ত্তিগুণং ব্রহ্ম বেদ জানাতি, ইহৈব জীবংস্তদ্ভাবং প্রতিপদ্যতে ইত্যর্থঃ। ৯।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্। ১২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ইহাই তাহা, যাহা অন্তর্হৃদয়ে অর্থাৎ হৃদয়পদ্মে অবস্থিত আকাশ। আচ্ছা, আকাশ এক হইলেও তাহার তিন প্রকার ভেদ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বাহেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষুঃ-কর্ণাদির বিষয়ীভূত জাগ্রদবস্থায় যে আকাশ অর্থাৎ ভৌতিক বহিরাকাশ, তাহাতে দুঃখের বাহুল্যই উপলব্ধি হয়। আর শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত স্বপ্নাবস্থায় যে আকাশ, তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণ দুঃখের উপলব্ধি হয়। আর স্বপ্নদর্শনকারীর হৃৎপদ্মে অবস্থিত আকাশে কোনরূপ কামনাই উদিত হয় না ও কোনরূপ স্বপ্নদর্শনও হয় না, অতএব সুষুপ্তিস্থানস্বরূপ যে হৃৎপদ্মস্থিত আকাশ, তাহা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ অর্থাৎ তাহাতে কোনরূপ দুঃখেরই উপলব্ধি হয় না, অতএব একই আকাশের যে তিন প্রকার ভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। দেহের বহির্ভাগস্থিত ভূতাকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়ে অবস্থিত আকাশ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া ক্রমশঃ যে আকাশের সঙ্কোচসাধন করা হইয়াছে, তাহা চিত্তের একাগ্রতার প্রশংসার নিমিত্তই করা হইয়াছে। যেমন "ত্রিলোকের মধ্যে কুরুক্ষেত্রই উৎকৃষ্ট স্থান, তাহারও মধ্যে আবার অর্দ্ধেক মাত্র কুরুক্ষেত্র আর অর্দ্ধেক পৃথূদক অর্থাৎ কেবল জলভাগ, ইহাও সেইরূপ, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য খ্যাপনের নিমিত্ত যেমন ক্রমে তাহার স্থানসঙ্কোচ করা হইয়াছে, এ স্থানেও তেমনই সর্ব্বব্যাপী ভূতাকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ হৃদয়াকাশে আনিয়া ঐ আকাশের সঙ্কোচসাধন করা হইয়াছে। (তাৎপর্য্য এই যে—জাগরিতস্থান, স্বপ্নস্থান ও সুষুপ্তিস্থান নামে তিনটি প্রসিদ্ধ স্থান আছে; তাহার মধ্যে চক্ষুঃ-কর্ণাদি বাহেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়োপলব্ধির যে স্থান, তাহাকে জাগরিতস্থান বলে। ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব-স্ব-কার্য্য হইতে বিরত হইলে কেবল অন্তরিন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা যে বিষয়োপলব্ধির স্থান, তাহাকে স্বপ্নস্থান বলে। আর যখন সেই অন্তরিন্দ্রিয়েরও ক্রিয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন বিষয়নিরপেক্ষ যে আত্মানন্দস্ফূর্ত্তি, তাহাকে সুষুপ্তিস্থান বলা হয়। দেহের বহির্ভাগে

অবস্থিত পঞ্চভূতান্তর্গত পঞ্চম মহাভূত আকাশে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের স্ফুরণ হয় বলিয়াই তাহাতে দুঃখের বাহুল্যভাবে উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। স্বপ্নকালে কেবল মানসিক সঙ্কল্পবশেই দেহাভ্যন্তরস্থিত আকাশে দুঃখের উপলব্ধি স্বভাবতই অল্পপরিমিত হয়; আর সুষুপ্তিস্থানে বিষয়ের সহিত কোনরূপ সংস্পর্শ না ঘটায় কোনরূপ দুঃখেরই উপলব্ধি হয় না, সুতরাং বিমল আনন্দের স্ফুরণ হয়) সেই এই হৃদয়াকাশনামক ব্রহ্ম পূর্ণ ও সর্ব্বব্যাপী; যদিও হৃদয়াকাশেই চিত্তকে সমাহিত করা হয়, তাহা হইলেও সেই ব্রহ্ম যে কেবলমাত্র হৃদয়েই পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ঐ-টুকু স্থানেই অবস্থিত, তাহা মনে করা উচিত নহে। অপ্রবর্ত্তি-শব্দের অর্থ—যাহা কোন কারণেই কোন স্থানেই প্রবৃত্তিস্বভাবসম্পন্ন নহে, তাহাই অপ্রবর্ত্তি অর্থাৎ উহা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা বা অবিনাশী। অন্যান্য ভূতসমূহ যেমন পরিচ্ছিন্ন ও উচ্ছিত্তিধর্ম্মক বা বিনশ্বর, হৃদয়াকাশ সেরূপ নহে। যে ব্যক্তি যথোক্ত ব্রহ্মকে পূর্ণ ও অপ্রবর্ত্তিগুণসম্পন্ন বলিয়া জানেন, তিনি নিজেও সম্পূর্ণ ও অপ্রবর্ত্তি অর্থাৎ অক্ষয় সম্পৎ লাভ করেন। এই যে সম্পল্লাভ, ইহা কেবল ইহলোকে ভোগ্য দৃষ্টফল গুণ মাত্র, বাস্তবিকপক্ষে সেই ব্যক্তি ইহ জীবনেই সেই ব্রহ্মের ভাব বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশ-খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

তস্য হ বা এতস্য হৃদয়স্য পঞ্চ দেবসুষয়ঃ, স যোঽস্য প্রাঙ্-সুষিঃ, স প্রাণঃ, তচ্চক্ষুঃ, স আদিত্যঃ, তদেতত্তেজোঽন্নাদ্যমিত্যুপাসীত, তেজস্ব্যন্নাদো ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—সেই এই হৃদয়ের দেবগণ-কর্তৃক অধিষ্ঠিত পাঁচটি ছিদ্র আছে। তাহার মধ্যে এই হৃদয়ের পূর্ব্বদিকে যে ছিদ্র আছে, তাহাই প্রাণ, তাহাই চক্ষুঃ ও তাহাই আদিত্য-স্বরূপ। উপাসক সেই এই প্রাণকেই তেজঃ ও অন্নাদ্য মনে করিয়া উপাসনা করিবেন। যিনি প্রাণকে এইরূপ বলিয়া জানেন, তিনি তেজস্বী ও প্রচুর অন্নভোজী হন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্য হ বা ইত্যাদিনা গায়ত্র্যাখ্যস্য ব্রহ্মণ উপাসনাঙ্গত্বেন দ্বারপালাদিগুণবিধানার্থমারভতে। যথা লোকে দ্বারপালা রাজ্ঞ উপাসনেন বশীকৃতা রাজপ্রাপ্ত্যর্থা ভবন্তি, তথেহাপীতি। তস্যেতি প্রকৃতস্য হৃদয়স্যেত্যর্থঃ। এতস্যানন্তর-নির্দ্দিষ্টস্য পঞ্চ পঞ্চসঙ্খ্যাকা দেবানাং সুষয়ো দেবসুষয়ঃ স্বর্গলোকপ্রাপ্তিদ্বারচ্ছিদ্রাণি, দেবৈঃ প্রাণাদিত্যাদিভিঃ বক্ষ্যমাণানীত্যতো দেবসুষয়ঃ, তস্য স্বর্গলোকভবনস্য হৃদয়স্যাস্য যঃ প্রাঙ্সুষিঃ পূর্ব্বাভিমুখস্য প্রাগ্‌গতঃ যচ্ছিদ্রং দ্বারং, স প্রাণঃ, তৎস্থঃ তেন দ্বারেণ যঃ সঞ্চরতি বায়ুবিশেষঃ স প্রাগনিতীতি প্রাণঃ। তেনৈব সম্বন্ধমব্যতিরিক্তং তচ্চক্ষুঃ তথৈব স আদিত্যঃ "আদিত্যো হ বৈ বাহ্যপ্রাণঃ" ইতি শ্রুতেঃ চক্ষূরূপপ্রতিষ্ঠাক্রমেণ হৃদি স্থিতঃ; "স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ? চক্ষুষি" ইত্যাদি বাজসনেয়কে। প্রাণবায়ুদেবতৈব হ্যেকা চক্ষুরাদিত্যশ্চ সহাশ্রয়েণ বক্ষ্যতি চ—"প্রাণায় স্বাহেতি হুতং হবিঃ সর্ব্বমেতত্তর্পয়তি" ইতি। তদেতৎ প্রাণাখ্যং স্বর্গলোকদ্বারপালত্বাৎ ব্রহ্ম। স্বর্গলোকং প্রতিপিৎসুস্তেজস্বী এতচ্চক্ষুরাদিত্যস্বরূপেণ অন্নাদত্বাচ্চ সবিতুস্তেজোঽন্নাদ্যম্ ইত্যেতাভ্যাং গুণাভ্যাম্ উপাসীত, ততস্তেজস্বী অন্নাদশ্চ আময়াবিত্বরহিতো ভবতি, য এবং বেদ, তস্যৈতৎ গুণফলম্। উপাসনেন বশীকৃতো দ্বারপঃ স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতুর্ভবতীতি মুখ্যঞ্চ ফলম্। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"তস্য হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা গায়ত্রীনামক ব্রহ্মের আরাধনার অঙ্গ-স্বরূপে দ্বারপালাদির গুণবিধানের জন্য এই প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। ইহলোকে যেমন উপাসনা অর্থাৎ মিষ্ট ও চাটুবাক্য (খোসামোদ) দ্বারা রাজার দ্বারপালকে প্রথমে বশীভূত করিতে পারিলে তাহারা যেমন রাজপ্রাপ্তির নিমিত্ত হয় অর্থাৎ কোন বাধা না দিয়া রাজসমীপে গমনের সহায়

হয়, এ স্থানেও সেইরূপই জানিবে অর্থাৎ ব্রহ্মলাভের নিমিত্ত হৃদয়স্থ পঞ্চদ্বারের রক্ষকদিগের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। 'তস্য' এই শব্দের অর্থ প্রকরণসঙ্গত হৃদয়ের। 'এতস্য' এই শব্দের অর্থ অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট প্রকরণসঙ্গত হৃদয়ের পাঁচটি দেবসুষি অর্থাৎ দেবতাদিগের সুষি বা স্বর্গলোকপ্রাপ্তির দ্বার-স্বরূপ ছিদ্র-সমূহ। দেব অর্থাৎ প্রাণ আদিত্য প্রভৃতি দেবগণ-কর্তৃক রক্ষিত হয় বলিয়া ঐ ছিদ্র-সমূহকে দেবসুষি বলে। তাহার অর্থাৎ স্বর্গলোকে অবস্থিত গৃহস্বরূপ এই হৃদয়ের যে প্রাঙ্‌সুষি অর্থাৎ পূর্ব্বাভিমুখ হৃদয়ের যে পূর্ব্বদিগ্‌গত দ্বারস্বরূপ ছিদ্র, তাহাই প্রাণ অর্থাৎ সেই দ্বাররূপ ছিদ্র দ্বারা সেই স্থানে অবস্থিত যে বায়ু বিশেষ সঞ্চরণ করে, তাহাই পূর্ব্বে গমনশীল বলিয়া প্রাণ নামে অভিহিত হয়। আর প্রসিদ্ধ সেই চক্ষুও তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাহা হইতে অব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথক্ পদার্থ নহে, একই ; আর সেই আদিত্যও সেইরূপ, "আদিত্যই বাহ্য প্রাণ" এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, চক্ষুরূপ অধিষ্ঠানপরম্পরাক্রমে আদিত্যও হৃদয়ে অবস্থিত। বাজসনেয় সংহিতাও বলিয়াছেন—"সেই আদিত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত?" উত্তরে বলা হইয়াছে "চক্ষুতে"। প্রাণবায়ুনামক একই দেবতা এক আশ্রয়ে অবস্থিতিবশতঃ চক্ষুঃ ও আদিত্য নামে অভিহিত হন। পরেও বলিবেন—"প্রাণায় স্বাহা এই মন্ত্রে যে, হবি আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা ইঁহাদের সকলকেই তৃপ্ত করে"। অতএব স্বর্গলাভেচ্ছু তেজস্বী ব্যক্তি স্বর্গলোকের দ্বাররক্ষকত্ব এবং চক্ষুঃ ও আদিত্যস্বরূপে অন্নভোক্তৃত্ব হেতু এই প্রাণনামক ব্রহ্মকে আদিত্যের তেজ ও অন্নাদ্য এই দ্বিবিধ গুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবেন। যে ব্যক্তি এই সমস্ত বিষয় জানেন, তিনি তেজস্বী, প্রচুর অন্নভোজনে সমর্থ ও নীরোগ হন। সেই উপাসকের ইহাই গুণফল অর্থাৎ গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফল ; বাস্তবিকপক্ষে ইহার মুখ্য বা প্রধান ফল হইতেছে—উপাসনা দ্বারা দ্বারপালকে প্রসন্ন করিয়া বশীভূত করিতে পারায় সেই দ্বারপাল স্বর্গলোকে গমনের হেতু অর্থাৎ সহায়স্বরূপ হন ॥ ১ ॥

অথ যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিঃ স ব্যানঃ, তচ্ছ্রোত্রম্‌, স চন্দ্রমাঃ, তদেতচ্ছ্রীশ্চ যশশ্চেত্যুপাসীত ; শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি, য এবং বেদ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—আর এই হৃদয়ের যে দক্ষিণভাগস্থ ছিদ্র, তাহা ব্যান নামক বায়ুবিশেষ, তাহাই শ্রোত্রস্বরূপ ও তাহাই চন্দ্রস্বরূপ। সেই এই হৃদয়কে শ্রী ও যশ বিবেচনায় উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এই হৃদয়কে এইরূপে জানেন, তিনি শ্রীমান্ ও যশস্বী হন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিঃ, তৎস্থো বায়ুবিশেষঃ, স বীর্য্যবৎ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ বিগৃহ্য বা প্রাণাপানৌ নানা বা অনিতীতি ব্যানঃ, তৎসম্বদ্ধমেব চ তচ্ছ্রোত্রমিন্দ্রিয়ম্। তথা স চন্দ্রমাঃ—"শ্রোত্রেণ সৃষ্টা দিশশ্চ চন্দ্রমাশ্চ" ইতি শ্রুতেঃ। সহাশ্রয়ৌ পূর্ব্ববৎ। তদেতচ্ছ্রীশ্চ বিভূতিঃ শ্রোত্রচন্দ্রমসোর্জ্ঞানান্নহেতুত্বমতস্তাভ্যাং শ্রীত্বম্। জ্ঞানান্নবতশ্চ যশঃ খ্যাতির্ভবতীতি যশোহেতুত্বাদ্‌যশস্ত্বম্; অতস্তাভ্যাং গুণাভ্যামুপাসীতেত্যাদি সমানম্॥ ২॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর এই হৃদয়ের দক্ষিণে অবস্থিত যে ছিদ্র, অর্থাৎ সেই স্থানে অবস্থিত বায়ুবিশেষ, তাহা বীর্য্যবৎ কর্ম্ম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ কর্ম্ম অথবা বলসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করে বলিয়া অথবা প্রাণ ও অপানকে নিগৃহীত করে বলিয়া অথবা বিবিধভাবে বিচরণ করে বলিয়া ইহাকে ব্যান বলে। সেই শ্রোত্রেন্দ্রিয় তাহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং চন্দ্রও সেইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"শ্রোত্রের দ্বারাই দিক্‌সমূহ ও চন্দ্র সৃষ্ট হইয়াছিল।" পূর্ব্বের ন্যায় এই দুইটিও একাশ্রয়বিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যান বায়ুরূপ একই দেবতা একাশ্রয়ে অবস্থিতি-বশতঃ শ্রোত্র ও চন্দ্র নামে অভিহিত হয়। সেই এই হৃদয়ের দক্ষিণভাগস্থ ছিদ্রস্বরূপ ব্যান নামক ব্রহ্মই শ্রী অর্থাৎ বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য; কারণ, শ্রোত্র ও চন্দ্র উভয়েই জ্ঞান ও অন্নলাভের হেতুস্বরূপ, এই দ্বিবিধ গুণ থাকাতেই ইহার শ্রীত্ব সিদ্ধ হয়। জ্ঞানী ও অন্নসম্পন্ন ব্যক্তির আপনা হইতেই যশ বা খ্যাতি লাভ হয়, অতএব জ্ঞান ও অন্নই যশোলাভের হেতু বলিয়া উহারাই যশঃস্বরূপ। সুতরাং উক্ত উভয়বিধ গুণদ্বারাই ব্যানাখ্য ব্রহ্মের উপাসনা করিবে ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বশ্রুতির অনুরূপ অর্থাৎ আহারসময়ে "ব্যানায় স্বাহা" বলিয়া যে আহুতি প্রদত্ত হয়, সেই আহুত হবিঃই সকলের পোষণ করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যান স্বর্গধামের দ্বারস্বরূপ হেতু উহাই ব্রহ্ম। যাহারা স্বর্গলোকলাভে অভিলাষী, তাহারা শ্রোত্রে ও চন্দ্রমাতে ব্যানবায়ুর আরাধনা করিবে। তাহাতে তাহারা শ্রীসম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান্ হইতে পারে। যে ব্যক্তি এই প্রকার অবগত হন, তিনিও যশ, শ্রী প্রভৃতির ভাগী হইতে পারেন। ইহা উক্ত আরাধনার প্রশংসামাত্র এবং আরাধনা দ্বারা উক্তরূপ দ্বারপালকে বশীভূত করিয়া স্বর্গধামলাভের হেতুভূত মুখ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ২॥

অথ যোঽস্য প্রত্যঙ্ সুষিঃ সোঽপানঃ, সা বাক্, সোঽগ্নিঃ, তদেতদ্‌ব্রহ্মবর্চ্চসমন্নাদ্যমিত্যুপাসীত, ব্রহ্মবর্চ্চস্যন্নাদো ভবতি, য এবং বেদ॥ ৩॥

অনুবাদ।—আর এই হৃদয়ের পশ্চিমভাগে অবস্থিত যে ছিদ্র, তাহা

অপান নামক বায়ুবিশেষ। তাহাই বাক্ ও তাহাই অগ্নিস্বরূপ। সেই এই অপানাখ্য ব্রহ্মকে ব্রহ্মতেজ ও অন্নাদ্য মনে করিয়া উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি ইহাকে এইরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া জানেন, তিনিও ব্রহ্মবর্চ্চসী অর্থাৎ ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ও প্রচুর অন্নভোজনে সমর্থ হন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যোঽস্য প্রত্যঙ্সুষিঃ পশ্চিমস্তৎস্থো বায়ুবিশেষঃ, স মূত্রপুরীষাদ্যপনয়ন্নধোঽনিতীত্যপানঃ। সা তথা সা বাক্, তৎসম্বন্ধাৎ, তথা অগ্নিঃ, তদেতদ্ব্রহ্মবর্চ্চসং বৃত্তস্বাধ্যায়নিমিত্তং তেজো ব্রহ্মবর্চ্চসম্, অগ্নিসম্বন্ধাৎ বৃত্তস্বাধ্যায়স্য। অন্নগ্রসনহেতুত্বাদপানস্যান্নাদ্যত্বম্। সমানমন্যৎ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর এই হৃদয়ের পশ্চিমভাগে স্থিত যে ছিদ্র অর্থাৎ তাহাতে অবস্থিত বায়ুবিশেষ, সেই বায়ু মল-মূত্র প্রভৃতিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক অধোদিকে গমন করে বলিয়া ইহার নাম অপান। পূর্ব্বের ন্যায় তাহাই বাক্, কারণ, উহা বাক্যের সহিত সংসৃষ্ট। এবং উহাই অগ্নিস্বরূপ। সেই এই অপানাখ্য ব্রহ্মই ব্রহ্মতেজঃস্বরূপ। বৃত্ত অর্থাৎ সদাচার ও বেদাধ্যয়নজনিত যে তেজঃ, তাহাকেই ব্রহ্মবর্চ্চস্ বলে; কারণ, বৃত্ত ও স্বাধ্যায় উভয়ই অগ্নির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। অন্নগ্রাস করার হেতুভূত বলিয়া অপান বায়ুর অন্নাদ্যত্ব সিদ্ধ হয়। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ আহারসময়ে "অপানায় স্বাহা" বলিয়া যে আহুতি প্রদত্ত হয়, সেই আহুত হবিঃই সকলের পোষণ করিয়া থাকে। সুতরাং অপান বায়ু স্বর্গধামের দ্বারস্বরূপ হেতু ইহাই ব্রহ্ম। যাহারা স্বর্গলাভে অভিলাষী, তাহারা বাক্য ও অগ্নিতে অপান বায়ুর আরাধনা করিবে, তাহাতে তাহারা ব্রহ্ম-তেজ লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি এইরূপ অবগত হন, তিনিই ব্রহ্মতেজ প্রভৃতি ফলভাগী হইতে পারেন এবং আরাধনা দ্বারা বশীভূত করিয়া স্বর্গলাভের হেতুভূত মুখ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

অথ যোঽস্যোদঙ্ সুষিঃ স সমানঃ, তন্মনঃ, স পর্জ্জন্যঃ, তদেতৎ কীর্ত্তিশ্চ ব্যুষ্টিশ্চেত্যুপাসীত ; কীর্ত্তিমান্ ব্যুষ্টিমান্ ভবতি, য এবং বেদ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—আর এই হৃদয়ের উত্তরদিকে অবস্থিত যে ছিদ্র, তাহাই সমান নামক বায়ুবিশেষ। তাহাই মন ও তাহাই পর্জ্জন্য। এই সমান বায়ুকে কীর্ত্তি ও ব্যুষ্টি বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এই বিষয় জানেন, তিনি কীর্ত্তিমান্ ও ব্যুষ্টিমান্ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাভাজন হন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যোঽস্য উদঙ্সুষিঃ উদগ্গতঃ সুষিঃ তৎস্থো

বায়ুবিশেষঃ, সোঽশিতপীতে সমং নয়তীতি সমানঃ। তৎসম্বন্ধঃ মনোঽন্তঃকরণং, স পর্জ্জন্যো বৃষ্ট্যাত্মকো দেবঃ, পর্জ্জন্যনিমিত্তাশ্চাপ ইতি। "মনসা সৃষ্টা আপশ্চ বরুণশ্চ" ইতি শ্রুতেঃ। তদেতৎ কীর্ত্তিশ্চ, মনসো জ্ঞানস্য কীর্ত্তিহেতুত্বাৎ। আত্মপরোক্ষং বিশ্রুতত্বং কীর্ত্তির্যশঃ। স্বকরণসংবেদ্যং বিশ্রুতত্বং ব্যুষ্টিঃ, কান্তির্দ্দেহগতং লাবণ্যম্। ততশ্চ কীর্ত্তিসম্ভবাৎ কীর্ত্তিশ্চেতি। সমানমন্যৎ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর এই হৃদয়ের উত্তরদিগ্‌গত যে ছিদ্র অর্থাৎ তাহাতে অবস্থিত বায়ুবিশেষ, সেই বায়ু ভুক্ত ও পীত দ্রব্যকে সমতা প্রাপ্ত করায় অর্থাৎ সমভাবে পরিপাক করে বলিয়া সমান নামে অভিহিত হয়। মন অর্থাৎ অন্তঃকরণ ঐ সমান বায়ুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং তাহাই পর্জ্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টিরূপ দেবতা; বৃষ্টিরূপ দেবও সেই সমান বায়ুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত, পর্জ্জন্য হইতেই জল সমুদ্ভূত হয়। শ্রুতিও আছে, "জল ও বরুণ উভয়েই মনের সহিত সৃষ্ট হইয়াছিল"। মন অর্থাৎ জ্ঞানই কীর্ত্তির হেতুভূত বলিয়া সেই এই সমান বায়ু কীর্ত্তিস্বরূপ। নিজের পরোক্ষভাবে বা অজ্ঞাতভাবে যে প্রসিদ্ধিলাভ, তাহাই কীর্ত্তি বা যশঃ, আর নিজের ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূয়মান যে প্রসিদ্ধিলাভ, তাহাই ব্যুষ্টি অর্থাৎ কান্তি বা দৈহিকলাবণ্য, সেই লাবণ্য হইতেই কীর্ত্তি সম্ভূত হয় বলিয়া তাহাকে কীর্ত্তি বলা যায়। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ আহারসময়ে "সমানায় স্বাহা" বলিয়া যে আহুতি প্রদত্ত হয়, সেই আহুত হবিঃই সকলের পোষণ করিয়া থাকে। সুতরাং সমানবায়ু স্বর্গধামের দ্বারস্বরূপ হেতু ইহাই ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এই প্রকার অবগত হন, তিনিও কীর্ত্তি প্রভৃতি ফলভাগী হইতে পারেন এবং আরাধনা দ্বারা উক্তরূপ দ্বারপালকে বশীভূত করিয়া স্বর্গলোকলাভের হেতুভূত মুখ্যফল প্রাপ্ত হন ॥ ৪ ॥

অথ যোঽস্যোর্দ্ধ্বঃ সুষিঃ, স উদানঃ, স বায়ুঃ, স আকাশঃ; তদেতদোজশ্চ মহশ্চেত্যুপাসীত, ওজস্বী মহস্বান্ ভবতি, য এবং বেদ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—আর এই হৃদয়ের যে ঊর্দ্ধদেশস্থ ছিদ্র, তাহা উদান নামক বায়ুবিশেষ। তাহাই বায়ু, তাহাই আকাশ। সেই এই উদান বায়ুকে ওজঃ অর্থাৎ বল ও মহঃ অর্থাৎ তেজ বা প্রকাশ বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তিনি নিজেও ওজস্বী অর্থাৎ বলবান্ ও মহস্বান্ অর্থাৎ তেজস্বী বা দীপ্তিমান্ হন ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যোঽস্যোর্দ্ধ্বঃ সুষিঃ, স উদানঃ, আ-পাদতলাৎ

আরভ্যোর্দ্ধমুৎক্রমণাদুৎক্রমণার্থঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিত্যুদানঃ, স বায়ুঃ, তদাধারশ্চাকাশঃ, তদেতৎ বায়্বাকাশয়োরোজোহেতুত্বাদোজো বলং, মহত্ত্বাচ্চ মহ ইতি। সমানমন্যৎ ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর এই হৃদয়ের ঊর্দ্ধদেশস্থ যে ছিদ্র, তাহাই উদান। পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধভাগে উৎক্রমণ অর্থাৎ উদ্গমন করে বলিয়া ও উৎক্রমণ অর্থাৎ দেহ হইতে নিক্রান্ত হওয়ার নিমিত্ত যে সমস্ত কর্ম্ম প্রয়োজন, ঐ কর্ম্ম সম্পাদন করে বলিয়া উহাকে উদান নামে অভিহিত করা হয়। উহাই বায়ুস্বরূপ ও তাহার আধার আকাশস্বরূপ। বায়ু ও আকাশ ওজঃ ও মহঃ অর্থাৎ তেজের হেতুস্বরূপ বলিয়া সেই এই সমান বায়ুই ওজঃ অর্থাৎ বল ও মহঃ অর্থাৎ তেজঃ বা দীপ্তিস্বরূপ। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ আহারসময়ে "উদানায় স্বাহা" বলিয়া যে আহুতি প্রদত্ত হয়, সেই আহুত হবিঃই সকলের পোষণ করিয়া থাকে। সুতরাং উদানবায়ু স্বর্গধামের দ্বারস্বরূপ হেতু ইহাই ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এই প্রকার অবগত হন, তিনিও বল প্রভৃতি কীর্ত্তির ফলভাগী হইতে পারেন এবং আরাধনা দ্বারা উক্তরূপ দ্বারপালকে বশীভূত করিয়া স্বর্গলোকলাভের হেতুভূত মুখ্যফল প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥

তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ, স য এতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ, অস্য কুলে বীরো জায়তে, প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং, য এতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—সেই এই পাঁচটি প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষই স্বর্গলোকের দ্বাররক্ষকস্বরূপ। যে কোন ব্যক্তি এই পাঁচটি ব্রহ্ম পুরুষকে এইরূপ ভাবে স্বর্গ-লোকের দ্বাররক্ষক বলিয়া জানেন, ইঁহার বংশে বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করে। যিনি এই পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষকে এইরূপ ভাবে স্বর্গলোকের দ্বাররক্ষক বলিয়া জানেন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তে বৈ এতে যথোক্তাঃ পঞ্চসুষিসম্বন্ধাৎ পঞ্চ ব্রহ্মণো হার্দ্দস্য পুরুষা রাজপুরুষা ইব দ্বারস্থাঃ স্বর্গস্য হার্দ্দস্য লোকস্য দ্বারপাঃ দ্বারপালাঃ। এতৈর্হি চক্ষুঃশ্রোত্রবাঙ্মনঃপ্রাণৈর্ব্বহির্মুখপ্রবৃত্তৈর্ব্রহ্মণো হার্দ্দস্য প্রাপ্তিদ্বারাণি নিরুদ্ধানি। প্রত্যক্ষং হ্যেতৎ অজিতকরণতয়া বাহ্যবিষয়াসঙ্গানৃতপ্ররূঢ়ত্বান্ন হার্দ্দে ব্রহ্মণি মনস্তিষ্ঠতি। তস্মাৎ সত্যমুক্তমেতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপা ইতি। অতঃ স য এতানেবং যথোক্তগুণবিশিষ্টান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ উপাস্তে উপাসনয়া বশীকরোতি, স রাজদ্বারপালানিবোপাসনেন বশীকৃত্য তৈরনিবারিতঃ প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং রাজানমিব

হার্দ্দং ব্রহ্ম। কিঞ্চাস্য বিদুষঃ কুলে বীরঃ পুত্রো জায়তে, বীরপুরুষসেবনাৎ। তস্য, চ ঋণাপাকরণেন ব্রহ্মোপাসনাপ্রবৃত্তিহেতুত্বম্। ততশ্চ স্বর্গলোকপ্রতিপত্তয়ে পারম্পর্য্যেণ, ভবতীতি স্বর্গলোকপ্রতিপত্তিরেবৈকং ফলম্। ৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত হৃদয়স্থ পঞ্চ ছিদ্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সেই এই হৃদয়স্থ পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষ অর্থাৎ হৃদয়স্থ ব্রহ্মের অধীন পঞ্চ বায়ুই দ্বারস্থিত রাজপুরুষ অর্থাৎ রাজদ্বারে অবস্থিত দ্বারপালের ন্যায় হৃদয়সম্বন্ধী স্বর্গলোকের দ্বারপালস্বরূপ। বহির্ম্মুখপ্রবৃত্ত অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ে আসক্ত এই সমস্ত চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাক্, মন ও প্রাণ দ্বারা হৃদয়স্থ ব্রহ্মের প্রাপ্তির দ্বার বা উপায়সমূহ অবরুদ্ধ হইয়া আছে। ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিতে না পারিলে রূপ-রসাদি বাহ্যবিষয়-সমূহে আসক্তিরূপ মিথ্যাবস্তুতে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় হৃদয়স্থ ব্রহ্মে যে মনঃসংযোগ করিতে পারা যায় না, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ; অতএব এই পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষ স্বর্গলোকের দ্বারপাল এই যে উক্তি, ইহা সত্যই। অতএব যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন স্বর্গলোকের দ্বারপালস্বরূপ এই পাঁচটিকে জানেন অর্থাৎ উপাসনা করেন বা উপাসনা দ্বারা বশীভূত করিতে পারেন, তিনি উপাসনা অর্থাৎ প্রিয়বাক্য দ্বারা রাজার দ্বারপালদিগকে বশীভূত করিতে পারিলে যেমন তাহাদিগের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হইয়া অনায়াসেই রাজার দর্শন লাভ করিতে পারেন, সেইরূপ এই পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারপালস্বরূপ এই পাঁচটি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হইয়া হৃদয়স্থ ব্রহ্মরূপ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। আরও এই বীরপুরুষগণের আরাধনার ফলে এই উপাসকের বংশে বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্র পিতৃলোকের ঋণ পরিশোধের ও ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ হয় অর্থাৎ পুত্র দ্বারা উপাসক পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করেন, সুতরাং ঐ পুত্র ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্তির সহায়স্বরূপ হয়, এইরূপই ঐ পুত্র পরম্পরাসম্বন্ধে স্বর্গলোক-প্রাপ্তিরও সহায়স্বরূপ হয়, অতএব স্বর্গলোকপ্রাপ্তিই ইহার একমাত্র ফল ॥ ৬ ॥

অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষু, ইদং বাব তৎ, যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—আর এই দ্যুলোক অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্বর্গলোকেরও উপর, বিশ্বেরও উপর, সমস্ত জগতেরই উপর, এমন কি, যাহা অপেক্ষা আর উত্তম নাই, সেই অত্যুত্তম সত্যলোকাদিতে যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে, ইহাই তাহা, যাহা এই পুরুষের অভ্যন্তরে স্থিত জ্যোতিঃ অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ ও সর্ব্বলোকোপরি

সত্যাদি লোকে অবস্থিত জ্যোতিঃপদার্থ একই, উভয়ের কোন পার্থক্যই নাই ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যদসৌ বিদ্বান্ স্বর্গং লোকং বীরপুরুষসেবনাৎ প্রতিপদ্যতে, যচ্চোক্তং "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি, তদিদং লিঙ্গেন চক্ষুঃশ্রোত্রেন্দ্রিয়-গোচরমাপাদয়িতব্যম্; যথাগ্ন্যাদির্ধূমাদিলিঙ্গেন। তথা হেবমেবেদমিতি যথোক্তেঽর্থে দৃঢ়া প্রতীতিঃ স্যাৎ, অনন্যত্বেন চ নিশ্চয় ইতি। অত আহ—যদতোঽমুষ্মাদ্দিবো দ্যুলোকাৎ পরঃ পরমিতি লিঙ্গব্যত্যয়েন, জ্যোতির্দীপ্যতে, স্বয়ংপ্রভং সদা প্রকাশত্বা-দ্দীপ্যতে ইব দীপ্যতে ইত্যুচ্যতে। অগ্ন্যাদিবজ্জ্বলনলক্ষণায়া দীপ্তেরসম্ভবাৎ। বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বিত্যেতস্য ব্যাখ্যানং সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বিতি, সংসারাদুপরীত্যর্থঃ, সংসার এব হি সর্ব্বঃ। অসংসারিণ একত্বান্নির্ভেদত্বাচ্চ। অনুত্তমেষু—তৎপুরুষসমাসাশঙ্কানিবৃত্তয়ে আহ, উত্তমেষু লোকেষ্বিতি সত্যলোকাদিষু, হিরণ্যগর্ভাদিকার্য্যরূপস্য পরস্যেশ্বরস্যাসন্নত্বাদুচ্যতে উত্তমেষু লোকেষ্বিতি। ইদং বাব ইদমেব তৎ যদিদমস্মিন্ পুরুষেঽন্তর্মধ্যে জ্যোতিঃ চক্ষুঃশ্রোত্র-গ্রাহ্যেণ লিঙ্গেনোষ্ণিম্না শব্দেন চ অবগম্যতে যত্ত্বচা স্পর্শরূপেণ গৃহ্যতে, তচ্চক্ষুষৈব। দৃঢ়-প্রতীতিকরত্বাদ্বোঽবিনাভূতত্বাচ্চ রূপস্পর্শয়োঃ ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, গায়ত্রীকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে, তাহার জন্য প্রাণাদি দ্বারপালের উপাসনা কর্ত্তব্য। দ্বারপালোপাসনার ফল পৃথক্ নহে, যে হেতু, অঙ্গকার্য্যের ফল প্রধান কার্য্যের ফলে সহায়রূপে প্রবৃত্ত হয়। সম্প্রতি ব্রহ্মোপাসনার অন্য প্রকার বলিতেছেন। আর এই উপাসক পূর্ব্বোক্ত প্রাণাদি পঞ্চ বীরপুরুষের আরাধনা দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন ও দ্যুলোকে ইহার তিনটি পাদ অবস্থিত আছে, তাহাই অমৃত এই যে সমস্ত বলা হইয়াছে, সম্প্রতি সেই সমস্ত বিষয়কে, ধূম প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা যেমন অগ্নি প্রভৃতির প্রতীতি হয়, সেইরূপ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণে-ন্দ্রিয়ের গোচর করা কর্ত্তব্য, কারণ, সেইরূপ করিতে পারিলেই, পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে 'ইহা এইরূপই বটে,' এইরূপ একটা দৃঢ় প্রতীতি হইতে পারে, অর্থাৎ এই দুইটি বিষয় যে পৃথক নহে, একই, এইরূপ একটা সুদৃঢ় ধারণা হইতে পারে। এই জন্যই বলিতেছেন—এই দ্যুলোকেরও পর অর্থাৎ স্বর্গেরও উপর যে জ্যোতিঃপদার্থ দীপ্তি পাইতেছে; এ স্থানে 'পরঃ' এই শব্দটি পুংলিঙ্গে প্রয়োগ করা হইয়াছে, কিন্তু উহাকে "পরম্" এইরূপে ক্লীবলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে, 'দীপ্তি পাইতেছে' এইরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু অগ্নি প্রভৃতি তৈজসিক পদার্থ যেরূপ প্রজ্বলিত হয়, এই দীপ্তির সেরূপ জ্বলনাত্মিকা দীপ্তি সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া বলিতেছেন, দীপ্তির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে, কারণ, সেই যে জ্যোতিঃপদার্থ, তাহা

স্বয়ংপ্রভ অর্থাৎ অন্য কেহই তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, নিজের প্রভাতেই সদা স্বপ্রকাশ, তাহা সর্ব্বদাই প্রকাশমান, কোন সময়েই তাহার অন্যথা হয় না। মূলে যে "বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু" বলা হইয়াছে, "সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু" এই বাক্যটি "বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু" ইহারই ব্যাখ্যা-স্বরূপ, বিশ্বের উপর অর্থাৎ সকলের উপর অর্থাৎ সমস্ত সংসারেরই উপরে, কারণ, সংসারই হইল সব অর্থাৎ সর্ব্বশব্দের অভিধেয়। যাহারা অসংসারী, তাহারা এক, তাহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই, এই জন্যই সংসারই সর্ব্বপদের অভিধেয়। অনুত্তমেষু এই পদটি তৎপুরুষসমাসে নিষ্পন্ন হয় নাই অর্থাৎ ন উত্তম অনুত্তম, উত্তম নহে, অপকৃষ্ট; পাছে কেহ এইরূপ অর্থ কল্পনা করেন, সেই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন, অনুত্তম শব্দের অর্থ যাহা হইতে আর উত্তম লোক নাই, সেই সত্যলোকাদি উত্তম লোকসমূহ। হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি দেবগণ কার্য্যস্বরূপ অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু হইলেও তাঁহারা পরমেশ্বরের অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী বলিয়া তাঁহাদের লোককেও উত্তম লোক বলা হইয়াছে। ইহাই তাহা, যাহা এই পুরুষে অর্থাৎ পুরুষসংজ্ঞক দেহের অভ্যন্তরে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য উষ্ণতা ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দরূপ লক্ষণের দ্বারা জ্যোতিঃস্বরূপ পদার্থরূপে অনুভূত হয়। এ স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, উষ্ণতা স্পর্শোপলভ্য, স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, কিন্তু এ স্থানে বলিতেছেন, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য উষ্ণতা, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহারই সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন— ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শরূপে যাহা অনুভূত হয়, তাহাও সুদৃঢ় প্রতীতিজনক বলিয়া তাহা যেন চক্ষুঃ দ্বারাই অর্থাৎ চাক্ষুষবৎ দ্বারাই অনুভূত হয়, বিশেষতঃ রূপ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ অবিনাভূত অর্থাৎ একেকে পরিত্যাগ করিয়া অপরটি থাকিতে পারে না, এই জন্যই উষ্ণস্পর্শকেও চক্ষুগ্রাহ্য বলা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

তস্যৈষা দৃষ্টিঃ, যত্রৈতদস্মিঞ্ছরীরে সংস্পর্শেনোষ্ণিমানং বিজানাতি, তস্যৈষা শ্রুতিঃ—যত্রৈতৎ কর্ণাবপিগৃহ্য নিনদমিব নদথুরিবাগ্নেরিব জ্বলত উপশৃণোতি, তদেতদ্দৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চেত্যুপাসীত, চক্ষুষ্যঃ শ্রুতো ভবতি, য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৮ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—দেহান্তরস্থ সেই পরজ্যোতির ইহাই দৃষ্টি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শনরূপ চিহ্ন, অর্থাৎ সেই জ্যোতির্ম্ময় যে এই দেহাভ্যন্তরেই আছেন, তাহা দেখিবার অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে জানিবার ইহাই উপায় যে, যে সময়ে এই শরীরে এইরূপ ভাবে স্পর্শ দ্বারা দেহের উষ্ণতা উপলব্ধি হয়, (যতক্ষণ সেই পরজ্যোতিঃসম্পন্ন

পরমাত্মা দেহমধ্যে থাকেন, ততক্ষণই জীবদেহে উষ্মার উপলব্ধি হয়, তিনি দেহ পরিত্যাগ করিলেই দেহ তুষারশীতল হইয়া যায়) আর তাঁহার ইহাই শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণাত্মক চিহ্ন যে, যে সময় কর্ণদ্বয়ের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া কর্ণ-রন্ধ্রকে আবৃত করিলে প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দের ন্যায় একটা 'শোঁ শোঁ' বা 'হু হু' শব্দ অনুভূত হয়, এই শব্দ শ্রবণই সেই জ্যোতিঃপদার্থের দেহাভ্যন্তরে থাকার লক্ষণ (কর্ণরন্ধ্র অঙ্গুলি দ্বারা আচ্ছন্ন করিলে প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দের ন্যায় একটা শব্দ সকলেই অনুভব করিয়া থাকে) সেই এই জ্যোতিঃপদার্থকে দৃষ্ট এবং শ্রুত এই-রূপ মনে করিয়া উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এই উপাসনার বিষয় জানেন, তিনি নিজেও চক্ষুষ্য অর্থাৎ সুদর্শন ও শ্রুত অর্থাৎ বিখ্যাত হন ॥ ৮ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—কথং পুনস্তস্য জ্যোতিষো লিঙ্গং ত্বগ্‌দৃষ্টিগোচরত্বমা-পদ্যতে? ইত্যাহ, যত্র যস্মিন্ কালে, এতদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্, অস্মিন্ শরীরে হস্তেনালভ্য সংস্পর্শেনোষ্ণিমানং রূপসহভাবিনমুষ্ণস্পর্শভাবং বিজানাতি, স হ্যুষ্ণিমা নাম-রূপব্যাকর-ণায় দেহমনুপ্রবিষ্টস্য চৈতন্যাত্মজ্যোতিষো লিঙ্গমব্যভিচারাৎ। ন হি জীবন্তমাত্মানমুষ্ণিমা ব্যভিচরতি। "উষ্ণ এব জীবিষ্যন্ শীতো মরিষ্যন্" ইতি হি বিজ্ঞায়তে; মরণকালে চ তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামিতি পরেণাবিভাগত্বোপগমাৎ; অতোঽসাধারণং লিঙ্গ-মৌষ্ণ্যমগ্নেরিব ধূমঃ। অতস্তস্য পরস্যৈষা দৃষ্টিঃ সাক্ষাদিব দর্শনং, দর্শনোপায়ঃ ইত্যর্থঃ। তথা তস্য জ্যোতিষ এষা শ্রুতিঃ শ্রবণং, শ্রবণোপায়োঽপ্যুচ্যমানঃ—যত্র যদা পুরুষো জ্যোতিষো লিঙ্গং শুশ্রূষতি শ্রোতুমিচ্ছতি, তদৈতৎ কর্ণাবপিগৃহ্য এতচ্ছব্দঃ ক্রিয়া-বিশেষণম্। অপিগৃহ্য অপিধায়েত্যর্থঃ, অঙ্গুলিভ্যাং প্রোর্ণুত্য নিনদমিব—রথস্যেব ঘোষো নিনদঃ তমিব শৃণোতি, নদথুরিব ঋষভকূজিতমিব শব্দঃ, যথা চাগ্নের্বহির্জ্বলতঃ এবং শব্দমন্তঃশরীরে উপশৃণোতি। তদেতজ্জ্যোতির্দৃষ্টশ্রুতলিঙ্গত্বাৎ দৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চেত্যুপাসীত। তথোপাসনাচ্চক্ষুষ্যো দর্শনীয়ঃ, শ্রুতো বিশ্রুতশ্চ। যৎ স্পর্শগুণোপাসননিমিত্তং ফলং, তৎ রূপে সম্পাদয়তি চক্ষুষ্য ইতি, রূপস্পর্শয়োঃ সহভাবিত্বাৎ, ইষ্টত্বাচ্চ দর্শনীয়তায়াঃ। এবঞ্চ বিদ্যায়াঃ ফলমুপপন্নং স্যান্ন তু মৃদুত্বাদিস্পর্শবত্ত্বে। য এবং যথোক্তৌ গুণৌ বেদ। স্বর্গলোকপ্রতিপত্তিস্তূক্তমদৃষ্টং ফলম্। দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ ॥ ৮ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই জ্যোতিঃপদার্থের যে লক্ষণ অর্থাৎ তিনি যে দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত, তাহা জানিবার যে উপায়, তাহা ত্বগিন্দ্রিয় ও দর্শনে-ন্দ্রিয়ের গোচরীভূত কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—মূল শ্রুতিতে 'এতৎ' এই শব্দটি 'বিজানাতি' এই ক্রিয়ার বিশেষণ, অর্থাৎ এইরূপ ভাবে জানিতে পারে; যে সময়ে এই শরীরে জীবিত ব্যক্তির দেহে হস্ত দ্বারা

স্পর্শ করিলে উষ্ণিমা অর্থাৎ রূপসহভাবি অর্থাৎ রূপের সহিতই সঞ্জাত উষ্ণস্পর্শভাব অনুভূত হয়, সেই উষ্ণিমা বা উষ্ণতাই নাম-রূপ প্রকাশের নিমিত্ত দেহমধ্যে প্রবিষ্ট চৈতন্যস্বরূপ আত্মজ্যোতির অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার লক্ষণ বলিয়া জানিবে, এই লক্ষণের কখনই অন্যথাভাব হয় না। দেখ—উষ্ণতা জীবিত আত্মা অর্থাৎ জীবাধিষ্ঠিত দেহকে কখনই পরিত্যাগ করে না; দেহের উষ্ণতাই জীবিতের এবং শৈত্যই মৃতের লক্ষণ, কারণ, মৃত্যুকালে "তেজোভূত অর্থাৎ দেহের তৈজসিক অংশ পরম দেবতায় বিলীন হয়" এই শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, মৃত্যুকালে দৈহিক তেজ পরম দেবতার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। অতএব ধূম যেমন অগ্নির বিশিষ্ট লক্ষণ, সেইরূপ উষ্ণতাও জীবাধিষ্ঠিতের বিশিষ্ট লক্ষণ, সুতরাং এই উষ্ণতাই পরদেবতা যে দেহমধ্যে আছেন, তাহা দর্শনের অর্থাৎ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ উপায়। সেইরূপ সেই জ্যোতিঃপদার্থের শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ বা শ্রবণের উপায়ও বলিতেছেন—লোকসমূহ যখন এই জ্যোতিঃপদার্থের লক্ষণকে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে, তখন কর্ণদ্বয়কে এইভাবে আবৃত করিয়া অর্থাৎ অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা দুইটি কর্ণরন্ধ্র আচ্ছাদন করিলে নিনদ অর্থাৎ রথ চলিবার সময় যে শব্দ হয়, সেই শব্দের ন্যায় শব্দ শ্রবণ করে, অথবা নদথু অর্থাৎ বৃষের ধ্বনির ন্যায় শব্দ, অথবা বহির্দ্দেশে প্রজ্বলিত অগ্নির যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ শরীরাভ্যন্তরেও শ্রবণ করিয়া থাকে। এই দর্শন ও শ্রবণরূপ লক্ষণ থাকায় সেই জ্যোতিঃপদার্থ এই দেহমধ্যে দৃষ্ট ও শ্রুত মনে করিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে যেন সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছি, এইরূপ ধারণা করিয়াই উপাসনা করিবে। এইরূপ উপাসনা করিলে সেই উপাসক দর্শনীয় অর্থাৎ মনোহর রূপসম্পন্ন ও শ্রুত অর্থাৎ বিশ্রুত বা সর্ব্বত্র বিখ্যাত হন। স্পর্শগুণের উপাসনা করার যে ফল, তাহা 'চক্ষুষ্যঃ' এই পদের দ্বারা রূপেও সম্পাদন বা বিধান করিতেছেন; অর্থাৎ স্পর্শগুণের উপাসনা দ্বারা যে রূপ লাভ করা যায়, 'চক্ষুষ্যঃ' এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাহাই জানাইতেছেন, কারণ, রূপ ও স্পর্শ পরস্পর সহভাবী অর্থাৎ এককে পরিত্যাগ করিয়া অপরটি থাকিতে পারে না, আর দর্শনীয়তা অর্থাৎ সুদর্শন হওয়াও সকলেরই অভিলষিত বিষয়। এইরূপ হইলেও বিদ্যা বা উপাসনার ফল উপপন্ন হয় অর্থাৎ উপযুক্ত ফললাভ হয়, কিন্তু কোমলতাদি স্পর্শবত্তার লাভকে উপযুক্ত ফললাভ বলা যায় না। যে ব্যক্তি উক্ত গুণদ্বয়কে এইরূপ ভাবে জানেন, তাঁহার সাক্ষাৎ ফল পূর্ব্বোক্তরূপ, আর অদৃষ্ট অর্থাৎ পরোক্ষ ফল স্বর্গলাভ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই উপাসনাবিষয়ে আদরাধিক্য জ্ঞাপনের নিমিত্ত "য এবং বেদ" এই বাক্যটি দুইবার প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ৮ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়প্রপাঠকে

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথা ক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি ; স ক্রতুং কুর্ব্বীত ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—সমস্তই ব্রহ্ম হইতেই জাত, ব্রহ্মেই লীন ও ব্রহ্মের অনুগ্রহেই জীবন ধারণ করে বলিয়া দৃশ্যমান এই সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব শান্তভাবে অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিয়া সংযতচিত্তে তাঁহার উপাসনা করিবে। যে হেতু, পুরুষ অর্থাৎ জীব ক্রতুময় অর্থাৎ সঙ্কল্পপ্রধান, ইহ জগতে পুরুষ যেরূপ সঙ্কল্পবিশিষ্ট হয়, এই লোক হইতে পরলোকে গিয়াও সেইরূপই হয় ; অতএব পুরুষ ক্রতু অর্থাৎ সঙ্কল্প বা শুভ সঙ্কল্প করিবে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পুনস্তস্যৈব ত্রিপাদমৃতস্য ব্রহ্মণোঽনন্তগুণবতোঽনন্তশক্তেরনেকভেদোপাস্যস্য বিশিষ্টগুণশক্তিমত্ত্বেনোপাসনং বিধিৎসন্নাহ। সর্ব্বং সমস্তং, খল্বিতি বাক্যালঙ্কারার্থো নিপাতঃ। ইদং জগন্নামরূপবিকৃতং প্রত্যক্ষাদিবিষয়ং ব্রহ্ম কারণং, বৃদ্ধতমত্বাদ্‌ব্রহ্ম। কথং সর্ব্বস্য ব্রহ্মত্বমিতি ? অত আহ, তজ্জলানিতি—তস্মাৎ ব্রহ্মণো জাতং তেজোঽবন্নাদিক্রমেণ সর্ব্বম্, অতস্তজ্জম্। তথা তেনৈব জননক্রমেণ প্রতিলোমতয়া তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি লীয়তে তদাত্মতয়া শ্লিষ্যতে ইতি তল্লম্। তথা তস্মিন্নেব স্থিতিকালেঽনিতি প্রাণিতি চেষ্টতে ইতি তদনম্। এবং ব্রহ্মাত্মতয়া ত্রিষু কালেষ্ববিশিষ্টং তদ্ব্যতিরেকেণাগ্রহণাৎ। অতস্তদেবেদং জগৎ। যথা চেদং তদেবৈকমদ্বিতীয়ং, তথা ষষ্ঠে বিস্তরেণ বক্ষ্যামঃ। যস্মাচ্চ সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম, অতঃ শান্তো রাগদ্বেষাদিদোষরহিতঃ সংযতঃ সন্, যত্তৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম তদ্বক্ষ্যমাণৈর্গুণৈরুপাসীত। কথমুপাসীত ? স ক্রতুং কুর্ব্বীত ; ক্রতুর্নিশ্চয়োঽধ্যবসায়ঃ, এবমেব নান্যথেতি অবিচলঃ প্রত্যয়ঃ, তং ক্রতুং কুর্ব্বীতোপাসীতেত্যনেন ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। কিং পুনঃ ক্রতুকরণেন কর্ত্তব্যং প্রয়োজনম্ ? কথং বা ক্রতুঃ কর্ত্তব্যঃ ? ক্রতুকরণং চাভিপ্রেতার্থসাধনং কথম্ ইত্যস্যার্থস্য প্রতিপাদনার্থমথেত্যাদিগ্রন্থঃ। অথ খল্বিতি হেত্বর্থঃ ; যস্মাৎ ক্রতুময়ঃ ক্রতুপ্রায়োঽধ্যবসায়াত্মকঃ পুরুষো জীবঃ, যথাক্রতুঃ যাদৃশঃ ক্রতুরস্য সোঽয়ং যথাক্রতুঃ যথাধ্যবসায়ো যাদৃঙ্ নিশ্চয়োঽস্মিন্ লোকে জীবন্নিহ পুরুষো ভবতি, তথা ইতোঽস্মাৎ দেহাৎ প্রেত্য মৃত্বা ভবতি, ক্রত্বনুরূপফলাত্মকো ভবতীত্যর্থঃ। এবং হ্যেতচ্ছাস্ত্রতো দৃষ্টম্—"যং যং বাঽপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্" ইত্যাদি। যত এবং ব্যবস্থা শাস্ত্রদৃষ্টা, অতঃ স

এবং জানন্ ক্রতুং কুর্ব্বীত, যাদৃশং ক্রতুং বক্ষ্যামস্তম্ ; যত এবং শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদুপপদ্যতে ক্রত্বনুরূপং ফলম্ অতঃ স কর্ত্তব্যঃ ক্রতুঃ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ।—পুনরায় সেই অনন্তগুণবিশিষ্ট, অনন্তশক্তিমান্, নানাবিধভাবে উপাস্য ত্রিপাদ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মের বিশিষ্ট গুণ ও বিশিষ্ট শক্তি কল্পনা করিয়া উপাসনা বিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিতেছেন। সর্ব্ব শব্দের অর্থ সমস্ত, খলু এই নিপাতন শব্দটি বাক্যের অলঙ্কার-স্বরূপ। নাম ও রূপ দ্বারা বিকৃত অর্থাৎ নাম-রূপে পরিণত, অতএব প্রত্যক্ষাদির বিষয়ীভূত এই জগৎই ব্রহ্ম অর্থাৎ কারণীভূত ব্রহ্মস্বরূপ। অতিশয় বৃদ্ধ অর্থাৎ প্রাচীন বলিয়াই ব্রহ্ম। এই সমস্তেরই ব্রহ্মত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—তজ্জলানিতি—এই সমস্তই তেজ,জল ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী এই ক্রমানুসারে সেই ব্রহ্ম হইতেই জাত বলিয়া তজ্জ, সেইরূপ প্রতিলোম-ক্রমে অর্থাৎ অন্ন, জল ও তেজ, উৎপত্তি-ক্রমের এই বিপরীতক্রমকে অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মেই লীন হয় অর্থাৎ তাঁহার সহিত একাত্ম বা অভিন্নভাবে মিশ্রিত হইয়া যায় বলিয়া তল্ল, এবং স্থিতিকালেও তাঁহাতেই অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণন অর্থাৎ চেষ্টা করে বলিয়া তদন্। এইরূপে উৎপত্তি,অবাস্থিতি ও লয় এই তিনকালেই ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অভিন্ন অর্থাৎ একীভূত বা তুল্যভাবেই ব্রহ্মস্বরূপ, কারণ, তাহা হইতে পৃথগ্ভাবে এই জগতের সত্তা গৃহীত হয় নাই অর্থাৎ প্রতিগন্ন হয় না, অতএব এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহাই অর্থাৎ ব্রহ্মই। যে প্রকারে এই জগৎই যে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, ইহা প্রতীত হইতে পারে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্থাৎ প্রপাঠকে তাহা বিস্তৃতভাবে বলা হইবে। যে হেতু পরিদৃশ্যমান এই সমস্তই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক, এ জন্য শান্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দোষসমূহকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেশ সংযত হইয়া সেই এই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মকে, পরে যে সমস্ত গুণ বলিবেন, সেই সমস্ত গুণ দ্বারা অর্থাৎ সেই সমস্ত গুণবিশেষকে চিন্তা করিয়া উপাসনা করিবে। কি ভাবে উপাসনা করিবে? সেই. পুরুষ ক্রতু করিবে, ক্রতু শব্দের অর্থ নিশ্চয় বা অধ্যবসায়, অর্থাৎ "ইহা এইরূপই, অন্যপ্রকার নহে" এইরূপ অবিচল প্রত্যয় অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস। সেই পুরুষ ক্রতু করিবে, পূর্ব্বোক্ত উপাসীত এই ব্যবহিত পদের সহিত ইহার সম্বন্ধ বা অন্বয় হইবে। ক্রতু করায় কি প্রয়োজনসিদ্ধি হয়? ও কি প্রকারেই বা ক্রতু করিতে হয়? আর সেই অনুষ্ঠিত ক্রতুই বা অভিলষিত বিষয়ের সাধক হয় কি প্রকারে? এই সমস্ত বিষয় প্রতিপাদনের নিমিত্তই 'অথ খলু' ইত্যাদি গ্রন্থ বা বক্তব্য বিষয় আরম্ভ করিতেছেন। অথ খলু এই শব্দটি হেত্বর্থক, অর্থাৎ যে হেতু, পুরুষ অর্থাৎ জীব, ক্রতুময় অর্থাৎ ক্রতুবহুল অর্থাৎ

অধ্যবসায়াত্মক, "ইহা এইরূপই হইবে, ইহার অন্যথা হইতে পারে না" এইরূপ দৃঢ়প্রত্যয়ী, সেই নিমিত্ত এই লোকে অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় যথাক্রতু অর্থাৎ যেরূপ অধ্যবসায়ী বা দৃঢ়বিশ্বাসী হন, এই দেহ হইতে পরলোকে গমন করিয়াও অর্থাৎ মৃত্যুর পরও সেইরূপই অর্থাৎ যেরূপ অধ্যবসায়ী ছিলেন, তদনুরূপ ফলভোগী হন। শাস্ত্র অর্থাৎ গীতাতেও এইরূপই দেখা যায়, যথা—"হে অর্জ্জুন! দেহান্তকালে যে যে বিষয় স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করে, সর্ব্বদা সেই সেই ভাবের দ্বারাই ভাবিত হওয়ায় অর্থাৎ সেই বিষয়েরই চিন্তায় তন্ময় থাকায় দেহত্যাগের পরও সেই সেই বিষয়কেই প্রাপ্ত হয়"। শাস্ত্রে যখন এইরূপই ব্যবস্থা আছে, তখন সেই পুরুষ এই বিষয় স্মরণ করিয়া,যেরূপ ক্রতুর বিষয় পরে বলা হইবে, সেইরূপ ক্রতু করিবে। কারণ, শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে যখন জানা যাইতেছে যে, ক্রতুর অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়, তখন সেইরূপ ক্রতুই অর্থাৎ শুভফলপ্রদ ক্রতুই কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—মনোময় অর্থাৎ মনঃপ্রধান অর্থাৎ মননাত্মক, প্রাণশরীর অর্থাৎ লিঙ্গদেহ, ভারূপ অর্থাৎ চৈতন্য-স্বরূপ অথবা জ্যোতির্ম্ময়, সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা কখন ব্যাহত হয় না, আকাশাত্মা অর্থাৎ নির্ম্মল ও নির্লিপ্ত, সর্ব্বকর্ম্মা অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার কর্ম্ম অর্থাৎ সৃষ্ট, সর্ব্বকাম অর্থাৎ লোকে যাহা কিছু কামনা করে, সমস্তই তাঁহার কামনা, সর্ব্বগন্ধ অর্থাৎ পবিত্র গন্ধ যা কিছু সবই তাঁহার, সর্ব্বরস অর্থাৎ সমস্ত রসই তাঁহার, সমস্ত জগদ্ব্যাপী, অবাকী অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়শূন্য ও অনাদর অর্থাৎ কোন বস্তুতেই তাঁহার আদর বা আগ্রহ নাই, অর্থাৎ অনাসক্ত, কেন না, তিনি পূর্ণকাম ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।— কথম্? মনোময়ো মনঃপ্রায়ঃ, মনুতেঽনেনেতি মনঃ, তৎ স্ববৃত্ত্যা বিষয়েষু প্রবৃত্তং ভবতি, তেন মনসা তন্ময়ঃ। তথাপ্রবৃত্ত ইব তৎপ্রায়ো নিবৃত্ত ইব চ। অতএব প্রাণশরীরঃ, প্রাণো লিঙ্গাত্মা বিজ্ঞানক্রিয়াশক্তিদ্বয়সংমূর্চ্ছিতঃ, "যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ" ইতি শ্রুতেঃ; স শরীরং যস্য স প্রাণশরীরঃ; "মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা" ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। ভারূপঃ ভা দীপ্তিশ্চৈতন্যলক্ষণং রূপং যস্য স ভারূপঃ। সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যা অবিতথাঃ সঙ্কল্পা যস্য সোঽয়ং সত্যসঙ্কল্পঃ, ন যথা সংসারিণ ইবানৈকান্তিকফলঃ সঙ্কল্প ঈশ্বরস্যেত্যর্থঃ। সংসারিণঃ অনৃতেন মিথ্যাফলত্বহেতুনা প্রত্যূঢ়ত্বাৎ সঙ্কল্পস্য, মিথ্যাফলত্বং বক্ষ্যতি "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" ইতি। আকাশাত্মা আকাশ ইবাত্মা স্বরূপং যস্য স আকাশাত্মা। সর্ব্বগতত্বং সূক্ষ্মত্বং রূপাদিহীনত্বঞ্চাকাশতুল্যতা

ঈশ্বরস্য। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বং বিশ্বং তেনেশ্বরেণ ক্রিয়তে ইতি জগৎ সর্ব্বং কর্ম্ম যস্য সঃ সর্ব্বকর্ম্মা, "স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা" ইতি শ্রুতেঃ। সর্ব্বকামঃ সর্ব্বে কামা দোষরহিতা অস্যেতি স সর্ব্বকামঃ "ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি" ইতি স্মৃতেঃ। নমু কামোঽস্মীতি বচনাদিহ বহুব্রীহির্ন সম্ভবতি "সর্ব্বকামঃ" ইতি। ন, কামস্য কর্ত্তব্যত্বাচ্ছব্দাদিবৎ পারার্থ্যপ্রসঙ্গাচ্চ দেবস্য; তস্মাৎ যথেহ সর্ব্বকাম ইতি বহুব্রীহিস্তথা কামোঽস্মীতি স্মৃত্যর্থো বাচ্যঃ। সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বে গন্ধাঃ সুখকরা অস্য সোঽয়ং সর্ব্বগন্ধঃ, "পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ" ইতি স্মৃতেঃ। তথা রসা অপি বিজ্ঞেয়াঃ; অপুণ্যগন্ধ-রসগ্রহণস্য পাপ্মসম্বন্ধনিমিত্তত্বশ্রবণাৎ; "তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ, পাপ্মনা হ্যেষ বিদ্ধঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ন চ পাপ্মসংসর্গ ঈশ্বরস্য, অবিদ্যাদিদোষস্যানুপপত্তেঃ। সর্ব্বমিদং জগদভ্যাত্তোঽভিব্যাপ্তঃ। অততের্ব্যাপ্ত্যর্থস্য কর্ত্তরি নিষ্ঠা। তথা অবাকী উচ্যতে অনয়েতি বাক্ বাগেব বাকঃ; যদ্বা বচের্ঘঞন্তস্য করণে বাকঃ, স যস্য বিদ্যতে স বাকী, ন বাকী অবাকী; বাক্প্রতিষেধশ্চাত্রোপলক্ষণার্থঃ; গন্ধরসাদিশ্রবণাৎ ঈশ্বরস্য প্রাপ্তানি ঘ্রাণাদীনি করণানি গন্ধাদিগ্রহণায়, অতো বাক্প্রতিষেধেন প্রতিষিধ্যন্তে তানি, "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ। অনাদরোঽসম্ভ্রমঃ, অপ্রাপ্তপ্রাপ্তৌ হি সম্ভ্রমঃ স্যাদনাপ্তকামস্য, ন ত্বাপ্তকামত্বান্নিত্যতৃপ্তস্যেশ্বরস্য সম্ভ্রমোঽস্তি কচিৎ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই ক্রতু কিরূপে উপাসনা করিবে? মনোময় অর্থাৎ মনোবহুল, ইহা দ্বারা মনন অর্থাৎ চিন্তা করা যায় বলিয়া ইহার নাম মন; এই মন নিজের স্বাভাবিক বৃত্তি বা ব্যাপার দ্বারা বিষয়ে অর্থাৎ মননীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই মনের দ্বারাই পুরুষ তন্ময় অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত হইতে পারে। প্রবৃত্তির ন্যায় নিবৃত্তও হয়, অর্থাৎ পুরুষের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়ই মনের অধীন, এবং এই জন্যই পুরুষ তৎপ্রায় অর্থাৎ মনোবৃত্তিপ্রধান। (তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা স্বভাবতই উদাসীন, তাঁহার কোন বিষয়ে প্রবৃত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই, মনের সাহায্যেই তাঁহার সর্ব্বক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এজন্য মনের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিতেই তাঁহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, স্বতন্ত্রভাবে আত্মার প্রবৃত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই, বরঞ্চ মনের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-সহযোগেই আত্মার উপলব্ধি হয় বলিয়া জীবাত্মাকে এ স্থানে "মনোময়ঃ" বলা হইয়াছে) অতএব প্রাণশরীর অর্থাৎ প্রাণ অর্থাৎ বিজ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই দুইটি শক্তির সহিত সংযুক্ত লিঙ্গশরীর, শ্রুতি আছে "যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা, আর যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ" সেই প্রাণই যাঁহার শরীর, তিনি প্রাণশরীর; শ্রুতিবিশেষে আছে "মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা অর্থাৎ পরিচালক।" ভারূপ, ভাশব্দের অর্থ চৈতন্যরূপ দীপ্তি, তাহাই যাঁহার রূপ, তিনিই ভারূপ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়। সত্যসঙ্কল্প যাঁহার সঙ্কল্প অর্থাৎ অধ্যবসায় কখনই মিথ্যা

হয় না, তিনিই সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ দৃঢ় অধ্যবসায়সম্পন্ন, সংসারী ব্যক্তিগণের সঙ্কল্প যেমন অনৈকান্তিক ফল অর্থাৎ নিশ্চিতফলদ নহে, ঈশ্বরের সঙ্কল্প সেরূপ নহে, কারণ, সংসারীদিগের সঙ্কল্প মিথ্যাফলের অর্থাৎ বৈফল্যের হেতুস্বরূপ মিথ্যা দ্বারা সংস্পৃষ্ট থাকে, এই জন্যই তাহা বিফল হয় ; ইহা "মিথ্যার সহিত সংস্পৃষ্ট" এই স্থানে পরেও বলিবেন। আকাশাত্মা শব্দে আকাশের ন্যায় যাঁহার আত্মা বা স্বরূপ, তিনিই আকাশাত্মা অর্থাৎ আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্ম ও রূপরসাদিবিহীন, ঈশ্বরও সেইরূপ। সর্ব্বকর্ম্মা সমস্ত বিশ্ব এই ঈশ্বর-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, অতএব এই সমস্ত জগৎই যাঁহার কর্ম্ম, তিনিই সর্ব্বকর্ম্মা, শ্রুতিবাক্যও আছে, "তিনিই সমস্ত বিশ্বের কর্ত্তা।" সর্ব্বকাম—যাঁহার সমস্ত কাম অর্থাৎ অভিলাষ নির্দ্দোষ, তিনিই সর্ব্বকাম, স্মৃতিও বলিয়াছেন—"ভূত-সমূহের মধ্যে আমি ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত বা নির্দ্দোষ কামরূপে অবস্থিত।" এ স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, গীতায় যখন "আমিই কামস্বরূপ" এইরূপ উক্তি আছে, তখন "সমস্ত কাম যাহার" এইরূপ বহুব্রীহি সমাস এ স্থানে সম্ভব হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হইবে না, বহুব্রীহি সমাসই হইবে, কারণ, কাম যখন কর্ত্তব্য অর্থাৎ বিশেষ যত্ন-সহকারে তাহা পূরণ করিতে হয়, তখন সাধারণ শব্দের ন্যায় সেই দেবতাকে কামস্বরূপ বলিলে তাঁহাতে পরার্থতাপ্রসক্তি অর্থাৎ পরাধীনতারূপ দোষ সঙ্ঘটিত হইতে পারে, অতএব এ স্থানে সর্ব্বকাম শব্দটি যেমন বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন বলা হইয়াছে, গীতোক্ত "কামোঽস্মি" শব্দটির অর্থও সেইরূপই হইবে। সর্ব্বগন্ধ, সুখকর যাহা কিছু গন্ধ, সে সমস্তই যাঁহার আছে, তিনিই সর্ব্বগন্ধ, যে হেতু গীতা স্মৃতিতে বলা হইয়াছে "পৃথিবীতে আমিই পবিত্র গন্ধস্বরূপ।" সর্ব্বরস শব্দের অর্থও এইরূপই জানিবে, অর্থাৎ সুখকর সমস্ত রসই যাঁহাতে আছে, তিনিই সর্ব্বরস, কেন না, শাস্ত্রে দেখা যায় যে, পাপসম্বন্ধ-বশতই অর্থাৎ পাপী ব্যক্তিই অপবিত্র গন্ধ ও রস অর্থাৎ দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ দ্রব্য উপভোগ করে, শ্রুতি আছে—"যে হেতু এই প্রাণ পাপের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, এ জন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা সুগন্ধি দুর্গন্ধি দ্বিবিধ গন্ধই আঘ্রাণ করে।" কিন্তু ঈশ্বরে কোন পাপ-সংস্পর্শ হইতে পারে না, কারণ, তাঁহাতে অবিদ্যাদি দোষ থাকা সম্ভব হইতে পারে না। এই সমস্ত জগতে তিনি অভ্যাপ্ত অর্থাৎ অভিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ব্যাপ্তি-অর্থক 'অশ' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে নিষ্ঠা। তিনি অবাকী, যাহা দ্বারা বলা যায়, তাহাই বাক্, বাক্ই বাক, অথবা 'বচ' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয়ে বাক শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। বাক যাঁহার আছে, তিনি বাকী, অবাকী অর্থাৎ যে বাকী নহে, অর্থাৎ যাঁহার বাগিন্দ্রিয় নাই, তিনিই অবাকী। এ স্থানে যে তাঁহার বাগিন্দ্রিয়ের নিষেধ

করা হইয়াছে, তাহা অন্যান্য ইন্দ্রিয়নিষেধেরও উপলক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক। সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস এই কথা বলায় ঈশ্বরেরও গন্ধ রস ইত্যাদি অনুভবের নিমিত্ত ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়-সমূহ আছে, এইরূপই বুঝায়, এ জন্য বাগিন্দ্রিয়ের প্রতিষেধের দ্বারা ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়েরও প্রতিষেধ করা হইল। মন্ত্রবর্ণেও আছে "হস্তপদশূন্য হইলেও তিনি দ্রুতগামী ও গৃহীতা, চক্ষু না থাকিলেও দর্শন, কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণ করেন" ইত্যাদি। অনাদর অর্থাৎ সম্ভ্রম বা ত্বরাবিবর্জিত। যে ব্যক্তির কামনা পূর্ণ হয় নাই, সেই ব্যক্তিরই অপ্রাপ্ত দ্রব্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সম্ভ্রম অর্থাৎ ত্বরা বা আগ্রহ হয়, কিন্তু পূর্ণকাম অতএব সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট ঈশ্বরের কোন বিষয়েই সম্ভ্রম হইতে পারে না ॥ ২ ॥

এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা। এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—আমার হৃদয়াভ্যন্তরস্থ এই আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও, অথবা যব অপেক্ষাও, অথবা সর্ষপ অপেক্ষাও, অথবা শ্যামাক অপেক্ষাও, অথবা শ্যামাক তণ্ডুল অপেক্ষাও অতিশয় ক্ষুদ্র। আমার হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত এই আত্মা পৃথিবী অপেক্ষাও অতিশয় মহান্, অন্তরিক্ষ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্, দ্যুলোক অপেক্ষাও অতিশয় মহান্, অধিক কি বলিব, এই সমস্ত লোক অপেক্ষাও অতিশয় মহান্ ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এষ যথোক্তগুণো মে মমাত্মা অন্তর্হৃদয়ে হৃদয়পুণ্ডরীকস্যান্তর্মধ্যে অণীয়ানণুতরঃ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বেত্যাদি। অত্যন্তসূক্ষ্মত্বপ্রদর্শনার্থং শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বেতি। পরিচ্ছিন্নপরিমাণাদণীয়ানিত্যুক্তেঽণুপরিমাণত্বং প্রাপ্তমাশঙ্ক্য তৎ-প্রতিষেধায়ারভতে, এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা ইত্যাদিনা। জ্যায়ঃ-পরিমাণাচ্চ জ্যায়স্ত্বং দর্শয়ন্ননন্তপরিমাণত্বং দর্শয়তি "মনোময়ঃ" ইত্যাদিনা "জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ" ইত্যন্তেন ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হৃৎকমলের অভ্যন্তরস্থ পূর্ব্বোক্ত গুণ-সম্পন্ন আমার এই আত্মা ব্রীহি যব শ্যামাক অর্থাৎ সূক্ষ্ম তৃণধান্যবিশেষ, শ্যামাকতণ্ডুল অর্থাৎ উক্ত ধান্যের তণ্ডুল অপেক্ষাও অতিশয় অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম। এই আত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ইহাই জানাইবার নিমিত্ত ব্রীহি-যবাদির দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। ব্রীহি প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ দ্রব্য অপেক্ষাও অত্যন্ত ক্ষুদ্র এই কথা বলায় আত্মা অণুপরিমিত এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, সেই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত পুনরায় বলিতেছেন—আমার

হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত এই আত্মা পৃথিবী ইত্যাদি অপেক্ষাও জ্যায়ান্ অর্থাৎ অতিশয় মহান্। পৃথিবী প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুর পরিমাণ স্বভাবতই অতিশয় মহৎ, তাহা অপেক্ষাও আত্মার মহত্ব নির্দ্দেশ করার 'মনোময়' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 'এই সমস্ত লোক হইতেই মহান্' এই পর্য্যন্ত বাক্যের দ্বারা আত্মার অনন্তপরিমাণত্বই দেখান হইতেছে ॥ ৩ ॥

সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ, সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বরসঃ, সর্ব্বমিদং অভ্যাত্তঃ, অবাকী, অনাদর এষ ম আত্মা অন্তর্হৃদয় এতদ্ব্রহ্ম এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি, যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাহস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়-প্রপাঠকে চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, এই সমস্ত জগতে অভিব্যাপ্ত, বাগাদি ইন্দ্রিয়রহিত ও অনাদর অর্থাৎ পূর্ণকাম বা নিস্পৃহ এই আত্মা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন। ইনিই ব্রহ্ম। ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ পরলোকে গমন করিয়া ইঁহাকেই সম্যগ্‌ভাবে প্রাপ্ত হইব। যাঁহার এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় আছে, এ বিষয়ে যাঁহার কোনরূপ সন্দেহই নাই, শাণ্ডিল্য-ঋষি বলেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৪ ॥

তৃতীয় প্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যথোক্তগুণলক্ষণ ঈশ্বরো ধ্যেয়ঃ, ন তু তত্তদ্গুণবিশিষ্ট এব, যথা "রাজপুরুষমানয় চিত্রগুং বা" ইত্যুক্তে ন বিশেষণস্যাপ্যানয়নে ব্যাপ্রিয়তে, তদ্বদিহাপি প্রাপ্তম্, অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বকর্ম্মেত্যাদি পুনর্ব্বচনম্। তস্মান্মনোময়ত্বাদি-গুণবিশিষ্ট এব ঈশ্বরো ধ্যেয়ঃ। অতএব ষষ্ঠ-সপ্তময়োরিব "তত্ত্বমসি" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইতি নেহ স্বারাজ্যেহভিষিঞ্চতি, "এষ ম আত্মৈতদ্ব্রহ্ম এতমিতঃ প্রেত্যাভি-সম্ভবিতাস্মি" ইতি লিঙ্গাৎ। ন স্বাত্মশব্দেন প্রত্যগাত্মৈবোচ্যতে, "মম" ইতি ষষ্ঠ্যাঃ সম্বন্ধার্থপ্রত্যায়কত্বাৎ "এতমভিসম্ভবিতাস্মি" ইতি চ কর্ম্মকর্তৃত্বনির্দ্দেশাৎ। ননু ষষ্ঠেহপি "অথ সম্পৎস্যে" ইতি সৎসম্পত্তেঃ কালান্তরিতত্বং দর্শয়তি; ন, আরব্ধসংস্কারশেষস্থিত্যর্থ-পরত্বাৎ ন কালান্তরিতার্থতা; অন্যথা "তত্ত্বমসি" ইত্যেতস্যার্থস্য বাধপ্রসঙ্গাৎ। যদ্যপ্যাত্ম-শব্দস্য প্রত্যগর্থত্বং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি চ প্রকৃতম্, "এষ ম আত্মাহন্তর্হৃদয় এতদ্ব্রহ্ম" ইত্যুচ্যতে, তথাহপ্যন্তর্দ্ধানমীষদপরিত্যজ্যৈবৈতমাত্মানমিতোহস্মাচ্ছরীরাৎ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীত্যুক্তম্। যথাক্রতুরূপস্যাত্মনঃ প্রতিপত্তাহস্মীতি যস্যৈবংবিদঃ স্যাদ্ভবেদদ্ধা সত্যম্, এবং স্যামহং প্রেত্যৈবং ন স্যামিতি, ন চ বিচিকিৎসাহস্তি,

ইত্যেতস্মিন্নর্থে ক্রতুফলসম্বন্ধে স তথৈবেশ্বরভাবং প্রতিপদ্যতে বিদ্বান্, ইত্যেতদাহ স্ম উক্তবান্ কিল শাণ্ডিল্যো নামর্ষিঃ। দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য চতুর্দ্দশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত গুণ-সমূহই যাঁহার লক্ষণ, সেই ঈশ্বরকেই কেবল ধ্যান করিবে, কিন্তু সেই সেই গুণ-বিশিষ্টরূপে অর্থাৎ সেই সেই গুণের সঙ্গে তাঁহাকে একীভূত করিয়া ধ্যান করিবে না। যেমন "রাজপুরুষকে অর্থাৎ রাজার কর্ম্মচারীকে অথবা যাহার বিচিত্র বর্ণ-বিশিষ্ট গরু আছে, তাহাকে আনয়ন কর" এই কথা বলিলে বিশেষণ অর্থাৎ রাজা বা গরুকে আনয়ন করিতে কেহ ব্যাপৃত হয় না, কেবল সেই ব্যক্তিকেই আনয়নে প্রবৃত্ত হয়, এ স্থানেও সেইরূপ হওয়াই সম্ভাবনা ছিল, এ জন্য তাহা নিষেধের নিমিত্তই এ স্থানে সর্ব্বকর্ম্মা ইত্যাদি বিশেষণগুলির পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে; ইহা দ্বারা ইহাই বলিতেছেন যে, ঈশ্বরকে মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেই অর্থাৎ ঐ সমস্ত গুণের সহিত তাঁহাকে একীভূত করিয়াই ধ্যান করিবে। এই জন্যই অর্থাৎ উপাসনার সগুণত্ব-নিবন্ধনই এ স্থানে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে কথিত "তৎ ত্বমসি" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতি উক্ত উপাসককে স্বারাজ্যে অর্থাৎ স্বরাড়্‌ভাবে সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিষয়ে অভিষিঞ্চিত অর্থাৎ প্রবৃত্ত করিতে পারে নাই; কারণ, "ইহাই আমার আত্মা, ইহাই ব্রহ্ম, এই লোক হইতে প্রস্থান করিয়া এই ব্রহ্ম বা আত্মাকে প্রাপ্ত হইব" এই সমস্ত শ্রুতি হইতেই উহা জানা যাইতেছে। এ স্থানে 'আত্মা' এই শব্দে প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাকে বলা হয় নাই, কারণ, "মম" অর্থাৎ আমার এই ষষ্ঠী বিভক্তি জীবের সহিত আত্মার সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, এই আত্মা জীবাত্মা হইলে 'আমার হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত এই আত্মা' এরূপ উক্তি সংলগ্ন হয় না, আমার অর্থই ত জীবের। কাযেই 'মম' ও 'আত্মা' এই দুইটি পদার্থ অভিন্ন হইতে পারে না। আরও দেখ, 'এতম্ অভিসম্ভবিতাস্মি' এই আত্মাকে প্রাপ্ত হইব, এ স্থানে জীবের কর্ত্তৃত্ব ও আত্মার কর্ম্মত্ব নির্দ্দেশ করায়ও 'মম' ও 'আত্মা' এক পদার্থ হইতে পারে না। আচ্ছা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ত বলা হইয়াছে 'অথ সম্পৎস্যে' অর্থাৎ দেহত্যাগান্তে আমি সৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইব, ইহা দ্বারা ত কালান্তরেই সদ্‌ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি দেখান হইয়াছে? এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার মীমাংসার নিমিত্ত বলিতেছেন, না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, ঐ বাক্যের অর্থ কালান্তরে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি নহে, উহার উদ্দেশ্য হইতেছে—আরব্ধ কর্ম্মের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতি প্রতিপাদন করা। তাহা না হইলে "তৎ ত্বমসি" অর্থাৎ তুমি সেই ব্রহ্ম, এই বাক্যের যে অর্থ, তাহা বাধিত হয় অর্থাৎ

সুসঙ্গত হয় না। যদিও 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রহ্ম, এই বাক্য দ্বারা আত্মশব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে, এবং 'আমার হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত এই যে আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম' এই বাক্য তাহার পোষণ করিতেছে, তথাপি অন্তর্দ্ধান অর্থাৎ আবরণকে কিঞ্চিন্মাত্রও পরিত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ অত্যল্পকালেরও ব্যবধান স্বীকার না করিয়া 'এই শরীর হইতে প্রস্থান করিয়া এই আত্মাকে প্রাপ্ত হইব' এইরূপ বলা হইয়াছে। ক্রতুর অনুরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হইব, যে আত্মবিৎ ব্যক্তির এইরূপ সত্য জ্ঞান অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস থাকে 'আমি পরলোকে গমন করিয়া এইরূপই হইব, এরূপ কখনই হইব না' এইরূপ স্থির বিশ্বাস ও তাহাতে অর্থাৎ ক্রতু-ফল-বিষয়ে কোনরূপ সংশয় না থাকে, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরভাব লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন, শাণ্ডিল্য নামক ঋষি এই প্রকার বলিয়াছেন। উপাসনা-বিষয়ে সমধিক আদর প্রদর্শনের নিমিত্তই শাণ্ডিল্যের নাম দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাব্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্য্যতি, দিশো হ্যস্য স্রক্তয়ো দ্যৌরস্যোত্তরং বিলং, স এষ কোষো বসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—এই যে কোশ অর্থাৎ ধনাদি রাখিবার আধারভূত কোশের ন্যায় এই যে ভুবনকোশ, অন্তরিক্ষই ইহার উদর বা মধ্যবর্ত্তী ছিদ্র, ভূমি অর্থাৎ পৃথিবী ইহার বুধ্ন অর্থাৎ গোলাকার নিম্নভাগ, ইহা কখনই বিনষ্ট হয় না। দিক্‌সমূহ ইহার স্রক্তি অর্থাৎ কোণস্বরূপ, দ্যুলোক ইহার ঊর্দ্ধভাগস্থ রন্ধ্র। সেই এই কোশ বসুধান অর্থাৎ জীবের কর্ম্মফলরূপ বসু বা ধন ইহাতেই নিহিত থাকে, ইহাতে সমস্ত বিশ্ব আশ্রিত অর্থাৎ ইহাকে আশ্রয় করিয়াই সমগ্র বিশ্ব অবস্থিত আছে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অস্য কুলে বীরো জায়তে ইত্যুক্তম্; ন বীরজন্মমাত্রং পিতুস্ত্রাণায় "তস্মাৎ পুত্রমনুশিষ্টং লোক্যমাহুঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অতস্তদ্দীর্ঘায়ুষ্ট্বং কথং স্যাৎ? ইত্যেবমর্থং কোশবিজ্ঞানারম্ভঃ। অভ্যর্হিতবিজ্ঞানব্যাসঙ্গাদনন্তরমেব নোক্তং, তদিদানীমেবারভ্যতে। অন্তরিক্ষমুদরম্ অন্তঃসুষিরং যস্য সোঽয়মন্তরিক্ষোদরঃ, কোশঃ কোশ ইবানেকধর্ম্মসাদৃশ্যাৎ কোশঃ; স চ ভূমিবুধ্নঃ ভূমির্বুধ্নো মূলং যস্য স ভূমিবুধ্নঃ, ন জীর্য্যতি ন বিনশ্যতি, ত্রৈলোক্যাত্মকত্বাৎ। সহস্রযুগকালাবস্থায়ী হি সঃ। দিশো হ্যস্য সর্ব্বাঃ স্রক্তয়ঃ কোণাঃ, দ্যৌরস্য কোশস্যোত্তরমূর্দ্ধং বিলং, স এব যথোক্তগুণকোশঃ বসুধানঃ বসু ধীয়তেঽস্মিন্ প্রাণিনাং কর্ম্মফলাখ্যমতো বসুধানঃ। তস্মিন্নন্তর্ব্বিশ্বং সমস্তং প্রাণিকর্ম্মফলং সহ তৎসাধনৈরিদং যদ্‌গৃহ্যতে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈঃ, শ্রিতমাশ্রিতং, স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ইত্যগ্রে কথিত হইয়াছে যে, যিনি ব্রহ্মবিৎ হন, তাঁহার বংশে বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু কেবল বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেই পিতৃলোকের পরিত্রাণ হয় না, শ্রুতিবিশেষ হইতে জানা যায় যে, "অতএব অনুশিষ্ট অর্থাৎ সদুপদেশ প্রাপ্ত পুত্রকেই লোক্য অর্থাৎ লোকহিতকর বা স্বর্গাদিলোকপ্রাপক বলিয়া থাকে। অতএব সেই বীর পুত্র কিরূপে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারেন, এই বিষয় আলোচনা করার নিমিত্তই এই কোশবিজ্ঞান আরম্ভ করিতেছেন। অভ্যর্হিত অর্থাৎ সর্ব্বলোকসমাদৃত অতএব উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানের আলোচনায় আসক্ত

থাকায় ঐ শ্রুতির অব্যবহিত পরেই কোশবিজ্ঞান বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই, সম্প্রতি তাহাই পুনরায় আরম্ভ করিতেছেন—অন্তরিক্ষই হইয়াছে যাহার উদর অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ ছিদ্র, তাহাই অন্তরিক্ষোদর, কোশ অর্থাৎ কোশের ন্যায়, কোশের সহিত অনেকগুলি ধর্ম্মে সাদৃশ্য থাকায় ইহা কোশ-সদৃশ, ঐ কোশ ভূমিবুধ্ন অর্থাৎ ভূমি বা পৃথিবী হইতেছে ইহার বুধ্ন বা মূল। ইহা ত্রৈলোক্যাত্মক অর্থাৎ জগন্ময় বলিয়া ইহা কখনই জীর্ণ অর্থাৎ বিনষ্ট হয় না। ইহা সহস্রযুগপরিমিত কাল স্থায়ী, কোন না কোন ভাবে ইহা চিরদিনই বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বাদি-দিক্-সমূহ ইহার সমস্ত কোণ-স্বরূপ। দ্যুলোক এই কোশের উত্তর অর্থাৎ ঊর্দ্ধভাগস্থ ছিদ্র বা মুখ-স্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন সেই এই কোশই বসুধান অর্থাৎ প্রাণিসমূহের কর্ম্মফল-নামক বসু অর্থাৎ ধন ইহাতেই নিহিত থাকে, এই জন্যই ইহাকে 'বসুধান' বলে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা পরিগৃহীত প্রাণীদিগের কর্ম্মফল ও তাহার সাধন-সমূহের সহিত এই সমস্ত বিশ্ব উক্ত কোশের অভ্যন্তরে আশ্রিত অর্থাৎ অবস্থিত আছে ॥ ১ ॥

তস্য প্রাচী দিগ্জুহূর্নাম, সহমানা নাম দক্ষিণা, রাজ্ঞী নাম প্রতীচী, সুভূতা নামোদীচী, তাসাং বায়ুর্ব্বৎসঃ, স য এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ, ন পুত্ররোদꣳ রোদিতি, সোঽহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ, মা পুত্ররোদꣳ রুদম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই কোশের পূর্ব্বদিকের নাম জুহূ অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ। দক্ষিণদিকের নাম সহমানা, পশ্চিমদিকের নাম রাজ্ঞী, উত্তরদিকের নাম সুভূতা। বায়ু সেই দিক্‌সমূহের বৎসস্বরূপ। যে কোন ব্যক্তি এই বায়ুকে এইরূপ ভাবে দিক্‌সমূহের বৎস বলিয়া জানেন, তিনি কখন পুত্রের জন্য রোদন করেন না অর্থাৎ তাঁহাকে সন্তানের মৃত্যুজনিত-শোকে রোদন করিতে হয় না। সেই আমিও দিক্‌সমূহের বৎসস্বরূপ এই বায়ুকে পূর্ব্বোক্তরূপে জানি, অতএব আমাকেও যেন কখন পুত্রশোকে রোদন করিতে না হয় ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্যাস্য প্রাচী দিক্ প্রাগ্গতো ভাগো জুহূর্নাম, জুহ্বত্যস্যাং দিশি কর্ম্মিণঃ প্রাঙ্মুখাঃ সন্ত ইতি জুহূর্নাম। সহমানা নাম—সহন্তেঽস্যাং পাপকর্ম্মফলানি যমপুর্য্যাং প্রাণিন ইতি সহমানা নাম দক্ষিণা দিক্। তথা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী পশ্চিমা দিক্, রাজ্ঞী—রাজ্ঞা বরুণেনাধিষ্ঠিতা, সন্ধ্যারাগযোগাদ্বা। সুভূতা নাম ভূতিমদ্ভিরীশ্বরকুবেরাদিভিরধিষ্ঠিতত্বাৎ সুভূতা নামোদীচী। তাসাং দিশাং বায়ুর্ব্বৎসঃ, দিগ্জাতত্বাদ্বায়োঃ, পুরোবাত ইত্যাদিদর্শনাৎ। স যঃ কশ্চিৎ পুত্রদীর্ঘজীবিতার্থী এবং যথোক্তগুণং বায়ুং দিশাং বৎসমমৃতং বেদ, স ন পুত্ররোদং পুত্রনিমিত্তং রোদনং ন রোদিতি,

পুত্রো ন ম্রিয়তে ইত্যর্থঃ। যত এবংবিশিষ্টঃ কোশদিগ্বৎসবিষয়ং বিজ্ঞানম্, অতঃ সোঽহং পুত্রজীবিতার্থী এবমেতং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ জানে; অতঃ পুত্ররোদং মা রুদং পুত্রমরণনিমিত্তং রোদো মম মা ভূদিত্যর্থঃ। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বশ্রুতিতে দিক্‌সকলকে কোশের কোণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অধুনা তাহাদিগের অবান্তরবিভাগ বিবৃত হইতেছে।—সেই কোশের যে পূর্ব্বদিক্‌স্থিত বিভাগ আছে, তাহার নাম "জুহূ", ঐ ভাগেই সাধক-সকল পূর্ব্বাস্যে বসিয়া হোম করিয়া থাকেন, এই জন্য ইহা জুহূ নামে অভিহিত। ঐ কোশের যে দক্ষিণদিক্‌স্থিত বিভাগ, তাহাকে সহমানা বলে। এই দিকে প্রাণীরা যমপুরে পাপকর্ম্মের ফল সকল সহ্য করিয়া থাকে, এই জন্যই ইহাকে "সহমানা" বলে। ইহার যে পশ্চিমদিক্‌স্থিত বিভাগ আছে, তাহার নাম "রাজ্ঞী", রাজা বরুণ-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া অথবা সন্ধ্যারাগ অর্থাৎ সন্ধ্যাকালীন লোহিতবর্ণের সহিত সংযুক্ত বলিয়া ইহাকে রাজ্ঞী বলে। আর উক্ত কোশের যে উত্তরদিক্‌স্থিত বিভাগ আছে, তাহাকে "সুভূতা" বলে। বিভূতিমান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ঈশ্বর শিব ও কুবেরাদি-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া ইহার নাম সুভূতা। বায়ু ঐ দিক্‌সমূহের বৎস-স্বরূপ, কেন না, দিক্‌সকল হইতেই বায়ু উৎপন্ন হয়, এবং বায়ুকে 'পুরোবাত' ইত্যাদি নামেও উল্লেখ করিতে দেখা যায়; সুতরাং বায়ু দিক্ সকলের বৎসরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া দিক্-সমূহের বৎসস্বরূপ উক্তরূপ গুণসম্পন্ন বায়ুকে অমৃত বলিয়া জানেন, তিনি কখনও পুত্রের জন্য ক্রন্দন করেন না, অর্থাৎ কদাচ তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হয় না। যে হেতু, কোশের এই দিগ্‌বৎসবিষয়ক বিজ্ঞানটি এইরূপ বিশিষ্ট-ফলপ্রদ, সেই জন্য পুত্রের দীর্ঘজীবন-কামনায় দিক্-সমূহের বৎসস্বরূপ এই বায়ুকে উক্তরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া আমি জানি, অতএব আমাকে যেন কখনও পুত্রের মৃত্যুজনিত শোকে রোদন করিতে না হয়॥ ২॥

অরিষ্টং কোশং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা, প্রাণং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা, ভূঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা, ভুবঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা, স্বঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা॥ ৩॥

অনুবাদ।—পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত অবিনশ্বর পূর্ব্বোক্ত কোশের শরণাপন্ন হইতেছি। পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি। পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত ভূলোকের শরণাপন্ন হইতেছি। পুত্রের দীর্ঘায়ুর নিমিত্ত ভুবর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি। পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত স্বর্গলোকের

শরণাপন্ন হইতেছি। 'অমুনা' এই শব্দটি তিনবার বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রার্থনার সময় পুত্রের নামটি তিনবার উচ্চারণ করিতে হইবে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অরিষ্টমবিনাশিনং কোশং যথোক্তং প্রপদ্যে প্রপন্নোঽস্মি পুত্রায়ুষে। অমুনাঽমুনাঽমুনেতি ত্রির্নাম গৃহ্ণাতি পুত্রস্য। তথা প্রাণং প্রপদ্যেঽমুনা-ঽমুনাঽমুনা, ভূঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা, ভুবঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা, স্বঃ প্রপদ্যে-ঽমুনাঽমুনাঽমুনা, সর্ব্বত্র প্রপদ্যে ইতি ত্রির্নাম গৃহ্ণাতি পুনঃ পুনঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আমি আমার পুত্রের আমার পুত্রের আমার পুত্রের দীর্ঘায়ুর জন্য যথোক্ত গুণসম্পন্ন অবিনাশি কোশের শরণাগত হই-তেছি। 'অমুনা অমুনা অমুনা' তিনবার বলার উদ্দেশ্য এই যে—পুত্রের নাম তিনবার উচ্চারণ করিতে হইবে। সেইরূপ আমার পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি। আমার পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত ভূলোকের শরণাপন্ন হইতেছি। আমার পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত ভুবর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি। আমার পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত স্বর্গলোকের শরণাপন্ন হইতেছি। সর্ব্বস্থলেই 'প্রপদ্যে' অর্থাৎ শরণাগত হইতেছি—এই কথা বলিয়া তিনবার করিয়া পুনঃ পুনঃ পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে হয় ॥ ৩ ॥

স যদবোচং প্রাণং প্রপদ্য ইতি, প্রাণো বা ইদꣳ সর্ব্বং ভূতং, যদিদং কিঞ্চ, তমেব তৎ প্রাপৎসি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—সেই আমি যে বলিয়াছি "প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি এই সংসারে যাহা কিছু দেখা যায়, সমস্তই প্রাণ, এই জন্যই সেই প্রাণের শরণাপন্ন হইয়াছি ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স যদবোচং প্রাণং প্রপদ্য ইতি ব্যাখ্যানার্থমুপন্যাসঃ। প্রাণো বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং জগৎ। "যথা বা অরা নাভৌ" ইতি বক্ষ্যতি; অতস্ত-মেব সর্ব্বং তৎ, তেন প্রাণপ্রতিপাদনেন প্রাপৎসি প্রপন্নোঽভূবম্। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই যে আমি বলিয়াছি "প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি," তাহারই ব্যাখ্যার নিমিত্ত ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই যে সমস্ত ভূত অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান এই যে জগৎ, এ সমস্তই প্রাণস্বরূপ। পরে বলিবেন —"নাভি অর্থাৎ রথচক্রের ছিদ্রে যেমন অর অর্থাৎ শলাকা-সমূহ গ্রথিত থাকে।" অতএব সেই প্রাণের শরণাপন্ন হওয়াতেই তদাত্মক সমস্ত জগতেরই শরণাপন্ন হইয়াছি ॥ ৪ ॥

অথ যদবোচং ভূঃ প্রপদ্যে ইতি, পৃথিবীং প্রপদ্যে, অন্তরিক্ষং প্রপদ্যে, দিবং প্রপদ্যে ইত্যেব তদবোচম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—আর যে বলিয়াছি 'ভূলোকের শরণাপন্ন হইতেছি', ইহা দ্বারা পৃথিবীর শরণাপন্ন হইতেছি, অন্তরিক্ষের শরণাপন্ন হইতেছি ও দ্যুলোকের শরণাপন্ন হইতেছি, ইহাই বলা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তথা ভূঃ প্রপদ্যে ইতি ত্রীন্ লোকান্ ভূরাদীন্ প্রপদ্যে ইতি তদবোচম্ । ৫ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—সেইরূপ 'ভূলোকের শরণাপন্ন হইতেছি' এই বাক্যের দ্বারা ভূলোক প্রভৃতি তিন লোকেরই শরণাপন্ন হইতেছি, ইহাই বলিয়াছি ॥ ৫ ॥

অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্যে ইতি, অগ্নিং প্রপদ্যে, বায়ুং প্রপদ্যে, আদিত্যং প্রপদ্যে ইত্যেব তদবোচম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—আর যে বলিয়াছি "ভুবর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি", ইহা দ্বারা অগ্নির শরণাপন্ন হইতেছি, বায়ুর শরণাপন্ন হইতেছি ও আদিত্যের শরণাপন্ন হইতেছি, এইরূপই বলা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্যে ইতি, অগ্ন্যাদীন্ প্রপদ্যে ইতি তদবোচম্ । ৬ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—আর যে বলিয়াছি "ভুবর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি," তাহা দ্বারা অগ্নি প্রভৃতির শরণাপন্ন হইতেছি, এই কথাই বলা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

অথ যদবোচꣳ স্বঃ প্রপদ্যে ইতি, ঋগ্‌বেদং প্রপদ্যে, যজুর্ব্বেদং প্রপদ্যে, সামবেদং প্রপদ্যে ইত্যেব তদবোচং তদবোচম্ ॥ ৭ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ ।—আর যে বলিয়াছি "স্বর্গলোকের শরণাপন্ন হইতেছি", ইহা দ্বারা ঋগ্‌বেদের শরণাপন্ন হইতেছি, যজুর্ব্বেদের শরণাপন্ন হইতেছি ও সামবেদের শরণাপন্ন হইতেছি, এই কথাই বলা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্যে ইতি, ঋগ্বেদাদীন্ প্রপদ্যে ইত্যেব তদবোচমিতি। উপরিষ্টান্মন্ত্রান্ জপেৎ, ততঃ পূর্ব্বোক্তমজরং কোশং সদিগ্বৎসং যথাবৎ ধ্যাত্বা। দ্বির্ব্বচনমাদরার্থম্। ৭।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য পঞ্চদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর যে বলিয়াছি "স্বর্গলোকের শরণাপন্ন হইতেছি", তাহা দ্বারাও ঋগ্বেদ প্রভৃতির শরণাপন্ন হইতেছি, এই কথাই বলিয়াছি। দিক্‌সমূহের বৎসস্বরূপ বায়ুর সহিত পূর্ব্বোক্ত অজর অর্থাৎ অবিনাশী কোশকে ধ্যান করিয়া তদনন্তর ঐ সমস্ত মন্ত্র জপ করিবে। এই উপাসনার প্রতি আদর দেখাইবার জন্য "তদবোচং তদবোচম্" এই বাক্যটি দুইবার বলা হইয়াছে॥ ৭॥

তৃতীয়প্রপাঠকে পঞ্চদশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়প্রপাঠকে

ষোড়শঃ খণ্ডঃ

পুরুষো বাব যজ্ঞঃ, তস্য যানি চতুর্ব্বিংশতি বর্ষাণি, তৎ প্রাতঃসবনং, চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, গায়ত্রং প্রাতঃসবনং, তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ, প্রাণা বাব বসবঃ, এতে হীদং সর্ব্বং বাসয়ন্তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—পুরুষ অর্থাৎ জীবনবিশিষ্ট এই দেহই যজ্ঞস্বরূপ। তাহার অর্থাৎ সেই পুরুষের যে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর, তাহাই প্রাতঃসবন-স্বরূপ, কারণ, গায়ত্রীর অক্ষর-সমূহ চতুর্ব্বিংশতিটি মাত্র, আর এই প্রাতঃসবন গায়ত্র অর্থাৎ গায়ত্রীচ্ছন্দে নিবদ্ধ। বসুগণ পুরুষের সেই প্রাতঃসবনে অন্বায়ত্ত অর্থাৎ অধিষ্ঠিত আছেন ; পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, বসুগণই প্রাতঃসবনের অধিপতি। প্রাণসমূহই অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়-সমূহ ও পঞ্চপ্রাণই এ স্থানে বসুগণ অর্থাৎ বসু নামেই অভিহিত হয় ; কারণ, ইহারাই এই পুরুষে অর্থাৎ জীবিত-দেহে এই সমস্তকে বাস করাইতেছে অর্থাৎ সকলকেই বাস করায় ও নিজেরাও বাস করে বলিয়া ইহারা "বসু" এই নামে অভিহিত হয় ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পুত্রায়ুষে উপাসনমুক্তং জপশ্চ। অথেদানীমাত্মনো দীর্ঘজীবনায়েদমুপাসনং জপঞ্চ বিদধত্তদাহ। জীবন্ হি স্বয়ং পুত্রাদিফলেন যুজ্যতে, নান্যথেতি ; অত আত্মানং যজ্ঞং সম্পাদয়তি পুরুষঃ। পুরুষো জীবনবিশিষ্টঃ, কার্য্যকারণসঙ্ঘাতো যথা প্রসিদ্ধ এব। বাবশব্দোঽবধারণার্থঃ, পুরুষ এব যজ্ঞ ইত্যর্থঃ। তথা হি, সামান্যৈঃ সম্পাদয়তি যজ্ঞত্বম্। কথম্ ? তস্য পুরুষস্য যানি চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাণ্যায়ুষঃ, তৎ প্রাতঃসবনং পুরুষাখ্যস্য যজ্ঞস্য। কেন সামান্যেন ? ইত্যাহ, চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী ছন্দঃ, গায়ত্রং গায়ত্রীছন্দস্কং হি বিধিযজ্ঞস্য প্রাতঃসবনম্ ; অতঃ প্রাতঃসবনসম্পন্নেন চতুর্ব্বিংশতিবর্ষায়ুষা যুক্তঃ পুরুষঃ ; অতো বিধিযজ্ঞসাদৃশ্যাৎ যজ্ঞঃ। তথোত্তরয়োরপ্যায়ুষোঃ সবনদ্বয়সম্পত্তিঃ ত্রিষ্টুব্জগত্যক্ষরসঙ্খ্যাসামান্যতো বাচ্যা। কিঞ্চ, তদস্য পুরুষযজ্ঞস্য প্রাতঃসবনং বিধিযজ্ঞস্যেব বসবো দেবা অন্বায়ত্তা অনুগতাঃ, সবনদেবতাত্বেন স্বামিন ইত্যর্থঃ। পুরুষযজ্ঞেঽপি বিধিযজ্ঞ ইব অগ্ন্যাদয়ো বসবো দেবাঃ প্রাপ্তাঃ, ইত্যতো বিশিনষ্টি,

প্রাণা বাব বসবো বাগাদয়ো বায়বশ্চ, তে হি যস্মাদিদং পুরুষাদি প্রাণিজাতমেতে বাসয়ন্তি। প্রাণেষু হি দেহে বসৎসু সর্ব্বমিদং বসতি, নান্যথা ইতি; অতো বসনাদ্বাসনাচ্চ বসবঃ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বখণ্ডে পুত্রের আয়ুর্ব্বর্দ্ধনকামনায় আরাধনা ও জপ নিরূপণ করিয়া অধুনা স্বীয় দীর্ঘজীবনের জন্য উপাসনা ও জপ-বিধি নির্দ্দেশ করিতেছেন।—আপনি জীবিত থাকিলেই পুত্রাদি ফলে যুক্ত হইতে পারে, জীবিত না থাকিলে তাহা হয় না, অতএব পুরুষ নিজেকেই যজ্ঞরূপে সম্পাদিত করিবেন। পুরুষ বলিতে এ স্থানে জীবন-বিশিষ্ট দেহধারীকেই বুঝিতে হইবে, কারণ, জীবিত ব্যক্তিই কার্য্য-কারণ-সঙ্ঘাত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। মূলোক্ত 'বাব' এই শব্দটি অবধারণার্থক, ইহার অর্থ হইতেছে—পুরুষই যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞস্বরূপ। সম্প্রতি পুরুষের সহিত যজ্ঞের সাদৃশ্য দেখাইয়া তাহার যজ্ঞত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। যজ্ঞের সহিত পুরুষের সাদৃশ্য কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—পুরুষের যে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর আয়ু, তাহাই পুরুষরূপ যজ্ঞের প্রাতঃসবন তুল্য। কি সাদৃশ্য দেখিয়া তাহা স্থির করা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—গায়ত্রীচ্ছন্দ চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরবিশিষ্ট, আর বিধিযজ্ঞ অর্থাৎ যথাবিধি অনুষ্ঠিত যজ্ঞের প্রাতঃসবনও গায়ত্র অর্থাৎ গায়ত্রীচ্ছন্দে নিবদ্ধ, অতএব চতুর্ব্বিংশতি-বর্ষ-বয়স্ক পুরুষ প্রাতঃ-সবনসম্পন্ন অর্থাৎ প্রাতঃসবনের সহিত সমান, অতএব বিধিবিহিত যজ্ঞের সহিত সাদৃশ্য বশতঃ পুরুষই যজ্ঞ বা যজ্ঞ-স্বরূপ। এইরূপ পরবর্ত্তী সবনদ্বয় অর্থাৎ মাধ্যন্দিন সবন ও সায়ংকালীন সবনদ্বয়ের ত্রিষ্টুপ্‌ ও জগতী ছন্দের অক্ষরসংখ্যার সহিত সাদৃশ্য থাকায় পরবর্ত্তী আয়ুর্দ্বয়কেও মাধ্যন্দিন সবন ও সায়ংকালীন সবনরূপে সম্পাদিত করিতে হইবে। আরও দেখ, বিধিযজ্ঞের ন্যায় এই পুরুষযজ্ঞেরও প্রাতঃসবন বসুদেবগণের অনুগত অর্থাৎ বসুগণ প্রাতঃসবনের দেবতা বলিয়া অধিপতি অর্থাৎ বসুদেবগণ যেরূপ বিধিযজ্ঞে প্রাতঃসবনের স্বামী, তদ্রূপ এই পুরুষযজ্ঞেও তাঁহারা প্রাতঃসবনের অধীশ্বর। কিন্তু বিধিযজ্ঞের ন্যায় পুরুষযজ্ঞে বহ্ন্যাদি বসুদেবগণ দেবতা নহে। প্রাণসকল অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মুখ্য প্রাণই বসুস্বরূপ, যে হেতু, তাহারাই পুরুষাদি প্রাণীদিগকে এই দেহে বাস করাইতেছে। শরীরে প্রাণাদি বাস করিলেই অর্থাৎ প্রাণের অবস্থিতিতেই এই সমস্ত বাস করিতে অর্থাৎ অবস্থিতি করিতে পারে, ইহার অন্যথা হইলে পারে না। নিজেও বাস করে ও অপর সকলকে বাস করায় বলিয়াই প্রাণাদি বসু নামে অভিহিত হয় ॥ ১ ॥

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ, স ব্রূয়াৎ, প্রাণা বসবঃ! ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনꣳ সবনমনুসন্তনুতেতি, মাহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েতি, উদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—এই বয়সে বর্ত্তমান সেই যজ্ঞ-পুরুষকে কোন ব্যাধি প্রভৃতি যদি কোনরূপ উপতপ্ত অর্থাৎ পীড়াদান করে অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়সের মধ্যে তাঁহার যদি কোন সাঙ্ঘাতিক পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই যজ্ঞ-পুরুষ পরবর্ত্তী এই মন্ত্র জপ করিবেন—"হে প্রাণস্বরূপ বসুগণ! তোমরা আমার এই প্রাতঃসবন ও মাধ্যন্দিনসবনকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দাও। যজ্ঞ-স্বরূপ আমি যেন প্রাণস্বরূপ বসুগণের মধ্যেই বিলুপ্ত না হই অর্থাৎ এই চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়সের মধ্যেই যেন আমি বিনষ্ট না হই" এই মন্ত্র জপ করিলেই সেই ব্যক্তি সেই ব্যাধি হইতে উদ্গত হয় অর্থাৎ মুক্তি পায় ও নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য-লাভ করে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তঞ্চেৎ যজ্ঞসম্পাদিতমেতস্মিন্ প্রাতঃসবনসম্পন্নে বয়সি কিঞ্চিদ্ব্যাধ্যাদি মরণশঙ্কাকারণমুপতপেৎ দুঃখমুৎপাদয়েৎ, স তদা যজ্ঞসম্পাদী পুরুষঃ আত্মানং যজ্ঞং মন্যমানো ব্রূয়াজ্জপেদিত্যর্থঃ, ইমং মন্ত্রম্ : হে প্রাণাঃ! বসবঃ! ইদং মে প্রাতঃসবনং মম যজ্ঞস্য বর্ত্ততে, তৎ মাধ্যন্দিনং সবনমনুসন্তনুতেতি মাধ্যন্দিনেন সবনেনায়ুষা সহিতমেকীভূতং সন্তঙং কুরুতেত্যর্থঃ। মা অহং যজ্ঞো যুষ্মাকং প্রাণানাং বসূনাং প্রাতঃসবনেশানাং মধ্যে বিলোপ্সীয় বিলুপ্যেয়ং, বিচ্ছিদ্যেয়মিত্যর্থঃ। ইতি শব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ, অনেন জপেন ধ্যানেন চ ততস্তস্মাদুপতাপাদুদেত্যুদ্গচ্ছতি, উদ্গম্য বিমুক্তঃ সন্নগদো হ অনুপতাপো ভবত্যেব ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই যজ্ঞসম্পাদিত অর্থাৎ নিজেকে যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া বিবেচনাকারী পুরুষকে এই প্রাতঃসবন-সম্পন্ন বয়সে অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়সেই মরণাশঙ্কাজনক কোনরূপ ব্যাধি প্রভৃতি যদি উপতপ্ত অর্থাৎ ক্লেশ প্রদান করে, তাহা হইলে সেই যজ্ঞ-সম্পাদী অর্থাৎ যজ্ঞ-স্বরূপ বিবেচনাকারী সেই পুরুষ নিজেকে যজ্ঞস্বরূপ মনে করিয়া বলিবেন অর্থাৎ অনন্তরোক্ত মন্ত্রজপ করিবেন—"হে প্রাণস্বরূপ বসুগণ! যজ্ঞস্বরূপ আমার এই প্রাতঃসবন অর্থাৎ প্রাতঃসবনসংস্পৃষ্ট চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে মাধ্যন্দিন সবনকে লক্ষ্য করিয়া বিস্তৃত কর অর্থাৎ মাধ্যন্দিন সবনস্বরূপ যে আয়ুঃ, সেই আয়ুর সহিত একীভূত কর। যজ্ঞস্বরূপ আমি যেন প্রাতঃসবনের অধিপতি

প্রাণস্বরূপ যে তোমরা বসুগণ, এই বসুগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই অর্থাৎ তোমাদের সহিত যেন আমি বিচ্ছিন্ন না হই, অর্থাৎ এই প্রথম বয়সেই আমাকে যেন মৃত্যু আসিয়া আক্রমণ না করে।" মূলের ইতি এই শব্দটি মন্ত্র-সমাপ্তিসূচক। এই জপ ও ধ্যানের দ্বারা সেই যজ্ঞপুরুষ সেই উপতাপ অর্থাৎ ক্লেশপ্রদ পীড়া হইতে উদ্গত অর্থাৎ বিমুক্ত হয় ও বিমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই অগদ অর্থাৎ উপতাপ-শূন্য বা নীরোগ হয়॥ ২॥

অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণি, তন্মাধ্যন্দিনং সবনং, চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্, ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং, তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ, প্রাণা বাব রুদ্রাঃ, এতে হীদং সর্ব্বং রোদয়ন্তি॥ ৩॥

অনুবাদ।—আর যে চতুশ্চত্বারিংশৎ অর্থাৎ চব্বিশ বৎসরের পর চুয়াল্লিশ (৪৪) বৎসর, অর্থাৎ অষ্টষষ্টি (৬৮) বৎসর, তাহা মাধ্যন্দিন-সবনস্বরূপ। যে হেতু, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরবিশিষ্ট আর মাধ্যন্দিন-সবনও সেই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো-বিরচিত-মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। রুদ্রগণ সেই এই মাধ্যন্দিনসবনের অধিপতি, প্রাণ-সমূহই রুদ্র, কারণ, এই প্রাণসমূহই এই সমস্ত জগৎকে রোদন করাইতেছে॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণীতি সমানম্। রুদন্তি রোদয়ন্তীতি প্রাণা রুদ্রাঃ। ক্রূরা হি তে মধ্যমে বয়সি, অতো রুদ্রাঃ॥ ৩॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর যে চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষ অর্থাৎ চুয়াল্লিশ বৎসর ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। "রুদন্তি" অর্থাৎ রোদন করায় বলিয়াই প্রাণসমূহ রুদ্র, যে হেতু, প্রাণসমূহ মধ্যবয়সেই অত্যন্ত ক্রূর অর্থাৎ নিষ্ঠুর বা উগ্র হইয়া থাকে, এই জন্যই তাহারা রুদ্র। ভাবার্থ এই যে—পুরুষের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ আয়ুর পর যে চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষ আয়ুঃ, তাহাই মাধ্যন্দিন-সবন-তুল্য। কেন না, চতুশ্চত্বারিংশদক্ষর ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ও চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষ আয়ুর সাদৃশ্য আছে। ষোড়শাধিক শতবর্ষ পুরুষায়ুকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষেতে মাধ্যন্দিনসবন দৃষ্টি করিবে। যথাবিধি অনুষ্ঠীয়মান-যজ্ঞের মাধ্যন্দিন-কর্ম্মই মাধ্যন্দিনসবন। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ণাত্মক এবং বিধিযজ্ঞের মাধ্যন্দিনসবনের ছন্দও ত্রিষ্টুপ্, সুতরাং মাধ্যন্দিনসবন-বিশিষ্ট চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষ আয়ুর সঙ্গে পুরুষ যুক্ত হয়, সুতরাং বিধিযজ্ঞের সাদৃশ্য-নিবন্ধন পুরুষও যজ্ঞস্বরূপ। যেরূপ বিধিযজ্ঞের মাধ্যন্দিন-সবনে রুদ্রগণ দেবতা বলিয়া আশ্রিত আছেন, তদ্রূপ এই পুরুষযজ্ঞের মাধ্যন্দিন-সবনেও রুদ্রদিগকে অনুগত জানিবে,

অর্থাৎ রুদ্রগণ যেরূপ বিধিযজ্ঞে মাধ্যন্দিনসবনের অধিপতি, তদ্রূপ তাঁহারা এই পুরুষযজ্ঞেও মাধ্যন্দিনসবনের অধিপতি। বিধিযজ্ঞের ন্যায় পুরুষযজ্ঞেও রুদ্রদিগকে প্রাণরূপে দেবতা বলিয়া লাভ করা যায়। এই সবনের প্রাণসকলই পুরুষযজ্ঞের রুদ্রদেবগণ; কেন না, যাঁহারা রোদন করান, তাঁহারাই রুদ্র। ইঁহারাই পুরুষাদি প্রাণীদিগকে মধ্যম বয়সে রোদন করাইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

* তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ, স ব্রূয়াৎ, প্রাণা রুদ্রাঃ! ইদং মে মাধ্যন্দিনꣳ সবনং তৃতীয়সবনমনুসন্তনুতেতি। মাহꣳ প্রাণানাꣳ রুদ্রাণাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েতি। উদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—এই মধ্যমবয়সে বর্ত্তমান সেই যজ্ঞপুরুষকে কোন সাজ্বাতিক ব্যাধি যদি বিশেষরূপ ক্লেশ দান করে, তাহা হইলে সেই যজ্ঞপুরুষ বলিবে অর্থাৎ পরবর্ত্তী মন্ত্র জপ করিবে—'হে প্রাণস্বরূপ রুদ্রগণ! আমার এই মাধ্যন্দিনসবনকে তৃতীয়সবন অর্থাৎ সায়ংকালীন সবনের সহিত সংযুক্ত করিয়া দাও। যজ্ঞপুরুষ আমি যেন প্রাণস্বরূপ রুদ্রগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই অর্থাৎ আমার চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসর বয়সের মধ্যেই যেন আমি বিনষ্ট না হই।' এইরূপ জপ করিলেই সেই যজ্ঞপুরুষ সেই উপতাপ অর্থাৎ রোগ হইতে উদ্গত হয় অর্থাৎ আরোগ্য লাভ করে ও নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যলাভ করে। ভাবার্থ এই যে—"হে প্রাণস্বরূপ রুদ্রগণ! আমি যজ্ঞরূপী, আমার মাধ্যন্দিনসবন বিদ্যমান আছে, অধুনা তোমরা আমাকে সায়াহ্ন-সবনবিহিত আয়ুর সহিত যুক্ত কর, অর্থাৎ এই আমার মাধ্যন্দিনসবন, সুতরাং আমাকে তৃতীয়সবন যাবৎ রক্ষা কর। আমি যেন যজ্ঞরূপী হইয়া মাধ্যন্দিনসবনের অধিপতি প্রাণরূপী রুদ্রগণের মধ্যে বিচ্ছিন্ন না হই।" এই প্রকারে ধ্যান করিলে রোগজনিত উপতাপ হইতে মুক্ত হইয়া সাধক রোগশূন্য থাকিতে পারে ॥ ৪ ॥

অথ যান্যষ্টাচত্বারিꣳশদ্বর্ষাণি, তৎ তৃতীয়সবনম্, অষ্টাচত্বারিꣳশদক্ষরা জগতী, জাগতং তৃতীয়সবনং, তদস্যাদিত্যা অন্বায়ত্তাঃ, প্রাণা বাবাদিত্যাঃ, এতে হীদꣳ সর্ব্বমাদদতে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—আর যে অষ্টাচত্বারিংশৎ অর্থাৎ অষ্টষষ্টি (৬৮) বৎসরের পর আটচল্লিশ বৎসর পরমায়ু, তাহাই তৃতীয় অর্থাৎ সায়ংকালীন সবন-স্বরূপ। জগতী

* ইহার ভাষ্য দ্বিতীয় খণ্ডের অনুরূপ বলিয়া পৃথক্ ভাষ্য না থাকায় ভাষ্যানুবাদও নাই।

নামক ছন্দ অষ্টাচত্বারিংশৎ অক্ষরবিশিষ্ট, আর তৃতীয়সবনের মন্ত্রও জগতীচ্ছন্দে নিবদ্ধ বলিয়া অষ্টাচত্বারিংশৎ অক্ষরবিশিষ্ট। আদিত্যগণ তাহার এই তৃতীয়সবনে অন্বায়ত্ত অর্থাৎ আদিত্যগণই তৃতীয়সবনের অধিপতি। প্রাণসমূহই আদিত্যস্বরূপ, কারণ, ইহারাই অর্থাৎ প্রাণাদিত্য-সমূহই এই সমস্ত শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ-সমূহকে আদান অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা আদিত্যাঃ প্রাণাঃ। তে হীদং শব্দাদিজাতমাদদতে, অত আদিত্যাঃ। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ প্রাণ-সমূহই আদিত্যস্বরূপ, কারণ, তাহারাই এই শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়-সমূহকে আদান অর্থাৎ গ্রহণ করিতেছে, বলিয়াই আদিত্যনামে অভিহিত হয়। পুরুষের যে অবশিষ্ট অষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষ আয়ু, তাহাই তৃতীয়সবন-তুল্য। কেন না, অষ্টাচত্বারিংশদক্ষর জগতীচ্ছন্দঃ ও অষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষ আয়ুর তুল্যতা বিদ্যমান আছে। ষোড়শাধিকশত-বর্ষ পুরুষায়ুকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার অষ্টাচত্বারিংশৎবর্ষে তৃতীয়সবন দৃষ্টি করিবে। যথাবিধি অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞের সন্ধ্যাকালীন কর্ম্মই তৃতীয়সবন। জগতীচ্ছন্দঃ অষ্টাচত্বারিংশদক্ষর-যুক্ত এবং বিধিযজ্ঞের তৃতীয়সবনের ছন্দও জগতী, সুতরাং তৃতীয়সবনসম্পন্ন অষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষ আয়ুর সঙ্গে পুরুষ যুক্ত হয়, সুতরাং বিধিযজ্ঞের তুল্যতা-নিবন্ধন যজ্ঞ-স্বরূপ। যেরূপ বিধিযজ্ঞের তৃতীয়সবনে আদিত্যবৃন্দ অনুগত আছে, তদ্রূপ এই পুরুষযজ্ঞের তৃতীয়সবনেও আদিত্যদিগকে অনুগত জানিবে, অর্থাৎ আদিত্যবৃন্দ যেরূপ বিধিযজ্ঞে তৃতীয়সবনের অধিপতি, তদ্রূপ তাঁহারা এই পুরুষযজ্ঞেও তৃতীয়সবনের অধিপতি, বিধিযজ্ঞের ন্যায় এই পুরুষযজ্ঞেও আদিত্যদিগকে প্রাণরূপে দেবতা বলিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাণ-সকলই পুরুষযজ্ঞের আদিত্য দেবগণ। যাহারা আদান করে, তাহাদিগকেই আদিত্য কহে। শব্দসমূহ গ্রহণ অর্থাৎ শরীরে প্রাণের বসতি থাকিলেই শব্দাদি গ্রহণ করিতে পারা যায় ॥ ৫ ॥

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ, স ব্রূয়াৎ, প্রাণা আদিত্যা! ইদং মে তৃতীয়সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি; মাহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েতি। উদ্ধৈব তত এত্যগদো হৈব ভবতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—এই বয়সে অর্থাৎ আটষট্টি বৎসর বয়সের পর যে বয়স, সেই বয়সে বর্ত্তমান এই যজ্ঞপুরুষকে কোন সাঙ্ঘাতিক ব্যাধি যদি বিশেষরূপ উপতপ্ত অর্থাৎ ক্লেশ প্রদান করে, তাহা হইলে সেই যজ্ঞপুরুষ পরবর্ত্তী মন্ত্র জপ করিবে।

"হে প্রাণস্বরূপ আদিত্যগণ! আমার এই তৃতীয়সবন আয়ু অর্থাৎ এক শত ষোড়শ বৎসর পরমায়ু সমাপ্ত কর অর্থাৎ পূর্ণ কর। যজ্ঞপুরুষ আমি যেন প্রাণস্বরূপ আদিত্যগণের মধ্যেই বিলুপ্ত না হই অর্থাৎ আমার এক শত ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পরমায়ু পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যেন আমি মৃত্যুমুখে পতিত না হই।" এই মন্ত্র জপ করিলে সেই উপতাপ হইতে উদ্গত অর্থাৎ বিমুক্ত হয় ও বিমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তৃতীয়সবনমায়ুঃ ষোড়শোত্তরবর্ষশতং সমাপয়ত, অনুসন্তনুত যজ্ঞং সমাপয়তেত্যর্থঃ। সমানমন্যৎ ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—তৃতীয়সবন আয়ু অর্থাৎ এক শত ষোড়শ বৎসর পরিমিত পরমায়ু সমাপ্ত কর অর্থাৎ যজ্ঞ সমাপ্ত কর অর্থাৎ পূর্ণ হইতে দাও। অপরাপর অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার সমান। ভাব এই যে—"হে প্রাণরূপী আদিত্যগণ! আমি যজ্ঞরূপী, আমার তৃতীয়সবন বিদ্যমান আছে, তোমরা আমাকে এই তৃতীয়সবনবিহিত আয়ুর সহিত যুক্ত কর, অর্থাৎ আমাকে পূর্ণায়ু করিয়া আমার যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে দাও। আমি যজ্ঞরূপী হইয়া যেন তৃতীয়সবনের অধিপতি প্রাণরূপী আদিত্যগণের মধ্যে বিচ্ছিন্ন না হই। এইরূপে ধ্যান করিলে সাধক রোগজনিত উপতাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে ॥ ৬ ॥

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানাহ মহীদাস ঐতরেয়ঃ—স কিং মে এতদুপতপসি? যোঽহমনেন ন প্রেষ্যামীতি, স হ ষোড়শং বর্ষশতমজীবৎ প্র হ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি, য এবং বেদ ॥ ৭ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—ইতরা নাম্নী স্ত্রীর গর্ভজাত ঐতরেয় বিদ্বান্ মহীদাস নামক কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত এই যজ্ঞপুরুষ বিষয়ক দর্শন বলিয়াছিলেন। কি বলিয়াছিলেন? তাহাই বলিতেছেন—"হে রোগ! সেই তুমি কি নিমিত্ত আমাকে এরূপ ভাবে ক্লেশ দিতেছ? যে আমি এই রোগের দ্বারা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিব না, অর্থাৎ আমি এই রোগের আক্রমণে কখনই মরিব না, তবে কি নিমিত্ত তুমি আমাকে এত ক্লেশ দিতেছ? তিনি এইরূপ স্থির করিয়া এক শত ষোড়শ বৎসর জীবিত ছিলেন। অন্য যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত এই বিজ্ঞান জানেন, তিনিও এক শত ষোড়শ বৎসর জীবিত থাকেন ॥ ৭ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—নিশ্চিতা হি বিদ্যা ফলায়েত্যেতদ্দর্শয়ন্নাহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানাহ মহীদাসো নামতঃ, ইতরায়া অপত্যমৈতরেয়ঃ। কিং কস্মান্মে মমৈতদুপতপনমুপতপসি? স ত্বং হে রোগ! যোহহং যজ্ঞোহনেন ত্বৎকৃতেনোপতাপেন ন প্রেষ্যামি ন মরিষ্যামি, অতো বৃথা তব শ্রম ইত্যর্থঃ। ইত্যেবমাহ স্মেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। স এবংনিশ্চয়ঃ সন্ ষোড়শবর্ষশতম্ অজীবৎ, অন্যোহপি এবং-নিশ্চয়ঃ ষোড়শবর্ষশতং প্রজীবতি য এবং যথোক্তং যজ্ঞসম্পাদনং বেদ জানাতি স ইত্যর্থঃ। ৭।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য ষোড়শখণ্ডভাষ্যম্। ১৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে বিদ্যা নিশ্চিত, তাহা নিশ্চয়ই ফলপ্রদ। ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। ইতরা নাম্নী কোন স্ত্রীলোকের গর্ভজাত অতএব ঐতরেয় নামে বিখ্যাত বিদ্বান্ মহীদাস নামক কোন ব্যক্তি যজ্ঞপুরুষ-বিষয়ক এই দর্শন প্রথমে বলিয়াছিলেন—"হে রোগ! যজ্ঞস্বরূপ এই আমি যখন তোমা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই উপতাপ অর্থাৎ ক্লেশের দ্বারা মরিব না, তখন কি জন্য তুমি আমাকে এইরূপে উপতপ্ত অর্থাৎ ক্লিষ্ট করিতেছ? তোমার এই পরিশ্রম একেবারেই ব্যর্থ হইবে, আমি এই রোগে কখনই মরিব না। সেই মহীদাস এইরূপ দৃঢ়মতি হইয়া এক শত ষোড়শ বৎসর জীবিত ছিলেন। অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যেও যিনি যথোক্ত-রূপ যজ্ঞসম্পাদন অর্থাৎ যজ্ঞসম্পাদনের বিধানাদি জানেন, তিনিও এইরূপ দৃঢ়মতি হইলে এক শত ষোড়শ বৎসর জীবিত থাকেন॥ ৭॥

তৃতীয়প্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ খণ্ডঃ

স যদশিশিষতি, যৎ পিপাসতি, যন্ন রমতে, তা অস্য দীক্ষাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—সেই যজ্ঞপুরুষ যাহা ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, যাহা পান করিতে ইচ্ছা করে এবং যাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, সেই সমস্তই ইহার দীক্ষা অর্থাৎ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যেমন দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, জীবন-যজ্ঞের আরম্ভ-কালেও ইহা সেইরূপ দীক্ষাস্বরূপ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স যদশিশিষতীত্যাদির্যজ্ঞসামান্যনির্দেশঃ পুরুষস্য পূর্ব্বেণৈব সম্বধ্যতে। যদশিশিষত্যশিতুমিচ্ছতি। তথা পিপাসতি পাতুমিচ্ছতি। যন্ন রমতে ইষ্টাদ্যপ্রাপ্তিনিমিত্তং, যদেবংজাতীয়কং দুঃখমনুভবতি তা অস্য দীক্ষাঃ, দুঃখসামান্যাদ্ধিযজ্ঞস্যেব। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"স যদশিশিষতি" ইত্যাদিরূপে পুরুষের সম্বন্ধে যে যজ্ঞ-সাধর্ম্ম্য নির্দেশ করা হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞপুরুষের সহিতই তাহার অন্বয়। সেই পুরুষ যাহা ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, এবং যাহা পান করিতে ইচ্ছা করে, অভিলষিত দ্রব্যাদি না পাইলে যে প্রীতিলাভ করিতে পারে না, ইত্যাদি এই জাতীয় যে দুঃখ অনুভব করে, তাহা ইহার অর্থাৎ এই পুরুষের সম্বন্ধে দীক্ষাস্বরূপ অর্থাৎ বিধিবিহিত যজ্ঞে যে দুঃখানুভব করিতে হয়, সেই দুঃখের সহিত সাদৃশ্য থাকায় দীক্ষাস্বরূপ ॥ ১ ॥

অথ যদশ্নাতি, যৎ পিবতি, যদ্রমতে, তদুপসদৈরেতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—আর সেই পুরুষ যাহা ভোজন করে, যাহা পান করে ও যে অভিলষিত বিষয়প্রাপ্তির নিমিত্ত আনন্দানুভব করে, তাহা উপসদ্‌গণের অর্থাৎ পয়োব্রতগণের সাদৃশ্যলাভ করে ; উপসদ্‌গণ কেবলমাত্র পয় অর্থাৎ দুগ্ধ বা জলমাত্র পান করিয়া থাকেন এবং তাহাতেই তাঁহারা সুখানুভব করেন, এই পয়োব্রতে সুখলাভের সহিত সাদৃশ্য থাকায় উপসদ্‌গণের সহিত সাদৃশ্যলাভ করেন, এইরূপ বলা হইয়াছে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যদশ্নাতি যৎ পিবতি যদ্রমতে রতিকামনুভবতি ইষ্টাদিসংযোগাৎ, তদুপসদৈঃ সমানতামেতি। উপসদাঞ্চ পয়োব্রতত্বনিমিত্তং সুখমস্তি। অল্পভোজনীয়ানি চাহান্যাসন্নানীতি প্রশ্বাসাঃ, অতোঽশনাদীনামুপসদাঞ্চ সামান্যম্। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর সেই পুরুষ যাহা ভোজন করে, যাহা পান করে ও অভিলষিত বস্তুপ্রাপ্তিজন্য যে রতি অর্থাৎ আনন্দানুভব করে, তাহা উপসদ্‌গণের সহিত সাম্য লাভ করে। উপসদ্‌গণের পয়োব্রত-গ্রহণ জন্য সুখ আছে, যে সমস্ত দিনে অল্প অল্প ভোজন বিহিত আছে, সেই সমস্ত দিন উহার আসন্ন বা সমীপবর্ত্তী বলিয়া উহা প্রশ্বাস বা স্বাস্থ্যবিশেষ, অর্থাৎ ঐরূপ ভোজন ও পানে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে ও চিত্তের প্রসন্নতা থাকে, এই জন্যই অশনাদির ও উপসদ্‌গণের সাম্য ॥ ২ ॥

অথ যদ্ধসতি, যজ্জক্ষতি, যন্মৈথুনং চরতি, স্তুত-শস্ত্রৈরেব তদেতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—আর যে হাস্য করে, যে ভক্ষণ করে, যে স্ত্রীসঙ্গ করে, তাহা স্তুত-শস্ত্র অর্থাৎ স্তুত ও শস্ত্র নামক সামাংশবিশেষের সহিতই সাম্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যদ্ধসতি, যজ্জক্ষতি ভক্ষয়তি, যৎ মৈথুনং চরতি, স্তুত-শস্ত্রৈরেব তৎ সামান্যমেতি,-শব্দবত্ত্ব-সামান্যাৎ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর ঐ পুরুষ যে হাস্য করে, যাহা ভোজন করে, ও যে স্ত্রীসঙ্গ করে, তাহা স্তুত ও শস্ত্র নামক সামবেদের অংশবিশেষের সহিত সাম্যলাভ করে, কারণ, শব্দবত্তারূপ সাদৃশ্য উভয়েরই একরূপ ॥ ৩ ॥

অথ যত্তপো দানমার্জ্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি, তা অস্য দক্ষিণাঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—আর সেই পুরুষের যে তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা, সত্যবাক্য, তাহাই দক্ষিণাস্বরূপ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যত্তপো দানমার্জ্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি, তা অস্য দক্ষিণাঃ, ধর্ম্মপুষ্টিকরত্বসামান্যাৎ। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর যে তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা ও সত্যবাক্য, তাহা এই যজ্ঞপুরুষের দক্ষিণাস্বরূপ, কারণ, ধর্ম্ম ও পুষ্টিকারিতাবিষয়ে উভয়েরই সাম্য আছে, অর্থাৎ যেরূপ বিধিযজ্ঞের দক্ষিণা দ্বারা পুষ্টি সাধিত হয়, তদ্রূপ তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা ধর্ম্মের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে; সুতরাং এই সকলকে দক্ষিণা বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

তস্মাদাহুঃ সোষ্যত্যসোষ্টেতি, পুনরুৎপাদনমেবাস্য, তন্মরণ-মেবাস্যাবভৃথঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—এই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে অর্থাৎ যজ্ঞরূপ পুরুষের মাতাকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে, "প্রসব করিবে," "প্রসব করিয়াছে," এই যজ্ঞপুরুষের তাহাই পুনরুৎপত্তি, আর ইহার যে মৃত্যু, সেই মৃত্যুই তাহার অবভৃথ আর যজ্ঞসমাপ্তি-কালীন স্নান-স্বরূপ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যস্মাচ্চ যজ্ঞঃ পুরুষঃ, তস্মাত্তং জনয়িষ্যতি মাতা যদা তদা আহুরন্যে—সোষ্যতীতি তস্য মাতরং, যদা চ প্রসূতা ভবতি, তদা অসোষ্ট পূর্ণিকেতি; বিধিযজ্ঞ ইব, সোষ্যতি সোমং দেবদত্তঃ, অসোষ্ট সোমং যজ্ঞদত্ত ইতি অতঃ শব্দসামান্যাদ্বা পুরুষো যজ্ঞঃ। পুনরুৎপাদনমেবাস্য তৎ পুরুষাখ্যস্য যজ্ঞস্য, যৎ সোষ্যত্যসোষ্টেতি শব্দ-সম্বন্ধিত্বং বিধিযজ্ঞস্যেব। কিঞ্চ, তন্মরণমেবাস্য পুরুষযজ্ঞস্যাবভৃথঃ, সমাপ্তিসামান্যাৎ ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে হেতু পুরুষই যজ্ঞস্বরূপ, সেই হেতু মাতা যখন প্রসব করিবেন, তখন অন্য লোকে তাহার মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকে যে, "প্রসব করিবে" যদি প্রসব করিয়া থাকে, তখন বলে "প্রসব করিয়াছে" অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ হইয়াছে বা কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে। বিধিযজ্ঞে অর্থাৎ শাস্ত্র-বিহিতযজ্ঞে যেমন বলা হয় "দেবদত্ত সোম প্রসব করিবে" অর্থাৎ গ্রহণ করিবে, "যজ্ঞ-দত্ত সোম প্রসব করিয়াছে", অর্থাৎ গ্রহণ করিয়াছে, ইহাও সেইরূপ; অতএব শব্দ-গত সাম্য হেতু পুরুষই যজ্ঞস্বরূপ। বিধিবিহিত যজ্ঞের ন্যায় এই পুরুষসংজ্ঞক যজ্ঞেরও যে, 'সোষ্যতি অসোষ্ট' এই শব্দের সহিত সম্বন্ধ, তাহাই ইহার পুনরুৎপাদন। আর সমাপ্তিরূপ সাদৃশ্যবশতঃ মৃত্যুই সেই পুরুষসংজ্ঞক যজ্ঞের অবভৃথ-স্বরূপ। তাৎপর্য্য এই যে—শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞে সোমরস-নিঃসারণের ব্যবস্থা আছে, তাহাকে 'সোমাভিষব' বলে, আর যজ্ঞসমাপ্তিকালে যে স্নান, তাহাকে 'অবভৃথ' স্নান বলে। এস্থানে পুরুষরূপ যজ্ঞের উৎপত্তিই 'সোমাভিষব' আর মৃত্যুই 'অবভৃথ'-স্বরূপ ॥ ৫ ॥

তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচ, অপিপাস এব স বভূব, সোঽন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেত, অক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি। তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—অঙ্গিরানন্দন ঘোর নামক ঋষি পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ এই যজ্ঞ-দর্শন নিজশিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন অর্থাৎ পরে উল্লিখিত

তিনটি মন্ত্রেরও উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণ ঐ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অপিপাস অর্থাৎ অন্য বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে নিস্পৃহ হইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি অর্থাৎ উক্ত মন্ত্রবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মৃত্যুকালে এই তিনটি মন্ত্রকে প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ জপ করিবেন, "অক্ষিতমসি" অক্ষত হও, "অচ্যুতমসি" নিজের প্রকৃতি হইতে বিচ্যুত হও নাই ও "প্রাণসংশিতমসি" প্রাণের অতিশয় সূক্ষ্মাবস্থা অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেছ। এ বিষয়ে পরবর্ত্তী দুইটি মন্ত্র আছে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদ্ধৈতৎ যজ্ঞদর্শনং ঘোরো নামত আঙ্গিরসো গোত্রতঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় শিষ্যায় উক্ত্বা উবাচ, "তদেতত্ত্রয়ম্" ইত্যাদি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। স চৈতদ্দর্শনং শ্রুত্বা অপিপাস এবান্যাভ্যো বিদ্যাভ্যো বভূব। ইত্থঞ্চ বিশিষ্টেয়ং বিদ্যা, যৎ কৃষ্ণস্য দেবকীপুত্রস্যান্যাং বিদ্যাং প্রতি তৃড়্‌বিচ্ছেদকরীতি পুরুষযজ্ঞবিদ্যাং স্তৌতি। ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায়োক্ত্বেমাং বিদ্যাং কিমুবাচেতি? তদাহ—স এবং যথোক্তযজ্ঞবিৎ অন্তবেলায়াং মরণকালে এতন্মন্ত্রত্রয়ং প্রতিপদ্যেত জপেদিত্যর্থঃ। কিং তৎ? অক্ষিতমক্ষীণমক্ষতং বা অসি ইত্যেকং যজুঃ; সামর্থ্যাদাদিত্যস্থং প্রাণং চৈকীকৃত্যাহ। তথা তমেবাহ, অচ্যুতং স্বরূপাদপ্রচ্যুতমসীতি দ্বিতীয়ং যজুঃ। প্রাণসংশিতং প্রাণশ্চ সংশিতং সম্যক্ তনূকৃতঞ্চ সূক্ষ্মং তত্ত্বমসীতি তৃতীয়ং যজুঃ। তত্রৈতস্মিন্নর্থে বিদ্যাস্তুতিপরে দ্বে ঋচৌ মন্ত্রৌ ভবতো ন জপার্থে, "ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত" ইতি ত্রিত্বসংখ্যাবাধনাৎ, পঞ্চ সংখ্যা হি তদা স্যাৎ। ৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরা নামক ঋষির বংশজাত ঘোর নামক ঋষি সেই এই যজ্ঞদর্শন বা যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞান নিজশিষ্য দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে উপদেশ দিয়া বক্ষ্যমাণ তিনটি মন্ত্রও তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। পরে যে 'তদেতৎ ত্রয়ম্' এই বাক্যটি বলিবেন, তাহারই সহিত 'উবাচ' এই ক্রিয়ার অন্বয় হইবে। সেই শ্রীকৃষ্ণ এই যজ্ঞদর্শন অবগত হইয়া অন্যান্য বিদ্যা বা জ্ঞানবিষয়ে অপিপাস অর্থাৎ নিস্পৃহ হইয়াছিলেন অর্থাৎ এই বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করাতেই তাঁহার জ্ঞানের পিপাসা নিবৃত্ত হইয়াছিল, অন্য বিষয় জানার আর আগ্রহ ছিল না। এই বিদ্যার ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণের অন্য বিদ্যার প্রতি যে আগ্রহ, তাহা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছিল, ইহা দ্বারা পুরুষযজ্ঞবিষয়ক জ্ঞানের প্রশংসাই সূচিত হইয়াছে। অঙ্গিরাবংশোৎপন্ন ঘোর ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে এই বিদ্যা উপদেশ দিয়া কি বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞবিষয়ে অভিজ্ঞ সেই ব্যক্তি অন্তকালে অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে এই তিনটি মন্ত্রকে প্রতিপন্ন হইবেন অর্থাৎ জপ করিবেন। কি সে মন্ত্র? প্রথম মন্ত্র—'অক্ষিতমসি' অক্ষিত অর্থাৎ অক্ষীণ বা অক্ষত আছ, অর্থাৎ তুমি হইতেছ অক্ষত বা পরিপূর্ণ, এই মন্ত্রের

সামর্থ্য বা যোগ্যতানুসারে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, আদিত্যস্থ অর্থাৎ আদিত্য কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত পুরুষ ও প্রাণকে একীভূত করিয়াই এস্থানে ঐরূপ মন্ত্র বলিয়াছেন। সেই তাঁহাকেই পুনরায় বলিয়াছিলেন—'অচ্যুতমসি' অর্থাৎ তুমি হইতেছ অচ্যুত অর্থাৎ নিজের স্বরূপ হইতে অবিচ্যুত বা অস্খলিত, কখনই নিজের যথার্থ রূপ হইতে ভ্রষ্ট হও নাই, ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্র। আর তৃতীয় মন্ত্র হইতেছে—"প্রাণসংশিতমসি" অর্থাৎ তুমি হইতেছ প্রাণের সংশিত অর্থাৎ সম্যক্‌রূপ তনূকৃত বা অতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব। অর্থাৎ আদিত্যস্থ তেজকে প্রাণ ভাবিয়া, হে প্রাণ! তুমি সূর্য্যস্থ হইয়া অক্ষত হও। "অচ্যুতমসি" অর্থাৎ আপনার স্বরূপ হইতে কখনও স্খলিত হইও না, এবং "প্রাণসংশিতমসি" অর্থাৎ তুমি প্রাণরূপে সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতেছ। সেই এই মন্ত্রবিষয়ে বিদ্যার প্রশংসাজ্ঞাপক দুইটি মন্ত্র আছে, এই মন্ত্র দুইটি জপের নিমিত্ত নহে, কারণ, তাহা হইলে "তিনটি মন্ত্র প্রতিপন্ন হইবে অর্থাৎ জপ করিবে" এই ত্রিত্বসংখ্যা বাধিত হইয়া মন্ত্রসংখ্যা পাঁচটি হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরং পরো যদিধ্যতে দিবা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—প্রত্ন অর্থাৎ পুরাতন বা সনাতন জগতের রেতঃ অর্থাৎ বীজ বা কারণস্বরূপ ব্রহ্মের জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশ বা তেজকে দর্শন করিতেছেন, সেই জ্যোতিঃ বাসর অর্থাৎ দিবালোকের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। দিবি অর্থাৎ দ্যুতিবিশিষ্ট পরব্রহ্মে বর্ত্তমান যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে। সরলার্থ এই যে—দিবালোকের ন্যায় সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত পরব্রহ্মে বর্ত্তমান যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে, জগতের কারণস্বরূপ সনাতন ব্রহ্মের সেই জ্যোতিকে জ্ঞানচক্ষুর্বিশিষ্ট বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—'আৎ' 'ইৎ' ইত্যত্র আকারস্তানুবন্ধঃ তকারোঽনর্থকঃ, ইৎ-শব্দশ্চ। প্রত্নস্য চিরন্তনস্য পুরাণস্যেত্যর্থঃ। রেতসঃ কারণস্য বীজভূতস্য জগতঃ সদাখ্যস্য জ্যোতিঃ প্রকাশং পশ্যন্তি। আ-শব্দ উৎসৃষ্টানুবন্ধঃ পশ্যন্তীত্যনেন সম্বধ্যতে। কিং তৎ জ্যোতিঃ পশ্যন্তি ? বাসরমহঃ, অহরিব তৎ সর্ব্বতো ব্যাপ্তং ব্রহ্মণো জ্যোতিঃ। নিবৃত্তচক্ষুষো ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মচর্য্যাদিনিবৃত্তিসাধনেন শুদ্ধান্তঃকরণা আ সমন্ততো জ্যোতিঃ পশ্যন্তীত্যর্থঃ। পরঃ পরমিতি লিঙ্গব্যত্যয়েন, জ্যোতিঃপরত্বাৎ। যদিধ্যতে দীপ্যতে দিবি দ্যোতনবতি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি বর্ত্তমানম্। যেন জ্যোতিষেদ্ধঃ সবিতা তপতি, চন্দ্রমা ভাতি, বিদ্যুৎ বিদ্যোতন্তে, গ্রহতারাগণা বিভাসতে ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি-ভাষ্যানুবাদ।—মূলে 'আৎ' 'ইৎ' এই দুইটি শব্দের মধ্যে

আকারের অনুবন্ধ 'ৎ' এই শব্দটি ও 'ইৎ' এই শব্দটি অনর্থক, ইহাদের কোন অর্থ নাই। প্রত্ন শব্দের অর্থ চিরন্তন বা পুরাতন। রেত অর্থাৎ কারণ অর্থাৎ জগতের বীজস্বরূপ 'সৎ' এই নামবিশিষ্ট পদার্থ। পুরাতন ও জগতের বীজস্বরূপ সৎপদার্থের জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশ বা প্রভাকে দর্শন করেন। অনুবন্ধ-রহিত অর্থাৎ 'আৎ' এই শব্দটির 'ৎ' কার শূন্য কেবল 'আ' এই শব্দটির সহিত পশ্যন্তি এই ক্রিয়ায় অন্বয় করিতে হইবে। যে জ্যোতিঃ দর্শন করেন, সে জ্যোতিঃ কিরূপ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বাসর শব্দের অর্থ অহঃ বা দিবস, সেই সৎসংজ্ঞক ব্রহ্মের জ্যোতিঃ দিবালোকের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠান দ্বারা জিতেন্দ্রিয়, বিষয়ভোগে নিস্পৃহ ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্রহ্মবিদ্গণই সেই জ্যোতিঃ সর্ব্বত্র সম্যগ্ভাবে দেখিতে পান। মূলে যে 'পরঃ' এই শব্দটি আছে, উহার লিঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া 'পরং' এইরূপ করিতে হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্গণ পরম-জ্যোতিকে সর্ব্বত্র সম্যগ্ভাবে দর্শন করেন। দিবি অর্থাৎ দ্যোতনাবিশিষ্ট বা স্বয়ম্প্রভ পরব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকিয়া যাহা দীপ্তি পাইতেছে, যে জ্যোতিঃ দ্বারা সমৃদ্ধ অর্থাৎ প্রভাবসম্পন্ন হইয়া সূর্য্য সন্তাপ দিতেছেন, চন্দ্র দীপ্তি পাইতেছেন, বিদ্যুৎ প্রস্ফুরিত হইতেছে ও গ্রহ-নক্ষত্রগণ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতেছে, ব্রহ্মবিদ্গণ সেই পরম-জ্যোতিকে সর্ব্বত্র দর্শন করেন। স্থূলার্থ এই যে—ব্রহ্মাণ্ডের হেতুভূত সেই পুরাতন পুরুষের জ্যোতিঃ দর্শন করিবে। অহরহঃ ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে। যাহাদিগের নেত্র বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতাচরণ পূর্ব্বক অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি হইয়াছে, সেই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্গণই সেই জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। যে জ্যোতির্দ্বারা সূর্য্য জগৎ পরিতাপিত করেন, চন্দ্রমা প্রকাশিত হয়েন, বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় এবং গ্রহনক্ষত্রাদি উদ্ভাসিত হয়, এই পরম জ্যোতিঃ সেই পরম ব্রহ্মতেই অধিষ্ঠিত ॥ ৭ ॥

উদ্বয়ন্তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরংস্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তম-মিতি ॥ ৮ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—জগতের কারণ সনাতন ব্রহ্মের অজ্ঞানাতীত ও উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ দর্শন করত ও নিজ হৃদয়স্থ সেই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ দর্শন করত আমরা

দীপ্তিশালী ও দেবানুগত সূর্য্য অর্থাৎ রশ্মিমণ্ডল ও সর্ব্বজগতের উদ্ভাসক অত্যুত্তম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়াছি, অত্যুত্তম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৮ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ, অন্যো মন্ত্রদৃগাহ যথোক্তং জ্যোতিঃ পশ্যন্? উদ্বয়ং তমসোঽজ্ঞানলক্ষণাৎ পরি পরস্তাদিতি শেষঃ। তমসো বা অপনেতৃ যজ্জ্যোতিরুত্তরমাদিত্যস্থং পরিপশ্যন্তো বয়ম্, উদগন্মেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। তজ্জ্যোতিঃ স্বঃ স্বম্ আত্মীয়মস্মদ্‌হৃদি স্থিতম্ আদিত্যস্থঞ্চ তদেকং জ্যোতিঃ। যদুত্তরমুৎকৃষ্টতরমূর্দ্ধতরং বা অপরং জ্যোতিরপেক্ষ্য, পশ্যন্ত উদগন্ম বয়ম্। কথমুদগন্ম? ইত্যাহ, দেবং দ্যোতনবন্তং, দেবত্রা দেবেষু সর্ব্বেষু সূর্য্যং বসূনাং রশ্মীনাং প্রাণানাঞ্চ জগত ঈরণাৎ সূর্য্যঃ, তমুদগন্ম গতবন্তঃ, জ্যোতিরুত্তমং সর্ব্বজ্যোতির্ভ্য উৎকৃষ্টতমম্, অহো! প্রাপ্তা বয়মিত্যর্থঃ। ইদং তৎ জ্যোতিঃ, যৎ ঋগ্‌দ্ভ্যাং স্তুতং, যৎ যজুস্ত্রয়েণ প্রকাশিতম্। দ্বিরভ্যাসো যজ্ঞকল্পনা-পরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ৮।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে সপ্তদশখণ্ড ভাষ্যম্। ১৭।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর অপর একজন মন্ত্রদ্রষ্টা পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিঃপদার্থ দর্শন করিয়া বলিয়াছেন—অজ্ঞানরূপ তমঃ অর্থাৎ অন্ধকারের পরবর্ত্তী অর্থাৎ অতীত অথবা অজ্ঞানান্ধকারের অপনেতা আদিত্যমণ্ডলস্থ যে অত্যুত্তম জ্যোতিকে দর্শন করিতে করিতে আমরা উদ্‌গত হইয়াছি, (মূলের 'উৎ' আর 'অগন্ম' এই দুইটি ব্যবহিত পদ একত্র হইয়া 'উদগন্ম' হইয়াছে, ব্যবহিত অর্থাৎ অনেক দূরে অবস্থিত 'উদগন্ম' অর্থাৎ উদ্‌গত হইয়াছি এই ক্রিয়ার সহিত জ্যোতিঃ এই শব্দের অন্বয় করা হইয়াছে) সেই জ্যোতিঃ আর স্বঃ অর্থাৎ আত্মীয় অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত জ্যোতিঃ ও আদিত্যস্থ জ্যোতিঃ উভয়ই এক বা অভিন্ন। যে জ্যোতিঃ অন্যান্য জ্যোতিঃ অপেক্ষা অত্যুৎকৃষ্ট অথবা অপেক্ষাকৃত ঊর্দ্ধে অবস্থিত, সেই জ্যোতিঃ দর্শন করিতে করিতে আমরা উদ্‌গত হইয়াছি, কোথায় উদ্‌গত হইয়াছি? অর্থাৎ উদ্‌গমন করিয়া কাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, বসুসমূহ, রশ্মিসমূহ ও জগতের প্রাণসমূহকে প্রেরণ করেন বলিয়া যিনি সূর্য্যপদবাচ্য, দেবত্রা অর্থাৎ সমস্ত দেবগণের মধ্যে দেব অর্থাৎ দীপ্তিবিশিষ্ট এবং সর্ব্ববিধ জ্যোতিঃপদার্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম জ্যোতিঃ সেই সূর্য্যদেবকে আমরা উদ্‌গত হইয়াছি অর্থাৎ গমন করিয়াছি অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ইহাই সেই জ্যোতিঃ, যে জ্যোতিঃ দুইটি ঋক্ মন্ত্র দ্বারা প্রশংসিত ও তিনটি যজুর্মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত। 'জ্যোতিরুত্তমমিতি' এই বাক্যটি যে দুইবার বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যজ্ঞকল্পনা সমাপ্ত হইল। এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ

অজ্ঞানতিমিরের উপরি বর্ত্তমান আছে, অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানরূপ তিমিরে আচ্ছন্ন, তাহারা এই জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহে। অন্ধকারহারক যে আদিত্যস্থ জ্যোতিঃ আছে, তাহা দেখিয়াই আমরা উদিত হইতেছি. এই সূর্য্যবর্ত্তী ব্রহ্ম-জ্যোতিঃই আমাদিগের হৃৎপুণ্ডরীকে বিদ্যমান আছে। এই আদিত্যস্থ জ্যোতিঃ অত্যুত্তম ব্রহ্মজ্যোতির অপেক্ষা করে। সেই জ্যোতিঃই সর্ব্ববিধ সুরবৃন্দের মধ্যে আদিত্যরূপে বিরাজমান আছে। ইহাতেই বসুগণ, রশ্মিসকল, জগৎ ও প্রাণাদির প্রকাশ করিয়া থাকেন, সুতরাং ব্রহ্মজ্যোতিঃই এই নিখিল জ্যোতির মধ্যে অত্যুত্তম ॥ ৮ ॥

তৃতীয় প্রপাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়প্রপাঠকে

অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ

মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত, ইত্যধ্যাত্মম্; অথাধিদৈবতম্, আকাশো ব্রহ্মেতি; উভয়মাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চাধিদৈবতং চ ॥১॥

অনুবাদ।—মনই ব্রহ্ম, এইরূপ মনে করিয়া উপাসনা করিবে। ইহাই অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মবিষয়ক উপাসনা। আকাশই ব্রহ্ম, এইরূপ মনে করিয়া উপাসনা করিবে, ইহা অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা। অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত এই দ্বিবিধ উপাসনার বিষয় উপদিষ্ট হইতেছে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—মনোময় ঈশ্বর উক্তঃ, আকাশাত্মেতি চ ব্রহ্মণো গুণৈকদেশত্বেন। অথেদানীং মন-আকাশয়োঃ সমস্তব্রহ্মদৃষ্টিবিধানার্থ আরম্ভঃ,—মনো ব্রহ্মেত্যাদি। মনো মন্যতে অনেনেত্যন্তঃকরণং, 'তদ্ব্রহ্ম পরম্' ইত্যুপাসীতেতি, এতদাত্মবিষয়ং দর্শনমধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতং দেবতাবিষয়মিদং বক্ষ্যামঃ,—আকাশো ব্রহ্মেত্যুপাসীত ইতি। এবমুভয়মধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চোভয়ং ব্রহ্মদৃষ্টিবিষয়মাদিষ্টমুপদিষ্টং ভবতি। আকাশ-মনসোঃ সূক্ষ্মত্বাৎ, মনসোপলভ্যত্বাচ্চ ব্রহ্মণো যোগ্যং মনো ব্রহ্মদৃষ্টেঃ, আকাশশ্চ সর্ব্বগতত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাদুপাধিহীনত্বাচ্চ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মের যত প্রকার গুণ আছে, তাহার মধ্যে একদেশ অর্থাৎ সূক্ষ্মতারূপ একাংশ মাত্র অবলম্বনে পূর্ব্বে "ঈশ্বর মনোময়" এবং "আকাশাত্মা" এইরূপ বলা হইয়াছে। সম্প্রতি মন ও আকাশে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মদৃষ্টি বিধানের নিমিত্ত 'মনই ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতি আরম্ভ করিতেছেন। ইহার দ্বারা মনন অর্থাৎ চিন্তা করা যায় বলিয়া ইহা মন বা অন্তঃকরণ নামে অভিহিত হয়, 'সেই মনই পরব্রহ্ম' এইরূপ মনে করিয়া উপাসনা করিবে; ইহাই অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মবিষয়ক দর্শন। অনন্তর অধিদেবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক এই দর্শন বা উপাসনা বলিব—'আকাশই ব্রহ্ম' এইরূপ মনে করিয়া উপাসনা করিবে। এইরূপে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ব্রহ্মদৃষ্টিবিষয়ক দ্বিবিধ উপাসনার বিষয় উপদেশ করিতেছেন, কারণ, আকাশ ও মন উভয়ই অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া এবং মনের দ্বারাই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় বলিয়া মনই ব্রহ্মদৃষ্টির উপযুক্ত, আর আকাশ সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম ও উপাধিশূন্য বলিয়া আকাশও ব্রহ্মদৃষ্টির উপযুক্ত, এই নিমিত্তই মন ও আকাশকে ব্রহ্ম বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে। ভাব এই যে—আকাশ ও মন দুই-ই সূক্ষ্ম, অধিকন্তু সেই ব্রহ্ম কেবল মনেরই উপলভ্য, সুতরাং "মনোময় ব্রহ্ম" বলা যায়। আর যে হেতু আকাশ সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম ও উপাধিশূন্য,

সুতরাং ব্রহ্মকে আকাশাত্মা বলা যায়। যেরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্ম ও উপাধি-বিহীন, তদ্রূপ আকাশও সর্ব্বব্যাপিত্বাদি গুণবিশিষ্ট, এই জন্যই "আকাশ ব্রহ্ম" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

তদেতচ্চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্ম—বাক্ পাদঃ, প্রাণঃ পাদঃ, চক্ষুঃ পাদঃ, শ্রোত্রং পাদ ইত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতম্—অগ্নিঃ পাদঃ, বায়ুঃ পাদঃ, আদিত্যঃ পাদঃ, দিশঃ পাদ ইতি, উভয়মেবাদিষ্টং ভবত্য-ধ্যাত্মং চৈবাধিদৈবতং চ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই এই মনোময় ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্, তাহার মধ্যে বাগিন্দ্রিয় একটি পাদ, প্রাণ একটি পাদ, চক্ষু একটি পাদ, ও শ্রোত্র একটি পাদ, ইহাই অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মবিষয়ক। অনন্তর অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক পাদ-চতুষ্টয় নির্দ্দেশ করা হইতেছে—সেই এই আকাশাত্মক ব্রহ্মও চতুষ্পাদ্, তন্মধ্যে অগ্নি একটি পাদ, বায়ু একটি পাদ, আদিত্য একটি পাদ ও দিক্‌সমূহ অপর একটি পাদ। ইহা দ্বারা অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত এই দ্বিবিধ উপাসনাই উপদেশ করা হইল ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদেতন্মন-আখ্যং চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্ম চত্বারঃ পাদা অস্যেতি। কথং চতুষ্পাত্ত্বং মনসো ব্রহ্মণঃ? ইত্যাহ, বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃশ্রোত্রমিত্যেতে পাদা ইত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতম্—আকাশস্য ব্রহ্মণোঽগ্নির্বায়ুরাদিত্যো দিশ ইত্যেতে। এবমুভয়মেব চতুষ্পাদ্ ব্রহ্মাদিষ্টং ভবতি অধ্যাত্মঞ্চৈবাধিদৈবতঞ্চ। তত্র মনসো বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদ ইতরপাদ-ত্রয়াপেক্ষয়া। বাচা হি পাদেনেব গবাদিবদ্বক্তব্যবিষয়ং প্রতি তিষ্ঠতি, অতো মনসঃ পাদ ইব বাক্। তথা প্রাণো ঘ্রাণঃ পাদঃ, তেনাপি গন্ধবিষয়ং প্রতি চ ক্রামতি। তথা চক্ষুঃ পাদঃ শ্রোত্রং পাদ ইত্যেবমধ্যাত্মং চতুষ্পাত্ত্বং মনসো ব্রহ্মণঃ। তথা অধিদৈবতম্ অগ্নি-বায়্বাদিত্যদিশ আকাশস্য ব্রহ্মণ উদর ইব গোঃ পাদাবিব লগ্না উপলভ্যন্তে, তেন তস্যা-কাশস্যাগ্ন্যাদয়ঃ পাদা উচ্যন্তে। এবমুভয়মধ্যাত্মঞ্চৈবাধিদৈবতং চ চতুষ্পাদাদিষ্টং ভবতি ॥২॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—চারিটি পাদ বা অংশ ইঁহার আছে বলিয়া ইনি চতুষ্পাদ, সেই এই মনোনামক ব্রহ্ম চতুষ্পাদবিশিষ্ট। মনোনামক ব্রহ্মের চতুষ্পাদত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ সন্দেহ করিয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন—বাক্য, প্রাণ, চক্ষুঃ ও শ্রোত্র এই চারিটিই ব্রহ্মের পাদ বা অংশবিশেষ, ইহাই অধ্যাত্ম অর্থাৎ দৈহিক পদার্থ অবলম্বনে কথিত আত্মবিষয়ক দর্শন। অনন্তর অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক পাদচতুষ্টয় বলিতেছেন—অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও দিক্‌সমূহ, ইহারাই আকাশরূপ ব্রহ্মের চারিটি পাদ। এইরূপে অধ্যাত্ম ও অধি-দৈবত ভেদে দুইপ্রকারেরই চতুষ্পাদ ব্রহ্মের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইল। তন্মধ্যে

অপর তিনটি পাদ অপেক্ষা বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ই মনোরূপ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, কারণ, গো প্রভৃতি পশুসমূহ যেমন পদের সাহায্যে গন্তব্য বিষয় লক্ষ্য করিয়া গমন করে, তেমনই লোকে বাক্যের দ্বারাই বক্তব্য-বিষয়ের প্রতি অবস্থিত হয় অর্থাৎ প্রকাশ করে, এবং এই জন্যই বাক্ বা বাগিন্দ্রিয়ই মনের পাদতুল্য। এইরূপ ঘ্রাণাখ্য প্রাণ অপর একটি পাদ, কারণ, তদ্দ্বারাও গন্ধবিষয়ের প্রতি লোকে পাদ সঞ্চালন করে অর্থাৎ ঘ্রাণও গন্ধগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়; এবং চক্ষুঃ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ও অপর দুইটি পদ। এইরূপ মনোরূপ ব্রহ্মের অধ্যাত্ম-বিষয়ক চতুষ্পাদত্ব বলা হইল। অধিদৈবত অর্থাৎ দেববিষয়ক চতুষ্পাদত্বও এইরূপই। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও দিক্‌সমূহই আকাশরূপ ব্রহ্মের চতুষ্পাদ। গরুর উদরে যেমন পদদ্বয় লগ্ন হইয়া থাকিতে দেখা যায়, সেইরূপ আকাশ ব্রহ্মেরও জানিবে অর্থাৎ অগ্নিপ্রভৃতি চারিটি আকাশাত্মক ব্রহ্মের চারিটি পাদ বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত উভয় প্রকারেরই চতুষ্পাদবিষয়ে উপদেশ করা হইল। (তাৎপর্য্য এই যে—প্রাণ, নেত্র ও কর্ণ এই পাদত্রয় অপেক্ষায় বাক্যই মনোময় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। গবাদি পশুরা যেরূপ পাদ দ্বারাই গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মানবেরাও ব্রহ্মের বাক্যরূপ পাদ দ্বারা বক্তব্য-বিষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মনোময় ব্রহ্মের বাক্য পাদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এইরূপ প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণরূপ পাদ দ্বারা গন্ধ, নেত্ররূপ পাদ দ্বারা রূপ এবং কর্ণরূপ পাদ দ্বারা শব্দ গ্রহণ করে, এই জন্য প্রাণাদি ব্রহ্মের পাদ বলিয়া কথিত হয়। এই প্রকারে মনোময় ব্রহ্মের অধ্যাত্ম চতুষ্পাদত্ব উপদিষ্ট হইল) ॥ ২ ॥

বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, সোঽগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—বাক্ই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। ঐ চতুর্থ পাদ বাক্য অগ্নি-জ্যোতি দ্বারা দীপ্তি পায় ও সন্তাপ দান করে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি নিজেও কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা দীপ্তি পান ও সন্তাপ দান করেন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্র বাগেব মনসো ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ। সোঽগ্নিনা অধিদৈবতেন জ্যোতিষা ভাতি চ দীপ্যতে, তপতি চ সন্তাপমৌষ্ণ্যং করোতি। অথবা তৈলঘৃতাদ্যাগ্নেয়াশনেনেদ্ধা বাগ্ ভাতি চ তপতি চ বদনায়োৎসাহবতী স্যাদিত্যর্থঃ। বিদ্বৎফলং, ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবং যথোক্তং বেদ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—তাহাদের মধ্যে বাগিন্দ্রিয়ই মনোময় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। সেই বাগিন্দ্রিয় নিজের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অগ্নির জ্যোতিঃ দ্বারা

দীপ্তি পায় ও সন্তাপ অর্থাৎ দৈহিক উষ্ণতা সম্পাদন করে। অথবা তৈল-ঘৃতাদি আগ্নেয় দ্রব্য আহারের দ্বারা বাক্‌শক্তি উদ্দীপ্ত হওয়ায় বাক্যপ্রয়োগে উৎসাহসম্পন্ন হয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বক্তৃত্বশক্তি লাভ করে। উক্ত বিদ্যায় অভিজ্ঞতার ফল বলিতেছেন, যিনি উক্ত বিষয়কে এইরূপ জানেন, তিনি স্বয়ংও কীর্ত্তি অর্থাৎ লোকে প্রতিষ্ঠা, যশ অর্থাৎ দানাদিজনিত প্রসিদ্ধি এবং তপস্যা ও অধ্যয়নাদিজনিত ব্রহ্মতেজের দ্বারা দীপ্তি পান ও তাপ প্রদান করেন ॥ ৩ ॥

প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবং বেদ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। সেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিজের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বায়ুরূপ জ্যোতি দ্বারা দীপ্তি পায় ও সন্তাপ দান করে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তিনি নিজেও কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা দীপ্তি পান ও তাপ দান করেন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ। স বায়ুনা গন্ধাত্মনা ভাতি চ তপতি চ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ প্রাণই মনোময় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। সেই প্রাণ গন্ধাত্মা অর্থাৎ গন্ধবহ বায়ু দ্বারা দীপ্তি পায় ও তাপ দান করে ॥৪॥

চক্ষুরেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, স আদিত্যেন জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবং বেদ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—চক্ষুই মনোময় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। সেই চতুর্থ পাদস্বরূপ চক্ষুঃ নিজের অধিষ্ঠাতৃদেবতা আদিত্যরূপ জ্যোতি দ্বারা দীপ্তি পায় ও তাপ দান করে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি নিজেও কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা দীপ্তি পান ও তাপ দান করেন ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা চক্ষুরাদিত্যেন রূপগ্রহণায় ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—চক্ষুঃ শুক্লকৃষ্ণাদি রূপ গ্রহণের অর্থাৎ দর্শনের নিমিত্ত আদিত্যরূপ জ্যোতি দ্বারা ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। অর্থাৎ মনোময় ব্রহ্মের যে নেত্ররূপ চতুর্থ পাদ কথিত হইয়াছে, সেই পাদ সূর্য্যরূপ জ্যোতির্দ্বারা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ সূর্য্যের জ্যোতিতে ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হইলেই

নেত্র রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। গবাদি পশুগণ যেরূপ পাদ দ্বারা গন্তব্যস্থান লাভ করে, তদ্রূপ মানবেরা চক্ষুরূপ পাদ দ্বারা রূপ গ্রহণ করে। এই জন্য চক্ষু পাদরূপে উক্ত হইয়াছে। যিনি এই প্রকারে ব্রহ্মের নেত্ররূপ পাদ অবগত হন, তিনি কীর্ত্তিমান্, যশস্বী ও ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইতে পারেন ॥ ৫ ॥

শ্রোত্রমেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, স দিগ্‌ভির্জ্জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৬ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ই মনোময় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। সেই চতুর্থপাদস্বরূপ শ্রোত্র নিজের অধিষ্ঠাতৃদেবতা দিক্‌সমূহরূপ জ্যোতির্দ্বারা দীপ্তি পায় ও সন্তাপ দান করে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তিনি নিজেও কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা দীপ্তি পান ও তাপ প্রদান করেন ॥ ৬ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে অষ্টাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—শ্রোত্রং দিগ্‌ভিঃ শব্দগ্রহণায়। বিদ্যাফলং সমানং সর্ব্বত্র, ব্রহ্মসম্পত্তিরদৃষ্টং ফলং, য এবং বেদ। দ্বিরুক্তির্দর্শনসমাপ্ত্যর্থা ॥ ৬ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য অষ্টাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৮ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—শ্রোত্র বা শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ গ্রহণ অর্থাৎ শ্রবণ করার নিমিত্ত দিক্‌সমূহরূপ জ্যোতির্দ্বারা দীপ্তি পায় ইত্যাদি। বিদ্যা অর্থাৎ এই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ফল সর্ব্বত্রই সমান, আর অদৃষ্ট অর্থাৎ পরোক্ষ বা পারলৌকিক ফল হইতেছে ব্রহ্মসম্পত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি। 'য এবং বেদ' এই বাক্যটির দুইবার উক্তির উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, এই দর্শন সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝান। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ কর্ণরূপ যে মনোময় ব্রহ্মের পাদ কথিত হইয়াছে, উহা দিক্‌স্বরূপ জ্যোতির্দ্বারা প্রকাশ পায়, অর্থাৎ কর্ণ দিক্‌সকলের আশ্রয়েই শব্দ গ্রহণ করিতে পারে। গবাদি পশুরা যেরূপ পদ দ্বারা গন্তব্য স্থান পায়, তদ্রূপ মানবজাতি কর্ণ দ্বারা শব্দ সকল গ্রহণ করিতে পারে, এইজন্য কর্ণ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যিনি এই প্রকারে ব্রহ্মের পাদস্বরূপ কর্ণকে বিদিত আছেন, তিনি কীর্ত্তি, যশঃ ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা সমুদ্ভাসিত ও তেজস্বী হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে অষ্টাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ

আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ, তস্যোপব্যাখ্যানম্—অসদেবেদং অগ্র আসীৎ, তৎ সদাসীৎ, তৎ সমভবৎ, তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত, তৎ সংবৎসরস্য মাত্রামশয়ত, তন্নিরভিদ্যত, তে আণ্ডকপালে রজতঞ্চ সুবর্ণঞ্চাভবতাম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—'আদিত্য ব্রহ্ম' পূর্ব্বে এই যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে বিস্তৃতভাবে তাহারই ব্যাখ্যা করা হইতেছে। এই জগৎ অগ্রে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ অর্থাৎ নাম-রূপ দ্বারা অনভিব্যক্তই ছিল। তাহা অর্থাৎ নাম-রূপের দ্বারা অপ্রকাশিত সেই জগৎ সৎ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মভাবেই বিদ্যমান ছিল, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ নাম ও রূপের দ্বারা স্থূলভাবে প্রকাশিত না থাকিলেও বাস্তবিকপক্ষে অতি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান ছিল। তাহা অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত সেই জগৎ ক্রমশঃ হইয়াছিল অর্থাৎ বীজ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় ক্রমশঃ অতি স্বল্পপরিমাণে প্রকটিত হইয়াছিল, পরে তাহা অণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা একবৎসর পরিমিত কাল একই ভাবে অর্থাৎ যেমন অণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই ছিল, অনন্তর তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, বিভক্ত সেই দুইটি অণ্ডকপাল অর্থাৎ উপরিভাগ ও নিম্নভাগ রৌপ্যময় ও স্বর্ণময় হইয়াছিল ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—আদিত্যো ব্রহ্মণঃ পাদ উক্ত ইতি তস্মিন্ সকলব্রহ্মদৃষ্ট্যর্থমিদমারভ্যতে। আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ উপদেশঃ, তস্যোপব্যাখ্যানং ক্রিয়তে স্তুত্যর্থম্, অসদব্যাকৃতনামরূপমিদং জগদশেষমগ্রে প্রাগবস্থায়ামুৎপত্তেরাসীৎ ন ত্বসদেব, "কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইত্যসৎকার্য্যত্বস্য প্রতিষেধাৎ। নন্বিহ অসদেবেতি বিধানাদ্বিকল্পঃ স্যাৎ? ন, ক্রিয়াস্বিব বস্তুনি বিকল্পানুপপত্তেঃ। কথং তর্হীদমসদেবেতি? নন্ববোচাম অব্যাকৃতনামরূপত্বাদসদিবাসদিতি। নন্বেবশব্দোঽবধারণার্থঃ, সত্যমেবং, ন তু সত্ত্বাভাবমবধারয়তি। কিং তর্হি? নামরূপব্যাকৃতবিষয়ে সচ্ছব্দপ্রয়োগো দৃষ্টঃ। তচ্চ নামরূপব্যাকরণমাদিত্যায়ত্তং প্রায়শো জগতঃ, তদভাবে হ্যন্ধং তম ইদং ন প্রজ্ঞায়েত। কিঞ্চ নেত্যতস্তৎস্তুতিপরে বাক্যে সদপীদং প্রাগুৎপত্তের্জ্জগদসদেবেত্যাদিত্যং স্তৌতি ব্রহ্মদৃষ্ট্যর্হত্বায়। আদিত্যনিমিত্তো হি লোকে সদিতি ব্যবহারঃ। যথা অসদেবেদং রাজ্ঞঃ কুলং সর্ব্বগুণসম্পন্নে পূর্ণবর্ম্মণি রাজন্যসতীতি তদ্বৎ। ন চ সত্ত্বমসত্ত্বং বেহ জগতঃ প্রতিপিপাদয়িষিতম্, আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশপরত্বাৎ উপসংহরিষ্যতি চ "আদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" ইতি। তৎ সদাসীৎ,

তদসচ্ছব্দবাচ্যং প্রাগুৎপত্তেঃ স্তিমিতমনিস্পন্দম্ অসদিব সৎকার্য্যাভিমুখম্ ঈষদুপজাত-প্রবৃত্তি সদাসীৎ, ততোঽপি লব্ধপরিস্পন্দং তৎ সমভবৎ অল্পতরনামরূপব্যাকরণেনাঙ্কুরী-ভূতমিব বীজম্। ততোঽপি ক্রমেণ স্থূলীভবৎ, তদা অদ্ভ্যোঽণ্ডং সমবর্ত্তত সংবৃত্তম্। আণ্ডমিতি দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। তদণ্ডং সংবৎসরস্য কালস্য প্রসিদ্ধস্য মাত্রাং পরিমাণমভিন্ন-স্বরূপমেবাশয়ত স্থিতং বভূব, ততস্তঃ সংবৎসরপরিমাণাৎ কালাদূর্দ্ধং নিরভিদ্যত নির্ভিন্নং বয়সামিবাণ্ডম্। তস্য নির্ভিন্নস্যাণ্ডস্য কপালে দ্বে রজতঞ্চ সুবর্ণঞ্চাভবতাং সংবৃত্তে। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আদিত্য ব্রহ্মের পাদ অর্থাৎ অংশমাত্র। সম্প্রতি সেই আদিত্যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মদৃষ্টির নিমিত্ত এই অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন। আদিত্যই ব্রহ্ম এই যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহারই স্তুতি অর্থাৎ প্রশংসার নিমিত্ত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন—এই সমগ্র জগৎ অগ্রে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থায় অসৎ অর্থাৎ নাম-রূপের দ্বারা অপ্রকাশিত ছিল অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে যেমন নাম আকৃতি ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, সেরূপ ছিল না, কিন্তু তাহাই বলিয়া যে একেবারেই 'অসৎ' অর্থাৎ অবিদ্যমান বা অস্তিত্ববিহীন ছিল, তাহাও নহে, কারণ, তাহা হইলে অসৎ হইতে সৎপদার্থ কিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারে? এইরূপে অসৎ-কার্য্যেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে, এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তির অগ্রে অব্যক্ত নামরূপাদিসম্পন্ন ছিল, অর্থাৎ জগতের আকার ও নাম অবিকৃত অবস্থায় সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মে লীন ছিল। বাস্তবিক পক্ষে ইহা অসৎ নহে, কেন না, অসৎ হইতে সৎ পদার্থের উদ্ভব অসম্ভব, এই প্রকারে অসৎ-কার্য্যের প্রতিষেধ হইয়াছে। এ স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, "অসদেব" অসৎই এইরূপ বিধান থাকায় বিকল্প হউক, অর্থাৎ অসৎও ছিল, সৎও ছিল, এইরূপ দ্বিবিধ কল্পনা করা হউক। ইহার উত্তরে বলিতে-ছেন, না, তাহা হইতে পারে না, ক্রিয়া বিষয়ে বিকল্প হইতে পারে, কিন্তু বস্তুবিষয়ে বিকল্প কল্পনা অসঙ্গত অর্থাৎ হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, তুল্যবলবিশিষ্ট দুইটি বিরুদ্ধ কল্পনাকে বিকল্প বলে, যেমন "উদিতে জুহোতি অনুদিতে জুহোতি" অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইলে হোম করিবে অথবা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই হোম করিবে, এ স্থলে দুইটি পক্ষই তুল্যবল হওয়ায় বিকল্প বিধি হইয়াছে অর্থাৎ উদয়ের পরেও হোম করা যাইতে পারে আবার পূর্ব্বেও হোম করা যাইতে পারে। এ স্থানে বিকল্প বিধি স্বীকার করিলে এইরূপ অর্থ করিতে হয় যে, পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎও ছিল, আবার সৎও ছিল, কিন্তু সেরূপ বিকল্প এ স্থানে হইতে পারে না, কারণ, মানব ইচ্ছানুসারে সময় ও সুবিধা বুঝিয়া ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে বলিয়া ক্রিয়াতে বিকল্প সম্ভব হয়, কিন্তু বস্তু মানুষের ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন হইতে পারে না, এজন্য

তাহাতে বিকল্প কল্পনাও হইতে পারে না। আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তবে "ইহা অসৎই" এই অবধারণার্থক 'এব' শব্দ প্রয়োগ ত সঙ্গত হয় না? ইহার সমাধানার্থ বলিতেছেন—কেন? পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, নাম-রূপের অভিব্যক্তি না থাকায় অসতের ন্যায় অসৎ অর্থাৎ যেন অসৎই ছিল। আচ্ছা, এস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, 'এব' শব্দটি অবধারণার্থক, অতএব 'অসদেব' বলিতে বর্ত্তমান ছিলই না, এইরূপ অর্থই ত হইবে? তবে আবার "সৎ আসীৎ" এরূপ উক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, 'এব' শব্দটির অর্থ যে অবধারিত, ইহা সত্য, কিন্তু ঐ শব্দ সত্তার একেবারেই অভাব, এরূপ বুঝাইতে প্রযুক্ত হয় নাই। তবে কি জন্য হইয়াছে? নাম ও রূপের দ্বারা প্রকাশিত ছিল না, ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই প্রযুক্ত হইয়াছে। 'সৎ' এই শব্দটি নাম ও রূপ দ্বারা প্রকাশিত, অর্থাৎ যাহা দেখিতে পাওয়া যায় ও যাহাদের কোন না কোন একটি নাম আছে, সেই বিষয়েই 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, এ স্থানে তৎকালে নাম-রূপসম্পন্ন ছিল না বলিয়াই 'অসদেব' এইরূপ বলা হইয়াছে। সেই নাম-রূপের দ্বারা এই জগতের যে প্রকাশপ্রাপ্তি, তাহা বিশেষরূপে আদিত্যের ইচ্ছাধীন, আদিত্যের অভাব হইলে এই জগৎ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত ও ইহার বিষয়ে কিছুই জানা যাইত না। আরও দেখ, আদিত্যের স্তুতিপর অর্থাৎ প্রশংসাসূচক এই বাক্যে আদিত্যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মদৃষ্টিবিধানের নিমিত্তই এই জগৎ 'সৎ' হইলেও উৎপত্তির পূর্ব্বে ইহা যেন অসৎ-ই ছিল, এই কথা বলিয়া আদিত্যকে স্তব করা হইয়াছে; কারণ, এই জগতে 'সৎ' এই শব্দটির ব্যবহার আদিত্যনিমিত্তই হয়, আদিত্য না থাকিলে সবই অন্ধকারে আবৃত থাকায় কেহই কিছু জানিতে পারিত না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, যেমন সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পূর্ণবর্ম্মা নামক রাজা না থাকিলে এই রাজবংশ 'অসদেব' অর্থাৎ না থাকার মধ্যেই গণ্য, এ স্থানেও সেইরূপই জানিবে। জগতের সত্ত্ব বা অসত্ত্ব অর্থাৎ জগৎ সৎ কি অসৎ ইহা প্রতিপাদনেচ্ছায় এ সমস্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয় নাই, আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে, ইহাই এ সমস্ত আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য; পরে এই বাক্যের উপসংহারও করা হইবে, "আদিত্যই ব্রহ্ম ইহা মনে করিয়া উপাসনা করিবে" এইরূপ বলিয়া। 'তাহা সৎ ছিল', ইহার অর্থ এই যে—উৎপত্তির পূর্ব্বে 'অসৎ' শব্দবাচ্য স্তিমিত অর্থ নিস্পন্দ, অতএব অসতের অর্থাৎ অবিদ্যমানের ন্যায় সেই জগৎ সৎকার্য্যের অভিমুখ অর্থাৎ কার্য্যরূপে পরিণত হইতে উন্মুখীভূত অর্থাৎ অল্পপরিমাণে স্পন্দনাদিযুক্ত হইয়া সৎস্বরূপ হইয়াছিল, পরে তাহা অপেক্ষাও স্পন্দনাদিরূপ ক্রিয়াবিশিষ্ট হইয়া অঙ্কুরীভূত বীজের ন্যায় অল্পপরিমাণে নাম-রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে ক্রমশঃ তাহা অপেক্ষাও স্থূল অর্থাৎ পরিস্ফুট হইয়া জল

হইতে অণ্ডাকারে পরিণত হইয়া অবস্থিত হইয়াছিল। অণ্ডশব্দের স্থানে মূল শ্রুতিতে যে 'আণ্ড' এইরূপ দীর্ঘ প্রয়োগ করা হইয়াছে, উহা ছন্দের অনুরোধে অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া জানিতে হইবে। সেই অণ্ড প্রসিদ্ধ এক বৎসর-পরিমিত কাল অভিন্ন অর্থাৎ অখণ্ডরূপে অর্থাৎ যে ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই ভাবেই ছিল, এক বৎসর-পরিমিত কালের পর সেই অণ্ড পক্ষীর অণ্ডের ন্যায় নির্ভিন্ন অর্থাৎ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল, দ্বিখণ্ডিত অণ্ডের সেই দুই খণ্ড কপাল অর্থাৎ অংশের মধ্যে একটি রৌপ্য ও একটি স্বর্ণ অর্থাৎ রৌপ্যময় ও স্বর্ণময় হইয়াছিল। ভাবার্থ এই যে—জগৎ অসৎ না হইলেও অব্যক্ত নামরূপাবস্থায় অসতের মত প্রতীয়মান, বস্তুতঃ সূক্ষ্মরূপে থাকায় অসৎ নহে। যদি বল, 'এব' অর্থ অবধারণ অর্থাৎ 'ইহাই' 'ইহার মত' অর্থ ত নহে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য বটে, কিন্তু 'অসদেব' ইহার দ্বারা সৎ ছিল না, এ ত বুঝাইবে না, কারণ, পরেই কথিত হইয়াছে যে, 'আসীৎ' অর্থাৎ সত্তাযুক্ত, যে সত্তা, সে অসত্তাযুক্ত এ কিরূপে হইবে? তবে কি হইবে? তাহা শুন। অনভিব্যক্তাবস্থায়ই ছিল, অনভিব্যক্তিরই অবধারণ বুঝিবে। তাহার উদ্দেশ্য আদিত্যের স্তুতি। সূর্য্যের অভাবে প্রায়ই এই বিশ্ব অন্ধীভূত থাকে, তখন নামরূপাদি কিছুই ব্যক্ত হইতে পারে না। সুতরাং আদিত্যই ব্রহ্মাণ্ডের সদসত্তা-প্রতিপত্তির হেতু, অর্থাৎ আদিত্যের প্রকাশেই ব্রহ্মাণ্ডের নামরূপাদি পরিজ্ঞান হইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে সৎ বলিয়া অনুমিত হয় এবং সেই সূর্য্যের অপ্রকাশ হইলেই নাম-রূপাদির বিজ্ঞান থাকে না; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড অসদ্রূপে অনুমিত হইয়া থাকে। অতএব সূর্য্যে ব্রহ্মদৃষ্টিপ্রতিপাদনার্থ আদিত্যের স্তব করিতেছেন। সূর্য্যনিমিত্তই লোকে সদ্ব্যবহার হইতেছে, যেরূপ সর্ব্বগুণযুক্ত পূর্ণবর্ম্মা নৃপতির অবিদ্যমানতাতে তাঁহার কুলও অসৎ হয়, তদ্রূপ সূর্য্যের অপ্রকাশেই ব্রহ্মাণ্ড অসৎ বলিয়া উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই শ্রুতিতে জগৎ সৎ কি অসৎ, তাহা প্রতিপাদন অভিপ্রেত নহে, কিন্তু 'আদিত্যই ব্রহ্ম', অতএব উপাস্য, ইহাই বক্তব্য। উৎপত্তির অগ্রে অসৎ ঐ জগৎ স্তিমিত ও নিস্পন্দ হইয়া অসতের ন্যায় থাকে, পরে উহা সৎকার্য্যাভিমুখ হইয়া কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তি জন্মিলেই সদ্রূপে পরিণত হয়, তদনন্তর তাহার স্পন্দন হইতে থাকে, তখন অঙ্কুরীভূত বীজের ন্যায় নামরূপাদি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। পরে শনৈঃ শনৈঃ স্থূল হইয়া উঠে। তখন সলিল হইতে অণ্ড সঞ্জাত হয়, ঐ অণ্ড সংবৎসরকাল একভাবেই থাকে, সংবৎসরের পর পক্ষিডিম্বের ন্যায় ভগ্ন হইয়া যায়, তৎপরে সেই ভগ্নডিম্ব হইতে রৌপ্য ও স্বর্ণরূপ কপালদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ১ ॥

তদ্‌যদ্‌রজতꣳ সেয়ং পৃথিবী, যৎ সুবর্ণꣳ সা দ্যৌঃ, যজ্জরায়ুঃ তে পর্ব্বতাঃ, যদুল্বꣳ তৎ সমেঘো নীহারঃ, যা ধমনয়স্তা নদ্যঃ, যদ্বাস্তেয়মুদকꣳ স সমুদ্রঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই কপালদ্বয়ের মধ্যে যেটি রৌপ্য অর্থাৎ অধোভাগস্থ রৌপ্যময় কপাল, তাহাই এই পৃথিবী। যেটি সুবর্ণ অর্থাৎ ঊর্দ্ধভাগস্থ স্বর্ণময় কপাল, তাহাই দ্যুলোক বা স্বর্গ। যাহা জরায়ু, তাহাই পর্ব্বতসমূহ, আর যাহা উল্ব অর্থাৎ খুব পাতলা গর্ভাবরক দ্রব্যবিশেষ, তাহাই মেঘযুক্ত তুষার, আর যাহা ধমনী বা শিরাসমূহ, তাহারাই নদীসমূহ; আর যাহা বাস্তেয় অর্থাৎ বস্তিদেশস্থ জল, তাহাই সমুদ্র ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্তয়োঃ কপালয়োর্যদ্রজতং কপালমাসীৎ, সেয়ং পৃথিবী, পৃথিব্যুপলক্ষিতমধোহণ্ডকপালমিত্যর্থঃ। যৎ সুবর্ণং কপালং সা দ্যৌঃ দ্যুলোকোপলক্ষিত-মূর্দ্ধ্বং কপালমিত্যর্থঃ। যজ্জরায়ু গর্ভবেষ্টনং স্থূলমণ্ডস্য দ্বিশকলীভাবকালে আসীত্তে পর্ব্বতা বভূবুঃ। যদুল্বং সূক্ষ্মং গর্ভপরিবেষ্টনং, তৎ সহ মেঘৈঃ সমেঘো নীহারোহবশ্যায়ো বভূবেত্যর্থঃ। যা গর্ভস্য জাতস্য দেহে ধমনয়ঃ শিরাস্তা নদ্যো বভূবুঃ। যত্তস্য বস্তৌ ভবং বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই দুই খণ্ড কপালের মধ্যে যেটি রজত অর্থাৎ রৌপ্যময় কপাল ছিল, তাহাই এই পৃথিবী, এ স্থানে পৃথিবী শব্দটি উপলক্ষণ-মাত্র, উহার অর্থ হইতেছে অধঃস্থিত অণ্ডকপাল। যাহা সুবর্ণময় কপাল, তাহা দ্যুলোক বা স্বর্গ, এ স্থানেও দ্যৌ শব্দটি উপলক্ষণমাত্র, উহার অর্থ ঊর্দ্ধভাগস্থ কপাল-খণ্ড। যাহা জরায়ু অর্থাৎ অণ্ড যখন দ্বিখণ্ড হয়, সেই সময়ে গর্ভাবরক স্থূল চর্ম্মের ন্যায় যে পদার্থ, তাহাই পর্ব্বতসমূহরূপে পরিণত হইয়াছিল। যাহা উল্ব অর্থাৎ গর্ভ-বেষ্টক সূক্ষ্ম চর্ম্মের ন্যায় পদার্থ ছিল, তাহাই হইয়াছিল মেঘসংযুক্ত নীহার বা তুষার। আর সঞ্জাত গর্ভের শরীরে যে সমস্ত ধমনী অর্থাৎ শিরাসমূহ, তাহারাই নদীসমূহ হইয়াছিল। আর তাহার বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়ে যে জল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাই সমুদ্র বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

অথ যত্তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যঃ, তং জায়মানং ঘোষা উলূল-বোঽনূদতিষ্ঠংস্ত সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামাঃ, তস্মাত্তস্যো-দয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উলূলবোঽনূত্তিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামাঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর সেই যাহা জন্মগ্রহণ করিল, তাহা পরিদৃশ্যমান এই আদিত্য। এই আদিত্য যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে লক্ষ্য

করিয়া আনন্দসূচক উচ্চরবসমূহ (উলু উলু) স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূত ও তাহাদের কাম্যবস্তুসমূহ উত্থিত হইয়াছিল। এ নিমিত্ত ঐ আদিত্যের উদয় ও অস্তগমন লক্ষ্য করিয়া আনন্দসূচক উচ্চরব-সমূহ (উলু উলু ধ্বনি) স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ ও তাহাদের ভোগ্য দ্রব্যসমূহ উত্থিত অর্থাৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যত্তদজায়ত গর্ভরূপং তস্মিন্নণ্ডে, সোঽসাবাদিত্যঃ, তমাদিত্যং জায়মানং ঘোষাঃ শব্দা উলূলব উরুরবো বিস্তীর্ণরবা উদতিষ্ঠন্নুত্থিতবন্তঃ, ঈশ্বরস্যেবেহ প্রথমপুত্রজন্মনি, সর্ব্বাণি চ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতানি সর্ব্বে চ তেষাং ভূতানাং কামাঃ কাম্যন্ত ইতি বিষয়াঃ স্ত্রীবস্ত্রান্নাদয়ঃ যস্মাদাদিত্যজন্মনিমিত্তা ভূতকামোৎপত্তিস্তস্মাদদ্যত্বেঽপি তস্যাদিত্যস্যোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রত্যস্তগমনং চ প্রতি, অথবা পুনঃ পুনঃ প্রত্যাগমনং প্রত্যায়নং, তৎ প্রতি তন্নিমিত্তীকৃত্যেত্যর্থঃ, সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা ঘোষা উলূলবশ্চানূত্তিষ্ঠন্তি প্রসিদ্ধং হি এতদুদয়াদৌ সবিতুঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর সেই অণ্ডে গর্ভরূপ অর্থাৎ শিশুরূপ যাহা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই পরিদৃশ্যমান এই আদিত্য। জন্মকালে সেই আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া—কোন ধনী ব্যক্তির প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে যেরূপ আনন্দসূচক ও বহুক্ষণব্যাপী উচ্চধ্বনি (উলু উলু) উত্থিত হয়, সেইরূপ প্রবল আনন্দসূচক উলু উলু এই প্রকার উচ্চশব্দ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূত ও সেই ভূতসমূহের সমস্ত কাম অর্থাৎ প্রার্থনীয় স্ত্রী বস্ত্র অন্নাদি ভোগ্যবস্তুসমূহ উত্থিত হইয়াছিল। যে হেতু, সেই আদিত্যের জন্ম নিমিত্তই সমস্ত ভূত ও তাহাদের কাম্য বিষয়সমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই নিমিত্তই এখন পর্য্যন্ত সেই আদিত্যের উদয় এবং অস্তগমন উপলক্ষে অথবা পুনঃ পুনঃ প্রত্যায়ন অর্থাৎ প্রত্যাগমন অর্থাৎ প্রত্যেক দিন উদয় উপলক্ষে ভূতসমূহ কাম্য বস্তুসমূহ আনন্দসূচক উচ্চধ্বনিসমূহ অর্থাৎ (উলু উলু ধ্বনি) উত্থিত হইয়া থাকে, সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমনকালে এরূপ ধ্বনি যে করা হয়, ইহা সর্ব্বদেশেই প্রসিদ্ধ ॥ ৩ ॥

স য এতমেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, অভ্যাসো হ যদেনꣳ সাধবো ঘোষা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নিম্রেড়েরন্নিম্রেড়েরন্ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্ব্রাহ্মণে তৃতীয়

প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই আদিত্যকে এইরূপ জানিয়া ব্রহ্ম মনে

করিয়া উপাসনা করেন, নিশ্চয়ই জানিবে, এই উপাসকের নিকট অতি সত্বর শুভ-সূচক শব্দসমূহ আগমন করে ও তাহা এই উপাসকের সুখপ্রদ হইয়া থাকে সুখপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে উনবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স যঃ কশ্চিদেতমেবং যথোক্তমহিমানং বিদ্বান্ সন্নাদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, স তদ্ভাবং প্রতিপদ্যতে ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, দৃষ্টং ফলমভ্যাসঃ ক্ষিপ্রং তদ্বিদো যদিতি ক্রিয়াবিশেষণমেনমেবংবিদং সাধবঃ শোভনা ঘোষাঃ; সাধুত্বং ঘোষাদীনাং যদুপ-ভোগে পাপানুবন্ধাভাবঃ। আ চ গচ্ছেয়ুরাগচ্ছেয়ুশ্চ, উপ চ নিম্রেড়েরন্নিম্রেড়েরংশ্চ ন কেবলমাগমনমাত্রং ঘোষাণামুপসুখয়েয়ুশ্চোপসুখঞ্চ কুর্য্যুরিত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাসোঽধ্যায়-সমাপ্ত্যর্থ আদরার্থশ্চ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য উনবিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য

শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্বিবরণে

তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই আদিত্যকে উক্ত-রূপ মহিমাসম্পন্ন জানিয়া, ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি তাঁহার অর্থাৎ সেই আদিত্যের ভাবকে প্রাপ্ত হয়। আরও দেখ, এই উপাসনার দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে সাধু অর্থাৎ মঙ্গলপ্রদ শব্দসমূহ অতি শীঘ্র এই উপাসকের নিকট আগমন করে। মূল শ্রুতিতে যে 'যৎ' এই শব্দটি আছে, উহা পরবর্ত্তী ক্রিয়ার বিশেষণ। শব্দাদির সাধুত্ব বলিতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, উপভোগবিষয়ে কোনরূপ পাপানুবন্ধ অর্থাৎ অনিষ্টের বা প্রতিবন্ধকের উৎপাদক হয় না। সুখপ্রদ শব্দসমূহ যে কেবল আগমনই করে, তাহা নহে, তাহারা উপনিম্রেড়ন অর্থাৎ উপসুখ অর্থাৎ ভোগসুখও প্রদান করিয়া থাকে। অধ্যায়সমাপ্তি ও আদরার্থে 'উপনিম্রেড়েরন্' এই শব্দটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে উনবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ

॥ ওঁ ॥ জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আস, স হ সর্ব্বত আবসথান্ মাপয়াঞ্চক্রে সর্ব্বত এব মেহন্নমৎস্যন্তীতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—এইরূপ পুরাবৃত্ত আছে যে, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দানশীল, ও বহুপরিমাণে দাতা, বহুপাক্য অর্থাৎ অতিথিদিগের নিমিত্ত বহু অন্নপাককারক, জনশ্রুত নামক কোন রাজার পুত্রের পৌত্র জানশ্রুতি নামক রাজা ছিলেন। সকল লোক সকল দিক্ হইতে আসিয়া আমার অন্ন ভক্ষণ করিবে, এই উদ্দেশে তিনি বহুস্থানে আবসথসমূহ অর্থাৎ বহু অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—বায়ু-প্রাণয়োর্ব্রহ্মণঃ পাদদৃষ্ট্যধ্যাসঃ পুরস্তাদ্বর্ণিতঃ। অথেদানীং তয়োঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মত্বেনোপাস্যত্বায়োত্তরমারভ্যতে। সুখাববোধার্থা আখ্যায়িকা বিদ্যাদানগ্রহণবিধিপ্রদর্শনার্থা চ। শ্রদ্ধান্নদানানুদ্ধতত্বাদীনাঞ্চ বিদ্যাপ্রাপ্তিসাধনত্বং প্রদর্শ্যতে আখ্যায়িকয়া। জানশ্রুতির্জনশ্রুতস্যাপত্যম্। হ ঐতিহ্যার্থঃ। পুত্রস্য পৌত্রঃ পৌত্রায়ণঃ, স এব শ্রদ্ধাদেয়ঃ শ্রদ্ধাপুরঃসরমেব ব্রাহ্মণাদিভ্যো দেয়মস্যেতি শ্রদ্ধাদেয়ঃ। বহুদায়ী প্রভূতং দাতুং শীলমস্যেতি বহুদায়ী। বহুপাক্যো বহু পক্তব্যমহন্যহনি গৃহে যস্যাসৌ বহুপাক্যঃ, ভোজনার্থিভ্যো বহ্বস্য গৃহেঽন্নং পচ্যতে ইত্যর্থঃ। এবং-গুণসম্পন্নোঽসৌ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণো বিশিষ্টে দেশে কালে চ কস্মিংশ্চিৎ আস বভূব। স হ সর্ব্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু গ্রামেষু নগরেষু চাবসথান্—এত্য বসন্তি যেষ্বিত্যাবসথাঃ, তান্ মাপয়াঞ্চক্রে কারিতবানিত্যর্থঃ। সর্ব্বত এব মে মমান্নং তেষ্বাবসথেষু বসন্তোঽৎস্যন্তি ভোক্ষ্যন্তে ইত্যেবমভিপ্রায়ঃ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে বায়ু ও প্রাণে ব্রহ্মের পাদদৃষ্টির অধ্যাস অর্থাৎ বায়ু ও প্রাণ ব্রহ্মের অংশবিশেষ এইরূপ বিবেচনায় ব্রহ্মত্বের আরোপ বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেই বায়ু ও প্রাণ এই উভয়ের সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উপাস্যত্ব বর্ণনার জন্য পরবর্ত্তী এই অধ্যায় আরম্ভ করা যাইতেছে। অনায়াসে বুঝিবার নিমিত্ত এবং বিদ্যাদান ও বিদ্যাগ্রহণের নিয়ম প্রদর্শনের নিমিত্ত এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করা হইয়াছে। এই আখ্যায়িকা দ্বারা ইহাই দেখাইতেছেন যে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নদান ও অনুদ্ধতত্বাদি অর্থাৎ বিনয়াদি ব্যবহারই বিদ্যালাভের উপায়। জনশ্রুতের সন্তান জানশ্রুতি। হ শব্দের অর্থ ঐতিহ্য অর্থাৎ ইতিহাস বা পুরাবৃত্ত।

পুত্রের পৌত্রকে পৌত্রায়ণ বলে। এইরূপ ইতিহাস আছে যে, জনশ্রুতের পুত্রের পৌত্র জানশ্রুতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শ্রদ্ধাদেয়—অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বহু ব্রাহ্মণদিগকে যিনি দান করেন, তিনিই শ্রদ্ধাদেয়, বহুদায়ী অর্থাৎ তিনি কেবল শ্রদ্ধাপূর্ব্বকই দান করেন না, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রভূত পরিমাণে দান করাই তাঁহার স্বভাব। বহুপাক্য অর্থাৎ যাঁহার গৃহে প্রতিদিন প্রভূত পরিমাণে বহুবিধ অন্ন পাক হয়, ইঁহার গৃহে ভোজনের নিমিত্ত সমাগত অতিথিগণের উদ্দেশে প্রভূত পরিমাণে বিবিধ প্রকার অন্নব্যঞ্জন নিত্য পাক হয়; এই রূপ গুণসম্পন্ন পৌত্রায়ণ এই জানশ্রুতি রাজা কোন সময়ে কোন বিশিষ্ট অর্থাৎ সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশে বিদ্যমান ছিলেন। আগমন করিয়া যে স্থানে বাস করে, তাহার নাম আবসথ অর্থাৎ ধর্ম্মশালা অথবা অতিথিশালা, তিনি সর্ব্বদিকেই অবস্থিত গ্রাম ও নগরসমূহে বহু পান্থশালা অর্থাৎ অতিথিশালা বা ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, সকলদিক হইতেই অতিথিসমূহ আগমন করিয়া এই সমস্ত গৃহে বাস করিয়া আমার অন্ন ভোজন করিবে ॥ ১ ॥

অথ হ হংসা নিশায়ামতিপেতুঃ, তদ্ধৈবং হংসো হংসমভ্যুবাদ, হো হোঽয়ি ভল্লাক্ষ! ভল্লাক্ষ! জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য সমং দিবা জ্যোতিরাততং, তন্মা প্রসাঙ্‌ক্ষীঃ, তত্ত্বা মা প্রধাক্ষীরিতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—কোনও সময়ে হংসগণ অর্থাৎ হংসরূপধারী কয়েকটি ঋষি বা দেবতা রাত্রিকালে উপস্থিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ জানশ্রুতির দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। সেই সময়ে একটি হংস অপর একটি হংসকে বলিয়াছিলেন, ওহে ভল্লাক্ষ! ভল্লাক্ষ! অর্থাৎ দৃষ্টিহীন! পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির তেজ বা দৈহিক জ্যোতিঃ আকাশমার্গে সমভাবে অর্থাৎ অপ্রতিহতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, ঐ জ্যোতিকে তুমি স্পর্শ করিও না, ঐ জ্যোতিঃ যেন তোমাকে দগ্ধ করিয়া না ফেলে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্রৈবং সতি রাজনি তস্মিন্ ঘর্ম্মকালে হর্ম্ম্যতলস্থে অথ হ হংসা নিশায়াং রাত্রাবতিপেতুঃ। ঋষয়ো দেবতা বা রাজ্ঞোঽন্নদানগুণৈস্তোষিতাঃ সন্তো হংসরূপা ভূত্বা রাজ্ঞো দর্শনগোচরেঽতিপেতুঃ পতিতবন্তঃ। তত্তস্মিন্ কালে তেষাং পততাং হংসানামেকঃ পৃষ্ঠতঃ পতন্ অগ্রতঃ পতন্তং তং হংসমভ্যুবাদ অভ্যুক্তবান্, হো হো অয়ীতি ভোঃ! ভোঃ! ইতি সম্বোধ্য "ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ" ইতি আদরং দর্শয়ন্, যথা পশ্য পশ্যাশ্চর্য্যমিতি তদ্বৎ। ভল্লাক্ষ ইতি মন্দদৃষ্টিত্বং সূচয়ন্নাহ। অথবা, সম্যগ্ ব্রহ্মদর্শনাভিমানবত্বাত্তস্যাসকৃদুপালব্ধঃ, তেন পীড্যমানোঽমর্ষিতয়া তৎ সূচয়তি ভল্লাক্ষ ইতি। জান-

শ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য সমং তুল্যং দিবা দ্যুলোকেন জ্যোতিঃ প্রভাস্বরম্ অন্নদানাদিজনিত-প্রভাবজমাততং ব্যাপ্তং, দ্যুলোকস্পৃগিত্যর্থঃ। দিবা অহ্না বা সমং জ্যোতিরিত্যেতৎ; তস্মা প্রসাঙ্ক্ষীঃ সঞ্জনং সক্তিং তেন জ্যোতিষা সম্বন্ধং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ। তৎপ্রসঞ্জনেন তজ্জ্যোতিস্ত্বা ত্বাং মা প্রধাক্ষীর্মা দহত্বিত্যর্থঃ, পুরুষব্যত্যয়েন মা প্রধাক্ষীদিতি। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কোন এক সময় গ্রীষ্মকালে সেই রাজা রাত্রিতে প্রাসাদের উপরিভাগে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজার অন্নদানগুণে সন্তুষ্ট হইয়া কয়েক জন ঋষি অথবা দেবতা হংসরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার দৃষ্টিগোচরে আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সেই হংসগণের মধ্যে পশ্চাদ্দেশে আগমনশীল একটি হংস অগ্রবর্ত্তী একটি হংসকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—হো হো অয়ি! অর্থাৎ ভো! ভো! অর্থাৎ ওহে ভল্লাক্ষ! ভল্লাক্ষ! কোন একটি অপূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থ দেখিলে লোকে যেমন বিস্মিতভাবে বলে "দেখ দেখ, কি আশ্চর্য্য !!" এই ভল্লাক্ষ শব্দটিও সেইরূপ আদরসূচক সম্বোধন। অথবা ভল্লাক্ষ সম্বোধন দ্বারা মন্দদৃষ্টিত্ব অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা সূচনা করা হইয়াছে, (লোকে যেমন তিরস্কার করিয়া বলে, "দেখতে পাও না" "চো'খের মাথা খেয়েছ" ইত্যাদি) অথবা অগ্রবর্ত্তী ঋষি "আমার সম্যক্‌রূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে" এই অভিমানবশতঃ পশ্চাদ্বর্ত্তী ঋষিকে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করায় পশ্চাদ্বর্ত্তী ঋষি সেই তিরস্কারে ব্যথিত হইয়াও তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই অসহিষ্ণুতাকে সূচনা করিয়াই যেন ভল্লাক্ষ এই সম্বোধন করিয়াছিলেন। পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির অন্নদানজনিত পুণ্যের প্রভাবে সমুৎপন্ন দ্যুলোকতুল্য অর্থাৎ স্বর্গলোকের ন্যায় অথবা দিবাভাগের ন্যায় অতি ভাস্বরজ্যোতিঃ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ স্বর্গলোক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তুমি যেন সেই জ্যোতিঃ দ্বারা স্পৃষ্ট অথবা সংযুক্ত হইও না, উহার সংস্পর্শে ঐ জ্যোতিঃ যেন তোমাকে দগ্ধ করিতে না পারে অর্থাৎ তুমি ঐ জ্যোতির নিকটবর্ত্তী হইও না, ঐ জ্যোতিঃ তোমার দেহে লাগিলে তুমি একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। শ্রুতিতে "প্রধাক্ষীঃ" এই ক্রিয়া পদটি মধ্যম পুরুষে প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঐ ক্রিয়াপদটিকে প্রথম পুরুষে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইবে অর্থাৎ "প্রধাক্ষীঃ" এই পদটি পরিবর্ত্তিত করিয়া "প্রধাক্ষীৎ" এইরূপ করিয়া লইতে হইবে॥ ২।

তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচ, কং বরে! এনমেতৎ সন্তং সযুগ্বানম্ ইব রৈক্বমাত্থেতি। যো নু কথং সযুগ্বা রৈক্ব ইতি॥ ৩॥

অনুবাদ।—পর অর্থাৎ অগ্রগামী হংস পশ্চাদ্বর্ত্তী হংসকে বলিয়াছিল, "অরে! এরূপ প্রকার অবস্থাপন্ন এ কাহাকে তুমি সযুগ্বা অর্থাৎ ক্ষুদ্র শকটের দ্বারা

পরিচিত, (ভাব এই যে, একখানি ক্ষুদ্র শকটে চড়িয়া তিনি যাতায়াত করিতেন, এ জন্য তিনি জনসমাজে 'সযুগ্বা রৈক' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন) রৈক্কের ন্যায় বলিতেছ? এই কথা শুনিয়া পশ্চাতে অবস্থিত হংস জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি যাহার কথা বলিতেছ, সেই সযুগ্বা রৈক কি প্রকার? ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তমেবমুক্তবন্তং পর ইতরোঽগ্রগামী প্রত্যুবাচ—অরে! নিকৃষ্টোঽয়ং রাজা বরাকঃ তং কম্ উ এনং সন্তং কেন মাহাত্ম্যেন যুক্তং সন্তমিতি কুৎসয়তি; এনমেবং সবহুমানমেতদ্বচনমাত্থ। রৈক্বমিব সযুগ্বানং সহ যুগ্বনা গন্ত্র্যা বর্ত্ততে ইতি সযুগ্বা রৈকঃ, তমিবাত্থৈনম্, অননুরূপমস্মিন্নযুক্তমীদৃশং বক্তুং রৈক ইবেত্যভিপ্রায়ঃ। ইতরশ্চাহ—যো নু কথং ত্বয়োচ্যতে সযুগ্বা রৈকঃ? ইত্যুক্তবন্তং ভল্লাক্ষ আহ, শৃণু যথা স রৈকঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পর অর্থাৎ অগ্রগামী ইতর হংসটি উক্তরূপ উক্তিবিশিষ্ট পশ্চাদ্বর্ত্তী হংসকে প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, "অরে! এই তুচ্ছ রাজা অতি নিকৃষ্ট, ইহার এমন কি মাহাত্ম্য আছে, যাহার দ্বারা এই তুচ্ছ ব্যক্তির সম্বন্ধে সেই প্রসিদ্ধ সযুগ্বা রৈকের ন্যায় এরূপ সম্মান পূর্ব্বক কথা বলিতেছ? যুগ্বা অর্থাৎ গমনশীল ক্ষুদ্র শকটের সহিত বিদ্যমান থাকেন বলিয়া রৈক সযুগ্বা এই বিশেষণ দ্বারা অভিহিত হন অর্থাৎ 'সযুগ্বা রৈক' বলিয়া জনসমাজে পরিচিত। এই ব্যক্তিকে তাঁহার ন্যায় বলিতেছ? এরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে—রৈকের সহিত এরূপ তুচ্ছ ব্যক্তির তুলনা করা তোমার পক্ষে উচিত হয় নাই অর্থাৎ এই ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ অযৌক্তিক বাক্য-প্রয়োগ তোমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। এই কথা শুনিয়া অন্য অর্থাৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী হংস বলিয়াছিল—তুমি যে সযুগ্বা রৈকের কথা বলিলে, সে কিরূপ? পশ্চাদ্বর্ত্তী হংস এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভল্লাক্ষ অর্থাৎ অগ্রগামী সেই হংস বলিয়াছিল, সেই রৈক যেরূপ তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

যথা কৃতায়-বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্তি, এবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি। যৎকিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি, যস্তদ্‌বেদ যৎ স বেদ, স ময়ৈতদুক্ত ইতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—কৃতায় অর্থাৎ চারিটি অঙ্কবিশিষ্ট কৃতনামক পাশক জয়লাভ করিলে যেমন অধরেয় অর্থাৎ তদপেক্ষা অল্পাঙ্কবিশিষ্ট তিন দুই ও এক অঙ্কযুক্ত ত্রেতা দ্বাপর ও কলি নামক পাশকত্রয় কৃতের অধীন হয়, সেইরূপ সেই সমস্তই ইহার অর্থাৎ কৃতস্থানীয় রৈকের অধীন অর্থাৎ অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। কি তাহার অন্তর্ভূত হয়? এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন, লোকসমূহ যাহা

কিছু উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করে, সে সমস্তই রৈকের অন্তর্ভূত হইয়া যায়। সেই রৈক যাহা জানে, অপর যে কোন ব্যক্তি যদি তাহা জানে, তাহা হইলে তাহারও সেইরূপই ফল হইয়া থাকে। আমি সেই রৈকের বিষয় তোমাকে বলিলাম ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যথা লোকে কৃতায়ঃ কৃতো নাম অয়ো দ্যূতসময়ে প্রসিদ্ধশ্চতুরঙ্কঃ, স যদা জয়তি দ্যূতে প্রবৃত্তানাং, তস্মৈ বিজিতায় তদর্থমিতরে ত্রিদ্ব্যেকাঙ্কা অধরেয়াঃ ত্রেতাদ্বাপরকলিনামানঃ সংযন্তি সঙ্গচ্ছন্তে অন্তর্ভবন্তি, চতুরঙ্কে কৃতায়ে ত্রিদ্ব্যেকাঙ্কানাং বিদ্যমানত্বাৎ তদন্তর্ভবন্তীত্যর্থঃ। যথা অয়ং দৃষ্টান্তঃ, এবমেনং রৈকং কৃতায়স্থানীয়ং ত্রেতাদিস্থানীয়ং সর্ব্বং তদভিসমেতি অন্তর্ভবতি রৈকে। কিন্তৎ? যৎ কিঞ্চ লোকে সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সাধু শোভনং ধর্ম্মজাতং কুর্ব্বন্তি, তৎ সর্ব্বং রৈকস্য ধর্ম্মেঽন্তর্ভবতি, তস্য চ ফলে সর্ব্বপ্রাণিধর্ম্মফলমন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। তথাঽন্যোঽপি কশ্চিদ্যৎ-স্বদ্বেদ্য বেদ। কিন্তৎ? যদ্বেদ্যং স রৈকো বেদ। তদ্বেদ্যমন্যোঽপি যো বেদ, তমপি সর্ব্বপ্রাণিধর্ম্মজাতং তৎফলঞ্চ রৈকমিবাভিসমেতীত্যনুবর্ত্ততে। স এবম্ভূতো রৈকোঽপি ময়া বিদ্বানেতদুক্তঃ। এবমুক্তো রৈকবৎ স এব কৃতায়স্থানীয়ো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অয়-শব্দে পাশকের কোন একটি ভাগ-বিশেষ। দ্যূতসময়ে অর্থাৎ পাশকক্রীড়াবিষয়ে চারিটি অঙ্কসংযুক্ত কৃতনামক অয় অর্থাৎ ভাগবিশেষ লোকব্যবহারে প্রসিদ্ধ আছে। পাশকক্রীড়ায় প্রবৃত্ত লোক-সমূহের মধ্যে সেই কৃতনামক অয় বা অংশটি যদি জয়লাভ করে, তাহা হইলে অপর তিন, দুই ও একাঙ্কবিশিষ্ট অধরের অর্থাৎ ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামক অল্পাঙ্কবিশিষ্ট বিজিত তিনটি অয় বিজয়প্রাপ্ত সেই অয়ের উদ্দেশে অর্থাৎ তাহার সহিত সঙ্গত অর্থাৎ মিলিত হইয়া যায় অর্থাৎ তাহারই অন্তর্ভূত হইয়া যায়; কারণ, চতুরঙ্কবিশিষ্ট কৃতায়ে তিন দুই ও এক অঙ্কটিও বিদ্যমান থাকায় ঐ চতুরঙ্কের অন্তর্ভূত হইয়া যায়। এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, সেইরূপ চতুরঙ্কবিশিষ্ট কৃতায়স্থানীয় রৈকে ত্রেতা দ্বাপর ও কলিস্থানীয় সেই সমস্তই অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। যাহা রৈকে অন্তর্ভূত হয়, তাহা কি? এই প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন—এই জগতে জনসমূহ যাহা কিছু সাধু অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্য করে, সেই সমস্তই রৈকের ধর্ম্মে অন্তর্ভূত হইয়া থাকে অর্থাৎ রৈকের ধর্ম্মকার্য্যের ফলে সমস্ত প্রাণিগণের ধর্ম্মকার্য্যের ফল অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। সেই রৈক যে জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, অন্য যে কোন ব্যক্তি যদি সেই জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারে, তাহা হইলে সমস্ত প্রাণীর ধর্ম্মকার্য্যসমূহ ও তাহার ফল রৈকের ন্যায় সেই প্রাণীতেও সঙ্গত হয় অর্থাৎ তাহার অন্তর্ভূত হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত 'অভিসমেতি' অর্থাৎ সঙ্গত বা অন্তর্ভূত এই ক্রিয়া পদটি এ স্থানেও ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই রৈক ও রৈকের ন্যায় অপর বিদ্বান্ ব্যক্তির বিষয়েও যাহা বক্তব্য,

তাহা আমি বলিলাম। এরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে, অপর বিদ্বান্ ব্যক্তিও রৈকের ন্যায় কৃতায়স্থানীয় হয় ॥ ৪ ॥

তদু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণ উপশুশ্রাব, স হ সঞ্জিহান এব ক্ষত্তারমুবাচ, অঙ্গারে! হ সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি। যো নু কথং সযুগ্বা রৈকঃ? ইতি ॥ ৫ ॥

যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্তি, এবমেনং সর্ব্বং তদভিসমৈতি। যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি, যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ, স ময়ৈতদুক্ত ইতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিতে করিতেই সারথিকে বলিয়াছিলেন—অহে! হংস আমাকে সযুগ্বা রৈকের ন্যায় বলিয়াছে। যে রৈকের কথা তাহারা বলিয়াছে, সেই সযুগ্বা রৈক কি প্রকার? ॥ ৫-৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদু হ তদেতদীদৃশং হংসবাক্যম্ আত্মনঃ কুৎসারূপমন্যস্য বিদুষো রৈকাদেঃ প্রশংসারূপমুপশুশ্রাব শ্রুতবান্ হর্ম্ম্যতলস্থো রাজা জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ। তচ্চ হংসবাক্যং স্মরন্নেব পৌনঃপুন্যেন রাত্রিশেষমতিবাহয়ামাস। ততঃ স বন্দিভিঃ রাজা স্তুতিযুক্তাভির্ব্বাগ্‌ভিঃ প্রতিবোধ্যমান উবাচ ক্ষত্তারং সঞ্জিহান এব শয়নং নিদ্রাং বা পরিত্যজন্নেব, হে অঙ্গ! বৎসারে! হ সযুগ্বানমিব রৈকমাত্থ কিং মাম্? স এব স্তুত্যর্হো নাহমিত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা, সযুগ্বানং রৈকমাত্থ গত্বা মম তদ্দিদৃক্ষাম্। তদা ইবশব্দোঽবধারণার্থোঽনর্থকো বা বাচ্যঃ। স চ ক্ষত্তা প্রত্যুবাচ রৈক্কানয়নকামো রাজ্ঞোঽভিপ্রায়জ্ঞঃ, যো নু কথং সযুগ্বা রৈক ইতি, রাজ্ঞৈবমুক্ত আনেতুং তচ্চিহ্নং জ্ঞাতুমিচ্ছন্ যো নু কথং সযুগ্বা রৈক ইত্যবোচৎ। স চ ভল্লাক্ষবচনমেবাবোচৎ তস্য স্মরন্। ৫-৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হর্ম্ম্যোপরি অবস্থিত সেই পৌত্রায়ণ রাজা জানশ্রুতি নিজের নিন্দাসূচক ও অপরের অর্থাৎ জ্ঞানী রৈকের প্রশংসাসূচক হংসের উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন ও পুনঃ পুনঃ সেই হংসবাক্যই স্মরণ করিতে করিতে অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই রাজা স্তুতিপাঠকদিগের স্তুতিবাক্য দ্বারা জাগরিত হইয়া শয্যা অথবা নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে এতো ব... নিকটস্থ ক্ষত্তা অর্থাৎ স্তুতিকর্ত্তা অথবা সারথিকে বলিয়াছিলেন—অরে ইহার অর্থা অর্থাৎ হে বৎস! আমাকে সযুগ্বা রৈকের ন্যায় কেন বলিয়াছ? (অথবা অত্তূত হ ?) অভিপ্রায় এই যে, সেই রৈকই স্তবের অর্থাৎ প্রশংসার যোগ্য, আমি

নহি। অথবা ইহার অর্থ এইরূপ হইবে—সেই সযুগ্বা রৈক্ককে গিয়া বল, আমি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। এ অর্থ করিলে মূলে যে 'ইব' শব্দটি আছে, তাহা অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অথবা উহার কোন অর্থই নাই। রাজার অভিপ্রায় অবগত ও রৈক্ককে আনয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই ক্ষত্তা রাজাকে বলিয়াছিল, আপনি যে রৈক্কের বিষয় বলিলেন, সেই সযুগ্বা রৈক্ক কি প্রকার? অর্থাৎ রাজা ঐরূপ বলিলে তাহাকে আনয়ন করার নিমিত্ত তাহার চিহ্ন বা পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই সযুগ্বা রৈক্ক কি প্রকার? ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সেই রাজাও ভল্লাক্ষ "যথা কৃতায় বিজিতায়" ইত্যাদি যে সমস্ত কথা বলিয়াছিল, তাহাই স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন। "যথা কৃতায় বিজিতায়" ইত্যাদি ষষ্ঠ শ্রুতির অর্থ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে ॥ ৫-৬ ॥

স হ ক্ষত্তাঽন্বিষ্য নাবিদমিতি প্রত্যেয়ায়, তꣳ হোবাচ, যত্রারে! ব্রাহ্মণস্যান্বেষণা, তদেনমর্চ্ছেতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—সেই ক্ষত্তা নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া "জানিতে পারিলাম না" এই কথা বলিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিল। রাজা তাহাকে বলিয়াছিলেন—অহে! যে স্থানে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করিতে হয় অর্থাৎ যে স্থানে গেলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সেই স্থানে গিয়া এই রৈক্ককে অনুসন্ধান কর ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হ ক্ষত্তা নগরং গ্রামং বা গত্বা অন্বিষ্য রৈক্কং নাবিদং ন ব্যজ্ঞাসিষমিতি প্রত্যেয়ায় প্রত্যাগতবান্। তং হোবাচ ক্ষত্তারম্, অরে! যত্র ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মবিদ একান্তেঽরণ্যে নদীপুলিনাদৌ বিবিক্তে দেশেঽন্বেষণা অনুমার্গণং ভবতি, তত্তত্রৈনং রৈক্কম্ অর্চ্ছ ঋচ্ছ গচ্ছ, তত্র মার্গণং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। ৭।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই ক্ষত্তা নগরে অথবা গ্রামে গমন করিয়া রৈক্কের অনুসন্ধান করিয়া সে স্থানে তাহার বিষয় জানিতে না পারিয়া প্রত্যাগমন করিয়া বলিয়াছিল, 'রৈক্ককে জানিতে পারিলাম না' অর্থাৎ তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না। রাজা সেই ক্ষত্তাকে পুনরায় বলিয়াছিলেন—অহে! যে স্থানে অর্থাৎ নির্জ্জন অরণ্যে অথবা পবিত্র নদী-সৈকতাদি স্থানে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির অনুসন্ধান পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে স্থানে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ অবস্থান করেন, সেইরূপ নির্জ্জন ও পবিত্র স্থানে গমন কর, এবং সেই স্থানেই এই রৈক্ককে গমন অর্থাৎ অনুসন্ধান কর ॥ ৭ ॥

সোঽধস্তাচ্ছকটস্য পামানং কষমাণমুপোপবিবেশ, তং হাভ্যুবাদ, ত্বং নু ভগবঃ সযুগ্বা রৈকঃ? ইতি। অহং হ্যরা৩ ইতি হ প্রতিজজ্ঞে, স হ ক্ষত্তাঽবিদমিতি প্রত্যেয়ায় ॥ ৮ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সেই ক্ষত্তা শকটের নিম্নদেশে পামা অর্থাৎ কণ্ডূবিশেষ (খোস্ পাচড়া বা চুল্‌কানি) কণ্ডূয়মান অবস্থায় উপবিষ্ট কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার নিকটে উপবেশন করিয়াছিল ও তাহাকে বলিয়াছিল অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—হে ভগবন্! আপনিই কি সেই সযুগ্বা রৈক? তিনি নিতান্ত অবজ্ঞাভরেই প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, অরে! আমিই সেই রৈক। সেই ক্ষত্তা 'জানিতে পারিয়াছি' এইরূপ মনে করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইত্যুক্তঃ ক্ষত্তা অন্বিষ্য তং বিজনে দেশেঽধস্তাচ্ছকটস্য গন্ত্র্যাঃ পামানং খর্জ্জূং কষমাণং কণ্ডূয়মানং দৃষ্ট্বা অয়ং নূনং সযুগ্বা রৈক ইতি উপ সমীপে উপবিবেশ বিনয়েনোপবিষ্টবান্। তঞ্চ রৈক্বং হাভ্যুবাদোক্তবান্—ত্বমসি হে ভগবঃ! ভগবন্! সযুগ্বা রৈক ইতি? এবং পৃষ্টোঽহমস্মি হি অরা৩ অরে! ইতি হানাদর এব প্রতিজজ্ঞেঽভ্যুপগতবান্। স তং বিজ্ঞায় অবিদং বিজ্ঞাতবানস্মীতি প্রত্যেয়ায় প্রত্যাগত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—রাজা কর্ত্তৃক ঐরূপে আদিষ্ট হইয়া সেই ক্ষত্তা কোন নির্জ্জন প্রদেশে পামা অর্থাৎ খর্জ্জূ (খা'জ, চুল্‌কানি বা খোস্ পাচ্‌ড়া) কষমাণ অর্থাৎ কণ্ডূয়মান অবস্থায় একখানি ক্ষুদ্র শকটের নিম্নভাগে অবস্থিত কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া "নিশ্চয়ই এই ব্যক্তিই সেই সযুগ্বা রৈক" এই মনে করিয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহার নিকটে উপবেশন করিয়াছিল ও সেই রৈককে বলিয়াছিল অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—হে ভগবন্! আপনিই কি সেই সযুগ্বা রৈক? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি অতি অবজ্ঞা বা অনাদরের সহিতই স্বীকার করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন—অরা৩! অর্থাৎ অরে! হাঁ, আমিই রৈক। ক্ষত্তা তাহাই শুনিয়া 'বিশেষরূপেই জানিতে পারিয়াছি' এইরূপ মনে করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থপ্রপাঠকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তদু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্ শতানি গবাং নিষ্কমশ্বতরী-রথং তদাদায় প্রতিচক্রমে, তꣳ হাভ্যুবাদ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি ছয়শত গাভী, স্বর্ণনির্ম্মিত কণ্ঠহার ও অশ্বতরীবাহিত রথ—এই সমস্ত গ্রহণ করিয়া রৈক্কের নিকট গমন করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্তত্র ঋষের্গার্হস্থ্যং প্রত্যভিপ্রায়ঃ বুদ্ধা ধনার্থিতাঞ্চ উ হ এব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্ শতানি গবাং, নিষ্কং কণ্ঠহারম্ অশ্বতরীরথম্, অশ্বতরীভ্যাং যুক্তং রথং, তদাদায় ধনং গৃহীত্বা প্রতিচক্রমে রৈক্কং প্রতি গতবান্। তঞ্চ গত্বা অভ্যুবাদ হ অভ্যুক্তবান্। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি ক্ষত্তার নিকট সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া ঋষি অর্থাৎ রৈক্কের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও ধনাভিলাষ স্থির করিয়া অর্থাৎ রৈক্ক বিবাহ করিয়া সংসারী হইবেন ও তজ্জন্য ধনপ্রার্থী, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ছয়শত গাভী, স্বর্ণনির্ম্মিত কণ্ঠহার ও দুইটি অশ্বতরী কর্ত্তৃক বাহিত রথ, এই সমস্ত ধন গ্রহণ করিয়া রৈক্কের উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন ও গমন করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

রৈক্ক! ইমানি ষট্ শতানি গবাম্, অয়ং নিষ্কঃ, অয়মশ্বতরী-রথঃ অনু ম এতাং ভগবঃ! দেবতাꣳ শাধি, যাং দেবতামুপাস্সে ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—হে রৈক্ক! এই ছয়শত গাভী, এই স্বর্ণনির্ম্মিত কণ্ঠাভরণ, এই অশ্বতরীদ্বয়বাহিত রথ, আপনার নিমিত্ত এই সমস্ত ধন আনয়ন করিয়াছি। হে ভগবন্! এই সমস্ত গ্রহণ করিয়া আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, সেই দেবতাকে অর্থাৎ সেই দেবতার উপাসনাবিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—হে রৈক্ক! গবাং ষট্ শতানি ইমানি তুভ্যং ময়া আনীতানি। অয়ং নিষ্কোঽশ্বতরীরথশ্চায়ম্, এতদ্ধনমাদৎস্ব। ভগবঃ! অনুশাধি চ মে মাম্ এতাং, যাঞ্চ দেবতাং ত্বমুপাস্সে তদ্দেবতোপদেশেন মামনুশাধীত্যর্থঃ। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে রৈক্ক! এই ছয়শত গো, এই স্বর্ণনির্ম্মিত কণ্ঠাভরণ, অশ্বতরীবাহিত এই রথ আপনার নিমিত্ত আমি আনয়ন

করিয়াছি, এই ধন আপনি গ্রহণ করুন। হে ভগবন্! আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, সেই দেবতা সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়া আমাকে শিক্ষা দান করুন ॥২॥

তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচাহ হারেত্বা শূদ্র! তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি। তদু হ পুনরেব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রং গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং দুহিতরং তদাদায় প্রতিচক্রমে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—পর অর্থাৎ অপর রৈক্ক সেই জানশ্রুতিকে প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, হে শূদ্র! তোমার প্রদত্ত হার-যুক্ত ইত্বা অর্থাৎ অশ্বতরীযুক্ত শকট গোসমূহের সহিত তোমারই থাকুক। পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি রৈক্কের অভিপ্রায় অনুমান করিয়া পুনরায় সহস্র গো, স্বর্ণনির্ম্মিত হার, অশ্বতরীবাহিত রথ ও নিজের কন্যাকে গ্রহণ করিয়া তাহার নিকট গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তমেবমুক্তবন্তং রাজানং প্রত্যুবাচ পরো রৈক্কঃ। উহেত্যয়ং নিপাতো বিনিগ্রহার্থীয়োঽন্যত্র, ইহ ত্বনর্থকঃ, এব-শব্দস্য পৃথক্ প্রয়োগাৎ। হারেত্বা হারেণ যুক্তা ইত্বা গন্ত্রী, সেয়ং হারেত্বা গোভিঃ সহ তবৈবাস্তু তবৈব তিষ্ঠতু, ন মম অপর্য্যাপ্তেন কর্ম্মার্থমনেন প্রয়োজনমিত্যভিপ্রায়ঃ। হে শূদ্র ইতি—নন্ু রাজাঽসৌ, ক্ষত্তৃসম্বন্ধাৎ, "স হ ক্ষত্তারমুবাচ" ইত্যুক্তং, বিদ্যাগ্রহণায় চ ব্রাহ্মণসমীপোপগমাৎ, শূদ্রস্য চানধিকারাৎ কথমিদমননুরূপং রৈক্কেণোচ্যতে—হে শূদ্রেতি? তত্রাহুরাচার্য্যাঃ,—হংস-বচনশ্রবণাৎ শুগেনমাবিবেশ, তেনাসৌ শুচা শ্রুত্বা রৈক্কস্য মহিমানং বা আদ্রবতীতি, ঋষিরাত্মনঃ পরোক্ষজ্ঞতাং দর্শয়ন্ 'শূদ্র!' ইত্যাহেতি। শূদ্রবদ্বা ধনেনৈবৈনং বিদ্যা-গ্রহণায়োপজগাম, ন চ শুশ্রূষয়া। ন তু জাত্যৈব শূদ্র ইতি। অপরে পুনরাহুঃ,—অল্পং ধনমাহৃতমিতি রুষৈবৈনমুক্তবান্ শূদ্র ইতি। লিঙ্গঞ্চ বহ্বাহরণে উপাদানং ধনস্যেতি। তদু হ ঋষের্ম্মতং জ্ঞাত্বা পুনরেব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণো গবাং সহস্রমধিকং জায়াঞ্চ ঋষে-রভিমতাং দুহিতরমাত্মনস্তদাদায় প্রতিচক্রমে ক্রান্তবান্। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—জানশ্রুতি ঐরূপ বলিলে পর, পর অর্থাৎ রৈক্ক প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—হার অর্থাৎ হারক বা চালক অর্থাৎ অশ্ব-তরীযুক্ত ইত্বা অর্থাৎ গন্ত্রী বা ক্ষুদ্র শকট গোসমূহের সহিত তোমারই থাকুক। অভি-প্রায় এই যে—তোমার এই সামান্য কয়েকটি গো ও দুইটি খচ্চরযুক্ত ক্ষুদ্র একখানি শকট, এই সামান্য দ্রব্যে আমার কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না, ইহা লইয়া আমি কি করিব? তোমার দ্রব্য তোমারই থাকুক। মূল শ্রুতিতে যে 'উ·হ' এই নিপাতন শব্দটি আছে, ইহা স্থানান্তরে নিগ্রহার্থে প্রযুক্ত হইলেও এস্থানে ইহার কোন অর্থই নাই, একেবারে নিরর্থক প্রয়োগ, কারণ, পৃথক্ ভাবে 'এব' এই শব্দটির

প্রয়োগ রহিয়াছে। হে শূদ্র!—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "সেই জানশ্রুতি ক্ষত্তা অর্থাৎ সারথিকে বলিয়াছিলেন" সারথি ক্ষত্রিয় রাজাদিগেরই থাকে, বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত তিনি ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়াছিলেন, অথচ শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, এই সমস্ত কারণে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় ছিলেন, তবে রৈক্ক তাঁহাকে 'হে শূদ্র'! এইরূপ অনুচিতভাবে সম্বোধন কেন করিলেন? আচার্য্যগণ ইহার সমাধানের নিমিত্ত বলিয়াছেন—হংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া এই রাজাকে শোক আশ্রয় করিয়াছিল অর্থাৎ রাজা শোকার্ত্ত অর্থাৎ দুঃখার্ত্ত হইয়াছিলেন, এই জন্যই হউক বা হংসের মুখে রৈক্কের মহিমা শ্রবণ করিয়াই হউক, শোকে দ্রবীভূত বা অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ঋষি রৈক্ক নিজের পরোক্ষবিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্থাৎ যাহা নিজের সম্মুখে সঙ্ঘটিত হয় নাই বা যাহা কখনও শ্রবণও করেন নাই, তপোমাহাত্ম্যে সে সমস্তও তিনি জানিতে পারেন, এই অভিজ্ঞতা প্রকটনের নিমিত্তই জানশ্রুতিকে 'শূদ্র' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। অথবা শূদ্রের ন্যায় ধনপ্রদান দ্বারা বিদ্যাগ্রহণ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, গুরুর সেবা দ্বারা নহে, এ জন্যও তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, বাস্তবিকপক্ষে জানশ্রুতি জাতিশূদ্র নহে। অন্য কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, জানশ্রুতি অল্পধন লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া রৈক্ক ক্রোধবশতঃ শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ধন শব্দের উপাদান অর্থাৎ উল্লেখই বহু ধন আহরণ অর্থাৎ আনয়নের জ্ঞাপক অর্থাৎ বেশী ধন আনয়ন কর। পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি ঋষি রৈক্কের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহস্র সংখ্যক গাভী ও ঋষির অভিলষিত নিজের কন্যাকে ভার্য্যারূপে দান করিবার জন্য পুনরায় গমন করিয়াছিলেন। সরলার্থ এই যে, এখানে আশঙ্কা হইতে পারে, ক্ষত্রিয়কে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করা কেন হইল? এখানে শূদ্র সম্বোধনের অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বে হংস-বচন শুনিয়া ইঁহার শোক হইয়াছিল এবং রৈক্কের নিকট দ্রুত গিয়াছিলেন, এইজন্য শোকে দ্রবকারী এই অর্থে শূদ্র শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অথবা শূদ্রবৎ ধন দ্বারা বিদ্যালাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছে, এ কারণে শূদ্র সম্বোধন করা হইয়াছে। নৃপতে! তুমি শূদ্রের ন্যায় ধনপ্রদান দ্বারা বিদ্যাগ্রহণ করিতে বাসনা করিতেছ, ব্রাহ্মণসকাশে গমন পূর্ব্বক তাঁহার শুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যা গ্রহণ করিবে, ইহাই ঋষিরা বলিয়া থাকেন, শূদ্রেরা তাহাতে অধিকারী নহে। যখন তুমি ধনপ্রলোভন দ্বারা বিদ্যাগ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছ, সুতরাং তখন তুমি শূদ্রবৎ হইতেছ। এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, "রাজা অতি অল্পমাত্র ধন দিয়াছেন, এই জন্য ঋষি অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।" তখন নরপতি সহস্র গো,

স্বর্ণনির্ম্মিত কণ্ঠহার, অশ্বতরীযুগলবাহিত রথ এবং ঋষির পত্নী হওয়ার নিমিত্ত আপন কন্যা এই সকল লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৩ ॥

তথ্ হাভ্যুবাদ, রৈক্ক ! ইদম্ সহস্রং গবাম্, অয়ং নিষ্কঃ, অয়মশ্বতরীরথঃ, ইয়ং জায়া, অয়ং গ্রামো যস্মিন্নাসৃসে, অন্বেব মা ভগবঃ ! শাধীতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—জানশ্রুতি রৈক্ককে বলিয়াছিলেন—হে রৈক্ক ! এই সহস্র-সংখ্যক গো, এই স্বর্ণহার, এই অশ্বতরীবাহিত রথ, এই ভার্য্যা, আর আপনি যে স্থানে বাস করিবেন, বাসের নিমিত্ত এই গ্রাম, এই সমস্ত আপনার নিমিত্তই আমি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছি। হে ভগবন্ ! ইহা গ্রহণ করিয়া আপনি আমাকে সেই বিদ্যার উপদেশ দান করুন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—রৈক্ক ! ইদং গবাং সহস্রময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথ ইয়ং জায়া জায়ার্থং মম দুহিতা আনীতা, অয়ঞ্চ গ্রামো যস্মিন্নাস্সে তিষ্ঠসি, স চ ত্বদর্থে ময়া কল্পিতঃ, তদেতৎ সর্ব্বমাদায়ানুশাধ্যেব মা মাং হে ভগবঃ। ইত্যুক্তঃ,—" ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—তৎপরে জনশ্রুতপুত্রের পৌত্র গবাদি লইয়া পুনরায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হে রৈক্ক ! আমি এই সহস্র গো, এই স্বর্ণ-কণ্ঠহার, এই অশ্বতরীযুগলবাহিত রথ, এই জায়া অর্থাৎ তোমার পত্নী হওয়ার নিমিত্ত আনীত আমার এই কন্যা এবং তোমার বাসোপযোগী এই গ্রাম অর্থাৎ তোমার নিমিত্ত আমি অমুক গ্রাম মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছি, সেই গ্রাম প্রদান করিলাম। হে ভগবন্ ! আপনি এই সমস্ত ও মদীয় দুহিতাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ পূর্ব্বক এই গ্রামে অবস্থিতি করিয়া আমাকে অতি অবশ্য অবশ্য উপদেশ প্রদান করুন্।" জানশ্রুতি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া—॥ ৪ ॥

তস্যা হ মুখমুপোদ্গৃহ্নন্নুবাচ, আজহারেমাঃ শূদ্র ! অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথা ইতি। তে হৈতে রৈক্কপর্ণা নাম মহাবৃষেষু যত্রাস্মা উবাস, স তস্মৈ হোবাচ ॥ ৫ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সেই রাজকন্যার মুখকে বিদ্যাগ্রহণের দ্বার অর্থাৎ উপায় বিবেচনা করিয়া অথবা রাজকন্যার মুখটিকে তুলিয়া ধরিয়া রৈক্ক বলিয়াছিলেন—হে শূদ্র ! এই সমস্ত গো প্রভৃতি তুমি আনয়ন করিয়াছ, ইহা দ্বারাই আমাকে কথা বলাইতেছ অর্থাৎ তোমার দত্ত দ্রব্যে আমি প্রীত হইয়াছি, অতএব তোমাকে বিদ্যা দান করিব। জানশ্রুতি রৈক্ককে যে সমস্ত গ্রাম দান করিয়াছিলেন, মহাবৃষ

প্রদেশে সেই সমস্ত গ্রাম 'রৈক্বপর্ণ' এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। সেই সমস্ত গ্রামে রৈক্ব বাস করিয়াছিলেন ও জানশ্রুতিকে বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্যা জায়ার্থমানীতায়া রাজ্ঞো দুহিতুর্হ এব মুখং দ্বারং বিদ্যায়া দানে তীর্থমুপোদ্‌গৃহ্লন্ জানন্নিত্যর্থঃ। "ব্রহ্মচারী ধনদায়ী মেধাবী শ্রোত্রিয়ঃ প্রিয়ঃ। বিদ্যয়া বা বিদ্যাং প্রাহ তানি তীর্থানি ষণ্মম।" ইতি বিদ্যায়া বচনং বিজ্ঞায়তে হি। এবং জানন্নুপোদ্‌গৃহ্লন্নুবাচোক্তবান্, আজহার আহৃতবান্, ভবান্ যদিমা গাঃ যচ্চান্যদ্ধনং, তৎ সাধ্বিতি বাক্যশেষঃ। শূদ্রেতি পূর্ব্বোক্তানুকৃতিমাত্রং, ন তু কারণান্তরাপেক্ষয়া পূর্ব্ববৎ। অনেনৈব মুখেন বিদ্যাগ্রহণতীর্থেনালাপয়িষ্যথা আলাপয়সীতি মাং ভাষয়সীত্যর্থঃ। তে হৈতে গ্রামা রৈক্বপর্ণা নাম বিখ্যাতা মহাবৃষেষু দেশেষু, যত্র যেষু গ্রামেষু উবাসোষিতবান্ রৈক্বঃ, তানসৌ গ্রামানদাৎ অস্মৈ রৈক্বায় রাজা। তস্মৈ রাজ্ঞে ধনং দত্তবতে হ কিলোবাচ বিদ্যাং স রৈক্বঃ। ৫।

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ভার্য্যা হওয়ার নিমিত্ত আনীত সেই রাজকন্যার মুখকেই দ্বার অর্থাৎ বিদ্যাদানের উপযুক্ত উপায় মনে করিয়া অর্থাৎ বিদ্যার নিজের বাক্য হইতেই জানা যায় যে, ব্রহ্মচারী, ধনদাতা, মেধাবী, শ্রোত্রিয় ও প্রিয়ব্যক্তিকে অথবা বিদ্যা দ্বারাও বিদ্যার উপদেশ দেওয়া যায়। (বিদ্যা দ্বারা বিদ্যা অর্থাৎ কোন ব্যক্তির নিকট একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সেই ব্যক্তিকে আমার জ্ঞাত উৎকৃষ্ট বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া) এই ছয়টিই আমার তীর্থ অর্থাৎ বিদ্যাদানের উপযুক্ত পাত্র। রৈক্ব এই কথা মনে করিয়াই জানশ্রুতিকে বলিয়াছিলেন, আপনি এই যে সমস্ত গো ও অন্যান্য দ্রব্য আমার নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছেন, তাহা ভালই করিয়াছেন, অথবা আনীত এই গো প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই উৎকৃষ্ট। ধন পাইয়াও যে রাজাকে পুনরায় শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত বাক্যেরই অনুকরণ অথবা অনুবাদমাত্র, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এস্থানে কোন কারণবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া শূদ্র বলা হয় নাই। এই মুখ অর্থাৎ বিদ্যাগ্রহণের উপযুক্ত তীর্থ বা উপায়ের দ্বারাই অর্থাৎ এই উপায়কেই অবলম্বন করিয়া তুমি আমাকে তোমার সহিত কথা বলাইবে। যে সমস্ত গ্রামে রৈক্ব বাস করিয়াছিলেন, মহাবৃষ দেশে সেই সমস্ত গ্রামই 'রৈক্বপর্ণ' এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। রাজা জানশ্রুতি সেই সমস্ত গ্রামই রৈক্বকে দান করিয়াছিলেন। সেই গ্রামে বাস করিয়া রৈক্ব ধনপ্রদ সেই রাজাকে বিদ্যাসম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থপ্রপাঠকে

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

বায়ুর্ব্বাব সংবর্গঃ, যদা বা অগ্নিরুদ্‌বায়তি বায়ুমেবাপ্যেতি, যদা সূর্য্যোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি, যদা চন্দ্রোঽস্তমেতি বায়ু-মেবাপ্যেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—বায়ু অর্থাৎ বাহ্যবায়ুই সংবর্গ অর্থাৎ সমস্ত পদার্থকে সংগ্রহ বা সমবেত করে অথবা বিনষ্ট করে। সে সময়ে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তখন সে বায়ুকেই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বায়ুতেই লীন হয়। সূর্য্য যে সময় অস্তগমন করেন, তখন তিনিও বায়ুতেই লীন হন, আবার চন্দ্র যখন অস্তমিত হন, তখন তিনিও বায়ুতেই লীন হন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—বায়ুর্ব্বাব সংবর্গঃ, বায়ুর্ব্বাহ্যঃ, বাবেত্যবধারণার্থঃ। সংবর্জ্জনাৎ সংগ্রহণাৎ সংগ্রসনাদ্বা সংবর্গঃ, বক্ষ্যমাণা অগ্ন্যাদ্যা দেবতা আত্মভাবমাপাদয়-তীত্যতঃ সংবর্গঃ সংবর্জ্জনাখ্যো গুণো ধ্যেয়ো বায়োঃ, কৃতায়ান্তর্ভাবদৃষ্টান্তাৎ। কথং সং-বর্গত্বং বায়োঃ? ইত্যাহ, যদা যস্মিন্ কালে বৈ অগ্নিরুদ্বায়ত্যুদ্বাসনং প্রাপ্নোতি উপশাম্যতি, তদাঽসাবগ্নির্ব্বায়ুমেবাপ্যেতি, বায়ুস্বাভাব্যমপিগচ্ছতি। তথা, যদা সূর্য্যোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি। যদা চন্দ্রোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি। নন্থ কথং সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ স্বরূপাবস্থিতয়োর্ব্বায়াবপিগমনম্? নৈষ দোষঃ, অস্তমনেঽদর্শনপ্রাপ্তের্ব্বায়ুনিমিত্তত্বাৎ; বায়ুনা হ্যস্তং নীয়তে সূর্য্যঃ, চলনস্য বায়ুকার্য্যত্বাৎ। অথবা, প্রলয়ে সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ স্বরূপভ্রংশে তেজোরূপয়োর্ব্বায়াবেবাপিগমনং স্যাৎ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বখণ্ডে যে বিদ্যাপ্রদানের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই বিদ্যার উপদেশ কিরূপভাবে করা হইয়াছিল, এই খণ্ডে অধিদৈবত সেই বিদ্যার বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে। বায়ুই অর্থাৎ বাহ্য বায়ুই সংবর্গ। এ স্থানে 'বাব' এই শব্দটি অবধারণার্থক অর্থাৎ বায়ুই সংবর্গ। সংবর্জ্জন অর্থাৎ সংগ্রহণ বা একস্থানে সমবেত করে অথবা গ্রাস অর্থাৎ কবলিত করে বলিয়া বায়ুকে সংবর্গ বলা হয়। বাহ্য বায়ুই জগতের সমুদয় পদার্থকেই একস্থানে সংগৃহীত করে অথবা কবলিত করে অর্থাৎ ইহার পরেই যে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ করা হইবে, সেই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে আত্মভাব অর্থাৎ বায়ুভাব প্রাপ্ত করায়, এই জন্যই বায়ু সংবর্গ-পদবাচ্য। পূর্ব্বে যে "কৃতায় বিজিতায়" বলা হইয়াছে, সে স্থানে যেমন কৃতায়ে অন্য সমস্ত অঙ্কগুলি অন্তর্ভূত হয়, এ স্থানেও সেই দৃষ্টান্তানুসারে বায়ুর ঐ সংবর্গ অর্থাৎ

সংবর্জ্জন নামক গুণটিরই ধ্যান করিতে হইবে। এ স্থানে প্রশ্ন করিতেছেন, বায়ুকে যে সংবর্গরূপে ধ্যান করিতে হইবে, ঐ সংবর্গত্ব অর্থাৎ সংগ্রাহকত্ব অথবা সংহারকত্ব কিরূপে বুঝিতে পারা যাইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—দেখ, যে সময় অগ্নি উদ্বাপিত অর্থাৎ উপশমিত বা নির্ব্বাপিত হয়, তখন এই অগ্নি বায়ুকেই প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বায়ুর স্বভাবকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বায়ুতেই লীন হইয়া থাকে। যখন সূর্য্য অস্তগত হন, তখন ঐ সূর্য্যও বায়ুকেই প্রাপ্ত হন, আর যখন চন্দ্র অস্তগত হন, তখন সেই চন্দ্রও বায়ুকেই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বায়ুর স্বভাব লাভ করিয়া থাকেন। আচ্ছা, অস্তগমনকালে সূর্য্য ও চন্দ্র ত স্বরূপেই অবস্থিতি করেন, দেখা যায়, তখন তাঁহারা যে বায়ুতেই বিলীন হন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ঐরূপ উক্তি দোষাবহ নহে, কারণ, অস্তগমনসময়ে যে সূর্য্যের অদর্শন হয়, বায়ুই তাহার নিমিত্ত। যে হেতু, চলন বা গমনাগমন বায়ুরই কর্ম্ম, বায়ু দ্বারাই সূর্য্যের অস্তগমন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, কিংবা প্রলয়কালে তেজোময় চন্দ্র ও সূর্য্যের যখন স্বরূপ ধ্বংস হয়, তখন তেজের কারণস্বরূপ বায়ুতেই তাঁহারা বিলীন হন, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ॥ ১ ॥

যদাপ উচ্ছুষ্যন্তি বায়ুমেবাপিযন্তি, বায়ুর্হ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্তে ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যে সময়ে জলসমূহ শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, সে সময়ে তাহারা বায়ুকেই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বায়ুতেই লীন হইয়া যায়। কারণ, বায়ুই এই অগ্নি প্রভৃতি সকলকে সংহার করে। ইহা অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা যদা আপ উচ্ছুষ্যন্ত্যুচ্ছোষমাপ্নুবন্তি, তদা বায়ুমেব অপিয়ন্তি। বায়ুর্হি যস্মাদেব এতানগ্ন্যাদ্যান্মহাবলান্ সংবৃঙ্‌ক্তে, অতো বায়ুঃ সংবর্গগুণ উপাস্য ইত্যর্থঃ। ইত্যধিদৈবতং দেবতাসু সংবর্গদর্শনমুক্তম্ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ যে সময় জলসমূহ শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, সে সময়ে তাহারা বায়ুকেই প্রাপ্ত হয়; কারণ, বায়ুই অগ্নি প্রভৃতি মহাবলসম্পন্ন এই সমস্ত পদার্থকে সংবৃত অর্থাৎ আচ্ছাদিত অর্থাৎ সংহার করে, এই কারণেই বায়ুকে সংবর্গগুণসম্পন্ন মনে করিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ইহাই অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ে সংবর্গদৃষ্টিতে উপাসনা বলা হইল ॥ ২ ॥

অথাধ্যাত্মং—প্রাণো বাব সংবর্গঃ, স যদা স্বপিতি প্রাণমেব বাগপ্যেতি, প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং শ্রোত্রং, প্রাণং মনঃ, প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্তে ইতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মবিষয়ে সংবর্গদর্শন বলা যাইতেছে—প্রাণই সংবর্গ। পুরুষ যে সময়ে নিদ্রিত হয়, বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় সে সময়ে প্রাণকেই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রাণেই বিলীন হয়। চক্ষুঃ প্রাণকে প্রাপ্ত হয়, শ্রোত্র প্রাণকে প্রাপ্ত হয়, মনও প্রাণকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চক্ষুঃ শ্রোত্র ও মন প্রাণেই লীন হইয়া যায়। প্রাণই এই সকলকে সংবৃত অর্থাৎ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথানন্তরমধ্যাত্মমাত্মনি সংবর্গদর্শনমিদমুচ্যতে, প্রাণো মুখ্যো বাব সংবর্গঃ। স পুরুষো যদা যস্মিন্ কালে স্বপিতি, তদা প্রাণমেব বাগপ্যেতি, বায়ুমিবাগ্নিঃ। প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং শ্রোত্রং, প্রাণং মনঃ। প্রাণো হি যস্মাদেবৈতান্ বাগাদীন্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্তে ইতি ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বশ্রুতিতে অধিদৈবতদর্শন কথিত হইয়াছে, তদনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মাতে এই সংবর্গদর্শন বলা যাইতেছে। প্রাণ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণই সংবর্গ। সেই পুরুষ অর্থাৎ জীব যে সময়ে নিদ্রিত হয়, সে সময়ে অগ্নি যেমন বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বাগিন্দ্রিয়ও প্রাণকে প্রাপ্ত হয়। চক্ষুঃ প্রাণকে, শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় প্রাণকে এবং মনও প্রাণকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ইহারা সকলেই প্রাণেই লীন হইয়া থাকে, কারণ, প্রাণই এই বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকে সংবৃত অর্থাৎ আচ্ছন্ন অর্থাৎ সংহার করিয়া থাকে। সরলার্থ এই যে—যখন পুরুষের স্বপ্নাবস্থা ঘটে, তখন সেই পুরুষের বাক্য প্রাণকে আশ্রয় করে, যেরূপ অগ্নি নির্ব্বাণসময়ে বায়ুতে লীন হয়, তদ্রূপ পুরুষের স্বপ্নসময়ে তাহার বাক্য প্রাণেতে লয় পায়। এই প্রকারে নেত্র, কর্ণ ও মন সকলই প্রাণকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সকলেই প্রাণেই লীন হইয়া থাকে। যে হেতু, প্রাণ বাক্য, নেত্র, কর্ণ ও মনকে সংবরণ করিয়া রাখে, সুতরাং প্রাণকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৩ ॥

তৌ বা এতৌ দ্বৌ সংবর্গৌ, বায়ুরেব দেবেষু, প্রাণঃ প্রাণেষু ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—সেই এই দুইটি পদার্থই সংবর্গ অর্থাৎ সংবর্গগুণবিশিষ্ট, দেবতাদিগের মধ্যে বায়ু ও প্রাণ অর্থাৎ বাগাদিপ্রাণসমূহের মধ্যে প্রাণ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তৌ বা এতৌ দ্বৌ সংবর্গৌ সংবর্জনগুণৌ, বায়ুরেব দেবেষু সংবর্গঃ, প্রাণঃ প্রাণেষু বাগাদিষু মুখ্যঃ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই দুইটি পদার্থই সংবর্গ অর্থাৎ সংবর্জ্জনগুণসম্পন্ন। সেই দুইটি কি? তাহাই বলিতেছেন—দেবগণের মধ্যে বায়ুই সংবর্গগুণসম্পন্ন, আর প্রাণ অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে প্রাণ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণই সংবর্গগুণসম্পন্ন। ভাবার্থ এই যে—বায়ুই অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও জল এই সকল দেবতার আশ্রয়; সুতরাং বায়ুকে অধিদৈবতরূপে এবং প্রাণই বাক্য, নেত্র, কর্ণ ও মন এই সকলের আশ্রয়, অতএব প্রাণকে আধ্যাত্মিকরূপে আরাধনা করিবে ॥ ৪ ॥

অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে, তস্মা উ হ ন দদতুঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—অপর একটি বিষয় বলা হইতেছে—কাপেয় অর্থাৎ কপিবংশে সঞ্জাত শুনকপুত্র শৌনক ও কক্ষসেনের পুত্র অভিপ্রতারী এই দুই জন আহারে প্রবৃত্ত হইলে যখন পাচক তাহাদিগকে পরিবেশন করিতেছিল, সেই সময় কোন ব্রহ্মচারী তাহাদিগের নিকট কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিল, ঐ দুই জন সেই ভিক্ষুক ব্রহ্মচারীকে কিছুই দেয় নাই ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথৈতয়োঃ স্তুত্যর্থমিয়মাখ্যায়িকা আরভ্যতে। হেতি ঐতিহ্যার্থঃ। শৌনকঞ্চ শুনকস্যাপত্যং শৌনকং কাপেয়ং কপিগোত্রম্, অভিপ্রতারিণং চ নামতঃ কক্ষসেনস্যাপত্যং কাক্ষসেনিং ভোজনায়োপবিষ্টৌ পরিবিষ্যমাণৌ সূপকারৈর্ব্রহ্মচারী ব্রহ্মবিচ্ছৌণ্ডো বিভিক্ষে ভিক্ষিতবান্। ব্রহ্মচারিণো ব্রহ্মবিন্মানিতাং বুদ্ধা তং বিজিজ্ঞাসমানৌ তস্মৈ উ ভিক্ষাং ন দদতুর্ন দত্তবন্তৌ হ কিময়ং বক্ষ্যতীতি ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর সংবর্গদৃষ্টিতে বায়ু ও প্রাণের উপাসনাদ্বয়ের প্রশংসার নিমিত্ত এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিতেছেন—আহারের নিমিত্ত উপবিষ্ট কপিগোত্রে সম্ভূত শুনকের পুত্র শৌনক ও কক্ষসেনের পুত্র অভিপ্রতারী নামক কাক্ষসেনিকে যে সময় সূপকার বা পাচক পরিবেশন করিতেছিল, সেই সময়ে ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কোন এক জন ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিল। সেই ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মবিন্মানিতা অর্থাৎ আমি খুব ব্রহ্মজ্ঞ, এইরূপ অভিমান আছে, ইহা বুঝিতে পারিয়াও "দেখি এই ব্রহ্মচারী কি বলেন" ইহা জানিবার ইচ্ছায় সেই ব্রহ্মচারীকে তাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র ভিক্ষাও দান করেন নাই। সরলার্থ—কোন সময়ে কপিগোত্রজাত শুনকনন্দন শৌনক এবং

কক্ষসেননন্দন কাক্ষসেনি অভিপ্রতারী ইঁহারা আহারার্থ উপবেশন করিয়াছিলেন, পাচক তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতেছিল, ইত্যবসরে কোন ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মচারী আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সেই ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মজ্ঞানী বোধে ভিক্ষা প্রদান করেন নাই। তাঁহারা সেই ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মজ্ঞতার অভিমান বুঝিয়া তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞতা পরীক্ষার ইচ্ছায় ঐরূপ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

স হোবাচ, মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ কঃ স জগার ভুবনস্য গোপাস্তং কাপেয় ! নাভিপশ্যন্তি মর্ত্ত্যা অভিপ্রতারিন্ ! বহুধা বসন্তং যস্মৈ বা এতদন্নং তস্মা এতন্ন দত্তমিতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—সেই ব্রহ্মচারী বলিয়াছিলেন—হে কাপেয় ! হে অভিপ্রতারিন্ ! পৃথিবী প্রভৃতি লোকসমূহের গোপা অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্তা সেই সুপ্রসিদ্ধ একমাত্র দেবতা ক অর্থাৎ প্রজাপতি চারিটি মহাত্মাকে অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতিকে গ্রাস করিয়াছেন। মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণধর্ম্মী মনুষ্যগণ বিবিধরূপে অবস্থিত সেই দেবতাকে দেখিতে পায় না অর্থাৎ জানে না। এই অন্ন যাঁহার উদ্দেশে সংগৃহীত অথবা পাচিত হয়, সেই তাঁহাকেই তোমরা এই অন্ন দিলে না ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হোবাচ ব্রহ্মচারী, মহাত্মনশ্চতুর ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্। দেব একোঽগ্ন্যাদীন্ বায়ুর্ব্বা গাদীন্ প্রাণঃ, কঃ স প্রজাপতির্জ্জগার গ্রসিতবান। কঃ স জগারেতি প্রশ্নমেকে মন্যন্তে। ভুবনস্য ভবন্ত্যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনং ভূরাদিঃ সর্ব্বো লোকস্তস্য গোপা গোপায়িতা রক্ষিতা গোপ্তেত্যর্থঃ। তং কং প্রজাপতিং হে কাপেয় ! নাভিপশ্যন্তি ন জানন্তি মর্ত্ত্যা মরণধর্ম্মাণোঽবিবেকিনো বা, হে অভিপ্রতারিন্ ! বহুধা অধ্যাত্মাধিদৈবতাধিভূতপ্রকারৈর্ব্বসন্তম্। যস্মৈ বৈ এতদহন্যহন্যন্নম্ অদনায়াহ্রিয়তে সংস্ক্রিয়তে চ, তস্মৈ প্রজাপতয়ে এতদন্নং ন দত্তমিতি। ৬॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই ব্রহ্মচারী বলিয়াছিলেন—মূলে যে 'মহাত্মনশ্চতুরঃ' এই দুইটি পদ আছে, তাহা দ্বিতীয়ার বহুবচন, পঞ্চমী বা ষষ্ঠীর একবচনের প্রয়োগ নহে। এক দেব অর্থাৎ বায়ু অগ্নি প্রভৃতিকে আর প্রাণ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে ক অর্থাৎ প্রসিদ্ধ প্রজাপতি গ্রাস করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, সেই যিনি গ্রাস করিয়াছেন, তিনি কে ? এইরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছে। ইহাতে ভূত অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থসমূহ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে ভুবন বলে, ভুবন অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি লোকসমূহ,

সেই ভুবনের গোপা অর্থাৎ গোপায়িতা বা রক্ষাকর্ত্তা অর্থাৎ পালনকর্ত্তা। তাৎপর্য্য এই যে—বহ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও জল এই চারি; এবং বাক্য, নেত্র, কর্ণ ও মন এই চারি, ইঁহারাই মহাত্মা। বায়ু-রূপ একমাত্র দেবতা প্রজাপতি বহ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও জল এই চতুষ্টয়কে এবং প্রাণরূপ একমাত্র দেবতা বাক্য, নেত্র, কর্ণ ও মন এই চতুষ্টয়কে গ্রাস অর্থাৎ সংবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই ভূরাদি লোকসমূহের রক্ষাকর্ত্তা। হে কাপেয়! হে অভিপ্রতারিন্! এই মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণধর্ম্মী অথবা বিবেকবুদ্ধিবিরহিত মানবগণ অধ্যাত্ম, অধিদৈবত ও অধিভূতস্বরূপ বিবিধ প্রকারে অবস্থিত সেই প্রজাপতিকে দেখিতে পায় না অর্থাৎ জানে না। আর যাহার আহারার্থ প্রতিদিন এই অন্ন সংগ্রহ ও পাক করিয়া থাক, সেই প্রজাপতিকেই এই অন্ন প্রদান করিলে না ॥ ৬ ॥

তদু হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতমন্বানঃ প্রত্যেয়ায়, আত্মা দেবানাং জনিতা প্রজানাꣳ হিরণ্যদꣳষ্ট্রো বভসোঽনসূরিঃ মহান্তমস্য মহিমানমাহুরনদ্যমানো যদনন্নমত্তীতি, বৈ বয়ং ব্রহ্মচারিন্নেদমুপাস্মহে, দত্তাস্মৈ ভিক্ষামিতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—কপিগোত্রসমুদ্ভূত শৌনক সেই কথা আলোচনা করিয়া ব্রহ্মচারীর সমীপে গমন করিয়া বলিয়াছিলেন, দেবগণের আত্মা ও প্রজাসমূহের জনক হিরণ্যদংষ্ট্র অর্থাৎ দৃঢ়দন্তবিশিষ্ট, বভস অর্থাৎ ভক্ষণশীল অর্থাৎ সর্ব্বভূতের সংহারকর্ত্তা ও মেধাবী। তিনি অন্য কাহার কর্ত্তৃক ভক্ষিত হন না অথচ যাহা কিছু অনন্ন অর্থাৎ ভক্ষণযোগ্য নহে, এমন অগ্নি প্রভৃতিকে ভক্ষণ অর্থাৎ সংহার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, তাঁহার মহিমা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি মহৎ অর্থাৎ অপরিমেয়। হে ব্রহ্মচারিন্! আমরা ইঁহারই উপাসনা করিয়া থাকি। এই কথা বলিয়া তাঁহারা ভৃত্যকে বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দাও ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদু হ ব্রহ্মচারিণো বচনং শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমন্বানো মনসা আলোচয়ন্ ব্রহ্মচারিণং প্রত্যেয়ায় আজগাম। গত্বা চাহ, যং ত্বমবোচঃ "নাভিপশ্যন্তি মর্ত্ত্যাঃ" ইতি, তং বয়ং পশ্যামঃ; কথম্? আত্মা সর্ব্বস্য স্থাবরজঙ্গমস্য। কিঞ্চ, দেবানামগ্ন্যাদীনামাত্মনি সংহৃত্য গ্রসিত্বা পুনর্জ্জনিতোৎপাদয়িতা বায়ুরূপেণাধিদৈবতমগ্ন্যাদীনাম্। অধ্যাত্মঞ্চ প্রাণরূপেণ বাগাদীনাং প্রজানাঞ্চ জনিতা। অথবা, আত্মা দেবানামগ্নিবাগাদীনাং, জনিতা প্রজানাং স্থাবরজঙ্গমাদীনাম্। হিরণ্যদংষ্ট্রোঽমৃতদংষ্ট্রোঽভগ্নদংষ্ট্রঃ

ইতি যাবৎ। বভসো ভক্ষণশীলঃ, অনসূরিঃ সূরির্মেধাবী, ন সূরিরসূরিস্তৎপ্রতিষেধোঽনসূরিঃ, সূরিরেবেত্যর্থঃ, মহান্তমতিপ্রমাণমপ্রমেয়মস্য প্রজাপতের্মহিমানং বিভূতিমাহুর্ব্রহ্মবিদঃ। যস্মাৎ স্বয়মন্যৈরনদ্যমানোঽভক্ষ্যমাণো যদনন্নমগ্নিবাগাদিদেবতারূপমত্তি ভক্ষয়তীতি। বৈ ইতি নিরর্থকঃ। বয়ং হে ব্রহ্মচারিন্! আ ইদমেবং যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম বয়ম্ আ উপাস্মহে। বয়মিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। অন্যে, ন বয়মিদমুপাস্মহে, কিন্তর্হি? পরমেব ব্রহ্মোপাস্মহে ইতি বর্ণয়ন্তি। দত্ত অস্মৈ ভিক্ষামিত্যবোচৎ ভৃত্যান্। ৭।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কপিগোত্র-সমুৎপন্ন শৌনক ব্রহ্মচারীর সেই বাক্য পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, মানবগণ যাঁহাকে জানে না, এই যে আপনি বলিলেন, তাহা সত্য নহে, আমরাও তাঁহাকে জানি। তিনি অগ্নি ও বাক্ প্রভৃতি দেবগণের আত্মা ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রজাসমূহের উৎপাদক। অথবা তিনি স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত ভূতের আত্মা, তাহা ব্যতীতও তিনি অগ্নিপ্রভৃতির অধিদৈবত অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, বায়ুরূপে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে আত্মাতেই সংহৃত অর্থাৎ গ্রাস করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে উৎপাদন করেন। তিনি অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহাধিষ্ঠিত প্রাণরূপে বাগাদি ইন্দ্রিয় ও প্রজাসমূহেরও জনিতা অর্থাৎ উৎপাদক। তিনি হিরণ্যদংষ্ট্র অর্থাৎ অক্ষয়দন্ত, তাঁহার দন্তসমূহ কখনই ভগ্ন হয় না। তিনি বভস অর্থাৎ ভক্ষণশীল অর্থাৎ সমস্ত প্রজাকে ভক্ষণ বা গ্রাস করাই তাঁহার স্বভাব। তিনি অনসূরি অর্থাৎ মেধাবী। সূরি শব্দের অর্থ মেধাবী, যিনি সূরি নহেন, তিনি অসূরি অর্থাৎ মেধাশূন্য, যিনি অসূরি অর্থাৎ মেধাশূন্য নহেন, তিনিই অনসূরি অর্থাৎ মেধাবী। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই প্রজাপতির মহিমা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যকে মহৎ অর্থাৎ প্রমাণাতীত বা অপরিমেয় বলিয়া থাকেন, কারণ, তিনি স্বয়ং অন্য কর্তৃক ভক্ষ্য না হইয়াও যাহা কিছু অনন্ন অর্থাৎ অন্ন বা ভক্ষণীয় নহে, সেইরূপ অগ্নি বাক্ ইত্যাদি দেবগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। মূলশ্রুতিতে লিখিত 'বৈ' এই শব্দটির কোন অর্থ নাই। হে ব্রহ্মচারিন্! আমরা সকলে যথোক্তলক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্মকে এইরূপে উপাসনা করিয়া থাকি। মূলশ্রুতিতে যে 'ব্রহ্মচারিন্নেদম্' এই বাক্যটি আছে, উহাকে ব্রহ্মচারিন্ আ ইদম্ এইরূপ ভাবে পদবিভাগ করিয়া সন্ধি করা হইয়াছে। 'উপাস্মহে' এই ক্রিয়াটির কিছু অগ্রবর্ত্তী 'বয়ম্' এই কর্তৃপদের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, আমরা ইঁহার উপাসনা করি না, তবে কি করি? না পরব্রহ্মেরই উপাসনা করি। এই কথা বলিয়া তাঁহারা ভৃত্যগণকে আদেশ করিয়াছিলেন, ইঁহাকে ভিক্ষা দাও॥ ৭॥

তস্মা উ হ দদুঃ, তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎ-কৃতং, তস্মাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষ্বন্নমেব দশকৃতং, সৈষা বিরাড়ন্নাদী, তয়েদং সর্ব্বং দৃষ্টং, সর্ব্বমস্যেদং দৃষ্টং ভবতি, অন্নাদো ভবতি, য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৮ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—ভৃত্যগণ সেই ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা প্রদান করিয়াছিল। সেই এই অন্য অর্থাৎ বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন হইতে ভিন্ন পাঁচটি অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, জল ও আকাশ এই অধিদৈবত পাঁচটি ও অন্য অর্থাৎ অধিদৈবত অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, জল ও আকাশ হইতে ভিন্ন পাঁচটি অর্থাৎ অধ্যাত্ম বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন এই পাঁচটি, ইহারা পরস্পর মিলিতভাবে দশসংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া সেই প্রসিদ্ধ 'কৃত' নামে অভিহিত হয়। সেই জন্যই কৃত নামক সেই দশটিই সমস্ত দিকে অবস্থিত অন্ন অর্থাৎ অন্নস্বরূপ বলিয়া জানিবে। সেই এই দশটিই অন্নাদী অর্থাৎ অন্নভোক্তা বিরাট্ অর্থাৎ বিরাট্‌স্বরূপ। সেই বিরাট্ কর্তৃকই এই সমস্ত অর্থাৎ দশদিকে অবস্থিত অন্নসমূহ দৃষ্ট অর্থাৎ উপলব্ধ হয়। যে ব্যক্তি এই প্রকার জানেন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন, এই সমস্তই তাঁহার দৃষ্ট হয় অর্থাৎ সমস্ত দিকেই তিনি দেখিতে পান ও নিজেও সেই অন্নভোক্তা হন ॥ ৮ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্মৈ উ হ দদুস্তে হি ভিক্ষাম্। তে বৈ যে গ্রস্তস্তে-ঽগ্ন্যাদয়ঃ, যশ্চ তেষাং গ্রসিতা বায়ুঃ, পঞ্চান্যে বাগাদিভ্যঃ। তথা অন্যে তেভ্যঃ পঞ্চ, অধ্যাত্মং বাগাদয়ঃ প্রাণশ্চ, তে সর্ব্বে দশ ভবন্তি সঙ্খ্যয়া, দশ সন্তস্তৎ কৃতং ভবতি, তে চতুরঙ্ক একায়ঃ। এবং চত্বারস্ত্র্যঙ্কায়ঃ, এবং ত্রয়োঽপরে দ্ব্যঙ্কায়ঃ, এবং দ্বাবঙ্কাবেকাঙ্কায়ঃ, এবমেকোঽন্য ইতি, এবং দশ সন্তস্তৎ কৃতং ভবতি। যত এবং, তস্মাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষু দশস্ব-প্যগ্ন্যাদ্যা বাগাদ্যাশ্চ দশ সঙ্খ্যাসামান্যাদন্নমেব। "দশাক্ষরা বিরাট্" "বিরাড়ন্নম্" ইতি হি শ্রুতিঃ। অতোঽন্নমেব দশসঙ্খ্যত্বাৎ। তত এব দশং কৃতং কৃতেঽন্তর্ভাবাৎ চতুরঙ্কায়ত্বেনেত্য-বোচাম। সৈষা বিরাড় দশসঙ্খ্যা সতী অন্নঞ্চ অন্নাদি অন্নাদীনি চ কৃতত্বেন। কৃতে হি দশসঙ্খ্যা অন্তর্ভূতা, অতঃ অন্নম্ অন্নাদীনি চ সা। তথা বিদ্বান্ দশদেবতাত্মভূতঃ সন্ বিরাট্‌ত্বেন দশসঙ্খ্যায়া অন্নং কৃতসঙ্খ্যায়া অন্নাদী চ তয়া অন্নান্নাদীন্তেদং সর্ব্বং জগৎ দশদিক্‌সংস্থং দৃষ্টং কৃতসঙ্খ্যাভূতয়োপলব্ধম্। এবংবিদোঽস্য সর্ব্বং কৃতসঙ্খ্যাভূতস্য দশদিক্‌সম্বন্ধং দৃষ্টমুপলব্ধং ভবতি। কিঞ্চ,অন্নাদশ্চ ভবতি, য এবং বেদ যথোক্তদর্শী। দ্বিরভ্যাস উপাসনসমাপ্ত্যর্থঃ ॥৮॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ভৃত্যগণ সেই ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দান

করিয়াছিল। অগ্নি প্রভৃতি যাহারা গ্রস্ত হয় ও তাহাদের গ্রাসকর্ত্তা যে বায়ু, এই মিলিত পাঁচটি বাগাদি হইতে অন্ত অর্থাৎ পৃথক্, আর ঐ অগ্নি প্রভৃতি হইতে পৃথক্ অধ্যাত্ম বাগাদি ও প্রাণ এই পাঁচটি, ইহারা সকলে মিলিত হইয়া পাঁচ পাঁচ অর্থাৎ দশসংখ্যাবিশিষ্ট হয়, তাহারা দশসংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া সেই প্রসিদ্ধ 'কৃত' নামক হয়। তাহারাই চারিটি অঙ্কবিশিষ্ট একটি অয় অর্থাৎ লৌকিক পাশক-ক্রীড়ায় যেমন চারিটি অঙ্কবিশিষ্ট একটি অয় বা পাশা থাকে, সেইরূপ। এইরূপ তিন অঙ্কবিশিষ্ট চারিটি ও দুই অঙ্কবিশিষ্ট তিনটি অয়, আর এক অঙ্কবিশিষ্ট অন্ত দুইটি অয় ও আর একটি, এইরূপে ইহারা দশসংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া সেই প্রসিদ্ধ 'কৃত' নামে অভিহিত হয়। যে হেতু, এই রূপ হয়, অর্থাৎ দশসংখ্যাযোগে 'কৃত' বলিয়া অভিহিত হয়, সেই জন্যই সমস্ত অর্থাৎ দশদিকেই অগ্নি প্রভৃতি পাঁচটি ও বাগাদি পাঁচটি, ইহাদের দশসংখ্যার সহিত সাদৃশ্য থাকায় ইহারাও অন্ন-ই, অর্থাৎ নিশ্চয়ই অন্নস্বরূপ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"বিরাট্ ছন্দটি দশ অক্ষরবিশিষ্ট ও বিরাট্-ই অন্নস্বরূপ"; অতএব দশসংখ্যার সহিত সাদৃশ্য থাকায় উহারা অন্নই। সেই জন্যই চারিটি অঙ্কবিশিষ্ট অয়ত্বহেতুক কৃতের অন্তর্ভূত বলিয়া উহারা অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি পাঁচটি ও বাক্প্রভৃতি পাঁচটি, মিলিত এই দশটি 'কৃত' বলিয়া অভিহিত হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই এই বিরাট্ দশসংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া কৃতত্বহেতু অর্থাৎ দশসংখ্যাজন্য কৃতের সহিত সাম্যবশতঃ অন্ন ও অন্নাদী অর্থাৎ অন্নভোক্তা হয়। ঐ দশসংখ্যা কৃতের অন্তর্ভূত, অতএব সেই দশসংখ্যাও অন্ন ও অন্নভোক্তা। উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দশবিধ দেবতাত্মক হইয়া দশসংখ্যার বিরাটত্বহেতুক বিরাট্-স্বরূপ হইয়া অন্ন এবং কৃতসংখ্যাযোগে অন্নভোক্তা হন। অন্ন ও অন্নভোক্তৃরূপিণী সেই বিরাট্ দ্বারা দশদিকে অবস্থিত এই জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ কৃতসংখ্যাস্বরূপ ঐ দশটি দ্বারা অনুভূত হইতেছে। যিনি এই বিষয় জানেন, সেই যথোক্তদর্শী অর্থাৎ এই বিষয়ে অভিজ্ঞ, অতএব কৃতসংখ্যাস্বরূপ সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি দশ দিকে অবস্থিত সমস্ত বস্তুই দর্শন অর্থাৎ অনুভব করেন এবং স্বয়ং অন্নভোক্তাও হন। উপাসনার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার জন্য 'য এবং বেদ' এই বাক্যটি দুইবার বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে—যে অগ্ন্যাদিকে বায়ু গ্রাস করিয়া থাকেন, সেই অগ্নি প্রভৃতি এবং গ্রাসকর্ত্তা বায়ু এই পঞ্চ, আর যে বাক্য প্রভৃতিকে প্রাণ গ্রাস করে, সেই বাক্য প্রভৃতি এবং গ্রাসকর্ত্তা প্রাণ এই পঞ্চ, সমুদায়ে দশ, অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও জল এই অধিদৈবত পাঁচ এবং প্রাণ, বাক্য, নেত্র, কর্ণ ও মন এই আধ্যাত্মিক পাঁচ, এই সমুদায়ে দশসংখ্যক হয়। এই অগ্ন্যাদি দশই পূর্ব্বকথিত কৃত, অর্থাৎ সত্যযুগস্বরূপ, এই দশসমষ্টিই দ্যূতে চতুরঙ্ক দৃষ্ট হয়।

এই অগ্নি প্রভৃতি ও বাক্যাদি সকলেই গ্রস্তমান হয়। যেরূপ দ্যূতে ত্রেতানামক অঙ্ক গৃহীত হয়, তদ্রূপ একের ন্যূন হইয়া অগ্ন্যাদি ও বাগাদি ত্র্যঙ্ক হইয়া থাকে। এইরূপ অগ্ন্যাদি ও বাগাদির দুই দুই পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাপর নামক দ্ব্যঙ্কবৎ এবং তিন তিন হীন করিয়া কলিনামক একাঙ্কবৎ হইয়া থাকে। এই প্রকারে দশ-সংখ্যক বহ্ন্যাদি দেবতাদিগকে কৃতরূপে সম্পাদন দ্বারা তাহাদিগের ভক্ষকত্ব নিষ্পাদিত হইয়াছে। এই অগ্ন্যাদি ও বাগাদি দশসমষ্টিকেই বিরাট্-পুরুষ এবং ইহাদিগকেই অন্নস্বরূপ কহে। কেন না, শ্রুতিতে বিরাটই অন্ন বলিয়া বিবৃত আছে। অতএব উক্ত দশসংখ্যকই অন্ন। এই জন্যই উক্ত দশসংখ্যক অগ্ন্যাদিকে কৃতের অন্তর্ভাবহেতু চতুরঙ্ক বলা গিয়াছে। সেই এই বিরাট্ দশসংখ্যকরূপে অন্ন এবং অন্নাদ হইতেছেন। যিনি ঐরূপে এই জগৎকে অন্ন ও অন্নাদরূপে অবগত হন, তিনিও উক্ত প্রকার অন্ন এবং অন্নাদ হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। (এই বিষয়টি এতই দুর্ব্বোধ্য যে, সাধারণ লোকের বোধগম্য হওয়া ত দূরের কথা, মহাপণ্ডিতগণও সহজে ইহার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারেন না, এ জন্য যথাসম্ভব ইহার মর্ম্মার্থ প্রদর্শন করা যাইতেছে। সাধারণতঃ লোকে যে পাশকক্রীড়া করে, সেই পাশকের (পাশটি) একটি নাম 'অয়'। ক্রীড়ার উপকরণস্বরূপ ঐ পাশকের মধ্যে একটি পাশকে বা অয়ে যেমন চারিটি অঙ্ক থাকে, এ স্থানেও তেমনই যাহারা গ্রস্ত হয়, তাহাদের মধ্যে অধিদৈবত অগ্নি প্রভৃতি চারিটি, আর অধ্যাত্ম বাক্প্রভৃতি চারিটি, এই চতুরঙ্কবিশিষ্ট 'অয়' বা পাশককে 'কৃত' বলে। অন্য আর একটি অয়ে যেমন তিনটি অঙ্ক থাকে, এ স্থানেও তেমনই অগ্নি প্রভৃতি চারিটির ও বাক্ প্রভৃতি চারিটির মধ্যে একটি করিয়া পরিত্যাগ করিলে তিন তিনটি হয়, এই তিন অঙ্কবিশিষ্ট 'অয়' বা পাশককে 'ত্রেতা' বলে। অপর আর একটি অয়ে যেমন দুইটি অঙ্ক থাকে, এ স্থানেও তেমনই অগ্নি প্রভৃতি ও বাক্ প্রভৃতি চারিটি চারিটির দুইটি করিয়া পরিত্যাগ করিলে দুই দুইটি থাকে, এই দুই অঙ্কবিশিষ্ট 'অয়' বা পাশককে 'দ্বাপর' বলে। অবশিষ্ট আর একটি অয়ে যেমন একটিমাত্র অঙ্ক থাকে, এ স্থানেও তেমনই গ্রাসকর্ত্তা অধিদৈবত একমাত্র বায়ু, আর অধ্যাত্ম একমাত্র প্রাণ এই এক একটি মাত্র বিদ্যমান থাকে, এই এক অঙ্কবিশিষ্ট 'অয়' বা পাশককে 'কলি' বলে। এইরূপে দশ সংখ্যার সহিত সাদৃশ্যবশতঃ অগ্নি প্রভৃতি পাঁচটি ও বাক্ প্রভৃতি পাঁচটিকে 'কৃত' বলা হইয়াছে। পাশকক্রীড়া যে সর্ব্বসংহারক, অর্থাৎ সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, ইহা প্রসিদ্ধ। এই সাম্যবশতই দশসংখ্যাবিশিষ্ট উক্ত অধি-দৈবত ও অধ্যাত্ম দেবতাগণকে সর্ব্বান্নভোক্তা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে) ॥৮॥

ইতি চতুর্থ প্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থপ্রপাঠকে
চতুর্থঃ খণ্ডঃ

সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে, ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি! বিবৎস্যামি, কিং গোত্রো ন্বহমস্মীতি? ॥১॥

অনুবাদ।—জবালাপুত্র সত্যকাম জবালানাম্নী মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—ভবতি! অর্থাৎ পূজনীয়ে জননি! আমি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আমি কোন্ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি?১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সর্ব্বং বাগাদ্যগ্ন্যাদি চান্নান্নাদত্বেন সংস্তুতং জগদেকীকৃত্য ষোড়শধা প্রবিভজ্য তস্মিন্ ব্রহ্মদৃষ্টির্বিধাতব্যা ইত্যারভ্যতে। শ্রদ্ধাতপসোর্ব্রহ্মোপাসনা-ঙ্গত্বপ্রদর্শনায় আখ্যায়িকা। সত্যকামো হ নামতঃ, হ-শব্দ ঐতিহ্যার্থঃ, জবালায়া অপত্যং জাবালো জবালাং স্বাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে আমন্ত্রিতবান্—ব্রহ্মচর্য্যং স্বাধ্যায়গ্রহণায় হে ভবতি! বিবৎস্যাম্যাচার্য্যকুলে। কিং গোত্রোঽহং কিমস্য মম গোত্রং সোঽহং কিং গোত্রঃ নু অহমস্মীতি। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বখণ্ডে অন্ন ও অন্নাদ বলিয়া যাহাদের প্রশংসা করা হইয়াছিল, সেই বাক্‌প্রভৃতি ও অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত জগৎকে একীভূত করিয়া তাহাদিগকে আবার ষোলভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহাতেই ব্রহ্মদৃষ্টি বিধান করা কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় এই প্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে। শ্রদ্ধা ও তপস্যা ব্রহ্মোপাসনার প্রধান অঙ্গ, ইহাই দেখাইবার জন্য এই আখ্যায়িকায় অবতারণা করা যাইতেছে। 'হ' এই শব্দটি ঐতিহ্য অর্থাৎ ইতিহাসার্থক। অর্থাৎ এইরূপ ইতিহাস আছে যে, জবালার পুত্র সত্যকাম নামক জাবাল নিজের মাতা জবালাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভবতি! পূজনীয়ে! আমি বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার গোত্র কি? অর্থাৎ আমি কোন্ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি? ১॥

সা হৈনমুবাচ, নাহমেতদ্‌বেদ তাত! যদ্গোত্রস্ত্বমসি, বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাহহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি, জবালা তু নামাহমস্মি, সত্যকামো নাম ত্বমসি, স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—জবালা পুত্র সত্যকামকে বলিয়াছিলেন, হে পুত্র! তুমি

কোন্ গোত্রসম্ভূত, তাহা আমি জানি না। আমি সর্ব্বদা বিবিধ গৃহকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক সকলের পরিচর্য্যা করিয়া যৌবনকালে তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম, সে জন্য তুমি কোন্ গোত্রসমুদ্ভূত, তাহা আমি জানি না। আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম, অতএব তুমি গুরুসমীপে এই কথাই বলিবে যে, আমি জবালানন্দন সত্যকাম ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবং পৃষ্টা জবালা সা হৈনং পুত্রমুবাচ, নাহমেতত্তব গোত্রং বেদ, হে তাত। যদ্গোত্রস্ত্বমসি। কস্মান্ন বেৎসি? ইত্যুক্তা আহ, বহ্ব ভর্ত্তৃগৃহে পরিচর্য্যাজাতমতিথ্যভ্যাগতাদি চরন্ত্যহং পরিচারিণী পরিচরন্তীতি পরিচরণশীলৈবাহং, পরিচরণচিত্ততয়া গোত্রাদিস্মরণে মম মনো নাভূৎ। যৌবনে চ তৎকালে ত্বামলভে লব্ধবত্যস্মি, তদৈব তে পিতোপরতঃ, অতঃ অনাথাঽহং, সাঽহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামাহমস্মি, সত্যকামো নাম ত্বমসি, স ত্বং সত্যকাম এবাহং জাবালোঽস্মীত্যাচার্য্যায় ব্রুবীথাঃ, যদ্যাচার্য্যেণ পৃষ্ট ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পুত্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে জবালা পুত্রকে বলিয়াছিলেন—হে পুত্র! তুমি যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে গোত্র আমি জানি না। কেন জান না? পুত্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—স্বামিগৃহে অতিথি অভ্যাগতদিগের নানাবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকায় সেই পরিচর্য্যাবিষয়েই আমার চিত্ত নিবিষ্ট ছিল, এ জন্য গোত্রাদি চিন্তাবিষয়ে অর্থাৎ জানিবার দিকে আমার মন ছিল না, সেই সময়ে যৌবনকালে তোমাকে আমি লাভ করিয়াছিলাম, সেই সময়েই তোমার পিতা লোকান্তরিত হন ও আমি অনাথা হই, এই জন্যই তুমি কোন্ গোত্রসমুদ্ভূত, তাহা আমি জানি না। আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম; তুমি তোমার আচার্য্যকে বলিবে, আমি জবালার পুত্র সত্যকাম, অর্থাৎ যদি তোমার আচার্য্য জিজ্ঞাসা করেন, তবেই বলিবে। সরলার্থ এই যে—সত্যকাম মাতৃসকাশে আপন গোত্র জিজ্ঞাসা করিলে জননী জবালা পুত্রকে বলিয়াছিলেন, বৎস! আমি তোমার গোত্র অবগত নহি, নিয়ত পতিগৃহে থাকিয়া অতিথি ও অভ্যাগতগণের সেবা করিয়াছি, সেই অতিথি-অভ্যাগতগণের সেবাতেই আমার মন ব্যস্ত ছিল, সুতরাং গোত্রাদির কথা আমি কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। নিরন্তর অতিথি প্রভৃতির সেবাতেই আমার চিত্ত অনুরক্ত ছিল, স্বামীর নিকট গোত্র জিজ্ঞাসা করিতে কখনও আমার মন হয় নাই। যদি বল, বাল্যাবস্থায় লজ্জাবশতই স্বামিসকাশে গোত্র জিজ্ঞাসা না করিলেও কালান্তরে তাহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই, কেন না, যৌবনাবস্থাতেই আমি তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম, তখনই তোমার পিতার লোকান্তর

লাভ ঘটে, সুতরাং তদবধি আমি অনাথা ; এই জন্য তুমি কোন্ গোত্রজাত, তাহা আমি অবগত নহি। তবে এইমাত্র আমি জানি, আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম। যদি আচার্য্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তুমি এইমাত্র বলিও যে, "আমি সত্যকাম জাবাল" ॥ ২ ॥

স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ, ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি বৎস্যামি, উপেয়াং ভগবন্তমিতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সেই জাবাল সত্যকাম হরিদ্রুমানের পুত্র হারিদ্রুমত নামক গৌতম মুনির নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন, ভগবানের অর্থাৎ আপনার সমীপে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিব, এ জন্য ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছি অর্থাৎ আপনার সমীপে আসিয়াছি ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হ সত্যকামো হারিদ্রুমতং হরিদ্রুমতোঽপত্যং হারিদ্রুমতং গৌতমং গোত্রত এত্য গত্বোবাচ, ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি পূজাবতি ত্বয়ি বৎস্যামি, অত উপেয়ামুপগচ্ছেয়ং শিষ্যতয়া ভগবন্তম্ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই সত্যকাম হরিদ্রুমানের পুত্র গৌতমবংশসম্ভূত হারিদ্রুমতনামক গৌতম মুনির নিকট গমন করিয়া বলিয়াছিলেন—পূজনীয় আপনার সমীপে আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিব, এই জন্যই শিষ্যভাবে পূজনীয় আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি ॥ ৩ ॥

তঁ হোবাচ, কিংগোত্রো নু সোম্যাসীতি ? স হোবাচ, নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহমস্মি, অপৃচ্ছং মাতরঁ, সা মা প্রত্যব্রবীৎ, বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাঽহমেতন্ন বেদ, যদ্গোত্রস্ত্বমসি, জবালা তু নামাঽহমস্মি, সত্যকামো নাম ত্বমসীতি, সোঽহঁ সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি ॥৪॥

অনুবাদ।—সেই সত্যকামকে গৌতম বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তুমি কোন্ গোত্রে সমুদ্ভূত হইয়াছ ? সত্যকাম বলিয়াছিলেন, হে মহাশয় ! আমি যে কোন্ গোত্রে সমুৎপন্ন, তাহা জানি না। আমার মাতাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বলিলেন, আমি পরিচারিকারূপে নানাবিধ পরিচর্য্যায় রত থাকার সময়ে যৌবনকালে তোমাকে লাভ করিয়াছি, সে জন্য তুমি কোন্ গোত্রে উৎপন্ন হইয়াছ, তাহা আমি জানি না। আমি হইতেছি জবালা নামে প্রসিদ্ধ, আর তোমার নাম সত্যকাম। হে মহাশয় ! আমি জবালার পুত্র সত্যকাম জাবাল ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইত্যুক্তবন্তং তমুবাচ গৌতমঃ,—কিং গোত্রো নু সোম্যাসীতি? বিজ্ঞাতকুলগোত্রঃ শিষ্য উপনেতব্যঃ। ইতি পৃষ্টঃ প্রত্যাহ সত্যকামঃ। স হোবাচ, নাহমেতদ্বেদ ভোঃ! যদ্গোত্রোঽহমস্মি। কিন্তুপৃচ্ছং পৃষ্টবানস্মি মাতরং, সা ময়া পৃষ্টা মাং প্রত্যব্রবীৎ মাতা, বহ্বহং চরন্তীত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তস্যা অহং বচঃ স্মরামি, সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভোঃ! ইতি। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সত্যকাম ঐরূপ বলিলে গৌতম তাহাকে বলিয়াছিলেন—যাহার কুল গোত্র জানা আছে, সেইরূপ ব্যক্তিকেই শিষ্যভাবে উপনীত করা উচিত, অর্থাৎ কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও কি গোত্র, ইহা জানিয়া তবে তাহাকে উপনয়ন দিয়া শিষ্য করিবে ও বেদ অধ্যয়ন করাইবে। অতএব হে সোম্য! তুমি কোন্ গোত্রসমুদ্ভূত? গৌতম কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যকাম প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—হে মহাশয়! আমি যে কোন্ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমি জানি না; কিন্তু আমার জননীকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, আমি সর্ব্বদা বহু অতিথি অভ্যাগতদিগের পরিচারিকারূপে বহুলোকের পরিচর্য্যা করিতে করিতে যৌবনকালে তোমাকে পাইয়াছিলাম। আমি মাতৃবাক্য স্মরণ করিয়া বলিতেছি, সেই আমি জবালার পুত্র সত্যকাম জাবাল নামে প্রসিদ্ধ। সরলার্থ এই যে—সত্যকাম ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনার্থ গৌতমসকাশে উপস্থিত হইলে গৌতম সত্যকামকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি কোন্ গোত্রজাত? সেই গোত্রের নাম মৎসকাশে প্রকাশ কর। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, গুরুগণ শিষ্যের গোত্র ও বংশ জানিয়া উপনীত করিবেন।" এই জন্য গৌতম শিষ্যের কুল ও গোত্রের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সত্যকাম বলিয়াছিলেন, "আমি গোত্রাদি কিছুই অবগত নহি; সুতরাং আপনার জিজ্ঞাসিত গোত্রের নাম বলিতে আমার শক্তি নাই। ভগবন্! আপনি যাহা প্রশ্ন করিতেছেন, তাহা আমি অগ্রেই জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, 'মাতঃ! আমি কোন্ গোত্র, তাহা তুমি আমার নিকট প্রকাশ কর। আমি গুরুকুলে যাইয়া ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিব।' তখন মাতা কহিয়াছিলেন, 'বৎস! তুমি কোন্ গোত্র, তাহা আমার বলিবার সাধ্য নাই। কেন না, তোমার গোত্র আমি জানি না, যাবৎ পতিপরিচর্য্যায় ছিলাম, তাবৎ তাঁহার নিকট আমি গোত্র জিজ্ঞাসা করি নাই। প্রথমে অতিথি ও অভ্যাগতগণের সেবা করিতাম, তাহাতে আমার মন আসক্ত থাকিত; সুতরাং গোত্র জিজ্ঞাসা করিতে আমার স্মরণ হয় নাই। তৎপরে যৌবনসময়েই তোমাকে পাইয়াছিলাম, তৎকালেই তোমার জনকের পরলোকলাভ হয়; সুতরাং তুমি কোন্ গোত্র,

তাহা আমি অবগত হইতে পারি নাই। তবে আমি এইমাত্র জানি, আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম। যদি গুরু তোমাকে গোত্র জিজ্ঞাসা করেন, তখন তুমি বলিও যে, 'আমি জাবাল সত্যকাম।' অতএব গুরো! আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, 'আমি সত্যকাম জাবাল' আর কিছুই অবগত নহি" ॥৪॥

তং হোবাচ, নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি, সমিধং সোম্যাহর, উপ ত্বা নেষ্যে, ন সত্যাদগা, ইতি তমুপনীয় কৃশানামবলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্যোবাচ, ইমাঃ সোম্যানুসংব্রজেতি। তা অভি-প্রস্থাপয়ন্নুবাচ, নাসহস্রেণাবর্ত্তেয়েতি। স হ বর্ষগণং প্রোবাস, তা যদা সহস্রং সম্পেতুঃ ॥ ৫ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—গৌতম সত্যকামকে বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহ এরূপ বলিবার যোগ্য হয় না অর্থাৎ বলিতে পারে না। হে সোম্য! অর্থাৎ প্রিয়দর্শন বালক! তুমি সমিধ আহরণ কর, তোমাকে আমি উপনীত করিব, কারণ, তুমি সত্য হইতে বিচ্যুত হও নাই অর্থাৎ তুমি যখন অকপটে সত্য কথা বলিয়াছ, তখন তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, ব্রাহ্মণ-সন্তান ব্যতীত এরূপ সত্য কেহই বলিতে পারে না, অতএব তোমার গোত্র জানিতে না পারিলেও সত্যবাদিতা গুণের দ্বারাই তোমার ব্রাহ্মণত্ববিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া আমি তোমার উপনয়ন দান করিব। এই বলিয়া তাহাকে উপনীত করিয়া বাছিয়া বাছিয়া চারিশত দুর্ব্বল ও কৃশ গাভী গোযূথ হইতে দান করিয়া বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তুমি এই গোসমূহের অনুগমন কর। সত্যকাম সেই গোসমূহকে লইয়া যাইবার সময় বলিয়াছিলেন, এই চারি শত যত দিন সহস্রসংখ্যক না হয়, তত দিন আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। সত্যকাম এইরূপ বলিয়া বহুবৎসর প্রবাসে বাস করিয়াছিলেন। যখন তাহারা সহস্রসংখ্যক হইয়াছিল, অর্থাৎ সেই গোসমূহের সংখ্যা যত দিন সহস্র পূর্ণ না হইয়াছিল, তত দিন সত্যকাম প্রবাসী হইয়াই ছিলেন ॥ ৫ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তং হোবাচ গৌতমঃ, নৈতদ্বচোঽব্রাহ্মণো বিশেষেণ বক্তুমর্হত্যার্জ্জবার্থসংযুক্তম্। ঋজবো হি ব্রাহ্মণাঃ, নেতরে স্বভাবতঃ। যস্মান্ন সত্যাদ্ব্রাহ্মণজাতিধর্ম্মাদগাঃ নাপেতবানসি, অতো ব্রাহ্মণং ত্বামুপনেষ্যে; অতঃ সংস্কারার্থং হোমায় সমিধং সোম্য! আহর, ইত্যুক্ত্বা তমুপনীয় কৃশানামবলানাং গোযূথান্নিরা-

কৃত্যাপকৃষ্য চতুঃশতা চত্বারি শতানি গবামুবাচ, ইমা গাঃ সোম্য ! অনুসংব্রজ অনুগচ্ছ ; ইত্যুক্তস্তা অরণ্যং প্রত্যভিপ্রস্থাপয়ন্নুবাচ, নাসহস্রেণাপূর্ণেন সহস্রেণ আবর্ত্তের ন প্রত্যাগচ্ছেয়ম্। স এবমুক্ত্বা গা অরণ্যং তৃণোদকবহুলং দ্বন্দ্বরহিতং প্রবেশ্য স হ বর্ষগণং দীর্ঘং প্রোবাস প্রোষিতবান্। তাঃ সম্যগ্‌গাবো রক্ষিতা যদা যস্মিন্ কালে সহস্রং সম্পেতুঃ সম্পন্না বভূবুঃ ॥ ৫ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে চতুর্থখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—গৌতম সেই সত্যকামকে বলিয়াছিলেন, এইরূপ সরলার্থপূর্ণ বাক্য একমাত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহই এরূপ বিশেষ অর্থাৎ অকুণ্ঠিতভাবে বলিতে পারে না, কারণ, ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতঃই সরল, অন্য জাতি এরূপ সরল নহে। তুমি যখন ব্রাহ্মণ জাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম সত্য হইতে বিচ্যুত হও নাই, তখন তুমি ব্রাহ্মণই, অতএব আমি তোমাকে উপনীত করিব। অতএব হে সোম্য ! তুমি উপনয়ন সংস্কারের নিমিত্ত হোমোপযোগী সমিধ অর্থাৎ যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ কর। এইরূপ বলিয়া সত্যকামের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিয়া নিজের গোসমূহের মধ্য হইতে দুর্ব্বল ও কৃশ চারিশত গো পৃথক্ করিয়া লইয়া অর্থাৎ বাছিয়া বাছিয়া চারিশত দুর্ব্বল ও কৃশ গো লইয়া সত্যকামকে বলিয়াছিলেন—হে সোম্য ! অর্থাৎ প্রিয়দর্শন বালক ! তুমি এই গোসমূহের অনুগমন কর অর্থাৎ তুমি এই গোরুগুলি লইয়া গিয়া ইহাদের প্রতিপালন কর। গুরু কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সত্যকাম গোসমূহকে অরণ্যাভিমুখে লইয়া যাইবার সময়ে গুরুকে বলিয়াছিলেন, এই চারিশত গো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যত দিন সহস্র পূর্ণ না হইবে, তত দিন আমি প্রত্যাগমন করিব না। সত্যকাম এইরূপ বলিয়া সেই গোসমূহকে তৃণ ও জলবহুল ও দ্বন্দ্বরহিত অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদিভয়-বিবর্জ্জিত অরণ্যমধ্যে লইয়া গিয়া বহু বৎসর প্রবাসী হইয়াছিলেন। যত দিন পর্য্যন্ত সেই গোসমূহের বংশবৃদ্ধি হইয়া সহস্রসংখ্যা পূর্ণ না হইয়াছিল, তত দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সম্যক্‌রূপ যত্ন সহকারে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

অথ হৈনমৃষভোঽভ্যুবাদ, সত্যকাম ! ৩ ইতি । ভগবঃ ! ইতি হ প্রতিশুশ্রাব। প্রাপ্তাঃ সোম্য ! সহস্রং স্মঃ, প্রাপয় ন আচার্য্য-কুলম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর সেই চারিশত গোমধ্যবর্ত্তী কোন একটি বৃষ সত্য-কামকে বলিয়াছিল, হে সত্যকাম ! ৩। সত্যকাম তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! সেই বৃষ পুনরায় বলিয়াছিল, হে সোম্য ! আমরা সহস্রসংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আমাদিগকে আচার্য্যগৃহে লইয়া চল ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তমেতং শ্রদ্ধাতপোভ্যাং সিদ্ধং বায়ুর্দেবতা দিক্‌সম্বন্ধিনী তুষ্টা সতী ঋষভমনুপ্রবিশ্য ঋষভভাবমাপন্না অনুগ্রহায়াথ হৈনমৃষভোঽভ্যুবাদাভ্যুক্তবান্, সত্যকাম ! ৩ ইতি সম্বোধ্য। তমসৌ সত্যকামো ভগবঃ ! ইতি হ প্রতিশুশ্রাব প্রতিবচনং দদৌ। প্রাপ্তাঃ সোম্য ! সহস্রং স্মঃ, পূর্ণা তব প্রতিজ্ঞা, অতঃ প্রাপয় নোঽস্মানাচার্য্য-কুলম ।১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর অর্থাৎ গোসমূহের সংখ্যা সহস্র পূর্ণ হওয়ার পর দিকের অধিষ্ঠাত্রী বায়ুদেবতা শ্রদ্ধা ও তপস্যা দ্বারা সিদ্ধ সেই এই সত্যকামের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কোন একটি বৃষের দেহে প্রবেশপূর্ব্বক বৃষভাব প্রাপ্ত হইয়া সত্যকামের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে সত্যকাম ! (সত্যকাম এই শব্দটির পর যে '৩' এই অঙ্কটি আছে, উহা প্লুতস্বরে সম্বোধনসূচক) সত্যকামও সেই বৃষকে 'হে ভগবন্ !' এই বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। বৃষ বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে, আমরা সহস্রসংখ্যক হইয়াছি, অতএব আমাদিগকে আচার্য্যের গৃহে লইয়া চল ॥ ১ ॥

ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণীতি, ব্রবীতু মে ভগবানিতি, তস্মৈ হোবাচ, প্রাচী দিক্‌কলা, প্রতীচী দিক্‌কলা, দক্ষিণা দিক্‌কলা, উদীচী দিক্‌কলৈষ বৈ সোম্য ! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নাম ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—তোমাকে ব্রহ্মের পাদ বা অংশবিষয়ে কিছু বলিতে চাই। ভগবান্ অর্থাৎ পূজনীয় আপনি আমাকে তাহা বলুন। অনন্তর সেই ঋষভ

সত্যকামকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বদিক্ একটি কলা বা অংশ, প্রতীচী দিক্ অর্থাৎ পশ্চিমদিক্ আর একটি কলা, দক্ষিণদিক্ আর একটি কলা ও উত্তরদিক্ আর একটি কলা। হে সোম্য! ব্রহ্মের প্রকাশবান্ নামক একটি পাদ এই চারিটি কলাবিশিষ্ট ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ, অহং ব্রহ্মণঃ পরস্য তে তুভ্যং পাদং ব্রবাণি কথয়ানি, ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ, ব্রবীতু কথয়তু মে মহ্যং ভগবান্। ইত্যুক্তঃ ঋষভস্তস্মৈ সত্যকামায় হোবাচ, প্রাচী দিক্কলা ব্রহ্মণঃ পাদস্য চতুর্থো ভাগঃ। তথা প্রতীচী দিক্কলা, তথা দক্ষিণা দিক্কলা, উদীচী দিক্কলা, এষ বৈ সোম্য! ব্রহ্মণঃ পাদশ্চতুষ্কল-শ্চতস্রঃ কলা অবয়বা যস্য সোঽয়ং চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নাম প্রকাশবানিত্যেব নামাভিধানং যস্য। তথোত্তরেঽপি পাদাস্ত্রয়শ্চতুষ্কলা ব্রহ্মণঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর দেখ, আমি তোমার উদ্দেশে অর্থাৎ তোমাকে পরব্রহ্মের পাদ অর্থাৎ অংশবিষয়ে কিছু বলিতে চাই। ঋষভ এইরূপ বলিলে সত্যকাম তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—ভগবান্ আপনি আমার উদ্দেশে অর্থাৎ আমাকে তাহা বলুন। সত্যকাম এইরূপ বলিলে ঋষভ অর্থাৎ সেই বৃষ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বদিক্ কলা ব্রহ্মের পাদের চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ চতুষ্পাদ ব্রহ্মের পূর্ব্বদিক্রূপ একটি কলা বা অংশ, সেইটিই ব্রহ্মপাদের চতুর্থ ভাগ। এইরূপ পশ্চিমদিক্রূপ একটি কলাও ব্রহ্মপাদের অপর একটি ভাগ। এইরূপ দক্ষিণদিক্-রূপ ও উত্তরদিক্রূপ একটি একটি কলাও ব্রহ্মপাদের অপরাপর ভাগ। চারিটি কলা অর্থাৎ অবয়ব বা অংশ যাঁহার আছে, তিনিই চতুষ্কল। হে সোম্য! ব্রহ্মের এই যে চতুষ্কল পাদ, ইহার নাম প্রকাশবান্। ব্রহ্মের অপর তিনটি পাদও এইরূপ চতুষ্কল জানিবে ॥ ২ ॥

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যু-পাস্তে, প্রকাশবানস্মিঁল্লোকে ভবতি, প্রকাশবতো হ লোকান্ জয়তি, য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যু-পাস্তে ॥ ৩ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি ইহাকে উক্তরূপে অবগত হইয়া ব্রহ্মের কলাচতুষ্টয়বিশিষ্ট পাদকে 'প্রকাশবান্' মনে করিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই জগতে বিশেষরূপ খ্যাতিলাভ করেন ও পরলোকে গিয়াও দেবতাদিগের যে সমস্ত প্রকাশবান্ অর্থাৎ অত্যুজ্জ্বল লোক, তাহাকে জয় করেন। যিনি ইহাকে উক্তরূপে

জানিয়া ব্রহ্মের কলাচতুষ্টয়বিশিষ্ট পাদকে 'প্রকাশবান্' মনে করিয়া উপাসনা করেন ॥ ৩ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স যঃ কশ্চিদেবং যথোক্তমেতং ব্রহ্মণশ্চতুষ্কলং পাদং বিদ্বান্ প্রকাশবানিত্যনেন গুণেন বিশিষ্টমুপাস্তে, তস্যেদং ফলম্—প্রকাশবানস্মিঁল্লোকে ভবতি প্রখ্যাতো ভবতীত্যর্থঃ। তথা অদৃষ্টং ফলং—প্রকাশবতো হ লোকান্ দেবাদিসম্বন্ধিনো মৃতঃ সন্ জয়তি প্রাপ্নোতি। য এতমেবং বিদ্বান্ চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে ॥ ৩ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত এই ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদকে 'প্রকাশবান্' এই গুণবিশিষ্টরূপে অবগত হইয়া উপাসনা করেন, তাহার ফল এই হয় যে, তিনি এই জগতে বিশেষরূপে বিখ্যাত হন। আর অদৃষ্ট ফল অর্থাৎ পারলৌকিক ফল এই হয় যে, মৃত্যুর পর তিনি দেবাদিসম্বন্ধীয় যে সমস্ত প্রকাশবান্ অর্থাৎ অতিশয় উজ্জ্বল ও মনোহর লোক, তাহাকেও জয় করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। যিনি ইঁহাকে এইরূপে জানিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদকে 'প্রকাশবান্' এই গুণবিশিষ্ট জানিয়া উপাসনা করেন ॥ ৩ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থপ্রপাঠকে

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

অগ্নিষ্টে পাদং বক্তেতি। স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার, তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অগ্নিদেব তোমাকে দ্বিতীয় পাদ বিষয়ে কিছু উপদেশ করিবেন। সেই সত্যকাম পরদিন গোসমূহকে গুরুগৃহাভিমুখে পরিচালনা করিয়াছিলেন। সায়ংকালে সেই গোসমূহ যে স্থানে মিলিত হইত, সেই স্থানেই তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া সমিধ স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নির পশ্চাদ্দেশে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিতেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সোঽগ্নিঃ তে পাদং বক্তেত্যুপররাম ঋষভঃ। স সত্যকামো হ শ্বোভূতে পরেদ্যুর্নৈত্যিকং কৃত্বা গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার আচার্য্যকুলং প্রতি। তাঃ শনৈশ্চরন্ত্যঃ আচার্য্যকুলাভিমুখ্যঃ প্রস্থিতাঃ। যত্র যস্মিন্ কালে দেশেঽভি সায়ং নিশায়ামভিসংবভূবুরেকত্রাভিমুখ্যঃ সম্ভূতাঃ, তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙ্মুখ উপবিবেশ ঋষভবচো ধ্যায়ন্। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অগ্নি তোমাকে অপর অর্থাৎ দ্বিতীয় পাদ বিষয়ে বলিবেন। এইরূপ বলিয়া সেই বৃষ বিরত হইয়াছিলেন। সেই সত্যকাম পরদিন প্রাতে নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিয়া গোসমূহকে আচার্য্যগৃহাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই গোসমূহও ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে করিতে আচার্য্যের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। সায়ংকালে অর্থাৎ নিশাগমনের পূর্ব্বে সকলে যে স্থানে সম্মিলিত হইত, সেই স্থানেই গোসমূহকে আবদ্ধ করিয়া সমিধ অর্থাৎ কাষ্ঠ আহরণ ও প্রজ্বালিত করিয়া বৃষের বাক্য চিন্তা করিতে করিতে অগ্নির পশ্চাদ্দেশে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

তমগ্নিরভ্যুবাদ সত্যকাম! ৩ ইতি। ভগবঃ! ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—অগ্নি সেই সত্যকামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে সত্যকাম! ৩। ভগবন্! এই বলিয়া সত্যকাম তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তমগ্নিরভ্যুবাদ সত্যকাম। ৩ ইতি সম্বোধ্য। তমসৌ সত্যকামো ভগবঃ। ইতি হ প্রতিশুশ্রাব প্রতিবচনং দদৌ। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অগ্নি সেই সত্যকামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে সত্যকাম! ৩। সত্যকামও তাঁহাকে হে ভগবন্! এই কথা বলিয়া তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, অর্থাৎ সত্যকাম এই প্রকারে অগ্নির পশ্চাদ্দেশে বসিলে অগ্নি তাহাকে "হে সত্যকাম!" এই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। তখন সত্যকাম অগ্নির কথা শুনিয়া 'হে ভগবন্!' এই বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

ব্রহ্মণঃ সোম্য! তে পাদং ব্রবাণীতি। ব্রবীতু মে ভগবানিতি। তস্মৈ হোবাচ, পৃথিবী কলা, অন্তরিক্ষং কলা, দ্যৌঃ কলা, সমুদ্রঃ কলা, এষ বৈ সোম্য! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণোঽনন্তবান্নাম ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য! তোমাকে ব্রহ্মের পাদবিষয়ে উপদেশ দিতেছি। ভগবান্ আপনি তাহা আমাকে বলুন। অগ্নি সেই সত্যকামকে বলিয়াছিলেন, পৃথিবী একটি কলা, অন্তরিক্ষ অপর একটি কলা, দ্যুলোক একটি কলা ও সমুদ্র আর একটি কলা। হে সোম্য! কলাচতুষ্টয়বিশিষ্ট ব্রহ্মের এই পাদটির নাম 'অনন্তবান্' ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ব্রহ্মণঃ সোম্য। তে পাদং ব্রবাণীতি। ব্রবীতু মে ভগবানিতি। তস্মৈ হোবাচ, পৃথিবী কলা, অন্তরিক্ষং কলা, দ্যৌঃ কলা, সমুদ্রঃ কলেত্যাত্মগোচরমেব দর্শনমগ্নিরব্রবীৎ। এষ বৈ সোম্য! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণোঽনন্তবান্নাম। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অগ্নি সত্যকামকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তোমাকে ব্রহ্মের পাদবিষয়ে কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিতেছি। সত্যকাম বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন। সত্যকামকে অগ্নি বলিয়াছিলেন—পৃথিবী একটি কলা বা অংশ, অন্তরিক্ষ একটি কলা, দ্যুলোক অপর একটি কলা, আর সমুদ্র একটি কলা বা অংশ। ইহা আত্মবিষয়ক অর্থাৎ অধ্যাত্মদর্শন। হে সোম্য! এই কলাচতুষ্টয়বিশিষ্ট ব্রহ্মের অপর একটি পাদ, ইহার নাম 'অনন্তবান্' ॥ ৩ ॥

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যু-
পাস্তে, অনন্তবানস্মিঁল্লোকে ভবতি, অনন্তবতো হ লোকান্ জয়তি,
য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যুপাস্তে ॥৪॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি ইহাকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট অবগত হইয়া ব্রহ্মের এই কলাচতুষ্টয়বিশিষ্ট দ্বিতীয় পাদকে 'অনন্তবান্' এইরূপ মনে করিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই জগতে অনন্তবান্ হন, এবং পরলোকে গিয়াও অনন্ত-বান্ অর্থাৎ অক্ষয় লোকসমূহকে জয় করেন। যিনি ব্রহ্মের এই চতুষ্কলপাদকে 'অনন্তবান্' গুণবিশিষ্ট মনে করিয়া উপাসনা করেন ॥ ৪ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স যঃ কশ্চিদ্যথোক্তং পাদমনন্তবত্ত্বেন গুণেনোপাস্তে, স তথৈব তদ্গুণো ভবত্যস্মিঁল্লোকে, মৃতশ্চানন্তবতো হ লোকান্ স জয়তি। য এতমেব-মিত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে ষষ্ঠখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি ব্রহ্মের উক্তরূপ পাদকে অনন্তবত্ত্বগুণসম্পন্ন মনে করিয়া উপাসনা করে, সে ব্যক্তিও সেইরূপই এই জগতে অনন্তগুণবিশিষ্ট হয় ও মরণানন্তর অনন্তবান্ অর্থাৎ যে লোকের কখন অন্ত বা নাশ নাই সেই অবিনশ্বর লোকসমূহকে জয় অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত করে অর্থাৎ লাভ করে। 'য এতমেবং' ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। সরলার্থ—যে ব্যক্তি উক্ত প্রকারে ব্রহ্মের চতুষ্কল দ্বিতীয় পাদ অবগত হইয়া "অনন্তবান্" এইরূপ গুণশালিরূপে ব্রহ্মের সেই দ্বিতীয় পাদের আরাধনা করেন, তিনিও এই লোকে "অনন্তবান্" অর্থাৎ অক্ষয় কীর্ত্তিমান্ হইয়া থাকেন। ইহাই ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদারাধনার দৃষ্ট ফল, এবং এইরূপ ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদারাধনার অদৃষ্ট ফলও আছে, যিনি উক্ত প্রকারে চতুষ্কল ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ অবগত হইয়া যথোক্ত গুণশালিরূপে তাহার আরাধনা করেন, তিনি পরলোকে গমন পূর্ব্বক অক্ষয় দেবলোক জয় করিতে সমর্থ হন এবং অনন্তকাল সুরধামে অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

হন। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত এই বিষয় এইরূপ অবগত হইয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে জ্যোতিষ্মৎগুণবিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া উপাসনা করেন ॥ ৪ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—বিদ্বৎফলং, জ্যোতিষ্মান্ দীপ্তিযুক্তোঽস্মিঁল্লোকে ভবতি। চন্দ্রাদিত্যানাং জ্যোতিষ্মত এব মৃত্বা লোকান্ জয়তি। সমানমুত্তরম্ ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।—এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যে ফল লাভ করেন, তাহাই বলিতেছেন—সেই ব্যক্তি এই জগতে অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় জ্যোতিষ্মান্ অর্থাৎ দীপ্তিসম্পন্ন হন, আর মৃত্যুর পর চন্দ্র-সূর্য্যাদির যে সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় লোক, সেই সমস্ত লোককে জয় করেন অর্থাৎ নিজের অনায়াসলভ্য করেন। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ৪ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থপ্রপাঠকে

অষ্টমঃ খণ্ডঃ

মদ্‌গুষ্টে পাদং বক্তেতি। স হ শ্বোভূতে গা অভি-প্রস্থাপয়াঞ্চকার। তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ॥ ১॥

অনুবাদ।—মদ্‌গু অর্থাৎ 'পানকৌড়ি' নামক জলচর পক্ষিবিশেষ ব্রহ্মের অবশিষ্ট একটি পাদ বিষয়ে তোমাকে উপদেশ দিবে। সত্যকাম পরদিন প্রভাতে গোসমূহকে আচার্য্য-গৃহাভিমুখে পরিচালিত করিয়াছিলেন। চলিতে চলিতে সায়ংকালে যে স্থানে গোসমূহ একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল, সত্যকাম সেই স্থানে অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক গোসমূহকে আবদ্ধ করিয়া কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নির পশ্চাতে অতি নিকটেই পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—হংসোঽপি মদ্‌গুষ্টে পাদং বক্তেত্যুক্ত্বোপররাম, মদ্‌গুঃ-উদকচরঃ পক্ষী, স চাপ্‌সম্বন্ধাৎ প্রাণঃ। স হ শ্বোভূতে ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—মদ্‌গু তোমাকে ব্রহ্মের অবশিষ্ট অর্থাৎ চতুর্থপাদবিষয়ে যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা বলিবেন, হংস এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। মদ্‌গুশব্দে জলচর পক্ষিবিশেষ, ("পানকৌড়ি") জলের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে প্রাণ, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। 'স হ শ্বোভূতে' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ সত্যকাম পরদিবসীয় নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক গোসকলকে আচার্য্যকুলাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তখন সেই সকল গো ক্রমে ক্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে আচার্য্যকুলাভিমুখে গমন করিল। পরে যখন সেই সকল গো রজনীযোগে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া একত্র হইল, তখন সত্যকাম অগ্নিসমাধানান্তে গো সকল অবরুদ্ধ করিয়া সমিধ লইয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে অতি নিকটেই সমাসীন হইয়াছিলেন॥ ১॥

তং মদ্‌গুরুপনিপত্যাভ্যুবাদ, সত্যকাম! ৩ ইতি। ভগবঃ! ইতি হ প্রতিশুশ্রাব॥ ২॥

অনুবাদ।—মদ্‌গু সত্যকামের সমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে সত্যকাম! সত্যকাম প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, হে ভগবন্!॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স চ মদ্‌গুঃ প্রাণঃ স্ববিষয়মেব চ দর্শনমুবাচ। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই মদ্‌গু অর্থাৎ মদ্‌গুরূপী প্রাণ স্वবিষয়ক দর্শন অর্থাৎ প্রাণবিষয়ক জ্ঞানেরই উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

ব্রহ্মণঃ সোম্য! তে পাদং ব্রবাণীতি। ব্রবীতু মে ভগবানিতি। তস্মৈ হোবাচ, প্রাণঃ কলা, চক্ষুঃ কলা, শ্রোত্রং কলা, মনঃ কলা, এষ বৈ সোম্য! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণ আয়তনবান্নাম ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য! ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদবিষয়ে তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, মদ্‌গু এই কথা বলিলে সত্যকাম বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন। মদ্‌গু সত্যকামকে বলিয়াছিলেন, প্রাণ একটি কলা, চক্ষু দ্বিতীয় কলা, শ্রোত্র বা কর্ণ তৃতীয় কলা ও মন চতুর্থ কলা। হে সোম্য! ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদ 'আয়তনবান্' এই নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—প্রাণঃ কলেত্যাদ্যায়তনবানিত্যেব নাম। আয়তনং নাম মনঃ, সর্ব্বকরণোপহৃতানাং ভোগানাং, তদ্‌যস্মিন্ পাদে বিদ্যতে ইত্যায়তনবান্নাম পাদঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রাণই একটি কলা ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 'আয়তনবান্' এই নামবিশিষ্ট পর্য্যন্ত মদ্‌গুরূপী প্রাণ নিজবিষয়ক অর্থাৎ প্রাণবিষয়ক বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। মনই অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা আহৃত ভোগ্যবস্তুসমূহের আয়তন অর্থাৎ স্থান বা আধারস্বরূপ, মনের ক্রিয়া ভিন্ন কোন ভোগই সম্পন্ন হয় না, যে পাদে সেই আয়তনস্বরূপ মন আছে, তাহার নাম 'আয়তনবান্'। ব্রহ্মের চতুর্থ পাদেই সেই সমস্ত বিষয় বিদ্যমান আছে বলিয়া এই চতুর্থ পাদই 'আয়তনবান্' এই নামে অভিহিত হয় ॥ ৩ ॥

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্তে, আয়তনবানস্মিঁল্লোকে ভবতি, আয়তনবতো হ লোকান্ জয়তি, য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্তে ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি ইহাকে এইরূপে অবগত হইয়া ব্রহ্মের এই অবশিষ্ট চতুষ্কল পাদটিকে "আয়তনবান্" এইরূপ বিবেচনা করিয়া উপাসনা করেন,

তিনি এই জগতে নিজেও আয়তনবান্ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হন, আর পর-লোকে গমন করিয়াও আয়তনবান্ লোকসমূহকে জয় করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদটিকে 'আয়তনবান্' এই মনে করিয়া উপাসনা করেন॥ ৪॥

চতুর্থ প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তং পাদং তথৈবোপাস্তে যঃ আয়তনবানাশ্রয়বান্ অস্মিন্ লোকে ভবতি। তথা আয়তনবত এব সাবকাশাঁল্লোকান্ মৃতো জয়তি, য এতমেবমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ৪।

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে অষ্টমখণ্ডভাষ্যম্। ৮।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি সেই পাদটিকে পূর্ব্বের ন্যায় মনে করিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই জগতে 'আয়তনবান্' অর্থাৎ আশ্রয়বান্ হন, অর্থাৎ বহুলোককে আশ্রয়দান করিতে সমর্থ হন, এবং মৃত্যুর পর আয়তন-বিশিষ্ট অর্থাৎ অবকাশযুক্ত লোকসমূহকে জয় করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। "য এত-মেবং" ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ প্রকার ব্রহ্মের চতুষ্কল চতুর্থ পাদ অবগত হইয়া "আয়তনবান্ এই প্রকার গুণভাবনায় ব্রহ্মের সেই চতু-ষ্পাদের আরাধনা করেন, তিনি ইহধামে সর্ব্বব্যাপী হইতে পারেন, ইহাই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ-আরাধনার দৃষ্ট ফল এবং ঐরূপ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদোপাসনার অদৃষ্ট ফলও আছে; যে ব্যক্তি উক্তপ্রকারে ব্রহ্মের চতুষ্কল চতুর্থ পাদ অবগত হইয়া যথোক্ত-গুণশালিরূপে তাঁহার আরাধনা করেন, তিনি পরলোকে গমন পূর্ব্বক আয়তনবান্ লোক সকল জয় করিতে সমর্থ হন॥ ৪॥

চতুর্থ প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

নবমঃ খণ্ডঃ

প্রাপ হাচার্য্যকুলম্। তমাচার্য্যাভ্যুবাদ, সত্যকাম! ৩ ইতি। ভগবঃ! ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—সত্যকাম আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আচার্য্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, অহে সত্যকাম! সত্যকাম প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স এবং ব্রহ্মবিৎ সন্ প্রাপ হ প্রাপ্তবানাচার্য্যকুলম্। তমাচার্য্যোঽভ্যুবাদ, সত্যকাম! ৩ ইতি। ভগবঃ! ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই সত্যকাম এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে সত্যকাম! ৩। সত্যকাম প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! ॥ ১ ॥

ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য! ভাসি, কো নু ত্বাঽনুশশাসেতি? অন্যে মনুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজজ্ঞে, ভগবাংস্ত্বেব মে কামে ব্রূয়াৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—আচার্য্য বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তুমি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায়ই দীপ্তি পাইতেছ, কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। সত্যকাম প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন, কোন মনুষ্য আমাকে উপদেশ দেন নাই, অভিপ্রায় এই যে, মনুষ্য হইতে অন্য অর্থাৎ দেবতাগণ আমাকে উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান্ আপনিই আমাকে আমার অভীষ্টবিষয়ে উপদেশ দান করুন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য! ভাসি। প্রসন্নেন্দ্রিয়ঃ প্রহসিতবদনশ্চ নিশ্চিন্তঃ কৃতার্থো ব্রহ্মবিদ্ভবতি; অত আহ আচার্য্যো ব্রহ্মবিদিব ভাসীতি। কো নু ইতি বিতর্কয়ন্নুবাচ, কস্ত্বামনুশশাসেতি? স চাহ সত্যকামোঽন্যে মনুষ্যেভ্যঃ দেবতা মামনুশিষ্টবত্যঃ। কোঽন্যো ভগবচ্ছিষ্যং মাং মনুষ্যঃ সন্নমুশাসিতুমুৎসহতে ইত্যভিপ্রায়ঃ; অতোঽন্যে মনুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজজ্ঞে প্রতিজ্ঞাতবান্। ভগবাংস্ত্বেব মে কামে মমেচ্ছায়াং ব্রূয়াৎ, কিমন্যৈরুক্তেন? নাহং তদ্গণয়ামীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—তদনন্তর আচার্য্য সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে সোম্য ! ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেরূপ দীপ্তি পান, তুমিও সেইরূপই শোভা পাইতেছ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রসন্নেন্দ্রিয়, সহাস্যবদন, নিশ্চিন্ত ও কৃতার্থ হন, এই জন্যই আচার্য্য বলিয়াছিলেন, তোমারও ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রসন্ন হইয়াছে, মুখে অকৃত্রিম হাস্য নিবিষ্ট আছে, অথচ তোমার যেন সকল ভাবনা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং তুমি কৃতার্থ হইয়াছ। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে, তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছ। মূলের 'নু' এই শব্দটি বিতর্কবোধক, অর্থাৎ মনে মনে বিতর্ক করিয়া আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেহ কি তোমাকে উপদেশ দিয়াছে ? সত্যকাম বলিয়াছিলেন, মনুষ্য হইতে অন্য প্রাণী অর্থাৎ দেবতাগণ আমাকে উপদেশ দিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, মনুষ্যমধ্যে এমন কে জ্ঞানী আছে যে, ভগবান্ আপনার শিষ্য আমাকে উপদেশ দিতে সাহস করে ? এই জন্যই সত্যকাম মনুষ্য হইতে অন্য প্রাণী এই কথা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অর্থাৎ কোন মানুষেরই আমাকে উপদেশ দিবার ক্ষমতা নাই। ভগবান্ আপনিই আমার কাম অর্থাৎ ইচ্ছাবিষয়ে অর্থাৎ আমি যাহা জানিবার অভিলাষে আপনার নিকট আসিয়াছি, সেই বিষয়ে উপদেশ দান করুন। অভিপ্রায় এই যে—অপর কর্ত্তৃক দত্ত উপদেশে আমার কি প্রয়োজন ? আমি অন্যের উপদেশকে গ্রাহ্যই করি না ॥ ২ ॥

শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্য আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি। তস্মৈ হৈতদেবোবাচ, অত্র হ ন কিঞ্চন বীয়ায়েতি বীয়ায়েতি ॥ ৩ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য নবমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—আমি আপনাদের ন্যায় মহাত্মাদিগের নিকটেই শুনিয়াছি যে, আচার্য্যের নিকট হইতে শিক্ষিত বিদ্যাই উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে, এইরূপই প্রসিদ্ধি আছে। অনন্তর আচার্য্য সত্যকামকে সেই বিদ্যাই অর্থাৎ ঋষভাদি যে বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই বিদ্যারই উপদেশ দিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্রও পরিত্যাগ করেন নাই, পরিত্যাগ করেন নাই ॥ ৩ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ, শ্রুতং হি যস্মান্মম বিদ্যতে এবাস্মিন্নর্থে ভগবদ্দৃশেভ্যো ভগবৎসমেভ্যঃ ঋষিভ্যঃ, আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং সাধুতমত্বং প্রাপয়তি প্রাপ্নোতীতি ; অতো ভগবানেব ব্রবীত্বিত্যুক্ত আচার্য্যোঽব্রবীত্তস্মৈ তামেব

দৈবতৈরুক্তাং বিদ্যাম্। অত্র হ ন কিঞ্চন ষোড়শকলবিদ্যায়াঃ কিঞ্চিদেকদেশমাত্রমপি ন বীয়ায় ন বিগতমিত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাসো বিদ্যাপরিসমাপ্ত্যর্থঃ॥ ৩॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে নবমখণ্ডভাষ্যম্॥ ৯॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আরও দেখুন, যে হেতু, আমার এ বিষয়ে এইরূপই শোনা আছে যে, ভগবান্ অর্থাৎ পূজনীয় আপনাদিগের তুল্য ঋষি আচার্য্যের নিকট হইতে যে বিদ্যা লাভ করা যায়, তাহাই সাধিষ্ঠ অর্থাৎ অতিশয় উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাই পরম শুভফলপ্রদ হয়, অতএব পূজনীয় আপনিই আমাকে উপদেশ দান করুন। সত্যকাম এইরূপ বলিলে আচার্য্য তাঁহাকে সেই ঋষভাদি দেবগণ যে বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই বিদ্যাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই শিক্ষাদান-বিষয়ে সেই ষোড়শ-কলাবিশিষ্ট বিদ্যার কিছুমাত্রও অর্থাৎ এককলামাত্রও অপগত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হয় নাই অর্থাৎ আচার্য্য সম্পূর্ণ ষোড়শকলারই উপদেশ দিয়াছিলেন, একবিন্দুও ছাড়িয়া দেন নাই। এই বিদ্যার উপদেশ এই স্থানেই সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'বীয়ায় বীয়ায়' এইরূপ দুইবার উক্ত হইয়াছে॥ ৩॥

চতুর্থপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থপ্রপাঠকে

দশমঃ খণ্ডঃ

উপকোসলো হ বৈ কামলায়নঃ সত্যকামে জাবালে ব্রহ্ম-চর্য্যমুবাস, তস্য হ দ্বাদশবর্ষাণ্যগ্নীন্ পরিচচার, স হ স্মান্যানন্তে বাসিনঃ সমাবর্ত্তয়ংস্তং হ স্মৈব ন সমাবর্ত্তয়তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—কমলের পুত্র কামলায়ন উপকোসল নামে প্রসিদ্ধ কোন মুনিকুমার সত্যকাম জাবালের নিকটে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। সেই বালক দ্বাদশ বর্ষকাল সত্যকামের অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন অর্থাৎ হোমের দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও হোমকার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। সত্যকাম তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণের সমাবর্ত্তন-সংস্কার করাইয়াছিলেন, কিন্তু উপকোসলের সমাবর্ত্তন-ক্রিয়া করান নাই ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পুনর্ব্রহ্মবিদ্যাং প্রকারান্তরেণ বক্ষ্যামীত্যারভতে গতিঞ্চ তদ্বিদোঽগ্নিবিদ্যাঞ্চ। আখ্যায়িকা পূর্ব্ববচ্ছ্রদ্ধা-তপসোর্ব্রহ্মবিদ্যাসাধনত্বপ্রদর্শনার্থা। উপকোসলো হ বৈ নামতঃ কমলস্যাপত্যং কামলায়নঃ সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্য্যমুবাস। তস্য, হ ঐতিহ্যার্থঃ। তস্যাচার্য্যস্য দ্বাদশবর্ষাণ্যগ্নীন্ পরিচচারাগ্নীনাং পরিচরণং কৃতবান্। স হ স্মাচার্য্যোঽন্যান্ ব্রহ্মচারিণঃ স্বাধ্যায়ং গ্রাহয়িত্বা সমাবর্ত্তয়ন্ তমেবোপকোসলমেকং ন সমাবর্ত্তয়তি স্ম হ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পুনরায় প্রকারান্তরে ব্রহ্মবিদ্যা বলিব, এই মনে করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা, অগ্নিবিদ্যা ও সেই বিষয়ে অভিজ্ঞগণের গতি বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। পূর্ব্বখণ্ডে যেরূপ শ্রদ্ধা ও তপস্যা ব্রহ্মবিদ্যাসাধনার প্রধান উপায় বলিয়া বিবৃত হইয়াছে, তদ্রূপ এই খণ্ডেও শ্রদ্ধা ও তপস্যার ব্রহ্মবিদ্যাসাধনত্ব-প্রদর্শনার্থই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিতেছেন—কমলের পুত্র অতএব কামলায়ন উপকোসল নামে প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তি জবালাপুত্র সত্যকামের নিকট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন ও দ্বাদশ বৎসর কাল তাঁহার অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। মূলোক্ত 'হ' এই শব্দটি ঐতিহ্যসূচক অর্থাৎ এইরূপ ইতিহাস আছে। সেই আচার্য্য অন্য ব্রহ্মচারী শিষ্যগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়া তাঁহাদিগের সমাবর্ত্তন-সংস্কার সম্পাদন করাইবার সময় একমাত্র উপকোসলেরই সমাবর্ত্তন করান নাই। অপরাপর শিষ্যেরা সকলেই বেদ পাঠ করিয়া গৃহধর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন, কেবল উপকোসলই আচার্য্যসকাশে রহিলেন ॥ ১ ॥

তং জায়োবাচ, তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলমগ্নীন্ পরিচচারীৎ, মা ত্বাঽগ্নয়ঃ পরিপ্রবোচন্, প্রব্রূহ্যস্মৈ ইতি। তস্মৈ হাপ্রোচ্যৈব প্রবাসাঞ্চক্রে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—জায়া অর্থাৎ সত্যকামের স্ত্রী সত্যকামকে বলিয়াছিলেন, তপঃ-সম্পন্ন ব্রহ্মচারী অতি নিপুণভাবে অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছে। অগ্নিসমূহ যেন তোমাকে নিন্দা না করেন। ইহাকে অর্থাৎ উপকোসলকে বল অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দাও। সত্যকাম তাহাকে কিছু না বলিয়াই প্রবাসে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তমাচার্য্যং জায়োবাচ, তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলং সম্যগগ্নীন্ পরিচচারীৎ পরিচরিতবান্। ভগবাংশ্চাগ্নিষু ভক্তং ন সমাবর্ত্তয়তি; অতোঽস্মদ্ভক্তং ন সমাবর্ত্তয়তীতি জ্ঞাত্বা ত্বামগ্নয়ো মা পরিপ্রবোচন্ গর্হাং তব মা কুর্য্যুঃ; অতঃ প্রব্রূহ্যস্মৈ বিদ্যামিষ্টামুপকোসলায়েতি। তস্মৈ এবং জায়য়োক্তোঽপি হ অপ্রোচ্যৈবানুক্তৈব কিঞ্চিৎ প্রবাসাঞ্চক্রে প্রবসিতবান্। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সত্যকামের স্ত্রী সেই আচার্য্য সত্যকামকে বলিয়াছিলেন, তপঃসম্পন্ন এই ব্রহ্মচারী কুশল অর্থাৎ অতিপরিপাটীভাবে অগ্নিসমূহের পরিচর্য্যা করিয়াছে, কিন্তু ভগবান্ আপনি অগ্নিভক্ত আপনার এই শিষ্যের সমাবর্ত্তন-সংস্কার সম্পাদন করাইলেন না, অতএব "আমাদের ভক্তকে ইনি সমাবর্ত্তন করাইতেছেন না" এইরূপ মনে করিয়া অগ্নিসমূহ যেন আপনাকে নিন্দা না করেন। অভিপ্রায় এই যে—আপনি ইহার সমাবর্ত্তন-সংস্কার সম্পাদন করুন, তাহা না করিলে অগ্নিসমূহ আপনার উপরে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, তাঁহাদের অসন্তোষের ভয়েই আমি আপনাকে এইরূপ অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি এই উপকোসলকে ইহার অভীষ্টবিদ্যাবিষয়ে উপদেশ দান করুন। স্ত্রী এইরূপ বলিলেও সত্যকাম উপকোসলকে কিছু না বলিয়াই প্রবাসে গমন করিয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই যে—'দেবতাই ইহার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন,' এই অভিপ্রায়ে কিছু শিক্ষা না দিয়াই প্রবাসে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

স হ ব্যাধিনাঽনশিতুং দধ্রে। তমাচার্য্যজায়োবাচ, ব্রহ্মচারিন্! অশান, কিং নু নাশ্নাসীতি? স হোবাচ, বহব ইমেঽস্মিন্ পুরুষে কামা নানাত্যয়া ব্যাধিভিঃ প্রতিপূর্ণোঽস্মি, নাশিষ্যামীতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সেই উপকোসল ব্যাধি অর্থাৎ মনঃপীড়াবশতঃ উপবাস

করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আচার্য্যপত্নী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—হে ব্রহ্মচারিন্! আহার কর, কেন তুমি আহার করিতেছ না? উপকোসল বলিয়াছিলেন—এই ব্যক্তিতে অর্থাৎ আমাতে বিবিধ প্রকার বিঘ্ন দ্বারা আক্রান্ত বহুবিধ কামনা বিদ্যমান, এ জন্য বহুবিধ ব্যাধি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছি অর্থাৎ নানা রোগাক্রান্ত হইয়াছি, সে জন্য আমি কিছু আহার করিব না ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হোপকোসলো ব্যাধিনা মানসেন দুঃখেন অনশিতুমনশনং কর্ত্তুং দধ্রে ধৃতবান্ মনঃ। তং তূষ্ণীমগ্ন্যাগারেঽবস্থিতমাচার্য্যজায়োবাচ, হে ব্রহ্মচারিন্! অশান ভুঙ্‌ক্ষ্ব, কিং নু কস্মান্ন কারণান্নাশ্নাসীতি? স হোবাচ, বহবোঽনেকেঽস্মিন্ পুরুষেঽকৃতার্থে প্রাকৃতে কামা ইচ্ছাঃ কর্ত্তব্যং প্রতি নানা অত্যয়োঽতিগমনং যেষাং ব্যাধীনাং কর্ত্তব্যচিন্তানাং তে নানাত্যয়া ব্যাধয়ঃ কর্ত্তব্যতাঽপ্রাপ্তিনিমিত্তানি চিত্তদুঃখানীত্যর্থঃ, তৈঃ প্রতিপূর্ণোঽস্মি, অতো ন অশিষ্যামীতি ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই উপকোসল ব্যাধি অর্থাৎ আচার্য্য সমাবর্ত্তন না করায় মানসিক দুঃখে উপবাস করিতে মনঃস্থ করিয়াছিলেন। অগ্নিগৃহে অর্থাৎ যে গৃহে অগ্নিহোত্রের অগ্নি থাকে, সেই গৃহে উপকোসলকে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে দেখিয়া আচার্য্যের স্ত্রী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—হে ব্রহ্মচারিন্! আহার কর, কি জন্য তুমি আহার করিতেছ না? উপকোসল বলিয়াছিলেন—সিদ্ধিলাভে অকৃতকার্য্য অতি সামান্য এই ব্যক্তিতে অর্থাৎ আমাতে নানাবিধ কামনা ও কর্ত্তব্য বিষয়ে বহুবিধ বিঘ্ন দ্বারা প্রতিহত ইচ্ছারূপ দারুণ ব্যাধিসমূহ অর্থাৎ নিজের কর্ত্তব্য বা অভীষ্ট বিষয়ের অপ্রাপ্তিজন্য দারুণ মানসিক দুঃখে আমি পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছি অর্থাৎ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, এ জন্য আমি কিছুই আহার করিব না। ভাবার্থ এই যে—এখনও আমার ব্রহ্মবিজ্ঞান হইল না। এই দুঃখেই অনাহারে কালযাপন করিতেছি ॥ ৩ ॥

অথ হাগ্নয়ঃ সমূদিরে, তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলং নঃ পর্য্যচারীৎ, হন্তাস্মৈ প্রব্রবামেতি, তস্মৈ হোচুঃ প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর অগ্নিসমূহ সকলেই একসঙ্গে বলিয়াছিলেন, তপঃসম্পন্ন এই ব্রহ্মচারী অতি নিপুণভাবে আমাদের পরিচর্য্যা করিয়াছে, অতএব আমরা প্রসন্নচিত্তেই ইঁহাকে বিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছি, এই বলিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন, প্রাণই ব্রহ্ম, 'ক' ব্রহ্ম, 'খ' ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—উক্ত্বা তূষ্ণীংভূতে ব্রহ্মচারিণ্যথ হাগ্নয়ঃ শুশ্রূষয়া

আবর্জ্জিতাঃ কারুণ্যাবিষ্টাঃ সন্তোঽগ্নয়োঽপি সমুদিরে সম্ভূয়োক্তবন্তঃ, হন্ত ইদানীমস্মৈ ব্রহ্মচারিণেঽস্মদ্ভক্তায় দুঃখিতায় তপস্বিনে শ্রদ্ধধানায় সর্ব্বেঽনুশাস্মঃ অনুপ্রব্রবাম ব্রহ্ম বিদ্যাম্ ইত্যেবং সম্প্রধার্য্য তস্মৈ হোচুরুক্তবন্তঃ, প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্মেতি ॥৪॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মচারী উপকোসল আচার্য্যপত্নীকে উক্তরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে পর, উপকোসলের পরিচর্য্যাগুণে বশীভূত ও করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি এই অগ্নিত্রয় সকলেই সমবেতভাবে বলিয়াছিলেন, দেখ, আমরা সম্প্রতি আমাদিগের ভক্ত, দুঃখিতচিত্ত, শ্রদ্ধালু ও তপঃসম্পন্ন এই ব্রহ্মচারীকে অনুশাসিত করি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিই। তাঁহারা সকলে এইরূপ স্থির করিয়া সেই উপকোসলকে বলিয়াছিলেন, প্রাণই ব্রহ্ম, ‘ক’ ব্রহ্ম, ‘খ’ ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

স হোবাচ, বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম, কঞ্চ তু খঞ্চ ন বিজানামীতি। তে হোচুঃ, যদ্বাব কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কমিতি, প্রাণঞ্চ হাস্মৈ তদাকাশঞ্চোচুঃ ॥ ৫ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য দশমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—উপকোসল বলিলেন, প্রাণ যে ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি, কিন্তু ‘ক’ ব্রহ্ম ও ‘খ’ ব্রহ্মের বিষয়ে কিছুই জানি না। সেই অগ্নিসমূহ বলিয়াছিলেন, যাহা ক, তাহাই খ; আবার যাহা খ, তাহাই ক। এইরূপে তাঁহারা উপকোসলকে প্রাণ ও প্রসিদ্ধ আকাশ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হোবাচ ব্রহ্মচারী, বিজানাম্যহং যদ্ভবদ্ভিরুক্তং প্রসিদ্ধপদার্থকত্বাৎ প্রাণো ব্রহ্মেতি। স যস্মিন্ সতি জীবনং, যদপগমে চ ন ভবতি, তস্মিন্ বায়ুবিশেষে লোকে রূঢ়ঃ, অতশ্চ যুক্তং ব্রহ্মত্বং তস্য। তেন প্রসিদ্ধপদার্থকত্বাৎ বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্মেতি। কঞ্চ তু খঞ্চ ন বিজানামীতি। ননু ক-খশব্দয়োরপি সুখাকাশবিষয়ত্বেন প্রসিদ্ধপদার্থকত্বমেব, কস্মাৎ ব্রহ্মচারিণোঽজ্ঞানম্? নূনং সুখস্য কং-শব্দবাচ্যস্য ক্ষণপ্রধ্বংসিত্বাৎ খং-শব্দবাচ্যস্যাকাশস্যাচেতনস্য কথং ব্রহ্মত্বমিতি মন্যতে? কথঞ্চ ভগবতাং বাক্যমপ্রমাণং স্যাদিতি? অতো ন বিজানামীত্যাহ। তমেবমুক্তবন্তং ব্রহ্মচারিণং তে হাগ্নয় ঊচুঃ, যদ্বাব যদেব বয়ং কমবোচাম, তদেব খমাকাশম্, ইত্যেবং খেন বিশেষ্যমাণং কং বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজাৎ সুখান্নিবর্ত্তিতং স্যাৎ, নীলেনেব বিশেষ্যমাণমুৎপলং রক্তাদিভ্যঃ। যদেব খম্ ইত্যাকাশমবোচাম, তদেব চ কং সুখমিতি জানীহি। এবঞ্চ সুখেন বিশেষ্যমাণং খং ভৌতিকাদচেতনাৎ খান্নিবর্ত্তিতং স্যাৎ নীলোৎপলবদেব। অথম্

আকাশঞ্চং নেতরল্লৌকিকমাকাশঞ্চ সুখাশ্রয়ং নেতরৎ ভৌতিকমিত্যর্থঃ। নন্বাকাশঞ্চেৎ সুখেন বিশেষয়িতুমিষ্টম্, অব্যক্তস্তরদেব বিশেষণম্; যদ্বাব কং তদেব খম্, অতিরিক্তমিত্যরৎ, "যদেব খং তদেব কম্" ইতি পূর্ব্ববিশেষণং বা। নন্থ সুখাকাশয়োরুভয়োরপি লৌকিক-সুখাকাশাভ্যাং ব্যাবৃত্তিরিষ্টৈত্যবোচাম। সুখেনাকাশে বিশেষিতে ব্যাবৃত্তিরুভয়োরর্থ-প্রাপ্তৈবেতি চেৎ, সত্যমেব; কিন্তু সুখেন বিশেষিতস্যৈবাকাশস্য ধ্যেয়ত্বং বিহিতং, ন ত্বাকাশগুণস্য বিশেষণস্য সুখস্য ধ্যেয়ত্বং বিহিতং স্যাৎ, বিশেষণোপাদানস্য বিশেষ্য-নিয়ন্তৃত্বেনৈবোপক্ষয়াৎ; অতঃ খেন সুখমপি বিশেষ্যতে ধ্যেয়ত্বায়। কুতশ্চৈতন্নি-শ্চীয়তে? কং-শব্দস্যাপি ব্রহ্মশব্দসম্বন্ধাৎ কং ব্রহ্মেতি। যদি হি সুখগুণবিশিষ্টস্য খস্য ধ্যেয়ত্বং বিবক্ষিতং স্যাৎ, কং খং ব্রহ্মেতি ব্রূয়ুরগ্নয়ঃ প্রথমম্; ন চৈবমুক্তবন্তঃ। কিং তর্হি? কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি। অতো ব্রহ্মচারিণো মোহাপনয়নায় ক-খশব্দয়োরিতর-বিশেষেণ বিশেষ্যত্বনির্দ্দেশো যুক্ত এব যদ্বাব কমিত্যাদিঃ। তদেতদগ্নিভিরুক্তং বাক্যার্থমস্ববোধায় শ্রুতিরাহ, প্রাণঞ্চ হাস্মৈ ব্রহ্মচারিণে। তস্য আকাশঃ তদাকাশঃ, প্রাণস্য সম্বন্ধ্যাশ্রয়ত্বেন হার্দ্দ আকাশ ইত্যর্থঃ, সুখগুণবত্ত্বনির্দ্দেশাৎ। তঞ্চাকাশং সুখগুণবিশিষ্টং ব্রহ্ম তৎস্থঞ্চ প্রাণং ব্রহ্মসম্পর্কাদেব ব্রহ্ম ইত্যুভয়ং প্রাণঞ্চাকাশঞ্চ সমুচ্চিত্য ব্রহ্মণী উচুরগ্নয় ইতি ॥ ৫ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে দশমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১০ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মচারী উপকোসল তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, আপনারা যে প্রাণকে ব্রহ্ম বলিলেন, তাহা আমি জানি, কারণ, উহার অর্থ প্রসিদ্ধ। যাহা বিদ্যমানে জীবন থাকে এবং যাহার অভাবে জীবন থাকে না, লোক-ব্যবহারে সেই বায়ুবিশেষেই অর্থাৎ পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধ বায়ুবিশেষেই প্রাণশব্দটি প্রসিদ্ধ, এ জন্য তাহার ব্রহ্মত্ব যুক্তিযুক্ত; অতএব প্রাণই যে ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু ক ও খ যে ব্রহ্ম, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। আচ্ছা, ক শব্দের অর্থ সুখ ও খ শব্দের অর্থ আকাশ, ইহাও ত প্রসিদ্ধ, অতএব সুখ ও আকাশ অর্থে ক ও খ শব্দ দুইটি যখন প্রসিদ্ধ, তখন ব্রহ্মচারী কেন ঐ দুইটির অর্থ বুঝিতে পারিলেন না? তবে ব্রহ্মচারী নিশ্চয়ই ইহাই মনে করিতেছেন যে, ক শব্দের অর্থ সুখ, ঐ সুখ ত ক্ষণবিধ্বংসী, চিরস্থায়ী ত নহেই, দীর্ঘস্থায়ীও নহে, আর খ-শব্দের অর্থ যে আকাশ, ঐ আকাশও অচেতন জড় পদার্থ, যাহা ক্ষণস্থায়ী ও অচেতন, সেই পদার্থ নিত্য ও চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম কিরূপে হইতে পারে? অথচ ভগবান্ অর্থাৎ মহিমসম্পন্ন পূজনীয় অগ্নিসমূহের বাক্যও যে অপ্রমাণ অর্থাৎ মিথ্যা, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ বিবেচনা করিয়াই

উপকোসল বলিয়াছিলেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। উপকোসল উক্তরূপ বাক্য বলিলে সেই অগ্নিত্রয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যাহাকেই আমরা ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাই খ অর্থাৎ আকাশ, এইরূপে সুখার্থক ক এই শব্দটিকে খ এই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করায় বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজন্য যে সুখ, ক-শব্দবাচ্য সুখকে সেই সুখ হইতে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে অর্থাৎ খ এই বিশেষণ-বিশিষ্ট যে ক অর্থাৎ সুখ, তাহা বিষয়ভোগজ লৌকিক সুখ নহে, যেমন 'নীল' এই বিশেষণ পদের দ্বারা বিশেষিত পদ্ম বলিলে রক্তপদ্মাদি হইতে পৃথক্ করা হয় অর্থাৎ 'নীলপদ্ম' বলিলে নীলবর্ণবিশিষ্ট পদ্মকেই বুঝায়, রক্ত বা শ্বেত পদ্মকে বুঝায় না, সেইরূপ। আর যাহাকে 'খ' অর্থাৎ আকাশ বলিয়াছি, তাহাকেই 'ক' অর্থাৎ সুখ-স্বরূপ বলিয়া জানিবে। এইরূপে সুখার্থক 'ক' শব্দ দ্বারা বিশেষিত আকাশার্থক 'খ' শব্দটিও ভৌতিক অচেতন আকাশ হইতে নিবৃত্ত অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইতেছে, যেমন পূর্ব্বে নীলোৎপলের দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে এ স্থানেও তাহাই দৃষ্টান্ত। অতএব এই যে আকাশস্থ সুখ, ইহা বিষয়োপভোগ জন্য লৌকিক সুখ নহে, আবার এই যে সুখাশ্রয় আকাশ, ইহাও অপর ভৌতিক অচেতন আকাশ নহে। তাৎপর্য্য এই যে—উৎপল অর্থাৎ পদ্ম শুক্ল রক্ত নীল ইত্যাদি বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট আছে, আর বর্ণও নীলাদি অনেক প্রকার। 'নীল' উৎপল বলিলে যেমন 'নীল' শব্দ দ্বারা শুক্লাদি বর্ণকে পৃথক্ করা হয়, আর 'উৎপল' শব্দ দ্বারা ঘট-পটাদি পদার্থকে পৃথক্ করা হয়, তদ্রূপ 'ক' শব্দবিশেষিত 'খ' শব্দ দ্বারা ভূতাকাশের ও 'খ' শব্দবিশেষিত 'ক' শব্দ দ্বারা লৌকিক সুখের নিষেধ হওয়ায় 'যদেব কং তদেব খং' আর 'যদেব খং তদেব কং' এই বিশেষণ দুইটির প্রয়োগ সার্থক হইয়াছে। এ স্থানে প্রশ্ন করিতেছেন, আচ্ছা, আকাশকেই যদি সুখের দ্বারা বিশেষিত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে একটিমাত্রই বিশেষণ হউক, অর্থাৎ যাহা 'ক', তাহাই 'খ' এইমাত্রই হউক, অন্যটি অর্থাৎ যাহাই 'খ', তাহাই 'ক' এই অংশটি-ত একেবারেই নিরর্থক অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন। অথবা যাহাই 'খ' তাহাই 'ক' এইরূপই পূর্ব্ববিশেষণবিশিষ্টই হউক, অন্যটি অর্থাৎ যাহাই 'ক' তাহাই 'খ' এইরূপ পরস্পর বিশেষণ-বিশেষ্যভাব কল্পনার কি প্রয়োজন? এ স্থানে আরও প্রশ্ন হইতে পারে—সুখ ও আকাশ এই দুইটি শব্দকেই লৌকিক সুখ ও ভৌতিক আকাশ হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্ধারণ করাই আমাদিগের অভিমত, ইহা-ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং কেবল একটিরই উল্লেখে সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি বল, সুখার্থক 'ক' শব্দ দ্বারা আকাশার্থক 'খ' শব্দটি বিশেষিত হওয়ায় উভয়েরই ব্যাবৃত্তি-ত আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে, তবে আবার এরূপভাবে দুইবার করিয়া উল্লেখ

কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, সিদ্ধ হইতে পারে সত্য, কিন্তু সুখ এই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত আকাশেরই ধ্যেয়ত্ব বিহিত হওয়ায় আকাশেরই বিশেষণ-স্বরূপ সুখের ধ্যেয়ত্ব বিহিত হয় নাই, কারণ, বিশেষ্যপদকে নিয়মিত করিয়াই বিশেষণপদ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিশেষ্যপদের অর্থকে সহজগম্য করিয়াই বিশেষণ-পদ স্বকার্য্য হইতে অপসৃত হয়। অতএব ধ্যেয়ত্ব জ্ঞান উৎপাদনের নিমিত্তই 'খ' শব্দ দ্বারা সুখকে বিশেষিত করা হইয়াছে। যদি বল, কিসে তুমি এরূপ নিশ্চয় করিতে পারিলে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'কং ব্রহ্ম' এ স্থানে 'কং' এই শব্দের সহিত ব্রহ্মশব্দের সম্বন্ধ রহিয়াছে। যদি সুখগুণবিশিষ্ট 'খ' অর্থাৎ আকাশ ধ্যেয় এইরূপ বলা অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে অগ্নিত্রয় প্রথমেই 'কং খং ব্রহ্ম' অর্থাৎ 'ক' বিশিষ্ট 'খ'ই ব্রহ্ম এইরূপই বলিতেন, কিন্তু তাঁহারা এরূপ বলেন নাই। তবে কি বলিয়াছেন ? 'ক'ই ব্রহ্ম 'খ'ই ব্রহ্ম এইরূপই তাঁহারা বলিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মচারীর মোহ অপনয়নের নিমিত্ত 'যৎ বাব কম্' ইত্যাদিরূপে 'ক' ও 'খ' শব্দকে যে পরস্পরের বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। অগ্নিত্রয়কর্ত্তৃক কথিত সেই এই বাক্যের অর্থ যাহাতে আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি, সে জন্য শ্রুতিও সেই ব্রহ্মচারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, প্রাণ ও তাহার আকাশ অর্থাৎ প্রাণসম্বন্ধী হৃদয়াকাশ, আকাশের সুখগুণবত্তা নির্দ্দেশ থাকায় প্রাণসম্বন্ধী আশ্রয় বলিয়া আকাশ শব্দে হৃদয়াকাশই বুঝাইতেছে, কারণ, হৃদয়াকাশ ব্যতীত ভূতাকাশে কখন সুখসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সেই সুখগুণ-বিশিষ্ট আকাশ অর্থাৎ হৃদয়াকাশ ও তাহাতে অবস্থিত সুখগুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম ও প্রাণ-ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ থাকায় এই প্রাণ ব্রহ্মস্বরূপ ; অগ্নিত্রয় প্রাণ ও আকাশ এই দুই-টিকে একত্র করিয়া ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভাবার্থ এই যে—তিন প্রকার অগ্নিই ব্রহ্মচারী উপকোসলকে বলিতে লাগিলেন, প্রাণ ব্রহ্ম, "ক" অর্থাৎ সুখ ব্রহ্ম, "খ" অর্থাৎ আকাশ ব্রহ্ম। ব্রহ্মচারী বলিলেন, আপনারা যে বলিলেন, প্রাণ, ক, খ, ইত্যাদি প্রার্থিত বস্তু সমুদায়ই ব্রহ্ম, তাহা আমি অবগত হইলাম। প্রাণের বিদ্য-মানেই লোক জীবিত থাকে এবং সেই প্রাণের অপগমে কেহ জীবিত থাকে না, সেই বায়ুবিশেষরূপ প্রাণই লোকে প্রথিত বস্তু, ইহা জানিয়াই প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেছি। ক, খ-কে অবগত নই, বাস্তবিক প্রাণকেই ব্রহ্মস্বরূপ বোধ করি। যদি বল, ক ও খ এই শব্দ দুইটির মধ্যে ক-শব্দ সুখার্থক এবং খ-শব্দ আকাশ-ব্যঞ্জক, এইরূপে ক, খ-শব্দের অর্থ প্রথিত আছে, সুতরাং কিরূপে ব্রহ্মচারীর উক্ত প্রসিদ্ধ অর্থ অবিদিত হইতে পারে ? এই প্রকার সন্দেহে ইহাই বক্তব্য যে, ক-শব্দবাচ্য সুখ ক্ষণধ্বংসী, আর খ-শব্দবাচ্য আকাশ অচেতন ; সুতরাং

তাহাদিগের ব্রহ্মত্ব অসম্ভব। বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী দেখিলেন, অগ্নিগণের কথাই বা কিরূপে অপ্রমাণ হইতে পারে, এই জন্যই ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, আমি ক, খ-কে জানি না। ব্রহ্মচারী এই কথা বলিলে অগ্নি-সকল ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন, আমরা যাহাকে ক বলি, তাহাই খ অর্থাৎ আকাশ। যেমন "নীল উৎপল" বলিলে নীল এই বিশেষণ শব্দ দ্বারা উৎপলকে রক্তাদি হইতে পৃথক্‌রূপে বুঝা যায়, তদ্রূপ ক খ এই শব্দ দুইটি পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ-স্বরূপ ; বিশেষণস্বরূপ খ-শব্দ দ্বারা ক-ব্রহ্মকে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ জন্য সুখাদি হইতে নিবর্ত্তিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর যাহাকে খ অর্থাৎ আকাশ বলি, তাহাই ক অর্থাৎ সুখ বলিয়া জান। এই প্রকারে সুখ দ্বারা বিশেষ্যমাণ খ-কে ভৌতিক অচেতন গগন হইতে নিবর্ত্তিত জ্ঞান করিবে, অর্থাৎ লৌকিক গগনই সুখের আশ্রয়, ভৌতিক গগন সুখের স্থান নহে। অতএব সুখ দ্বারা বিশেষিত যে আকাশ, তাহারই চিন্তা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আকাশগুণস্বরূপ সুখের চিন্তা কর্ত্তব্য নহে। এই প্রকারে অগ্নিসকল ব্রহ্মচারীকে প্রকারান্তরে ব্রহ্মোপদেশ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীর মোহবিদূরণার্থ ক খ শব্দের পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব নিরূপণ করিয়াছেন। এই প্রকার অগ্নিদিগের উক্ত বাক্যার্থ আমাদিগের বোধার্থ শ্রুতিও বলিতেছেন। যখন অগ্নিরা প্রাণই ব্রহ্ম, এই প্রকারে ব্রহ্মচারীকে উপদেশ দিলেন, তখন গুণের নির্দ্দেশ-নিবন্ধন সুখগুণবিশিষ্ট আকাশ ব্রহ্ম, ব্রহ্মসম্পর্ক-হেতু তৎস্থ প্রাণ ব্রহ্ম, অর্থাৎ প্রাণ ও আকাশ এই ব্রহ্মেতে সমুচ্চিত হয় ॥ ৫ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থপ্রপাঠকে

একাদশঃ খণ্ডঃ

অথ হৈনং গার্হপত্যোহনুশশাস, পৃথিব্যগ্নিরন্নমাদিত্য ইতি, য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে, সোহহমস্মি, স এবাহমস্মীতি ॥১॥

অনুবাদ।—অনন্তর গার্হপত্য অগ্নি সেই উপকোসলকে পুনরায় উপদেশ দিয়াছিলেন—পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্য। এই যে আদিত্যমণ্ডলে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, আমিই তাহা ও তাহাই আমি ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সম্ভূয়াগ্নয়ো ব্রহ্মচারিণে ব্রহ্ম উক্তবন্তঃ। অথানন্তরং প্রত্যেকং স্বস্ববিষয়াং বিদ্যাং বক্তুমারেভিরে। তত্রাদাবেনং ব্রহ্মচারিণং গার্হপত্যোহগ্নিরনুশশাস, পৃথিব্যগ্নিরন্নমাদিত্য ইতি, মমৈতাশ্চতস্রস্তনবঃ। তত্র য আদিত্যে এষ পুরুষো দৃশ্যতে, সোহহমস্মি গার্হপত্যোহগ্নিঃ, যশ্চ গার্হপত্যোহগ্নিঃ স এবাহমাদিত্যে পুরুষোহস্মীতি পুনঃ পরাবৃত্ত্যা স এবাহমস্মীতি বচনম্। পৃথিব্যন্নয়োরিব ভোজ্যত্বলক্ষণয়োঃ সম্বন্ধো ন গার্হপত্যাদিত্যয়োঃ অত্তৃত্ব-পক্তৃত্ব-প্রকাশনধর্ম্মা অবিশিষ্টাঃ, ইত্যত একত্বমেবানয়োরত্যন্তং, পৃথিব্যন্নয়োস্তু ভোজ্যত্বেনাভ্যাং সম্বন্ধঃ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অগ্নিত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া অর্থাৎ একসঙ্গেই ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজ নিজ বিষয়ে বিদ্যার উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে গার্হপত্য নামক অগ্নি প্রথমেই এই ব্রহ্মচারীকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্য এই চারিটিই আমার শরীর, তাহার মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, তিনিই আমি অর্থাৎ গার্হপত্যনামক অগ্নি। আর আমি যে গার্হপত্য নামক অগ্নি, সেই আমিও আদিত্যমণ্ডলে দৃষ্ট এই পুরুষ। উভয়ের যে কোন ভেদ নাই, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'স এবাহমস্মি' এই বাক্যটির পুনরুক্তি করা হইয়াছে। পৃথিবী ও অন্ন উভয়েরই যেরূপ জীবের ভোগ্যত্বরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান অর্থাৎ উভয়েই ভোগ্য বলিয়া যেমন সমান-সম্বন্ধবিশিষ্ট, গার্হপত্য অগ্নি ও আদিত্যে সেরূপ ভোগ্যত্বরূপ সম্বন্ধ নাই অর্থাৎ পৃথিবী ও অন্নের ন্যায় অগ্নি ও আদিত্য জীবের ভোগ্য নহে, কিন্তু ভোক্তৃত্ব পক্তৃত্ব ও প্রকাশনরূপ ধর্ম্ম উভয়েরই অবিশিষ্ট অর্থাৎ সমান অর্থাৎ অগ্নি ও আদিত্য উভয়েই ভোগকর্ত্তা, পাককর্ত্তা ও প্রকাশকগুণবিশিষ্ট, এ জন্য এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই, উভয়েই অভিন্ন। পৃথিবী ও অন্ন ভোজ্য অর্থাৎ ভোগোপকরণ বলিয়া তাহাদের সহিত এই অগ্নি ও আদিত্যের সম্বন্ধ জানিবে ॥ ১ ॥

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে, অপহতে পাপকৃত্যাং, লোকীভবতি, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে, উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে॥২॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য একাদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি ইহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপকার্য্যকে বিনষ্ট করে অর্থাৎ তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি লোকী হয় অর্থাৎ অগ্নিলোকে গমন করিয়া সেই লোকে বাস করে। সম্পূর্ণ আয়ুঃ লাভ করে, অতি উজ্জ্বলভাবে অর্থাৎ যশস্বী হইয়া জীবিত থাকে। ইহার অধস্তন পুরুষসমূহ অর্থাৎ পুত্র-পৌত্রাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আমরা অর্থাৎ অগ্নিসমূহ ইহলোকে ও পরলোকে সেই উপাসককে উপভোগ করি অর্থাৎ রক্ষা করি। যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করে, তাহার উক্তরূপ ফললাভ হয়॥২॥

চতুর্থপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স যঃ কশ্চিদেবং যথোক্তং গার্হপত্যমগ্নিমন্নান্নাদত্বেন চতুর্ধা প্রবিভক্তমুপাস্তে, সোঽপহতে বিনাশয়তি পাপকৃত্যাং পাপং কর্ম্ম। লোকী লোকবাংশ্চ অস্মদীয়েন লোকেনাগ্নেয়েন তদ্বান্ ভবতি, যথা বয়ম্। ইহ চ লোকে সর্ব্বং বর্ষশতমায়ুরেতি প্রাপ্নোতি। জ্যোগুজ্জ্বলং জীবতি, নাপ্রখ্যাত ইত্যেতৎ। ন চাস্যাবরাশ্চ তে পুরুষাশ্চাস্য বিদুষঃ সন্ততিজা ইত্যর্থঃ, ন ক্ষীয়ন্তে সন্তত্যুচ্ছেদো ন ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তং বয়মুপভুঞ্জামঃ পালয়ামোঽস্মিংশ্চ পর লোকে জীবন্তমমুষ্মিংশ্চ লোকে। য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে যথোক্তং, তস্যৈতৎ ফলমিত্যর্থঃ। ২ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ। ১১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি উক্তরূপভাবে গার্হপত্য অগ্নিকে অন্ন ও অন্নাদরূপে চারিভাগে বিভক্ত জানিয়া উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপকর্ম্মকে বিনষ্ট করে। লোকী অর্থাৎ আমাদের ন্যায় অগ্নিলোকে বাস করিয়া সেই লোকের অধিবাসী হয়। এই জগতে সম্পূর্ণ শতবৎসর আয়ুলাভ করে ও উজ্জ্বলভাবে অর্থাৎ লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া জীবিত থাকে। এই জ্ঞানী উপাসকের সন্তানগণ কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ তাহার বংশ লোপ হয় না। আরও দেখ, সেই উপাসকের জীবিতাবস্থায় ইহলোকে ও পরলোকেও আমরা তাহাকে উপভোগ অর্থাৎ পালন করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করে, তাহার উক্তরূপ ফললাভ হয়॥ ২ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থপ্রপাঠকে

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

অথ হৈনমন্বাহার্য্যপচনোঽনুশশাস, আপো দিশো নক্ষত্রাণি চন্দ্রমা ইতি। য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে, সোঽহমস্মি, স এবাহমস্মীতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর অন্বাহার্য্য পচন নামক অগ্নি অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি উপকোসলকে উপদেশ দিয়াছিলেন—জলসমূহ, দিক্‌সমূহ, নক্ষত্রসমূহ ও চন্দ্র, এই চারিটি আমার শরীরবিশেষ। চন্দ্রলোকে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই আমি এবং আমিই তাহা অর্থাৎ আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই, উভয়েই এক ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ হৈনমন্বাহার্য্যপচনোঽনুশশাস দক্ষিণাগ্নিঃ,—আপো দিশো নক্ষত্রাণি চন্দ্রমা ইত্যেতা মম চতস্রস্তনবঃ, চতুর্দ্ধা অহমন্বাহার্য্যপচনে আত্মানং প্রবিভজ্যাবস্থিতঃ। তত্র য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে, সোঽহমস্মি, স এবাহমস্মীতি পূর্ব্ববৎ। অন্নসম্বন্ধাজ্জ্যোতিষ্ট্বসামান্যাচ্চান্বাহার্য্যপচন-চন্দ্রমসোরেকত্বং দক্ষিণদিক্‌সম্বন্ধাচ্চ। অপাং নক্ষত্রাণাঞ্চ পূর্ব্ববদন্নত্বেনৈব সম্বন্ধঃ, নক্ষত্রাণাং চন্দ্রমসো ভোগ্যত্বপ্রসিদ্ধেঃ; অপামন্নোৎপাদকত্বাদন্নত্বং দক্ষিণাগ্নেঃ, পৃথিবীবদ্গার্হপত্যস্য। সমানমন্যৎ ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—গার্হপত্য অগ্নি উপদেশ দিলে তাহার পর অন্বাহার্য্য-পচন নামক অগ্নি অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি ব্রহ্মচারী উপকোসলকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। জলসমূহ, দশ দিক্, নক্ষত্রমণ্ডলী ও চন্দ্র এই চারিটি আমার তনু অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশেষ। আমি নিজেকে এই চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়া অন্নাহার্য্য পচনস্বরূপে অবস্থান করিতেছি। তাহার মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, তাহা আমিই এবং তাহাই হইতেছি আমিই। ইহার ভাবার্থ পূর্ব্ব-খণ্ডোক্ত শ্রুতির অনুরূপ। অন্নপাকরূপ সম্বন্ধ, জ্যোতির্ম্ময়ত্ব ও দক্ষিণদিকের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ অন্বাহার্য্যপচন অগ্নি ও চন্দ্রমা উভয়েই অভিন্ন। (তাৎপর্য্য এই যে—অন্বাহার্য্যপচন নামক অগ্নি অন্নপাকার্থেই ব্যবহৃত হয়, আর চন্দ্রও তাঁহার অমৃতস্রাবী কিরণসমূহ দ্বারা ব্রীহিযবাদি ধান্যশস্যসমূহের পরিপক্কতা সম্পাদন করেন, অন্বাহার্য্যপচন ও চন্দ্রকে অন্নপাচক বলা হইয়াছে ও এই কার্য্যগত সাদৃশ্যবশতঃ উভয়কেই এক বলা হইয়াছে) পূর্ব্বের ন্যায় জলসমূহ ও নক্ষত্রসমূহের অন্নত্ব হিসাবেই সম্বন্ধ, কারণ, নক্ষত্রসমূহ

যে চন্দ্রের ভোগ্য, ইহা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ এবং সকলেই ইহা জানে। পৃথিবী যেরূপ গার্হপত্য অগ্নির অন্ন, সেইরূপ জলসমূহ দক্ষিণাগ্নির অন্নস্বরূপ, কারণ, জলসমূহই অন্নের উৎপাদক। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ১ ॥

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে, অপহতে পাপকৃত্যাং, লোকী ভবতি, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে, উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ, য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই দক্ষিণাগ্নিকে এইরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত পাপকর্ম্মকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন। তিনি লোকী হন অর্থাৎ উপাসনাপ্রভাবে অগ্নিলোকে গমন করিয়া অগ্নিসমূহের সহিত একত্র বাস করিতে সমর্থ হ'ন। পূর্ণ শতবৎসর আয়ুর্লাভ করেন ও অতিযশস্বী হইয়া লোকসমাজে খ্যাতি লাভ করেন। ইঁহার পরবর্ত্তী বংশীয় অর্থাৎ পুত্র-পৌত্রাদি কেহ কখন বিনষ্ট হয় না। ইহলোকে এবং পরলোকেও আমরা এই উপাসককে উপভোগ অর্থাৎ রক্ষা করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি এই দক্ষিণাগ্নিকে উক্তরূপ গুণ-বিশিষ্ট জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার এই সমস্ত ফল লাভ হয় ॥ ২ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বের ন্যায় বলিয়া ইহার কোন ভাষ্য নাই, কাযেই ভাষ্যানুবাদও নাই ॥ ২ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

অথ হৈনমাহবনীয়োঽনুশশাস, প্রাণ আকাশো দ্যৌর্বিদ্যুদিতি, য এষ বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে, সোঽহমস্মি, স এবাহমস্মীতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর আহবনীয় অগ্নি উপকোসলকে উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক ও বিদ্যুৎ এই চারিটি আমার অবয়ব। বিদ্যুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা আমি এবং আমিই তাহা ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ হৈনমাহবনীয়োঽনুশশাস, প্রাণ আকাশো দ্যৌর্বিদ্যুৎ ইতি মমাপ্যেতাশ্চতস্রস্তনবঃ। য এষ বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে, সোঽহমস্মীত্যাদি পূর্ব্ববৎ সামান্যাৎ। দিবাকাশয়োঃ স্বাশ্রয়ত্বাদ্বিদ্যুদাহবনীয়য়োর্ভোগ্যত্বেনৈব সম্বন্ধঃ। সমানমন্যৎ ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অন্বাহার্য্যপচন অগ্নির উপদেশ প্রদানানন্তর আহবনীয় অগ্নি অর্থাৎ যে অগ্নিতে হোম করা যায়—সেই অগ্নি উপকোসলকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক ও বিদ্যুৎ এই চারিটি আমার মূর্ত্তিবিশেষ। বিদ্যুতের মধ্যে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই আমি ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। দ্যুলোক ও আকাশ বিদ্যুৎ ও আহবনীয় অগ্নির আশ্রয়স্বরূপ, এ জন্য ভোগ্যত্বহেতুকই উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেরই তুল্য ॥ ১ ॥

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে, অপহতে পাপকৃত্যাং, লোকী ভবতি, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে, উপবয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ, য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি এই আহবনীয় অগ্নিকে উক্তরূপে অবগত হইয়া উপাসনা করে, সে সমস্ত পাপকর্ম্মকে বিনষ্ট করে অর্থাৎ তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। অগ্নিলোক লাভ করে। সম্পূর্ণ আয়ু অর্থাৎ শত বৎসর আয়ু

লাভ করে। লোকসমাজে বিখ্যাত ও যশস্বী হয়। ইহার অধস্তনবংশীয় কেহ অকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই আমরা সেই উপাসককে রক্ষা করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে এইরূপ গুণসম্পন্ন জানিয়া উপাসনা করে, তাহার এই সমস্ত ফল লাভ হয় ॥ ২ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ইহার ভাষ্যও পূর্ব্বানুরূপ বলিয়া আর পৃথক্ ভাষ্য বা ভাষ্যানুবাদ নাই ॥ ২ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

উপা·,
হন অ·
বাস করি·
লোকসমা·
কেহ কথন
উপভোগ অ·
বিশিষ্ট জানিয়া উ

সংক্ষিপ্ত-ভ
নাই, কাযেই ভাষ্যানু
চতুর্থ·

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ

তে হোচুঃ, উপকোসলৈষা সোম্য ! তেঽস্মদ্বিদ্যাঽঽত্মবিদ্যা চ, আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তেতি। আজগাম হাস্যাচার্য্যঃ, তমাচার্য্যোঽভ্যুবাদোপকোসল ! ৩ ইতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—সেই অগ্নিত্রয় বলিয়াছিলেন, হে সোম্য উপকোসল ! তোমাকে যাহা বলা হইল, তাহা আমাদিগের বিদ্যা অর্থাৎ অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যাও বটে। তোমার আচার্য্য তোমাকে গতি অর্থাৎ বিদ্যার ফলপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিবেন। পরে আচার্য্য প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন ও উপকোসলকে বলিয়াছিলেন, হে উপকোসল ! ৩ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তে পুনঃ সম্ভূয়োচুর্হ, উপকোসল ! ৩ এষা সোম্য ! তে তব অস্মদ্বিদ্যা অগ্নিবিদ্যেত্যর্থঃ, আত্মবিদ্যা পূর্ব্বোক্তা "প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইতি চ। আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা বিদ্যাফলপ্রাপ্তয়ে, ইতি উক্ত্বা উপরেমুরগ্নয়ঃ। আজগাম হাস্যাচার্য্যঃ কালেন। তঞ্চ শিষ্যমাচার্য্যোঽভ্যুবাদ—উপকোসল ! ৩ ইতি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই অগ্নিত্রয় একসঙ্গেই পুনরায় বলিয়াছিলেন—হে প্রিয়দর্শন উপকোসল ! তোমাকে যে বিদ্যার উপদেশ দেওয়া হইল, ইহাই আমাদিগের বিদ্যা অর্থাৎ অগ্নিবিদ্যা এবং আত্মবিদ্যা অর্থাৎ পূর্ব্বে যে "প্রাণই ব্রহ্ম, কই ব্রহ্ম, খই ব্রহ্ম" ইত্যাদি বলা হইয়াছে, সেই আত্মবিদ্যাও বটে। কিন্তু আচার্য্যই বিদ্যার ফলপ্রাপ্তির গতি অর্থাৎ ফললাভের উপায় তোমাকে বলিয়া দিবেন, এই কথা বলিয়া অগ্নিত্রয় উপরত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। অনন্তর যথাসময়ে উপকোসলের আচার্য্য প্রবাস হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন এবং শিষ্য উপকোসলকে 'উপকোসল !' ৩ এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

ভগবঃ ! ইতি হ প্রতিশুশ্রাব। ব্রহ্মবিদ ইব সোম্য ! তে মুখং ভাতি, কো নু ত্বাঽনুশশাসেতি ? কো নু মাঽনুশিষ্যাদ্ভোঃ ! ইতি হাপেব নিহ্নুতে, ইমে নূনমীদৃশা অন্যাদৃশা ইতি হাগ্নীনভ্যূদে, কিং নু সোম্য ! কিল তেঽবোচন্ ? ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—উপকোসল 'ভগবন্ !' এই বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন।

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে সোম্য! ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মুখের দীপ্তি যেরূপ হয়, তোমার মুখ সেইরূপই দীপ্তি পাইতেছে, অতএব কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে? উপকোসল বলিয়াছিলেন—হে ভগবন্! কে আমাকে উপদেশ দিবে? এই কথা বলিয়া যেন কিছু গোপন করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে—কথায় না বলিয়া অঙ্গুলীনির্দ্দেশে অগ্নিত্রয়কে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই এই অগ্নিত্রয় আমাকে কিছু উপদেশ দিয়াছেন, কারণ, ইঁহারা পূর্ব্বে অন্যরূপ ছিলেন, কিন্তু এখন যেন ভয়বশতঃ ইঁহাদিগকে অন্যরূপ অর্থাৎ মলিন দেখাইতেছে। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে সোম্য! এই অগ্নিত্রয় তোমাকে কি উপদেশ দিয়াছেন? ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ভগবঃ! ইতি হ প্রতিশুশ্রাব। ব্রহ্মবিদ ইব সোম্য! তে মুখং প্রসন্নং ভাতি, কো নু ত্বা অনুশশাস? ইত্যুক্তঃ প্রত্যাহ, কো নু মা অনুশিষ্যাদনুশাসনং কুর্য্যাৎ? ভো ভগবন্! ত্বয়ি প্রোষিতে, ইতীহ অপ ইব নিহ্নুতেঽপনিহ্নুতে ইবেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ; ন চ অপনিহ্নুতে ন চ যথাবদগ্নিভিরুক্তং ব্রবীতীত্যভিপ্রায়ঃ। কথম্? ইমে অগ্নয়ো ময়া পরিচরিতা উক্তবন্তো নূনং, যতস্ত্বাং দৃষ্ট্বা বেপমানা ইবেদৃশা দৃশ্যন্তে, পূর্ব্বমন্যাদৃশাঃ সন্তঃ, ইতীহ অগ্নীনভ্যূদেঽভ্যুক্তবান্ কাকা অগ্নীন্ দর্শয়ন্। কিং নু সোম্য! কিল তে তুভ্যমবোচন্নগ্নয়ঃ ইতি পৃষ্টঃ ইত্যেবম্— ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'ভগবন্!' এইরূপ বলিয়া উপকোসল প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের মুখ যেমন প্রসন্নভাবে দীপ্তি পায়, হে সোম্য! তোমার মুখও সেইরূপই প্রসন্ন বলিয়া প্রতীত হইতেছে, অতএব কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে? গুরু কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া উপকোসল বলিয়াছিলেন—হে ভগবন্! আপনি প্রবাসে গমন করার পর কে আমাকে উপদেশ দান করিবে? এইরূপ বলিয়া তিনি এ বিষয়টি যেন গোপন করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি কিছু গোপন করেন নাই, তবে অগ্নিত্রয় তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই বিষয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায়। কি ভাবে বলিয়াছিলেন? তাহার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—এই অগ্নিত্রয় আমার পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়াই বলিয়াছিলেন; যে হেতু, ইঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে, ইঁহারা যেন আপনাকে দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইতেছেন; পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিলেন না, অন্যরূপ অর্থাৎ বেশ প্রসন্নভাবেই ছিলেন, এইরূপে কাকু অর্থাৎ বিকৃতস্বরে অগ্নিত্রয়কে দেখাইয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে সোম্য! অগ্নিত্রয় তোমাকে কোন্ বিষয়ে বলিয়াছেন? উপকোসল গুরুকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া—॥ ২ ॥

ইদমিতি হ প্রতিজজ্ঞে। লোকান্ বাব কিল সোম্য। তেঽবোচন্, অহন্তু তে তদ্‌বক্ষ্যামি, যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে ইতি। ব্রবীতু মে ভগবানিতি। তস্মৈ হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—উপকোসল অগ্নিত্রয়-প্রদত্ত উপদেশের কিয়দংশের উল্লেখ করিয়া 'ইদম্' অর্থাৎ 'এই মাত্র' তাঁহারা আমাকে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। আচার্য্য বলিয়াছিলেন—হে সোম্য! তাঁহারা তোমাকে নিশ্চয়ই লোক অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি লোক বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন, আমি কিন্তু তোমাকে সেই ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিব। পদ্মপত্রে যেমন জল সংশ্লিষ্ট হয় না অর্থাৎ পদ্মপত্রের গায়ে যেমন লাগিয়া থাকে না, সেইরূপ এই ব্রহ্মবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিতে পাপকর্ম্ম কখন সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি কখন পাপকর্ম্ম দ্বারা আক্রান্ত হন না অর্থাৎ তিনি পাপকার্য্য করিতেই পারেন না। উপকোসল বলিয়াছিলেন—ভগবান্ আপনি আমাকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিন। আচার্য্য তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদমুক্তবন্তঃ, ইত্যেবং হ প্রতিজজ্ঞে প্রতিজ্ঞাতবান্ প্রতীকমাত্রং কিঞ্চিৎ, ন সর্ব্বং যথোক্তমগ্নিভিরুক্তমবোচৎ। অত আহ আচার্য্যঃ,—লোকান্ বাব পৃথিব্যাদীন্ হে সোম্য! কিল তেঽবোচন্, ন ব্রহ্ম সাকল্যেন। অহন্তু তে তুভ্যং তদ্‌ব্রহ্ম—যদিচ্ছসি ত্বং শ্রোতুং বক্ষ্যামি, শৃণু তস্য ময়োচ্যমানস্য ব্রহ্মণো জ্ঞানমাহাত্ম্যং, যথা পুষ্করপলাশে পদ্মপত্রে আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবং যথা বক্ষ্যামি ব্রহ্ম এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে ন সম্বধ্যতে ইতি। এবমুক্তবত্যাচার্য্যে আহোপকোসলঃ,—ব্রবীতু মে ভগবানিতি। তস্মৈ হোবাচাচার্য্যঃ ॥ ৩ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে চতুর্দ্দশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অগ্নিত্রয় এইমাত্র বলিয়াছেন, এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন অর্থাৎ অগ্নিত্রয় যাহা বলিয়াছিলেন, সে বিষয়ে উপকোসল সমস্তই বলেন নাই, তাঁহাদের উপদেশের প্রতীক অর্থাৎ কিয়দংশমাত্রের উল্লেখ করিয়াছিলেন, যথাযথভাবে সবটাই প্রকাশ করেন নাই। অগ্নিত্রয় সম্পূর্ণ উপদেশ দেন নাই অবগত হইয়া আচার্য্য বলিয়াছিলেন—হে সোম্য! তাঁহারা নিশ্চয়ই

তোমাকে পৃথিবী প্রভৃতি লোকবিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্ম-বিষয়ে দেন নাই। তুমি যাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমি তোমাকে সেই ব্রহ্মবিষয়েই উপদেশ দিব। সেই ব্রহ্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর, পদ্মপত্রে জল যেমন সংস্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ আমি যে ভাবে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিব, সেই ভাবে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিতে পাপ কখন সংশ্লিষ্ট বা সম্বদ্ধ হয় না অর্থাৎ পাপ তাহাকে কখন আক্রমণ করিতে পারে না। আচার্য্য এইরূপ বলিলে উপকোসল বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন। আচার্য্য তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থপ্রপাঠকে

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ

য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদমৃতম্, অভয়ম্, এতদ্ব্রহ্মেতি। তদযদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্বোদকং বা সিঞ্চতি, বর্ত্মনী এব গচ্ছতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, ইনিই অভয় ও ইনিই ব্রহ্ম, আচার্য্য এইরূপ বলিয়াছিলেন। এই জন্যই যদি কেহ এই চক্ষুতে জল কিংবা ঘৃত নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে ঐ জল বা ঘৃত বর্ত্ম অর্থাৎ পক্ষ্ম বা নেত্রলোমে গমন করে অর্থাৎ চক্ষুর মধ্যে যাইতে পারে না, চক্ষুর রোমে (ভোঁয়ায়) আটকাইয়া যায় ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে নিবৃত্তচক্ষুর্ভির্ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধনসম্পন্নৈঃ শান্তৈর্ব্বিবেকিভিঃ, "দৃষ্টেদ্র্রষ্টা চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাৎ। নম্বগ্নিভিরুক্তং বিতথং, যতঃ "আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" ইতি গতিমাত্রস্য বক্তেত্যবোচন্, ভবিষ্যদ্বিষয়াপরিজ্ঞানঞ্চাগ্নীনাম্। নৈষ দোষঃ, সুখাকাশস্যৈবাক্ষিণি 'দৃশ্যতে' ইতি দ্রষ্টুরনুবাদাৎ। এষ আত্মা প্রাণিনামিতি হোবাচ এবমুক্তবান্। এতৎ যদেবাত্মতত্ত্বমবোচাম, এতদমৃতমমরণধর্ম্মি অবিনাশি, অত এবাভয়ং, যস্য হি বিনাশাশঙ্কা, তস্য ভয়োপপত্তিঃ, তদভাবাদভয়ম্, অত এব এতদ্ব্রহ্ম বৃহদনন্তমিতি। কিঞ্চ, অস্য ব্রহ্মণোঽক্ষিপুরুষস্য মাহাত্ম্যং, তত্তত্র পুরুষস্য স্থানেঽক্ষিণি যদ্যপি অস্মিন্ সর্পির্ব্বা উদকং বা সিঞ্চতি, বর্ত্মনী এব গচ্ছতি পক্ষ্মাবেব গচ্ছতি, ন চক্ষুষা সম্বধ্যতে, পদ্মপত্রেণেবোদকম্। স্থানস্যাপ্যেতন্মাহাত্ম্যং, কিং পুনঃ স্থানিনোঽক্ষিপুরুষস্য নিরঞ্জনত্বং বক্তব্যম্? ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আচার্য্য বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধন-বিশিষ্ট, শান্তপ্রকৃতি এবং নিবৃত্তচক্ষুর অর্থাৎ যাঁহাদের দৃষ্টি বাহ্যিক বিষয়ে অনাসক্ত অতএব অন্তশ্চক্ষুঃসম্পন্ন বিবেকিব্যক্তিগণ চক্ষুর্মধ্যে এই যে পুরুষকে দর্শন করেন, এবং "চক্ষুরও চক্ষুঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তর হইতে যাঁহাকে "দৃষ্টিরও দ্রষ্টা" বলিয়া জানা যায়, ইনিই প্রাণিসমূহের আত্মা, আচার্য্য এইরূপ বলিয়া পুনরায় বলিয়াছিলেন, এই যাঁহাকে আত্মতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, ইহাই অমৃত অর্থাৎ অমরণধর্ম্মি অর্থাৎ অবিনাশি, ইঁহার কখন মৃত্যু বা বিনাশ নাই, এই জন্যই ইহা অভয়, যাহার বিনাশ হইবার আশঙ্কা আছে, তাহারই ভয় হওয়ার সম্ভাবনা, যাহার সে ভয় নাই, তাহাই অভয় অর্থ ভয়শূন্য, এবং এই জন্যই ইহা ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহৎ বা অনন্ত। এ স্থানে প্রশ্ন

হইতে পারে, অগ্নিত্রয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা, কারণ, তাঁহারা বলিয়াছেন, 'আচার্য্যই তোমাকে গতি বিষয়ে উপদেশ দিবেন' এই কথা দ্বারা তাঁহারা আচার্য্যকে গতিমাত্রেরই অর্থাৎ গন্তব্যপথেরই বক্তা বা উপদেষ্টা এইরূপ বলিয়াছেন, এবং তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বিষয়েও অজ্ঞতা প্রতিপন্ন হইতেছে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ উক্তি দোষাবহ নহে, কারণ, অগ্নিত্রয় যে সুখাকাশ অর্থাৎ সুখস্বরূপ আকাশের উপদেশ দিয়াছেন, এ স্থানে 'অক্ষিমধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন' এই উক্তি দ্বারা কেবল তাহারই দ্রষ্টার অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুক্তি করা হইয়াছে মাত্র। আরও, এই ব্রহ্মস্বরূপ অক্ষিপুরুষের মাহাত্ম্য এই যে, পুরুষের অধিষ্ঠানস্বরূপ এই চক্ষুতে যদি কেহ ঘৃত বা জল সিঞ্চন করে, তাহা হইলে সেই ঘৃত অথবা জল চক্ষুর পক্ষ্ম অর্থাৎ লোমেতেই (চোখের পাতায় যে ভোঁয়া আছে, তাহাকে পক্ষ্ম বলে) গমন করে, অর্থাৎ নেত্রলোম দ্বারাই তাহারা বাধা প্রাপ্ত হয়, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব পদ্মপত্রে যেমন জল সংস্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ঐ ঘৃত বা জল চক্ষুতে সম্বন্ধযুক্ত হয় না অর্থাৎ চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পীড়া দিতে পারে না। (কেহ কেহ পক্ষ্ম শব্দে চক্ষুর কোণ বলিয়াছেন। কিন্তু পক্ষ্ম শব্দে নেত্রলোম, ইহাই কোষকারদিগের অভিমত) উক্তরূপ উক্তির তাৎপর্য্য এই যে— অক্ষিপুরুষের অধিষ্ঠান স্থানেরই যখন এইরূপ মাহাত্ম্য, তখন স্থানী অর্থাৎ সেই স্থানের অধিষ্ঠাতা যে অক্ষিপুরুষ, তিনি যে নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্লিপ্ত, এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্যমাত্র ॥ ১ ॥

এতꣳ সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে, এতꣳ হি সর্ব্বাণি বামান্যভি-সংযন্তি, সর্ব্বাণ্যেনং বামান্যভিসংযন্তি, য এবং বেদ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—জ্ঞানিগণ এই অক্ষিপুরুষকে "সংযদ্বাম" এই নামে অভিহিত করেন, কারণ, সমস্ত বাম অর্থাৎ সুন্দর অর্থাৎ প্রশস্ত ও পবিত্র কর্ম্মসমূহ এই অক্ষিপুরুষকেই বিশেষভাবে আশ্রয় করে। যে ব্যক্তি এই বিষয় জানেন, জগতের সমস্ত প্রশস্ত ও পবিত্র কর্ম্মসমূহ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এতং যথোক্তং পুরুষং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে। কস্মাৎ? যস্মাদেতং সর্ব্বাণি বামানি বননীয়ানি সম্ভজনীয়ানি শোভনানি অভিসংযন্তি অভি-সংগচ্ছন্তি, ইত্যতঃ সংযদ্বামঃ। তথৈবংবিদমেনং সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি, য এবং বেদ ॥২॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—জ্ঞানী ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্ত এই অক্ষি-পুরুষকে "সংযদ্বাম" এই নামে অভিহিত করেন। কি জন্য ঐ নামে অভিহিত করেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যে হেতু, সমস্ত বাম অর্থাৎ সম্ভজনীয় অর্থাৎ

প্রার্থনীয় শোভন কর্ম্মসমূহ এই অক্ষিপুরুষকে অভিগমন করে অর্থাৎ একান্তভাবে ইঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, এই জন্যই ইঁহাকে "সংযদ্বাম" বলা হয়। যিনি ইঁহাকে এইরূপ ভাবে জানেন, এতদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ সেই ব্যক্তিকেও সমস্ত বাম অর্থাৎ শোভন বা প্রশস্ত ও পবিত্র কর্ম্মসমূহ আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

এষ উ এব বামনীঃ, এষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি, সর্ব্বাণি বামানি নয়তি য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—এই অক্ষিপুরুষই আবার "বামনী" নামেও অভিহিত হন, কারণ, ইনিই সকলকে বাম অর্থাৎ সুন্দর বা পবিত্র কর্ম্মে প্রাপ্ত করান অর্থাৎ প্রবৃত্তি দেন। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে জানেন, তিনিও সকলকে বাম অর্থাৎ প্রশস্ত ও পবিত্র কর্ম্মে মতিদান করেন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এষ উ এব বামনীঃ, যস্মাৎ এষ হি সর্ব্বাণি বামানি পুণ্য-কর্ম্মফলানি পুণ্যানুরূপং প্রাণিভ্যো নয়তি প্রাপয়তি বহতি চাত্মধর্ম্মত্বেন। বিদুষঃ ফলং—সর্ব্বাণি বামানি নয়তি, য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই অক্ষিপুরুষই "বামনী" নামেও অভি-হিত হন, যে হেতু, ইনিই সমস্ত 'বাম' অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মের ফলসমূহ পুণ্যের অনুরূপ ভাবে প্রাণীদিগকে প্রাপ্ত করান অর্থাৎ যে যেরূপ পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাকে তদনুযায়ী ফল প্রদান করেন এবং আপনার ধর্ম্মরূপে বহনও করেন। এই বিষয়ে অভিজ্ঞতার ফল বলিতেছেন—যিনি এই বিষয় জানেন, তিনিও সমস্ত বাম অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মের ফল অপরকে প্রাপ্ত করান ॥ ৩ ॥

এষ উ এব ভামনীঃ, এষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি, সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—এই অক্ষিপুরুষই "ভামনী" নামেও অভিহিত হন, কারণ, ইনিও সমস্ত লোকে দীপ্তি পাইতেছেন। যিনি এই বিষয় জানেন, তিনি স্বয়ংও সর্ব্বলোকেই দীপ্তি লাভ করেন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এষ উ এব ভামনীঃ, এষ হি যস্মাৎ সর্ব্বেষু লোকেষাদিত্য-চন্দ্রাগ্ন্যাদিরূপৈর্ভাতি দীপ্যতে, "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি শ্রুতেঃ; অতো ভামানি নয়তীতি ভামনীঃ। য এবং বেদ, অসাবপি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ইনিই আবার "ভামনী" নামেও অভি-হিত হন, কারণ, সমস্ত অর্থাৎ সূর্য্য-চন্দ্রাদি লোকে ইনিই সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি প্রভৃতিরূপে

দীপ্তি পাইতেছেন, "তাঁহার প্রভাতেই এই সমস্ত দীপ্তি পাইতেছে" এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। অতএব ভাম অর্থাৎ দীপ্তিসমূহকে প্রাপ্ত করান বলিয়াই ইঁহার নাম "ভামনী"। যিনি এই বিষয় জানেন, তিনিও সমস্ত লোকেই দীপ্তি পান॥ ৪॥

অথ যদু চৈবাস্মিঞ্ছব্যং কুর্ব্বন্তি, যদি চ ন, অর্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঽহঃ, অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্, আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্, মাসেভ্যঃ সংবৎসরং, সংবৎসরাদাদিত্যম্, আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং, চন্দ্রমসো বিদ্যুতং, তৎপুরুষোঽমানবঃ, স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি; এষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ, এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে॥ ৫॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সম্প্রতি এই বিদ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তির ফল বলিতেছেন—এই বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মীয়গণ যদি শব্য অর্থাৎ দাহাদি ক্রিয়া করেন অথবা না-ও করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা অর্চ্চিকে অর্থাৎ অর্চ্চিরভিমানিনী যে দেবতা—তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। অর্চ্চিঃ হইতে অহঃ, অহঃ হইতে আপূর্য্যমাণ অর্থাৎ শুক্লপক্ষ, সূর্য্য যে ছয়মাস উত্তরদিকে গমন করেন, আপূর্য্যমাণ পক্ষ হইতে সেই উত্তরায়ণ ছয় মাস, সেই উত্তরায়ণ ছয় মাস হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হন। তদনন্তর প্রসিদ্ধ অমানব অর্থাৎ দিব্য পুরুষ বিদ্যুল্লোকে আসিয়া তত্রত্য সেই অক্ষিপুরুষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, ইহাই দেবপথ ও ব্রহ্মপথ, এই পথের দ্বারা যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা এই মানব আবর্ত্তে অর্থাৎ সংসারসাগরে পুনরায় আবর্ত্তন করেন না অর্থাৎ ফিরিয়া আসেন না অর্থাৎ তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ৫॥

চতুর্থপ্রপাঠকের পঞ্চদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথেদানীং যথোক্তব্রহ্মবিদো গতিরুচ্যতে, যৎ যদি উ চ এব অস্মিন্নেবংবিদি শব্যং শবকর্ম্ম মৃতে কুর্ব্বন্তি, যদি চ ন কুর্ব্বন্তি ঋত্বিজঃ, সর্ব্বথাঽপ্যেবংবিৎ তেন শবকর্ম্মণা অকৃতেনাপি প্রতিবদ্ধো ন ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীতি ন, ন চ কৃতেন শবকর্ম্মণা অস্য কশ্চনাভ্যধিকো লোকঃ, "ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। শবকর্ম্মণ্যনাদরং দর্শয়ন্ বিদ্যাং স্তৌতি, ন পুনঃ শবকর্ম্ম এবংবিদো ন কর্ত্তব্যমিতি। অক্রিয়মাণে হি শবকর্ম্মণি কর্ম্মণাং ফলারম্ভে প্রতিবন্ধঃ কশ্চিদনুমীয়তে অন্যত্র; যত ইহ বিদ্যাফলারম্ভকালে শবকর্ম্ম

স্থাত্মা ন বেত্তি বিত্তাবতোঽপ্রতিবন্ধেন ফলারম্ভং দর্শয়তি। যে সুখাকাশমক্ষিস্থং সংযদ্বামো বামনীর্ভামনীরিত্যেবংগুণমুপাসতে প্রাণসহিতামগ্নিবিদ্যাং চ, তেষামন্ত্যং কর্ম্ম ভবতু মা বা ভূৎ, সর্ব্বথাঽপি তেঽর্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিরভিমানিনীং দেবতামভিসম্ভবন্তি প্রতিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ। অর্চ্চিষোঽর্চ্চির্দ্দেবতায়াঃ অহঃ অহরভিমানিনীং দেবতাম্, অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষং শুক্লপক্ষদেবতাম্, অপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসান্ উদঙ্ উত্তরাং দিশমেতি সবিতা, তান্মাসানুত্তরায়ণদেবতাং, তেভ্যো মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরদেবতাং, ততঃ সংবৎসারাদাদিত্যম্, আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং, চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্। তত্তত্রস্থান্ তান্ পুরুষঃ কশ্চিৎ ব্রহ্মলোকাদেত্য অমানবো মানব্যাং সৃষ্টৌ ভবো মানবঃ, ন মানবঃ অমানবঃ, স পুরুষ এতান্ ব্রহ্ম সত্যলোকস্থং গময়তি, গন্তৃ-গন্তব্য-গময়িতৃত্বব্যপদেশেভ্যঃ, সন্মাত্রব্রহ্মপ্রাপ্তৌ তদনুপপত্তেঃ; "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি হি তত্র বক্ষ্যং স্যাষ্যম্। সর্ব্বভেদনিরাসেন সন্মাত্রপ্রতিপত্তিং বক্ষ্যতি। ন চাদৃষ্টো মার্গো গমনায়োপতিষ্ঠতে, "স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। এষ দেবপথো দেবৈরর্চ্চিরাদিভির্গময়িতৃত্বেনাধিকৃতৈরুপলক্ষিতঃ পন্থা দেবপথ উচ্যতে। ব্রহ্ম গন্তব্যং, তেন চোপলক্ষিত ইতি ব্রহ্মপথঃ। এতেন প্রতিপদ্যমানা গচ্ছন্তো ব্রহ্ম, ইমং মানবং মনুসম্বন্ধিনং মনোঃ সৃষ্টিলক্ষণমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে, আবর্ত্তন্তেঽস্মিন্ জনন-মরণপ্রবন্ধচক্রারূঢ়া ঘটীযন্ত্রবৎ পুনঃ পুনরিত্যাবর্ত্তঃ, তং ন প্রতিপদ্যন্তে। নাবর্ত্তন্তে ইতি দ্বিরুক্তিঃ সফলায়া বিদ্যায়াঃ পরিসমাপ্তিপ্রদর্শনার্থা ॥ ৫ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে পঞ্চদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির গতি অর্থাৎ ইহলোক হইতে প্রস্থানের মার্গবিষয়ে বলিতেছেন—এই অক্ষিপুরুষবিষয়ক ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পুরোহিতগণ যদি তাঁহার শব্য অর্থাৎ দাহাদিরূপ শবসম্বন্ধী যে সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা উচিত, তাহা যদি সম্পন্ন করেন, অথবা না-ও করেন, সর্ব্বতোভাবেই অর্থাৎ শবকর্ম্ম করা হইলে-ত কথাই নাই, না করা হইলেও তজ্জন্য প্রতিবন্ধকতা বশতঃ তিনি যে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবেন না, তাহা নহে; হউক, না হউক, তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবেই, তাহাতে কোন বাধা ঘটিবে না। এই শবকর্ম্ম যথাযথ সম্পন্ন হইলেই যে তাঁহার বিশেষ কোন উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়, তাহাও নহে, কারণ, অপর কোন শ্রুতিতে আছে, "কর্ম্ম দ্বারা তিনি বৃদ্ধি প্রাপ্তও হন না অথবা হীনও হন না"। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির শবকর্ম্মের প্রতি অনাদর দেখাইয়া বিদ্যারই প্রশংসা করা হইতেছে, শবকর্ম্মের যে আবশ্যকতা নাই, তাহা বলা অভিপ্রেত নহে। এই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের শবকর্ম্ম করা না হইলে, তাহাদিগের কর্ম্মফল-প্রাপ্তি-বিষয়ে কোন একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, ইহা অনুমান করা যায়, কারণ, এই বিদ্যায় ফল বলিবার সময় প্রথমেই বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির

শব-কর্ম্ম করা হউক বা না হউক, তাঁহার ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক ঘটে না। এ স্থানে "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির" উল্লেখ করাতেই বুঝাইতেছে যে, "অব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির" তাহা হয় না অর্থাৎ প্রতিবন্ধক ঘটে। যাঁহারা "সংযদ্বাম" "বামনী" ও "ভামনী" গুণবিশিষ্টরূপে সুখাকাশস্বরূপ অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষের ও প্রাণবিদ্যার সহিত অগ্নিবিদ্যার উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের অন্য কোন কর্ম্ম করা হউক বা না হউক, তাঁহারা নিশ্চয়ই অর্চ্চিকে অর্থাৎ অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতাকে অর্থাৎ জ্যোতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তদনন্তর অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা হইতে অহঃ অর্থাৎ দিবসাভিমানিনী দেবতা, অহরভিমানিনী দেবতা হইতে আপূর্য্যমাণ পক্ষ অর্থাৎ শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, আপূর্য্যমাণ পক্ষ হইতে সূর্য্যদেব যে ছয় মাস উত্তরদিকে গমন করেন, সেই ছয় মাস অর্থাৎ উত্তরায়ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, সেই সমস্ত মাস হইতে সংবৎসর অর্থাৎ সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাকে, অনন্তর সেই সংবৎসর হইতে আদিত্যকে, আদিত্য হইতে চন্দ্রকে, অনন্তর চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ অর্থাৎ বিদ্যুল্লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। অনন্তর ব্রহ্মলোক হইতে কোন অমানব অর্থাৎ যাঁহারা মানবী সৃষ্টিতে উৎপন্ন, তাঁহারাই মানব, যাঁহারা তাহা নহেন, তাঁহারাই অমানব অর্থাৎ দিব্য পুরুষ বিদ্যুল্লোকে আগমন করিয়া বিদ্যুল্লোকে অবস্থিত সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে সত্যলোকে অবস্থিত ব্রহ্মের নিকট লইয়া যান। (তাৎপর্য্য এই যে—এ স্থানে "অর্চ্চিঃ" "অহঃ" প্রভৃতি শব্দে যে কেবল সেই সেই স্থানমাত্রকেই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে, পরন্তু সেই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও বুঝাইবে, এই জন্যই ভাষ্যকার অর্চ্চিঃশব্দে "অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। এরূপ অর্থ করার যুক্তি এই যে—"তৎপুরুষোঽমানবঃ, স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" এ স্থানে "অমানব পুরুষ" এই কথা স্পষ্টই উল্লেখ থাকায় পূর্ব্ববর্ত্তী অর্চ্চিরাদি স্থানেও তত্তল্লোকের পথপ্রদর্শিকা অর্চ্চিরাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এইরূপই অর্থ হওয়া উচিত) সত্যলোকস্থিত ব্রহ্মের নিকট লইয়া যান, এই কথায় গন্তা অর্থাৎ যিনি গমন করেন, গন্তব্য অর্থাৎ যে স্থানে যাইবেন ও গময়িতা অর্থাৎ যিনি লইয়া যাইবেন, এই সমস্তের উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ঐ ব্রহ্ম কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মানামক সৃষ্ট পদার্থ, বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম নহে, সৎ মাত্র অর্থাৎ সৎস্বরূপ বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম হইলে গন্তা গন্তব্য গময়িতা ইহাদের উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ ঐ ব্রহ্ম বলিতে পরব্রহ্ম বুঝাইলে "ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন" অর্থাৎ "ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন", এইরূপ বলাই উচিত হইত। সমস্তরূপ ভেদবুদ্ধি দূরীভূত হইলেই যে সৎস্বরূপ বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করা যায়, ইহা পরে বলিবেন। শ্রুত্যন্তরে

আছে "সেই পরমাত্মা অবিদিত থাকিয়া অর্থাৎ উপাসক যতক্ষণ তাঁহার স্বরূপ জানিতে না পারে, ততক্ষণ তিনি তাহাকে উপভোগ করেন না, অর্থাৎ প্রতিপালন করেন না" এই শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, যে ব্যক্তি অদৃষ্টমার্গ অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়ার উপায়-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সে কখনই গমনের নিমিত্ত উপযুক্ত হইতে পারে না অর্থাৎ গতিবিরহিত মুক্তিসাধনে সমর্থ হয় না। ইহাই দেবপথ অর্থাৎ গময়িতা বা ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার অধিকারে নিযুক্ত অর্চ্চিরাদির অভিমানিনী দেবতাগণের দ্বারা উপলক্ষিত পথ, এই জন্যই ইহাকে 'দেবপথ' বলে, এবং গন্তব্য 'ব্রহ্ম' দ্বারা উপলক্ষিত বা বিশেষিত বলিয়া ইহা 'ব্রহ্মপথ'ও বটে। এই পথের দ্বারা গমন করিয়া যাঁহারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, তাঁহারা আর এই মানব অর্থাৎ মনুসম্বন্ধী বা মনুর সৃষ্টিরূপ আবর্ত্তে অর্থাৎ সংসাররূপ দারুণ ঘূর্ণাবর্ত্তে পুনরায় ফিরিয়া আসেন না। জন্ম-মৃত্যুর অনুবন্ধ-রূপ চক্রারূঢ় ব্যক্তিগণ ঘটীযন্ত্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করে বলিয়া ইহার নাম আবর্ত্ত, সেই আবর্ত্তকে প্রাপ্ত হন না। ফলের সহিত প্রদর্শিত বিদ্যার প্রকরণ এই পর্য্যন্তই শেষ হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত "নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে" এই পদটির দুইবার উক্তি হইয়াছে জানিতে হইবে। ভাবার্থ এই যে,—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মৃত্যুর পর যদি ঋত্বিক্‌গণ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সম্পন্ন করেন অথবা না-ও করেন, তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন বৃদ্ধি বা ক্ষতি নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না করিলেও তাঁহার কোন ক্ষতি হয় না এবং যথাবিধানে শবানুষ্ঠানাদি কার্য্য করিলেও তাঁহার কোন সদ্গতির আশা নাই। (শ্রুত্যন্তরপ্রমাণে দেখা যায় যে, "ব্রহ্মবিজ্ঞানী কোন কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না, কিংবা কোন কর্ম্ম দ্বারা কোন বিষয়ে ন্যূনও থাকেন না।" ব্রহ্মবিদ্যাই ব্রহ্মজ্ঞানীর সর্ব্বকর্ম্মসাধক, সুতরাং যাঁহার ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যুর পর শবানুষ্ঠানাদি কোন কার্য্য না করিলেও ক্ষতি হয় না। যাহাদিগের ব্রহ্মবিজ্ঞান সঞ্জাত হয় নাই, তাহাদিগেরই মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি না করিলে পুণ্যকর্ম্মাদির ফলভোগে অন্তরায় অনুমিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার ফলভোগসময়ে শবানুষ্ঠানাদি কর্ম্ম হউক, আর নাই হউক, ব্রহ্মবিদ্যা-বলেই নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মবিদ্যার ফলভোগ হইতে পারে ॥ ৫ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থপ্রপাঠকে

ষোড়শঃ খণ্ডঃ

এষ হ বৈ যজ্ঞো যোঽয়ং পবতে, এষ হ যন্নিদꣳ সর্ব্বং পুনাতি, যদেষ যন্নিদꣳ সর্ব্বং পুনাতি, তস্মাদেষ এব যজ্ঞঃ, তস্য বাক্ চ মনশ্চ বর্ত্তনী ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনুভূয়মান এই যে পদার্থ সমস্ত বস্তুকে পবিত্র অর্থাৎ বিশোধিত করিতেছে, এই পদার্থ অর্থাৎ বায়ুই যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞস্বরূপ। এই বায়ুই গমন করিতে করিতে এই সমস্ত পদার্থকেই পবিত্র করিতেছে। যে হেতু, এই বায়ু গমন করিতে করিতে এই সমস্তকেই পবিত্র করিতেছে, এই নিমিত্তই ইহা যজ্ঞ বা যজ্ঞস্বরূপ, বাক্য ও মন এই দুইটিই তাহার বর্ত্ত অর্থাৎ পথ বা উপায় ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—রহস্যপ্রকরণে প্রসঙ্গাদারণ্যকত্বসামান্যাচ্চ যজ্ঞে ক্ষতে উৎপন্নে ব্যাহৃতয়ঃ প্রায়শ্চিত্তার্থা বিধাতব্যাঃ। তদভিজ্ঞস্য চ ঋত্বিজো ব্রহ্মণো মৌনমিত্যেত ইদমারভ্যতে। এষ হ বৈ এষ বায়ুর্যোঽয়ং পবতে, অয়ং যজ্ঞঃ। হ বৈ ইতি প্রসিদ্ধার্থাবদ্যোতকৌ নিপাতৌ। বায়ুপ্রতিষ্ঠো হি যজ্ঞঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রুতিষু, "স্বাহা বাতেধাঃ" "অয়ং বৈ যজ্ঞো যোঽয়ং পবতে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। বাত এব হি চলনাত্মকত্বাৎ ক্রিয়াসমবায়ী, "বাত এব যজ্ঞস্যারম্ভকঃ, বাতঃ প্রতিষ্ঠা" ইতি চ শ্রবণাৎ। এষ হ যন্ গচ্ছন্ চলন্নিদং সর্ব্বং জগৎ পুনাতি পাবয়তি শোধয়তি। ন হ্যচলতঃ শুদ্ধিরস্তি। দোষনিরসনং চলতো হি দৃষ্টং, ন স্থিরস্য। যৎ যস্মাচ্চ যন্ এষ ইদং সর্ব্বং পুনাতি, তস্মাদেষ এব যজ্ঞো যৎ পুনাতীতি। তস্যাস্যৈবংবিশিষ্টস্য যজ্ঞস্য বাক্ চ মন্ত্রোচ্চারণে ব্যাপৃতা। মনশ্চ যথাভূতার্থজ্ঞানে ব্যাপৃতম্। তে এতে বাঙ্মনসে বর্ত্তনী মার্গৌ, যাভ্যাং যজ্ঞস্তায়মানঃ প্রবর্ত্ততে, তে বর্ত্তনী, "প্রাণাপানপরিচলনবত্যা হি বাচশ্চিত্তস্য চোত্তরোত্তরক্রমো যৎ যজ্ঞঃ" ইতি হি শ্রুত্যন্তরম্। অতো বাঙ্মনসাভ্যাং যজ্ঞো বর্ত্ততে ইতি বাঙ্মনসে বর্ত্তনী উচ্যতে যজ্ঞস্য ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—গ্রন্থকর্ত্তৃদিগের সাধারণ নিয়ম এই যে, পূর্ব্বোত্তর প্রসঙ্গের সঙ্গতি বজায় রাখিয়া গ্রন্থ রচনা করা বিধেয়, পূর্ব্বপ্রকরণের সহিত সম্বন্ধবিহীন উত্তরপ্রকরণ আরম্ভ কর্ত্তব্য নহে, করিলে অপ্রাসঙ্গিকতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। উপাসনাপ্রকরণে যজ্ঞের উল্লেখ আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিকপক্ষে তাহা অপ্রাসঙ্গিক নহে, ইহা দেখাইবার জন্যই ভাষ্যকার প্রথমেই পূর্ব্বোত্তর গ্রন্থের অসঙ্গতি আশঙ্কা করত প্রসঙ্গক্রমে সেই

অসঙ্গতির পরিহার করিয়া গ্রন্থসঙ্গতি প্রদর্শন করিতেছেন—প্রথমতঃ রহস্যপ্রকরণে প্রসঙ্গবশতঃ অর্থাৎ উপাসনাপ্রকরণে বিদ্যার ফলপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এ স্থানেও প্রসিদ্ধ যজ্ঞফলপ্রাপ্তির পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই পথনির্দ্দেশবিষয়ে উভয়ের সামঞ্জস্য থাকায় সেই প্রসঙ্গে, দ্বিতীয়তঃ আরণ্যকত্বের সহিত সামঞ্জস্য থাকায় অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রকরণোক্ত বিষয়ও যেমন অরণ্যে পাঠ্য, এই প্রকরণোক্ত বিষয়ও তেমনই অরণ্যে পাঠ্য, উভয় প্রকরণের মধ্যে এই অরণ্যে পাঠ্যস্বরূপ সামঞ্জস্য থাকায়, তৃতীয়তঃ যজ্ঞে কোন প্রকার ক্ষত অর্থাৎ অঙ্গহানি ঘটিলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত ব্যাহৃতি অর্থাৎ মন্ত্রবিশেষ পাঠের বিধি আছে, এস্থানেও কোনরূপ অঙ্গহানি ঘটিলে প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে অভিজ্ঞ 'ব্রহ্মা' নামক ঋত্বিক্-বিশেষের মৌনাবলম্বন করার বিধি আছে, অতএব উভয় স্থলেই প্রায়শ্চিত্তবিধিরূপ সামঞ্জস্য থাকায় উপাসনা প্রকরণের মধ্যেই যজ্ঞবিধির উল্লেখ অপ্রাকরণিক ও অসঙ্গত বলা যায় না, এই জন্যই উপনিষৎকার এই বিষয় আরম্ভ করিতেছেন। এ স্থানে 'হ' ও 'বৈ' এই দুইটি শব্দ নিপাত। এই বায়ু, যিনি সমস্ত বস্তুকেই পবিত্র করিতেছেন, ইনিই যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞস্বরূপ। কারণ, শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে, "যজ্ঞ বায়ুতেই প্রতিষ্ঠিত, 'স্বাহা' এই মন্ত্রটি উচ্চারণ পূর্ব্বক যজ্ঞ পদার্থটি বায়ুতেই নিহিত হয়," "এই যিনি সমস্ত পবিত্র করিতেছেন, অথবা এই যিনি সর্ব্বত্রই প্রবাহিত হইতেছেন, ইনিই যজ্ঞ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, যজ্ঞ বায়ুতেই প্রতিষ্ঠিত। "বায়ুই যজ্ঞের আরম্ভক ও বায়ুই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়স্থান" এই শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, চলনাত্মক অর্থাৎ ইতস্ততঃ গতিশীল বলিয়া এই বায়ুই ক্রিয়াসমবায়ী অর্থাৎ সমস্ত ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এই বায়ুই ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইয়া এই সমস্ত জগৎকে পবিত্র বা বিশুদ্ধ করিতেছে। যে বস্তু অচল, যাহার ইতস্ততঃ গমনাগমন বা প্রবাহণ করার শক্তি নাই, তাহা হইতে কোনরূপ বিশুদ্ধিতা সম্পাদন হইতে পারে না। দোষনিরসন অর্থাৎ বিশুদ্ধিতাসম্পাদনশক্তি সচল অর্থাৎ সক্রিয় পদার্থেরই দেখা যায়, স্থির বা অচল অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় পদার্থের সে শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যে হেতু এই বায়ু ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইয়া এই সমস্তকেই পবিত্র করিতেছে, এই পবিত্র করার জন্যই এই বায়ুই যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞস্বরূপ। এই প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট সেই এই যজ্ঞের—মন্ত্রোচ্চারণে ব্যাপৃত বাক্য ও মন্ত্রের যথাযথ অর্থ-নিরূপণে ব্যাপৃত মন—এই দুইটিই অর্থাৎ বাক্য ও মন এই দুইটিই বর্ত্ত অর্থাৎ পথ, যে দুইটির দ্বারা এই যজ্ঞ বিস্তার লাভ করিয়া অর্থাৎ বিস্তৃতভাবে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই দুইটিই "বর্ত্ত" নামে প্রসিদ্ধ। শ্রুত্যন্তর হইতেও জানা যায় যে—যাহা যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা প্রাণ ও অপান বায়ুর পরিচালনবিশিষ্ট অর্থাৎ

উক্ত বায়ুদ্বয়ের স্পন্দন হইতে সমুৎপন্ন বাক্য ও মনের উত্তরোত্তর ক্রম অর্থাৎ পর পর প্রবর্ত্তমান ক্রিয়াবিশেষমাত্র। (এ স্থানে বক্তব্য এই যে—প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়াস্বরূপ নিশ্বাসোচ্ছ্বাসের সাহায্যেই বাক্য উচ্চারিত হয়, এই জন্যই বাক্যকে প্রাণাপানের পরিচলনবিশেষ বলা হইয়াছে। প্রথমেই মনে মনে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ, পরে বাক্য দ্বারা তাহার প্রকাশ, সর্ব্বশেষে ক্রিয়া অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়; এইরূপ পারম্পর্য্যসম্বন্ধ থাকাতেই যজ্ঞকে 'বাক্য ও মনের উত্তরোত্তর ক্রম' বলা হইয়াছে) এই জন্যই অর্থাৎ বাক্য ও মনের দ্বারাই যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া বাক্য ও মন এই দুইটিকে যজ্ঞের "বর্ত্ত" অর্থাৎ পথ বা উপায় বলা হয়॥ ১॥

তয়োরন্যতরাং মনসা সংস্করোতি ব্রহ্মা, বাচা হোতাঽধ্বর্য্যুরুদ্গাতাঽন্যতরাং, স যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যবদতি—॥ ২॥

অনুবাদ।—ব্রহ্মা অর্থাৎ যজ্ঞে ব্রতী পুরোহিতবিশেষ বিশুদ্ধ মনের দ্বারা যজ্ঞের পথস্বরূপ বাক্য ও মন এই দুইটির মধ্যে একটিকে অর্থাৎ বাক্যকে সংস্কৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ করেন। আর যজ্ঞে ব্রতী হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা এই তিন জনও বিশুদ্ধ বাক্য দ্বারা একটিকে অর্থাৎ বাক্যকে সংস্কৃত বা বিশুদ্ধ করেন। সেই ব্রহ্মা যদি প্রাতঃকালে পাঠ্য "অনুবাক" নামক শস্ত্রপাঠ আরম্ভ হওয়ার পর ও "পরিধানীয়া" নামক ঋক্ পাঠের পূর্ব্বে মৌন ভঙ্গ করেন অর্থাৎ কথা বলেন—"॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তয়োর্ব্বর্ত্তন্যোরন্যতরাং বর্ত্তনীং মনসা বিবেকজ্ঞানবতা সংস্করোতি ব্রহ্মা ঋত্বিক্, বাচা বর্ত্তন্যা হোতা অধ্বর্য্যুরুদ্গাতা, ইত্যেতে ত্রয়োঽপি ঋত্বিজোঽন্যতরাং বাগ্‌লক্ষণাং বর্ত্তনীং বাচৈব সংস্কুর্ব্বন্তি। তত্রৈবং সতি তে বাঙ্মনসে বর্ত্তনী সংস্কার্য্যে যজ্ঞে। অথ স ব্রহ্মা যত্র যস্মিন্ কালে উপাকৃতে প্রারব্ধে প্রাতরনুবাকে শস্ত্রে, পুরা পূর্ব্বং পরিধানীয়ায়া ঋচো ব্রহ্মৈতস্মিন্ অন্তরে কালে ব্যবদতি মৌনং পরিত্যজতি যদি—। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মা নামক ঋত্বিগ্‌বিশেষ সেই দুইটি বর্ত্তনীর মধ্যে একটি বর্ত্তনীকে বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন মনের দ্বারা সংস্কৃত বা বিশুদ্ধ করেন। আর হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা এই তিনটি ঋত্বিক্‌ও বাক্যরূপ বর্ত্তনী দ্বারা বাক্যরূপ একটি বর্ত্তনীকে সংস্কৃত করেন। এইরূপই যদি নিয়ম হয়, তাহা হইলে যজ্ঞক্রিয়ার বাক্য ও মন দুইটি বর্ত্তনীরই বিশুদ্ধিতা-সম্পাদন অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু "শস্ত্র" নামক প্রাতঃকালে পাঠ্য "অনুবাক" পাঠ আরম্ভ হওয়ার পর ও "পরিধানীয়া" নামক ঋক্‌পাঠের পূর্ব্বে অর্থাৎ এই উভয় প্রকার পাঠের মধ্যভাগে ব্রহ্মা যদি মৌনব্রত পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ কথা বলেন—"॥ ২॥

অন্যতরামেব বর্ত্তনীꣳ সꣳস্করোতি হীয়তেঽন্যতরা ; স যথৈক-পাদ্‌ব্রজন্ রথো বৈকেন চক্রেণ বর্ত্তমানো রিষ্যতি, এবম্ অস্য যজ্ঞো রিষ্যতি, যজ্ঞꣳ রিষ্যন্তং যজমানোঽনুরিষ্যতি, স ইষ্ট্বা পাপীয়ান্ ভবতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—"—তাহা হইলে যজ্ঞের একটিমাত্র বর্ত্তনীরই অর্থাৎ বাক্যরূপ উপায়েরই সংস্কার সাধিত হয়, অপর আর একটি অর্থাৎ মনোরূপ বর্ত্তনী হীন হইয়াই থাকে, অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার আর কোনরূপ সংস্কার হয় না। একপদবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন গমন করিতে গিয়া পড়িয়া যায় অথবা একচক্রবিশিষ্ট রথ যেমন গমন করিতে গিয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ এই যাজ্ঞিকের যজ্ঞও বিনষ্ট হয়, যজ্ঞ বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যাজ্ঞিকও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, পরন্তু যাজ্ঞিক ঐরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করায় অতিশয় পাপগ্রস্তও হয় ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদি তদা অন্যতরামেব বাগ্বর্ত্তনীং সংস্করোতি। ব্রহ্মণা সংক্রিয়মাণা মনো বর্ত্তনী হীয়তে বিনশ্যতি ছিদ্রীভবত্যন্যতরা। স যজ্ঞো বাগ্বর্ত্তন্যৈবান্য-তরয়া বর্ত্তিতুমশক্নুবন্ রিষ্যতি। কথমিব ? ইত্যাহ—স যথৈকপাৎ পুরুষো ব্রজন্ গচ্ছন্নধ্বানং রিষ্যতি, রথো বৈকেন চক্রেণ বর্ত্তমানো গচ্ছন্ রিষ্যতি, এবমস্য যজমানস্য কুব্রহ্মণা যজ্ঞো রিষ্যতি বিনশ্যতি। যজ্ঞং রিষ্যন্তং যজমানোঽনুরিষ্যতি, যজ্ঞপ্রাণো হি যজমানঃ; অতো যুক্তো যজ্ঞরেষে রেষণস্য। স তং যজ্ঞমিষ্ট্বা তাদৃশং পাপীয়ান্ পাপতরো ভবতি ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"—তাহা হইলে কেবল একটিমাত্র অর্থাৎ বাক্যরূপ বর্ত্তনীরই সংস্কার করা হয়, কিন্তু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সংক্রিয়মাণ অর্থাৎ ব্রহ্মা যাহার সংস্কার করিতেছিলেন, সেই মনোরূপ বর্ত্তনীটি হীন অর্থাৎ বিনষ্ট হয় অর্থাৎ তাহার কোনরূপ কার্য্যকারিতা থাকে না, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেই যজ্ঞ একমাত্র বাক্যরূপ বর্ত্তনী দ্বারা অবস্থান করিতে অশক্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। কিরূপে বিনষ্ট হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, একপদবিশিষ্ট পুরুষ পথে চলিতে গেলে যেমন পড়িয়া গিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অথবা একখানিমাত্র চক্রবিশিষ্ট রথ যেমন চলিতে গেলে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ নিন্দিত ও অনভিজ্ঞ ব্রহ্মার দ্বারা এই যজমানের যজ্ঞ বিনষ্ট হয়। যজ্ঞ বিনষ্ট হইবার ফলে যজমানও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কারণ, যজ্ঞই যজমানের প্রাণ, অতএব যজ্ঞের বিনাশে যজমানের বিনাশ যুক্তিসঙ্গত। সেই যজমান তাদৃশ অঙ্গহীন যজ্ঞ করিয়া অতিশয় পাপভাগী হন। সরলার্থ এই যে—যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইলে বাক্য ও মন এই দুই পথের সংস্কার করা প্রয়োজন। উভয় পথের সংস্কার না হইলে কেবল এক

পথের সংস্কার দ্বারা যজ্ঞসিদ্ধি হইতে পারে না। কেবল বাক্যরূপ পথের সংস্কার হইলে মনোরূপ পথ সংস্কারাভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং কেবল বাক্যরূপ পথ দ্বারা যজ্ঞ অবস্থিত হইতে না পারিয়া তাহাও বিনাশ পাইয়া থাকে। একপাদ মানব যেরূপ কদাচ সেই এক পাদ দ্বারা বাঞ্ছিত মার্গে গমন করিতে না পারিয়া স্বয়ং বিনাশ পায় এবং একচক্র রথ যেরূপ সেই এক চক্র দ্বারা গমনে অক্ষম হইয়া আপনি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ কেবল বাক্য সংস্কার করিয়া তদ্দ্বারা যজমান যজ্ঞসাধন করিতে সমর্থ হন না। পরন্তু সেই যজ্ঞ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং যজ্ঞ বিনষ্ট হইলে সেই যজমানও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে হেতু, যজ্ঞই যজমানের প্রাণ, প্রাণের বিনাশে সেই ব্যক্তির অবস্থিতি অসম্ভব; এই জন্যই যজ্ঞনাশে যজমানের নাশ কথিত হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি উক্ত প্রকারে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সেই যজমানও পাপী হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অথ যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে ন পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যবদতি, উভে এব বর্ত্তনী সংস্কুর্ব্বন্তি, ন হীয়তেঽন্যতরা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—আর যে যজ্ঞে ব্রহ্মা প্রাতঃকালীন অনুবাক আরম্ভ করিবার পর পরিধানীয়া নামক ঋক্‌পাঠের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মৌন ভঙ্গ না করেন অর্থাৎ কথা না বলেন, সেই যজ্ঞে মন ও বাক্যরূপ দুইটি বর্ত্তনীরই সংস্কার সাধিত হয়, একটি বর্ত্তনীও হীন অর্থাৎ বিনষ্ট হয় না ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ পুনর্যত্র ব্রহ্মা বিদ্বান্ মৌনং পরিগৃহ্য বাগ্বিসর্গমকুর্ব্বন্ বর্ত্ততে, যাবৎপরিধানীয়ায়া ন ব্যবদতি, তথৈব সর্ব্বে ঋত্বিজঃ, উভে এব বর্ত্তনী সংস্কুর্ব্বন্তি, ন হীয়তেঽন্যতরাঽপি ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর যে যজ্ঞে সুবিজ্ঞ ব্রহ্মা মৌনাবলম্বন অর্থাৎ পরিধানীয়া ঋক্-পাঠ যতক্ষণ সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্যোচ্চারণ না করিয়া থাকেন এবং অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণও সেইরূপ করেন, সেই যজ্ঞে বাক্য ও মনোরূপ দুইটি বর্ত্তনীরই যথাবিধি সংস্কার সাধিত হয়, একটিও হীন হয় না ॥ ৪ ॥

স যথোভয়পাদ্‌ব্রজন্, রথো বোভাভ্যাং চক্রাভ্যাং বর্ত্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠতি, এবমস্য যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি, যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তং যজমানোঽনুপ্রতিতিষ্ঠতি, স ইষ্ট্বা শ্রেয়ান্ ভবতি ॥ ৫ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—দুইটি চরণসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা দুইটি চক্রবিশিষ্ট রথ গমন

করিতে গেলে যেমন তাহারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে সমর্থ হয়, টলিয়া পড়িয়া যায় না, এই যজমানের যজ্ঞও সেইরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করে, অঙ্গহীন হইয়া বিনষ্ট হয় না। যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হইলে যজমানও প্রতিষ্ঠিত হন। সেই যজমান তাদৃশ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া উৎকৃষ্ট শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ৫ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিমিব? ইত্যাহ পূর্ব্বোক্তবিপরীতৌ দৃষ্টান্তৌ। এবমস্য যজমানস্য যজ্ঞঃ স্ববর্ত্তনীভ্যাং বর্ত্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠতি, স্বেনাত্মনা অবিনশ্যন্ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তং যজমানোঽনু প্রতিতিষ্ঠতি, স যজমানঃ এবং মৌনবিজ্ঞানবদ্‌ব্রহ্মোপেতং যজ্ঞমিষ্ট্বা শ্রেয়ান্ ভবতি শ্রেষ্ঠো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে ষোড়শখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কাহার ন্যায়? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্বে প্রদর্শিত দৃষ্টান্তদ্বয়ের বিপরীত দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, এইরূপ এই যজমানের যজ্ঞও নিজের দুইটি বর্ত্তনীতে অবস্থিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে অর্থাৎ বিনষ্ট না হইয়া নিজ স্বরূপেই অবস্থান করে। যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে যজমানও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেই যজমান মৌনবিজ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ মৌনাবলম্বনের গুণবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রহ্মা দ্বারা অধিষ্ঠিত যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে পরিগণিত হন ॥ ৫ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থপ্রপাঠকে

সপ্তদশঃ খণ্ডঃ

প্রজাপতির্লোকানভ্যতপৎ, তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহৎ, অগ্নিং পৃথিব্যাঃ, বায়ুমন্তরিক্ষাৎ, আদিত্যং দিবঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—প্রজাপতি লোকসমূহের উদ্দেশ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং তপ্যমান সেই লোকসমূহের রস অর্থাৎ সার উদ্ধার করিয়াছিলেন; পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু ও দ্যুলোক হইতে আদিত্যকে অর্থাৎ পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক এই তিন লোক হইতে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যরূপ তিনটি সার পদার্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অত্র ব্রহ্মণো মৌনং বিহিতম্; তদ্ভ্রেষে ব্রহ্মত্বকর্ম্মণি চ অথান্যস্মিংশ্চ হোত্রাদিকর্ম্মরেষে ব্যাহৃতিহোমঃ প্রায়শ্চিত্তমিতি তদর্থং ব্যাহৃতয়ো বিধাতব্যা ইত্যাহ, প্রজাপতির্লোকানভ্যতপৎ—লোকানুদ্দিশ্য তত্র সারজিঘৃক্ষয়া ধ্যানলক্ষণং তপশ্চচার। তেষাং তপ্যমানানাং লোকানাং রসান্ সাররূপান্ প্রাবৃহদুদ্ধৃতবান্, জগ্রাহেত্যর্থঃ। কান্? অগ্নিং রসং পৃথিব্যাঃ, বায়ুমন্তরিক্ষাৎ, আদিত্যং দিবঃ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যজ্ঞকার্য্যে ব্রহ্মার যে মৌনী হওয়া প্রয়োজন, ইহা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকর্ম্মে যদি সেই মৌনভঙ্গ হয়, অথবা অন্য কোন হোতৃকর্ম্মেরও যদি অন্যথাচরণ হয়, তাহা হইলে উক্ত দোষশান্তির পক্ষে ব্যাহৃতি-হোমই প্রায়শ্চিত্ত, এ জন্য সেই ব্যাহৃতিসমূহের বিধান করা প্রয়োজন বলিয়াই বলিতেছেন—প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ পৃথিবী প্রভৃতি লোকত্রয়ের উদ্দেশে অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি লোকে অবস্থিত সারপদার্থ গ্রহণাভিলাষী হইয়া ধ্যানরূপ তপস্যা আচরণ করিয়াছিলেন ও তপ্যমান সেই লোকসমূহের রস অর্থাৎ সারপদার্থরূপ রস উদ্ধৃত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সার পদার্থসমূহ কি? পৃথিবী হইতে সারভূত অগ্নিকে, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ুকে ও দ্যুলোক হইতে আদিত্যকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

স এতাস্তিস্রো দেবতা অভ্যতপৎ, তাসাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহৎ, অগ্নেঋর্চঃ, বায়োর্যজূংষি, সামান্যাদিত্যাৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই প্রজাপতি এই তিন দেবতাকে অর্থাৎ তাঁহাদের উদ্দেশে তপস্যা করিয়াছিলেন ও তপ্যমান সেই তিন দেবতার রস অর্থাৎ সার গ্রহণ করিয়াছিলেন, অগ্নি হইতে ঋগ্‌বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ ও আদিত্য হইতে সামবেদকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পুনরপ্যেবমেব অগ্ন্যাদ্যাঃ স এতাস্তিস্রো দেবতা উদ্দিশ্য অভ্যতপৎ। ততোঽপি সারং রসং ত্রয়ীবিদ্যাং জগ্রাহ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই প্রজাপতি পুনরায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এই তিন দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন ও তাহা হইতে ত্রয়ীবিদ্যা অর্থাৎ ঋক্ যজুঃ ও সামবেদরূপ সার বা রস গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপৎ, তস্যাস্তপ্যমানায়া রসান্ প্রাবৃহৎ, ভূরিত্যৃগ্‌ভ্যঃ, ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ, স্বরিতি সামভ্যঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সেই প্রজাপতি এই ত্রয়ীবিদ্যার উদ্দেশে তপস্যা করিয়াছিলেন ও তপ্যমান সেই ত্রয়ীবিদ্যা হইতে রস বা সার উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদ হইতে ভূঃ, যজুর্ব্বেদ হইতে ভুবঃ ও সামবেদ হইতে স্বঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স এতাং পুনরভ্যতপৎ ত্রয়ীং বিদ্যাম্। তস্যাস্তপ্যমানায়া রসং ভূরিতি ব্যাহৃতিমৃগ্‌ভ্যো জগ্রাহ, ভুবরিতি ব্যাহৃতিং যজুর্ভ্যঃ, স্বরিতি ব্যাহৃতিং সামভ্যঃ। অতএব লোক-দেব-বেদরসা মহাব্যাহৃতয়ঃ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই প্রজাপতি পুনরায় এই ত্রয়ীবিদ্যাকে উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তপ্যমান সেই ত্রয়ীবিদ্যার ঋগ্‌বেদ হইতে রস অর্থাৎ সারভূত 'ভূঃ' এই ব্যাহৃতি; যজুর্ব্বেদ হইতে সারভূত 'ভুবঃ' এই ব্যাহৃতি ও সামবেদ হইতে সারভূত 'স্বঃ' এই ব্যাহৃতিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই মহাব্যাহৃতি তিনটি পৃথিব্যাদি লোক, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা ও ঋগাদি বেদত্রয়ের রস বা সারস্বরূপ ॥ ৩ ॥

তৎ যদি ঋক্তো রিষ্যেৎ, ভূঃ স্বাহেতি গার্হপত্যে জুহুয়াৎ। ঋচামেব তদ্রসেনর্চ্চাং বীর্য্যেণর্চ্চাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি ॥৪॥

অনুবাদ।—সেই যজ্ঞে যদি ঋগ্‌বেদ হইতে অর্থাৎ ঋক্‌মন্ত্র-প্রয়োগদোষে কোনরূপ ক্ষত অর্থাৎ অঙ্গহানি হয়, তাহা হইলে 'ভূঃ স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা গার্হপত্য অগ্নিতে হোম করিবে, তাহা হইলেই সেই ঋকের প্রভাবে ও ঋকের বীর্য্যে যজ্ঞের বিরিষ্ট দোষ অর্থাৎ অঙ্গহীনতারূপ দোষ নষ্ট হইয়া ঐ যজ্ঞ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অতস্তৎ তত্র যজ্ঞে যদি ঋক্তঃ ঋক্‌সম্বন্ধাৎ ঋগ্‌নিমিত্তং রিষ্যেৎ যজ্ঞঃ ক্ষতং প্রাপ্নুয়াৎ, ভূঃ স্বাহেতি গার্হপত্যে জুহুয়াৎ। সা তত্র প্রায়শ্চিত্তিঃ। কথম্? ঋচামেব তদিতি ক্রিয়াবিশেষণং, রসেন ঋচাং বীর্য্যেণৌজসা ঋচাং যজ্ঞস্য ঋক্‌সম্বন্ধিনো যজ্ঞস্য বিরিষ্টং বিচ্ছিন্নং ক্ষতরূপমুৎপন্নং সন্দধাতি প্রতিসন্ধত্তে ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর সেই যজ্ঞে যদি ঋক্‌নিমিত্ত অর্থাৎ ঋক্‌পাঠের দোষে যজ্ঞ বিনাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যজ্ঞের অঙ্গহানি হয়, তাহা হইলে গার্হপত্য অগ্নিতে 'ভূঃ স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবে। ঐরূপ অঙ্গহানিতে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। যদি প্রশ্ন করা যায়, কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ঋক্‌পাঠের দোষ জন্য যজ্ঞের যে বিরিষ্ট অর্থাৎ ক্ষতরূপ অঙ্গহানি ঘটিয়াছিল, ঋক্‌সমূহেরই রস ও ঋক্‌সমূহেরই বীর্য্য অর্থাৎ শক্তি দ্বারা তাহা সংহিত অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়॥ ৪॥

অথ যদি যজুষ্টো রিষ্যেৎ, ভুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াৎ। যজুষামেব তদ্রসেন যজুষাং বীর্য্যেণ যজুষাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি॥ ৫॥

অনুবাদ।—আর যদি যজুঃ হইতে অর্থাৎ যজুর্মন্ত্র প্রয়োগের দোষে কোনরূপ ক্ষত বা অঙ্গহানি হয়, তাহা হইলে দক্ষিণাগ্নিতে 'ভুবঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে হোম করিবে। যজুঃপাঠের দোষে যজ্ঞের যে বিরিষ্ট অর্থাৎ ক্ষত, তাহা যজুরই রস ও যজুরই বীর্য্য বা শক্তি দ্বারা সমাহিত অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যদি যজুষ্টো যজুর্নিমিত্তং রিষ্যেৎ, ভুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াৎ। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর যদি যজুঃ হইতে অর্থাৎ যজুর্মন্ত্র প্রয়োগের দোষে কোনরূপ অঙ্গহানি হয়, তাহা হইলে 'ভুবঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিবে॥ ৫॥

অথ যদি সামতো রিষ্যেৎ, স্বঃ স্বাহেত্যাহবনীয়ে জুহুয়াৎ। সাম্নামেব তদ্রসেন সাম্নাং বীর্য্যেণ সাম্নাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি॥ ৬॥

অনুবাদ।—আর যদি সাম হইতে অর্থাৎ সাম প্রয়োগের দোষে কোনরূপ ক্ষত হয়, তাহা হইলে 'স্বঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে আহবনীয় অগ্নিতে হোম করিবে। সাম প্রয়োগের দোষে যজ্ঞের যে অঙ্গহানি ঘটে, সামেরই রস ও সামেরই বীর্য্য দ্বারা সেই অঙ্গহীনতা দোষ সমাহিত অর্থাৎ শোধিত হয়॥ ৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা সামনিমিত্তে রেষে স্বঃ স্বাহেত্যাহবনীয়ে জুহুয়াৎ। তথা পূর্ব্ববদ্‌যজ্ঞং সন্দধাতি। ব্রহ্মনিমিত্তে তু রেষে ত্রিষগ্নিষু তিসৃভির্ব্যাহৃতিভির্জুহুয়াৎ, ত্রয্যা হি বিদ্যায়াঃ স রেষঃ। "অথ কেন ব্রহ্মত্বমিতি? অনয়ৈব ত্রয্যা বিদ্যয়া" ইতি শ্রুতেঃ ন্যায়ান্তরং বা মৃগ্যং ব্রহ্মনিমিত্তে রেষে। ৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ সামনিমিত্ত অর্থাৎ সামবেদোক্ত মন্ত্রপাঠের দোষে যজ্ঞের অঙ্গহানি হইলে 'স্বঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দিবে। এইরূপ করিলে পূর্ব্বের ন্যায় যজ্ঞের অঙ্গহীনতা জন্য দোষের সমাধান হয়। কিন্তু ব্রহ্মার দোষে অর্থাৎ অনভিজ্ঞতা বা অনবধানতা-জনিত কর্ত্তব্য বিষয়ের ত্রুটি হইলে যে ক্ষত বা অঙ্গহীনতা হয়, তাহাতে গার্হপত্য প্রভৃতি তিনটি অগ্নিতেই তিনটি ব্যাহৃতি দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে; কারণ, ব্রহ্মার দোষে যে ক্ষত বা অঙ্গহানি হয়, তাহা ত্রয়ীবিদ্যারই অর্থাৎ বেদত্রয়েরই দোষ, কারণ, শ্রুতি আছে, "কিসের দ্বারা ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব হয়?" উত্তরে বলিয়াছেন, "এই ত্রয়ী-বিদ্যা দ্বারাই"। অথবা ব্রহ্মার নিমিত্ত যে ক্ষত উপস্থিত হয়, তাহা পূরণের নিমিত্ত ব্যাহৃতি হোমের সদৃশ অন্য প্রকার যুক্তিরও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন ॥ ৬ ॥

তদ্‌যথা লবণেন সুবর্ণꣳ সন্দধ্যাৎ, সুবর্ণেন রজতꣳ, রজতেন ত্রপু, ত্রপুণা সীসꣳ, সীসেন লোহং, লোহেন দারু, দারু চর্ম্মণা—॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যেমন লবণ অর্থাৎ টঙ্গণক্ষার অর্থাৎ সোহাগা দ্বারা স্বর্ণকে সংহিত বা সংযোজিত করা যায়, স্বর্ণ দ্বারা রৌপ্য, রৌপ্য দ্বারা ত্রপু অর্থাৎ রঙ্গ বা রাঙ, ত্রপু দ্বারা সীসা, সীসা দ্বারা লৌহ, লৌহ দ্বারা কাষ্ঠ, এবং চর্ম্ম দ্বারাও কাষ্ঠকে সংযোজিত করা যায়—॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদ্‌যথা লবণেন সুবর্ণং সন্দধ্যাৎ, ক্ষারেণ টঙ্গণাদিনা, খরে মৃদুত্বকরং হি তৎ। সুবর্ণেন রজতমশক্যসন্ধানং সন্দধ্যাৎ। রজতেন তথা ত্রপু, ত্রপুণা সীসং, সীসেন লোহং, লোহেন দারু, দারু চর্ম্মণা চর্ম্মবন্ধনেন— ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যেমন লবণ অর্থাৎ টঙ্গণক্ষার অর্থাৎ সোহাগার সংযোগে স্বর্ণকে সন্ধিত অর্থাৎ যোড়া দেওয়া যায়, টঙ্গণ যে খর অর্থাৎ কর্কশ বস্তুর মৃদুতা সম্পাদন করে, ইহা সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ। সকলেই ইহা জানেন যে—স্বর্ণের সহিত কোন বস্তুকে মিশ্রিত করিতে হইলে অর্থাৎ খাদ মিশাইতে হইলে সোহাগার সহযোগে স্বর্ণকে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লইয়া পরে উহার সহিত যে কোন ধাতুকে দ্রবীভূত করিয়া মিশাইলে উহা এক হইয়া একটি অখণ্ড বস্তুরূপে পরিণত হইয়া যায়, এইরূপ প্রয়োগের ত্রুটিতে কোনরূপ অঙ্গহানি ঘটিলে ব্যাহৃতি হোমের দ্বারা ঐ অঙ্গহানি-দোষ সংশোধিত হইয়া পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। যে রৌপ্যকে সহজে সংহিত করা যায় না অর্থাৎ যোড়া লাগান যায় না, এরূপ রৌপ্যও স্বর্ণসহযোগে সংহিত করা যায়। এইরূপ রৌপ্য দ্বারা ত্রপু বা রাঙ,

ত্রপু দ্বারা সীসা, সীসা দ্বারা লৌহ, লৌহ দ্বারা কাষ্ঠকে এবং চর্ম্মবন্ধনের দ্বারাও কাষ্ঠকে সংযোজিত করা যায়—॥ ৭ ॥

এবমেষাং লোকানাম্, আসাং দেবতানাম্, অস্যাস্ত্রয্যা বিদ্যায়া বীর্য্যেণ যজ্ঞস্য বিরিষ্টংসন্দধাতি, ভেষজকৃতো হ বা এষ যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—এইরূপ অর্থাৎ লবণাদি দ্বারা স্বর্ণাদি সংযোজনের ন্যায় পৃথিবী প্রভৃতি এই লোকসমূহের, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসমূহের ও ত্রয়ীবিদ্যার বীর্য্য অর্থাৎ শক্তিস্বরূপ উক্ত ব্যাহৃতিত্রয় দ্বারা যজ্ঞের ক্ষত বা অঙ্গহানির সংশোধন হয়। যে যজ্ঞে ব্যাহৃতি-হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মা হন, সে যজ্ঞ নিশ্চয়ই সুচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত রোগী যেমন আশু প্রতীকার লাভ করে, সেইরূপ প্রতীকার লাভ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবমেষাং লোকানাম্, আসাং দেবতানাম্, অস্যাস্ত্রয্যা বিদ্যায়া বীর্য্যেণ রসাখ্যেনৌজসা যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি। ভেষজকৃতো হ বা এষ যজ্ঞঃ। রোগার্ত্ত ইব পুমাংশ্চিকিৎসকেন সুশিক্ষিতেনৈষ যজ্ঞো ভবতি। কোঽসৌ? যত্র যস্মিন্ যজ্ঞে এবংবিৎ যথোক্তব্যাহৃতিহোমপ্রায়শ্চিত্তবিদ্ ব্রহ্মা ঋত্বিগ্ ভবতি স যজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ অর্থাৎ লবণাদি দ্বারা স্বর্ণাদি-সংযোজনের ন্যায় পৃথিবী প্রভৃতি লোকত্রয়ের, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাত্রয়ের ও এই ত্রয়ীবিদ্যার অর্থাৎ বেদত্রয়ের বীর্য্য অর্থাৎ রস বা সারসংজ্ঞক ওজ বা শক্তি দ্বারা যজ্ঞের যে অঙ্গহীনতা, তাহার সমাধান হয় অর্থাৎ দোষের প্রতীকার সাধিত হয়। এই যজ্ঞও নিশ্চয়ই ভেষজকৃত অর্থাৎ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেমন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের চিকিৎসায় প্রতীকার প্রাপ্ত হয়, এই যজ্ঞও সেইরূপ প্রতীকার প্রাপ্ত হয়। এ স্থানে প্রশ্ন করিতেছেন, কোন্ যজ্ঞ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, যে যজ্ঞে পূর্ব্বোক্ত ব্যাহৃতি-হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রহ্মা ঋত্বিক্ অর্থাৎ পৌরোহিত্যে ব্রতী হন, সেই যজ্ঞ। ভাবার্থ এই যে—যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তি রোগী, হোত্রাদি সুশিক্ষিত চিকিৎসক এবং "ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ" এই ত্রিবিধ ব্যাহৃতি ঔষধস্বরূপ। সুচিকিৎসক যেরূপ ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা রোগ দূর করিয়া রোগীর আরোগ্যবিধান করেন, তদ্রূপ ঋত্বিক্ সকলও ব্যাহৃতি মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞদোষ দূর করিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন। যে যজ্ঞে যথোক্ত ব্যাহৃতিহোমরূপ প্রায়শ্চিত্তজ্ঞ ঋত্বিক্ উপস্থিত থাকেন, সেই যজ্ঞই সম্যক্ পূর্ণ হয় ॥ ৮ ॥

এষ হ বা উদক্‌প্রবণো যজ্ঞঃ, যত্রৈবংবিদ্‌ ব্রহ্মা ভবতি। এবংবিদম্‌ হ বা এষা ব্রহ্মাণমনুগাথা—যতো যত আবর্ত্ততে তত্তদ্‌গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—এই যজ্ঞই উদক্‌প্রবণ অর্থাৎ উত্তরদিকে নিম্ন অর্থাৎ উত্তরায়ণমার্গে গতির হেতুস্বরূপ হয়,—যে যজ্ঞে উক্তরূপ অভিজ্ঞ ব্রহ্মা পৌরোহিত্যে ব্রতী হন। উক্ত প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রহ্মাকে উদ্দেশ করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মার সম্বন্ধে একটি গাথা অর্থাৎ প্রশংসাবাক্য আছে যে, যে যে স্থানে যজ্ঞের অঙ্গ-হীনতা দোষ ঘটে, সেই সেই স্থানেই তিনি গমন করেন অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই অঙ্গহীনতাদোষের প্রতীকার করিয়া সেই যজ্ঞকে সম্পূর্ণ করেন ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।—কিঞ্চ, এব হ বৈ উদক্‌প্রবণ উদগ্‌ নিম্নো দক্ষিণোচ্ছ্রায়ো যজ্ঞো ভবতি, উত্তরমার্গপ্রতিপত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যত্রৈবংবিদ্‌ ব্রহ্মা ভবতি। এবংবিদং হ বৈ ব্রহ্মাণ-মৃত্বিজং প্রত্যেষা অনুগাথা ব্রহ্মণঃ স্তুতিপরা, যতো যত আবর্ত্ততে কর্ম্ম প্রদেশাৎ ঋত্বিজাং যজ্ঞঃ ক্ষতীভবন্‌, তত্তদযজ্ঞস্য ক্ষতরূপং প্রতিসন্দধৎ প্রায়শ্চিত্তেন গচ্ছতি পরিপালয়তীত্যেতৎ ॥৯॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর দেখ, যে যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত হোম-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মা হন, সেই যজ্ঞই উদক্‌প্রবণ অর্থাৎ উত্তরদিকে নিম্ন ও দক্ষিণদিকে উন্নত হয় অর্থাৎ উত্তরায়ণমার্গে গমনের হেতুস্বরূপ হয়। তাৎপর্য্য এই যে—যে যজ্ঞে উক্তরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মাপদে বৃত হন, সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ব্রহ্মলাভের যোগ্য বলিয়া অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করিতে পারেন। এইরূপ অভিজ্ঞ ব্রহ্মা ঋত্বিক্‌কে উপলক্ষ করিয়া অর্থাৎ ঋত্বিক্‌ সম্বন্ধে একটি গাথা অর্থাৎ প্রশংসা-সূচক বাক্য আছে, যে যে স্থানে কর্ম্মটি আবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণের অনভিজ্ঞতা বা অনবধানতা জন্য যজ্ঞের যে যে স্থানে ক্ষত বা অঙ্গহানি হয়, ব্রহ্মা সেই সেই স্থানেই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যজ্ঞের অঙ্গহীনতা দোষের সমাধান করিয়া যজ্ঞটিকে রক্ষা করেন অর্থাৎ নির্দ্দোষভাবে যজ্ঞ কার্য্যটি সমাধা করিয়া দেন ॥৯॥

মানবো ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক্‌ কুরূনশ্বাঽভিরক্ষতি, এবংবিদ্ধ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানম্‌ সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজোঽভিরক্ষতি, তস্মাদেবং-বিদমেব ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত, নানেবংবিদং নানেবংবিদম্‌ ॥ ১০ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ।

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে চতুর্থপ্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—মৌনাবলম্বী উক্তরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাই একমাত্র অর্থাৎ

প্রধান ঋত্বিক্। ঘোটকী যেমন কুরুদিগকে অর্থাৎ নিজের পৃষ্ঠে আরূঢ় যোদ্ধবর্গকে রক্ষা করে, উক্তরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাও তেমনই যজ্ঞ, যজমান ও অন্য সমস্ত ঋত্বিক্-গণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, অতএব উক্তবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই ব্রহ্মার পদে নিযুক্ত করিবে, উক্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নহে, উক্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নহে ॥ ১০ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—মানবো ব্রহ্মা, মৌনাচরণাম্মননাদ্বা জ্ঞানবত্ত্বাৎ; ততো ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক্ কুরূন্ কর্ত্তৃন্। যোদ্ধৄন্ আরূঢ়ান্ অশ্বা বড়বা যথাঽভিরক্ষতি, এবংবিৎ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজোঽভিরক্ষতি, তৎকৃতদোষাপনয়নাৎ। যত এবং-বিশিষ্টো ব্রহ্মা বিদ্বান্, তস্মাদেবংবিদমেব যথোক্তব্যাহৃত্যাদিবিদং ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীতেতি। নানেবংবিদং কদাচনেতি। দ্বিরভ্যাসোঽধ্যায়সমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে সপ্তদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—মৌনাবলম্বন করেন বলিয়া অথবা মননশীল অর্থাৎ ব্রহ্মে মনঃসমাধান করেন বলিয়া জ্ঞানাতিশয্য হেতু ব্রহ্মাকে মানব-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। মানব অর্থাৎ মৌনী অথবা মননশীল জ্ঞানী ব্রহ্মা, এজন্য ব্রহ্মাই একমাত্র অর্থাৎ মুখ্য ঋত্বিক্। কুরু অর্থাৎ কর্ত্তা অর্থাৎ যুদ্ধ-কর্ত্তা। ঘোটকী যেমন নিজের পৃষ্ঠে আরূঢ় যোদ্ধপুরুষগণকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করে, ঐরূপ প্রকার অভিজ্ঞ ব্রহ্মাও সেইরূপ যজ্ঞ, যজমান ও অপর সমস্ত ঋত্বিক্গণকে তাঁহাদিগের দ্বারা কৃত যজ্ঞের দোষসমূহকে দূরীভূত করিয়া সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করেন। যে হেতু ব্রহ্মার এইরূপ বিশিষ্ট অর্থাৎ অসাধারণ বিদ্বান্ হওয়া আবশ্যক, সেই জন্যই যথোক্ত ব্যাহৃতিহোমাদিবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই ব্রহ্মার পদে বরণ করিবে। উক্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কখনই ব্রহ্মার পদে নিযুক্ত করিবে না। "নানেবংবিদং নানেবংবিদম্" এই যে দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে, ইহা অধ্যায়-সমাপ্তির সূচনা করিতেছে ॥ ১০ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থপ্রপাঠক সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

॥ ওঁ ॥ যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি। প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি নিজেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—। ওঁ। সগুণব্রহ্মবিদ্যায়া উত্তরা গতিরুক্তা। অথেদানীং পঞ্চমেঽধ্যায়ে পঞ্চাগ্নিবিদো গৃহস্থস্য, ঊর্দ্ধরেতসাঞ্চ, শ্রদ্ধালূনাং বিদ্যান্তরশীলিনাং তামেব গতিমনূদ্যান্যা দক্ষিণদিক্সম্বন্ধিনী কেবলকর্ম্মিণাং ধূমাদিলক্ষণা পুনরাবৃত্তিরূপা, তৃতীয়া চ ততঃ কষ্টতরা সংসারগতির্বৈরাগ্যহেতোর্ব্বক্তব্যেত্যারভ্যতে। প্রাণঃ শ্রেষ্ঠো বাগাদিভ্যঃ, প্রাণো বাব সংবর্গ ইত্যাদি চ বহুশোঽতীতে গ্রন্থে প্রাণগ্রহণং কৃতম্। স কথং শ্রেষ্ঠো বাগাদিষু সর্ব্বৈঃ সংহত্যকারিত্বাবিশেষে? কথঞ্চ তস্যোপাসনম্? ইতি তস্য শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণবিধিৎসয়া ইদমনন্তরমারভ্যতে। যো হ বৈ কশ্চিৎ জ্যেষ্ঠঞ্চ প্রথমং বয়সা, শ্রেষ্ঠঞ্চ গুণৈরভ্যধিকং বেদ, স জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি। ফলেন পুরুষং প্রলোভ্যাভিমুখীকৃত্যাহ, প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ বয়সা বাগাদিভ্যঃ; গর্ভস্থে হি পুরুষে প্রাণস্য বৃত্তির্ব্বাগাদিভ্যঃ পূর্ব্বং লব্ধাত্মিকা ভবতি, যয়া গর্ভো বিবর্দ্ধতে। চক্ষুরাদিস্থানাবয়বনিষ্পত্তৌ সত্যাং পশ্চাদ্বাগাদীনাং বৃত্তিলাভ ইতি প্রাণো জ্যেষ্ঠো বয়সা ভবতি। শ্রেষ্ঠত্বন্তু প্রতিপাদয়িষ্যতি "সুহয়ঃ" ইত্যাদি নিদর্শনেন; অতঃ প্রাণ এব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চাস্মিন্ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফলস্বরূপ উত্তরায়ণ মার্গে গমনের বিষয় বলা হইয়াছে। সম্প্রতি এই পঞ্চম প্রপাঠকে পঞ্চাগ্নিবিশারদ গৃহস্থের, ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীদিগের, এবং শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অতিরিক্ত অন্য বিদ্যার আরাধনা করেন, তাঁহাদিগেরও অর্চ্চিরাদিমার্গে গমনরূপ উত্তরায়ণগতির বিষয় পুনরুল্লেখ করিয়া, যাঁহারা জ্ঞানের অনুশীলন না করিয়া কেবল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল কর্ম্মীদিগের পুনরাবৃত্তিরূপ অর্থাৎ যে মার্গে গমন করিলে সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়, সেই ধূমাদি মার্গে গমনাত্মক দক্ষিণায়ন গতি এবং লোকের চিত্তে বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত তাহা অপেক্ষাও ক্লেশকর তৃতীয়া অর্থাৎ উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন গতি অপেক্ষা তৃতীয়া সংসার-গতি বলা প্রয়োজন, এ জন্য এই খণ্ডে তাহাই বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। এই গ্রন্থেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ, প্রাণই সংবর্গ

ইত্যাদিরূপে অনেকবারই প্রাণশব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই প্রাণ যখন অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়াই কার্য্য করে, তখন বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ঠই বা কি করিয়া হইল? আর কেনই বা তাহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য? এই আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত তাহার শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণ বলার অভিপ্রায়ে পরবর্ত্তী এই অধ্যায় অর্থাৎ পঞ্চম প্রপাঠক আরম্ভ করিতেছেন। যে কোন ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ বয়সে প্রথম অর্থাৎ বড়· ও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অন্যাপেক্ষা গুণাধিক পদার্থকে জানেন, তিনি নিজেও নিশ্চয়ই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। এইরূপে ফল অর্থাৎ জ্যেষ্ঠজ্ঞানের ফলের উল্লেখ দ্বারা পুরুষকে প্রলুব্ধ অর্থাৎ জ্ঞানলাভের দিকে আকৃষ্ট করিয়া বলিতেছেন, বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষা প্রাণই বয়সে জ্যেষ্ঠ, কারণ, পুরুষ যখন গর্ভে অবস্থান করে, তখন বাগিন্দ্রিয়াদির বৃত্তিলাভের পূর্ব্বেই প্রাণের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপারই আত্মলাভ করে অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, যে বৃত্তি দ্বারা গর্ভস্থ শিশু প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আধারস্বরূপ অবয়বসমূহ প্রকাশ হওয়ার পর বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তি লাভ হয় অর্থাৎ তাহাদের কার্য্য-কারিতা শক্তি স্ফূর্ত্তি পায়, এ জন্য প্রাণই বয়োজ্যেষ্ঠ। পরে "সুহয়ঃ" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপাদন করিবেন; অতএব এই কার্য্য-করণ-সঙ্ঘাতের অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির মধ্যে প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও প্রাণই শ্রেষ্ঠ ॥ ১ ॥

যো হ বৈ বসিষ্ঠং বেদ, বসিষ্ঠো হ স্বানাং ভবতি। বাগ্বাব বসিষ্ঠঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি বসিষ্ঠ অর্থাৎ অন্যের আশ্রয়দাতা অথবা অতিশয় ধনবান্ ব্যক্তিকে জানেন অর্থাৎ তাঁহার সেবাদি করেন, তিনি নিজেও স্ব অর্থাৎ জ্ঞাতিগণের বসিষ্ঠ অর্থাৎ ভরণপোষণকারী আশ্রয়স্বরূপ হন। বাক্যই বসিষ্ঠ অর্থাৎ বসিতৃত্বাদি গুণসম্পন্ন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যো হ বৈ বসিষ্ঠং বসিতৃতমম্ আচ্ছাদয়িতৃতমং বসুমত্তমং বা যো বেদ, স তথৈব বসিষ্ঠো হ ভবতি স্বানাং জ্ঞাতীনাম্। কস্তর্হি বসিষ্ঠঃ? ইত্যাহ, বাগ্বাব বসিষ্ঠঃ, বাগ্মিনো হি পুরুষা বসন্তি অভিভবন্ত্যন্যান্ বসুমত্তমাংশ্চ, অতো বাগ বসিষ্ঠঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি বসিষ্ঠ অর্থাৎ অন্যের আবাস-স্থল বা আশ্রয়স্থল, আচ্ছাদয়িতা অর্থাৎ বস্ত্রাদি আচ্ছাদনদাতা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়দাতা অথবা বসিষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিকে জানেন অর্থাৎ তাঁহার আরাধনা করেন, তিনি নিজেও সেইরূপ স্ব অর্থাৎ জ্ঞাতিসমূহের বসিষ্ঠ অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়দাতা হন। ঐ বসিষ্ঠ কে? উত্তরে বলিতেছেন, বাক্ই বসিষ্ঠ, কারণ,

বাগ্মী পুরুষগণই বাস করেন অর্থাৎ বাক্যপ্রভাবে অন্যকে অভিভূত করেন ও অন্যাপেক্ষা প্রভূত ধনশালী হন, এই জন্যই বাক্‌ই বসিষ্ঠ। ভাবার্থ এই যে— যিনি প্রাণকে অবগত আছেন, জ্ঞাতিবৃন্দের মধ্যে তিনিই প্রধান হইয়া থাকেন এবং বাক্য দ্বারা সকলকে অভিভূত করিতে সমর্থ হন, যে হেতু, বাগ্মী ব্যক্তিরাই সকলের প্রধান হইয়া থাকেন, অন্যকে অভিভূত করিতে পারেন ও প্রধান ধনী হন ॥ ২ ॥

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ. প্রতি হ তিষ্ঠত্যস্মিংশ্চ লোকে-ঽমুষ্মিংশ্চ। চক্ষুর্ব্বাব প্রতিষ্ঠা ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি নিজেও ইহলোকে ও পরলোকে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ যশঃ, খ্যাতি ইত্যাদি লাভ করিতে পারেন। চক্ষুই সেই প্রতিষ্ঠা ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ স চাস্মিন্ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ পরে প্রতিতিষ্ঠতি হ। কা তর্হি প্রতিষ্ঠা? ইত্যাহ, চক্ষুর্ব্বাব প্রতিষ্ঠা; চক্ষুষা হি পশ্যন্ সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি যস্মাৎ, অতঃ প্রতিষ্ঠা চক্ষুঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকেও প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ অনপনেয় যশঃ, খ্যাতি ইত্যাদি লাভ করেন। সেই প্রতিষ্ঠা বস্তুটি কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, চক্ষুই সেই প্রতিষ্ঠা বলিয়া প্রসিদ্ধ; কারণ, লোকে চক্ষু দ্বারাই দর্শন করিয়া সমান ও দুর্গ অর্থাৎ বিষম স্থানে অথবা সহজসাধ্য ও কষ্টসাধ্য বিষয়ে অবস্থিত হয় অর্থাৎ যে স্থানে বা যে বিষয়ে যেরূপভাবে অবস্থিত হইলে কোনরূপ অনিষ্ট-সম্ভাবনা না থাকে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়াই সেইরূপভাবে প্রস্তুত হয়, এই জন্যই চক্ষুই প্রতিষ্ঠা ॥ ৩ ॥

যো হ বৈ সম্পদং বেদ, সংহাস্মৈ কামাঃ পদ্যন্তে দৈবাশ্চ মানুষাশ্চ। শ্রোত্রং বাব সম্পৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি সম্পৎকে জানেন, দৈব অর্থাৎ স্বর্গীয় ও মানুষ অর্থাৎ মনুষ্যসম্বন্ধীয় পার্থিব সমস্ত কাম্য বস্তু তাঁহার উদ্দেশে অর্থাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ই সেই সম্পৎ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যো হ বৈ সম্পদং বেদ, তস্মৈ অস্মৈ দৈবাশ্চ মানুষাশ্চ কামাঃ সম্পদ্যন্তে হ। কা তর্হি সম্পৎ? ইত্যাহ—শ্রোত্রং বাব সম্পৎ; যস্মাচ্ছ্রোত্রেণ বেদা গৃহ্যন্তে তদর্থবিজ্ঞানঞ্চ, ততঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে, ততঃ কামসম্পদিত্যেবং কামসম্পদ্ধেতুত্বাৎ শ্রোত্রং বাব সম্পৎ। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি সম্পৎকে জানেন, দৈব ও মানুষ অর্থাৎ স্বর্গীয় ও পার্থিব কামসমূহ অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুসমূহ সেই এই ব্যক্তির উদ্দেশে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ আপনা হইতেই তাঁহার নিকট আগমন করে। তাহা হইলে সেই সম্পৎটি কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণই সেই সম্পদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাই বেদসমূহ গৃহীত অর্থাৎ শ্রুত হয় এবং ঐ বেদের অর্থবিজ্ঞানও শ্রবণেন্দ্রিয় সাহায্যেই সম্পন্ন হয়, তাহা হইতে কর্ম্ম অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করা যায়, এবং তাহা হইতেই কামসম্পৎ হয় অর্থাৎ কাম্য বস্তুসমূহ লাভ হয়, এইরূপে কামসম্পৎ-প্রাপ্তির হেতু বলিয়া শ্রোত্রই "সম্পৎ" রূপে প্রসিদ্ধ ॥ ৪ ॥

যো হ বা আয়তনং বেদ, আয়তনꣳ হ স্বানাং ভবতি। মনো হ বা আয়তনম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি আয়তনকে জানেন, তিনি নিজেও স্ব অর্থাৎ জ্ঞাতিবর্গের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়স্থল হন। মনই সেই প্রসিদ্ধ আয়তন ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যো হ বৈ আয়তনং বেদ, আয়তনং হ স্বানাং ভবতি আশ্রয়ো ভবতীত্যর্থঃ। কিং তদায়তনম্? ইত্যাহ—মনো হ বা আয়তনম্; ইন্দ্রিয়োপহৃতানাং বিষয়াণাং ভোক্ত্রর্থানাং প্রত্যয়রূপাণাং মন আয়তনমাশ্রয়ঃ; অতো মনো হ বা আয়তনমিত্যুক্তম্। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ আয়তনকে জানেন, তিনি নিজেও জ্ঞাতিগণের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ হন। সেই আয়তন কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, মনই সেই প্রসিদ্ধ আয়তন; কারণ, ভোক্তা আত্মার ভোগের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ যে সমস্ত বিষয় অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুকে জ্ঞানাকারে আহরণ করিয়া আনে, মনই তাহাদের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়, মনই সে সমস্ত বিষয়ে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রবৃত্তি দেয় ও তাহাদের ভাল মন্দ সম্বন্ধে বিচার করে, এ জন্য মনই সেই প্রসিদ্ধ আয়তন বলিয়া অভিহিত হয়; অর্থাৎ নেত্রাদি ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎ উপস্থিত দ্রব্যকে গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু নেত্রাদির অসন্নিকৃষ্ট দ্রব্য ধারণেও মনের সামর্থ্য আছে, এই জন্য মনই সকলের আয়তন ॥ ৫ ॥

অথ হ প্রাণা অহꣳ-শ্রেয়সি ব্যূদিরে, অহꣳ শ্রেয়ানস্ম্যহꣳ শ্রেয়ানস্মীতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—অন্যবিধ আখ্যায়িকা আরম্ভ করিতেছেন—বাগাদি

ইন্দ্রিয়সকল নিজেদের প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত "আমিই শ্রেষ্ঠ আমিই শ্রেষ্ঠ" বলিয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিল ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ হ প্রাণা এবং যথোক্তগুণাঃ সন্তোঽহং-শ্রেয়সি অহং শ্রেয়ানস্ম্যহং শ্রেয়ানস্মীতি এতস্মিন্ প্রয়োজনে ব্যূদিরে নানা বিরুদ্ধবোদিরে উক্তবন্তঃ ।৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এ স্থানে 'অথ' শব্দটি আরম্ভার্থক অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বসিষ্ঠাদি গুণ সকল মুখ্য-প্রাণগামী, বাক্, নেত্র, কর্ণ ইত্যাদি প্রত্যেক প্রাণ বা ইন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান থাকে না, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়ে অন্য একটি আখ্যায়িকা আরম্ভ করা হইতেছে। প্রসিদ্ধ প্রাণ অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ বসিষ্ঠাদি গুণসম্পন্ন হইয়া নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত "আমিই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমিই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" এইরূপ বলিয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিল অর্থাৎ নানা প্রকার বিরুদ্ধ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল ॥ ৬ ॥

তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুঃ, ভগবন্! কো নঃ শ্রেষ্ঠঃ? ইতি। তান্ হোবাচ, যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত, স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—উক্তরূপে বিবদমান প্রাণসকল পিতা প্রজাপতির নিকট আগমন করিয়া বলিয়াছিল, হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদিগের মধ্যে যে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া গেলে এই দেহকে অতিশয় পাপিষ্ঠের ন্যায় দেখাইবে অর্থাৎ একেবারেই অস্পৃশ্য হইবে, সেই তোমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তে হ তে হৈবং বিবদমানা আত্মনঃ শ্রেষ্ঠত্ববিজ্ঞানায় প্রজাপতিং পিতরং জনয়িতারং কঞ্চিদেত্যোচুরুক্তবন্তঃ,—হে ভগবন্! কো নোঽস্মাকং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽভ্যধিকো গুণৈরিত্যেবং পৃষ্টবন্তঃ। তান্ পিতোবাচ হ—যস্মিন্ বো যুষ্মাকং মধ্যে উৎক্রান্তে শরীরমিদং পাপিষ্ঠমিবাতিশয়েন জীবতোঽপি সমুৎক্রান্তপ্রাণং ততোঽপি পাপিষ্ঠতরমেবাতিশয়েন দৃশ্যেত কুণপমস্পৃশ্যমশুচি দৃশ্যেত, স বো যুষ্মাকং শ্রেষ্ঠ ইত্যবোচৎ কাক্বা তদ্দুঃখং পরিজিহীর্ষুঃ। ৭।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উক্তরূপে পরস্পর বিবাদকারী প্রাণসমূহ নিজেদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা জানিবার নিমিত্ত পিতা প্রজাপতি অর্থাৎ বিরাট্ অথবা কশ্যপাদির মধ্যে কোনও এক জনকের সমীপে আগমন করিয়া বলিয়াছিল, হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অধিক গুণবান্?

ইহাই প্রশ্ন করিয়াছিল। পিতা প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদিগের মধ্যে যে দেহ হইতে নির্গত হইয়া গেলে এই দেহ জীবদবস্থাতেও যেন অতিশয় পাপিষ্ঠের ন্যায়, আর প্রাণ বহির্গত হইয়া গেলে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর পাপিষ্ঠ অর্থাৎ অশুচি অস্পৃশ্য শবের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তোমাদিগের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ। প্রশ্নকর্তা ঐ সকল প্রাণ যেন দুঃখিত না হয়, এই ভয়ে তাহাদের দুঃখ-পরিহারেচ্ছু হইয়া কাকু বাক্যের দ্বারা ঐ বাক্য বলিয়াছিলেন অর্থাৎ মুখ্য প্রাণই শ্রেষ্ঠ, স্পষ্টভাবে এই সত্য কথা বলিলে অন্য প্রাণসমূহ পাছে মনে কষ্ট পায়, এই ভয়ে কাকু স্বরে অর্থাৎ কণ্ঠস্বরকে একরূপ বিকৃত করিয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলেন। কাকু শব্দের অর্থ স্বাভাবিক কণ্ঠধ্বনিকে একরূপ ভঙ্গীর সহিত বিকৃতভাবে উচ্চারণ করা। প্রজাপতি সর্ব্বজ্ঞ, উহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা তাঁহার অবিদিত নহে, এই জন্যই একরূপ বিকৃত টোনে তিনি ইহাই বলিয়া দিলেন যে, তোমাদের মধ্যে প্রাণই অর্থাৎ মুখ্য প্রাণই শ্রেষ্ঠ। ভাব এই যে—সর্ব্বজ্ঞ প্রজাপতি প্রাণের প্রাধান্য অবগত থাকিয়াও সেরূপ বাক্য বলিলে বাগাদির ক্লেশ বোধ হইবে, এই জ্ঞানে সুস্পষ্ট না বলিয়া স্বরভঙ্গী প্রকাশ করত প্রকারান্তরে প্রাণেরই প্রাধান্য জানাইলেন ॥ ৭ ॥

সা হ বাগুচ্চক্রাম, সা সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ, কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি ? যথা কলা অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি। প্রবিবেশ হ বাক্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর প্রসিদ্ধ বাগিন্দ্রিয় দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। সে এক বৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? ইন্দ্রিয়সমূহ বলিয়াছিল, কলা অর্থাৎ মূক ব্যক্তি (বোবা) কথা না বলিয়াও প্রাণের সাহায্যে জীবিত থাকিয়া অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ ও মনের দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে যেমন জীবিত থাকে, আমরাও সেইরূপ ছিলাম। এই কথা শুনিয়া বাগিন্দ্রিয় পুনরায় দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথোক্তেষু পিত্রা প্রাণেষু সা হ বাগুচ্চক্রামোৎক্রান্তবতী। সা চোৎক্রম্য সংবৎসরমাত্রং প্রোষ্য স্বব্যাপারান্নিবৃত্তা সতী পুনঃ পর্য্যেত্যেতরান্ প্রাণানুবাচ—কথং কেন প্রকারেণ অশকত শক্তবন্তো যূয়ং মদৃতে মাং বিনা জীবিতুং ধারয়িতুমাত্মানমিতি ? তে হোচুঃ,—যথা কলা ইত্যাদি। কলা মূকা যথা লোকেঽবদন্তো বাচা জীবন্তি।

কথম্? প্রাণন্তঃ প্রাণেন, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, ধ্যায়ন্তো মনসা, এবং সর্ব্বকরণচেষ্টাং কুর্ব্বন্তঃ ইত্যর্থঃ, এবং বয়মজীবিষ্মেত্যর্থঃ। আত্মনোঽশ্রেষ্ঠতাং প্রাণেষু বুদ্ধা প্রবিবেশ হ বাক্, পুনঃ স্বব্যাপারে প্রবৃত্তা বভূবেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পিতা প্রজাপতি ঐরূপ বলিলে পর প্রাণসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ সেই বাগিন্দ্রিয় দেহ হইতে নির্গত হইয়া গিয়াছিল। সে নির্গত হইয়া এক বৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া অর্থাৎ নিজের কর্ত্তব্য ব্যাপার—কথা বলা হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া বৎসরান্তে পুনরায় প্রত্যাগত হইয়া চক্ষুরাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহকে বলিয়াছিল, আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে অর্থাৎ নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তাহারা সকলে বলিয়াছিল, কল অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপারশূন্য বা কথা বলিতে অসমর্থ মূক ব্যক্তিগণ (বোবা) যেমন কথা না বলিয়াও জীবিত থাকে, কিরূপে জীবিত থাকে? না, প্রাণের দ্বারা নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি ব্যাপার সম্পাদন করিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিয়া ও মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া, এইরূপে বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য ব্যতীতও অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া জীবিত থাকে, আমরাও সেইরূপেই জীবিত ছিলাম। অনন্তর বাগিন্দ্রিয় প্রাণসমূহের মধ্যে নিজের অশ্রেষ্ঠতা অর্থাৎ হীনতা বা অকিঞ্চিৎকারিতা বুঝিতে পারিয়া পুনরায় দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল অর্থাৎ নিজের কার্য্য বাক্যোচ্চারণবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সরলার্থ—অগ্রে বাক্য মনে করিল, আমি শরীর বিসর্জ্জন করিলেই দেহ মৃতবৎ অকর্ম্মণ্য হইবে, কাহারও কোন সামর্থ্য থাকিবে না, এই ভাবিয়া বাক্য নিজ ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত হইল, সংবৎসর এই প্রকারে স্বব্যাপারে নিবৃত্ত থাকিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করত প্রাণাদিকে বলিয়াছিল, তোমরা আমার অবিদ্যমানে কি প্রকারে জীবিত ছিলে? তখন প্রাণাদিরা উত্তর দিল, তুমি না থাকিলেই যে দেহ মৃতবৎ অকর্ম্মণ্য হইবে, তাহা বিবেচনা করিও না। তোমার অবিদ্যমানেও দেহ স্বচ্ছন্দরূপে বিদ্যমান ছিল। মূক ব্যক্তি যেরূপ কথা কহিতে পারে না, কিন্তু তথাপি জীবিত থাকিতে পারে, মূকের বাক্শক্তির অভাব হইলেও প্রাণবায়ু বহিতে থাকে, নেত্র দ্বারা দর্শন করিতে পারে, শ্রোত্র দ্বারা শুনিতে পায়, মন দ্বারা চিন্তা করিতে পারে, কিন্তু শরীরের কোন অনিষ্ট বা ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ আমরা সকলেই জীবিত আছি। তখন বাক্য অবগত হইল, আমার অভাবেও দেহের কোন ক্ষতি হয় নাই, তাহার সর্ব্ববিধ ক্রিয়াই চলিতেছে, এই জ্ঞানে আপনি যে সকলের প্রধান নয়, তাহা বুঝিতে পারিল এবং দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক পুনরায় স্বকর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৮ ॥

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ, কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি ? যথাঽন্ধা অপশ্যন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তো বাচা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি। প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর প্রসিদ্ধ চক্ষুও বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। সেও সংবৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া সংবৎসরান্তে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অন্যান্য প্রাণসমূহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে ? তাহারা উত্তর করিয়াছিল, যেমন অন্ধ ব্যক্তিরা কিছু দেখিতে না পাইলেও প্রাণের দ্বারা নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি কার্য্য, বাক্য দ্বারা উচ্চারণ, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ ও মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ আমরাও জীবিত ছিলাম। এই কথা শুনিয়া চক্ষুঃ পুনরায় স্বস্থানে প্রবেশ করিয়াছিল ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ। চক্ষুর্হ উচ্চক্রাম। ৯।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর চক্ষুও বহির্গত হইয়া গেল। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা ৮ম শ্রুতির অনুরূপ, অর্থাৎ নেত্র ভাবিল, আমি শরীর বিসর্জ্জন করিলেই দেহ মৃতবৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, কাহারও কোন ক্ষমতা থাকিবে না। ইহা ভাবিয়া নেত্র স্বীয় ব্যাপার দর্শনক্রিয়া হইতে ক্ষান্ত হইল। সংবৎসর এই প্রকারে নিজ ব্যাপাররূপ দর্শনকার্য্য ত্যাগ করিল, কিন্তু তাহাতে কাহারও কিছু ক্ষতি না হওয়ায় নেত্র প্রত্যাগমন পূর্ব্বক প্রাণাদিকে বলিল, তোমরা আমার অভাবে কি প্রকারে জীবিত রহিলে ? তখন প্রাণাদিরা উত্তর দিল, তুমি না থাকিলেও দেহ স্বচ্ছন্দরূপে বর্ত্তমান আছে। অন্ধ ব্যক্তি যেরূপ দর্শন করিতে সমর্থ নহে, তথাপি জীবিত থাকিতে পারে ; অন্ধের দর্শনশক্তির অভাব হইলেও [illegible]বায়ু বহিতে থাকে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিতে পায়, বাক্য দ্বারা কথা কহি[illegible] পারে, মন দ্বারা চিন্তা করিয়া থাকে, কিন্তু শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ আমরা সকলেই জীবিত আছি। তখন নেত্র বুঝিতে পারিল, আমার অভাবে দেহের কোন ক্ষতি ঘটে নাই, তাহার সর্ব্বক্রিয়াই চলিতেছে। এই চিন্তা করিয়া আপনি যে সকলের প্রধান নয়, তাহা বুঝিতে পারিল এবং দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বকর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৯ ॥

শ্রোত্রংহ হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ, কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি ? যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তো বাচা, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি। প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় দেহ হইতে নির্গত হইয়া গেল। সেও সংবৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সমূহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার অবর্ত্তমানে কিরূপে তোমরা জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তাহারা বলিয়াছিল, বধির ব্যক্তিগণ শ্রবণ করিতে না পারিলেও প্রাণের সাহায্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি ব্যাপার, চক্ষু দ্বারা দর্শন ব্যাপার, বাক্য দ্বারা বাক্যোচ্চারণ ব্যাপার ও মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া যেমন জীবিত থাকে, আমরাও সেইরূপ জীবিত ছিলাম। এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় পুনরায় দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম। ১০।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় বহির্গত হইয়া গেল। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা ৮ম শ্রুতির অনুরূপ, অর্থাৎ কর্ণ মনে করিল, আমি দেহ ত্যাগ করিলেই শরীর মৃতবৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, কাহারও কোন সামর্থ্য থাকিবে না। ইহা ভাবিয়া কর্ণ নিজ ব্যাপার শ্রবণক্রিয়া হইতে ক্ষান্ত হইল এবং সংবৎসর এই প্রকার স্বীয় ব্যাপার বিসর্জ্জন করিল, কিন্তু তাহাতে কাহারও কিছু ক্ষতি হইল না, তদ্দর্শনে কর্ণ প্রত্যাগমন করত প্রাণাদিকে বলিল, তোমরা আমার অভাবে কি প্রকারে জীবিত ছিলে? তখন প্রাণাদিরা উত্তর দিল, তুমি না থাকিলেই যে দেহ মৃতবৎ অকর্ম্মণ্য হইবে, তাহা বিবেচনা করিও না; তোমার অভাবেও দেহ স্বচ্ছন্দরূপে বর্ত্তমান আছে। বধির ব্যক্তি যেরূপ শ্রবণ করিতে পারে না, তথাপি জীবিত থাকিতে পারে, বধিরের শ্রবণশক্তির অভাব হইলেও প্রাণবায়ু বহিতে থাকে, বাক্য দ্বারা কথা বলিতে পারে, নেত্র দ্বারা দেখিতে পায়, মন দ্বারা চিন্তা করিতে পারে, সুতরাং শরীরের কোন ক্ষতি হইতে পারে না, আমরা সকলেই তদ্রূপ জীবিত আছি। তখন কর্ণ বুঝিতে পারিল, আমার অভাবে শরীরের কোন ক্ষতি নাই, তাহার সর্ব্বক্রিয়াই চলিতেছে; ইহা ভাবিয়া আপনি যে সকলের প্রধান নয়, তাহা বুঝিতে পারিল এবং দেহে প্রবেশপূর্ব্বক নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১০ ॥

মনো হোচ্চক্রাম। তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ, কথমশকতর্তে মজ্জীবিতুমিতি? যথা বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তো বাচা, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি। প্রবিবেশ হ মনঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—প্রসিদ্ধ মন দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। সেও এক বৎসরকাল প্রবাসে বাস করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে বলিয়াছিল, তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবিত ছিলে? তাহারা সকলে বলিয়াছিল, বালকগণ যেমন অমনা অর্থাৎ মনোব্যাপাররহিত হইয়াও অর্থাৎ কোনরূপ চিন্তা না করিয়াও প্রাণের সাহায্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিয়া, বাক্য দ্বারা কথা বলিয়া জীবিত থাকে, আমরাও সেইরূপেই জীবিত ছিলাম। এই কথা শুনিয়া মন পুনরায় দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—মনো হোচ্চক্রামেত্যাদি। যথা বালা অমনসঃ অপ্ররূঢ়মনস ইত্যর্থঃ। ১১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর মন বহির্গত হইয়া গিয়াছিল ইত্যাদি। 'বালা অমনসঃ' অর্থাৎ যে সময়ে মনোবৃত্তির স্ফুরণ হয় না, বিশেষ কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না, এরূপ শিশুগণ যেমন অপরিস্ফুটমনা হইয়াও। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা ৮ম শ্রুতির অনুরূপ; অর্থাৎ মন ভাবিল, আমি শরীর বিসর্জ্জন করিলেই দেহ মৃতবৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, তাহা হইলে কাহারও কোন সামর্থ্য থাকিবে না। এই চিন্তা করিয়া মন স্বীয় সমস্ত কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হইল এবং সংবৎসর এই প্রকার স্বব্যাপার পরিত্যাগ করিল, কিন্তু তাহাতে কাহারও কিছু অনিষ্ট ঘটে নাই। তদ্দর্শনে মন প্রত্যাগমন করিয়া প্রাণাদিকে বলিল, তোমরা আমার অবিদ্যমানে কি প্রকারে জীবিত ছিলে? তখন প্রাণাদিরা উত্তর দিল, তুমি না থাকিলেই যে দেহ মৃতবৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, তাহা বিবেচনা করিও না, তোমার অবিদ্যমানেও দেহ স্বচ্ছন্দরূপে বিদ্যমান আছে। অল্পবুদ্ধি বালক-সকল যেরূপ কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, তথাপি জীবিত থাকিতে পারে, বালকের চিন্তাশক্তির অভাব ঘটিলেও প্রাণ বর্ত্তমান থাকে, বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, নেত্র দ্বারা দেখিতে পায়, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করিতে থাকে, সুতরাং শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ আমরা সকলেই জীবিত আছি। তখন মন বুঝিতে পারিল, আমার অভাবে শরীরের কোন অনিষ্ট

আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান, অতএব এই দেহ হইতে তুমি উৎক্রান্ত অর্থাৎ বহির্গত হইও না। ভাবার্থ—প্রাণ কর্তৃক চালিত হইয়া বাগাদি সকলেই স্বস্থানে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল এবং বুঝিতে পারিল, প্রাণই সকলের শ্রেষ্ঠ। পরে সকলে মিলিত হইয়া মুখ্য প্রাণকে বলিল, ভগবন্! আপনিই আমাদিগের সকলের অধীশ্বর এবং আপনিই আমাদিগের সকলের মধ্যে প্রধান, আপনার উৎক্রমণের উপক্রমণেই আমরা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, অতএব আপনি এই শরীর ত্যাগ করিবেন না। আমরা স্বীকার করিলাম, আপনিই সকলের জ্যেষ্ঠ ও প্রধান ॥ ১২ ॥

অথ হৈনং বাগুবাচ, যদহং বসিষ্ঠোঽস্মি, ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীতি। অথ হৈনং চক্ষুরুবাচ, যদহং প্রতিষ্ঠাঽস্মি, ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠাঽসীতি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর বাগিন্দ্রিয় এই মুখ্য প্রাণকে বলিয়াছিল, আমি যে বসিষ্ঠ হই অর্থাৎ আমাতে যে বসিষ্ঠত্ব গুণ আছে, তুমিই হইতেছ সেই বসিষ্ঠ অর্থাৎ ঐ বসিষ্ঠত্বগুণ তোমাতেই আছে। ভাবার্থ এই যে, তোমারই গুণে আমি গুণবান্। অনন্তর চক্ষু এই প্রাণকে বলিয়াছিল, আমি যে প্রতিষ্ঠা হই অর্থাৎ আমাতে যে প্রতিষ্ঠাগুণ আছে, বাস্তবিকপক্ষে তুমিই সেই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাগুণবিশিষ্ট, তোমারই গুণে আমি গুণবান্ ॥ ১৩ ॥

অথ হৈনঁ শ্রোত্রমুবাচ, যদহঁ সম্পদস্মি, ত্বং তৎসম্পদসীতি। অথ হৈনং মন উবাচ, যদহমায়তনমস্মি, ত্বং তদায়তনমসীতি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর শ্রবণেন্দ্রিয় এই মুখ্য প্রাণকে বলিয়াছিল, আমি যে সম্পদ্ হই, অর্থাৎ আমাতে যে সম্পৎ-গুণবত্তা আছে, 'তুমিই হইতেছ সেই সম্পদ্-গুণবিশিষ্ট; অর্থাৎ তোমার গুণেই আমি ঐ গুণের অধিকারী। অনন্তর মন এই মুখ্য প্রাণকে বলিয়াছিল, আমি যে আয়তন হই অর্থাৎ আমাতে যে আয়তনগুণবত্তা আছে, তুমিই হইতেছ সেই আয়তন, অর্থাৎ ঐ গুণ তোমাতেই বিদ্যমান; আমি কেবল তোমার গুণেই ঐ গুণের অধিকারী ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ হৈনং বাগাদয়ঃ প্রাণস্য শ্রেষ্ঠত্বং কার্যেণাপাদয়ন্ত আহুর্বলিমিব হরন্তো রাজ্ঞে বিশঃ। কথম্? বাক্ তাবদুবাচ, যদহং বসিষ্ঠোঽস্মি, যদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্; যদ্বসিষ্ঠত্বগুণাঽস্মীত্যর্থঃ, ত্বং তদ্বসিষ্ঠঃ, তেন বসিষ্ঠত্বগুণেন ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসি

তদ্‌গুণত্বমিত্যর্থঃ। অথবা তচ্ছব্দোঽপি ক্রিয়াবিশেষণমেব। ত্বৎকৃতদত্বদীয়োঽসৌ বসিষ্ঠত্বগুণোঽজ্ঞানান্মমেতি ময়াভিমত ইত্যেতৎ। তথোত্তরেষু যোজ্যং চক্ষুঃ-শ্রোত্র-মনঃসু ॥ ১৩-১৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর বৈশ্যগণ অথবা প্রজাগণ রাজার নিমিত্ত যেমন বিবিধ উপহার প্রদান করে, সেইরূপ প্রসিদ্ধ বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ কার্য্য দ্বারা মুখ্যপ্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক তাহাকে বলিয়াছিল। কি বলিয়াছিল? বাগিন্দ্রিয়ই প্রথমে বলিয়াছিল, আমি যে বসিষ্ঠ হই, এ স্থানে মূলের 'যৎ' এই সর্ব্বনামশব্দটি 'অস্মি' এই ক্রিয়ার বিশেষণ, অর্থাৎ আমি যে বসিষ্ঠত্বগুণ-সম্পন্ন হই, তুমিই সেই বসিষ্ঠ অর্থাৎ সেই বসিষ্ঠত্বগুণ দ্বারা তুমিই হইতেছ সেই বসিষ্ঠ অর্থাৎ বসিষ্ঠত্বগুণবিশিষ্ট। অথবা মূল শ্রুতির 'তৎ' এই সর্ব্বনাম শব্দটিও ক্রিয়ার বিশেষণ, ভাবার্থ এই যে—তোমারই দ্বারা কৃত এই যে বসিষ্ঠত্বগুণ, ইহা তোমারই, আমি অজ্ঞানতা বশতঃ ইহাকে 'আমার' বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি মাত্র। যেমন বাগিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হইল, পরবর্ত্তী চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মনের বিষয়েও এইরূপই ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ১৩-১৪ ॥

ন বৈ বাচো ন চক্ষুংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীতি আচক্ষতে, প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে, প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি ॥ ১৫ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—পণ্ডিতগণ বাগিন্দ্রিয়াদিকে বাক্‌ও বলেন না, চক্ষুও বলেন না, শ্রোত্রও বলেন না, মনও বলেন না, তাঁহারা সকলকেই প্রাণ বলিয়াই অভিহিত করেন, কারণ, প্রাণই এই সমস্ত ইন্দ্রিয়স্বরূপ ॥ ১৫ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—শ্রুতেরিদং বচঃ,—যুক্তমিদং বাগাদিভির্মুখ্যং প্রাণং প্রত্যভিহিতং, যস্মান্ন বৈ লোকে বাচো ন চক্ষুংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীতি বাগাদীনি করণান্যাচক্ষতে লৌকিকা আগমজ্ঞা বা; কিন্তর্হি? প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে কথয়ন্তি, যস্মাৎ প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি বাগাদীনি করণজাতানি ভবতি; অতো মুখ্যং প্রাণং প্রত্যনু-রূপমেব বাগাদিভিরুক্তমিতি প্রকরণার্থমুপসঞ্জিহীর্ষতি। নমু কথমিদং যুক্তং, চেতনাবন্ত ইব পুরুষা অহং-শ্রেষ্ঠতায়ৈ বিবদন্তোঽন্যোন্যং স্পর্দ্ধেরন্? ইতি। ন হি চক্ষুরাদীনাং বাচং প্রত্যাখ্যায় প্রত্যেকং বদনং সম্ভবতি, তথা অপগমো দেহাৎ পুনঃ প্রবেশো ব্রহ্মগমনং প্রাণস্তুতির্ব্বোপপদ্যতে। তত্রাগ্ন্যাদিচেতনাবদ্দেবতাঽধিষ্ঠিতত্বাদ্বাগাদীনাং চেতনাবত্ত্বং তাবৎ সিদ্ধমাগমতঃ। তার্কিকসময়বিরোধ ইতি চেৎ? দেহে একস্মিন্নেকচেতনাবত্ত্বেন, ঈশ্বরস্য

নিমিত্তকারণত্বাভ্যুপগমাৎ। যে তাবদীশ্বরমভ্যুপগচ্ছন্তি তার্কিকাঃ, তে মন-আদিকার্য্য-করণানামাধ্যাত্মিকানাং বাহ্যানাঞ্চ পৃথিব্যাদীনাম্ ঈশ্বরাধিষ্ঠিতানামেব নিয়মেন প্রবৃত্তি-মিচ্ছন্তি রথাদিবৎ। ন চাস্মাভিরগ্ন্যাদ্যাশ্চেতনাবত্ত্যোঽপি দেবতা অধ্যাত্মং কর্তৃ-ভোক্তৃযোগ্যা অভ্যুপগম্যন্তে; কিং তর্হি? কার্য্যকরণবতীনাং হি তাসাং প্রাণৈকদেবতাভেদানাম্ অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবভেদকোটিবিকল্পানাম্ অধ্যক্ষতামাত্রেণ নিয়ন্তেশ্বরোঽভ্যুপগম্যতে, স হ্যকরণঃ, "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ। "হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানম্" "হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বম্"-ইত্যাদি চ শ্বেতাশ্বতরীয়াঃ পঠন্তি। ভোক্তা কর্ম্মফলসম্বন্ধী দেহে তদ্বিলক্ষণো জীব ইতি বক্ষ্যামঃ। বাগাদীনাঞ্চেহ সংবাদঃ কল্পিতো বিদুষোঽন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং প্রাণশ্রেষ্ঠতানির্দ্ধারণার্থম্; যথা লোকে পুরুষা অন্যোঽন্যমাত্মনঃ শ্রেষ্ঠতায়ৈ বিবদমানাঃ কঞ্চিৎ গুণবিশেষাভিজ্ঞং পৃচ্ছন্তি, কো নঃ শ্রেষ্ঠো গুণৈরিতি। তেনোক্তাঃ "একৈকশ্যেন অদঃ কার্য্যং সাধয়িতুমুদ্যচ্ছত যেনাদঃ কার্য্যং সাধ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ" ইত্যুক্তাস্তথা এবোদ্যচ্ছন্ত আত্মনোঽন্যস্য বা শ্রেষ্ঠতাং নির্দ্ধারয়ন্তি, তথেমং সংব্যবহারং বাগাদিষু কল্পিতবতী শ্রুতিঃ, কথং নাম বিদ্বান্ বাগাদীনামেকৈকস্যা-ভাবেঽপি জীবনং দৃষ্টং, ন তু প্রাণস্যেতি প্রাণশ্রেষ্ঠতাং প্রতিপদ্যেত? ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ কৌষীতকিনাং—"জীবতি বাগপেতো মূকান্ হি পশ্যামঃ, জীবতি চক্ষুরপেতোঽন্ধান্ হি পশ্যামঃ, জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরান্ হি পশ্যামঃ, জীবতি মনোঽপেতো বালান্ হি পশ্যামঃ, জীবতি বাহুচ্ছিন্নো জীবত্যূরুচ্ছিন্নঃ" ইত্যাদ্যাঃ ॥১৫॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—শ্রুতি এইরূপে বলেন যে, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ মুখ্য প্রাণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই বটে, কারণ, এই জগতে সাধারণ ব্যক্তিগণই হউন, অথবা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণই হউন, কেহই বাগাদি ইন্দ্রিয়-সমূহকে বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন এইরূপ বলেন না। তবে তাহাকে বলেন? না, 'প্রাণ' এইরূপই বলিয়া থাকেন, যে হেতু, প্রাণই ঐ সমস্ত বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সমূহস্বরূপ, অতএব বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ মুখ্য প্রাণকে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছে, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। শ্রুতিও এই কথাই বলিয়া এই প্রকরণার্থের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আচ্ছা, চেতনাবিশিষ্ট পুরুষের ন্যায় অচেতন ইন্দ্রিয়-সমূহ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত পরস্পর বিবাদ করিতে, করিতে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিবে, ইহা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? কারণ, একমাত্র বাগিন্দ্রিয় ব্যতীত চক্ষুঃ প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়েরই কথা বলা সম্ভব হইতে পারে না; প্রাণের দেহ হইতে বহির্গমন, পুনরায় দেহমধ্যে প্রবেশ, ব্রহ্মের নিকট গমন এবং প্রাণের স্তব করা [illegible] সম্ভব। [illegible] ইহার উত্তরে বলিতেছেন [illegible] প্রভৃতি [illegible]

চেতনাবিশিষ্ট অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া শাস্ত্রানুসারে তাহাদেরও চেতনাবিশিষ্টতা প্রতিপন্ন হইতেছে, অতএব তাহাদের ঐরূপ বিবাদ করা ইত্যাদি বিষয় অসঙ্গত নহে। শাস্ত্রমতে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, সেই দেবতা দ্বারাই ইন্দ্রিয়গণ পরিচালিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করে। (তাহার মধ্যে শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার অশ্বিনীকুমার, বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পাদের বিষ্ণু, পায়ু অর্থাৎ গুহ্যদ্বারের মিত্র ও উপস্থ অর্থাৎ লিঙ্গের ব্রহ্মা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) যদি বল, একই শরীরে অনেক চেতনের অধিষ্ঠান স্বীকার করিলে তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ; তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা হয় না, কারণ, তার্কিকরাও ঈশ্বরকেই নিমিত্ত-কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। যে সমস্ত তার্কিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা সকলেই নিয়মিতভাবে ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত মন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়সমূহের ও পৃথিবী প্রভৃতি বাহ্যিক পদার্থসমূহের প্রবৃত্তি স্বীকার করেন, অর্থাৎ মন প্রভৃতি অচেতন হইলেও ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বশতই তাহারা সক্রিয় হয়, যেমন অচেতন রথাদি চালক-কর্তৃক চালিত হয়, ইহারাও সেইরূপ ঈশ্বর-কর্তৃক চালিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করে। চেতনাবিশিষ্ট অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে আমরাও দেহের ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করি না, তবে কি করি ? না, অধ্যাত্ম, অধিদৈবত ও অধিভূত-ভেদে নানাবিধ বিকল্পস্বরূপ একমাত্র প্রাণদেবতার রূপ-ভেদমাত্র কার্য্যকরণবিশিষ্ট অর্থাৎ স্বতন্ত্র দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট সেই সমস্ত অগ্নি প্রভৃতি দেবতার কেবলমাত্র অধ্যক্ষতা অর্থাৎ অধিষ্ঠান বা সহায়তা দ্বারা স্বয়ং ঈশ্বরকেই আমরা নিয়ন্তা অর্থাৎ কর্ত্তা বা পরিচালক বলিয়া স্বীকার করি, কারণ, "তিনি হস্তপদশূন্য, অথচ বেগগামী ও গ্রহীতা, চক্ষুঃশূন্য অথচ দর্শন করেন, কর্ণবিরহিত অথচ শ্রবণ করেন" ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণ হইতে জানা যায় যে, তিনি অকরণ অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়শূন্য, জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া কিছুই তাঁহার নাই। শ্বেতাশ্বতর-শাখাধ্যায়ীরাও পাঠ করিয়া থাকেন, "জায়মান অর্থাৎ উৎপত্তিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভকে যিনি দর্শন করেন" "যিনি পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথমেই হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। কর্ম্মফলসম্বন্ধী অর্থাৎ কর্ম্মফলানুযায়ী ভোগকর্ত্তা জীব যে তাহা হইতে অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃবর্গ হইতে পৃথক্, তাহা পরে বলা যাইবে। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ অন্বয় ও ব্যতিরেক নিয়ম দ্বারা যাহাতে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, এই উদ্দেশে এ স্থানে বাগাদির সংবাদ অর্থাৎ প্রাণসম্বন্ধীয় আখ্যায়িকাটি কল্পিত হইয়াছে ; অর্থাৎ এই আখ্যায়িকাটি কেবল প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত কল্পনা মাত্র,

বাস্তবিক ঘটনা নহে। এই জগতে যেমন অনেকগুলি লোক নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে গুণবিষয়ে অভিজ্ঞ কোন প্রবীণ ব্যক্তির নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, "আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি গুণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অধিক গুণবান্?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলেন, "তোমরা প্রত্যেকে এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত উদ্‌যোগী হও, যাহা দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইবে, তোমাদিগের মধ্যে সেই-ই শ্রেষ্ঠ"। সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বলিলে পর তাহারা সকলেই সেই কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়া নিজের বা অপরের শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করে। শ্রুতিও সেইরূপভাবে বাগাদির সম্বন্ধে এই আখ্যায়িকার কল্পনা করিয়াছেন। কি অভিপ্রায়ে শ্রুতি এই আখ্যায়িকার কল্পনা করিয়াছেন? না, বাগাদির মধ্যে যে কোন একটি বা দুইটি বা প্রত্যেকটির অভাব হইলেও জীবিত থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু প্রাণের অভাবে জীবিত থাকিতে পারে না, বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহাই জানিয়া প্রাণেরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিবেন অর্থাৎ বুঝিতে পারিবেন। কৌষীতকীদিগের শ্রুতিতেও আছে, "বাক্যহীন লোকও জীবিত থাকে, যে হেতু, মূক অর্থাৎ বোবা লোক দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুহীন ব্যক্তিও জীবিত থাকে, কারণ, বহু অন্ধ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রবণেন্দ্রিয়বিহীন ব্যক্তিও জীবিত থাকে, যে হেতু, অনেক বধির অর্থাৎ কালা লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের মন নাই, এমন লোকও জীবিত থাকে, যে হেতু, মনোবৃত্তিবিহীন বহু বালককে দেখিতে পাওয়া যায়। ছিন্নহস্ত ব্যক্তিও জীবিত থাকে, ছিন্নোরু অর্থাৎ ছিন্নপদ ব্যক্তিও জীবিত থাকে" ইত্যাদি। অতএব পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকাসম্বন্ধে যে আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহার কোন সার্থকতা নাই অর্থাৎ ঐরূপ আপত্তি হইতেই পারে না॥ ১৫॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমপ্রপাঠকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

স হোবাচ, কিং মেঽন্নং ভবিষ্যতীতি ? যৎকিঞ্চিদিদমা-শ্বভ্য আ-শকুনিভ্য ইতি হোচুঃ। তদ্বা এতদনস্যান্নম্, অনো হ বৈ নাম প্রত্যক্ষং, ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—সেই প্রাণ বলিয়াছিল, আমার অন্ন অর্থাৎ খাদ্য কি হইবে ? অন্যান্য প্রাণসমূহ বলিয়াছিল, কুক্কুর ও শকুনি হইতে আরম্ভ করিয়া এই জগতে যে কোন প্রাণী দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত প্রাণীর যাহা অন্ন, তাহাই তোমার অন্ন হইবে। পৃথিবীতে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সমস্তই অন অর্থাৎ প্রাণের অন্ন, 'অন' এই শব্দটি সাক্ষাৎ প্রাণবাচক নাম। প্রাণের এই অন্নবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও কোন বস্তুই অনন্ন অর্থাৎ অখাদ্য হয় না অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীর খাদ্য অন্নই তাহার অন্নস্বরূপ হয় ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হোবাচ মুখ্যঃ প্রাণঃ, কিং মেঽন্নং ভবিষ্যতীতি ? মুখ্যপ্রাণং প্রষ্টারমিব কল্পয়িত্বা বাগাদীন্ প্রতিবক্তৄনিব কল্পয়ন্তী শ্রুতিরাহ—যদিদং লোকেঽন্নজাতং প্রসিদ্ধম্ আ-শ্বভ্যঃ শ্বভিঃ সহ আ-শকুনিভ্যঃ শকুনিভিঃ সহ সর্ব্বপ্রাণিনাং যদন্নং, তত্তবান্নমিতি হোচুর্ব্বাগাদয় ইতি। প্রাণস্য সর্ব্বমন্নং, প্রাণোঽত্তা সর্ব্বস্যান্নস্যেত্যেবং প্রতিপত্তয়ে কল্পিতাখ্যায়িকারূপাদ্ব্যাবৃত্য স্বেন শ্রুতিরূপেণাহ—তদ্বৈ এতদযৎকিঞ্চিল্লোকে প্রাণিভিরন্নমদ্যতে, অনস্য প্রাণস্য তদন্নং, প্রাণেনৈব তদদ্যতে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বপ্রকারচেষ্টাব্যাপ্তি-গুণপ্রদর্শনার্থমন ইতি প্রাণস্য প্রত্যক্ষং নাম। প্রাদ্যুপসর্গপূর্ব্বত্বে হি বিশেষগতিরেব স্যাৎ। তথাচ, সর্ব্বান্নানামত্তুর্নামগ্রহণমিতীদং প্রত্যক্ষং নাম অন ইতি সর্ব্বান্নানামত্তুঃ সাক্ষাদভিধানম্। ন হ বৈ এবংবিদি যথোক্তপ্রাণবিদি—প্রাণোঽহমস্মি সর্ব্বভূতস্থঃ সর্ব্বান্না-নামত্তেতি তস্মিন্নেবংবিদি হ বৈ কিঞ্চন কিঞ্চিদপি প্রাণিভিরাদ্যং সর্ব্বৈরনন্নমনাদ্যং ন ভবতি, সর্ব্বমেবংবিদি অন্নং ভবতীত্যর্থঃ, প্রাণভূতত্বাদ্বিদুষঃ, "প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্ত-মেতি" ইত্যুপক্রম্য "এবংবিদো হ বা উদেতি সূর্য্য এবং বিদ্যস্তমেতি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই মুখ্য প্রাণ বলিয়াছিল, আমার অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য কি হইবে ? অর্থাৎ কি আহার করিয়া আমি জীবন ধারণ করিব ? শ্রুতি মুখ্য প্রাণকে যেন প্রশ্নকর্ত্তা ও বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে যেন উত্তর-দাতারূপেই কল্পনা করিয়া প্রাণের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, জগতে এই যে কিছু পদার্থ অন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কুক্কুর ও শকুনি অর্থাৎ পক্ষিসমূহের সহিত সমস্ত

প্রাণীরই যাহা কিছু ভক্ষ্য, তাহাই তোমার অন্ন, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ এইরূপ বলিয়াছিল। সমস্তই প্রাণের অন্ন, প্রাণই সমস্ত অন্নের ভোক্তা, ইহাই প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কল্পিত এই আখ্যায়িকা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ আখ্যায়িকাভাব পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি নিজরূপেই বলিতেছেন, এই জগতে প্রাণিসমূহ যে কিছু অন্ন আহার করে, সেই সমস্তই অন অর্থাৎ প্রাণেরই অন্ন অর্থাৎ প্রাণই তাহা ভক্ষণ করে। যাবতীয় চেষ্টার ব্যাপ্তিরূপ গুণ অর্থাৎ লোকে যাহা কিছু চেষ্টা করে, সে সমস্তই যে প্রাণের অধীন, প্রাণ না থাকিলে যে কোন চেষ্টাই করা যায় না, ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত প্রাণের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যৌগিক বা সার্থক নাম হইতেছে 'অন'; 'অন' না বলিয়া যদি 'প্র' প্রভৃতি উপসর্গ সংযোগ করিয়া নির্দ্দেশ করিলে অর্থাৎ 'প্রাণ' এইরূপ বলিলে একটা বিশেষ কিছু অর্থই বুঝাইত অর্থাৎ তাহাতে জীবন-লক্ষণস্বরূপ নিশ্বাস-প্রশ্বাসরূপ ব্যাপারবিশেষকেই বুঝাইত, প্রাণের অন্য সমস্ত ব্যাপারসম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ জ্ঞান হইত না। এইরূপ বলায় সর্ব্বান্নের ভোক্তার নাম গ্রহণ করা হইয়াছে, এই জন্যই 'অন' এই নামটি প্রাণের প্রত্যক্ষ বা অন্বর্থক। এই 'অন' শব্দ দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অর্থাৎ স্পষ্ট করিয়াই সর্ব্বান্নভোক্তার উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাণবিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ অর্থাৎ 'আমি প্রাণই হইতেছি সর্ব্বভূতেই অবস্থিত এবং সর্ব্বান্নভোক্তা'; এইরূপ প্রাণের মাহাত্ম্য বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বপ্রাণীর ভক্ষ্যস্বরূপ কোন বস্তুই অনন্ন অর্থাৎ অভক্ষ্য হয় না অর্থাৎ উক্ত প্রাণাভিজ্ঞ ব্যক্তির কোন বস্তুই নিষিদ্ধ ভক্ষ্য নহে, সমস্তই তাঁহার ভক্ষ্য অর্থাৎ তিনি বিধি-নিষেধের অতীত, কারণ, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বয়ংই প্রাণস্বরূপ হন। শ্রুতিবিশেষও "এই সূর্য্য প্রাণ হইতেই উদিত হন ও প্রাণেই অস্তমিত হন" এইরূপে আরম্ভ করিয়া পরে বলিয়াছেন, "এই প্রাণতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি হইতেই সূর্য্যদেব উদিত হন ও এই প্রাণতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিতেই অস্তমিত হন" ॥ ১ ॥

স হোবাচ, কিং মে বাসো ভবিষ্যতীতি? আপ ইতি হোচুঃ; তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধতি, লম্ভুকো হ বাসো ভবত্যনগ্নো হ ভবতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই মুখ্য প্রাণ পুনরায় বলিয়াছিল, আমার বাস অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্র কি হইবে? বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ বলিয়াছিল, জলই তোমার বস্ত্রস্বরূপ হইবে। সেই জন্যই লোকসমূহ ভোজনের পূর্ব্বে ও ভোজনের অন্তে জল দ্বারা প্রাণের পরিধেয় অর্থাৎ আচ্ছাদন বস্ত্রের কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহাতেই প্রাণ পরিধেয় লাভ করে এবং অনগ্ন অর্থাৎ বস্ত্রাচ্ছাদিত হয় ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হোবাচ পুনঃ প্রাণঃ, পূর্ব্ববদেব কল্পনা। কিং মে বাসো ভবিষ্যতীতি? আপ ইতি হোচুর্ব্বাগাদয়ঃ। যস্মাৎ প্রাণস্য বাস আপঃ, তস্মাৎ বৈ এতদ-শিষ্যন্তো ভোক্ষ্যমাণা ভুক্তবন্তশ্চ ব্রাহ্মণা বিদ্বাংস এতৎ কুর্ব্বন্তি। কিম্? অদ্ভির্ব্বাসস্থানীয়াভিঃ পুরস্তাদ্ভোজনাৎ পূর্ব্বম্, উপরিষ্টাচ্চ ভোজনাদূর্দ্ধঞ্চ পরিদধতি পরিধানং কুর্ব্বন্তি মুখ্যস্য প্রাণস্য। লম্ভুকো লম্ভনশীলো বাসো হ ভবতি, বাসসো লব্ধৈব ভবতীত্যর্থঃ; অনগ্নো হ ভবতি। বাসসো লম্ভুকত্বেনার্থসিদ্ধৈবানগ্নতা ইত্যনগ্নো হ ভবতীতি উত্তরীয়বান্ ভবতীত্যেতৎ। ভোক্ষ্যমাণস্য ভুক্তবতশ্চ যদাচমনং শুদ্ধ্যর্থং বিজ্ঞাতং, তস্মিন্ প্রাণস্য বাস ইতি দর্শনমাত্রমিহ বিধীয়তে, অদ্ভিঃ পরিদধতীতি, নাচমনান্তরম্। যথা লৌকিকৈঃ প্রাণিভিরদ্যমানমন্নং প্রাণ-স্যেতি দর্শনমাত্রং, তদ্বৎ; "কিং মে অন্নং, কিং মে বাসঃ" ইত্যাদি প্রশ্ন-প্রতিবচনয়োস্তুল্যত্বাৎ। যদ্যাচমনমপূর্ব্বং তাদর্থ্যেন ক্রিয়তে, তদা কৃম্যাদ্যন্নমপি প্রাণস্যেতি ভক্ষ্যত্বেন বিহিতং স্যাৎ; তুল্যয়োর্ব্বিজ্ঞানার্থয়োঃ প্রশ্ন-প্রতিবচনয়োঃ প্রকরণস্য বিজ্ঞানার্থত্বাৎ "অর্দ্ধজরতীয়ঃ" ন্যায়ো ন যুক্তঃ কল্পয়িতুম্। যত্তু প্রসিদ্ধমাচমনং প্রায়ত্যার্থং প্রাণস্যানগ্নতার্থঞ্চ ন ভবতীত্যুচ্যতে, ন তথা বয়মাচমনমুভয়ার্থং ব্রূমঃ। কিন্তর্হি? প্রায়ত্যার্থাচমনসাধনভূতা আপঃ প্রাণস্য বাস ইতি দর্শনং চোদ্যতে ইতি ব্রূমঃ। তত্রাচমনস্যোভয়ার্থত্বপ্রসঙ্গদোষচোদনা অনুপপন্না। বাসোঽর্থ এবাচমনে তদ্দর্শনং স্যাদিতি চেৎ? ন, বাসোজ্ঞানার্থবাক্যে বাসোঽর্থাপূর্ব্বাচমন-বিধানে তত্রানগ্নতার্থত্বদৃষ্টিবিধানে চ বাক্যভেদঃ। আচমনস্য তদর্থত্বমন্যার্থত্বঞ্চেতি প্রমাণা-ভাবাৎ॥ ২॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই মুখ্য প্রাণ পুনরায় বলিয়াছিল, পূর্ব্বেরই ন্যায় কল্পনা অর্থাৎ শ্রুতি প্রাণকে প্রশ্নকর্ত্তা ও বাগাদিকে উত্তরদাতার ন্যায় কল্পনা করিয়াই যেন বলিতেছেন; আমার বাসঃ অর্থাৎ পরিধেয় বা আচ্ছাদন বস্ত্র কি হইবে? বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ বলিয়াছিল, জল; যে হেতু, জলই প্রাণের বাসঃ অর্থাৎ পরিধেয় বা আচ্ছাদন বস্ত্র, এই জন্যই ভোক্ষ্যমাণ অর্থাৎ ভোজনে উদ্যত ও ভুক্তবান্ অর্থাৎ যাহার ভোজন সমাপ্ত হইয়াছে, এমন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ করেন। কি করেন? না, ভোজনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ও ভোজন সমাপ্ত হইবার পরে বস্ত্রস্বরূপ জল দ্বারা মুখ্য প্রাণের পরিধান অর্থাৎ আচ্ছাদন-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তাহাতেই প্রাণ লম্ভুক অর্থাৎ বস্ত্র প্রাপ্ত হয় ও অনগ্ন হয় অর্থাৎ উত্তরীয়বস্ত্রও লাভ করে। এস্থানে একবার বলিয়াছেন, বস্ত্রের লব্ধা হয় অর্থাৎ বস্ত্র লাভ করে; আবার বলিয়াছেন, অনগ্ন হয়, বস্ত্র লাভ করায় অনগ্নভাব যে প্রাপ্ত হয়, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ, তবে আবার অনগ্ন হয়, এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, উত্তরীয়বিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ একখানি পরিধেয় বস্ত্র ও আর একখানি উত্তরীয় বস্ত্র লাভ হয়। ভাব এই যে, ভোজনের পূর্ব্বে যে জল পান অর্থাৎ আচমন করেন, তাহা হয় পরিধেয় ও ভোজনের শেষে যে জল পান

বা আচমন করেন, তাহা হয় উত্তরীয় বস্ত্র। ভোজনে প্রবৃত্ত ও ভুক্ত ব্যক্তির অর্থাৎ আহার করিবার পূর্ব্বে ও আহারশেষে মুখশুদ্ধির নিমিত্ত যে আচমন বিহিত আছে, সেই আচমনেই 'অদ্ভিঃ পরিদধতি' এই বাক্য দ্বারা প্রাণের বাস অর্থাৎ পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র কল্পনা করা হইয়াছে, অন্য আচমনে কল্পনা করা হয় নাই। যেমন জাগতিক প্রাণিমাত্রেরই ভক্ষণীয় অন্নে প্রাণের অন্নদৃষ্টি কল্পিত হইয়াছে, এ স্থানেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে; কারণ, "আমার অন্ন কি? আমার বস্ত্র কি?" ইত্যাদি প্রশ্নোত্তর উভয়ই তুল্য। (তাৎপর্য্য এই যে, "আমার অন্ন কি?" এই প্রশ্নে ও তাহার উত্তরে প্রাণীর সমস্ত আহার্য্য অন্নেই যেমন প্রাণের অন্নত্বদৃষ্টিমাত্র বিহিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্ববিধ অন্নের ভক্ষণ বিহিত হয় নাই, তেমন-ই শাস্ত্রে আহারে বসিবার পূর্ব্বে ও আহারশেষে যে জলগণ্ডূষ পানের বিধি আছে, সেই গণ্ডূষপরিমিত আচমনীয় জলেই কেবল এস্থানে প্রাণের পরিধেয় বা আচ্ছাদন বস্ত্র জ্ঞান করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে মাত্র, পৃথক্ করিয়া আচমনের বিধান করা হয় নাই) আর যদি নূতন করিয়াই অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে প্রাণের জন্য আচমন করিতে হয়, তাহা হইলে ক্রিমি-কীটাদির অন্নও প্রাণের ভক্ষ্যরূপে বিহিত হইতে পারে, অর্থাৎ ক্রিমি প্রভৃতিও যখন প্রাণী, তখন তাহাদের অন্নও প্রাণের অন্ন, এবং সেই অন্নও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ভক্ষণীয়রূপে গণ্য হইতে পারে; কারণ, বিজ্ঞানার্থক প্রশ্ন ও তাহার উত্তর উভয়ই যখন তুল্য অর্থাৎ অন্ন ও বস্ত্রদৃষ্টির জন্য কল্পিত, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই প্রকরণটিই বিজ্ঞানার্থ, অতএব এস্থানে "অর্দ্ধজরতীয়" ন্যায় কল্পনা করা সঙ্গত নহে। (ভাবার্থ এই যে—একই ব্যক্তির অর্দ্ধাবয়ব জরাক্রান্ত, আর অর্দ্ধাবয়ব বেশ শক্ত-সমর্থ যৌবন-সম্পন্ন, এরূপ কখন হইতে পারে না, ইহারই নাম অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়। এস্থানে "আমার কি অন্ন?" এই প্রশ্ন দ্বারা সমস্ত প্রাণীরই অন্নমাত্রে প্রাণান্ন দৃষ্টি স্বীকার করিয়া "কি আমার বস্ত্র?" এই প্রশ্ন দ্বারা আবার বাসঃ অর্থাৎ বস্ত্রজ্ঞানের জন্য নূতন আচমনের বিধান করিলে ঠিক "অর্দ্ধজরতীয়" ন্যায়ই উপস্থিত হয়) আর, শুদ্ধিনিমিত্ত প্রসিদ্ধ যে আচমন, তাহাই আবার প্রাণের অনগ্নতা-সম্পাদনের নিমিত্ত হইতে পারে না, এইরূপ কেহ কেহ বলেন, কিন্তু আমরা আচমনকে সেরূপ উভয়ার্থক অর্থাৎ শুদ্ধি ও অনগ্নতা উভয়ই সম্পাদন করে, এরূপ বলি না; তবে কি বলি? না, শুদ্ধির নিমিত্ত বিহিত আচমনের উপযোগী জলেই প্রাণের 'বাসঃ' দৃষ্টিমাত্র বিহিত হইয়াছে, এইরূপই আমরা বলি। অতএব সেরূপ স্থলে আচমনের উভয়ার্থতাপ্রসঙ্গরূপ দোষ কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। (ভাবার্থ এই যে—একই আচমনের শুদ্ধি ও প্রাণের অনগ্নতাসম্পাদন, এই উভয়ার্থতা শাস্ত্রানুসারে

দোষজনক। ইহার সমাধানের জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন, আমরা আচমনকেই উভয়ার্থক বলি না, তবে শুদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রে যে আচমনের বিধান আছে, সেই আচমনেই প্রাণের বাসস্ত্ব-দৃষ্টিবিধান করিতে বলা হইয়াছে মাত্র, কাজেই উহা উভয়ার্থক নহে) যদি বল, প্রাণের বস্ত্রসম্পাদনের নিমিত্তই আচমনে বাসঃ অর্থাৎ আচ্ছাদন বস্ত্র-দৃষ্টি বিহিত হইয়াছে অর্থাৎ আচমনীয়োদককে যে প্রাণের বস্ত্ররূপে জ্ঞান করার বিধান আছে, তাহার উদ্দেশ্যই হইতেছে, প্রাণের বস্ত্রসংবিধান করা ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, বস্ত্ররূপে জ্ঞান করিবার নিমিত্ত যে বাক্য বলা হইয়াছে, তাহাতেই যদি স্বতন্ত্রভাবে আচমনের বিধান ও প্রাণের অনগ্নতাসম্পাদনের নিমিত্ত দৃষ্টিবিধান স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বাক্যভেদরূপ দোষ উপস্থিত হয়, কারণ, একই আচমন যে আচ্ছাদন বস্ত্র ও অনগ্নতাদৃষ্টিবিধানার্থ বিহিত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ—"আপো বাসঃ" এই বাক্যে জলকে বস্ত্রস্বরূপ কল্পনার্থ আচমন করিবে, এই এক বাক্য, ও ঐ জলকে প্রাণের অনগ্নতাসম্পাদক কল্পনা করিয়া আচমন করিবে, এইরূপ অন্য বাক্য, এক বিধিতে এই দ্বিবিধ বাক্যভেদ হয়। বিশেষতঃ আচমন উভয়প্রয়োজনসিদ্ধিকারক, এ বিষয়ে প্রমাণও নাই ॥ ২ ॥

তদ্ধৈতৎ সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে বৈয়াঘ্রপদ্যায়োক্ত্বোবাচ, যদ্যপ্যেনচ্ছুষ্কায় স্থাণবে ব্রূয়াৎ, জায়েরন্নেবাস্মিঞ্ছাখাঃ, প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—জবালাপুত্র সত্যকাম বৈয়াঘ্রপদ্য অর্থাৎ ব্যাঘ্রপদনামক ঋষির পুত্র গোশ্রুতি নামক ঋষিকে প্রসিদ্ধ এই প্রাণদর্শনবিদ্যার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, এই প্রাণদর্শন যদি স্থাণু অর্থাৎ শাখাপ্রশাখাবিহীন শুষ্কবৃক্ষসমীপেও (মুড়াগাছ) কেহ বলে, তাহা হইলে এই বৃক্ষে শাখা নির্গত হয় ও নূতন পত্রসমূহ অঙ্কুরিত হয় ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদেতৎ প্রাণদর্শনং স্তূয়তে। কথম্ ? তদ্ধৈতৎ প্রাণদর্শনং সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে নাম্না বৈয়াঘ্রপদ্যায় ব্যাঘ্রপদোঽপত্যং বৈয়াঘ্রপদ্যস্তস্মৈ গোশ্রুত্যাখ্যায় উক্ত্বা উবাচান্যদপি বক্ষ্যমাণং বচঃ। কিন্তদুবাচ ? ইত্যাহ—যদ্যপি শুষ্কায় স্থাণবে এতদ্দর্শনং ব্রূয়াৎ প্রাণবিৎ, জায়েরন্ উৎপদ্যেরন্নেব অস্মিন্ স্থাণৌ শাখাঃ, প্ররোহেয়ুশ্চ পলাশানি পত্রাণি ; কিমু জীবতে পুরুষায় ব্রূয়াদিতি। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সুপ্রসিদ্ধ এই প্রাণদর্শনের প্রশংসা করিতেছেন, কিরূপভাবে করিতেছেন ? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে, জাবাল

সত্যকাম ব্যাঘ্রপদের পুত্র বৈয়াঘ্রপদ্য গোশ্রুতিনামক কোন ঋষিকে সেই এই প্রাণদর্শনবিষয়ে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন ; কি বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন, প্রাণদর্শনাভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি শুষ্ক স্থাণুকেও অর্থাৎ শাখাপল্লবাদি-বিরহিত বৃক্ষকাণ্ডকেও অর্থাৎ ঐরূপ বৃক্ষের সমীপে বসিয়া এই প্রাণদর্শন পাঠ করেন বা ঐ বৃক্ষকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলেন, তাহা হইলে এই বৃক্ষেও নূতন শাখা উৎপন্ন হয় ও নূতন পত্রসমূহও প্ররূঢ় অর্থাৎ নির্গত হয়। শুষ্ক বৃক্ষে যখন এইরূপ শাখা-পত্রাদি নির্গত হয়, তখন জীবিত ব্যক্তিকে ইহার উপদেশ দিলে যে কি সুন্দর ফল হইতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র ॥ ৩ ॥

অথ যদি মহজ্জিগমিষেৎ, অমাবাস্যায়াং দীক্ষিত্বা পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ সর্ব্বৌষধস্য মন্থং দধিমধুনোরুপমথ্য "জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা" ইত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—আর যদি সেই প্রাণদর্শনাভিজ্ঞ ব্যক্তি মহত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অমাবস্যা তিথিতে দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক অর্থাৎ দীক্ষোপযোগী ভূমিতে শয়নাদিরূপ ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ণিমার দিন রাত্রিকালে সর্ব্বৌষধি অর্থাৎ গ্রাম্য ও আরণ্য লতা-গুল্মপ্রভৃতি অথবা মুরা মাংসী বচ কুড় ইত্যাদিরূপ সর্ব্বৌষধি দ্রব্যসমূহ যতদূর সম্ভব কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া পেষণপূর্ব্বক দধি ও মধুর সহিত মিলিত করিয়া "জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপস্থানে আহুতি দান করিবে অর্থাৎ ঘৃত দ্বারা আহুতি দিবার পরিবর্ত্তে ঐ দধিমধুমিশ্রিত সর্ব্বৌষধি দ্বারা হোমক্রিয়া করিবে ; আর সম্পাত অর্থাৎ স্রুব-সংলগ্ন অংশ (যে পাত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করা যায়, চমসাকার সেই পাত্রকে স্রুব বলে, আহুতি দানের পর যে অংশটুকু স্রুবের গায়ে লাগিয়া থাকে) মন্থপাত্রে নীচে নিক্ষেপ করিবে ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যথোক্তপ্রাণদর্শনবিদ ইদং মন্থাখ্যং কর্ম্মারভ্যতে। অথ যদি মহজ্জিগমিষেৎ গন্তুমিচ্ছেৎ, মহত্ত্বং প্রাপ্তুং যদি কাময়েদিত্যর্থঃ, তস্যেদং কর্ম্ম। মহত্ত্বে হি সতি শ্রীরুপনমতে, শ্রীমতো হ্যর্থপ্রাপ্তং ধনং, ততঃ কর্ম্মানুষ্ঠানং, ততো দেবযানং পিতৃযানং বা পন্থানং প্রতিপৎস্যতে, ইত্যেতৎ প্রয়োজনমুররীকৃত্য ... বিষয়োপভোগকামস্য। তস্যায়ং কালাদিবিধিরুচ্যতে—অমাবাস্যায়াং ... ভূমিশয়নাদিনিয়মং কৃত্বা, তপোরূপং সত্যবচনং ব্রহ্মচর্য্যমিত্যাদি-ধর্ম্মজাতং ... ক্ষ্যমেব কর্ম্মজাতং সর্ব্বমুপাদত্তে, অতদ্বিকারত্বাৎ মন্থাখ্যস্য ... রাৎ। পয়োমাত্রভক্ষণঞ্চ শুদ্ধিকারণং তপ উপাদত্তে। পৌর্ণ-

শুদ্ধিনিমিত্ত ... হইতে পারে না, এই ... উভয়ার্থক অর্থাৎ শুদ্ধি ও ... বলি ? না, শুদ্ধির নিমিত্ত বি... বিহিত হইয়াছে, এইরূপই উভয়ার্থতাপ্রসঙ্গরূপ দোষ কল্প... আচমনের শুদ্ধি ও প্রাণের

মাস্থাং রাত্রৌ কর্ম্মারভতে—সর্ব্বৌষধস্য গ্রাম্যারণ্যানামোষধীনাং যাবচ্ছক্তি অল্পমল্পমুপাদায় তদ্বিতুষীকৃত্যামমেব পিষ্টং দধিমধুনা 'ঔদুম্বরে কংসাকারে চমসাকারে বা পাত্রে' শ্রুত্যন্তরাৎ প্রক্ষিপ্যোপমথ্য অগ্রতঃ স্থাপয়িত্বা "জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা" ইত্যগ্নাবাবসথ্য আজ্যস্য আবাপস্থানে হুত্বা স্রুবসংলগ্নং মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ সংস্রবমধঃ পাতয়েৎ ॥৪॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত প্রাণদর্শনাভিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য "মন্থ" নামক কর্ম্মবিষয়ে বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। অনন্তর সেই প্রাণদর্শনাভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি মহত্ত্ব অর্থাৎ নিজের শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে বক্ষ্যমাণ কর্ম্মের বিধান বলা যাইতেছে। মহত্ত্বলাভ হইলে শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, শ্রীমান্ ব্যক্তির ধনলাভ স্বতঃসিদ্ধ, ধন হইলেই বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই সমস্ত সৎকর্ম্মের ফলে দেবযান অথবা পিতৃযাণ অর্থাৎ উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন মার্গ প্রাপ্ত হয়; এই সমস্ত প্রয়োজনকে উদ্দেশ করিয়াই অর্থাৎ এই সমস্ত প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই মহত্ত্বলাভেচ্ছু ব্যক্তির জন্য এই কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে; যাহারা বিষয়-ভোগাভিলাষী, তাহাদের জন্য এ কর্ম্ম বিহিত হয় নাই। সেই মন্থকর্ম্মের কাল প্রভৃতির বিধি অর্থাৎ কোন্ তিথিতে কিরূপ সময়ে কি কি করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন, অমাবস্যা তিথিতে দীক্ষিত হইয়া অর্থাৎ দীক্ষিত বা ব্রতাবলম্বীর ন্যায় ভূমিশয্যাদিরূপ নিয়ম করিয়া অর্থাৎ তপস্যাস্বরূপ সত্যভাষণ ব্রহ্মচর্য্যপালন ইত্যাদি ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া, কিন্তু দীক্ষা-গ্রহণসম্বন্ধী সমস্ত কর্ম্মই যে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নহে, কারণ, এই মন্থনামক কর্ম্মটি দীক্ষার বিকার অর্থাৎ দীক্ষার প্রকারভেদ নহে; শ্রুতিবিশেষে "উপসদ্-ব্রতী" এই কথাটি থাকায় আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত কেবলমাত্র দুগ্ধপানরূপ তপস্যাই এস্থানে অবলম্বনীয়, অন্য কোনরূপ নহে। পূর্ণিমার দিন রাত্রিতে এই কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হয়। গ্রাম্য ও আরণ্য ওষধি অর্থাৎ তৃণগুল্মাদিসমূহের মধ্যে যতদূর সম্ভব সামর্থ্যানুযায়ী অল্প অল্প সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে তুষরহিত অর্থাৎ ত্বক্-বিরহিত (ছাল ছাড়াইয়া) করিয়া কাঁচা অবস্থাতেই উহাদিগকে পেষণ করিতে হইবে, পরে তাম্রনির্ম্মিত কংসাকার অথবা চমসাকার পাত্রে ঐ পিষ্ট দ্রব্য স্থাপিত করিয়া দধি ও মধু দ্বারা মন্থন অর্থাৎ আলোড়িত করিয়া সম্মুখে স্থাপিত করিবে। পরে আবসথ্য অর্থাৎ গার্হপত্য অগ্নিতে আজ্যস্থানে অর্থাৎ ঘৃত দ্বারা আহুতি দিবার পরিবর্ত্তে ঐ মন্থ দ্রব্য দ্বারা "জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক হোম করিবে, পরে স্রুবসংলগ্ন অর্থাৎ যে পাত্র দ্বারা আহুতি দেওয়া হয়, সেই পাত্রে যাহা লাগিয়া থাকে, তাহা মন্থপাত্রের নিম্নে নিক্ষেপ করিবে॥ ৪ ॥

"বসিষ্ঠায় স্বাহা" ইত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ। "প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা" ইত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ। "সম্পদে স্বাহা" ইত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ। "আয়তনায় স্বাহা" ইত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ ॥৫॥

অনুবাদ।—"বসিষ্ঠায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপস্থানে আহুতি দান করিয়া স্রুবসংলগ্ন অংশ মন্থপাত্রের নিম্নে নিক্ষেপ করিবে। "প্রতিষ্ঠায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপস্থানে আহুতি দান করিয়া স্রুব-সংলগ্ন অংশ মন্থপাত্রের নিম্নে নিক্ষেপ করিবে। "সম্পদে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপ-স্থানে আহুতি দান করিয়া স্রুবসংলগ্ন অংশ মন্থপাত্রের নিম্নে নিক্ষেপ করিবে। "আয়তনায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপস্থানে আহুতিদান করিয়া স্রুবসংলগ্ন অংশ মন্থপাত্রের নিম্নে নিক্ষেপ করিবে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ। বসিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠায়ৈ সম্পদে আয়তনায় স্বাহেতি প্রত্যেকং তথৈব সম্পাতমবনয়েৎ হুত্বা ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। "বসিষ্ঠায়" "প্রতিষ্ঠায়" "সম্পদে" ও "আয়তনায়" এই কয়েকটি শব্দের প্রত্যেকের শেষে "স্বাহা" এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্ন সম্পাত অর্থাৎ অবশিষ্টাংশ অধোনিক্ষেপ করিবে ॥ ৫ ॥

অথ প্রতিসৃপ্যাঞ্জলৌ মন্থমাধায় জপতি, "অমো নামাসি, অমা হি তে সর্ব্বমিদং, স হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো রাজাধিপতিঃ, স মা জ্যৈষ্ঠ্যং শ্রৈষ্ঠ্যং রাজ্যমাধিপত্যং গময়তু, অহমেবেদং সর্ব্বমসানি" ইতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর মন্থকর্ম্মকর্ত্তা অগ্নির নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অপসৃত হইয়া অবশিষ্ট মন্থভাগ অঞ্জলিতে গ্রহণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করিবেন, "হে মন্থ! তুমি হইতেছ অম-নামক অর্থাৎ তোমার নাম অম, কারণ, এই সমস্ত জগৎই তোমার সহিত অর্থাৎ তোমাতেই অবস্থিত। সেই মন্থরূপী প্রাণই জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, রাজা ও অধিপতি। সেই মন্থরূপী প্রাণ আমাকে জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, রাজ্য ও আধিপত্য প্রাপ্ত করান অর্থাৎ দান করুন। আমিই যেন এই সমস্ত জগৎস্বরূপ হইতে পারি" ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ প্রতিসৃপ্য অগ্নেরীষদপসৃত্য অঞ্জলৌ মন্থমাধায় জপতীমং মন্ত্রম্—অমো নামাসি অমা হি তে, অম ইতি প্রাণস্য নাম; অন্নেন হি প্রাণঃ প্রাণিতি দেহে ইত্যতো মন্থদ্রব্যং প্রাণস্যান্নত্বাৎ প্রাণত্বেন স্তূয়তে অমো নামাসীতি। কুতঃ? যতঃ অমা সহ হি যস্মাত্তে তব প্রাণভূতস্য সর্ব্বং সমস্তং জগদিদম্, অতোঽমো নামাসীত্যর্থঃ। স হি প্রাণভূতো মন্থো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ। অতএব চ রাজা দীপ্তিমান্, অধিপতিশ্চাধিষ্ঠায় পালয়িতা সর্ব্বস্য। স মা মামপি মন্থঃ প্রাণো জ্যৈষ্ঠ্যাদিগুণপূগমাত্মনো গময়তু, অহমেবেদং সর্ব্বং জগদসানি ভবানি, প্রাণবৎ। ইতি-শব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ। ৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর অগ্নির নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অপসৃত হইয়া ও অবশিষ্ট মন্থভাগ অঞ্জলিতে স্থাপিত করিয়া পরে উল্লিখিত এই মন্ত্র জপ করিবে, "তুমি হইতেছ 'অম' নামক। 'অম' এইটি প্রাণের নাম, অন্নের দ্বারাই প্রাণ এই দেহে প্রাণিত হয় অর্থাৎ অবস্থান করিবার উপযোগী শক্তি লাভ করে, এই জন্যই মন্থদ্রব্যটি প্রাণের অন্নস্বরূপ বলিয়া 'অমো নামাসি' বলিয়া মন্থকে প্রাণস্বরূপজ্ঞানে স্তব করিতেছেন। কেন স্তব করিতেছেন? না, যে হেতুক, প্রাণস্বরূপ তোমার সহিতই এই সমস্ত জগৎ অবস্থিত, অর্থাৎ তোমাতেই অবস্থিত, এই জন্যই 'অম' তোমার নামান্তর। প্রাণস্বরূপ সেই মন্থ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, এবং জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়াই সে রাজা অর্থাৎ দীপ্তিমান্ ও অধিপতি অর্থাৎ সকলেতেই অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের পালন করিতেছে। প্রাণস্বরূপ সেই মন্থ নিজের জ্যেষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণসমূহ আমাকেও প্রাপ্ত করান অর্থাৎ দান করুন; আমিই যেন প্রাণের ন্যায় এই সমস্ত জগৎস্বরূপ হই"। মূলে যে "ইতি" শব্দটি আছে, উহা মন্ত্রসমাপ্তি হইল ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে॥ ৬॥

অথ খল্বেতয়র্চ্চা পচ্ছ আচামতি, "তৎ সবিতুর্ব্বৃণীমহে" ইত্যাচামতি। "বয়ং দেবস্য ভোজনম্" ইত্যাচামতি। "শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমম্" ইত্যাচামতি। "তুরং ভগস্য ধীমহি" ইতি সর্ব্বং পিবতি নির্ণিজ্য কংসং চমসং বা। পশ্চাদগ্নেঃ সংবিশতি চর্ম্মণি বা স্থণ্ডিলে বা বাচংযমোঽপ্রসাহঃ, স যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ, সমৃদ্ধং কর্ম্মেতি বিদ্যাৎ॥ ৭॥

অনুবাদ।—অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে পাদক্রমে অর্থাৎ এক এক পাদ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে এক একবার ভোজন করিবে—"আমরা দীপ্যমান সবিতা দেবতার নিখিল বিশ্বের পোষক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আহার প্রার্থনা করিতেছি এবং অতি সত্বর সেই সূর্য্যের স্বরূপ ধ্যান করিতেছি"।

এক এক পাদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে এক এক গ্রাস ভোজন করিবে, এইরূপ বলা হইয়াছে, সম্প্রতি তাহাই দেখান যাইতেছে। তন্মধ্যে "তৎ সবিতুর্বৃণীমহে" এই প্রথম পাদ উচ্চারণ করিয়া এক গ্রাস ভক্ষণ করিবে। "বয়ং দেবস্য ভোজনম্" এই মন্ত্রে দ্বিতীয় গ্রাস আহার করিবে, "শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমম্" এই মন্ত্রে তৃতীয় গ্রাস ভোজন করিয়া "তুরং ভগস্য ধীমহি" এই মন্ত্রে কংস অথবা চমস (উভয়ই তাম্রনির্ম্মিত মন্থরক্ষণার্থ পাত্রবিশেষ) প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে সংলগ্ন অবশিষ্ট সমস্ত মন্থটুকুই পান করিবে। তদনন্তর বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া অগ্নির পশ্চাদ্দেশে চর্ম্মাসনেই হউক অথবা পরিষ্কৃত ভূমিতেই হউক শয়ন করিবে। সেই ব্যক্তি যদি স্বপ্নে কোনও স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার সেই কর্ম্ম সমৃদ্ধ অর্থাৎ সুসম্পন্ন, অতএব সফল হইয়াছে জানিবে ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথানন্তরং খল্বেতয়া বক্ষ্যমাণয়া ঋচা পচ্ছঃ পাদশঃ আচামতি ভক্ষয়তি, মন্ত্রস্যৈকৈকেন পাদেনৈকৈকং গ্রাসং ভক্ষয়তি। তদ্ভোজনং সবিতুঃ সর্ব্বস্য প্রসবিতুঃ, প্রাণমাদিত্যঞ্চৈকীকৃত্যোচ্যতে, আদিত্যস্য বৃণীমহে প্রার্থয়েমহি মন্থরূপং, যেনান্নেন সাবিত্রেণ ভোজনেনোপভুক্তেন বয়ং সবিতৃস্বরূপাপন্না ভবেমেত্যভিপ্রায়ঃ। দেবস্য সবিতুরিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ, শ্রেষ্ঠং প্রশস্যতমং সর্ব্বান্নেভ্যঃ, সর্ব্বধাতমং সর্ব্বস্য জগতো ধারয়িতৃতমম্ অতিশয়েন বিধাতৃতমমিতি বা; সর্ব্বথা ভোজনবিশেষণম্; তুরং ত্বরং তূর্ণং শীঘ্রমিত্যেতৎ, ভগস্য দেবস্য সবিতুঃ, স্বরূপমিতি শেষঃ, ধীমহি চিন্তয়েমহি, বিশিষ্ট-ভোজনেন সংস্কৃতাঃ শুদ্ধাত্মানঃ সন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা ভগস্য শ্রিয়ঃ কারণং মহত্ত্বং প্রাপ্তুং কর্ম্ম কৃতবন্তো বয়ং তৎ ধীমহি চিন্তয়েমহি, ইতি সর্ব্বঞ্চ মন্থলেপং পিবতি নির্ণিজ্য প্রক্ষাল্য কংসং কংসাকারং চমসং চমসাকারং বা ঔদুম্বরং পাত্রম্। পীত্বা আচম্য পশ্চাদগ্নেঃ প্রাক্‌শিরাঃ সংবিশতি চর্ম্মণি বাঽজিনে, স্থণ্ডিলে কেবলায়াং বা ভূমৌ; বাচংযমো বাগ্‌যতঃ সন্নিত্যর্থঃ, অপ্রসাহো ন প্রসহ্যতে নাভিভূয়তে স্ত্র্যাদ্যনিষ্টস্বপ্নদর্শনেন যথা, তথা সংযতচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। স এবম্ভূতো যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ স্বপ্নেষু, তদা বিদ্যাৎ সমৃদ্ধং মমেদং কর্ম্মেতি। ৭।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রজপ সমাপ্ত হইবার পর পাদবিভাগক্রমে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অর্থাৎ চতুষ্পাদবিশিষ্ট মন্ত্রের এক এক পাদ বা চরণ উচ্চারণ করিয়া আচমন অর্থাৎ এক এক গ্রাস ভোজন করিবে। মূলের "তৎ" শব্দের অর্থ ভোজন, আর "সবিতুঃ" শব্দের অর্থ সকলের প্রসবকর্ত্তার। এস্থানে প্রাণ ও আদিত্যকে একত্র করিয়া 'সবিতুঃ' এইরূপ বলা হইয়াছে। আদিত্যের অর্থাৎ সর্ব্বপ্রসবিতা আদিত্যের মন্থরূপ অন্নকে বরণ অর্থাৎ প্রার্থনা করিতেছি। অভিপ্রায় এই যে—সবিতৃসম্বন্ধীয় যে অন্ন ভোজন দ্বারা

আমরা সবিতার স্বরূপকে প্রাপ্ত হইতে পারি, সেই অন্নকে প্রার্থনা করিতেছি। 'দেবস্য' এই বাক্যটির পূর্ব্ববর্ত্তী 'সবিতুঃ' এই পদের সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ দীপ্তিশালী সবিতার। 'শ্রেষ্ঠ' অর্থাৎ সমস্ত অন্ন হইতে অতিশয় উৎকৃষ্ট অন্ন। 'সর্ব্বধাতম' অর্থাৎ সমস্ত জগতের অত্যুৎকৃষ্ট ধারণকর্ত্তা অথবা অতিশয়রূপে বিধানকর্ত্তা বা ধারণের হেতুস্বরূপ; এই দুইটি অর্থের মধ্যে যে অর্থই কেন হউক না, এই পদটি সর্ব্বপ্রকারেই ভোজনের বিশেষণ। 'তুর' অর্থাৎ ত্বরায় বা শীঘ্র। 'ভগস্য' অর্থাৎ সবিতা দেবের স্বরূপ, ধীমহি অর্থাৎ চিন্তা করিতেছি। অভিপ্রায় এই যে—উক্তরূপ বিশিষ্ট ভোজন দ্বারা সংস্কৃত ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া আমরা অতি সত্বর সবিতা দেবের স্বরূপ চিন্তা করিতেছি। অথবা ভগ অর্থাৎ সম্পদের কারণস্বরূপ মহত্ত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত যে আমরা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি, সেই আমরা তাঁহাকে ধ্যান করিতেছি, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাম্রনির্ম্মিত অথবা উডুম্বরকাষ্ঠনির্ম্মিত কংসাকার বা চমসাকার মন্থপাত্র প্রক্ষালন করিয়া সমস্ত মন্থলেপ অর্থাৎ পাত্র-সংলগ্ন অবশিষ্ট সমস্ত মন্থটুকুই পান করিবে। ঐ মন্থপানের পর আচমন অর্থাৎ মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাচংযম অর্থাৎ সংযতবাক্ অর্থাৎ মৌনী ও অপ্রসহ অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগে স্ত্রীলোক প্রভৃতি অনিষ্টবস্তুদর্শনে যাহাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, এরূপ ভাবে সংযতচিত্ত হইয়া অগ্নির পশ্চাদ্দেশে পূর্ব্বদিকে মস্তক রাখিয়া মৃগচর্ম্মাসনে অথবা স্থণ্ডিলে অর্থাৎ কেবল পরিষ্কৃত ভূমিতেই শয়ন করিবে। এইরূপ অবস্থায় সেই কর্ম্মকর্ত্তা যদি স্বপ্নযোগে স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন, তাহা হইলে জানিবেন যে, আমার কর্ম্ম সমৃদ্ধ অর্থাৎ সুসম্পন্ন, অতএব সফল হইয়াছে ॥ ৭ ॥

তদেষ শ্লোকঃ,—

যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥৮॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে, যথা, কোন কাম্যকর্ম্মবিষয়ে স্বপ্নে যদি স্ত্রীলোক দেখিতে পায়, তাহা হইলে সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে তাহার কর্ম্মটি সমৃদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন অতএব সফল হইয়াছে, কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই, ইহাই জানিবে ॥ ৮ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদেতস্মিন্নর্থে এষ শ্লোকো মন্ত্রোঽপি ভবতি—যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু কামার্থেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু স্বপ্নদর্শনেষু স্বপ্নকালেষু বা পশ্যতি, সমৃদ্ধিং তত্র

জানীয়াৎ কর্ম্মণাং ফলনিষ্পত্তির্ভবিষ্যতীতি জানীয়াদিত্যর্থঃ। তস্মিন্ স্ত্র্যাদিপ্রশস্তস্বপ্নদর্শনে সতি ইত্যভিপ্রায়ঃ। দ্বিরুক্তিঃ কর্ম্মসমাপ্ত্যর্থা ॥ ৮ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই বিষয়ে অর্থাৎ স্বপ্নে স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শনবিষয়ে এই একটি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্রও আছে, যখন কাম্য কর্ম্মে অর্থাৎ ফলকামনা করিয়া অনুষ্ঠিত কর্ম্মে—স্বপ্নে অর্থাৎ নিদ্রাবস্থাতেই হউক অথবা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদর্শনেই হউক যদি কোন স্ত্রীলোককে দর্শন করে, তাহা হইলে কর্ম্মের সমৃদ্ধি অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তি হইবে, ইহাই জানিবে। অভিপ্রায় এই যে—সেই স্ত্রীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্যাদির উৎকর্ষদর্শনেই কর্ম্মেরও উৎকর্ষ জানিবে। কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ক আখ্যান সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত "তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে" এই বাক্যটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৮ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বিতীয়খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমপ্রপাঠকে

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায়। তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ, কুমার! অনু ত্বাহশিষৎ পিতা? ইতি। অনু হি ভগবঃ! ইতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অরুণির পুত্র শ্বেতকেতুনামক আরুণেয় পঞ্চালদেশস্থ সভায় গমন করিয়াছিলেন। জীবলপুত্র জৈবলি প্রবাহণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে কুমার! তোমার পিতা কি তোমাকে উপদেশ অর্থাৎ কিছু শিক্ষা দিয়াছেন? শ্বেতকেতু উত্তর দিয়াছিলেন, হে ভগবন্! অনু অর্থাৎ হাঁ, তিনি অবশ্যই আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তাঃ সংসারগতয়ো বক্তব্যা বৈরাগ্য-হেতোর্মুমুক্ষূণামিত্যত আখ্যায়িকা আরভ্যতে। শ্বেতকেতুর্নামতো হ ইত্যৈতিহ্যার্থঃ। অরুণস্যাপত্যমারুণিঃ তস্যাপত্যমারুণেয়ঃ, পঞ্চালানাং জনপদানাং সমিতিং সভামেয়ায় আজগাম। তমাগতবন্তং হ প্রবাহণো নামতো জীবলস্যাপত্যং জৈবলিরুবাচোক্তবান্—হে কুমার! অনু ত্বা ত্বামশিষৎ অন্বশিষৎ পিতা? কিমনুশিষ্টস্ত্বং পিত্রা? ইত্যর্থঃ। ইত্যুক্তঃ স আহ—অনু হি অনুশিষ্টোঽস্মি ভগবঃ! ইতি সূচয়ন্নাহ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সম্প্রতি মুক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিদিগের বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণগুল্মাদি পর্য্যন্ত সমস্ত সংসারের অবস্থা বলা প্রয়োজন বিবেচনায় এবং পূর্ব্বখণ্ডে প্রাণবিদ্যা ও তাহার অঙ্গকর্ম্মবিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য বলা হইয়াছে; সম্প্রতি অগ্নিবিদ্যা বলিবার ইচ্ছায় এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিতেছেন। 'হ' শব্দটির অর্থ ঐতিহ্য অর্থাৎ এইরূপ ইতিহাস আছে যে, অরুণের পুত্র আরুণি, এই আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু-নামক আরুণেয় কোন সময়ে পঞ্চালদেশস্থ সমিতি অর্থাৎ সভায় আগমন করিয়া-ছিলেন। জীবলের পুত্র প্রবাহণ নামক জৈবলি সমাগত সেই শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে কুমার! পিতা কি তোমাকে অনুশাসন করিয়াছেন? অর্থাৎ তুমি কি তোমার পিতার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ? প্রবাহণকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! অনু হি অর্থাৎ হাঁ, আমি নিশ্চয়ই তাঁহা কর্তৃক অনুশিষ্ট অর্থাৎ উপদিষ্ট হইয়াছি ॥ ১ ॥

"বেত্থ যদিতোঽধি প্রজাঃ প্রয়ন্তি ?" ইতি। "ন ভগবঃ !" ইতি। "বেত্থ যথা পুনরাবর্ত্তন্তে ?" ৩ ইতি। "ন ভগবঃ !" ইতি। "বেত্থ পথোর্দ্দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ ব্যাবর্ত্তনা ?" ৩ ইতি। "ন ভগবঃ !" ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—প্রজা অর্থাৎ প্রাণিসমূহ এই সংসার হইতে ঊর্দ্ধদেশে যে স্থানে গমন করে, তাহা তুমি জান কি ? শ্বেতকেতু উত্তর দিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! না, অর্থাৎ আমি তাহা জানি না। প্রাণিসমূহ যেরূপভাবে ইহলোকে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহা তুমি জান কি ? হে ভগবন্ ! না, তাহা আমি জানি না। দেবযান ও পিতৃযাণ এই দুইটি পথের ব্যাবর্ত্তনা অর্থাৎ পরস্পর বিয়োগ-স্থান অর্থাৎ যে স্থান হইতে দুইটি পথ স্বতন্ত্র হইয়া দুই দিকে গিয়াছে, তুমি জান কি ? হে ভগবন্ ! না, তাহা আমি জানি না ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তং হোবাচ—যত্ত্বমনুশিষ্টোঽসি, বেত্থ যদিতোঽস্মাল্লোকাৎ অধি ঊর্দ্ধং যৎ প্রজাঃ প্রয়ন্তি যৎ গচ্ছন্তি, তৎ কিং জানীষে ইত্যর্থঃ ? "ন ভগবঃ !" ইত্যাহ ইতরঃ, ন জানেঽহং তৎ যৎ পৃচ্ছসি। এবং তর্হি "বেত্থ জানীষে, যথা যেন প্রকারেণ পুনরাবর্ত্তন্তে ?" ইতি। "ন ভগবঃ !" ইতি প্রত্যাহ। "বেত্থ পথোর্ম্মার্গয়োঃ সহপ্রয়াণয়োর্দ্দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ ব্যাবর্ত্তনা ব্যাবর্ত্তনম্, ইতরেতরবিয়োগস্থানং সহ গচ্ছতাম্ ? ইত্যর্থঃ। "ন ভগবঃ !" ইতি। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যদি তুমি তোমার পিতার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি কি জান যে, প্রজা অর্থাৎ জনসমূহ ইহলোক হইতে অধি অর্থাৎ ঊর্দ্ধদেশে যে স্থানে গমন করে, সেই স্থানকে কি তুমি জান ? ইতর অর্থাৎ শ্বেতকেতু উত্তর দিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! না, আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা আমি জানি না। আচ্ছা, তবে কি, তাহারা যেরূপভাবে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে অর্থাৎ এই জগতে পুনরায় ফিরিয়া আসে, তাহা জান ? হে ভগবন্ ! না, তাহাও জানি না, শ্বেতকেতু এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন। একত্রে গমনশীল দেবযান ও পিতৃযাণ এই দুইটি পথের ব্যাবর্ত্তনা অর্থাৎ পরস্পর বিয়োগস্থান কি জান ? জ্ঞানী ও কর্ম্মী উভয়েই তুল্যমার্গে গমন করে, পরে কি প্রকারে তাহাদিগের পরস্পর বিচ্ছেদ হইয়া, জ্ঞানীরা সুরধামে ও কর্ম্মীরা পিতৃধামে গমন করিয়া থাকে, ইহা তুমি জান কি ? শ্বেতকেতু বলিলেন, ভগবন্ ! তাহা আমি অবগত নহি। ভাবার্থ এই যে—দেবযান ও পিতৃযাণ এই দুইটি পথ বিভিন্ন হইলেও পাশাপাশি ভাবেই দুইটি

একত্রে বহু দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, পরে স্থানবিশেষে গিয়া দুইটি দুই দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এ জন্য এই দুই পথে গমনশীল ব্যক্তিগণও বহুদূর পর্য্যন্ত একসঙ্গে গমন করিয়া পরে দুই বিভিন্ন পথে চলিয়া যায়। শ্বেতকেতু উত্তর দিয়াছিলেন, হে ভগবন্! না, তাহাও আমি জানি না ॥ ২ ॥

"বেত্থ যথাঽসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে ?" ৩ ইতি। "ন ভগবঃ!" ইতি। "বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি ?" ইতি। "নৈব ভগবঃ!" ইতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—তুমি কি জান, যে কারণে এই লোক অর্থাৎ চন্দ্রলোক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না? অর্থাৎ পিতৃযাণমার্গে গমনশীল জীবগণের দ্বারা এই চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না কেন, তাহা কি তুমি জান? হে ভগবন্! না, তাহা আমি জানি না। তুমি কি জান, পঞ্চমী আহুতিতে আহুত আপ অর্থাৎ সোম ঘৃত প্রভৃতি দ্রবদ্রব্যসমূহ যে প্রকারে পুরুষপদবাচ্য হয় অর্থাৎ জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়? হে ভগবন্! না, তাহাও আমি জানি না ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—"বেত্থ যথা অসৌ লোকঃ পিতৃসম্বন্ধী, যং প্রাপ্য পুনরাবর্ত্তন্তে, বহুভিঃ প্রয়দ্ভিরপি যেন কারণেন ন সম্পূর্য্যতে ?" ৩ ইতি। "ন ভগবঃ!" ইতি প্রত্যাহ। "বেত্থ যথা যেন ক্রমেণ পঞ্চম্যাং পঞ্চসঙ্খ্যাকায়াম্ আহুতৌ হুতায়ামাহুতিনির্বৃত্তা আহুতিসাধনাশ্চাপঃ পুরুষবচসঃ পুরুষ ইত্যেবং বচোঽভিধানং যাসাং হূয়মানানাং ক্রমেণ ষষ্ঠাহুতিভূতানাং তাঃ পুরুষবচসঃ পুরুষশব্দবাচ্যা ভবন্তি ? পুরুষাখ্যাং লভন্তে ?" ইত্যর্থঃ। ইত্যুক্তো "নৈব ভগবঃ!" ইত্যাহ, নৈবাহমত্র কিঞ্চন জানামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে লোককে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, পিতৃগণের সম্বন্ধীয় সেই লোক পরলোকে প্রস্থিত বহুজীবের দ্বারাও কেন পূর্ণ হয় না, তাহা কি তুমি জান? শ্বেতকেতু প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! না, তাহা আমি জানি না। পঞ্চমী আহুতি অর্থাৎ চতুর্থ আহুতির পর পঞ্চমসংখ্যক আহুতি অর্পিত হইবার পর সেই আহুতি হইতে সঞ্জাত ও আহুতির সাধনস্বরূপ আপ অর্থাৎ সোমরস ঘৃত প্রভৃতি দ্রবদ্রব্যসমূহ যেরূপ ক্রমানুসারে পুরুষ এই নাম যাহাদিগের অর্থাৎ আহুতিরূপে দীয়মান ও ক্রমানুসারে ষষ্ঠ আহুতিস্বরূপ আপ পুরুষপদবাচ্য হয়, অর্থাৎ পুরুষ বা জীব এই নাম লাভ করে, তাহা কি তুমি জান? প্রবাহণ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্বেতকেতু তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! না, এ বিষয়ে আমি কিছুমাত্রই জানি না ॥ ৩ ॥

অথানু কিমনুশিষ্টোঽবোচথাঃ, যো হীমানি ন বিদ্যাৎ, কথং সোঽনুশিষ্টো ব্রুবীত ? ইতি। স হায়স্তঃ পিতুরর্দ্ধমেয়ায়, তং হোবাচ, অননুশিষ্য বাব কিল মা ভগবানব্রবীদনু ত্বাঽশিষমিতি ? ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর প্রবাহণ বলিয়াছিলেন, তুমি এ সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞ হইয়াও, "পিতা কর্ত্তৃক আমি উপদিষ্ট হইয়াছি," এরূপ বাক্য কেন বলিলে ? যে ব্যক্তি এই সমস্ত বিষয় জানে না, "আমি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি" এরূপ বাক্য সে কিরূপে বলে ? সেই শ্বেতকেতু এইরূপ ক্লিষ্ট অর্থাৎ পরাভূত ও তজ্জন্য অবমানিত হইয়া পিতার নিকট গমন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাকে সম্যক্‌রূপ উপদেশ না দিয়াই "তোমাকে সমস্ত উপদেশ দিলাম" এরূপ কথা কেন বলিয়াছিলেন ? ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথৈবমজ্ঞঃ সন্ কিমনু কস্মাৎ ত্বম্ অনুশিষ্টোঽস্মীত্যবোচথাঃ উক্তবানসি ? যো হীমানি ময়া পৃষ্টান্যর্থজাতানি ন বিদ্যান্ন বিজানীয়াৎ, কথং স বিদ্বৎস্বনুশিষ্টোঽস্মীতি ব্রবীত ? ইতি। এবং স শ্বেতকেতুঃ রাজ্ঞা আয়স্তঃ আয়াসিতঃ সন্ পিতুরর্দ্ধং স্থানমেয়ায়, গতবান্, তঞ্চ পিতরমুবাচ অননুশিষ্যানুসাশনমকৃত্বৈব মা মাং কিল ভগবান্ সমাবর্ত্তনকালেঽব্রবীদুক্তবান্, অনু ত্বা অশিষম্ অন্বশিষং ত্বামিতি ॥৪॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর প্রবাহণ বলিয়াছিলেন, তুমি এ সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞ হইয়াও কেন বলিলে যে 'আমি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি ?' যে ব্যক্তি আমা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত এই সমস্ত বিষয় জানে না, সে ব্যক্তি কিরূপে বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের নিকটে "আমি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি" এরূপ বাক্য বলিতে পারে ? সেই শ্বেতকেতু রাজা প্রবাহণ কর্ত্তৃক এইরূপে আয়াসিত অর্থাৎ ক্লিষ্ট অর্থাৎ তিরস্কৃত হওয়ায় মনঃপীড়িত হইয়া পিতার অর্দ্ধ অর্থাৎ নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পূজনীয় আপনি আমাকে সম্যক্‌রূপ অনুশাসন না করিয়াই অর্থাৎ শিক্ষাদান না করিয়াই সমাবর্ত্তনকালে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে নিবৃত্ত হইবার সময় বলিয়াছিলেন, "তোমাকে অনুশিষ্ট করিয়াছি" অর্থাৎ সম্যক্‌রূপ শিক্ষা দিয়াছি ॥ ৪ ॥

পঞ্চ মা রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নানপ্রাক্ষীৎ, তেষাং নৈকঞ্চনাশকং বিবক্তুমিতি। স হোবাচ, যথা মা ত্বং তদৈতানবদো যথাঽহমেষাং নৈকঞ্চন বেদ ; যদ্যহমিমানবেদিষ্যং, কথং তে নাবক্ষ্যমিতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—রাজন্যবন্ধু অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াধম আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিয়াছিল, আমি তাহাদের একটিরও উত্তর দিতে সমর্থ হই নাই। পিতা গৌতম উত্তর করিয়াছিলেন, সেই সময় অর্থাৎ তুমি আসিয়াই আমাকে যেমন এই সকল প্রশ্নের বিষয় বলিলে 'আমি ইহার একটিরও উত্তর জানি না', তুমি জানিও, আমিও ইহার একটিমাত্রও জানি না, যদি এই সমস্ত বিষয় আমার জানা থাকিত, তাহা হইলে কেন তোমাকে তাহা বলিতাম না? অর্থাৎ আমার জানা থাকিলে অবশ্যই তোমাকে বলিতাম ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যতঃ পঞ্চ পঞ্চসংখ্যাকান্ প্রশ্নান্ রাজন্যবন্ধুঃ রাজন্যাঃ বন্ধবোঽস্যেতি রাজন্যবন্ধুঃ, স্বয়ং দুর্বৃত্ত ইত্যর্থঃ, অপ্রাক্ষীৎ পৃষ্টবান্, তেষাং প্রশ্নানাম্ একঞ্চন একমপি নাশকং ন শক্তবানহং বিবক্তুং বিশেষেণার্থতো নির্ণেতুমিত্যর্থঃ। স হোবাচ পিতা, যথা মা মাং বৎস! ত্বং তদা আগতমাত্রমেব এতান্ প্রশ্নানবদঃ উক্তবানসি, তেষাং নৈকঞ্চন অশকং বিবক্তুমিতি; তথা মাং জানীহি, ত্বদীয়াজ্ঞানেন লিঙ্গেন মম তদ্বিষয়মজ্ঞানং জানীহীত্যর্থঃ। কথম্? যথাঽহমেষাং প্রশ্নানামেকঞ্চন একমপি ন বেদ ন জানে ইতি। যথা ত্বমেবাত্র এতান্ প্রশ্নান্ন জানীষে, তথা অহমপ্যেতান্ন জানে ইত্যর্থঃ। অতো মষ্যন্যথাভাবো ন কর্তব্যঃ। কুত এতদেবম্? যতো ন জানে, যদ্যহমিমান্ প্রশ্নানবেদিষ্যং বিদিতবানস্মি, কথং তে তুভ্যং প্রিয়ায় পুত্রায় সমাবর্তনকালে পুরা নাবক্ষ্যং নোক্তবানস্মি? ইতি উক্ত্বা— ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—রাজন্যবন্ধু অর্থাৎ রাজন্য বা ক্ষত্রিয়সমূহ ইহার বন্ধু, কিন্তু নিজে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত; যে হেতু সে রাজন্যবন্ধু, এই জন্যই আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কিন্তু সেই সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে আমি একটিরও বিশেষরূপে অর্থনির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই। পিতা গৌতম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—হে বৎস! তুমি আসিবামাত্রই যেরূপ ভাবে আমাকে এই প্রশ্নটি বলিয়াছ, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে একটিও আমি বুঝিতে পারি নাই, আমাকেও সেইরূপই জানিবে অর্থাৎ তোমার অজ্ঞানতারূপ লক্ষণ দ্বারাই আমারও ঐ বিষয়ে অজ্ঞতাই জানিবে। কিরূপ? যেমন তুমি এই প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু জান না, আমিও তেমনই কিছুমাত্রও জানি না, অর্থাৎ হে বৎস! এই প্রশ্ন বিষয়ে তুমিও যেমন কিছুই জান না, আমিও তেমনই এ বিষয়ে কিছুই জানি না, অতএব তুমি আমার সম্বন্ধে কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব মনে পোষণ করিও না যে, আমি জানিয়াও তোমাকে শিক্ষা দিই নাই, গোপন করিয়াছি। পুত্র বলিয়াছিলেন, কেন এরূপ হইল, যে জন্য আপনি জানেন না বলিতেছেন? অর্থাৎ আপনার না জানার কারণ কি? পিতা উত্তর দিয়াছিলেন, এই প্রশ্নের বিষয় যদি আমার জানা থাকিত, তাহা হইলে সমাবর্তনকালে, প্রিয়পুত্র! তোমাকে কেন এ বিষয়ে উপদেশ দিব না? অর্থাৎ আমার জানা থাকিলে সমাবর্তন-সময়েই আমি তোমাকে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে উপদেশ দিতাম। এই কথা বলিয়া—॥ ৫ ॥

স হ গৌতমো রাজ্ঞোঽর্দ্ধমেয়ায়। তস্মৈ হ প্রাপ্তায়ার্হাঞ্চকারঃ। স হ প্রাতঃ সভাগ উদেয়ায়। তং হোবাচ, মানুষস্য ভগবন্! গৌতম! বিত্তস্য বরং বৃণীথা ইতি। স হোবাচ, তবৈব রাজন্! মানুষং বিত্তং, যামেব কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তামেব মে ব্রূহীতি। স হ কৃচ্ছ্রীবভূব ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—সেই গৌতম রাজার সমীপে গমন করিয়াছিলেন। সমাগত সেই গৌতমকে রাজা পূজা করিয়াছিলেন। রাজা প্রাতঃকালে সভায় গমন করিলে গৌতমও সেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! গৌতম! মনুষ্যসম্বন্ধীয় অর্থাৎ মানুষের কাম্য ধনের বর প্রার্থনা করুন অর্থাৎ আপনি কোন পার্থিব সম্পৎ প্রার্থনা করুন। গৌতম বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! মনুষ্যসম্বন্ধি ধন অর্থাৎ স্বর্ণরৌপ্যাদি পার্থিব সম্পৎসমূহ তোমারই থাকুক, উহাতে আমার প্রয়োজন নাই, তুমি আমার পুত্রের সমীপে যে বাক্য বলিয়াছ, অর্থাৎ তাহাকে যে প্রশ্ন করিয়াছ, সেই কথাই আমাকে বল। এই কথা শুনিয়া রাজা কৃচ্ছ্রীভূত অর্থাৎ দুঃখিত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হ গৌতমো গোত্রতো রাজ্ঞো জৈবলেরর্দ্ধং স্থানমেয়ায় গতবান্। তস্মৈ হ গৌতমায় প্রাপ্তায় অর্হামর্হণাং চকার কৃতবান্। স চ গৌতমঃ কৃতাতিথ্য উষিত্বা পরেদ্যুঃ প্রাতঃকালে সভাগে সভাং গতে রাজ্ঞি উদেয়ায়। ভজনং ভাগঃ পূজা সেবা, সহ ভাগেন বর্ত্তমানো বা সভাগঃ পূজ্যমানোঽন্যৈঃ স্বয়ং গৌতম উদেয়ায় রাজানমুদ্গতবান্। তং হোবাচ গৌতমং রাজা, ভগবন্! গৌতম! মানুষস্য মনুষ্যসম্বন্ধিনো বিত্তস্য গ্রামাদের্বরং বরণীয়ং কামং বৃণীথাঃ প্রার্থয়েথাঃ। স হোবাচ গৌতমঃ, তবৈব তিষ্ঠতু রাজন্! মানুষং বিত্তম্; যামেব কুমারস্য মম পুত্রস্যান্তে সমীপে বাচং পঞ্চপ্রশ্নলক্ষণাম্ অভাষথাঃ উক্তবানসি, তামেব বাচং মে মহ্যং ব্রূহি কথয়, ইত্যুক্তো গৌতমেন রাজা স হ কৃচ্ছ্রী দুঃখী বভূব—কথমিদমিতি ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—গৌতমবংশীয় সেই ঋষি জীবলকুমার রাজা প্রবাহণের অর্দ্ধ অর্থাৎ স্থানে বা রাজ্যে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিজের সমীপে সমাগত সেই গৌতমকে রাজা পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। সেই গৌতম রাজার নিকট অতিথিসৎকার লাভ করিয়া ও সেই স্থানেই রাত্রিবাস করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে রাজা সভায় আগমন করিলে পর রাজসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অথবা সভাগ—ভাগশব্দের অর্থ ভজনা অর্থাৎ পূজা বা সেবা, ভাগের সহিত বর্ত্তমান সভাগ অর্থাৎ গৌতম ভাগের সহিত বর্ত্তমান হইয়া

অর্থাৎ সভাস্থ অন্যান্য জনসমূহকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া উদ্‌গত হইয়াছিলেন অর্থাৎ রাজা সভায় উপস্থিত হইলে গৌতম সভাস্থ অপর সকলের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া রাজার প্রত্যুদ্‌গমন করিয়াছিলেন। রাজা সেই গৌতমকে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ গৌতম! আপনি মনুষ্যসম্বন্ধি বিত্ত অর্থাৎ মানবের প্রয়োজনীয় প্রার্থনার যোগ্য গ্রামাদি সম্পৎলাভের বর অর্থাৎ প্রার্থনীয় বস্তু প্রার্থনা করুন। সেই গৌতম বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! মনুষ্যের কাম্য ধন তোমারই থাকুক, উহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, তুমি আমার কুমার অর্থাৎ পুত্রের নিকটে যে পাঁচটি প্রশ্নস্বরূপ বাক্য বলিয়াছিলে, আমাকেও তুমি সেই সেই বাক্যই বল। গৌতম এইরূপ বলিলে সেই রাজা প্রবাহণ কৃচ্ছ্রীভূত অর্থাৎ "ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে?" এই মনে করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন॥ ৬॥

তং হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার। তং হোবাচ, যথা মা ত্বং গৌতম! অবদঃ, যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি, তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্ত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি, তস্মৈ হোবাচ॥ ৭॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—রাজা 'দীর্ঘকাল বাস কর' গৌতমকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন। পরে পুনরায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে গৌতম! তুমি আমাকে যেরূপ বলিয়াছ, অর্থাৎ উক্ত বিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইয়াছ, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তোমার পূর্ব্বে এই বিদ্যা কোন ব্রাহ্মণকে গমন করে নাই অর্থাৎ কোন ব্রাহ্মণই প্রাপ্ত হয় নাই, এ জন্য সমস্ত লোকেতেই এই বিদ্যাসম্বন্ধে একমাত্র ক্ষত্রিয়দিগেরই উপদেশকর্ত্তৃত্ব ছিল, এই কথা বলিয়া রাজা তাঁহাকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন॥ ৭॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হ কৃচ্ছ্রীভূতোঽপ্রত্যাখ্যেয়ং ব্রাহ্মণং মন্বানো ন্যায়েন বিদ্যা বক্তব্যেতি মত্বা তং হ গৌতমং চিরং দীর্ঘকালং বস, ইত্যেবমাজ্ঞাপয়াঞ্চকার আজ্ঞপ্তবান্। যৎ পূর্ব্বং প্রত্যাখ্যাতবান্ রাজা বিদ্যাং, যচ্চ পশ্চাচ্চিরং বসেত্যাজ্ঞপ্তবান্, তন্নিমিত্তং ব্রাহ্মণং ক্ষমাপয়তি হেতুবচনোক্ত্যা। তং হোবাচ রাজা, সর্ব্ববিদ্যো ব্রাহ্মণোঽপি সন্ যথা যেন প্রকারেণ মা মাং হে গৌতম! অবদস্ত্বং, তামেব বিদ্যালক্ষণাং বাচং মে গৃহীত্যজ্ঞানাৎ, তেন ত্বং জানীহি। তত্রাস্তি বক্তব্যং, যথা যেন প্রকারেণেয়ং বিদ্যা প্রাক্ ত্বত্তো ন ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি ন গতবতী, ন চ ব্রাহ্মণা অনয়া বিদ্যয়া

অনুশাসিতবন্তঃ, তদেতৎ প্রসিদ্ধং লোকে যতঃ, তস্মাদু পুরা পূর্ব্বং সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব ক্ষত্রজাতেরেবানয়া বিদ্যয়া প্রশাসনং প্রশাস্তৃত্বং শিষ্যাণামভূদভূৎ, ক্ষত্রিয়-পরম্পরয়ৈবেয়ং বিদ্যৈতাবন্তং কালমাগতা, তথাঽপ্যহমেতাং তুভ্যং বক্ষ্যামি, ত্বৎসম্প্রদানা-দূর্দ্ধং ব্রাহ্মণান্ গমিষ্যতি, অতো ময়া যদুক্তং, তৎ ক্ষন্তুমর্হসি, ইত্যুক্ত্বা তস্মৈ হোবাচ বিদ্যাং রাজা ॥ ৭ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই রাজা দুঃখিত হইলেও ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য নহে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যথাবিধি বিদ্যা দান করা উচিত এইরূপ স্থির করিয়া গৌতমকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, "তুমি দীর্ঘকাল এই স্থানে অবস্থান কর।" রাজা প্রথমতঃ বিদ্যাদান সম্বন্ধে যে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন ও পরে যে আবার দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে জন্য কারণ প্রদর্শন করিয়া অর্থাৎ প্রথমতঃ কেনই বা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন ও পরে কেনই বা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহার কারণ দেখাইয়া ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। রাজা গৌতমকে বলিয়াছিলেন, হে গৌতম! তুমি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ হইয়াও যে প্রকারে আমাকে বলিয়াছ অর্থাৎ তোমার এই বিদ্যা জানা না থাকায় সেই বিদ্যারূপ বাক্যই আমাকে বলুন বলিয়া তুমি যে প্রার্থনা করিয়াছ, সেই জন্যই তোমাকে বলিতেছি. তুমি ইহা অবগত হও, অর্থাৎ তোমাকে বিদ্যার উপদেশ দিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। কিন্তু এ বিষয়ে আমার একটি বক্তব্য আছে, যে প্রকারে এই বিদ্যা তোমার পূর্ব্বে অন্য কোন ব্রাহ্মণকে গমন করে নাই অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বে এই বিদ্যা কোন ব্রাহ্মণই প্রাপ্ত হয় নাই, এবং ব্রাহ্মণগণও এই বিদ্যা দ্বারা কাহাকেও উপদেশ প্রদান করেন নাই, যে হেতু লোকে এ বিষয়ে এইরূপই প্রসিদ্ধি আছে, সেই হেতু পূর্ব্বে সমস্ত লোকমধ্যে কেবল ক্ষত্রিয়জাতিরই এই বিদ্যা দ্বারা উপদেশদাতৃত্ব ছিল অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণই কেবল শিষ্যগণকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতেন, এতকাল যাবৎ এই বিদ্যা কেবল ক্ষত্রিয়-পরম্পরাক্রমেই চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক, তথাপি আমি তোমাকে বলিব। তোমা[illegible]ন করার পর ইহা ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করিবে অর্থাৎ তোমার নিকট হইতে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরাও শিক্ষা করিবে, অতএব আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহার জন্য আমাকে তোমার ক্ষমা করা উচিত, এই কথা বলিয়া রাজা তাঁহাকে বিদ্যাবিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

অসৌ বাব লোকো গৌতম ! অগ্নিঃ, তস্যাদিত্য এব সমিৎ, রশ্ময়ো ধূমঃ, অহরর্চ্চিঃ, চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ, নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে গৌতম ! সুপ্রসিদ্ধ এই দ্যুলোকই অগ্নি, আদিত্যই তাহার সমিৎ বা কাষ্ঠ, রশ্মিসমূহই ধূম, দিবসই অর্চ্চিঃ বা শিখাস্বরূপ, চন্দ্রই অঙ্গারসমূহ, আর নক্ষত্রসমূহই স্ফুলিঙ্গসমূহ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—"পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ" ইত্যয়ং প্রশ্নঃ প্রাথম্যেনাপাক্রিয়তে, তদপাকরণমনু ইতরেষামপাকরণমনুকূলং ভবেদিতি। অগ্নিহোত্রাহুত্যোঃ কার্য্যারম্ভো যঃ স উক্তো বাজসনেয়কে—"তং প্রতি প্রশ্নাঃ। উৎক্রান্তিরাহুত্যোর্গতিঃ প্রতিষ্ঠা তৃপ্তিঃ পুনরাবৃত্তির্লোকং প্রত্যুত্থায়ী" ইতি; তেষাঞ্চাপাকরণমুক্তং তত্রৈব—"তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ, তেঽন্তরিক্ষমাবিশতঃ, তেঽন্তরিক্ষমেবাহবনীয়ং কুর্ব্বাতে, বায়ুং সমিধং মরীচিরেব শুক্রামাহুতিং, তেঽন্তরিক্ষং তর্পয়তঃ, তে তত উৎক্রামতঃ" ইত্যাদি। "এবমেব পূর্ব্ববদিবং তর্পয়তস্তে তত আবর্ত্তস্তে। ইমামাবিশ্য তর্পয়িত্বা পুরুষমাবিশতঃ। ততঃ স্ত্রিয়মাবিশ্য লোকং প্রত্যুত্থায়ী ভবতি" ইতি। তত্রাগ্নিহোত্রাহুত্যোঃ কার্য্যারম্ভমাত্রমেবংপ্রকারং ভবতীত্যুক্তম্, ইহ তু তং কার্য্যারম্ভমগ্নিহোত্রাপূর্ব্ববিপরিণামলক্ষণং পঞ্চধা প্রবিভজ্যাগ্নিত্বেনোপাসনমুত্তরমার্গপ্রতিপত্তিসাধনং বিধিৎসন্ আহ—অসৌ বাব লোকো গৌতম ! অগ্নিরিত্যাদি। ইহ সায়ম্প্রাতরগ্নিহোত্রাহুতী হুতে পয়-আদিসাধনে শ্রদ্ধাপুরঃসরে আহবনীয়াগ্নিসমিদ্ধূমার্চ্চিরঙ্গারবিস্ফুলিঙ্গভাবিতে কর্ত্রাদিকারকভাবিতে চান্তরিক্ষক্রমেণোৎক্রম্য দ্যুলোকং প্রবিশন্ত্যৌ সূক্ষ্মভূতেঽপ্সমবায়িত্বাদপ্‌শব্দবাচ্যে শ্রদ্ধাহেতুত্বাচ্চ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যে, তয়োরধিকরণমগ্নিঃ, অন্যচ্চ তৎসম্বন্ধং সমিদাদীত্যুচ্যতে। যা অসাবগ্ন্যাদিভাবনা আহুত্যোঃ, সাঽপি তথৈব নির্দ্দিশ্যতে। অসৌ বাব লোকোঽগ্নির্হে গৌতম ! যথা অগ্নিহোত্রাধিকরণং আহবনীয় ইহ। তস্যাগ্নের্দ্যুলোকাখ্যস্যাদিত্য এব সমিৎ, তেন হি ইদ্ধোঽসৌ লোকো দীপ্যতে; অতঃ সমিন্ধনাৎ সমিদাদিত্যঃ। রশ্ময়ো ধূমঃ, তদুত্থানাৎ, সমিধো হি ধূম উত্তিষ্ঠতি। অহরর্চ্চিঃ, প্রকাশসামান্যাৎ, আদিত্যকার্য্যত্বাচ্চ। চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ, অহ্নঃ প্রশমেঽভিব্যক্তেঃ; অর্চ্চিষো হি প্রশমেঽঙ্গারা অভিব্যজ্যন্তে। নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ, চন্দ্রমসোঽবয়বা ইব, বিপ্রকীর্ণত্বসামান্যাৎ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ইত্যগ্রে যে পাঁচটি প্রশ্ন কথিত হইয়াছে,

তন্মধ্যে প্রথমেই "পঞ্চম্যাম্ আহুতাবাপঃ" এই পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন, কারণ, পঞ্চম প্রশ্নের সমাধান হইলেই অপরাপর প্রশ্ন সকলের সমাধান সহজে হইবে, এই জন্যই ক্রমবিপর্য্যয় স্বীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ অর্থক্রম অনুসরণ পূর্ব্বক পাঠক্রমের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। অগ্নিহোত্রে সায়ংপ্রাতঃকালীন আহুতিদ্বয়ের যাহা কার্য্যারম্ভ বা পরিণাম, তাহা বাজসনেয়কে অর্থাৎ যজুর্ব্বেদীয় উপনিষদে এইরূপ ভাবে উক্ত হইয়াছে, বাজসনেয়কের অগ্নিহোত্রপ্রকরণে অগ্নিহোত্রের বিচিত্র পরিণামস্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ অর্থবিবক্ষা করিলে পিষ্টপেষণের ন্যায় পুনরুক্তিদোষ হয়, এ জন্য তাহা না করিয়া অর্থভেদ বলিবার নিমিত্ত অগ্নিহোত্র প্রকরণস্থিত অর্থ বলিতেছেন, বাজসনেয়কে যেমন কার্য্যারম্ভ কথিত আছে, তাহার প্রতি যে সকল প্রশ্ন হইয়াছে, তাহাই বিবৃত হইতেছে। প্রথম—"উৎক্রান্তি অর্থাৎ মরণান্তে দেহ হইতে বহির্নিষ্ক্রমণ, দ্বিতীয়—আহুতিদ্বয় অর্থাৎ সায়ংকালীন ও প্রাতঃকালীন আহুতিদ্বয়ের গতি, তৃতীয়—প্রতিষ্ঠা, চতুর্থ—তৃপ্তি ও পঞ্চম—পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্মফলানুযায়ী লোকের উদ্দেশে প্রত্যুত্থান বা পুনরাগমন।" যাজ্ঞবল্ক্য জনকরাজার প্রতি এই পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ইহাদের উত্তরও সেই স্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে, প্রথম "সুপ্রসিদ্ধ এই দুইটি আহুতি অগ্নিতে প্রদত্ত হইয়া উৎক্রমণ অর্থাৎ উর্দ্ধদেশে গমন করে," দ্বিতীয়—"তাহারা অন্তরিক্ষে প্রবেশ করে অর্থাৎ আকাশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে," তৃতীয়—"তাহারা অন্তরিক্ষকেই আহবনীয় অর্থাৎ আহুতিদানের স্থান আহবনীয়নামক অগ্নিস্বরূপ করিয়া বায়ুকে সমিধ ও সূর্য্যকিরণকেই শুক্র অর্থাৎ পবিত্র আহুতি করে," চতুর্থ—"তাহারা অন্তরিক্ষকে তৃপ্ত করে ও তথা হইতে আরও উর্দ্ধে উত্থিত হয়" ইত্যাদি, পঞ্চম—"ঠিক এইরূপেই তাহারা দ্যুলোককে তর্পিত করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তদনন্তর এই পৃথিবীতে আবিষ্ট হইয়া ও তাহাকে তৃপ্ত করিয়া পুরুষদেহে প্রবেশ করে, তদনন্তর সেই পুরুষদেহ হইতে স্ত্রীলোকে আবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া এই জীবলোকের প্রতি উত্থানশীল হয়, অর্থাৎ পুনরায় কার্য্যসম্পাদনোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া পুরুষ এই সংজ্ঞা লাভ করে"। সে স্থানে অগ্নিহোত্রসম্বন্ধীয় আহুতিদ্বয়ের কার্য্যারম্ভ যেরূপ ভাবে হয়, কেবল তাহাই কথিত হইয়াছে, এ স্থানে সেই অগ্নিহোত্রসম্বন্ধীয় আহুতিদ্বয়ের অপূর্ব্ব পরিণামস্বরূপ কার্য্যারম্ভকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাকেই আবার উত্তর মার্গ অর্থাৎ উত্তরায়ণ মার্গে গমনের সাধন বা উপায়স্বরূপ উপাসনা বিধানের নিমিত্ত অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া বলিতেছেন, হে গৌতম! এই দ্যুলোকই অগ্নি ইত্যাদি। কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ এই মর্ত্ত্যলোকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জল প্রভৃতি সাধন দ্বারা নিষ্পাদনীয়, আহবনীয় অগ্নি অর্থাৎ যে অগ্নিতে হোম করা যায়, সেই অগ্নি,

সমিৎ, ধূম, অর্চ্চিঃ, অঙ্গার ও স্ফুলিঙ্গরূপে চিন্তিত, কর্ত্তা প্রভৃতি কারক দ্বারা সম্পাদনীয় সায়ং ও প্রাতঃকালে আহুত অগ্নিহোত্রসম্বন্ধীয় আহুতিদ্বয় অন্তরিক্ষাদিক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া অতিসূক্ষ্মরূপে দ্যুলোকে প্রবেশ পূর্ব্বক অপ্‌সমবায়িহেতুক অর্থাৎ জলাদি দ্বারা সাধ্য বলিয়া জলসম্বন্ধবশতঃ 'অপ্' শব্দবাচ্য ও শ্রদ্ধাহেতুক অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সম্পাদিত হয় বলিয়া শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যও হয়। সেই আহুতিদ্বয়ের অধিকরণ বা আধারস্বরূপ অগ্নি ও তাহার সহিত সংসৃষ্ট অন্যান্য সমিৎ প্রভৃতি বিষয়ে বলা হইতেছে। আর এই আহুতিদ্বয়ে যে অগ্নিপ্রভৃতিরূপে ভাবনা বা কল্পনা, তাহাও পূর্ব্বানুসারেই অর্থাৎ অগ্নি, সমিৎ, ধূম, অর্চ্চিঃ, অঙ্গার, স্ফুলিঙ্গ এই ক্রমেই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। হে গৌতম! ইহলোকে আহবনীয় অগ্নি যেমন অগ্নিহোত্রসম্বন্ধীয় আহুতিদ্বয়ের অধিকরণ, সেইরূপ এই দ্যুলোকই অধিকরণভূত অগ্নিস্বরূপ, আদিত্যই এই দ্যুলোকনামক অগ্নির সমিধ্ বা কাষ্ঠস্বরূপ, কারণ, এই আদিত্য দ্বারাই এই দ্যুলোক উদ্ভাসিত হইয়া দীপ্তি পায়, অতএব সম্যক্‌রূপে ইদ্ধ অর্থাৎ উদ্ভাসিত করেন বলিয়াই আদিত্য সমিৎস্বরূপ। আদিত্যের রশ্মি বা কিরণসমূহই ধূমস্বরূপ, কারণ, অগ্নিতে প্রদত্ত কাষ্ঠ হইতে যেমন ধূম উত্থিত হয়, সমিৎরূপ সূর্য্য হইতেও তেমনই রশ্মি নির্গত হয়। অহঃ অর্থাৎ দিবস অর্চ্চিঃ বা শিখাস্বরূপ; কারণ, অগ্নির শিখা ও দিবস উভয়ই প্রকাশক অর্থাৎ অন্ধকারনাশক, এই প্রকাশকত্বধর্ম্মে উভয়েরই সাদৃশ্য বিদ্যমান, এবং দিবস আদিত্যেরই কার্য্য অর্থাৎ সূর্য্যোদয়েই দিবসের উৎপত্তি। চন্দ্র অঙ্গারস্বরূপ, কারণ, দিবসরূপ শিখার অবসানেই চন্দ্রের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হয়, আর অগ্নিশিখারও উপশম হইলেই অর্থাৎ জ্বলননিবৃত্তি হইলেই অঙ্গারের অভিব্যক্তি হয়। নক্ষত্রসমূহ ঐ অগ্নির স্ফুলিঙ্গস্বরূপ; চন্দ্রের চতুর্দ্দিকেই নক্ষত্রসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে থাকায় উহারা যেন চন্দ্রের অংশস্বরূপই, আর স্ফুলিঙ্গও অগ্নির অংশ। তাৎপর্য্য এই যে—ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয় আজীবন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই শাস্ত্রীয়বিধি। ঐ অগ্নিহোত্রে প্রধানতঃ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে হোম করাই নিয়ম, মধ্যাহ্নকালীন হোম কর্ত্তার ইচ্ছামত করিতেও পারেন, না করিলেও কোন দোষ হয় না, এই জন্যই দুইটি আহুতির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। অগ্নিহোত্র-যাগকারী মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত আহুতিদ্বয়ের সহিত অন্তরিক্ষাদি লোকপরম্পরানুসারে পিতৃস্থান চন্দ্রলোকে গমন করেন, কর্ম্মক্ষয়ান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আবার দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পাঁচটির মধ্য দিয়া জীবদেহ লাভ করেন। কিন্তু অগ্নিহোত্র যাগ করুন, আর নাই করুন, উক্ত পাঁচটিকে যদি অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর পিতৃযাণমার্গ দক্ষিণায়নে গমন করিতে হয় না, দেবযানমার্গ

উত্তরায়ণেই তিনি গমন করিতে অধিকারী হন। এই প্রকার উপাসনাকে কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা বলে। ইহার মর্ম্মার্থ এই প্রকার বুঝিতে হইবে যে, অগ্নিহোত্রের আহুতিদ্বয় প্রথমে অন্তরীক্ষস্থ যজমানকে ফলদানে সুখী করে। আরব্ধ পুণ্যক্ষয় হইলে স্বর্গলোক হইতে যখন যাগকারীর আত্মা মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে, তখন ঐ আহুতিদ্বয় জলরূপে আত্মার সহিত পৃথিবীতে আসে, ক্রমশঃ ব্রীহি প্রভৃতি শস্যরূপে পুরুষ জীবকে আশ্রয় করে, পরে স্ত্রীগর্ভে রেতোরূপে গমন করিয়া আশ্রয়ীভূত জীবকে দেহভাগী করে। ক্রমশঃ পারলৌকিক গতির প্রতি অনুকূল হয়। এই প্রকারে অগ্নিহোত্রাহুতির কার্য্যারম্ভ হয়। এ স্থলে কার্য্যারম্ভকে পঞ্চধা বিভক্ত করত তাহাকে অগ্নিরূপে আরাধনা এবং উত্তরমার্গপ্রাপ্তিসাধন বিধান করিতেছেন। সন্ধ্যার সময়ে ও প্রভাতে যে আহুতি প্রদান করিতে হয়, তাহা পয়ঃ প্রভৃতির সাধনভূত হইয়া আহবনীয় বহ্নি, সমিধ্, ধূম, অগ্নিশিখা, অঙ্গার ও বিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা সাধিত হইয়া শূন্যমার্গে গমন পূর্ব্বক ক্রমশঃ সুরলোকে প্রবেশ করে। অতএব হে গৌতম! এই দ্যুলোকই বহ্নি। যেমন অধিকরণ অগ্নিই অগ্নিহোত্রাদির আহবনীয়, তদ্রূপ এই লোকই উক্ত যজ্ঞের অধিকরণ। সূর্য্য এই স্বর্গলোকাখ্য বহ্নির সমিধ্। কাষ্ঠ দ্বারা যেরূপ বহ্নি প্রজ্বলিত হয়, আদিত্য দ্বারাই তদ্রূপ সকল সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের রশ্মিসকল ধূম। রশ্মি সকল উদ্গত হয় বলিয়াই উহারা ধূমস্থানীয় সূর্য্য হইতে যেরূপ রশ্মির উত্থান হয়, তদ্রূপ সমিধ হইতে ধূমের উত্থান হইয়া থাকে। দিবস সেই বহ্নির শিখা। অগ্নির শিখা যেরূপ প্রকাশ করে, তদ্রূপ দিবসেরও প্রকাশকতা শক্তি আছে। চন্দ্র অঙ্গার, যেমন দিবসের শেষে চন্দ্রের প্রকাশ হয়, তদ্রূপ বহ্নি প্রশান্ত হইলেই অঙ্গার হইয়া থাকে এবং নক্ষত্রসমূহ সেই বহ্নির বিস্ফুলিঙ্গ, অগ্নি হইতে যেরূপ বিস্ফুলিঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়, চন্দ্র হইতেও তদ্রূপ নক্ষত্রগণ বিকীর্ণ হয়। এই জন্য নক্ষত্র সকল বিস্ফুলিঙ্গস্থানীয়॥ ১॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি॥ ২॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সেই এই দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে দেবগণ অর্থাৎ যজমানের প্রাণরূপ দেবগণ শ্রদ্ধাকে অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত জলকে আহুতিরূপে সমর্পণ করেন, সেই আহুতি হইতেই রাজা অর্থাৎ প্রভাসম্পন্ন সোম উদ্ভূত হন অর্থাৎ চন্দ্রলোকে তাঁহার উপভোগযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন॥ ২॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্মিন্নেতস্মিন্ যথোক্তলক্ষণেঽগ্নৌ দেবাঃ যজমানপ্রাণাঃ অগ্ন্যাদিরূপাঃ অধিদৈবতং, শ্রদ্ধাম্ অগ্নিহোত্রাহুতিপরিণামাবস্থারূপাঃ সূক্ষ্মা আপঃ শ্রদ্ধা-ভাবিতাঃ শ্রদ্ধা উচ্যন্তে। "পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইত্যপাং হৌম্যতয়া প্রশ্নে শ্রুতত্বাৎ, "শ্রদ্ধা বা আপঃ শ্রদ্ধামেবারভ্য প্রণীয় প্রচরন্তি" ইতি চ বিজ্ঞায়তে। তাং শ্রদ্ধামপ্-রূপাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা—অপাং শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যানাং দ্যুলোকাগ্নৌ হুতানাং পরিণামঃ সোমো রাজা সম্ভবতি। যথা ঋগ্বেদাদিপুষ্পরসা ঋগাদিমধুকরোপ-নীতাস্তে আদিত্যে যশ-আদি কার্য্যং রোহিতাদিরূপলক্ষণমারভন্তে ইত্যুক্তং, তথেমা অগ্নিহোত্রাহুতিসমবায়িন্যঃ সূক্ষ্মাঃ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যা আপো দ্যুলোকমনুপ্রবিশ্য চান্দ্রং কার্য্যমারভন্তে ফলরূপমগ্নিহোত্রাহুত্যোঃ। যজমানাশ্চ তৎকর্ত্তারঃ আহুতিময়া আহুতি-ভাবনাভাবিতা আহুতিরূপেণ কর্ম্মণা আকৃষ্টাঃ শ্রদ্ধাঽপ্সমবায়িনো দ্যুলোকমনুপ্রবিশ্য সোমভূতা ভবন্তি। তদর্থং হি তৈরগ্নিহোত্রং হুতম্। অত্র তু আহুতিপরিণাম এব পঞ্চাগ্নি-সম্বন্ধক্রমেণ প্রাধান্যেন বিবক্ষিত উপাসনার্থম্; ন যজমানানাং গতিঃ। তাং স্ববিত্ত্বাৎ ধূমাদিক্রমেণোত্তরত্র বক্ষ্যতি, বিদুষাঞ্চোত্তরাং বিদ্যাকৃতাম্। ২।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্থখণ্ডভাষ্যম্। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্তলক্ষণসম্পন্ন সেই এই অগ্নিতে অর্থাৎ দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে দেবগণ অর্থাৎ যজমানের প্রাণসমূহ অধিদৈবতপক্ষে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসমূহ শ্রদ্ধাকে অর্থাৎ অগ্নিহোত্রে দত্ত আহুতির পরিণামাবস্থা-স্বরূপ সূক্ষ্ম জলভাগই শ্রদ্ধাভাবিত অর্থাৎ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রদত্ত হয় বলিয়া উহাকে 'শ্রদ্ধা' বলা হয়, কারণ, "পঞ্চমী আহুতিতে প্রদত্ত জলসমূহই পুরুষপদবাচ্য হয়" এই প্রশ্নে জলই যে হোমসাধন দ্রব্য অর্থাৎ জল দ্বারাই যে আহুতি প্রদান করা হয়, অতএব 'অপ্'ই শ্রদ্ধাপদবাচ্য, এইরূপ শ্রুত হওয়া যায়। আরও "শ্রদ্ধাই অপ্‌সমূহ, সেই অপ্‌সমূহ শ্রদ্ধাকে অবলম্বন করিয়া ও সংস্কারবিশেষসম্পন্ন হইয়া গমন করে" ইহা দ্বারাও অপ্‌শব্দের শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যতা জানা যায়। দেবগণ জলরূপ সেই শ্রদ্ধার হোম করেন। সেই আহুতি হইতে রাজা অর্থাৎ অত্যুজ্জ্বল প্রভাসম্পন্ন সোম অর্থাৎ দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে আহুত শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য জলের পরিণামস্বরূপ রাজা সোম সমুদ্ভূত হন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ঋক্ প্রভৃতি মধুকর কর্ত্তৃক সংগৃহীত ঋগ্‌বেদাদিরূপ পুষ্পরস অর্থাৎ মধুসমূহ যেমন আদিত্যমণ্ডলে রক্তবর্ণাদিরূপ যশঃপ্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ করে, সেইরূপ এই অগ্নিহোত্রসম্বন্ধি আহুতিসংসৃষ্ট শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য সূক্ষ্ম অপ্-সমূহও দ্যুলোকে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্নিহোত্রে প্রদত্ত আহুতিদ্বয়ের ফলস্বরূপ চন্দ্রমণ্ডলস্থ কার্য্য আরম্ভ করে। যাগকর্ত্তা যজমানগণও আহুতিময় অর্থাৎ আহুতিভাবনায় ভাবিত হইয়া অর্থাৎ আহুতিরূপে কল্পিত হইয়া ও আহুতিরূপ কর্ম্ম দ্বারা আকৃষ্ট

এবং শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া দ্যুলোকে প্রবেশ পূর্ব্বক সোমভূত অর্থাৎ চন্দ্রস্বরূপ হইয়া যান, কারণ, তাঁহারা সেইরূপ হওয়ার নিমিত্তই অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করেন। এ স্থানে উপাসনার নিমিত্ত পঞ্চাগ্নিসম্বন্ধক্রমে বিশেষভাবে আহুতির পরিণাম নির্দ্দেশ করাই শাস্ত্রকর্ত্তার অভিপ্রায়, যজমানের গতি নির্দ্দেশ করা অভিপ্রেত নহে। অবিদ্বান্ অর্থাৎ এই বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ধূমাদি-ক্রমে গতি ও বিদ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিদ্যার ফলস্বরূপ উত্তরায়ণমার্গে গতির বিষয় পরে বলা হইবে ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

পর্জ্জন্যো বাব গৌতম। অগ্নিঃ, তস্য বায়ুরেব সমিৎ, অব্‌ভ্রং ধূমঃ, বিদ্যুদর্চ্চিঃ, অশনিরঙ্গারাঃ, হ্রাদনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে গৌতম! প্রসিদ্ধ পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘই অগ্নি, বায়ুই ঐ অগ্নির সমিৎ, অবভ্র অর্থাৎ সজল মেঘই ধূম, বিদ্যুৎই ঐ অগ্নির শিখা, অশনি অর্থাৎ বজ্রই অঙ্গারস্বরূপ ও হ্রাদনি অর্থাৎ গর্জ্জনসমূহই স্ফুলিঙ্গস্বরূপ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—দ্বিতীয়হোমপর্য্যায়ার্থমাহ—পর্জ্জন্যো বাব পর্জ্জন্য এব গৌতম! অগ্নিঃ, পর্জ্জন্যো নাম বৃষ্ট্যুপকরণাভিমানী দেবতাবিশেষঃ। তস্য বায়ুরেব সমিৎ, বায়ুনা হি পর্জ্জন্যোঽগ্নিঃ সমিধ্যতে, পুরোবাতাদিপ্রাবল্যে বৃষ্টিদর্শনাৎ। অব্‌ভ্রং ধূমঃ, ধূমকার্য্যত্বাদ্ধূমবচ্চ লক্ষ্যমাণত্বাৎ। বিদ্যুদর্চ্চিঃ, প্রকাশসামান্যাৎ। অশনিরঙ্গারাঃ, কাঠিন্যাৎ বিদ্যুৎসম্বন্ধাদ্বা। হ্রাদনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ; হ্রাদনয়ঃ গর্জ্জিতশব্দাঃ মেঘানাং, বিপ্রকীর্ণত্বসামান্যাৎ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সম্প্রতি দ্বিতীয় হোমের ক্রম নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত এই খণ্ড আরম্ভ করিতেছেন। পর্জ্জন্য অর্থাৎ যে সমস্ত উপকরণসহযোগে বৃষ্টি হয়, তদভিমানী দেবতাবিশেষ। হে গৌতম! পর্জ্জন্যই অগ্নি অর্থাৎ অগ্নিস্বরূপ, বায়ুই সেই অগ্নির সমিৎ অর্থাৎ দাহ্য কাষ্ঠবিশেষ, কারণ, বায়ু দ্বারাই পর্জ্জন্যরূপ অগ্নি সন্ধুক্ষিত হয়, আর ইহাও দেখা যায় যে, পূর্ব্বদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার প্রাবল্য ঘটিলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। অবভ্র অর্থাৎ আসন্নবর্ষণ বা বর্ষণোন্মুখ মেঘই ধূম অর্থাৎ ধূমস্বরূপ; কারণ, ঐ অবভ্র ধূমেরই কার্য্য অর্থাৎ ধূম হইতেই উৎপন্ন ও দেখিতেও ঠিক ধূমের ন্যায়ই। বিদ্যুৎ-ই অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অগ্নির শিখাস্বরূপ; কারণ, প্রকাশ অর্থাৎ আলোকিত করা বিদ্যুৎ ও অগ্নি উভয়ের সমান ধর্ম্ম। অশনি অর্থাৎ বজ্রই অঙ্গারস্বরূপ, কারণ, অঙ্গারও কঠিন, বজ্রও কঠিন, এই কাঠিন্য-ধর্ম্মে উভয়ের সাম্যবশতঃ অথবা বিদ্যুতের সহিত সম্বন্ধবশতঃ বজ্রই অঙ্গার। আর হ্রাদনিসমূহই অর্থাৎ মেঘের গর্জ্জনসমূহই বিস্ফুলিঙ্গ-সদৃশ; কারণ, স্ফুলিঙ্গসমূহও বিপ্রকীর্ণ অর্থাৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা ব্যাপ্ত হয়, আর মেঘগর্জ্জনও বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এই সাদৃশ্যবশতই গর্জ্জনসমূহই বিস্ফুলিঙ্গসমূহতুল্য ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমꣳ রাজানং জুহ্বতি, তস্যা আহুতের্ব্বর্ষꣳ সম্ভবতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—দেবগণ সেই এই অগ্নিতে প্রভাসম্পন্ন সোমকে হোম করেন অর্থাৎ উক্তরূপ সোমের আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতেই বৃষ্টি সমুৎপন্ন হয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ পূর্ব্ববৎ সোমং রাজানং জুহ্বতি, তস্যা আহুতের্ব্বর্ষং সম্ভবতি। শ্রদ্ধাখ্যা আপঃ সোমাকারপরিণতাঃ দ্বিতীয়ে পর্য্যায়ে পর্জ্জন্যাগ্নিং প্রাপ্য বৃষ্টিত্বেন পরিণমন্তে। ২।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—দেবগণ অর্থাৎ যজমানের প্রাণস্বরূপ দেবগণ সেই এই পর্জ্জন্যরূপী অগ্নিতে পূর্ব্বের ন্যায় রাজা সোমকে অর্থাৎ সমুজ্জ্বল-প্রভাসম্পন্ন সোমকে আহুতিরূপে প্রদান করেন, সেই এই আহুতি হইতেই বৃষ্টি সঞ্জাত হয় অর্থাৎ এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য জলসমূহই সোমাকারে পরিণত ও পর্জ্জন্যরূপ অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

পৃথিবী বাব গৌতম! অগ্নিঃ, তস্যাঃ সংবৎসরঃ এব সমিৎ, আকাশো ধূমঃ, রাত্রিরর্চ্চিঃ, দিশোঽঙ্গারাঃ, অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে গৌতম! পৃথিবীই অগ্নিস্বরূপ; সংবৎসর তাহার সমিৎ বা কাষ্ঠসদৃশ, আকাশ তাহার ধূমস্বরূপ, রাত্রি তাহার অর্চ্চিঃ বা শিখাস্বরূপ, দিক্‌সমূহ অঙ্গারস্বরূপ ও অবান্তরদিক্‌সমূহ অর্থাৎ কোণসমূহই বিস্ফুলিঙ্গসদৃশ ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিরিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তস্যাঃ পৃথিব্যাখ্যস্যাগ্নেঃ সংবৎসর এব সমিৎ; সংবৎসরেণ হি কালেন সমিদ্ধা পৃথিবী ব্রীহ্যাদি-নিষ্পত্তয়ে ভবতি। আকাশো ধূমঃ; পৃথিব্যা ইবোত্থিত আকাশো দৃশ্যতে, যথা অগ্নের্ধূমঃ। রাত্রিরর্চ্চিঃ, পৃথিব্যা হ্যপ্রকাশাত্মিকায়া অনুরূপা রাত্রিঃ, তমোরূপত্বাৎ, অগ্নেরিবানুরূপমর্চ্চিঃ। দিশোঽঙ্গারাঃ, উপশান্তত্বসামান্যাৎ। অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ, ক্ষুদ্রত্বসামান্যাৎ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সম্প্রতি তৃতীয় হোমের বর্ণনা করিতেছেন। হে গৌতম! পৃথিবীই অগ্নি ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেরই ন্যায়। সেই পৃথিবীনামক অগ্নির সংবৎসরই সমিৎ অর্থাৎ দাহ্য কাষ্ঠ, কারণ, পৃথিবী এক বৎসর-কালের মধ্যে সমিদ্ধ অর্থাৎ বীর্য্যবতী হইয়া ধান্য-যবাদি শস্য সমুৎপাদনে সমর্থ হয়। আকাশই ধূমস্বরূপ, কারণ, অগ্নি হইতে যেমন ধূম উত্থিত হয়, তেমনই আকাশও যেন পৃথিবী হইতেই উত্থিত হইয়াছে, এইরূপই মনে হয়। রাত্রিই ঐ অগ্নির অর্চ্চিঃ অর্থাৎ শিখাস্বরূপ, কারণ, অগ্নির শিখা যেমন কৃষ্ণবর্ণ, তদ্রূপ তমোরূপিণী রাত্রিও অপ্রকাশিকাত্মিকা অর্থাৎ মলিনাত্মিকা বা কৃষ্ণবর্ণা পৃথিবীরই অনুরূপা; ভাব এই যে—শাস্ত্রকারগণ মৃত্তিকাকে কৃষ্ণবর্ণ বলেন, পৃথিবী তমোগুণাত্মিকা, তমোগুণাত্মক পদার্থ মলিন, রাত্রিও তমোগুণবহুল অন্ধকার, অগ্নি হইতে যে শিখা উদ্গত হয়, তাহাতেও কৃষ্ণবর্ণ আভা দেখা যায়, এই জন্যই রাত্রিকে পৃথিবীরূপ অগ্নির শিখা বলা হইয়াছে। দিক্‌সমূহই অঙ্গারসদৃশ, কারণ, উপশমের সহিত সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে যেমন অঙ্গাররূপে পরিণত হয়, অর্থাৎ অগ্নির শেষ যেমন অঙ্গার, সেইরূপ দিক্‌সমূহও যেন পৃথিবীর শেষভাগেই অবস্থিত বলিয়া অনুভূত হয়। আর অবান্তর দিক্‌সমূহ অর্থাৎ অগ্নিকোণাদি

কোণসমূহই পৃথিবীরূপ অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গস্বরূপ, কারণ, কোণসমূহও ক্ষুদ্র, স্ফুলিঙ্গও ক্ষুদ্র ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেরন্নং সম্ভবতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—দেবগণ সেই এই অগ্নিতে বর্ষকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ বর্ষণ করেন, এবং সেই আহুতি হইতে অন্ন অর্থাৎ ধান্যাদি খাদ্য শস্যসমূহ সমুদ্ভূত হয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্মিন্নিত্যাদি সমানম্। তস্যা আহুতেঃ অন্নং ব্রীহিযবাদি সম্ভবতি। ২।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে ষষ্ঠখণ্ডভাষ্যম্। ৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'সেই এই' ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেরই ন্যায়। সেই বৃষ্টিরূপ আহুতি হইতেই অন্ন অর্থাৎ ধান্য-যবাদি খাদ্য শস্য-সমূহ সমুদ্ভূত হয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ খণ্ডঃ

পুরুষো বাব গৌতম ! অগ্নিঃ, তস্য বাগেব সমিৎ, প্রাণো ধূমঃ, জিহ্বা অর্চ্চিঃ, চক্ষুরঙ্গারাঃ, শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে গৌতম! পুরুষই অগ্নি, বাক্যই তাহার সমিৎ, প্রাণই ধূম, জিহ্বাই তাহার অর্চ্চিঃ অর্থাৎ শিখা, চক্ষুই অঙ্গার ও শ্রোত্র বা কর্ণই বিস্ফুলিঙ্গ ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পুরুষো বাব গৌতম ! অগ্নিঃ, তস্য বাগেব সমিৎ, বাচা হি মুখেন সমিধ্যতে পুরুষঃ, ন মূকঃ। প্রাণো ধূমঃ, ধূমঃ ইব মুখান্নির্গমনাৎ। জিহ্বা অর্চ্চিঃ, লোহিতত্বাৎ। চক্ষুরঙ্গারাঃ, ভাস আশ্রয়ত্বাৎ। শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ, বিপ্রকীর্ণত্বসামান্যাৎ ॥১॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সম্প্রতি চতুর্থ হোম কথিত হইতেছে—হে গৌতম! পুরুষই এই চতুর্থ হোমের বহ্নিস্বরূপ। বাক্যই এই বহ্নির সমিধ্, কারণ, কাষ্ঠ দ্বারা যেরূপ বহ্নি প্রজ্বলিত হয়, বাক্য অর্থাৎ মুখ দ্বারাই তদ্রূপ পুরুষ সমিদ্ধ অর্থাৎ প্রসিদ্ধি লাভ করে, মূক পুরুষ কখনও জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, এই জন্যই বাক্য পুরুষরূপ বহ্নির কাষ্ঠস্থানীয়। প্রাণ উক্ত বহ্নির ধূম, ধূমসকল যেরূপ বহ্নি হইতে নির্গত হয়, তদ্রূপ প্রাণবায়ুও পুরুষের মুখ হইতেই নির্গত হইয়া থাকে; সুতরাং প্রাণ পুরুষাগ্নির ধূমস্থানীয়। রসনা এই পুরুষাগ্নির শিখা, কারণ, পুরুষের রসনা ও বহ্নির শিখা উভয়ই রক্তবর্ণ, অতএব রসনাতে অগ্নিশিখার আরোপ করা যায়। নেত্র উক্ত বহ্নির অঙ্গারসমূহ, যে হেতু, নেত্র ও অঙ্গার উভয়ই প্রভা অর্থাৎ জ্যোতির আশ্রয়; সুতরাং নেত্র অঙ্গারস্থানীয়, আর কর্ণই এই পুরুষাগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ, কারণ, বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কর্ণও ইতস্ততঃ বিপ্রকীর্ণ অর্থাৎ প্রসৃত; ভাব এই যে—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, কর্ণও নানা দিগ্দেশের সংবাদ শ্রবণ করে, এ জন্য কর্ণও বহুদেশপ্রসারী, এবং এই জন্যই কর্ণকে বিস্ফুলিঙ্গ বলে ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি; তস্যা আহুতে রেতঃ সম্ভবতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—দেবগণ সেই এই পুরুষাগ্নিতে অন্নাহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতেই রেতঃ অর্থাৎ শুক্র সমুদ্ভূত হয় ॥ ১ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ। অন্নং জুহ্বতি ব্রীহ্যাদি সংস্কৃতম্। তস্যা আহুতেঃ রেতঃ সম্ভবতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। অন্ন অর্থাৎ পাকক্রিয়াদি দ্বারা সংস্কৃত অর্থাৎ রূপান্তরে পরিণত ধান্য যব প্রভৃতি আহুতি প্রদান করেন ও সেই আহুত অন্ন হইতে শুক্র সমুদ্ভূত হয় অর্থাৎ ব্রীহি প্রভৃতি অন্নসকল পুরুষে প্রবেশ পূর্ব্বক রেতোরূপে পরিণত হয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ

যোষা বাব গৌতম! অগ্নিঃ, তস্যা উপস্থ এব সমিৎ, যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমঃ, যোনিরর্চ্চিঃ, যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারাঃ, অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে গৌতম! যোষাই অর্থাৎ স্ত্রীলোকই অগ্নি, উপস্থ অর্থাৎ পুমঙ্গই তাহার সমিৎ, আর যে উপমন্ত্রণ অর্থাৎ সঙ্কেতাদি দ্বারা আহ্বান করে, তাহাই ধূমস্বরূপ, তাহার যোনিই হইতেছে অর্চ্চিঃ অর্থাৎ শিখা, আর যে অন্তঃকরণ অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া বা ব্যাপার, তাহাই অঙ্গারসমূহ ও যাহা অভিনন্দ অর্থাৎ আনন্দসম্ভোগ, তাহাই স্ফুলিঙ্গ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যোষা বাব গৌতম! অগ্নিঃ। তস্যা উপস্থ এব সমিৎ, তেন হি সা পুত্রাদ্যুৎপাদনায় সমিধ্যতে। যদুপমন্ত্রয়তে, স ধূমঃ; স্ত্রীসম্ভবাদুপমন্ত্রণস্য। যোনিরর্চ্চিঃ, লোহিতত্বাৎ। যদন্তঃ করোতি, তেঽঙ্গারাঃ; অগ্নিসম্বন্ধাৎ। অভিনন্দাঃ সুখলবাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ, ক্ষুদ্রত্বাৎ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে গৌতম! যোষা অর্থাৎ স্ত্রীলোকই অগ্নিস্বরূপ। উপস্থ অর্থাৎ লিঙ্গই সেই স্ত্রীরূপ অগ্নির সমিৎস্বরূপ,কারণ, সেই উপস্থের দ্বারা স্ত্রীলোক পুত্রাদি উৎপাদনের নিমিত্ত অর্থাৎ গর্ভধারণে সমুত্তেজিত হয়। আর যে উপমন্ত্রণ অর্থাৎ হাব-ভাবাদি দ্বারা পুরুষকে আহ্বান করে, তাহাই ধূমস্বরূপ, কারণ, ঐ উপমন্ত্রণ কার্য্যটি স্ত্রীলোক হইতেই সমুদ্ভূত হয়। যোনিই তাহার শিখা, কারণ, ঐ যোনিও রক্তবর্ণ, শিখাও রক্তবর্ণ। আর যে অন্তঃকরণ অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া, তাহাই অঙ্গারসমূহস্বরূপ, কারণ, উহাতেও অগ্নির সহিত সম্বন্ধ আছে। আর যে অভিনন্দ অর্থাৎ সুখলেশ অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী সুখানুভব, তাহাই বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ, কারণ, স্ফুলিঙ্গও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারবিশিষ্ট, ঐ সুখও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া অতি ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সেই এই স্ত্রীলোকরূপ অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ অর্থাৎ

শুক্রকে আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতেই গর্ভ সমুদ্ভূত হয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্মিন্নেতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি। তস্যা আহুতে- র্গর্ভঃ সম্ভবতীতি। এবং শ্রদ্ধা-সোম-বর্ষান্ন-রেতো-হবনপর্য্যায়ক্রমেণাপ এব গর্ভীভূতাস্তাঃ। তত্র আপামাহুতিসমবায়িত্বাৎ প্রাধান্যবিবক্ষা, আপঃ পঞ্চম্যামাহুতৌ পুরুষবচসো ভবন্তীতি; ন তু আপ এব কেবলাঃ সোমাদিকার্য্যমারভন্তে; ন চাপোঽত্রিবৃৎকৃতাঃ সন্তীতি। ত্রিবৃৎ- কৃতত্বেঽপি বিশেষসংজ্ঞালাভো দৃষ্টঃ, পৃথিবীয়ম্, ইমা আপঃ, অয়মগ্নিরিত্যন্যতমবাহুল্য- নিমিত্তঃ; তস্মাৎ সমুদিতান্যেব ভূতানি অববাহুল্যাৎ কর্ম্মসমবায়ীনি সোমাদিকার্য্যারম্ভ- কাণ্যাপ ইত্যুচ্যন্তে; দৃশ্যতে চ দ্রববাহুল্যং সোম-বৃষ্ট্যন্ন-রেতোদেহেষু; বহুদ্রবঞ্চ শরীরং যদ্যপি পার্থিবম্। তত্র পঞ্চম্যামাহুতৌ হুতায়াং রেতোরূপাঃ আপো গর্ভীভূতাঃ। ২।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টমখণ্ডভাষ্যম্। ৮।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শুক্রকে আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতেই গর্ভ সমুদ্ভূত হয়। এইরূপে হোমের সহিত সংশ্লিষ্ট সেই আপ্ অর্থাৎ জলই পর্য্যায়ক্রমে শ্রদ্ধা, সোম, বর্ষ, অন্ন ও রেতোরূপে আহুত হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হয়। তাহাদের মধ্যে আহুতির সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধহেতুক জলেরই প্রাধান্য কল্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ জলসমূহই পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষ এই পদবাচ্য হয়, ইহা বলা হইয়াছে। এ স্থানে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল জলই যে সোমাদি কার্য্য আরম্ভ করে, তাহা নহে, আর জলও কখন অত্রিবৃৎকৃত অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত হয়, তাহা নহে; প্রত্যেক ভূতই ত্রিবৃৎকৃত হইলেও পঞ্চভূতের মধ্যে এক একটি ভূতের আধিক্যানুসারে ইহা ক্ষিতি, ইহা অপ্, ইহা তেজ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়; অতএব কর্ম্মসমবায়ী অর্থাৎ কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট, সোমাদি কার্য্যের আরম্ভক পরস্পর সম্মিলিত পঞ্চ মহাভূতই জলভাগের আধিক্যহেতুক 'আপঃ' এই নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের প্রত্যেকটির সহিতই প্রত্যেকটি মিলিত আছে, তন্মধ্যে এক একটি ভূতে এক একটি ভূতের আধিক্য থাকে, সেই আধিক্যানুসারেই তাহারা এইটি ক্ষিতি, এইটি জল, এইটি অগ্নি ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। আর সোম বৃষ্টি অন্ন রেতঃ ও দেহে দ্রবভাগেরই বাহুল্য দেখা যায়। এই দেহ পার্থিব অর্থাৎ ক্ষিতিভূতের আধিক্যবিশিষ্ট হইলেও ইহাতে দ্রবভাগেরও বাহুল্য দেখা যায়, তাহার মধ্যে পঞ্চমী আহুতিতে আহুত রেতোরূপ জলই গর্ভরূপে পরিণত হয়। ভাবার্থ এই যে—উক্তপ্রকার লক্ষণবিশিষ্ট বহ্নিতে সুরগণ রেতঃসেকরূপ

আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতে গর্ভের উৎপত্তি হয়। এইরূপে শ্রদ্ধা, সোম, বর্ষ, অন্ন ও রেতঃস্বরূপ দ্রব্যসকল দ্যুলোকপ্রভৃতি অগ্নিতে হবনীয় বলায় যে ক্রম বিবৃত হইল, তাহাতে সলিলই গর্ভভূত হইয়া থাকে জানা যায়, সুতরাং সলিলই আহুতির কারণ। যদি বল, পাঞ্চভৌতিক শরীরে অন্য ভূতেরও ত কর্তৃত্ব আছে? এতদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, উক্ত আহুতি কার্য্যে জল সমবায়ি কারণ; সুতরাং প্রাধান্যবিবক্ষানিবন্ধন পঞ্চম আহুতিতে জলই পুরুষপদবাচ্য হয়। কিন্তু কেবল জল হইতেই যে সোমাদি ক্রিয়ার আরম্ভ হইতে পারে, তাহাও অসম্ভব. উক্তরূপে পঞ্চভূত হইতেই কার্য্যারম্ভ হয়। ভূতান্তরের সাহায্য ভিন্ন কেবল জলের কার্য্যারম্ভকতা স্বীকার করিলে সেই কার্য্য জলবিম্বের ন্যায় অতি অকিঞ্চিৎকর হয়। ক্ষিতি, জল ও অগ্নি এই ভূতত্রয় সমবেত হইলেই বিশেষ সংজ্ঞালাভ দৃষ্ট হয়। উক্ত ভূতত্রয়সমবেত বস্তুতে পৃথিব্যাদিত্রয়ের মধ্যে যাহার বাহুল্য থাকে, তাহারই প্রাধান্য ব্যবহার হয়। সুতরাং পৃথিবী প্রভৃতির বাহুল্য-প্রযুক্ত কার্য্যের আরম্ভক সোম, বৃষ্টি, অন্ন, রেতোময় শরীরে জলবাহুল্য দেখা যায়, এই জন্য দেহকে দ্রববহুল কহে, অর্থাৎ দেহে জলীয় ভাগের বাহুল্য বর্ত্তমান, ইহাই উপলব্ধি হয়, যে হেতু, পার্থিব বস্তুর আধিক্য থাকিলেও সলিলই রেতোরূপে গর্ভীভূত হয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

নবমঃ খণ্ডঃ

ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি, স উল্বাবৃতো গর্ভো দশ বা নব বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্বা অথ জায়তে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—এইরূপে পঞ্চমী আহুতিতে অর্থাৎ পঞ্চম আহুতি প্রদত্ত হইবার পর সেই আপ্ অর্থাৎ জল পুরুষপদবাচ্য হয়। সেই গর্ভ জরায়ুপরিবেষ্টিত অবস্থায় দশ মাস অথবা নয় মাস অথবা সম্ভবমত কাল জঠরাভ্যন্তরে শয়ন করিয়া থাকিয়া জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হয় ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইতি তু এবন্তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি ব্যাখ্যাত একঃ প্রশ্নঃ। যত্তু দ্যুলোকাদিমাং প্রতি আবৃত্তয়োরাহুত্যোঃ পৃথিবীং পুরুষং স্ত্রিয়ং ক্রমেণাবিশ্য লোকং প্রত্যুত্থায়ী ভবতীতি বাজসনেয়কে উক্তং, তৎ প্রাসঙ্গিকমিহোচ্যতে। ইহ চ প্রথমে প্রশ্নে উক্তং—"বেত্থ যদিতোঽধিপ্রজাঃ প্রয়ন্তি" ইতি; তস্য চায়মুপক্রমঃ,—স গর্ভোঽপাং পঞ্চমঃ পরিণামবিশেষঃ আহুতিকর্ম্মসমবায়িনীনাং শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যানাম্ উল্বাবৃতঃ উল্বেন জরায়ুণা আবৃতো বেষ্টিতো দশ বা নব বা মাসান্ অন্তর্মাতুঃ কুক্ষৌ শয়িত্বা যাবদ্বা যাবতা কালেন ন্যূনেনাতিরিক্তেন বা অথ অনন্তরং জায়তে। উল্বাবৃত, ইত্যাদি বৈরাগ্যহেতোরিদমুচ্যতে। কষ্টং হি মাতুঃ কুক্ষৌ মূত্র-পুরীষ-বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাদিপূর্ণে তদনুলিপ্তস্য গর্ভস্যোল্বাশুচিপটাবৃতস্য লোহিত-রেতোঽশুচিবীজস্য, মাতুরশিতপীতরসানুপ্রবেশেন বিবর্দ্ধমানস্য, নিরুদ্ধশক্তিবলবীর্য্যতেজঃ-প্রজ্ঞাচেষ্টস্য শয়নম্। ততো যোনিদ্বারেণ পীড্যমানস্য কষ্টতরা নিঃসৃতির্জন্মেতি বৈরাগ্যং গ্রাহয়তি; মুহূর্ত্তমপ্যসহ্যং দশ বা নব বা মাসানতিদীর্ঘকালমন্তঃ শয়িত্বেতি চ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই ভাবে পঞ্চমী আহুতি আপ্ অর্থাৎ জল পুরুষ এই পদ দ্বারা অভিহিত হয়। ইহা দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যা করা হইল। আর বাজসনেয় শ্রুতিতে দ্যুলোক হইতে এই পৃথিবী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনশীল আহুতিদ্বয়ের সম্বন্ধে যে বলা হইয়াছে, দ্যুলোক হইতে ক্রমানুসারে প্রথমে পৃথিবী, তাহার পর পুরুষ ও তদনন্তর স্ত্রীতে প্রবিষ্ট হইয়া এই লোকের প্রতি উত্থানশীল হয় অর্থাৎ পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, এস্থানেও প্রসঙ্গক্রমে তাহাই বলা হইতেছে। এস্থানেও প্রথম প্রশ্নে উক্ত হইয়াছে, "তুমি কি জান, প্রজাগণ ইহলোক হইতে ঊর্দ্ধে যে স্থানে গমন করে?" তাহারই উত্তর দিবার জন্য এইরূপে

আরম্ভ করা হইতেছে—আহুতি ক্রিয়ার সহিত সংসৃষ্ট শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য সেই জলেরই পঞ্চম পরিণামবিশেষ সেই গর্ভ উল্ব অর্থাৎ জরায়ু দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় দশ মাস অথবা নয় মাস অথবা ঐ কালের কিছু ন্যূনই হউক বা অতিরিক্তই হউক, আবশ্যক-মত সময় পর্য্যন্ত মাতার জঠরাভ্যন্তরে শায়িত অবস্থায় থাকিয়া তদনন্তর জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। শ্রুতিতে যে 'উল্বাবৃতঃ' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে, জীবের সংসারে বৈরাগ্যোৎপাদনই তাহার উদ্দেশ্য। মল, মূত্র, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাদি দ্বারা লিপ্তাঙ্গ, অপবিত্র জরায়ুরূপ বস্ত্র দ্বারা আবৃতদেহ, অপবিত্র শুক্র-শোণিতরূপ বীজ হইতে সমুৎপন্ন, মাতা কর্ত্তৃক ভুক্ত অন্ন-পানাদির রসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, শক্তি বল বীর্য্য তেজ প্রজ্ঞা ও চেষ্টাবিহীন গর্ভের অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশুর অতিদীর্ঘ নয় বা দশ মাস কাল পর্য্যন্ত মল মূত্র বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মাদি পরি-পূর্ণ মাতার উদরে শয়ন করিয়া থাকা অতীব ক্লেশকর। তাহার পর যোনি দ্বারা পীড়িত হইয়া অতি ক্লেশে নিঃসরণরূপ জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা দ্বারা জীবের সংসারে বৈরাগ্য উৎপাদনই শ্রুতির উদ্দেশ্য। যে যন্ত্রণা মুহূর্ত্ত-মাত্রও অসহ্য, তাহা এই দীর্ঘ নয় বা দশ মাস কাল সহ্য করার ন্যায় ক্লেশকর বিষয় আর কি হইতে পারে? ॥ ১ ॥

স জাতো যাবদায়ুষং জীবতি, তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয় এব হরন্তি, যত এবেতো যতঃ সম্ভূতো ভবতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে নবমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই শিশু তাহার নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। অনন্তর দিষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মানুযায়ী লোকাভিমুখে প্রেত অর্থাৎ প্রস্থিত অর্থাৎ মৃত সেই ব্যক্তিকে তাহার পুত্রগণ অথবা ঋত্বিক্‌গণ বাসস্থান হইতে অর্থাৎ যাহা হইতে সে আসিয়াছে অর্থাৎ যে শ্রদ্ধাদি আহুতি পরম্পরাক্রমে আসিয়াছে এবং যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অগ্নির উদ্দেশে অর্থাৎ অগ্নিসাৎ বা দাহ করিবার নিমিত্ত লইয়া যায় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স এবং জাতো যাবদায়ুষং পুনঃ পুনর্ঘটীযন্ত্রবৎ গমনাগমনায় কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কুলালচক্রবদ্বা তির্য্যগ্‌ভ্রমণায় যাবৎ কর্ম্মণোপাত্তমায়ুঃ তাবৎ জীবতি। তমেবং ক্ষীণায়ুষং প্রেতং মৃতং দিষ্টং কর্ম্মণা নির্দ্দিষ্টং পরলোকং প্রতি, যদি চেজ্জীবন্ বৈদিকে কর্ম্মণি জ্ঞানে বা অধিকৃতঃ তমেনং মৃতমিতোঽস্মাৎ গ্রামাৎ অগ্নয়ে অগ্ন্যর্থমৃত্বিজো হরন্তি পুত্রা বা অন্ত্যকর্ম্মণে। যত এব ইত আগতোঽগ্নেঃ সকাশাৎ শ্রদ্ধাদ্যাহুতিক্রমেণ, যতশ্চ

পঞ্চভ্যোঽগ্নিভ্যঃ সম্ভূত উৎপন্নো ভবতি, তস্মৈঃ এবাগ্নয়ে হরন্তি স্বামেব যোনিম্ অগ্নিমা-পাদয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে নবমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৯ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ ভাবে উৎপন্ন সেই ব্যক্তি তাহার নির্দ্দিষ্ট আয়ুকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, অর্থাৎ ঘটীযন্ত্রের ন্যায় ঊর্দ্ধাধোভাবে পুনঃ পুনঃ গমনাগমনের জন্য কর্ম্ম করিতে করিতে, অথবা কুম্ভকারচক্রের ন্যায় বক্রভাবে ভ্রমণের নিমিত্ত যেরূপ কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মানুযায়ী আয়ুকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। অনন্তর আয়ুকাল শেষ হইলে, দিষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মনির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে পরলোকের প্রতি প্রস্থানোন্মুখ সেই প্রেত অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে—সে ব্যক্তি যদি জীবদ্দশায় বৈদিক কর্ম্মে ও জ্ঞানে অধিকারী হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই মৃতের পুরোহিত-গণ অথবা পুত্রগণ অগ্নির নিমিত্ত অর্থাৎ অগ্নিসৎকাররূপ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিমিত্ত গ্রাম হইতে অর্থাৎ বাসস্থান হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়। যে স্থান অর্থাৎ যে অগ্নির নিকট হইতে শ্রদ্ধাদি আহুতি পরম্পরানুসারে এ স্থানে আগমন করিয়াছিল, এবং যে পঞ্চাগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অগ্নির উদ্দেশেই লইয়া যায় অর্থাৎ নিজের উৎপত্তিস্থান অথবা উপাদানস্বরূপ অগ্নিকেই প্রাপ্ত করায় বা অগ্নিতেই লীন করিয়া দেয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দশমঃ খণ্ডঃ

তৎ যে ইত্থং বিদুঃ, যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঽহঃ, অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্, আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যাঁহারা এইরূপভাবে সেই পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকে জানেন, এবং যে সমস্ত বানপ্রস্থাশ্রমী ও সন্ন্যাসাশ্রমিগণ অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্যা জ্ঞানে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চ্চিকে প্রাপ্ত হন, অর্চ্চি হইতে অহঃ, অহঃ হইতে আপূর্য্যমাণ পক্ষ অর্থাৎ শুক্লপক্ষ, আপূর্য্যমাণ পক্ষ হইতে যে ছয় মাস সূর্য্য উত্তরাভিমুখে গমন করেন, সেই উত্তরায়ণ ছয় মাসকে প্রাপ্ত হন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—"বেত্থ যদিতোঽধিপ্রজাঃ প্রয়ন্তি ইত্যয়ং প্রশ্নঃ প্রত্যুপস্থিতোঽপাকর্ত্তব্যতয়া। তৎ তত্র লোকং প্রতি উত্থিতানামধিকৃতানাং গৃহমেধিনাং যে ইত্থমেবং যথোক্তং পঞ্চাগ্নিদর্শনং দ্যুলোকাদ্যগ্নিভ্যো বয়ং ক্রমেণ জাতা অগ্নিস্বরূপাঃ পঞ্চাগ্ন্যাত্মান ইত্যেবং, বিদুর্জ্জানীয়ুঃ। কথমবগম্যতে? "ইত্থং বিদুঃ" ইতি গৃহস্থা এব উচ্যন্তে, নান্যে ইতি। গৃহস্থানাং যে তু অনিত্থংবিদঃ, কেবলেষ্টাপূর্ত্তদত্তপরাঃ, তে ধূমাদিনা চন্দ্রং গচ্ছন্তীতি বক্ষ্যতি; যে চারণ্যোপলক্ষিতা বৈখানসাঃ পরিব্রাজকাশ্চ শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তেষাঞ্চেত্থংবিদ্ভিঃ সহ অর্চ্চিরাদিনা গমনং বক্ষ্যতি; পারিশেষ্যাৎ অগ্নিহোত্রাহুতিসম্বন্ধাচ্চ গৃহস্থা এব গৃহ্যন্তে ইত্থং "বিদুঃ" ইতি। নন্থ ব্রহ্মচারিণোঽপ্যগৃহীতাঃ, গ্রামশ্রুত্যা অরণ্যশ্রুত্যা চানুপলক্ষিতাঃ বিদ্যন্তে, কথং পারিশেষ্যসিদ্ধিঃ? নৈষ দোষঃ, পুরাণ-স্মৃতিপ্রামাণ্যাৎ। উর্দ্ধরেতসাং নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণামুত্তরেণার্য্যম্নঃ পন্থাঃ প্রসিদ্ধঃ; অতস্তেঽপ্যরণ্যবাসিভিঃ সহ গমিষ্যন্তি, উপকুর্ব্বাণকাস্তু স্বাধ্যায়গ্রহণার্থা ইতি ন বিশেষনির্দ্দেশার্হাঃ। নন্থ উর্দ্ধরেতস্ত্বং চেদুত্তরমার্গপ্রতিপত্তিকারণং পুরাণ-স্মৃতিপ্রামাণ্যাদিষ্যতে, ইত্থং-বিত্ত্বমনর্থকং প্রাপ্তম্? ন গৃহস্থান্ প্রত্যর্থবত্ত্বাৎ। যে গৃহস্থা অনিত্থং-বিদঃ তেষাং স্বভাবতো দক্ষিণো ধূমাদিঃ পন্থাঃ প্রসিদ্ধঃ, তেষাং যে ইত্থং বিদুঃ সগুণং বা অন্যৎ ব্রহ্ম বিদুঃ, "অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি, যদি চ ন, অর্চ্চিষমেব" ইতি লিঙ্গাদুত্তরেণ তে গচ্ছন্তি। নন্থ উর্দ্ধরেতসাং গৃহস্থানাঞ্চ সমানে আশ্রমিত্বে উর্দ্ধরেতসামেবোত্তরেণ পথা গমনং, ন গৃহস্থানামিতি ন যুক্তম্? অগ্নিহোত্রাদি-বৈদিককর্ম্মবাহুল্যে চ সতি। নৈষ দোষঃ। অপূতা হি তে, শত্রু-মিত্রসংযোগনিমিত্তৌ হি তেষাং রাগদ্বেষৌ; তথা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ হিংসাঽনুগ্রহনিমিত্তৌ, হিংসাঽনৃত-মায়াঽব্রহ্মচর্য্যাদি চ বহ্বশুদ্ধিকারণমপ্যপরিহার্য্যং তেষাম্, অতোঽপূতাঃ, অপূতত্বাৎ ন উত্তরেণ পথা গমনম্। হিংসাঽনৃত-মায়াঽব্রহ্মচর্য্যাদিপরিহারাচ্চ

শুদ্ধাত্মনো হি ইতরে, শত্রু-মিত্ররাগ-দ্বেষাদিপরিহারাচ্চ বিরজসঃ, তেষাং যুক্ত উত্তরঃ পন্থাঃ। তথা চ পৌরাণিকাঃ, "যে প্রজামীষিরেঽধীরাস্তে শ্মশানানি ভেজিরে। যে প্রজাং নেষিরে ধীরাস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে" ইত্যাহুঃ। ইত্থংবিদাং গৃহস্থানামরণ্যবাসিনাঞ্চ সমানমার্গত্বে অমৃতত্বে ফলে চ সতি অরণ্যবাসিনাং বিদ্যানর্থক্যং প্রাপ্তম্। তথাচ শ্রুতিবিরোধঃ,—"ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ" ইতি। "স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি" ইতি চ বিরুদ্ধম্? ন আভূতসংপ্লবস্থানস্যামৃতত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ। তত্রৈবোক্তং পৌরাণিকৈঃ,—"আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে" ইতি। যচ্চাত্যন্তিকমমৃতত্বং, তদপেক্ষয়া "ন তত্র দক্ষিণা যন্তি" "স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ, ইত্যতো ন বিরোধঃ। "ন চ পুনরাবর্ত্তন্তে" "ইতি ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ? ন, "ইমং মানবম্" ইতি বিশেষণাৎ "তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিরস্তি" ইতি চ। যদি হি একান্তেনৈব নাবর্ত্তেরন্ "ইমং মানবম্" "ইহ" ইতি চ বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ। "ইমম্" "ইহ" ইত্যাকৃতিমাত্রমুচ্যতে ইতি চেৎ? ন, অনাবৃত্তিশব্দেনৈব নিত্যানাবৃত্ত্যর্থস্য প্রতীতত্বাদাবৃত্তিকল্পনা অনর্থিকা। অতঃ "ইমম্" "ইহ" ইতি চ বিশেষণার্থবত্ত্বায় অন্যত্রাবৃত্তিঃ কল্পনীয়া। ন চ "সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যেবং প্রত্যয়বতাং মূর্দ্ধন্যা নাড্যা অর্চ্চিরাদিমার্গেণ গমনম্; "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"। "তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ" "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ। নমু তস্মাজ্জীবাদুচ্চিক্রমিষোঃ প্রাণা নোৎক্রামন্তি, সহৈব গচ্ছন্তীত্যয়মর্থঃ কল্প্যতে ইতি চেৎ? ন, "অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ইতি বিশেষণানর্থক্যাৎ, "সর্ব্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি" ইতি চ প্রাণৈর্গমনস্য প্রাপ্তত্বাৎ। তস্মাদুৎক্রামন্তীত্যনাশঙ্কৈবৈষা। যদ্যপি মোক্ষস্য সংসারগতিবৈলক্ষণ্যাৎ প্রাণানাং জীবেন সহাগমনমাশঙ্ক্য তস্মান্নোৎক্রামন্তীত্যুচ্যতে, তদাঽপি "অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ইতি বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ? ন চ প্রাণৈর্ব্বিযুক্তস্য গতিরুপপদ্যতে, জীবত্বং বা; সর্ব্বগতত্বাৎ সদাত্মনো নিরবয়বত্বাৎ প্রাণসম্বন্ধমাত্রমেব হি অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবজ্জীবত্বং ভেদকারণমিতি; অতস্তদ্বিয়োগে জীবত্বং গতির্ব্বা ন শক্যা পরিকল্পয়িতুম্। শ্রুতয়শ্চেৎ প্রমাণম্। ন চ সতোঽণুরবয়বঃ স্ফুটিতো জীবাখ্যঃ সদ্রূপঃ ছিদ্রীকুর্ব্বন্ গচ্ছতীতি শক্যং কল্পয়িতুম্। তস্মাৎ "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" ইতি সগুণব্রহ্মোপাসকস্য প্রাণৈঃ সহ নাড্যা গমনং সাপেক্ষমেব চামৃতত্বং ন সাক্ষান্মোক্ষ ইতি গম্যতে। "তদপরাজিতা পূঃ, তদৈরং মদীয়ং সরঃ" ইত্যাদ্যুক্ত্বা "তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ" ইতি বিশেষণাৎ। অতঃ পঞ্চাগ্নিবিদো গৃহস্থা যে চেমেঽরণ্যে বানপ্রস্থাঃ পরিব্রাজকাশ্চ সহ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিভিঃ শ্রদ্ধা তপ ইত্যেবমাদ্যুপাসতে, শ্রদ্দধানাঃ তপস্বিনশ্চেত্যর্থঃ। উপাসন-শব্দস্তাৎপর্য্যার্থঃ, "ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে" ইতি যদ্বৎ। শ্রুত্যন্তরাৎ যে চ সত্যং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যমুপাসতে, তে সর্ব্বেঽর্চ্চিষম্ অর্চ্চিরভিমানিনীং দেবতামভিসংবিশন্তি প্রতিপদ্যন্তে ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সম্প্রতি "তুমি কি জান, প্রজাগণ এস্থান হইতে ঊর্দ্ধে কোথায় গমন করে?" এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সময়

উপস্থিত হওয়ায় তাহাই বলিতেছেন। তন্মধ্যে এই পৃথিবী অভিমুখে সমাগত অর্থাৎ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এমন কর্ম্মাধিকারী গৃহস্থগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ "আমরা ক্রমশঃ দ্যুলোকাদিরূপ অগ্নি হইতে অগ্নিস্বরূপ অর্থাৎ পঞ্চাগ্নি-রূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি" এইরূপ পঞ্চাগ্নিদর্শন জানেন। ভাল, এ স্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, "ইত্থং বিদুঃ" শ্রুত্যুক্ত এই বাক্যে যে গৃহস্থগণকেই বুঝাইবে, অপর কাহাকেও নহে, ইহা কিরূপে জানা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতে-ছেন, গৃহস্থগণের মধ্যে যাঁহারা এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কিন্তু কেবল ইষ্টাপূর্ত্তদত্তপর অর্থাৎ ইষ্ট—যাগযজ্ঞ, পূর্ত্ত—পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠাদি ও দত্ত—দানপরায়ণ, তাঁহারা ধূমাদিমার্গ দ্বারা চন্দ্রলোকে গমন করেন, এ কথা পরে বলা হইবে, আর যে সমস্ত অরণ্যনিবাসী বৈখানস অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমী ও পরিব্রাজক অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমিগণ শ্রদ্ধাকেই তপস্যা জ্ঞান করিয়া আরাধনা করেন, উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহাদিগেরও অর্চ্চিরাদিমার্গে গমনের বিষয় পরে বলিবেন। এক্ষণে পারিশেষ্যবশতঃ অর্থাৎ ইষ্টাপূর্ত্তাদিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের, বৈখানস ও পরিব্রাজক-দিগের বিষয় পরে বলা হইবে ইহা বলা হওয়ায় অবশিষ্ট থাকিলেন পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, এবং অগ্নিহোত্রে আহুতিসম্বন্ধেরও উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, "ইত্থং বিদুঃ" এই বাক্য গৃহস্থগণকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। আচ্ছা, তাহা যেন হইল, কিন্তু ব্রহ্মচারীদিগের বিষয় ত উল্লেখ করা হয় নাই, এবং গ্রাম ও অরণ্য শব্দ দ্বারাও ত তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করা হয় নাই, সুতরাং পারিশেষ্য শব্দে গৃহস্থগণকেই বা কিরূপে বুঝাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না, কারণ, পুরাণ ও স্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, ঊর্দ্ধরেতা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগের সম্বন্ধে অর্য্যমা অর্থাৎ সূর্য্যদেবসম্বন্ধী উত্তরায়ণ মার্গই প্রসিদ্ধ আছে, অতএব তাঁহারাও অর্থাৎ ব্রহ্ম-চারীরাও যে অরণ্যবাসী অর্থাৎ বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীদিগের সহিতই গমন করিবেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারিগণ যে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেন, তাহা কেবল স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের জন্যই, এই জন্যই তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক। ভাব এই যে—গৃহস্থের উল্লেখেই তাঁহাদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারীর এই দুই প্রকার ভেদ, তন্মধ্যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ আজীবন গুরুগৃহে বাস করিয়া সংযম অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহারা কখনই শুক্রপাত করেন না, এই জন্যই তাঁহাদিগকে ঊর্দ্ধরেতা বলা হয়। আর যাঁহারা উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী, তাঁহারা দ্বাদশ বৎসর অথবা যতদিন অধ্যয়ন শেষ না হয়, ততদিন গুরুগৃহে বাস করিয়া অধ্যয়ন

করেন, অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে গুরুর আদেশে ব্রহ্মচর্য্যব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া সমাবর্ত্তনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হন। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা অধ্যাত্মজীবনের ও ভবিষ্যৎ গৃহস্থাশ্রমের উপকার করেন অর্থাৎ তদ্বিষয়ে উপযোগিতা লাভ করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে 'উপকুর্ব্বাণ' বলা হয়।

আচ্ছা, যদি পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণানুসারেই ঊর্দ্ধরেতোভাবে অবস্থান করাকেই উত্তরায়ণমার্গে গমন করার কারণ বলিতে চাও, তাহা হইলে ত "ইত্থং বিদুঃ" এই বাক্যটির কোন সার্থকতাই থাকে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, গৃহস্থগণের পক্ষেই ঐ বাক্যটি সার্থক। যে সমস্ত গৃহস্থ "ইত্থংবিৎ" অর্থাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় অভিজ্ঞ নন, তাঁহাদের পক্ষে সাধারণতঃ দক্ষিণায়ন অর্থাৎ ধূমাদিমার্গে গমনই প্রসিদ্ধ, তবে তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ উক্ত প্রকার জ্ঞান লাভ করেন, অর্থাৎ সগুণ হউক অথবা নির্গুণই হউক ব্রহ্মকে জানেন, "আত্মীয়গণ যদি ইঁহার শবকর্ম্ম করেন, অথবা না-ও করেন, তাহা হইলেও নিশ্চয়ই অর্চির্মার্গ অর্থাৎ উত্তরায়ণমার্গকে প্রাপ্ত হন" এই শ্রুতিবাক্যানুসারে জানা যায় যে, তাঁহারা উত্তরায়ণমার্গেই গমন করেন। ভাল, এ স্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে এই যে—ঊর্দ্ধরেতারাও আশ্রমধর্ম্মী, গৃহস্থেরাও আশ্রমধর্ম্মী, অতএব আশ্রমিত্বধর্ম্মে ও অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের বাহুল্যেও যখন উভয়েই সমান, তখন কেবল ঊর্দ্ধরেতারাই উত্তরায়ণমার্গে গমন করিতে পারিবে, গৃহস্থেরা পারিবে না, ইহা ত যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহা দোষাবহ নহে, কারণ, গৃহস্থগণ লোকের প্রতি শত্রুতাবশতঃ দ্বেষ ও মিত্রতাবশতঃ অনুরাগসম্পন্ন হয়, হিংসা ও অনুগ্রহনিমিত্ত অধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, এতদ্ব্যতীতও হিংসা, অসত্য, কপটতা ও অব্রহ্মচর্য্যতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ইত্যাদি বিবিধ প্রকার দোষ তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য, এই সমস্ত কারণে তাহারা অপূত অর্থাৎ অপবিত্রচিত্ত, এই অপবিত্রতাবশতই তাহারা উত্তরায়ণমার্গে গমন করিতে সমর্থ হয় না। আর ইতর অর্থাৎ ঊর্দ্ধরেতাগণ হিংসা, অসত্য, কপটতা ও অব্রহ্মচর্য্যতা পরিহার করায় বিশুদ্ধচিত্ত, শত্রুর প্রতি দ্বেষ বা মিত্রের প্রতিও তাঁহাদের আসক্তি না থাকায় তাঁহারা বিরজস্ক অর্থাৎ রজোগুণশূন্য, কাজেই উত্তরায়ণমার্গে গমন তাঁহাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গতই। পৌরাণিকগণও বলিয়া থাকেন, "যে সমস্ত অধীর অর্থাৎ অস্থিরচিত্ত বা নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ সন্তান কামনা করে, তাহারা শ্মশানকে ভজনা করে অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় অর্থাৎ তাহাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু অনিবার্য্য, আর যাঁহারা ধীরচিত্ত, সন্তানাদির কামনা করেন না, ঊর্দ্ধরেতা, তাঁহারাই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন"। আচ্ছা, যদি উক্তপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন গৃহস্থ ও অরণ্যনিবাসী অর্থাৎ

ঊর্দ্ধরেতাগণের গতিপথ ও অমৃতত্ব ফল সমানই হয়, তাহা হইলে ত অরণ্যবাসিগণের বিদ্যার কোন সার্থকতাই থাকে না? এবং "দক্ষিণ অর্থাৎ কর্ম্মিগণ ও অবিদ্বান্ তপস্বিগণও সে স্থানে গমন করেন না" "অবিদিত সেই পরমাত্মা ইহাকে অর্থাৎ জীবকে ভোগ করেন না" এই সমস্ত শ্রুতির সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হয় না, কারণ, সে স্থানে 'অমৃতত্ব লাভ করে' এই 'অমৃত' শব্দটি—মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, এই অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। পৌরাণিকগণও সেই স্থানেই বলিয়াছেন, "আভূতসংপ্লব অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিতি অর্থেই 'অমৃতত্ব' শব্দ প্রযুক্ত হয়"। আর আত্যন্তিক অমৃতত্ব অর্থাৎ নিঃশেষরূপে দুঃখনিবৃত্তি বা চরম মোক্ষ, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই "কর্ম্মিগণ ও অবিদ্বান্ তপস্বিগণও সে স্থানে গমন করেন না," "অবিদিত সেই পরমাত্মা এই জীবকে ভোগ করেন না" এই সমস্ত শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব এ স্থানে কোনরূপ বিরোধ হয় না।

আচ্ছা, যদি বল, "তাহারা এই সংসারে আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না" "এই মনুষ্য-সম্বন্ধীয় আবর্ত্তে অর্থাৎ সংসারাবর্ত্তে পুনরাগমন করে না" ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ হয়, তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা হয় না, কারণ, ঐ শ্রুতিতে "ইমং মানবম্" অর্থাৎ বর্ত্তমান এই মানবসম্বন্ধীয় বিশেষণটি থাকায় ও "এই সংসারে তাহাদের আর পুনরাগমন হয় না" এই উক্তি থাকায় এই সৃষ্টিতে অর্থাৎ এই বর্ত্তমান কল্পেই আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না, এইরূপই বুঝায়। যদি আর কখনই প্রত্যাবর্ত্তন না করিত, তাহা হইলে "ইমং মানবম্" "ইহ" এই বিশেষণ দুইটির কোন সার্থকতাই থাকে না। যদি বল, "ইমং" "ইহ" এই শব্দ দুইটি কেবল আকৃতিমাত্রেই অর্থাৎ সাধারণভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে, কোন বিশেষ স্থান বা কালকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা নহে, অনাবৃত্তিশব্দ দ্বারাই যখন নিত্য অনাবৃত্তি অর্থাৎ কখনই প্রত্যাবর্ত্তন করে না, এই অর্থ বুঝাইতে পারে, তখন আকৃতিকল্পনার কোন সার্থকতাই থাকে না; অতএব "ইমম্" ও "ইহ" এই দুইটি বিশেষণের সার্থকতা রক্ষার জন্যই অন্যত্র অর্থাৎ এ কল্পে আগমন করে না বটে, কিন্তু কল্পান্তরে আগমন করে, এই অর্থ কল্পনা করাই সঙ্গত। (ভাবার্থ এই যে—যাঁহারা উত্তরায়ণমার্গে গমন করেন, তাঁহারা আর কখনও এই সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, চিরকালের জন্যই তাঁহাদের সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, ইহাই বুঝাইবার উদ্দেশেই 'ইমম্' ও 'ইহ' এই দুইটি শব্দ দ্বারা আগমনযোগ্য স্থান মাত্রেরই নিষেধ করা হইয়াছে, কেবল বর্ত্তমান এই মানবী সৃষ্টিরই প্রতিষেধ নহে। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—না, একরূপ

বাক্য সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ, তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে 'ইমম্' ও 'ইহ' এই দুইটি শব্দ প্রয়োগ না করিয়া কেবল 'নাবর্ত্তন্তে" বলিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উত্তরায়ণমার্গে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারাও পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন, কিন্তু এ কল্পে নহে, কল্পান্তরে। আর ইহাও বলা যায় না যে, "সেই সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম একই ও অদ্বিতীয়" যাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন, কেবল তাঁহারাই মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন, অন্যে করেন না, কারণ, "ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন" "সেই হেতু সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন" "তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌ব্যক্তির প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহ উৎক্রমণ করে না, এই স্থানেই অর্থাৎ নিজ নিজ উপাদান কারণেই বিলীন হইয়া যায়" ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতেই উক্ত বাক্য যে সত্য, তাহা প্রমাণিত হয়। যদি বল, উৎক্রমণেচ্ছু সেই জীবের প্রাণসমূহ উৎক্রমণ করে না অর্থাৎ পূর্ব্বেই পৃথক্‌ভাবে চলিয়া যায় না, জীবের সঙ্গে সঙ্গেই গমন করে, এইরূপ অর্থও ত কল্পনা করা যাইতে পারে? তাহার উত্তর, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে "এই স্থানেই অর্থাৎ নিজ নিজ উপাদানেই বিলীন হয়" এই শ্রুতিবাক্যের কোন সার্থকতাই থাকে না, বিশেষতঃ "সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহই অনুগমন করে" এই শ্রুতিতে প্রাণের সহিত একত্রেই গমন করে, এইরূপই বুঝা যায়, অতএব "উৎক্রামন্তি" এই বাক্যে আশঙ্কার কোন কারণই নাই। আর যদি বল, সংসারগতি অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হইতে মোক্ষ সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ বলিয়া জীবের সহিতই প্রাণসমূহের আগমন আশঙ্কা করিয়া তাহার প্রতিষেধের উদ্দেশে "তাহা হইতে উৎক্রমণ করে না" এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও "এই স্থানেই সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যায়" এই উক্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়ে। প্রাণের সহিত বিযুক্ত আত্মার স্থানান্তরে গমন অথবা জীবত্ব কখনও উপপন্ন হইতে পারে না, কারণ, সৎ আত্মা স্বভাবতই সর্ব্বগত ও অবয়বশূন্য, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রাণের সহিত সম্বন্ধই তাঁহার জীবস্বরূপ ভেদের কারণ, অতএব শ্রুতিকে যদি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে প্রাণ-বিরহিত আত্মার জীবত্ব অথবা স্থানান্তরে গতি কল্পনা করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না, আর এরূপ কল্পনা করাও সম্ভব হইতে পারে না যে, সৎস্বরূপ ব্রহ্মেরই জীবনামক অতি সূক্ষ্ম অংশ স্ফুটিত হইয়া সেই সৎস্বরূপ পদার্থের ছিদ্র উৎপাদন করিয়া গমন করে। অতএব ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, "সেই মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধে আগমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে" এই শ্রুতি দ্বারা সগুণ ব্রহ্মোপাসকেরই নাড়ী দ্বারা প্রাণসমূহের সহিত উৎক্রমণ ও আপেক্ষিক অমৃতত্বলাভ অর্থাৎ আকল্প পর্য্যন্ত মোক্ষ-প্রাপ্তির বিষয় বলা হইয়াছে, সাক্ষাৎ অর্থাৎ আত্যন্তিক মুক্তি বলা হয় নাই, কেন

না, সেই স্থানেই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, "তাহাই অপরাজিতা অর্থাৎ কোনরূপ দোষ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট পুরী, তাহাই আমার রসসরোবর" ইত্যাদি বলিয়া "তাঁহাদিগেরই এই ব্রহ্মলোক" ইত্যাদি। এস্থানে বক্তব্য এই যে, সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় যে মুক্তি হয়, তাহা নির্ব্বাণমুক্তি নহে, কার্য্যব্রহ্মলোকে গমনই সেই মুক্তির অর্থ। সে স্থানে যাইয়াও তাঁহারা পরব্রহ্মেরই চিন্তায় নিরত থাকেন এবং সেই কার্য্যব্রহ্মের কার্য্যকাল সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁহারই সঙ্গে একত্রে মুক্তিলাভ করেন, এ কথা "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥" এই স্থানেই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। অতএব ইহার অর্থ এইরূপ যে, পঞ্চাগ্নিবেত্তা গৃহস্থগণ, যে সমস্ত বানপ্রস্থ, পরিব্রাজক ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ অরণ্যে বাস করিয়া শ্রদ্ধাকে তপ এইরূপ মনে করিয়া অর্থাৎ শ্রদ্ধাসহকারে তপস্বী হইয়া উপাসনা করেন; এস্থানে উপাসনাশব্দের অর্থ তৎপরতা, অর্থাৎ উপাস্যবিষয়ে একাগ্রতা, "ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ যজ্ঞ ও বাপীকূপাদি দান এবং বৈধদানের যাঁহারা উপাসনা করেন অর্থাৎ এই সমস্ত বিষয় একাগ্রচিত্তে সম্পন্ন করিতে তৎপর হন" সেস্থানে উপাসনা অর্থে যেরূপ তৎপরতা, এস্থানেও সেইরূপই জানিবে। অন্যান্য শ্রুতি হইতেও বুঝিতে হইবে যে, যাঁহারা হিরণ্যগর্ভনামক সত্য ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা সকলেই অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতাতেই সম্পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হন অর্থাৎ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ১ ॥

মাসেভ্যঃ সংবৎসরং, সংবৎসরাদাদিত্যম্, আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং, চন্দ্রমসো বিদ্যুতং, তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি, এষ দেবযানঃ পন্থা ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—উক্ত ছয় মাসের পর সংবৎসর, সংবৎসরের পর আদিত্য, আদিত্যের পর চন্দ্র, চন্দ্রের পর বিদ্যুৎ, অনন্তর অমানব পুরুষ সে স্থানে আসিয়া এই ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবযানমার্গ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ চতুর্থগতিব্যাখ্যানেন। এষ দেবযানঃ পন্থা ব্যাখ্যাতঃ সত্যলোকাবসানো নাণ্ডাদ্বহিঃ, "যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা চতুর্থ গতি ব্যাখ্যার অনুরূপ। দেবযানমার্গের এই যে ব্যাখ্যা করা হইল, সত্যলোকেই ইহার শেষ অর্থাৎ সত্যলোক পর্য্যন্ত গিয়াই এই পথ শেষ হইয়াছে, কিন্তু এই মার্গ

ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভূত নহে, কারণ, "যাহার মধ্যে পিতা ও মাতাকে অর্থাৎ দ্যুলোক ও ভূলোককে দর্শন করেন" এই মন্ত্রবর্ণ হইতেই জানা যায় যে, এই মার্গ ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্ভূত, বহির্ভূত নহে ॥ ২ ॥

অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি, ধূমাদ্রাত্রিং, রাত্রেরপরপক্ষম্, অপরপক্ষাৎ যান্ ষড় দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্; নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—আর যে-সমস্ত গৃহস্থ গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ যজ্ঞক্রিয়া, কূপ-তড়াগাদি খনন ও দত্ত অর্থাৎ দান ইত্যাদি কর্ম্মের উপাসনা অর্থাৎ সম্পাদন করেন, তাঁহারা দেহান্তে ধূম অর্থাৎ ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। ধূমের পর রাত্রি, রাত্রির পর অপরপক্ষ অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ, অপরপক্ষের পর যে ছয় মাস সূর্য্যদেব দক্ষিণদিকে গমন করেন, সেই দক্ষিণায়ন ছয় মাসকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ রাত্রির অভিমানিনী দেবতা, অপরপক্ষের অভিমানিনী দেবতা ও দক্ষিণায়ন ছয় মাসের অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন; কিন্তু ইঁহারা সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন না ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথেত্যর্থান্তরপ্রস্তাবনার্থঃ। যে ইমে গৃহস্থাঃ গ্রামে, গ্রামে ইতি গৃহস্থানামসাধারণং বিশেষণমরণ্যবাসিভ্যো ব্যাবৃত্ত্যর্থম্; যথা বানপ্রস্থপরিব্রাজকানামরণ্যং বিশেষণং গৃহস্থেভ্যো ব্যাবৃত্ত্যর্থং, তদ্বৎ। ইষ্টাপূর্ত্তে ইষ্টমগ্নিহোত্রাদি বৈদিকং কর্ম্ম, পূর্ত্তং বাপী-কূপ-তড়াগারামাদিকরণম্; দত্তং চ বহির্ব্বেদি যথাশক্ত্যর্হেভ্যো দ্রব্যসংবিভাগো দত্তম্, ইত্যেবংবিধং পরিচরণ-পরিত্রাণাদ্যুপাসতে, ইতি-শব্দস্য প্রকারদর্শনার্থত্বাৎ। তে দর্শনবর্জ্জিতত্বাৎ ধূমং ধূমাভিমানিনীং দেবতামাভিমুখ্যেন সম্ভবন্তি প্রতিপদ্যন্তে। তয়া আতিবাহিতা ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রিদেবতাং, রাত্রেরপরপক্ষদেবতাম্, এবমেব কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনীম্, অপরপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণা দক্ষিণাং দিশমেতি সবিতা তান্ মাসান্ দক্ষিণায়নষণ্মাসাভিমানিনীর্দ্দেবতাঃ প্রতিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ। সঙ্ঘচারিণ্যো হি ষণ্মাসদেবতা ইতি মাসানিতি বহুবচনপ্রয়োগস্তাসু। নৈতে কর্ম্মিণঃ প্রকৃতাঃ সংবৎসরং সংবৎসরাভিমানিনীং দেবতামভিপ্রাপ্নুবন্তি; কুতঃ পুনঃ সংবৎসরপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গঃ? যতঃ প্রতিষিধ্যতে? অস্তি হি, প্রসঙ্গঃ সংবৎসরস্য হ্যেকস্যাবয়বভূতে দক্ষিণোত্তরায়ণে; তত্রার্চ্চিরাদিমার্গপ্রবৃত্তানামুদগয়নমাসেভ্যোঽবয়বিনঃ সংবৎসরস্য প্রাপ্তিরুক্তা; অত ইহাপি তদবয়বভূতানাং দক্ষিণায়নমাসানাং প্রাপ্তিং শ্রুত্বা তদবয়বিনঃ সংবৎসরস্যাপি পূর্ব্ববৎ প্রাপ্তিরাপন্নেতি অতস্তৎপ্রাপ্তিঃ প্রতিষিধ্যতে, নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তীতি ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এ স্থানে 'অথ' এই শব্দটি বিষয়ান্তরের উল্লেখসূচক অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে ধূমাদিমার্গে গমনের বিষয়ও বর্ণিত হইতেছে। যেমন

গৃহস্থ হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত 'অরণ্য' এই শব্দটি বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজকদিগের অসাধারণ বিশেষণ, এ স্থানেও তেমনই 'গ্রামে' এই শব্দটি অরণ্যবাসিগণ হইতে গ্রামবাসী গৃহস্থকে পৃথক্‌রূপে বুঝাইবার নিমিত্তই প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ গৃহস্থরাই গ্রামে বাস করেন, এজন্য গ্রামশব্দটি গৃহস্থের অসাধারণ বিশেষণ। "তুমি কি জান, কি প্রকারে প্রজাসকল সঞ্জাত হইয়া পরলোকে গমন করে?" দেবযানোপদেশপ্রসঙ্গে ইত্যগ্রে এই প্রশ্নের মীমাংসা বিবৃত হইয়াছে, অধুনা পিতৃযানোপদেশ দ্বারা সেই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য গ্রামবাসী ও বনবাসীর অবিশেষ আশঙ্কা করিয়া বলা যাইতেছে।—গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ ইহাদিগের মধ্যে প্রভেদ এই যে, গৃহস্থেরা সপত্নীক অবস্থায় বাস করে, আর বানপ্রস্থেরা তাহা নহে, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজক ইহারা কাননবাসী; সুতরাং অরণ্যবাসই গৃহস্থ হইতে বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজকগণের বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হওয়া যায়। গৃহস্থগণই সপত্নীক হইয়া গ্রামে অবস্থিতি করে, ঊর্দ্ধরেতা বানপ্রস্থ প্রভৃতির পত্নীসহ অবস্থিতি সঙ্গত নহে। গৃহস্থদিগেরই উক্তরূপে গ্রামে অবস্থিতি অসাধারণ ধর্ম্ম, উহা ঊর্দ্ধরেতাগণের ধর্ম্ম নহে। গৃহস্থগণের গ্রামে সপত্নীক অবস্থিতি যেরূপ স্বধর্ম্ম এবং উহা দ্বারাই বানপ্রস্থ পরিব্রাজকগণেরও বনবাসই স্বধর্ম্ম এবং উহা দ্বারাই তাহাদিগকে গৃহস্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। যে সমস্ত গৃহস্থ ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্ম, পূর্ত্ত অর্থাৎ জনসাধারণের উপকারার্থ বাপী, কূপ, তড়াগ ও উপবন ইত্যাদি নির্ম্মাণ, দত্ত অর্থাৎ যজ্ঞবেদীর বহির্দ্দেশে উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথাশক্তি ধনাদিদান, লোকের পরিচর্য্যা ও পরিত্রাণাদির নিমিত্ত এই সমস্ত ক্রিয়ার উপাসনা করেন; এ স্থানে 'ইতি' এই শব্দটি প্রকারদর্শনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ 'এইরূপ প্রকার' বা 'এই জাতীয়'। তাঁহারা জ্ঞানের অনুশীলন না করায় দেহান্তে ধূম অর্থাৎ ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, তদনন্তর সেই ধূমাভিমানিনী দেবতার দ্বারা অতিবাহিত অর্থাৎ কিছুদূর নীত হইয়া ধূমের পর রাত্রি অর্থাৎ রাত্রির অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, তদনন্তর রাত্রির অভিমানিনী দেবতার দ্বারা কিছুদূর নীত হইয়া অপরপক্ষ অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন; তদনন্তর অপরপক্ষাভিমানিনী দেবতা দ্বারা কিছুদূর নীত হইয়া সূর্য্যদেব যে ছয়মাস দক্ষিণাভিমুখে গমন করেন, সেই ছয়মাসকে অর্থাৎ দক্ষিণায়ন ছয়মাসের অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন; দক্ষিণায়ন ছয়মাসের দেবতাগণ সঙ্ঘচারী অর্থাৎ একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করেন বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে 'মাসান্' এই বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবিত বা উল্লিখিত এই কর্ম্মিগণ সংবৎসর অর্থাৎ সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন না। এ স্থানে

প্রশ্ন হইতে পারে, এই সংবৎসরকে প্রাপ্ত হয় না বলিয়া যে সংবৎসরের নিষেধ করা হইয়াছে, সংবৎসরপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, প্রসঙ্গ আছে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন একই সংবৎসরের অবয়বস্বরূপ অর্থাৎ দুইটি অংশ, তাহার মধ্যে যাঁহারা অর্চ্চিরাদিমার্গে গমনশীল, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে উত্তরায়ণ ছয়মাস হইতে অবয়বী অর্থাৎ দুই অয়নের সমষ্টিরূপ সংবৎসর-প্রাপ্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে; অতএব এস্থানেও সংবৎসরের অবয়বস্বরূপ দক্ষিণায়ন ছয়মাসের প্রাপ্তির বিষয় উল্লিখিত হওয়ায় পূর্ব্বের ন্যায় উক্ত ছয়মাসের অবয়বী সংবৎসরেরও প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, এই জন্যই তাহার প্রাপ্তি নিষেধ করা হইয়াছে যে "তাঁহারা সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন না" ॥ ৩ ॥

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং, পিতৃলোকাদাকাশম্, আকাশাচ্চন্দ্র-মসম্; এষ সোমো রাজা, তদ্দেবানামন্নং, তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ॥৪॥

অনুবাদ।—দক্ষিণায়ন ছয়মাসের পর পিতৃলোক, পিতৃলোকের পর আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করেন, এই চন্দ্রই রাজা অর্থাৎ দীপ্তিমান্ সোম, তাহাই দেবগণের অন্নস্বরূপ, দেবগণ তাহাকেই ভক্ষণ অর্থাৎ উপভোগ করেন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং, পিতৃলোকাদাকাশম্, আকাশাচ্চন্দ্রমসম্। কোঽসৌ, যস্তৈঃ প্রাপ্যতে চন্দ্রমাঃ? য এষ দৃশ্যতেঽন্তরিক্ষে সোমো রাজা ব্রাহ্মণানাং, তদন্নং দেবানাং, তং চন্দ্রমসমন্নং দেবা ইন্দ্রাদয়ো ভক্ষয়ন্তি; অতস্তে ধূমাদিনা গত্বা চন্দ্রভূতাঃ কর্ম্মিণো দেবৈর্ভক্ষ্যন্তে। নন্বনর্থায় ইষ্টাদিকরণং যদন্নভূতা দেবৈর্ভক্ষ্যেরন্? নৈষ দোষঃ; অন্নমিত্যুপকরণমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ; ন হি তে কবলোৎক্ষেপেণ দেবৈর্ভক্ষ্যন্তে; কিং তর্হি? উপকরণমাত্রং দেবানাং ভবন্তি তে, স্ত্রী-পশু-ভৃত্যাদিবৎ; দৃষ্টশ্চান্নশব্দ উপকরণেষু, স্ত্রিয়োঽন্নং, পশবোঽন্নং, বিশোঽন্নং রাজ্ঞামিত্যাদি। ন চ তেষাং স্ত্র্যাদীনাং পুরুষোপভোগ্য-ত্বেঽপ্যুপভোগো নাস্তি; তস্মাৎ কর্ম্মিণো দেবানামুপভোগ্যা অপি সন্তঃ সুখিনো দেবৈঃ ক্রীড়ন্তি। শরীরঞ্চ তেষাং সুখোপভোগযোগ্যং চন্দ্রমণ্ডলে আপ্যমারভ্যতে। তদুক্তং পুরস্তাৎ, শ্রদ্ধা-শব্দা আপো দ্যুলোকাগ্নৌ হুতাঃ সোমো রাজা সম্ভবতীতি। তা আপঃ কর্ম্মসম-বায়িন্য ইতরৈশ্চ ভূতৈরনুগতাঃ দ্যুলোকং প্রাপ্য চন্দ্রত্বমাপন্নাঃ শরীরাদ্যারম্ভিকা ইষ্টাদ্যুপাস-কানাং ভবন্তি। অন্ত্যায়াঞ্চ শরীরাহুতাবগ্নৌ হুতায়ামগ্নিনা দহ্যমানে শরীরে তদুত্থা আপো ধূমেন সহোর্দ্ধং যজমানমাবেষ্ট্য চন্দ্রমণ্ডলং প্রাপ্য কুশমৃত্তিকাস্থানীয়া বাহ্যশরীরারম্ভিকা ভবন্তি, তদারব্ধেন চ শরীরেণেষ্টাদিফলমুপভুঞ্জানা আসতে যাবত্তদুপভোগনিমিত্তস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়ঃ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই দক্ষিণায়ন ছয়মাস হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ ও আকাশ হইতে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। সেই গৃহস্থগণ যে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন, এই চন্দ্র কে? অন্তরীক্ষে এই যে ব্রাহ্মণদিগের রাজা সোম দৃষ্ট হন, ইনিই সেই চন্দ্র; তাহাই দেবগণের অন্ন অর্থাৎ অন্নস্বরূপ, ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই অন্নস্বরূপ চন্দ্রকে ভক্ষণ করেন অর্থাৎ উপভোগ করেন; অতএব সেই কর্ম্মিগণ ধূমাদিমার্গ অবলম্বনে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিয়া চন্দ্রস্বরূপ হইয়া দেবগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হন অর্থাৎ দেবগণের উপভোগ্য হন। আচ্ছা, ইষ্টাপূর্ত্তাদির অনুষ্ঠাতা গৃহস্থগণ যদি অন্নস্বরূপ হইয়া দেবগণের ভক্ষ্যমধ্যেই পরিগণিত হন, তাহা হইলে.ত ঐ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহাদের অনর্থের নিমিত্তই হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহা দোষাবহ নহে; কারণ, এ স্থানে 'অন্ন' এই শব্দটি কেবল উপকরণ অর্থাৎ ভোগের উপকরণার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাঁহারা যে কবলিত হইয়া অর্থাৎ মুখের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া দেবগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হন, ইহা বলা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। শ্রুতির অভিপ্রায় তবে কি? না, স্ত্রী, পশু ও ভৃত্য প্রভৃতি যেমন লোকের ভোগের উপকরণ, তাঁহারাও সেইরূপ দেবগণের ভোগের উপকরণমাত্র হন। "রাজাদিগের স্ত্রীসমূহ অন্ন, পশুসমূহ অন্ন, প্রজাসমূহ অন্ন" ইত্যাদি স্থানে উপকরণ অর্থে অন্নশব্দের প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। সেই স্ত্রী, পশু, ভৃত্য প্রভৃতি সকলে পুরুষের উপভোগ্য হইলেও তাহাদের নিজেদেরও যে উপভোগ হয় না, এমন নহে, বাস্তবিকপক্ষে তাহারাও উপভোগ করিতে পায়; অতএব কর্ম্মিগণ দেবগণের উপভোগ্য হইলেও তাঁহারা নিজেরাও সুখী হইয়া দেবগণের সহিত বিবিধ প্রকার ক্রীড়া অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করেন। তাঁহাদের সুখভোগের উপযোগী জলময় দেহ চন্দ্রমণ্ডলে আরব্ধ হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য জলসমূহ দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া রাজা সোমরূপে পরিণত হয়"। কর্ম্মসম্বন্ধী সেই জল ক্ষিতি প্রভৃতি অন্যান্য ভূতগণের সহিত মিলিত হইয়া দ্যুলোকে আগমন পূর্ব্বক চন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইষ্টাপূর্ত্তাদির অনুষ্ঠাতা কর্ম্মিগণের শরীরাদির আরম্ভক হইয়া থাকে। শরীররূপ অন্তিম আহুতি অগ্নিতে আহুত হওয়ার পর অগ্নি দ্বারা শরীর যে সময় দগ্ধ হয়, সেই সময়ে শরীর হইতে যে জল নির্গত হয়, কুশমৃত্তিকাস্থানীয় সেই জল যজমানের অর্থাৎ মৃতের শরীরকে বেষ্টন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডলে সমাগত হইয়া বাহ্য অর্থাৎ স্থূল শরীরের উৎপাদক হইয়া থাকে, তাহার দ্বারা সমুৎপন্ন সেই শরীরের দ্বারা যজ্ঞাদির ফলকে উপভোগ করিতে করিতে—যত দিন পর্য্যন্ত উপভোগের দ্বারা সেই কর্ম্মের অর্থাৎ চন্দ্রলোকে অবস্থানের নিমিত্তস্বরূপ কর্ম্মের ক্ষয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করেন ॥ ৪ ॥

তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্ততে যথেতম্, আকাশম্, আকাশাদ্বায়ুং, বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—ভোগোপযোগী কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সেই চন্দ্রলোকে বাস করিয়া যে পথে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথেই পুনরায় প্রত্যাগমন করেন। চন্দ্রলোক হইতে প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন, বায়ু অর্থাৎ বায়ুস্বরূপ হইয়া ধূম অর্থাৎ ধূমাকার হন, ধূমাকার হইয়া অব্‌ভ্র অর্থাৎ সজল মেঘাকার হন ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সম্পতন্তি যেনেতি সম্পাতঃ কর্ম্মণঃ ক্ষয়ঃ, যাবৎ সম্পাতং যাবৎ কর্ম্মণঃ ক্ষয় ইত্যর্থঃ, তাবত্তস্মিংশ্চন্দ্রমণ্ডলে উষিত্বা অথ অনন্তরমেতমেব বক্ষ্যমাণমধ্বানং মার্গং পুনর্নিবর্ত্তন্তে। 'পুনর্নিবর্ত্তন্তে' ইতি প্রয়োগাৎ পূর্ব্বমপি অসকৃচ্চন্দ্রমণ্ডলং গতা নিবৃত্তাশ্চাসন্নিতি গম্যতে। তস্মাদিহলোকে ইষ্টাদিকর্ম্মোপচিত্য চন্দ্রং গচ্ছন্তি, তৎক্ষয়ে চাবর্ত্তন্তে, ক্ষণমাত্রমপি তত্র স্থাতুং ন লভ্যতে, স্থিতিনিমিত্তকর্ম্মক্ষয়াৎ, স্নেহক্ষয়াদিব প্রদীপস্য। তত্র কিং যেন কর্ম্মণা চন্দ্রমণ্ডলমারূঢ়ঃ, তস্য সর্ব্বস্য ক্ষয়ে তস্মাদবরোহণম্? কিং বা সাবশেষে ইতি? কিং ততঃ? যদি সর্ব্বস্যৈব ক্ষয়ঃ কর্ম্মণঃ, চন্দ্রমণ্ডলস্থস্যৈব মোক্ষঃ প্রাপ্নোতীতি। তিষ্ঠতু তাবত্তত্রৈব, মোক্ষঃ স্যাৎ, ন বেতি; তত আগতস্যেহ শরীরোপভোগাদি ন সম্ভবতি, "ততঃ শেষেণ" ইত্যাদিস্মৃতিবিরোধশ্চ স্যাৎ। ননু ইষ্টাপূর্ত্তদত্তব্যতিরেকেণাপি মনুষ্যলোকে শরীরোপভোগনিমিত্তানি কর্ম্মাণ্যনেকানি সম্ভবন্তি, ন চ তেষাং চন্দ্রমণ্ডলে উপভোগঃ; অতঃ অক্ষীণানি তানি। যন্নিমিত্তং চন্দ্রমণ্ডলমারূঢ়স্তান্যেব ক্ষীণানীত্যবিরোধঃ। শেষ-শব্দশ্চ সর্ব্বেষাং কর্ম্মত্বসামান্যাদবিরুদ্ধঃ; অতএব চ তত্রৈব মোক্ষঃ স্যাদিতি দোষাভাবঃ; বিরুদ্ধানেকযোন্যুপভোগফলানাঞ্চ কর্ম্মণামেকৈকস্য জন্তোরারম্ভকত্বসম্ভবাৎ। ন চৈকস্মিন্ জন্মনি সর্ব্বকর্ম্মণাং ক্ষয় উপপদ্যতে, ব্রহ্মহত্যাদেশ্চৈকৈকস্য কর্ম্মণোঽনেকজন্মারম্ভকত্বস্মরণাৎ; স্থাবরাদিপ্রাপ্তানাঞ্চাত্যন্তমূঢ়ানাম্ উৎকর্ষহেতোঃ কর্ম্মণ আরম্ভকত্বাসম্ভবাৎ। গর্ভভূতানাঞ্চ স্রংসমানানাং কর্ম্মাসম্ভবে সংসারানুপপত্তিঃ, তস্মান্নৈকস্মিন্ জন্মনি সর্ব্বেষাং কর্ম্মণামুপভোগঃ। যত্তু কৈশ্চিদুচ্যতে, সর্ব্বকর্ম্মাশ্রয়োপমর্দ্দেন প্রায়েণ কর্ম্মণাং জন্মারম্ভকত্বং, তত্র কানিচিৎ কর্ম্মাণ্যনারম্ভকত্বেনৈব তিষ্ঠন্তি, কানিচিজ্জন্মান্তরমারভন্তে ইতি নোপপদ্যতে, মরণস্য সর্ব্বকর্ম্মাভিব্যঞ্জকত্বাৎ, স্বগোচরাভিব্যঞ্জকপ্রদীপবদিতি। তদসৎ; সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ। ন হি সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বে দেশকালনিমিত্তাবরুদ্ধত্বাৎ সর্ব্বাত্মনোপমর্দ্দঃ কস্যচিৎ কচিদভিব্যক্তির্ব্বা সর্ব্বাত্মনোপপদ্যতে, তথা কর্ম্মণামপি সাশ্রয়াণামুপমর্দ্দো ভবেৎ। যথা চ পূর্ব্বানুভূতমনুষ্যময়ূরমর্কটাদিজন্মাভিসংস্কৃতাবিরুদ্ধানেকবাসনা মর্কটত্বপ্রাপকেণ কর্ম্মণা মর্কটজন্ম আরভমাণেন নোপমৃদ্যন্তে, তথা কর্ম্মাণ্যপ্যন্যজন্ম-

প্রাপ্তিনিমিত্তানি নোপযুজ্যন্তে ইতি যুক্তম্। যদি হি সর্ব্বাঃ পূর্ব্বজন্মানুভববাসনা উপযুজ্যেরন্, মর্কটজন্মনিমিত্তেন কর্ম্মণা মর্কটজন্মন্যারব্ধে মর্কটস্য জাতমাত্রস্য মাতুঃ শাখায়াঃ শাখান্তরগমনে মাতুরুদরসংলগ্নত্বাদিকৌশলং ন প্রাপ্নোতি, ইহ জন্মন্যনভ্যস্তত্বাৎ। ন চাতীতানন্তরজন্মনি মর্কটত্বমেবাসীত্তস্যেতি শক্যং বক্তুম্; "তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদ্বাসনাবৎ ন অশেষকর্ম্মোপমর্দ্দ ইতি শেষকর্ম্মসম্ভবঃ। যত এবং, তস্মাচ্ছেষেণোপযুক্তাৎ কর্ম্মণঃ সংসারঃ উপপদ্যতে ইতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। কোঽসাবধ্বা যং প্রতি নিবর্ত্তন্তে ইতি? উচ্যতে, যথেতং যথাঽঽগতং নিবর্ত্তন্তে। ননু মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং, পিতৃলোকাদাকাশম্, আকাশাচ্চন্দ্রমসমিতি গমনক্রম উক্তঃ, ন তথা নিবৃত্তিঃ, কিন্তুহি? আকাশাদ্বায়ুমিত্যাদি, কথং যথেতমিত্যুচ্যতে? নৈষ দোষঃ; আকাশপ্রাপ্তেস্তুল্যত্বাৎ পৃথিবীপ্রাপ্তেশ্চ। ন চাত্র যথেতমেবেতি নিয়মঃ, অনেবংবিধমপি নিবর্ত্তন্তে; পুনর্নিবর্ত্তন্তে ইতি তু নিয়মঃ; অত উপলক্ষণার্থমেতৎ যথেতমিতি। অতো ভৌতিকমাকাশং তাবৎ প্রতিপদ্যন্তে। যাস্তেষাং চন্দ্রমণ্ডলে শরীরারম্ভিকা আপ আসন্, তাস্তেষাং তত্রোপভোগনিমিত্তানাং কর্ম্মণাং ক্ষয়ে বিলীয়ন্তে, ঘৃতসংস্থানমিবাগ্নিসংযোগে; তা বিলীনা অন্তরিক্ষস্থা আকাশভূতা ইব সূক্ষ্মা ভবন্তি। তা অন্তরিক্ষাদ্বায়ুর্ভবন্তি, বায়ুপ্রতিষ্ঠা বায়ুভূতা ইতশ্চামুতশ্চোহ্যমানাস্তাভিঃ সহ ক্ষীণকর্ম্মা বায়ুভূতো ভবতি। বায়ুর্ভূত্বা তাভিঃ সহৈব ধূমো ভবতি। ধূমো ভূত্বা অভ্রম্ অভ্ভরণমাত্ররূপো ভবতি॥ ৫॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সম্প্রতি সেই কর্ম্মিগণের চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণক্রম বলা যাইতেছে—যে কর্ম্ম দ্বারা সম্যক্‌রূপে পতিত হয়, তাহাই সম্পাত অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ক্ষয়। যত দিন পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সেই চন্দ্রমণ্ডলে বাস করিয়া তদনন্তর এই বক্ষ্যমাণ মার্গকে অবলম্বন করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রুতিতে "পুনর্নিবর্ত্তন্তে" এই পদটি প্রযুক্ত হওয়ায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, পূর্ব্বেও অনেকবার এইরূপে চন্দ্রমণ্ডলে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। অতএব যাঁহারা এই মর্ত্ত্যলোকে ইষ্টাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে চন্দ্রলোকে গমন করেন, কর্ম্মক্ষয় হইলেই তাঁহারা পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, স্নেহক্ষয় অর্থাৎ তৈল নিঃশেষ হইলে যেমন প্রদীপ ক্ষণকালও থাকিতে পারে না, অর্থাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সেইরূপ চন্দ্রলোকে অবস্থানের নিমিত্তস্বরূপ কর্ম্ম ক্ষয় হওয়ার পর ক্ষণকালও তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। ইহার মধ্যে একটি প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, সেই কর্ম্মী যে কর্ম্ম দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই কর্ম্ম নিঃশেষরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পর চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণ করেন? অথবা কিছু অবশেষ থাকিতেই অবরোহণ করেন? ভাল, তাহাতেই বা কি? যদি সমস্ত কর্ম্মই নিঃশেষরূপে ক্ষয় হয়, তাহা হইলেও চন্দ্রমণ্ডলে থাকিতে থাকিতেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইতে পারে? আচ্ছা, চন্দ্রমণ্ডলে

থাকিতে থাকিতেই মোক্ষ হয়, কি হয় না,' এ প্রশ্ন এক্ষণে থাকুক, সে স্থান হইতে প্রত্যাগত হওয়ার পর এই লোকে শরীর বা উপভোগ প্রভৃতি ত কিছুই সম্ভব হইতে পারে না; আর বিশেষ করিয়া "কর্ম্মশেষের অস্তিত্বসূচক ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মানুসারে জন্ম হয়" এই স্মৃতিবাক্যেরও বিরোধ উপস্থিত হয়। আচ্ছা, এই মনুষ্যলোকে শরীরোপভোগনিমিত্ত ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্ত ভিন্নও অনেক প্রকার কর্ম্ম আছে, অথচ চন্দ্রমণ্ডলে যে তাহাদের উপভোগ হয়, তাহাও নহে; অতএব সে সমস্ত কর্ম্ম কোন কালেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু যে কর্ম্মের ফলে চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই কর্ম্মেরই মাত্র ক্ষয় হয়, সুতরাং এ স্থানে কোন বিরোধই হইতে পারে না; আর কর্ম্মত্বরূপ ধর্ম্মটি যখন সমস্ত কর্ম্মসম্বন্ধেই সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে, তখন 'শেষ' এই শব্দটির প্রয়োগেও কোন বিরোধ ঘটিতে পারে না, অতএব সেই স্থানেই মোক্ষ হইতে পারে বলিয়া যে দোষ সম্ভাবনা করা গিয়াছিল, তাহারও পরিহার হইল, কারণ, পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক যোনিতে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেহে উপভোগোপযোগী কর্ম্মসমূহেরও পর পর এক একটি প্রাণীর দেহ উৎপাদন করাও সম্ভব হয়। আরও দেখ, এক জন্মেই সমস্ত কর্ম্মেরই নিঃশেষরূপে ক্ষয় হওয়াও উপপন্ন বলিয়া মনে হয় না, কারণ, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি এক একটি কর্ম্মের ফলেও অনেক প্রকার যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এরূপ উক্তি আছে। স্থাবরাদি-দেহপ্রাপ্ত অতএব অত্যন্ত মূঢ় জীবগণের পক্ষেও উৎকর্ষের হেতুভূত কর্ম্মের আরম্ভ করা সম্ভব হয় না, (উৎকর্ষের হেতুস্বরূপ যে সমস্ত কর্ম্ম, তাহাদেরও স্থাবরাদি দেহপ্রাপ্ত অত্যন্ত মূঢ় জীবগণের জন্মারম্ভ করা সম্ভব হয় না, এরূপ অর্থও কেহ কেহ করেন) আর গর্ভাবস্থাতেই যাহারা ধ্বস্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ গর্ভস্রাব হইয়া যাহারা অকালে মারা যায়, তাহাদের কোনরূপ কর্ম্ম করাই যখন সম্ভব নহে, তখন তাহাদের সংসার অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মগ্রহণও উপপন্ন হয় না; অতএব একই জন্মে সমস্ত কর্ম্মেরই ফলভোগ হয় না। কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, সমস্ত কর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ পদার্থের বিনাশপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহ প্রায়ই জন্মের আরম্ভক হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কতকগুলি কর্ম্ম তাহার ফলের অনারম্ভক ভাবেই অবস্থান করে, আর কতকগুলি কর্ম্ম জন্মান্তরের আরম্ভক হয়; তাঁহাদিগের এই মতও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কারণ, প্রদীপ যেমন স্বগোচর অর্থাৎ নিজের নিকটস্থ বস্তুসমূহের সমানভাবেই প্রকাশক হয়, সেইরূপ মরণও সমস্ত কর্ম্মেরই তুল্যভাবে প্রকাশক হয়। এ উত্তরও সমীচীন নহে, কারণ, সমস্ত বস্তুকেই সর্ব্বাত্মক বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে, (অর্থাৎ জগতে যে কোন পদার্থ দৃষ্ট হয়, সমস্ত পদার্থেই সমস্ত পদার্থের সত্তা

অল্পাধিক পরিমাণ বিদ্যমান থাকে ; পদার্থমাত্রেরই অভিব্যক্তি ও বিনাশের কারণ পৃথক্ পৃথক্, সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুবিশেষ কর্ম্মবিশেষের অভিব্যঞ্জক হইলেও সমস্ত কর্ম্মেরই অভিব্যঞ্জক হইতে পারে না, তখন পর্য্যন্ত কতকগুলি কর্ম্ম কোনরূপ ফলারম্ভ না করিয়াই নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে, তাহারাই আবার সময়বিশেষে অভিব্যঞ্জক কোন কারণ লাভ করিলেই নিজ নিজ ফল প্রদানে প্রবৃত্ত হয়) সকল পদার্থকেই যখন সর্ব্বাত্মক বলিয়া স্বীকার করা হয়, তখন বিশেষ বিশেষ দেশ-কালাদিরূপ হেতু দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ায় কোন বস্তুরই সর্ব্বতোভাবে বিনাশ অথবা সর্ব্বতোভাবে অভিব্যক্তি সম্ভব হইতে পারে না, সেইরূপ কর্ম্ম ও তাহার আশ্রয়-সমূহেরও উপমর্দ্দ অর্থাৎ বিনাশ হয় না ; যেমন মনুষ্য, ময়ূর, বানর প্রভৃতি-জন্মে অভিসংস্কৃত ঐ সমস্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুভূত বিবিধপ্রকার বিরুদ্ধ বাসনা বা সংস্কার —বানরত্বপ্রাপক কর্ম্ম দ্বারা বানরজন্ম আরম্ভকালেও অর্থাৎ বানর হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও বিনষ্ট হয় না, তেমনই জন্মান্তরপ্রাপ্তির নিমিত্তস্বরূপ কর্ম্মসমূহও প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা বিনষ্ট হয় না, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত। ভাবার্থ এই যে—কেহ কেহ বলেন যে, প্রায়শই সর্ব্বকর্ম্মাশ্রয়ের ধ্বংস ঘটিলেই কর্ম্মের জন্মারম্ভকত্ব হইতে পারে, তাহাতে বুঝা যায় যে, কোন কোন কর্ম্ম জন্মারম্ভক, আর কোন কোন কর্ম্ম জন্মা-ন্তরের আরম্ভক হয় না। ইহা উপপন্ন হইতেছে না, যে হেতু, মৃত্যু সর্ব্বকর্ম্মের অভিব্যঞ্জক। যেরূপ প্রদীপ স্বগোচর সকল বস্তুই প্রকাশ করে, তদ্রূপ মৃত্যুসময়ে কর্ম্মান্তরে প্রবৃত্তিরূপ প্রতিবন্ধকাভাবনিবন্ধন সর্ব্বকর্ম্মের আশ্রয়ীভূত দেহের বিনাশ-প্রযুক্ত এককালে সমস্ত কর্ম্মের উত্তরশরীরারম্ভকত্ব অবিরুদ্ধ। কোন কর্ম্মই অবশিষ্ট থাকে না, ইহা সংকল্প নহে, কেন না, মৃত্যুকালে যে সমস্ত কর্ম্ম প্রকাশ পায়, তাহারাই উত্তর-দেহের আরম্ভক হইয়া থাকে। "সকলই সকলের কারণ ও কার্য্য হয়," এই ন্যায়হেতু সকলের সর্ব্বাত্মকত্বনিবন্ধন কোন বস্তুরই সাকল্যরূপে ধ্বংসসম্ভাবনা এবং আশ্রয়যুক্ত সকল কর্ম্মের বিনাশ হইতে পারে না, কেন না, দেশ ও কাল দ্বারা সকল বস্তুই নিয়ন্ত্রিত। যেরূপ পূর্ব্বানুভূত মানব-মর্কটাদি-জন্মসম্পাদিত অবিরুদ্ধ যে অনেক বাসনা হয়, তাহা মর্কটত্বাদিপ্রাপক কর্ম্ম দ্বারা ধ্বংস হয় না, তদ্রূপ অন্য-জন্মপ্রাপ্তিজন্য কর্ম্মসকলও নিবারিত হয় না, ইহাই যুক্তি-সঙ্গত। যদি পূর্ব্বজন্মানুভূত সর্ব্ববাসনারই ধ্বংস ঘটিত, তাহা হইলে মর্কটাদি জন্মের কারণভূত কর্ম্ম দ্বারা মর্কটজন্মের আরম্ভ হইলে মর্কটের জন্মমাত্রই অতীত মর্কট-জন্মারব্ধ কর্ম্মসংস্কার বশতঃ—তাহার জননীর ন্যায় শাখা হইতে শাখান্তর গমনে ও জননীর জঠরসংলগ্নত্বাদি বিষয়ে কৌশল জানিতে পারিত না, কারণ, তাহা-দিগের ঐ কৌশল ইহকালে অভ্যস্ত নাই। আর তাহারা যে অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মে

মর্কটই ছিল, তাহাও বলা অসঙ্গত, কেন না, শ্রুতিপ্রমাণে দেখা যায় যে, বিদ্যা, কর্ম্ম ও প্রজ্ঞা ইহারা কর্ত্তার সঙ্গে আরম্ভক হয়। সুতরাং জানা যায় যে, বাসনা-নিবন্ধনই অশেষ কর্ম্মের বিনাশ হয় না; সুতরাং কর্ম্মশেষ সম্ভব আছে। যে হেতু, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল, অতএব ভোগাবশিষ্ট কর্ম্ম হইতেই সংসার সঞ্জাত হয়, এ বিষয়ে শ্রৌত, স্মার্ত্ত, যৌক্তিক বা লৌকিক কোনরূপ বিরোধ নাই। পূর্ব্বজন্মানুভূত সমস্ত বাসনাই যদি বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে বানরজন্মপ্রাপ্তির হেতুভূত কর্ম্ম দ্বারা বানরজন্ম প্রাপ্ত হওয়ার পর ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই মাতার এক শাখা হইতে অন্যশাখায় গমনকালে মাতার উদরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকা ইত্যাদির কৌশল জানা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ঐ কৌশল-বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার অবসর সে পায় নাই। এই জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্ব-জন্মেও যে সে বানর হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, ইহাও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না; কারণ, শ্রুতি আছে—"বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বজন্মের প্রজ্ঞা অর্থাৎ সংস্কারাত্মক জ্ঞান তাহার অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে," অতএব বাসনা অর্থাৎ সংস্কার যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ কর্ম্মও সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, এ জন্য কর্ম্মের শেষ থাকাই সম্ভব। যে হেতু, ইহাই সিদ্ধান্ত, তখন উপভুক্ত কর্ম্মের শেষের দ্বারা অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের ফলে সংসার অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয়, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। যে পথকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মিগণ পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন, এই পথটি কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, 'যথেতম্' অর্থাৎ যে ভাবে গমন করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই প্রত্যাবৃত্ত হন। আচ্ছা, গমনের ক্রম ত বলা হইয়াছে—মাসসমূহের পর পিতৃলোক, পিতৃলোকের পর আকাশ, আকাশের পর চন্দ্রলোক; কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন-ত ঠিক সে ভাবে হয় না? তবে কি ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন হয়? না, আকাশের পর বায়ু ইত্যাদি ক্রমে প্রত্যাবর্ত্তন হয়; প্রত্যাবর্ত্তনের ক্রম যখন গমনের ক্রম হইতে ভিন্ন প্রকার, তখন 'যে ভাবে গমন করিয়াছিলেন' এ কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতে-ছেন, না, ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না; কারণ, আকাশপ্রাপ্তি ও পৃথিবী-প্রাপ্তি এই দুইটি বিষয় গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন উভয়স্থলেই সমান অর্থাৎ গমনকালে পৃথিবী হইতেই আরম্ভ করিয়া ক্রমে আকাশকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার পরে চন্দ্র-লোক প্রাপ্ত হয়, প্রত্যাবর্ত্তনকালেও চন্দ্রলোকের পর প্রথমেই আকাশকে প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বশেষে পৃথিবীকেই প্রাপ্ত হয়। এস্থানে, যে ভাবে গমন হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই যে প্রত্যাবর্ত্তন হয়, এরূপ কোন অব্যভিচরিত নিয়ম নাই, অন্যরূপ ক্রমেও প্রত্যাবর্ত্তন হইতে পারে, তবে পুনরায় যে প্রত্যাবৃত্ত হয়, এইটুকুমাত্রই

নিয়ম; অতএব 'যথেতম্' এই বাক্যটি উপলক্ষণমাত্র অর্থাৎ যে কোনরূপেই হউক প্রত্যাবর্ত্তন হয়, ইহাই উহার অর্থ। চন্দ্রমণ্ডলে কর্ম্মিগণের শরীরারম্ভক যে জল ছিল, সেই জল, তাহাদের ভোগসম্পাদক কর্ম্মের ক্ষয়ে—অগ্নিসংযোগে ঘৃতসংস্থানের স্থায় (অর্থাৎ জমাট-বাঁধা ঘি যেমন আগুনের উত্তাপে) বিলীন হইয়া চন্দ্রমণ্ডল হইতে ভৌতিক আকাশকে প্রাপ্ত হয়; আকাশে অবস্থিত সেই বিলীন জলসমূহ আবার আকাশভূতের স্থায়ই সূক্ষ্ম হইয়া থাকে; সেই সূক্ষ্ম জল-সমূহ আবার আকাশ হইতে বায়ুস্বরূপ হয়; বায়ুতে অবস্থিত অতএব বায়ুভূত তাহারা আকাশেই যখন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে, সেই সময়ে ক্ষীণকর্ম্মা অর্থাৎ উপভোগের দ্বারা যাহার কর্ম্মক্ষয় হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তিও বায়ুভূত ঐ জলসমূহের সহিত বায়ুস্বরূপ হয়, বায়ুস্বরূপ হওয়ার পর সেই জলসমূহের সহিতই আবার ধূমস্বরূপ হয়, ধূম হইয়া পরে অভ্র অর্থাৎ জলধারণযোগ্য অর্থাৎ মেঘের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়॥ ৫॥

অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি, তে ইহ ব্রীহি-যবা ওষধি-বনস্পতয়স্তিল-মাষা ইতি জায়ন্তে; অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং, যো যো হ্যন্নমত্তি, যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ভূয় এব ভবতি॥ ৬॥

অনুবাদ।—অভ্র হইয়া মেঘ হয়; মেঘ হইয়া বর্ষিত হয়, অর্থাৎ জলরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়; অনন্তর তাহারাই এই পৃথিবীতে ধান্য-যবাদি, ওষধি-বনস্পতি, তিল-মাষকলায় ইত্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে। এই ধান্য-যবাদি অবস্থা হইতে নিষ্কৃতিলাভ অতিশয় ক্লেশকর। যে যে প্রাণী অন্নাহার করে, যে প্রাণী শুক্রনিষেক করে অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ করে, প্রায়ই তৎস্বরূপ হয় অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা ভক্ষিত হইয়া সেই ভক্ষিত দ্রব্যের পরিণামে শুক্ররূপে পরিণত ও স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্ষক প্রাণীর অনুরূপ দেহ ধারণ করে॥ ৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অভ্রং ভূত্বা ততঃ সেচনসমর্থো মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা উন্নতেষু প্রদেশেষ্বথ প্রবর্ষতি, বর্ষধারারূপেণ শেষকর্ম্মা পততীত্যর্থঃ। তে ইহ ব্রীহি-যবা ওষধি-বনস্পতয়স্তিল-মাষা ইত্যেবম্প্রকারাঃ ক্ষীণকর্ম্মাণো জায়ন্তে। ক্ষীণকর্ম্মণামনেকত্বাদ্বহু-বচননির্দ্দেশঃ। মেঘাদিষু পূর্ব্বেষ্বেকরূপত্বাদেকবচননির্দ্দেশঃ। যস্মাৎ গিরিতটদুর্গনদীসমুদ্রারণ্য-মরুদেশাদিসন্নিবেশসহস্রাণি বর্ষধারাভিঃ পতিতানাম্; অতস্তস্মাদ্ধেতোর্ব্বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং দুর্নিষ্ক্রমণং দুর্নিঃসরণম্। যতো গিরিতটাদুদকস্রোতসোহ্যমানা নদীঃ প্রাপ্নুবন্তি, ততঃ সমুদ্রং, ততো মকরাদিভির্ভক্ষ্যন্তে, তেঽপ্যন্যেন, তত্রৈব চ সহ মকরেণ সমুদ্রে বিলীনাঃ সমুদ্রাম্ভোভি-

জলধরৈরাকৃষ্টাঃ পুনর্বর্ষধারাভির্মরুদেশে শিলাতটে বা অগম্যে পতিতাস্তিষ্ঠন্তি, কদাচিদ্ব্যাল-মৃগাদিপীতা ভক্ষিতাশ্চান্যৈঃ, তেঽপ্যন্যৈরিত্যেবম্প্রকারাঃ পরিবর্তেরন্, কদাচিদভক্ষ্যেষু স্থাবরেষু জাতাস্তত্রৈব শুষ্যেরন্, ভক্ষ্যেষপি স্থাবরেষু জাতানাং রেতঃসিগ্দেহসম্বন্ধো দুর্লভ এব, বহুত্বাৎ স্থাবরাণামিতি, অতো দুর্নিষ্ক্রমণত্বম্; অথবা অতোঽস্মাৎ ব্রীহিযবাদি-ভাবাদ্ দুর্নিষ্প্রপতরং দুর্নির্গমনতরম্। দুর্নিষ্প্রপতরমিতি তকার একো লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ; ব্রীহি-যবাদিভাবো দুর্নিষ্প্রপতঃ তস্মাদপি দুর্নিষ্প্রপতাৎ রেতঃসিগ্দেহসম্বন্ধো দুর্নিষ্প্রপততর ইত্যর্থঃ; যস্মাদূর্দ্ধরেতোভির্বালৈঃ পুংস্ত্বরহিতৈঃ স্থবিরৈর্বা ভক্ষিতা অন্তরালে শীর্য্যন্তে, অনেকত্বাদন্নাদী-নাম্। কদাচিৎ কাকতালীয়ন্যায়েন রেতঃসিগ্ভির্ভক্ষ্যন্তে যদা, তদা রেতঃসিগ্ভাবং গতানাং কর্ম্মণো বৃত্তিলাভঃ। কথম্? যো যো হ্যন্নমত্তি অনুশয়িভিঃ সংশ্লিষ্টং রেতঃসিক্, যশ্চ রেতঃ সিঞ্চতি ঋতুকালে যোষিতি, তদ্ভূয় এব তদাকৃতিরেব ভবতি। তদবয়বাকৃতিভূয়স্ত্বং ভূয় ইত্যুচ্যতে, রেতোরূপেণ যোষিতি গর্ভাশয়েঽন্তঃ প্রবিষ্টোঽনুশয়ী, রেতসো রেতঃসিগাকৃতি-ভাবিতত্বাৎ; "সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতম্" ইতি হি শ্রুত্যন্তরাৎ, অতো রেতঃসিগাকৃতি-রেব ভবতীত্যর্থঃ। তথা হি, পুরুষাৎ পুরুষো জায়তে, গোর্গবাকৃতিরেব, ন জাত্যন্তরাকৃতিঃ, তস্মাদ্যুক্তং তদ্ভূয় এব ভবতীতি। যে ত্বন্যেঽনুশয়িভ্যশ্চন্দ্রমণ্ডলমনারুহ্যৈব পাপকর্ম্মভি-র্ঘোরৈর্ব্রীহিযবাদিভাবং প্রতিপদ্যন্তে, পুনর্ম্মনুষ্যাদিভাবং গতাঃ, তেষাং নানুশয়িনামিব দুর্নিষ্প্রপতরম্। কস্মাৎ? কর্ম্মণা হি তৈর্ব্রীহিযবাদিদেহ উপাত্ত ইতি। তদুপভোগনিমিত্তক্ষয়ে ব্রীহ্যাদেস্তম্বদেহবিনাশে যথাকর্ম্মার্জ্জিতং দেহান্তরং নবং নবং জলূকাবৎ সংক্রমন্তে সবিজ্ঞানা এব, "সবিজ্ঞানো ভবতি, সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যদ্যপ্যুপসংহৃতকরণাঃ সন্তো দেহান্তরং গচ্ছন্তি, তথাঽপি স্বপ্নবদ্দেহান্তরপ্রাপ্তিনিমিত্তকর্ম্মোদ্ভাবিতবাসনাজ্ঞানেন সবিজ্ঞানা এব দেহান্তরং গচ্ছন্তি, শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ। তথা অর্চ্চিরাদিনা ধূমাদিনা চ গমনং স্বপ্ন ইবোদ্ভূতবিজ্ঞানেন, লব্ধবৃত্তিকর্ম্মনিমিত্তত্বাদ্গমনস্য। ন তথা অনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিভাবেন জাতানাং সবিজ্ঞানমেব রেতঃসিগ্যোষিদ্দেহসম্বন্ধ উপপদ্যতে; ন হি ব্রীহ্যাদিলবন-কণ্ডন-পেষণাদৌ চ সবিজ্ঞানানাং স্থিতিরস্তি। নমু চন্দ্রমণ্ডলাদপ্যবরোহতাং দেহান্তরগমনস্য তুল্যত্বাজ্জলূকাবৎ সবিজ্ঞানতৈব যুক্তা; তথা সতি ঘোরো নরকানুভবঃ ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারিণাং চন্দ্রমণ্ডলাদারভ্য প্রাপ্তো যাবৎ ব্রাহ্মণাদিজন্ম; তথা চ সত্যনর্থায়েষ্টাপূর্ত্তাদ্যুপাসনং বিহিতং স্যাৎ, শ্রুতেশ্চাপ্রামাণ্যং প্রাপ্তং, বৈদিকানাং কর্ম্মণামনর্থানুবন্ধিত্বাৎ? ন, বৃক্ষা-রোহণ-পতনবৎ বিশেষসম্ভবাৎ, দেহাদ্দেহান্তরং প্রতিপিৎসোঃ কর্ম্মণো লব্ধবৃত্তিত্বাৎ। কর্ম্মণোদ্ভাবিতেন বিজ্ঞানেন সবিজ্ঞানত্বং যুক্তং, বৃক্ষাগ্রমারোহত ইব ফলং জিঘৃক্ষোঃ; তথা অর্চ্চিরাদিনা গচ্ছতাং সবিজ্ঞানত্বং ভবেৎ, ধূমাদিনা চ চন্দ্রমণ্ডলমারুরুক্ষতাম্ ন। তথা চন্দ্রমণ্ডলাদবরুরুক্ষতাং বৃক্ষাগ্রাদিব পততাং সচেতনত্বম্; যথা চ মুদগরাদ্যভিহতানাং তদভিঘাতবেদনানিমিত্তসংমূর্চ্ছিতপ্রতিবদ্ধকরণানাং স্বদেহেনৈব দেশাদ্দেশান্তরং নীয়মানানাং বিজ্ঞানশূন্যতা দৃষ্টা, তথা চন্দ্রমণ্ডলান্মনুষ্যাদিদেহান্তরং প্রতি অবরুরুক্ষতাং স্বর্গভোগনিমিত্ত-

কর্ম্মক্ষয়াৎ মৃদিতাশেষহানাং প্রতিবন্ধকরণানাম্ ; অতস্তেহপরিত্যক্তদেহবীজভূতাভিরদ্ভি-র্মূর্চ্ছিতা ইব আকাশাদিক্রমেণেমামবরুহ্য কর্ম্মনিমিত্তজাতিস্থাবরদেহৈঃ সংশ্লিষ্যন্তে, প্রতিবদ্ধ-করণতয়া অনুদ্ভূতবিজ্ঞানা এব ; তথা লবন-কণ্ডন-পেষণ-সংস্কার-ভক্ষণ-রসাদিপরিণাম-রেতঃ-সেককালেষু মূর্চ্ছিতবদেব দেহান্তরারম্ভকস্য কর্ম্মণোহলব্ধবৃত্তিত্বাৎ। দেহবীজভূতাপ্সম্বন্ধা-পরিত্যাগেনৈব সর্ব্বাস্ববস্থাসু বর্ত্তন্তে ইতি জলূকাবচ্চেতনাবত্ত্বং ন বিরুধ্যতে। অন্তরালে ত্ববিজ্ঞানং মূর্চ্ছিতবদেবেত্যদোষঃ। ন চ বৈদিকানাং কর্ম্মণাং হিংসাযুক্তত্বেনোভয়হেতুত্বং শক্যমনুমাতুং, হিংসায়াঃ শাস্ত্রচোদিতত্বাৎ ; "অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ। শাস্ত্রচোদিতায়া হিংসায়া নাধর্ম্মহেতুত্বমভ্যুপগম্যতে, অভ্যুপগতেহপ্যধর্ম্মহেতুত্বে মন্ত্রে-র্ব্বিষাদিবত্তদপনয়োপপত্তের্ন দুঃখকার্য্যারম্ভকত্বোপপত্তির্বৈদিকানাং কর্ম্মণাং, মন্ত্রেণেব বিষ-ভক্ষণস্যেতি ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অভ্র অর্থাৎ জলধারণযোগ্য মেঘ হইয়া পরে সেচনযোগ্য অর্থাৎ বর্ষণযোগ্য মেঘ হয়, মেঘ হওয়ার পর উন্নত প্রদেশে অর্থাৎ শুষ্ক স্থলভূমিতে অথবা পার্ব্বত্যভূমি প্রভৃতিতে বর্ষিত হয়, অর্থাৎ ক্ষীণকর্ম্মা সেই ব্যক্তি বৃষ্টিধারারূপে ভূমিতে পতিত হয়। বৃষ্টিধারারূপে পতিত সেই ক্ষীণকর্ম্মা জীব-সমূহই ইহলোকে ধান্য, যব প্রভৃতি ওষধি ও বনস্পতিসমূহ, তিল ও মাষকলায় ইত্যাদি রূপে জন্মগ্রহণ করে। কর্ম্ম ক্ষয় হওয়ায় যাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহারা অনেকেই একত্রে আসে বলিয়া 'তে' এই বহুবচনান্ত পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে, আর পূর্ব্বোক্ত মেঘাদি পদার্থসমূহ একই প্রকার বলিয়া তাহাতে একবচনান্ত পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। বৃষ্টিধারার সহিত অথবা বৃষ্টিধারারূপে পতিত জীবসমূহ যে হেতু পর্ব্বতের উপর, দুর্গমস্থান, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি প্রভৃতি বহুবিধ স্থানে সন্নিবিষ্ট হয় অর্থাৎ পতিত হইয়া অবস্থিত হয়, এই জন্যই ঐ সমস্ত স্থান হইতে অতি ক্লেশেই নিষ্ক্রান্ত বা নিঃসৃত হইতে সমর্থ হয়, কেন না, পর্ব্বতের তটদেশ হইতে জলস্রোতের দ্বারা প্রবাহিত হইতে হইতে নদীতে পতিত হয়, নদী হইতে আবার সমুদ্রে পতিত হয়, তদনন্তর সেই সমুদ্রেই আবার মকর-কুম্ভীরাদি জলজন্তু দ্বারা ভক্ষিত হয়, সেই মকরাদি আবার অন্য প্রাণিকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় ; অথবা সেই সমুদ্রেই মকরের সহিত বিলীনভাবে থাকা অবস্থায় মেঘকর্ত্তৃক সমুদ্রের জলের সহিত আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় বৃষ্টিধারার সহিত কোন মরুভূমিতে, অথবা শিলাখণ্ডে অথবা অন্য কোন দুর্গমস্থানে পতিত হইয়া অবস্থান করে। কখনও বা কোন সর্প বা মৃগাদিকর্ত্তৃক পীত হইয়া তাহাদের সহিতই আবার অন্যকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহারা আবার অন্য প্রাণিকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, এইভাবে তাহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নানাবিধ অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, কখনও বা কোন অভক্ষ্য

স্থাবররূপে অথবা অভক্ষ্য স্থাবরমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই শুষ্ক হইয়া যায়; অথবা ভক্ষ্য স্থাবরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেও যাহারা শুক্রনিষেকে সমর্থ এরূপ প্রাণীর দেহের সহিত সম্বন্ধ হওয়া অনেক সময় দুর্লভ হইয়া পড়ে, কারণ, স্থাবর পদার্থের সংখ্যা অনেক বেশী, কোন্ স্থাবর কাহা কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, সুতরাং সেই স্থাবরের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া অতিশয় ক্লেশকর, অথবা এই ব্রীহি-যবাদিরূপ অবস্থা হইতে নির্গত হওয়া অতিশয় ক্লেশকর ব্যাপার। মূলে যে "দুর্নিষ্প্রপতরম্" এই শব্দটি আছে, ঐ পদে একটি 'ত'কার লুপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ একটি 'ত' উচ্চারিত হয় নাই, "দুর্নিষ্প্রপততরম্" এইরূপ প্রয়োগ হইবে, কারণ, ব্রীহি-যবাদি অবস্থাই দুর্নিষ্প্রপত, অর্থাৎ দুঃখের সহিত নিষ্ক্রমণীয়, শুক্রনিষেক-সমর্থ দেহের সহিত সম্বন্ধঘটনা আবার তাহা হইতেও দুর্নিষ্প্রপততর অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্ঘট, কারণ, অন্নভোক্তা জীবের সংখ্যা অনেক; কে কখন্ কি খাইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই; যদি তাহারা কোন উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী, অথবা বালক, অথবা পুরুষত্বরহিত ক্লীব অথবা অতিবৃদ্ধ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহা হইলে অন্তরালে অর্থাৎ তাহাদের উদরের মধ্যেই ক্ষয় হইয়া যায়। কাকতালীয় ন্যায়ে যদি কখনও শুক্রনিষেকসমর্থ প্রাণিকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই শুক্রনিষেকসমর্থ প্রাণিসমূহের মধ্যে যাহার যে-কর্ম্ম, সেই কর্ম্মসমূহ নিজ নিজ বৃত্তিলাভ করে, অর্থাৎ পরিপুষ্ট হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। সেই বৃত্তিলাভ কিরূপ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, শুক্রনিষেকসমর্থ যে যে প্রাণী অনুশয়ী অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম অবশেষ থাকিতে থাকিতেই ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত জীবসংযুক্ত অন্নভক্ষণ করে, যে যে প্রাণী ঋতুকালে স্ত্রীতে শুক্রনিষেক করে, ভক্ষিত জীব তদ্ভূয় অর্থাৎ ভক্ষক প্রাণীর আকৃতিবিশিষ্টই হয়। অনুশয়ী জীব শুক্ররূপে পরিণত ও স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহুলাংশেই ভোক্তা প্রাণীরই অবয়ব ও আকৃতির অনুসরণ করে বলিয়া 'ভূয়ঃ' অর্থাৎ বেশীর ভাগ বা অনেকাংশে এই শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। "সমস্ত অঙ্গ হইতেই তেজ অর্থাৎ শুক্র সম্ভূত অর্থাৎ নিঃসৃত হয়" এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, শুক্রপদার্থটি শুক্রনিষেকারীর আকৃতি দ্বারা ভাবিত অর্থাৎ তদাকারসম্পন্ন হয়, এই জন্যই বলা হইয়াছে, শুক্রনিষেকারীর আকৃতিবিশিষ্টই হয়, এবং সেইরূপই দেখিতেও পাওয়া যায়, যথা পুরুষ অর্থাৎ মানুষ হইতে মানুষাকৃতি, গো হইতে গোর আকৃতিবিশিষ্টই জন্মগ্রহণ করে, অন্যজাতির আকৃতি প্রাপ্ত হয় না, অতএব মূলে যে বলা হইয়াছে, "তদ্ভূয় এব ভবতি" তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। অনুশয়ী ব্যতীত অন্য যে সমস্ত প্রাণী চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ না করিয়াই দারুণ পাপকর্ম্মের ফলে ইহলোকেই ধান্য-যবাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অনুশয়ী-

দিগের ন্যায় তাহাদিগের নির্গমন তাদৃশ কষ্টকর নহে। কেন কষ্টকর নহে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, কর্ম্মফলে তাহারা ধান্য-যবাদি দেহ প্রাপ্ত হয়, উপভোগের দ্বারা সেই সেই দেহপ্রাপ্তির কারণ ক্ষয় হইলে ধান্য-যবাদি দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়, তদনন্তর কর্ম্মানুযায়ী জলৌকা অর্থাৎ জোঁকের ন্যায় এক দেহ হইতে অন্য দেহ, তাহা হইতে আবার অন্য দেহ, এইরূপে নূতন নূতন দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু সে অবস্থাতেও তাহাদের জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের ব্যাপারসমূহের অনুভবশক্তি অক্ষুণ্ণই থাকে। (ভাবার্থ এই যে—প্রাণিমাত্রেরই দেহ দুইটি ;—স্থূল ও সূক্ষ্ম, তাহার মধ্যে স্থূল দেহটি পাঞ্চভৌতিক; আর পঞ্চ প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট দেহটিই সূক্ষ্ম দেহ। স্থূল দেহই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে ও বিনষ্ট হয়; কিন্তু সূক্ষ্ম দেহের বিনাশ হয় না, মুক্তি পর্য্যন্ত স্থিরভাবেই থাকে, জীব এই সূক্ষ্মদেহ লইয়াই লোকান্তরে গমন ও তথা হইতে আগমন করে, কিন্তু জোঁক যেমন একটি তৃণকে অবলম্বন না করিয়া পূর্ব্বাবলম্বিত তৃণকে পরিত্যাগ করে না, জীবও তেমনই অপর একটি স্থূল দেহকে অবলম্বন না করিয়া বর্ত্তমান স্থূল দেহকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে না, এ জন্য বর্ত্তমান দেহত্যাগের পূর্ব্বে জীব জোঁকের ন্যায়—কর্ম্মানুসারে অবলম্বনীয় ভাবী দেহটিকে মনের দ্বারা আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান দেহটিকে পরিত্যাগ করে) কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, "দেহান্তর-পরিগ্রহকালে জীব সবিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানসম্পন্নই থাকে, সজ্ঞানেই জীব এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রমিত হয়"। যদিও দেহান্তর-পরিগ্রহকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ উপসংহৃত অর্থাৎ সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তাহা হইলেও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় দেহান্তরপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ নিজ কর্ম্ম দ্বারা উদ্ভাবিত বাসনাত্মক বা সংস্কারাত্মক জ্ঞানের সাহায্যে সজ্ঞান অবস্থাতেই দেহান্তরে গমন করে, এ উক্তির সমর্থনে শ্রুতিই প্রমাণ। এইরূপ অর্চ্চিরাদিমার্গে ও ধূমাদিমার্গে যে গমন হয়, তাহাও স্বপ্নের ন্যায় উদ্বুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়, কারণ, ফলপ্রদানোন্মুখ কর্ম্ম দ্বারাই ঐ গমনক্রিয়া সম্পন্ন হয়; কিন্তু ধান্য-যবাদিভাবে সঞ্জাত অনুশয়ীদিগের শুক্রনিষেকসমর্থ পুরুষ ও স্ত্রীদেহের সহিত সম্বন্ধ ঐরূপ সজ্ঞানে সঙ্ঘটন যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না, কারণ, ধান্যাদি ছেদন, কণ্ডন (কাঁড়ান) ও পেষণাদিকালে কখনই জ্ঞানসম্পন্ন জীবের তাহাতে অবস্থিতি হইতে পারে না।

এস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণ বা অবতরণকারী অনুশয়ী জীবগণেরও যখন জলৌকার ন্যায় দেহান্তরে গমন তুল্যই, তখন তাহাদেরও সজ্ঞান অবস্থাই ত যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু তাহা হইলে ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মানুষ্ঠাতৃবর্গের পক্ষে চন্দ্রমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণাদি জন্ম পর্য্যন্ত ঘোরতর নরকযন্ত্রণাই

অনুভব করিতে হয়, আর তাহা হইলে ঐ সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কেবল অনর্থই উৎপাদন করে এবং শ্রুতিরও অপ্রামাণ্যদোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে, কেন না, বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান কেবল পরিণামে বিপত্তিজনক, এই ধারণাই লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়ায়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, সেরূপ কোন দোষ হয় না, কারণ, বৃক্ষে আরোহণ ও তাহা হইতে পতনের ন্যায় এ স্থানেও কিঞ্চিৎ বিশেষ সম্ভাবনা আছে, ফলগ্রহণেচ্ছায় বৃক্ষাগ্রে আরোহণকারী ব্যক্তির ন্যায় এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমনেচ্ছু ব্যক্তির ভাবী দেহে ভোগপ্রদ কর্ম্মসমূহ লব্ধবৃত্তি হওয়ায় সেই কর্ম্ম দ্বারা উদ্ভাবিত পূর্ব্ববিজ্ঞান দ্বারাই তাহার সবিজ্ঞান ভাব যুক্তিসঙ্গতই হইতেছে, এবং অর্চ্চিরাদিমার্গে গমনশীল ও ধূমাদিমার্গে চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণেচ্ছু ব্যক্তিগণেরও সবিজ্ঞানভাব সম্ভব হইতে পারে; বৃক্ষাগ্র হইতে পতনশীল ব্যক্তির যেমন চৈতন্য থাকে না, তেমনই চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণশীল ব্যক্তিগণেরও আরোহণকালের ন্যায় চৈতন্য থাকে না, পতনকালেই চৈতন্য লুপ্ত হইয়া যায়; অথবা মুদ্গরাদি দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সেই আঘাতের বেদনায় মূর্চ্ছিত ও নিশ্চলেন্দ্রিয় হইয়া পড়ায় তাহাদের সেই মূর্চ্ছিত দেহকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার সময় যেমন অনুভবশক্তি দেখা যায় না, তেমনই স্বর্গভোগের হেতুভূত কর্ম্ম ক্ষয় হওয়ায় চন্দ্রমণ্ডল হইতে মনুষ্যাদি দেহান্তরকে লক্ষ্য করিয়া অবরোহণেচ্ছু জীবগণেরও জলময় দেহ বিলীন ও ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ায় কোনরূপ অনুভবশক্তি থাকিতে দেখা যায় না; অতএব তাহারা দেহের বীজস্বরূপ অর্থাৎ দেহোৎপাদক জলের দ্বারা অপরিত্যক্ত হইয়াই অর্থাৎ তাহার সহিতই এবং ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় অজ্ঞান অবস্থাতেই মূর্চ্ছিতের ন্যায় আকাশাদি ক্রমে এই পৃথিবীতে অবরোহণ করিয়া কর্ম্মফলে যে সমস্ত স্থাবর দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, এবং ছেদন, কণ্ডন, পেষণ, সংস্কার অর্থাৎ পাক, ভক্ষণ, রসরক্তাদিরূপে পরিণতি ও শুক্রনিষেকাদি কাল পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিতের ন্যায়ই থাকে, কারণ, তাহাদের দেহান্তরজনক কর্ম্মসমূহ তখনও কার্য্যোন্মুখ হয় নাই, বিশেষতঃ কোন অবস্থাতেই দেহের বীজস্বরূপ জলের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়া অবস্থান করে না, এ নিমিত্ত জলোকার ন্যায় চেতনাবস্থা বিরুদ্ধ হয় না। (ভাবার্থ এই যে—ধান্য যব ইত্যাদিরূপে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, আর যাহারা মনুষ্যাদিরূপে জন্মপরিগ্রহণের নিমিত্ত চন্দ্রলোক হইতে ধূমাদিক্রমে অবরোহণ করিয়া ধান্য-যবাদি দেহে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যাহারা কর্ম্মফলে ধান্য-যবাদি দেহ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের সেই সমস্ত দেহে সুখদুঃখাদির অনুভূতি স্পষ্টভাবেই বিদ্যমান থাকে, ও সেই দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই দেহান্তরে

প্রবিষ্ট হইতে হয়, কিন্তু চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত অনুশয়ী জীবগণের অবস্থা সেরূপ নহে, চন্দ্রমণ্ডলে ভোগোপযোগী কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই তাহাদিগের চিত্তে একটা ক্লেশের সঞ্চার হয়, সেই ক্লেশাধিক্যনিবন্ধন দেহে এরূপ একটা উষ্মার সঞ্চার হয় যে, তাহাতেই তাহাদের দেহ দ্রবীভূত হইয়া যায়, ও সেই সঙ্গে চৈতন্যও বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেই অচেতন অবস্থাতেই তাহারা কর্ম্মফলে ধূমাদিক্রমে অবতীর্ণ হইয়া ধান্য-যবাদিদেহে প্রবিষ্ট হয় মাত্র, কিন্তু সে দেহে তাহাদের কোনরূপ অনুভব-শক্তি থাকে না, কারণ, ঐ সমস্ত দ্রব্য তাহাদের ভোগদেহ নহে এবং তাহাদের কর্ম্মও তখন পর্য্যন্ত ফলপ্রদানোন্মুখ হয় না। এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার মুদ্গরের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত অচেতন ব্যক্তির সেই অবস্থাতেই শ্মশানে লইয়া যাওয়া ও বৃক্ষ হইতে পতনাবস্থার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। দেখা যায় যে, বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক ফল ফুল ইত্যাদি সংগ্রহকালে লোকসমূহ বেশ আনন্দ উপভোগই করে, কিন্তু হঠাৎ যদি তাহা হইতে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে পতনের সঙ্গে সঙ্গেই অচেতন হইয়া পড়ে, সে অবস্থায় ঐ ব্যক্তির যেমন কিছুমাত্র বোধশক্তি থাকে না, সেইরূপ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ধান্য-যবাদি-দেহে প্রবিষ্ট অনুশয়ীদিগেরও ধান্যাদি দেহের ছেদন, কণ্ডন ও পেষণাদিকালে সুখ-দুঃখাদির কিছুমাত্র বোধশক্তি থাকে না, সুতরাং যাগাদির অনুষ্ঠাতৃগণের পক্ষে চন্দ্রলোকে গমন যে দুঃখপ্রদ ও অনুষ্ঠিত যাগাদি যে অনিষ্টপ্রদ, এরূপ শঙ্কা বিচারসহ নহে। ইহার মধ্যে আরও একটি বক্তব্য এই যে, কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত অনুশয়ী জীব যখন অচেতন অবস্থাতে ধান্যাদি দেহে প্রবিষ্ট হন ও সেই অবস্থাতেই দেহান্তর পরিগ্রহ করেন, তখন এ স্থানে জলৌকার দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, জলৌকা চেতন পদার্থ, সে চেতন অবস্থাতেই এক তৃণ হইতে অন্য তৃণে আশ্রয় গ্রহণ করে, আর অনুশয়িগণ অচেতন অবস্থাতেই কর্ম্মানুযায়ী দেহবিশেষে প্রবিষ্ট হয়, এ অবস্থায় জলৌকার দৃষ্টান্ত বেশ সুসঙ্গত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, অসঙ্গত হয় না, সঙ্গতই হয়, কারণ, জলৌকা যেমন অপর একটি তৃণকে অবলম্বন না করিয়া পূর্ব্বাবলম্বিত তৃণটিকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপই অনুশয়ী জীবও নূতন ভোগদেহ অবলম্বন না করা পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকস্থ জলময় দেহের জলভাগকে পরিত্যাগ করে না, সুতরাং জলৌকার দৃষ্টান্ত অসঙ্গত হয় না, অধিকন্তু ইহা চেতনের উপযুক্তই ব্যবহার, এ জন্য অনুশয়ীদিগকে সচেতনভাবে কল্পনা করিলেও অসঙ্গত হয় না)। আর অন্তরালে অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় যে জ্ঞানের অভাব হয়, তাহাও মূর্চ্ছিতেরই ন্যায়, সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্তে কোন দোষ ঘটে না।

বেদবিহিত কর্ম্মসমূহ হিংসাত্মক বলিয়া তাহারা যে পাপ পুণ্য উভয়েরই হেতু, ইহা অনুমান করা উচিত নহে, কারণ, উক্ত প্রকার হিংসা শাস্ত্রানুমোদিত। "যে ব্যক্তি তীর্থ ব্যতীত অন্যত্র কোন প্রাণীর হিংসা করে না" এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, শাস্ত্রানুমোদিত হিংসা কোনরূপে অধর্ম্মজনক হইতে পারে না ; আর যদি ঐরূপ হিংসা অধর্ম্মজনক বলিয়া স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও, মন্ত্রপ্রভাবে যেমন বিষের মারকতাশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ শাস্ত্রসম্মত হিংসার অধর্ম্মজনকত্বও যজ্ঞাদিক্রিয়ার ফলে বিনষ্ট হইয়া যায়, অতএব মন্ত্রপ্রভাবে বিষভক্ষণের ন্যায় বেদবিহিত হিংসাদি কর্ম্মের ফলে যে দুঃখাদি আরম্ভ হয়, ইহা মনে করা সঙ্গত হয় না ॥ ৬ ॥

তৎ যে ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ যে ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—তাহাদিগের অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত জীবগণের মধ্যে যাঁহারা ইহলোকে রমণীয় আচরণ অর্থাৎ বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অভ্যাশ অর্থাৎ সত্বরই উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করেন। আর যাহারা ইহলোকে কেবল কপূয় অর্থাৎ কুৎসিত বা অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারাও নিশ্চয়ই শীঘ্রই অপকৃষ্ট কুক্কুর, শূকর অথবা চণ্ডালযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্তত্র তেষ্বনুশয়িনাং যে ইহ লোকে রমণীয়ঃ শোভনং চরণং শীলং যেষাং তে রমণীয়চরণাঃ, রমণীয়চরণেনোপলক্ষিতঃ শোভনোঽনুশয়ঃ পুণ্যং কর্ম্ম যেষাং তে রমণীয়চরণা উচ্যন্তে। ক্রৌর্য্যানৃতমায়াবর্জ্জিতানাং হি শক্য উপলক্ষয়িতুং শুভানুশয়সদ্ভাবঃ। তেনানুশয়েন পুণ্যেন কর্ম্মণা চন্দ্রমণ্ডলে ভুক্তশেষেণ অভ্যাশো হ ক্ষিপ্রমেব, যদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। তে রমণীয়াং ক্রৌর্য্যাদিবর্জ্জিতাং যোনিমাপদ্যেরন্ প্রাপ্নুয়ুঃ, ব্রাহ্মণযোনিং বা, ক্ষত্রিয়যোনিং বা, বৈশ্যযোনিং বা স্বস্বকর্ম্মানুরূপেণ। অথ পুনর্যে তদ্বিপরীতাঃ কপূয়চরণোপলক্ষিতকর্ম্মাণোঽশুভানুশয়াঃ, অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যথাকর্ম্ম যোনিমাপদ্যেরন্ কপূয়ামেব ধর্ম্মসম্বন্ধবর্জ্জিতাং জুগুপ্সিতাং যোনিমাপদ্যেরন্, শ্বযোনিং বা, শূকরযোনিং বা, চণ্ডালযোনিং বা স্বকর্ম্মানুরূপেণৈব। যে তু রমণীয়চরণা দ্বিজাতয়স্তে স্বকর্ম্মস্থাশ্চেদিষ্টাপূর্ত্তাদিকারিণঃ ধূমাদিনা গচ্ছন্ত্যাগচ্ছন্তি চ পুনঃ পুনর্ঘটীযন্ত্রবৎ। বিদ্যাং চেৎ প্রাপ্নুয়ুঃ, তদা অর্চ্চিরাদিনা গচ্ছন্তি ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—চন্দ্রলোক হইতে ভ্রষ্ট সেই অনুশয়ী

জীবগণের মধ্যে যাঁহারা ইহলোকে রমণীয় অর্থাৎ শোভন কর্ম্মের অনুষ্ঠানশীল, সেই রমণীয়াচরণবিশিষ্ট ব্যক্তি-অনুশয় অর্থাৎ পুণ্য বা পবিত্র কর্ম্ম যাঁহাদিগের শোভন অর্থাৎ উত্তম, তাঁহারাই শাস্ত্রে 'রমণীয়াচরণ' বলিয়া অভিহিত হন; কারণ, যাঁহারা ক্রূরতা, মিথ্যা ও কপটতাবর্জ্জিত, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই শুভানুশয় অর্থাৎ শুভকর্ম্মা-বশেষের সদ্ভাব উপলক্ষিত করা যাইতে পারে, সেই অনুশয় অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডলে ভুক্তাবশেষ পুণ্যকর্ম্মের প্রভাবে তাঁহারা "অভ্যাশো হ" অর্থাৎ অতিসত্বরই নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী রমণীয় অর্থাৎ ক্রূরতাদিদোষ-বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয়যোনি অথবা বৈশ্যযোনিকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ঐ ঐ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন। আর পক্ষান্তরে যাহারা উহার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ কপূয় বা নিন্দনীয় আচরণের দ্বারা উপলক্ষিত অর্থাৎ অশুভানুশয়যুক্ত বা নিন্দনীয়-কর্ম্মাচরণশীল, তাহারাও অতি সত্বরই নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে কপূয় অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধবিবর্জ্জিত অতিঘৃণিত কুক্কুরযোনি অথবা শূকর-যোনি অথবা চণ্ডালযোনিকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই সেই যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মূলোক্ত "যৎ" এই দুইটি পদ ক্রিয়ার বিশেষণ। যে সমস্ত দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ, তাঁহারা যদি স্ব-স্বকর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ইষ্টা-পূর্ত্তাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ঘটীযন্ত্রের ন্যায় (ঘটীযন্ত্র কূপাদি হইতে জল তুলিবার নিমিত্ত যন্ত্রবিশেষ, কূপ হইতে জল তুলিবার সময় উহা বারংবার একবার উপরে একবার নীচে উঠিতে পড়িতে থাকে) ধূমাদিমার্গে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে থাকেন। আর তাঁহারা যদি বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করেন ॥ ৭ ॥

অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন, তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদা-বর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি, জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ꣳ স্থানং, তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে, তস্মাজ্জুগুপ্সেত। তদেষঃ শ্লোকঃ,—॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—আর যাহারা এই অর্চ্চিরাদি ও ধূমাদিমার্গরূপ কোন মার্গেই গমন করিতে পারে না, তাহারা অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলন ও কর্ম্মানুষ্ঠানবিবর্জ্জিত ব্যক্তিগণ অসকৃৎ আবর্ত্তনশীল অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আগমনকারী 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' নামক অতি ক্ষুদ্রপ্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করে, ইহাই হইতেছে তৃতীয় স্থান। এই কারণেই এই লোক অর্থাৎ চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হইতে পায় না; এ জন্য ঐরূপ সংসারগতি-বিষয়ে জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা করিবে। এ সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে—॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদা তু ন বিদ্যাসেবিনো নাপীষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্ম সেবন্তে,

তদা অথৈতয়োঃ পথোর্যথোক্তয়োরর্চ্চিধূমাদিলক্ষণয়োর্ন কতরেণাপ্যন্যতরেণ চ নাপি যন্তি। তানীমানি ভূতানি ক্ষুদ্রাণি দংশ-মশক-কীটাদীন্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভবন্তি, অত উভয়মার্গপরিভ্রষ্টা হ্যসকৃজ্জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চেত্যর্থঃ। তেষাং জনন মরণসন্ততেরনুকরণমিদমুচ্যতে; জায়স্ব ম্রিয়স্বেতি ঈশ্বরনিমিত্তচেষ্টোচ্যতে, জনন-মরণলক্ষণেনৈব কালযাপনং ভবতি, ন তু ক্রিয়াসু শোভনেষু ভোগেষু বা কালোঽস্তীত্যর্থঃ। এতৎ ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণং, তৃতীয়ং পূর্ব্বোক্তৌ পন্থানাবপেক্ষ্য স্থানং সংসরতাম্। যেনৈবং দক্ষিণমার্গগা অপি পুনরাগচ্ছন্তি, অনধিকৃতানাং জ্ঞান-কর্ম্মণোরগমনমেব দক্ষিণেন পথেতি। তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে। পঞ্চমস্তু প্রশ্নঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং ব্যাখ্যাতঃ। প্রথমো দক্ষিণেতরমার্গাভ্যামপাকৃতঃ। দক্ষিণেতরয়োঃ পথোর্ব্যাবর্ত্তনাঽপিমৃতানামগ্নৌ প্রক্ষেপঃ সমানঃ, ততো ব্যাবর্ত্ত্য অন্যে অর্চ্চিরাদিনা যান্তি, অন্যে ধূমাদিনা। পুনরুত্তর-দক্ষিণায়নে ষণ্মাসান্ প্রাপ্নুবন্তঃ সংযুজ্য পুনর্ব্যাবর্ত্তন্তে। অন্যে সংবৎসরম্, অন্যে মাসেভ্যঃ পিতৃলোকমিতি ব্যাখ্যাতা। পুনরাবৃত্তিরপি ক্ষীণানুশয়ানাং চন্দ্রমণ্ডলাদাকাশাদিক্রমেণোক্তা। অমুষ্য লোকস্যাপূরণং স্বশব্দেনৈবোক্তং—"তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" ইতি। যস্মাদেবং কষ্টা সংসারগতিস্তস্মাজ্জুগুপ্সেত। যস্মাচ্চ জন্ম-মরণজনিতবেদনানুভবকৃতক্ষণাঃ ক্ষুদ্রজন্তবো ধ্বান্তে ঘোরে দুস্তরে প্রবেশিতাঃ—সাগরে ইবাগাধে অপ্লবে নিরাশাশ্চোত্তরণং প্রতি, তস্মাচ্চৈবংবিধাং সংসারগতিং জুগুপ্সেত বীভৎসেত, ঘৃণীভবেৎ, মা ভূদেবংবিধে সংসারমহোদধৌ ঘোরে পাত ইতি। তদেতস্মিন্নর্থে এষ শ্লোকঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাস্তুতয়ে—। ৮।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর যদি বিদ্যা ও ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম এই দুইটির একটিরও উপাসনা না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা এই অর্চ্চিরাদি বা ধূমাদিমার্গের মধ্যে কোন একটি পথেও গমন করিতে পারে না, তাহারা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন অর্থাৎ আগমনশীল দংশ-মশক-কীটাদিরূপ অতি ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব উক্ত দ্বিবিধমার্গ-পরিভ্রষ্ট সেই ক্ষুদ্র জীবগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদিগের জন্ম-মৃত্যুসন্ততি অর্থাৎ নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহের অনুকরণনিমিত্ত অর্থাৎ নৈরন্তর্য্য জ্ঞাপনের নিমিত্তই এই কথা বলা হইয়াছে। 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' এই দুইটি বাক্য দ্বারা ঈশ্বরাধীন চেষ্টাই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ একবার জন্ম ও কিয়ৎক্ষণ পরেই মৃত্যু এই করিতে করিতেই যেন তাহাদিগের কাল অতিবাহিত হয়, একমাত্র ইহাই ব্যতীত তাহাদিগের আর কোন ভাল ক্রিয়া বা উৎকৃষ্ট বিষয়ভোগ করিবার অবসরই ঘটে না। সংসরণশীল অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণশীল বা জন্মমরণস্বভাবসম্পন্ন বা গমনাগমনকারী এই-যে ক্ষুদ্র জন্তুত্বপ্রাপ্তি, ইহাই পূর্ব্বোক্ত উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন পথদ্বয় অপেক্ষা তৃতীয়স্থান। যে হেতু দক্ষিণায়নমার্গে

যাঁহারা গমন করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, আর যাঁহারা জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গ উভয় মার্গেরই অনধিকারী অর্থাৎ কোন মার্গেরই অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারা দক্ষিণায়নমার্গে গমন করিতেই পান না, এই জন্যই এই চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হইতে পায় না। (ভাবার্থ এই যে—"জায়স্ব" অর্থাৎ জন্মগ্রহণ কর, "ম্রিয়স্ব" অর্থাৎ মরিয়া যাও, এই দুইটি শব্দ হইতে ইহাই বোধ হয় যে, ঈশ্বর যেন আজ্ঞা করিতেছেন, তুমি জন্মগ্রহণ কর, আবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আজ্ঞা করিতেছেন, মরিয়া যাও। ফল কথা এই যে, কীট-পতঙ্গাদি ক্ষুদ্র জীবগণ এত অল্প সময় বাঁচিয়া থাকে যে, দেখিয়া যেন মনে হয় যে, ভগবান্ যেন উহাদিগকে কেবল জন্ম ও মৃত্যু, মৃত্যু ও জন্ম, নিরন্তর এই ভাবে যাতনা ভোগ করিবার জন্যই সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে উহারা নিজ নিজ কর্ম্মানুসারেই এইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করে) রাজা যে পঞ্চম প্রশ্নটি করিয়াছিলেন, পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উত্তর দিবার সময়েই তাহার উত্তর করা হইয়াছে। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণমার্গ দ্বারা প্রথম প্রশ্নটিরও উত্তর দেওয়া হইয়াছে। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণমার্গের ব্যাবর্ত্তনা অর্থাৎ বিয়োগস্থানবিষয়ক প্রশ্নও জ্ঞানানুশীলনকারী ও কর্ম্মানুশীলনকারীর মৃত্যু হইলে অগ্নিতে তাহাদিগের দেহ নিক্ষেপ উভয়ের পক্ষেই সমান, তাহার পর সে স্থান হইতে উভয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞানী ব্যক্তি অর্চ্চিরাদি অর্থাৎ উত্তরায়ণ মার্গে আর কর্ম্মী ধূমাদি অর্থাৎ দক্ষিণায়নমার্গে গমন করেন। তাহার পর উভয়েই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন মার্গে ষণ্মাসপ্রাপ্তির সময়ে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যান। তাহার পর জ্ঞানিগণ সংবৎসরান্তে ও কর্ম্মিগণ মাসান্তে পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, ইহাও পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাহারা অনুশয়ী, তাহাদিগের কর্ম্মক্ষয় হইয়া গেলে তাহারা চন্দ্রমণ্ডল হইতে আকাশাদি ক্রমে পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হয়, ইহাও পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আর চন্দ্রলোক কেন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, এই প্রশ্নের উত্তর "তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" এইরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। এ সমস্ত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—যে হেতু এই সংসারে আগমন অতিশয় ক্লেশপ্রদ, অতএব তাহাকে সর্ব্বথা ঘৃণা করিবে, কখন এই সংসারে আসক্ত হইবে না। অগাধ ও অপ্লব অর্থাৎ পারসাধনোপযোগী ভেলা বা নৌকাদি-শূন্য অর্থাৎ দুরুত্তরণীয় সাগরের ন্যায় দুস্তর সংসাররূপ ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন কীটপতঙ্গাদি ক্ষুদ্রজন্তুসমূহ নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুজনিত যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে উদ্ধারের প্রতি নিরাশ হইয়া সময়াতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়, এই জন্যই এইরূপ সংসারগতিকে সর্ব্বথা জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা করিবে, অর্থাৎ যেরূপ কর্ম্ম দ্বারা এই

ঘোর সংসারসাগরে পতিত হইতে হয়, সেই কার্য্যের প্রতি ঘৃণাপরবশ হইয়া বিশেষভাবেই তাহাকে ত্যাগ করিবে। এই বিষয়ে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রশংসাসূচক একটি শ্লোক আছে—॥ ৮ ॥

স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ গুরোস্তল্পমাবসন্ ব্রহ্মহা চৈতে পতন্তি চত্বারঃ, পঞ্চমশ্চাচরংস্তৈরিতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—স্বর্ণচৌর, সুরাপায়ী, গুরুপত্নীগামী, ব্রহ্মহত্যাকারী এই চারি ব্যক্তি ও তাহাদের সহিত আহার-ব্যবহারকারী এই পাঁচ জনই পতিত হয় ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স্তেনো হিরণ্যস্য ব্রাহ্মণসুবর্ণস্য হর্তা, সুরাং পিবন্ ব্রাহ্মণঃ সন্, গুরোশ্চ তল্পং দারান্ আবসন্, ব্রহ্মহা ব্রাহ্মণস্য হন্তা চেত্যেতে পতন্তি চত্বারঃ, পঞ্চমশ্চ তৈঃ সহাচরন্নিতি ॥ ৯ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হিরণ্যের স্তেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করে, ব্রাহ্মণ হইয়া যে সুরা পান করে, যে ব্যক্তি গুরুর পত্নীর সহিত একশয্যায় শয়ন করে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, এই চারি ব্যক্তিই পতিত হয়, আর যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত আচরণ অর্থাৎ আহার-ব্যবহারাদি করে, সেই পঞ্চম ব্যক্তিও পতিত হয় ॥ ৯ ॥

অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ, ন সহ তৈরপ্যাচরন্ পাপ্মনা লিপ্যতে, শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যলোকো ভবতি, য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১০ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য দশমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যে উপাসক এই পঞ্চবিধ অগ্নিকে এইভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত প্রকারে জানেন, তিনি উক্ত পঞ্চ মহাপাতকীর সহিত ব্যবহার করিলেও পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না অর্থাৎ পতিত হন না। যিনি ইহাকে এইরূপ ভাবে জানেন, তিনি বিশুদ্ধ, পবিত্র ও প্রাজাপত্যাদি পুণ্যলোকসমূহ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সেই স্থানে গমন করিতে সমর্থ হন ॥ ১০ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ হ পুনর্যো যথোক্তান্ পঞ্চাগ্নীন্ বেদ, স তৈরপ্যাচরন্ মহাপাতকিভিঃ সহ ন পাপ্মনা লিপ্যতে, শুদ্ধ এব। তেন পঞ্চাগ্নিদর্শনেন পাবিতো যস্মাৎ পূতঃ, পুণ্যঃ লোকঃ প্রাজাপত্যাদির্যস্য সোঽয়ং পুণ্যলোকো ভবতি; য এবং

বেদ যথোক্তং সমস্তং পঞ্চভিঃ প্রশ্নৈঃ পৃষ্টমর্থজাতং বেদ। দ্বিরুক্তিঃ সমস্তপ্রশ্ননির্ণয়-প্রদর্শনার্থা ॥ ১০ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে দশমখণ্ডভাষ্যম ॥ ১০ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যিনি উল্লিখিত পঞ্চ অগ্নিকে জানেন, তিনি উক্ত পঞ্চ মহাপাতকীর সহিত আচরণ অর্থাৎ একত্রে বাস আহার-বিহারাদি করিলেও পাপসংস্পৃষ্ট অথবা পাপলিপ্ত হন না, বরঞ্চ শুদ্ধ অর্থাৎ নিষ্পাপই থাকেন। যিনি রাজা কর্ত্তৃক পৃষ্ট উক্ত পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর জানেন, তিনি উক্ত পঞ্চাগ্নি-দর্শন দ্বারা পবিত্র ও পুণ্যলোক অর্থাৎ প্রাজাপত্যলোকাদি পবিত্র লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। সমস্ত প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দেওয়া হইয়াছে ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'য এবং বেদ' এই বাক্যটি দুইবার প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ১০ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

একাদশঃ খণ্ডঃ

প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ, সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিঃ, ইন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ঃ, জনঃ শার্করাক্ষ্যঃ, বুড়িল আশ্বতরাশ্বিঃ, তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাঞ্চক্রুঃ, কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্মেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষির পুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবির পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষের পুত্র জন ও অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িল, ইঁহারা সকলেই মহাশাল অর্থাৎ সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয় অর্থাৎ সদাচার-পরায়ণ ও বেদাদিশাস্ত্রাভিজ্ঞ ছিলেন। কোন সময়ে ইঁহারা একত্র সমবেত হইয়া আমাদিগের আত্মা কি? ও ব্রহ্মই বা কি? আলোচনা দ্বারা এই বিষয় মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—দক্ষিণেন পথা গচ্ছতামন্নভাব উক্তঃ "তদ্দেবানামন্নম্" "তং দেবা ভক্ষয়ন্তি" ইতি; ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণা চ কষ্টা সংসারগতিরুক্তা। তদুভয়দোষপরিজিহীর্ষয়া বৈশ্বানরাত্মভাবপ্রতিপত্ত্যর্থমুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে, "অৎস্যন্নং, পশ্যসি প্রিয়ম্" ইত্যাদিলিঙ্গাৎ। আখ্যায়িকা তু সুখাববোধার্থা বিদ্যাসম্প্রদানন্যায়প্রদর্শনার্থা চ। প্রাচীনশাল ইতি নামতঃ, উপমন্যোরপত্যমৌপমন্যবঃ। সত্যযজ্ঞো নামতঃ, পুলুষস্যাপত্যং পৌলুষিঃ। তথা ইন্দ্রদ্যুম্নো নামতঃ, ভল্লবেরপত্যং ভাল্লবিঃ, তস্যাপত্যং ভাল্লবেয়ঃ। জন ইতি নামতঃ, শর্করাক্ষস্যাপত্যং শার্করাক্ষ্যঃ। বুড়িলো নামতঃ, অশ্বতরাশ্বস্যাপত্যমাশ্বতরাশ্বিঃ। পঞ্চাপি তে হৈতে মহাশালাঃ মহাগৃহস্থাঃ, বিস্তীর্ণাভিঃ শালাভির্যুক্তাঃ সম্পন্নাঃ ইত্যর্থঃ। মহাশ্রোত্রিয়াঃ শ্রুতাধ্যয়নবৃত্তসম্পন্না ইত্যর্থঃ। তে এবম্ভূতাঃ সন্তঃ সমেত্য সম্ভূয় কচিন্মীমাংসাং বিচারণাং চক্রুঃ কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। কথম্? কো নোঽস্মাকমাত্মা? কিং ব্রহ্ম? ইতি। আত্ম-ব্রহ্মশব্দয়োরিতরেতরবিশেষণ-বিশেষ্যত্বম্। ব্রহ্মেতি অধ্যাত্মপরিচ্ছিন্নমাত্মানং নিবর্ত্তয়তি। আত্মেতি চ আত্মব্যতি-রিক্তস্যাদিত্যাদিব্রহ্মণ উপাস্যত্বং নিবর্ত্তয়তি। অভেদেনাত্মৈব ব্রহ্ম, ব্রহ্মৈবাত্মা, ইত্যেবং সর্বাত্মা বৈশ্বানরো ব্রহ্ম, স আত্মেত্যেতৎ সিদ্ধং ভবতি, "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ" "অন্ধোঽভবিষ্যৎ" ইত্যাদিলিঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যাঁহারা দক্ষিণায়ন মার্গ দ্বারা চন্দ্রলোকে গমন করেন—"তাহাই দেবগণের অন্নস্বরূপ" "দেবগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ অর্থাৎ উপভোগ করেন" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তাঁহারাই

দেবগণের অন্নস্বরূপ। কীট-পতঙ্গাদিরূপ অতিক্ষুদ্রজন্তুদিগের অতিক্লেশকর পুনঃ পুনঃ সংসারে গমনাগমনের বিষয়ও বলা হইয়াছে, উক্ত দ্বিবিধ দোষ পরিহারের ইচ্ছায় বৈশ্বানর অর্থাৎ অগ্নিস্বরূপ অত্তা অর্থাৎ ভোক্তৃভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত পরবর্ত্তী গ্রন্থ অর্থাৎ প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হইতেছে, "অন্ন ভোজন করিতেছ" "প্রিয়জনকে দর্শন করিতে পারিতেছ" ইত্যাদি বাক্যই উহার লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক চিহ্নস্বরূপ। অনায়াসে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত ও বিদ্যাদানের যে রীতি আছে, সেই রীতি প্রদর্শনের নিমিত্ত আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে। উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশালনামা ঔপমন্যব, পুলুষের পুত্র সত্যযজ্ঞনামক পৌলুষি, ভল্লবির পুত্র ভাল্লবি, তাঁহার পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ননামক ভাল্লবেয়, শার্করাক্ষের পুত্র জননামক শার্করাক্ষ্য ও অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িলনামক আশ্বতরাশ্বি, এই পাঁচ জনই মহাশাল অর্থাৎ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহবিশিষ্ট সমৃদ্ধি-সম্পন্ন মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও সদাচারসম্পন্ন। এইরূপ অবস্থাপন্ন তাঁহারা পাঁচজন কোন এক স্থানে একত্র মিলিত হইয়া মীমাংসা অর্থাৎ বিচার বা আলোচনা করিয়াছিলেন। কি প্রকার আলোচনা করিয়াছিলেন? না, আমাদের আত্মা কে? আর ব্রহ্মই বা কি? এ স্থলে আত্মা ও ব্রহ্ম এই দুইটি শব্দ পরস্পর বিশেষ্য ও বিশেষণভাবাপন্ন অর্থাৎ আমাদের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মটি কে? এ স্থানে 'ব্রহ্ম' এই শব্দটি অধ্যাত্ম-পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেহপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে নিষেধ করিতেছে, আর আত্মা এই শব্দটিও আত্মা ব্যতীত আদিত্যাদিরূপ ব্রহ্মের উপাস্যত্বকে নিবৃত্ত করাইতেছে। আত্মা ও ব্রহ্ম এই দুইটিই অভিন্ন পদার্থ, আত্মাই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মই আত্মা, ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, সকলের আত্মস্বরূপ বৈশ্বানরই ব্রহ্ম এবং তিনিই আত্মা, "তোমার মস্তক পতিত হইত" "তুমি অন্ধ হইতে" ইত্যাদি বাক্যসমূহই এই-রূপ অর্থের বোধক। সরলার্থ এই যে—যাহারা দক্ষিণমার্গে গমন করে, তাহাদিগের জীবখাদ্যরূপে পরিণাম কথিত হইয়াছে, সেই অন্ন সুরগণ ভোজন করেন, এবং ক্ষুদ্র জীবগণের সংসারগতি যে অতি কষ্টকর, তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে, এই উভয় দোষ বিদূরণেচ্ছায় বৈশ্বানরই যে ঐ অন্ন ভক্ষণ করেন, ইহা প্রতিপাদনার্থ পরবর্ত্তী গ্রন্থে আখ্যায়িকা আরম্ভ করিতেছেন।—এই আখ্যায়িকায় "অন্ন ভোজন কর এবং প্রিয় সন্দর্শন কর" প্রভৃতি শব্দ থাকায় উহার প্রতিপাদ্য বিষয় সুবোধ এবং বিদ্যাদানের পাত্রের বিনয়াদি নীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। উপমন্যুনন্দন প্রাচীনশাল, পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিসুত ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষনন্দন জন এবং অশ্বতরাশ্বতনয় বুড়িল, এই পঞ্চজনের মধ্যে সকলেই মহাগৃহস্থ। ইঁহারা সকলে একত্র হইয়া কোন সময়ে বিচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বিচার্য্য বিষয় এই ছিল যে, "কে

আমাদিগের আত্মা ?" ও "ব্রহ্ম কি ?" যদি বল, ব্রহ্মই আত্মা, তাহাতেও কিছু সিদ্ধান্ত হইতেছে না, কেন না, তাহাতে আত্মশব্দ ও ব্রহ্মশব্দ ইহাদিগের পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণভাব লক্ষিত হয়। কোন সময়ে আত্মশব্দের বিশেষণরূপে ব্রহ্ম-শব্দ, কোন সময়ে বা ব্রহ্মশব্দের বিশেষণরূপে আত্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কেন না, ব্রহ্মশব্দ শরীরাদিপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে অপর হইতে ব্যাবৃত্ত করিতেছে। আবার আত্মশব্দ আত্মা হইতে স্বতন্ত্র আদিত্যব্রহ্মের উপাস্যতা নিরাকরণ করিতেছে। আত্মাই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আত্মা, এই প্রকার অভেদনিবন্ধন পরিশেষে সর্ব্বাত্মা বৈশ্বানরই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা নির্ণীত হইতেছেন। এই প্রকারে প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন ও বুড়িল, ইঁহারা আত্মতত্ত্বনির্ণয়ার্থ বিচার করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

তে হ সম্পাদয়াঞ্চক্রুঃ, উদ্দালকো বৈ ভগবন্তঃ! অয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি, তঙ্ হন্তাভ্যাগচ্ছাম, ইতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—তাঁহারা সকলে স্থির করিয়াছিলেন যে, হে মহাশয়গণ! অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বর্ত্তমান সময়ে অরুণের পুত্র উদ্দালক নামক আরুণি আমাদের আলোচ্য এই বৈশ্বানরস্বরূপ আত্মাকে বিশেষরূপে অবগত আছেন। অতএব চলুন, আমরা সকলে তাঁহার নিকট গমন করি। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা সেই উদ্দালকের সমীপে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তে হ মীমাংসন্তোঽপি নিশ্চয়মলভমানাঃ সম্পাদয়াঞ্চক্রুঃ সম্পাদিতবন্ত আত্মন উপদেষ্টারম্। উদ্দালকো বৈ প্রসিদ্ধো নামতঃ; হে ভগবন্তঃ! পূজাবন্তঃ! অয়মারুণিঃ অরুণস্যাপত্যং সম্প্রতি সম্যগিমমাত্মানং বৈশ্বানরমস্মদভিপ্রেতমধ্যেতি স্মরতি। তং হন্ত ইদানীমভ্যাগচ্ছামঃ; ইত্যেবং নিশ্চিত্য তং হাভ্যাজগ্মুঃ গতবন্তঃ তম্ আরুণিম্॥ ২॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—তাঁহারা সকলে পরস্পর আলোচনা করিয়াও কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া কাহার নিকটে গেলে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া নিজেদের উপদেষ্টা স্থির করিয়াছিলেন ও সকলেই সকলকে বলিয়াছিলেন, হে পূজনীয় মহোদয়গণ! অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বর্ত্তমান সময়ে উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ অরুণকুমার আরুণি আমাদিগের অভীপ্সিত এই বৈশ্বানর আত্মাকে সম্যক্‌রূপে বিদিত আছেন; অতএব চলুন, আমরা সম্প্রতি তাঁহারই সমীপে গমন করি। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা সকলে উদ্দালকের নিকট গমন করিয়াছিলেন॥ ২॥

স হ সম্পাদয়াঞ্চকার, প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ, তেভ্যো ন সর্ব্বমিব প্রতিপৎস্যে, হন্ত! অহমন্য-মভ্যনুশাসানীতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সেই উদ্দালক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, সমৃদ্ধ গৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয় ইঁহারা সকলে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন, এইরূপ মনে হইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি হয় ত ইঁহাদিগের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইব না, অতএব ইঁহাদিগকে অন্য কোন উপদেষ্টার বিষয় বলিয়া দিই ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হ তান্ দৃষ্ট্বৈব তেষামাগমনপ্রয়োজনং বুদ্ধা সম্পাদ-য়াঞ্চকার। কথম্? প্রক্ষ্যন্তি মাং বৈশ্বানরম্ ইমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ; তেভ্যোঽহং ন সর্ব্বমিব পৃষ্টং প্রতিপৎস্যে বক্তুং নোৎসাহে। অতো হন্ত! অহমিদানীমন্যমেষামভ্যনুশাসানি বক্ষাম্যুপদেষ্টারম্। ইতি ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই উদ্দালক তাঁহাদিগকে দেখিয়াই তাঁহাদিগের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। কি স্থির করিয়াছিলেন? না, এই মহাশাল ও মহাশ্রোত্রিয়গণ আমাকে বৈশ্বানর আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। আমি ইঁহাদিগের সমস্ত জিজ্ঞাসিত বিষয়ে ভালরূপ উত্তর দিতে সমর্থ হইব না, অতএব অতি দুঃখের সহিত আমি ইঁহাদিগকে অন্য কোন উপদেষ্টার বিষয়ে অনুশাসন করি অর্থাৎ উপদেশ দিই। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তান্ হোবাচ, অশ্বপতির্ব্বৈ ভগবন্তঃ! অয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি, তং হন্তাভ্যাগচ্ছাম, ইতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—উদ্দালক তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—হে পূজনীয় মহোদয়-গণ! কেকয় দেশের অধিপতি অশ্বপতি নামক রাজা সম্প্রতি এই বৈশ্বানর আত্মাকে বিশেষরূপে অবগত আছেন। চলুন, আমরা সকলে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সমীপে গমন করি। এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলে অশ্বপতির সমীপে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবং সম্পাদ্য তান্ হোবাচ—অশ্বপতির্ব্বৈ নামতঃ,

ভগবন্তঃ ! অয়ং কেকয়স্যাপত্যং কৈকেয়ঃ সম্প্রতি সম্যগিমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতীত্যাদি সমানম্ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উদ্দালক এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—হে মহোদয়গণ! কেকয় রাজার পুত্র এই অশ্বপতি-নামক রাজা বর্ত্তমান কালে এই বৈশ্বানর আত্মাকে সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ৪ ॥

তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার। স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ, ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপঃ। নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ?। যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তঃ! অহমস্মি, যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি, তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি; বসন্তু ভগবন্ত ইতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—সেই রাজা সমাগত সেই মহাশাল ও মহাশ্রোত্রিয়দিগকে পুরোহিতাদির দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পূজা করাইয়াছিলেন। সেই রাজা প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিতে করিতেই বলিয়াছিলেন, আমার এই রাজ্যে চোর নাই, কুকর্ম্মকারী নাই, মদ্যপায়ী নাই, অনাহিতাগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্র করে না, এরূপ ব্যক্তি নাই, অবিদ্বান্ অর্থাৎ মূর্খ নাই, স্বৈরী অর্থাৎ পরদারগামী নাই, অতএব স্বৈরিণী অর্থাৎ কুলটা কোথা হইতে আসিবে? কুলটাও নাই। হে ভগবন্‌গণ! আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি, প্রত্যেক ঋত্বিক্‌কে যে পরিমাণ ধন আমি দান করিব, আপনাদিগকেও সেই পরিমাণই দিব। আপনারা সকলে এ স্থানে অবস্থান করুন ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তেভ্যো হ রাজা প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ অর্হাণি অর্হণানি পুরোহিতৈর্ভৃত্যৈশ্চ কারয়াঞ্চকার কারিতবান্। স হ অন্যেদ্যুঃ রাজা প্রাতঃ সংজিহান উবাচ, বিনয়েনোপগম্য—এতদ্ধনং মত্ত উপাদধ্বমিতি। তৈঃ প্রত্যাখ্যাতো ময়ি দোষং পশ্যন্তি নূনং, যতো ন প্রতিগৃহ্ণন্তি মত্তো ধনমিতি মন্বানঃ আত্মনঃ সদ্‌বৃত্ততাং প্রতিপিপাদয়িষন্নাহ—ন মে মম জনপদে স্তেনঃ পরস্বাপহর্ত্তা, ন কদর্য্যঃ অদাতা সতি বিভবে, ন মদ্যপো দ্বিজোত্তমঃ সন্, ন অনাহিতাগ্নিঃ শতগুঃ। ন অবিদ্বান্ অধিকারানুরূপং, ন স্বৈরী পরদারেষু গন্তা, অতএব স্বৈরিণী কুতঃ? দুষ্টচারিণী ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তৈশ্চ "ন বয়ং ধনেনার্থিনঃ" ইত্যুক্ত আহ—অল্পং মত্বৈতে ধনং ন গৃহ্ণন্তীতি। যক্ষ্যমাণো বৈ কতিভিরহোভিরহং হে ভগবন্তঃ! অস্মি, তদর্থং কৢপ্তং ধনং ময়া যাবদেকৈকস্মৈ যথোক্তমৃত্বিজে ধনং দাস্যামি, তাবৎ প্রত্যেকং ভগবদ্ভ্যোঽপি দাস্যামি। বসন্তু ভগবন্তঃ পশ্যন্তু চ মম যাগম্ ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কেকয়রাজ সমাগত সেই প্রাচীনশাল প্রভৃতির প্রত্যেককে পুরোহিত ও ভৃত্যবর্গ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অর্চ্চনা করাইয়াছিলেন। পরদিন প্রভাতেই সেই রাজা শয্যাত্যাগ করিয়াই অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগের সমীপে গমন করিয়া বলিয়াছিলেন, আপনারা আমার নিকট হইতে এই ধন গ্রহণ করুন। রাজা তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া মনে করিলেন, ইঁহারা নিশ্চয়ই আমার কোন দোষ দেখিয়াছেন, যে দোষের জন্য আমার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেছেন না; এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি নিজের সদাচারিতা প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছায় বলিয়াছিলেন—আমার এই জনপদ অর্থাৎ দেশে বা রাজ্যে পরধনাপহারী কোন চোর নাই, কদর্য্য অর্থাৎ ধন থাকিতেও অদাতা অর্থাৎ কৃপণ কেহ নাই; দ্বিজোত্তম হইয়াও মদ্যপান করে, এমন কোন মদ্যপায়ী নাই; শতগু অর্থাৎ একশতটি গরুর অধিকারী অথচ অনাহিতাগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্র করে না, এমন কোন দ্বিজাতি নাই; নিজ নিজ অধিকারানুরূপ অবিদ্বান্ কেহ নাই, অর্থাৎ যে যে বিদ্যাগ্রহণের অধিকারী, তাহাদের মধ্যে সেই সেই বিদ্যায় অনভিজ্ঞ বা মূর্খ কেহ নাই। পরদারগামী, এমন কোন স্বেচ্ছাচার নাই, অতএব স্বৈরিণী অর্থাৎ কুলটা কোথা হইতে আসিবে? কুচরিত্রা স্ত্রীলোক আমার এ রাজ্যে একেবারেই নাই। 'আমরা ধনের প্রার্থী নহি' তাঁহারা এই কথা বলিলে রাজা বিবেচনা করিয়াছিলেন—হয় ত আমি সামান্য কিছু দান করিব, এইরূপ মনে করিয়াই ইঁহারা ধন গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেছেন না, এইরূপ মনে করিয়া বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ অর্থাৎ মহাত্মগণ! আমি অল্পদিনের মধ্যেই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইব, সেই যজ্ঞের জন্য আমি যে ধন ব্যয় করিব কল্পনা করিয়াছি, তাহা হইতে প্রত্যেক ঋত্বিক্‌কে আমি যে পরিমাণ ধন দান করিব, আপনাদিগের প্রত্যেককেও সেই পরিমাণ ধন দান করিব; আপনারা তত দিন পর্য্যন্ত এই স্থানেই অবস্থান করুন এবং আমার যজ্ঞ দর্শন করুন॥ ৫ ॥

তে হোচুঃ, যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেৎ, তꣳ হৈব বদেৎ, আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরꣳ সম্প্রত্যধ্যেষি, তমেব নো ব্রূহীতি ॥৬॥

অনুবাদ।—সেই প্রাচীনশাল প্রভৃতি সকলে বলিয়াছিলেন, মনুষ্য যে প্রয়োজনে বিচরণ অর্থাৎ আগমন করে, তাহা বলা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কালে একমাত্র আপনিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছেন, আমাদিগকে তাহাই বলুন ॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইত্যুক্তাস্তে হোচুঃ, যেন হৈবার্থেন প্রয়োজনেন যং প্রতি চরেৎ গচ্ছেৎ পুরুষঃ তং হৈবার্থং বদেৎ। ইদমেব প্রয়োজনমাগমনস্যেত্যয়ং ন্যায়ঃ সতাং,

বয়ঞ্চ বৈশ্বানরজ্ঞানার্থিনঃ। আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রতি অধ্যেষি সম্যগ্‌জানাসি, অতস্তমেব নোঽস্মভ্যং ব্রূহি ইত্যুক্তঃ— ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—রাজা কর্তৃক এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন—মনুষ্য যে অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে যাঁহার নিকট গমন করে, তাঁহার নিকট সেই অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজনটিই বলিবে। আমাদিগের আগমনের ইহাই প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য, ইহা প্রকাশ করাই সাধুগণের ন্যায় অর্থাৎ রীতি। আমরা বৈনাশ্বরবিষয়ে জ্ঞানার্থী। সম্প্রতি এই বৈশ্বানর আত্মাকে আপনিই সম্যক্‌রূপে জানেন, অতএব আপনি তাহাই আমাদিগকে বলুন ॥ ৬ ॥

তান্ হোবাচ, প্রাতর্ব্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি। তে হ সমিৎ-পাণয়ঃ পূর্ব্বাহ্নে প্রতিচক্রমিরে। তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ ॥৭॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য একাদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—রাজা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—প্রাতঃকালে আপনাদিগকে ইহার প্রত্যুত্তর দিব। তাঁহারা সকলে পরদিন প্রভাতে সমিৎপাণি অর্থাৎ যজ্ঞীয় কাষ্ঠ হস্তে করিয়া রাজার নিকট গমন করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে উপনীত না করিয়াই জিজ্ঞাসিত বিষয়ে উত্তর দিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তান্ হোবাচ, প্রাতর্বো যুষ্মভ্যং প্রতিবক্তাস্মি প্রতিবাক্যং দাতাস্মি, ইত্যুক্তাস্তে হ রাজ্ঞোঽভিপ্রায়জ্ঞাঃ সমিৎপাণয়ঃ সমিদ্ভারহস্তা অপরেদ্যুঃ পূর্ব্বাহ্নে রাজানং প্রতিচক্রমিরে গতবন্তঃ। যত এবং মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ব্রাহ্মণাঃ সন্তো মহাশালত্বাদ্যভিমানং হিত্বা সমিদ্ভারহস্তা জাতিতো হীনং রাজানং বিদ্যার্থিনো বিনয়েনোপজগ্মুঃ, তথা অন্যৈর্ব্বিদ্যোপাদিৎসুভির্ভবিতব্যম্। তেভ্যশ্চ অদাদ্বিদ্যাম্ অনুপনীয়ৈব উপনয়নমকৃত্বৈব তান্। যথা যোগ্যেভ্যো বিদ্যামদাৎ, তথা অন্যেনাপি বিদ্যা দাতব্যা ইত্যাখ্যায়িকার্থঃ। এতদ্বৈশ্বানরবিজ্ঞানমুবাচেতি বক্ষ্যমাণেন সম্বন্ধঃ ॥ ৭ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে একাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—রাজা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—প্রাতঃকালে আপনাদিগের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের প্রত্যুত্তর দিব। রাজা এইরূপ বলিলে তাঁহারা রাজার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্নকালে সমিৎপাণি অর্থাৎ হোমোপযোগী কাষ্ঠভার হস্তে গ্রহণ করিয়া রাজার নিকট গমন করিয়াছিলেন। যে হেতু, তাঁহারা মহাশাল ও মহাশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়াও বিদ্যালাভের নিমিত্ত তাঁহাদের মহাশালত্বাদি অভিমান বিসর্জন দিয়া হোমোপযোগী কাষ্ঠভার

যত্নপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে নিজেদের অপেক্ষা হীনজাতি রাজার নিকট গমন করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা ইহাই বলা হইল যে, অন্য কোন ব্যক্তিও যদি বিদ্যালাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদেরও এইরূপ হওয়া উচিত। (ভাবার্থ এই যে—শাস্ত্রে উপদেশ আছে, যাঁহার নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতে হইবে, তিনি যে জাতি বা বর্ণই হউন না কেন, গুরু বা আচার্য্যপদবাচ্য; রিক্ত হস্তে আচার্য্যের নিকট গমন অবিধেয়, বচন আছে—"রিক্তপাণির্ন পশ্যেত্তু রাজানং দেবতাং গুরুম্। নৈমিত্তিকঞ্চ বৈদ্যঞ্চ ফলেন ফলমাদিশেৎ॥" অর্থাৎ রাজা, দেবতা, গুরু, জ্যোতিষী ও চিকিৎসক, কিছু উপহার না লইয়া শূন্য হস্তে ইঁহাদিগের নিকট যাইবে না। উপনিষদে আছে "তমুপসৃত্যানুসরতি সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"। এ স্থানেও উপদেষ্টা ক্ষত্রিয় হইলেও বাস্তবিক পক্ষে গুরুস্থানীয়, এ জন্য তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেও শিষ্যের কর্ত্তব্য হোমীয় কাষ্ঠ উপহার লইয়া রাজার সমীপে গমন করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদিগের উপনয়ন না দিয়াই বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। (তাৎপর্য্য এই যে—অনুপনীত ব্যক্তির ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার অধিকার নাই, এ জন্য বেদাধ্যাপনার পূর্ব্বে শিষ্যকে উপনীত করিয়া লইতে হয়; কিন্তু যাঁহাদের উপনয়ন হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগের আর উপনয়ন দানের প্রয়োজন হয় না। এই জন্যই রাজা প্রাচীনশাল প্রভৃতির উপনয়ন না দিয়াই বিদ্যা দান করিয়াছিলেন) এই আখ্যায়িকা বলার উদ্দেশ্য এই যে—রাজা যেমন যোগ্যপাত্রে বিদ্যাদান করিয়াছিলেন, অন্য সকলেরও এইরূপ যোগ্যপাত্রেই বিদ্যা দান করা কর্ত্তব্য, অযোগ্য পাত্রে বিদ্যা দান করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। পরে বলিবেন—"এই বৈশ্বানর বিজ্ঞান বলিয়াছিলেন" এই বাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ॥ ৭॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

ঔপমন্যব! কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে ইতি? দিবমেব ভগবো রাজন্! ইতি হোবাচ। এষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরঃ যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে, তস্মাত্তব সুতং প্রসুতমাসুতং কুলে দৃশ্যতে ॥১॥

অনুবাদ।—হে ঔপমন্যব! তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক? ঔপমন্যব উত্তর দিয়াছিলেন, হে ভগবন্ রাজন্! দিব অর্থাৎ দ্যুলোককেই আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। রাজা বলিয়াছিলেন, তুমি যে দ্যুলোককে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, ইনিই মহাতেজোময় বৈশ্বানর আত্মা অর্থাৎ আত্মার অংশস্বরূপ। ইঁহার উপাসনায় ফলেই তোমার বংশে সুত অর্থাৎ নিষ্পীড়িত সোমরস প্রসুত অর্থাৎ উৎকৃষ্টরূপে উৎপাদিত ও আসুত অর্থাৎ অহর্গণাদি যজ্ঞে সম্যক্‌ভাবে সুত হইতে দেখা যায় ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স কথমুবাচ? ইত্যাহ—হে ঔপমন্যব! কমাত্মানং বৈশ্বানরং ত্বমুপাস্সে? ইতি পপ্রচ্ছ। নন্বয়মন্যায়ঃ, আচার্য্যঃ সন্ শিষ্যং পৃচ্ছতীতি। নৈষ দোষঃ, "যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ, ততস্তে ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামি" ইতি ন্যায়দর্শনাৎ। অন্যত্রাপি অপ্রতিভানবতি শিষ্যে প্রতিভোৎপাদনার্থঃ প্রশ্নো দৃষ্টোঽজাতশত্রোঃ—"কৈষ তদাঽভূৎ? কুত এতদাগাৎ?" ইতি। দিবমেব দ্যুলোকমেব বৈশ্বানরমুপাসে ভগবো রাজন্! ইতি হোবাচ। এষ বৈ সুতেজাঃ শোভনং তেজো যস্য সোঽয়ং সুতেজা ইতি প্রসিদ্ধো বৈশ্বানর আত্মা, আত্মনোঽবয়বভূতত্বাৎ, যং ত্বমাত্মানমাত্মৈকদেশমুপাস্সে, তস্মাৎ সুতেজসো বৈশ্বানরস্যোপাসনাত্তব সুতমভিষুতং সোমরূপং কর্ম্মাণি প্রসুতং প্রকর্ষেণ চ সুতমাসুতঞ্চ অহর্গণাদিষু তব কুলে দৃশ্যতে অতীব কর্ম্মিণস্ত্বৎকুলীনা ইত্যর্থঃ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই রাজা কিরূপ বলিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহাই বলিতেছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ঔপমন্যব! অর্থাৎ হে প্রাচীনশাল! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক? আচ্ছা, রাজা আচার্য্য হইয়া যে শিষ্যকে প্রশ্ন করিতেছেন, ইহা ত ন্যায়সঙ্গত নহে; কারণ, শিষ্য শিক্ষার্থী, সে যদি উত্তর দিবে, তবে উপদেশ লইতে আসিয়াছে কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ প্রশ্ন দোষাবহ নহে, কারণ, এইরূপ নিয়ম আছে যে, "যাহা জান, তাহার জন্য আগমন করিও না অর্থাৎ সে বিষয়ে আর প্রশ্ন করিও না, তাহার পরবর্ত্তী বিষয়ই অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয়ই বলিব"।

স্থানান্তরেও দেখা যায় যে, প্রতিভাবিহীন শিষ্যের প্রতিভা উৎপাদনের নিমিত্ত অর্থাৎ শিষ্য যখন বুঝিতে পারিতেছে না, তখন তাহার বুদ্ধির স্ফুরণের নিমিত্ত রাজা অজাতশত্রু প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "সেই সময়ে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে এই আত্মা কোথায় ছিল ? কোথা হইতে ইহা আগমন করিয়াছে ?" ইত্যাদি। ঔপমন্যব উত্তর দিয়াছিলেন, হে ভগবন্ রাজন্ ! আমি দ্যুলোককেই বৈশ্বানর বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। রাজা বলিয়াছিলেন, তুমি যে আত্মাকে অর্থাৎ আত্মার একদেশকে উপাসনা করিয়া থাক, ইনি বাস্তবিক আত্মা না হইলেও আত্মার অবয়ব অর্থাৎ অংশস্বরূপ বলিয়া সুতেজা অর্থাৎ শোভন তেজোবিশিষ্ট অর্থাৎ মহাতেজস্বী বৈশ্বানর আত্মা বলিয়াই প্রসিদ্ধ ; সেই হেতুক অর্থাৎ মহাতেজস্বী বৈশ্বানর-উপাসনা প্রভাবেই তোমার বংশে সুত অর্থাৎ নিষ্পীড়িত অথবা স্নপিত সোমরস যজ্ঞকর্ম্মে প্রসুত অর্থাৎ উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত এবং আসুত অর্থাৎ অহর্গণাদি যজ্ঞে-উৎকৃষ্টরূপ আসুত হইতে দেখা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, তোমার বংশে উৎপন্ন ব্যক্তিগণ অত্যন্ত সৎক্রিয়ান্বিত ॥ ১ ॥

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়ম্, অত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং, ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে। মূর্দ্ধা ত্বেষ আত্মনঃ ইতি হোবাচ, মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ, যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—এই জন্যই তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ, অর্থাৎ দীপ্তাগ্নি হইয়াছ ও প্রিয় অর্থাৎ পুত্রাদির মুখ দেখিতে পাইতেছ। যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তরূপে উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন ও প্রিয়পুত্রাদিকে দেখিতে পান। ইঁহার বংশে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইহা অর্থাৎ এই দ্যুলোক বৈশ্বানর আত্মার মস্তকস্বরূপ। যদি তুমি আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত ॥২॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অৎস্যন্নং দীপ্তাগ্নিঃ সন্। পশ্যসি চ পুত্রপৌত্রাদিপ্রিয়মিষ্টম্। অত্তোঽপ্যন্নমত্তি, পশ্যতি চ প্রিয়ং, ভবত্যস্য সুতং প্রসুতমাসুতমিত্যাদি কর্ম্মিত্বং ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, যঃ কশ্চিদেতং যথোক্তমেবং বৈশ্বানরমুপাস্তে। মূর্দ্ধা তু আত্মনো বৈশ্বানরস্যৈষঃ, ন সমস্তো বৈশ্বানরঃ। অতঃ সমস্তবুদ্ধ্যা বৈশ্বানরস্যোপাসনাৎ শিরো মূর্দ্ধা তে বিপরীতগ্রাহিণো

ব্যপতিষ্যৎ বিপতিতমভবিষ্যৎ, যৎ যদি মাং নাগমিষ্যঃ নাগতোঽভবিষ্যঃ, সাধ্বকার্যীঃ যন্মামাগতোঽসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—তুমি দীপ্তাগ্নি হইয়া অন্ন ভোজন করিতেছ ও প্রিয় অর্থাৎ অভীষ্ট পুত্র-পৌত্রাদি দর্শন করিতে পারিতেছ। যে কোন ব্যক্তি এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তরূপে উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভোজন করিতে পারেন ও প্রিয় পুত্র-পৌত্রাদি দর্শন করিতে পান। ইঁহার বংশেও সুত প্রসুত ও আসুত অর্থাৎ কর্ম্মিত্ব ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইয়া থাকে। ভাবার্থ এই যে—হে প্রাচীনশাল! তুমি পূর্ব্বোক্ত বৈশ্বানরের উপাসনায় দীপ্ত জঠরাগ্নিসম্পন্ন হইয়া অন্ন ভক্ষণ করিতেছ, চক্ষুর্জ্যোতিঃ লাভ করিয়া প্রিয় বস্তু দর্শন করিতেছ, অন্যেও ঐ উপাসনায় দীপ্তাগ্নি লাভ করিয়া অন্ন ভক্ষণ করে। উহারও বংশে পূর্ব্বোক্ত সুত, প্রসুত ও আসুত ইত্যাদি সোমাভিষবকর্ম্মিত্ব ও ব্রহ্মতেজ হয়। এই দ্যুলোক বৈশ্বানর আত্মার মস্তক অর্থাৎ শিরোদেশ মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ বৈশ্বানর নহে। অতএব এই দ্যুলোককে তুমি যদি সমস্ত বৈশ্বানর বিবেচনা করিতে, তাহা হইলে বিপরীতগ্রাহী অর্থাৎ যে বস্তুর যাহা স্বরূপ নহে, তাহাকে সেইরূপ বিবেচনাকারী অর্থাৎ ভ্রান্ত তোমার মস্তকটি পড়িয়া যাইত, যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে আমার নিকট আসিয়াছ, ইহা খুবই ভাল কার্য্য করিয়াছ, কারণ, আমার নিকট না আসিলে তুমি এই বৈশ্বানরের অংশমাত্র দ্যুলোককে সম্পূর্ণ বৈশ্বানর বিবেচনায় উপাসনা করিতে, আর তাহার ফলে তোমার মাথাটি খসিয়া পড়িত ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিং, প্রাচীনযোগ্য! কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে ইতি? আদিত্যমেব ভগবো রাজন্! ইতি হোবাচ। এষ বৈ বিশ্বরূপ আত্মা বৈশ্বানরঃ, যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে, তস্মাত্তব বহু বিশ্বরূপং কুলে দৃশ্যতে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর রাজা পুলুষনন্দন সত্যযজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে প্রাচীনযোগ্য! তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক? প্রাচীনযোগ্য উত্তর দিয়াছিলেন, হে ভগবন্ রাজন্! আমি আদিত্যকেই উপাসনা করিয়া থাকি। রাজা বলিয়াছিলেন, তুমি যাঁহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, ইনি বিশ্বরূপ নামক বৈশ্বানর আত্মা; ইঁহার উপাসনা করাতেই তোমার বংশে অনেক বিশ্বরূপ অর্থাৎ নানাবিধ উপকারসমর্থ বহু বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিং, হে প্রাচীনযোগ্য! কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে? ইতি। আদিত্যমেব ভগবো রাজন্! ইতি হোবাচ। শুক্লনীলাদিরূপত্বাৎ বিশ্বরূপত্বমাদিত্যস্য, সর্ব্বরূপত্বাদ্বা, সর্ব্বাণি রূপাণি হি ত্বাষ্ট্রাণি যতঃ, অতো বা বিশ্বরূপ আদিত্যঃ, তদুপাসনাত্তব বহু বিশ্বরূপম্ ইহামুত্রার্থমুপকরণং দৃশ্যতে কুলে। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—জ্ঞানেচ্ছু প্রাচীনশাল তূষ্ণীভূত হইলে রাজা অশ্বপতি পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞকে বলিলেন, হে প্রাচীনযোগ্য! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বিবেচনায় উপাসনা করিয়া থাক? তিনি বলিলেন, হে ভগবন্ রাজন্! আমি আদিত্যকেই বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করি। রাজা বলিলেন, আদিত্য শুক্ল, নীল প্রভৃতি বহু রূপবিশিষ্ট বলিয়া অথবা সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া এই আদিত্য বিশ্বরূপ নামে অভিহিত হন। অথবা যে হেতু, সমস্ত রূপই ত্বাষ্ট্র, অর্থাৎ সূর্য্য হইতে আগত, এ কারণেও তিনি বিশ্বরূপ। তাঁহার উপাসনানিবন্ধন তোমার বংশে বহু বিশ্বরূপ অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগোপকরণ বস্তুসমূহ দেখিতে পাওয়া যায় ॥১॥

প্রবৃত্তোঽশ্বতরীরথঃ, দাসীনিষ্কঃ, অৎস্যন্নং, পশ্যসি প্রিয়ম্, অত্ত্যন্নং, পশ্যতি প্রিয়ং, ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে। চক্ষুষ্ট্বেতদাত্মন ইতি হোবাচ, অন্ধোঽভবিষ্যঃ, যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—অশ্বতরীযুক্ত রথ, দাসীযুক্ত নিষ্ক অর্থাৎ কণ্ঠহার অর্থাৎ

হারপরিহিতা দাসী দৃষ্ট হইতেছে। তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ ও প্রিয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছ। যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর আত্মাকে যথাযথভাবে উপাসনা করে, সে-ও অন্ন ভোজন করিতে পায় ও প্রিয় ব্যক্তিকে দর্শন করিতে পায়। তাহার বংশে ব্রহ্মবর্চ্চস অর্থাৎ ব্রহ্মতেজ অব্যাহতভাবে বিদ্যমান থাকে, অথবা চরিত্র ও অধ্যয়নাদিজনিত খ্যাতি লাভ করে। এই আদিত্য বৈশ্বানর আত্মার চক্ষুঃস্বরূপ। যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে কেবলমাত্র চক্ষুস্থানীয় এই আদিত্যকে সম্পূর্ণ বৈশ্বানর মনে করিয়া অন্ধ হইয়া যাইতে ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ, ত্বামনুপ্রবৃত্তঃ অশ্বতরীভ্যাং যুক্তো রথোঽশ্বতরীরথো দাসীনিষ্কো দাসীভির্যুক্তো নিষ্কো হারো দাসীনিষ্কঃ। অৎস্যন্নমিত্যাদি সমানম্। চক্ষুর্বৈশ্বানরস্য তু সবিতা। তস্য সমস্তবুদ্ধ্যোপাসনাদন্ধঃ অভবিষ্যঃ চক্ষুর্হীনঃ অভবিষ্যঃ, যন্মাং নাগমিষ্য ইতি পূর্ব্ববৎ ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর দেখ, দুইটি অশ্বতরীকর্তৃক বাহিত রথ, আর দাসীর সহিত যুক্ত হার অর্থাৎ হারপরিহিতা কতকগুলি দাসী, এই সমস্ত তোমার অনুগমন করিতেছে। অন্ন ভোজন করিতেছ ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। অর্থাৎ তোমার উদ্দেশে দুইটি অশ্বতরীযুক্ত রথ ও বহু দাসীর সুবর্ণ-হার আছে। তুমি যেরূপ অন্ন ভক্ষণ করিতেছ, প্রিয় বস্তু দর্শন করিতে পাইতেছ, এইরূপ অন্যেও উপাসনা করিলে অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় বস্তু দর্শন করেন, তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ উৎপন্ন হয়। এই সবিতা বা আদিত্য বৈশ্বানর আত্মার চক্ষুঃস্বরূপ। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে কেবলমাত্র চক্ষুঃস্বরূপ আদিত্যকে সম্পূর্ণ বৈশ্বানরজ্ঞানে উপাসনা করায় তোমার চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইত। অর্থাৎ সূর্য্য বৈশ্বানরের চক্ষুঃস্বরূপমাত্র, সমস্ত অংশ নহে, তুমি চক্ষুকে সমস্ত শরীর মনে করিয়া উপাসনা করিলে অন্ধ হইতে, যদি আমার নিকট না আসিতে। তুমি ভালই করিয়াছ যে, আমার নিকট আসিয়াছ ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমপ্রপাঠকে

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ

অথ হোবাচেন্দ্রদ্যুম্নং ভাল্লবেয়ং, বৈয়াঘ্রপদ্য ! কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে ইতি ? বায়ুমেব ভগবো রাজন্ ! ইতি হোবাচ। এষ বৈ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানরঃ, যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে, তস্মাত্ত্বাং পৃথক্ বলয় আয়ন্তি, পৃথক্ রথশ্রেণয়োঽনুযন্তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর রাজা ভাল্লবিপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে বৈয়াঘ্রপদ্য ! তুমি কাহাকে আত্মা বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিয়া থাক ? ইন্দ্রদ্যুম্ন উত্তর দিয়াছিলেন—হে ভগবন্ রাজন্ ! বায়ুকেই আত্মা মনে করিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। রাজা বলিয়াছিলেন—তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক, ইনি হইতেছেন পৃথক্-বর্ত্মা বৈশ্বানর আত্মা। সেই জন্যই নানা স্থান হইতে নানাবিধ উপহার আসিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইতেছে, এবং পৃথক্ পৃথক্ রথসমূহও তোমারই অনুসরণ করিতেছে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ হোবাচ ইন্দ্রদ্যুম্নং ভাল্লবেয়ং, বৈয়াঘ্রপদ্য ! কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে ? ইত্যাদি সমানম্। পৃথগ্বর্ত্মাত্মা—নানা বর্ত্মানি যস্য বায়োঃ আবহোদ্বহাদিভির্ভেদৈর্ব্বর্ত্তমানস্য সোঽয়ং পৃথগ্বর্ত্মাত্মা বায়ুঃ। তস্মাৎ পৃথগ্বর্ত্মাত্মনো বৈশ্বানরস্য উপাসনাৎ পৃথক্ নানাদিক্কাস্ত্বাং প্রতি বলয়ো বস্ত্রান্নাদিলক্ষণা বলয় আয়ন্তি আগচ্ছন্তি ; পৃথক্ রথশ্রেণয়ো রথপঙ্‌ক্তয়োঽপি ত্বামনুযন্তি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর রাজা ভাল্লবিপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে বৈয়াঘ্রপদ্য ! তুমি কাহাকে আত্মা বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিয়া থাক ? ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। পৃথক্-বর্ত্মাত্মা অর্থাৎ অনেক মার্গ যাঁহার, তিনি পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা। আবহ, সংবহ, প্রবহ, উদ্বহ ইত্যাদি বায়ুর নানাবিধ ভেদ আছে, এবং ঐ বায়ুসমূহের সঞ্চারমার্গও বিবিধ, এই জন্যই এই বায়ুকে পৃথক্-বর্ত্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পৃথক্-বর্ত্মা নামক বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা কর বলিয়া নানাদিকে অবস্থিত অন্ন-বস্ত্রাদিরূপ উপহার দ্রব্যসমূহ তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছে, আর পৃথক্ পৃথক্ রথসমূহও আসিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ নানাপ্রকার বহু রথ তোমার বিস্তমান আছে ॥ ১ ॥

অৎস্যন্নং, পশ্যসি প্রিয়ম্, অত্ত্যন্নং, পশ্যতি প্রিয়ং, ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, প্রাণস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ; প্রাণস্তে উদক্রমিষ্যৎ, যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ, প্রিয় বস্তুসমূহ দর্শন করিতেছ। অন্য যে কোন ব্যক্তি এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তস্বরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, সেই ব্যক্তিও অন্ন ভোজন করিতে পান ও প্রিয় দর্শন করিতে পান। ইহার বংশে ব্রহ্মবর্চ্চস হইয়া থাকে। কিন্তু পৃথক্-বর্ত্মা নামক এই বায়ু বৈশ্বানর আত্মার প্রাণস্বরূপ, রাজা এইরূপ বলিয়াছিলেন। তুমি যদি আমার নিকট আগমন না করিতে, তোমার প্রাণটি বহির্গত হইয়া যাইত ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অৎস্যন্নমিত্যাদি সমানম্। প্রাণস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ, প্রাণস্তে তব উদক্রমিষ্যৎ উৎক্রান্তোঽভবিষ্যৎ, যৎ মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চম প্রপাঠকে চতুর্দ্দশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'অন্ন ভোজন করিতেছ' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। রাজা বলিয়াছিলেন, কিন্তু এই বায়ু বৈশ্বানর আত্মার প্রাণ। যদি তুমি আমার নিকট আগমন না করিতে, তোমার প্রাণটি উৎক্রান্ত হইয়া যাইত অর্থাৎ বায়ু বৈশ্বানর আত্মার প্রাণ, সর্ব্বাঙ্গ নহে। তুমি সম্পূর্ণ ব্রহ্মবোধে বায়ুকে উপাসনা করিয়াছ, এই কারণে তুমি প্রাণহীন হইতে—যদি আমার নিকট না আসিতে। তুমি ভালই করিয়াছ যে, আমার নিকট আসিয়াছ ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ

অথ হোবাচ জনং, শার্করাক্ষ্য! কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে ইতি? আকাশমেব ভগবো রাজন্! ইতি হোবাচ। এষ বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরঃ, যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে, তস্মাত্ত্বং বহুলোঽসি প্রজয়া চ ধনেন চ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর রাজা জননামক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে শার্করাক্ষ্য! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক? জন বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ রাজন্! আমি আকাশকেই আত্মা বলিয়া উপাসনা করি। রাজা বলিয়াছিলেন, তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, ইহা হইতেছে বহুল বৈশ্বানর আত্মা, অর্থাৎ বৈশ্বানর আত্মার বহু অংশভাগী। ইহার উপাসনার ফলেই তুমি সন্ততি ও ধনসম্পদে বহু হইয়াছ অর্থাৎ বহু সন্তান লাভ করিয়াছ ও মহাধনবান্ হইয়াছ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ হোবাচ জনমিত্যাদি সমানম্। এষ বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরঃ, বহুলত্বমাকাশস্য সর্ব্বগতত্বাৎ, বহুলগুণোপাসনাচ্চ। ত্বং বহুলোঽসি প্রজয়া চ পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণয়া, ধনেন চ হিরণ্যাদিনা ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর রাজা জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। এই আকাশ হইতেছে 'বহুল' নামা বৈশ্বানর আত্মা, সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ও বহুগুণের উপাসনা হেতুক এই আকাশের বহুলত্ব। পুত্র-পৌত্রাদিরূপ প্রজা দ্বারা ও স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধনসম্পদের দ্বারা তুমি বহুল অর্থাৎ উন্নত বা মহান্ হইয়াছ ॥ ১ ॥

অৎস্যন্নং, পশ্যসি প্রিয়ম্, অত্ত্যন্নং, পশ্যতি প্রিয়ং, ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে। সন্দেহস্তেষ আত্মন ইতি হোবাচ। সন্দেহস্তে ব্যশীর্য্যৎ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—রাজা বলিয়াছিলেন, তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ ও প্রিয়বস্তুসমূহ দর্শন করিতে পাইতেছ। যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তরূপে

উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভোজন করিতে পারেন অর্থাৎ দীপ্তাগ্নি হন ও প্রিয়বস্তুসমূহ দর্শন করিতে পান। ইঁহার বংশে ব্রহ্মবর্চ্চঃ অর্থাৎ ব্রহ্মতেজ পরিস্ফুরিত হয়। তবে ইহা কিন্তু বৈশ্বানর আত্মার সংদেহ অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগ তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমারও শরীরের মধ্যভাগ বিশীর্ণ অর্থাৎ বিশেষরূপ ক্ষীণ হইয়া যাইত ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—সন্দেহস্ত্বেষঃ সন্দেহো মধ্যমং শরীরং বৈশ্বানরস্য। দিহতের্ধাতোরুপচয়ার্থত্বাৎ মাংসরুধিরাস্থ্যাদিভিশ্চ বহুলং শরীরম্। তৎসন্দেহস্তে তব শরীরং ব্যশীর্য্যৎ শীর্ণমভবিষ্যৎ, যন্মাং নাগমিষ্য ইতি। ২।

ইতি পঞ্চম প্রপাঠকে পঞ্চদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সংদেহ অর্থাৎ বৈশ্বানর আত্মার মধ্যম শরীর বা দেহের মধ্যভাগ। 'দিহ'ধাতুর অর্থ উপচয় বা পুষ্টি ; মাংস, রক্ত ও অস্থি প্রভৃতি দ্বারা এই শরীর বহুল অর্থাৎ পরিপূর্ণ। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার সংদেহ অর্থাৎ মধ্যাবয়ব বিশীর্ণ হইয়া যাইত। ভাবার্থ এই—হে জন! তুমি যেমন অন্ন ভোজন কর ও পুত্র-পৌত্রাদি প্রিয় বস্তু দর্শন কর, এইরূপ অন্য যে কেহ আকাশকে বৈশ্বানর আত্মা মনে করিয়া উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভোজন ও প্রিয় দর্শন করেন ; উঁহারও বংশে ব্রহ্মতেজ উদ্ভূত হয় ; কিন্তু গগন বৈশ্বানর আত্মার মধ্যম শরীর, সমগ্র অবয়ব নহে। যদি বল, আকাশ সর্ব্বগতত্বনিবন্ধন বিশ্বব্যাপক, শরীর একদেশস্থিতিনিবন্ধন সীমাবদ্ধ, সুতরাং বিশ্বব্যাপক আকাশ বৈশ্বানরের শরীর কিরূপে সম্ভব হইবে? এতদুত্তরে এই বলা যায় যে, দিহ্ ধাতুর অর্থ উপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি, মাংস, রুধির, অস্থি প্রভৃতি দ্বারা শরীর পরিপুষ্ট, তাদৃশ শরীর এখানে বিবক্ষিত, অর্থাৎ যেমন আকাশ পরিপুষ্টিবহুল, সেইরূপ শরীরও বহুল, এ কারণ উভয়ের ঐক্য হইতে পারে। ঐ আকাশকে বৈশ্বানর-আত্মা ভাবিয়া উপাসনা করায় তোমার শরীর শীর্ণ হইত, যদি তুমি এখানে না আসিতে। আসিয়া ভালই করিয়াছ ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শঃ খণ্ডঃ

অথ হোবাচ বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিং, বৈয়াঘ্রপদ্য ! কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে ? ইতি। অপ এব ভগবো রাজন্ ! ইতি হোবাচ। এষ বৈ রয়িরাত্মা বৈশ্বানরঃ, যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে, তস্মাত্ত্বং রয়িমান্ পুষ্টিমানসি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর রাজা অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে বৈয়াঘ্রপদ্য ! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা কর ? বুড়িল বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ রাজন্ ! আমি অপ্‌কেই আত্মা বলিয়া উপাসনা করি। রাজা বলিয়াছিলেন, তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, তাহা হইতেছে রয়িনামক বৈশ্বানর আত্মা। ইঁহার উপাসনা করায় তুমি রয়িমান্ অর্থাৎ ধনবান্ ও পুষ্টিমান্ অর্থাৎ পুষ্টদেহ (মোটা সোটা) হইয়াছ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ হোবাচ বুড়িলম্ আশ্বতরাশ্বিমিত্যাদি সমানম্। এষ বৈ রয়িরাত্মা বৈশ্বানরো ধনরূপঃ। অদ্ভ্যোঽন্নং, ততো ধনমিতি। তস্মাৎ রয়িমান্ ধনবাংস্ত্বং পুষ্টিমাংশ্চ শরীরেণ, পুষ্টেশ্চান্ননিমিত্তত্বাৎ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িলকে বলিয়াছিলেন ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। এই বৈশ্বানর আত্মা রয়ি অর্থাৎ ধনস্বরূপ ; কারণ, জল হইতেই অন্ন হয় ও অন্ন হইতেই ধন হয়। সেই জন্যই তুমি রয়িমান্ অর্থাৎ ধনবান্ ও পুষ্টিমান্ অর্থাৎ পুষ্টদেহ হইয়াছ, কারণ, অন্ন হইতেই দেহের পুষ্টিসাধন হয়। জল হইতে শস্যাদিরূপ খাদ্য উৎপন্ন হয়, অন্ন হইতে ধন হয়, কাজেই ধনরূপে বৈশ্বানরকে উপাসনা করায় তুমি ধনবান্ হইয়াছ, এবং অন্ন দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয় বলিয়া শরীরের পুষ্টিলাভও করিয়াছ ॥ ১ ॥

অৎস্যন্নং, পশ্যসি প্রিয়ম্, অত্ত্যন্নং, পশ্যতি প্রিয়ং, ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে। বস্তিস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ। বস্তিস্তে ব্যভেৎস্যৎ, যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ, প্রিয়পাত্রদিগকে দর্শন

করিতেছ। যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর আত্মাকে যথোক্তভাবে উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভোজন করিতে পান ও প্রিয় ব্যক্তিকে দর্শন করিতে পান। ইঁহার বংশে ব্রহ্মবর্চ্চস অক্ষুণ্ণ থাকে। বাস্তবিকপক্ষে ইহা বৈশ্বানর আত্মার বস্তিস্বরূপ অর্থাৎ মূত্রাশয়। যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার বস্তিদেশ বিদীর্ণ হইয়া যাইত ॥ ২ ॥

পঞ্চম প্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—বস্তিস্ত্বেষ আত্মনো বৈশ্বানরস্য। বস্তির্মূত্রসংগ্রহস্থানম্। বস্তিস্তে ব্যভেৎস্যৎ ভিন্নোঽভবিষ্যৎ, যন্মাং নাগমিষ্য ইতি। ২।

ইতি পঞ্চম প্রপাঠকে ষোড়শখণ্ডভাষ্যম্। ১৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কিন্তু এই অপ্ অর্থাৎ জল বৈশ্বানর আত্মার বস্তিস্বরূপ। বস্তি মূত্রধারণের স্থান অর্থাৎ মূত্রাশয়। অর্থাৎ জল বৈশ্বানর-আত্মার সর্ব্বাঙ্গ নহে, উহা মূত্রাশয়মাত্র। যদি তুমি আমার সমীপে আগমন না করিতে, তোমার বস্তি ভিন্ন অর্থাৎ বিদীর্ণ হইয়া (ফাটিয়া বা ফুটা হইয়া) যাইত। আসিয়া ভালই করিয়াছ ॥ ২ ॥

পঞ্চম প্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ খণ্ডঃ

অথ হোবাচোদ্দালকমারুণিং, গৌতম! কং ত্বমাত্মানমুপাস্‌সে ইতি? পৃথিবীমেব ভগবো রাজন্! ইতি হোবাচ। এষ বৈ প্রতিষ্ঠাত্মা বৈশ্বানরঃ, যং ত্বমাত্মানমুপাস্‌সে; তস্মাত্ত্বং প্রতিষ্ঠিতোঽসি প্রজয়া চ পশুভিশ্চ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর রাজা অরুণের পুত্র উদ্দালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে গৌতম! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা কর? উদ্দালক বলিয়াছিলেন—হে ভগবন্! রাজন্! আমি পৃথিবীকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। রাজা বলিয়াছিলেন—তুমি যাঁহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, তাহা হইতেছে প্রতিষ্ঠানামক বৈশ্বানর আত্মা। তাঁহার উপাসনার ফলেই তুমি প্রজা অর্থাৎ সন্তান ও পশুসমূহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ হোবাচ উদ্দালকমিত্যাদি সমানম্। পৃথিবীমেব ভগবো রাজন্! ইতি হোবাচ। এষ বৈ প্রতিষ্ঠা পাদৌ বৈশ্বানরস্য ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর রাজা উদ্দালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। তিনি বলিয়াছিলেন—হে ভগবন্! রাজন্! পৃথিবীকেই। ইহা হইতেছে, বৈশ্বানরের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পাদদ্বয় ॥ ১ ॥

অৎস্যন্নং, পশ্যসি প্রিয়ম্, অত্ত্যন্নং, পশ্যতি প্রিয়ং, ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে। পাদৌ ত্বেতাবাত্মন ইতি হোবাচ। পাদৌ তে ব্যম্লাস্যেতাং, যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—রাজা আরও বলিয়াছিলেন—তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ, প্রিয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছ। অন্য যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তরূপে উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভোজন করিতে পারেন ও প্রিয় ব্যক্তিকে দর্শন

করিতে পারেন। ইঁহার বংশে ব্রহ্মতেজ পরিস্ফুরিত হয়। কিন্তু ইহা বৈশ্বানর আত্মার পাদদ্বয়মাত্র। তুমি যদি আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে তোমার পদদ্বয় বিশেষরূপে ম্লান হইয়া যাইত॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্—পাদৌ তে ব্যম্লাস্যেতাং বিম্লানাবভবিষ্যেতাং শিথিলীভূতৌ, যন্মাং নাগমিষ্য ইতি। ২।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৭।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যদি তুমি আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে তোমার পাদদ্বয় বিশেষরূপে ম্লান অর্থাৎ অত্যন্ত শিথিল হইয়া যাইত, তুমি স্বচ্ছন্দভাবে ভ্রমণ করিতে পারিতে না॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ

তান্ হোবাচ, এতে বৈ খলু যূয়ং পৃথগিবেমমাত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসোঽন্নমত্থ, যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—রাজা সেই সমস্ত সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে বলিয়াছিলেন—এই তোমরা সকলেই এই বৈশ্বানর আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ অর্থাৎ খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করিয়াই যেন জানিয়াছ, এবং তাহার ফলেই কেবল অন্নমাত্রই আহার অর্থাৎ ভোগ করিতেছ। কিন্তু যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর আত্মাকে প্রাদেশমাত্র অর্থাৎ আকাশরূপ মস্তকাদিবিশিষ্ট আত্মারূপে জানিয়া উপাসনা করেন, সেই ব্যক্তি সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে ও সমস্ত আত্মাতে অন্ন ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তান্ যথোক্তবৈশ্বানরদর্শনবতো হ উবাচ। এতে যূয়ং, বৈ খল্বিত্যনর্থকৌ; যূয়ং পৃথগিব অপৃথক্ সন্তমিমমেকং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসোঽন্নমত্থ, পরিচ্ছিন্নাত্মবুদ্ধ্যা ইত্যেতৎ হস্তিদর্শনে ইব জাত্যন্ধাঃ। যস্ত্বেতমেবং যথোক্তাবয়বৈর্দ্যু-মূর্দ্ধাদিভিঃ পৃথিবীপাদান্তৈঃ বিশিষ্টমেকং, প্রাদেশমাত্রং প্রাদেশৈর্দ্যুমূর্দ্ধাদিভিঃ পৃথিবী-পাদান্তৈরধ্যাত্মং মীয়তে জ্ঞায়তে ইতি প্রাদেশমাত্রম্; মুখাদিষু বা করণেষু অত্তৃত্বেন মীয়ন্তে ইতি প্রাদেশমাত্রঃ। দ্যুলোকাদিপৃথিব্যন্তপ্রদেশপরিমাণো বা প্রাদেশমাত্রঃ। প্রকর্ষেণ শাস্ত্রেণাদিশ্যন্তে ইতি প্রাদেশাঃ দ্যুলোকাদয় এব, তাবৎপরিমাণঃ প্রাদেশমাত্রঃ। শাখান্তরে তু মূর্দ্ধাদিশ্চিবুকপ্রতিষ্ঠ ইতি প্রাদেশমাত্রং কল্পয়ন্তি, ইহ তু ন তথা অভিপ্রেতঃ, তস্য হ বা এতস্যাত্মন ইত্যাদ্যুপসংহারাৎ। প্রত্যগাত্মতয়া অভিবিমীয়তে অহমিতি জ্ঞায়তে ইত্যভিবিমানঃ, তমেতমাত্মানং বৈশ্বানরং বিশ্বান্ নরান্ নয়তি পুণ্যপাপানুরূপাং গতিং, সর্ব্বাত্মৈব ঈশ্বরো বৈশ্বানরঃ বিশ্বো নর এব বা সর্ব্বাত্মত্বাৎ, বিশ্বৈর্ব্বা নরৈঃ প্রত্যগাত্মতয়া প্রবিভজ্য নীয়তে ইতি বৈশ্বানরঃ। তমেবমুপাস্তে যঃ, সোঽদন্ অন্নাদী, সর্ব্বেষু লোকেষু দ্যুলোকাদিষু, সর্ব্বেষু ভূতেষু চরাচরেষু, সর্ব্বেষ্বাত্মসু শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিষু, তেষু হ্যাত্মকল্পনাব্যপদেশঃ; প্রাণিনামন্নমত্তি, বৈশ্বানরবিৎ সর্ব্বাত্মা সন্ অন্নমত্তি, ন যথা অজ্ঞঃ পিণ্ডমাত্রাভিমানঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—রাজা অশ্বপতি পূর্ব্বোক্তভাবে বৈশ্বানর-আত্মদর্শনকারী প্রাচীনশাল প্রভৃতিকে প্রকৃতসর্ব্বাত্মরূপে বৈশ্বানরবিদ্যা উপদেশ

করিবার জন্য প্রথমতঃ তাহাদিগের মিথ্যাজ্ঞান বুঝাইতেছেন। মূলে যে 'বৈ' ও 'খলু' এই দুইটি শব্দ আছে, উহাদের কোন অর্থ নাই। রাজা পূর্ব্বোক্তভাবে বৈশ্বানরাত্মদর্শনকারী সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে বলিয়াছিলেন—এই বৈশ্বানর আত্মা অপৃথক্ হইলেও অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে পৃথক্ না হইলেও তোমরা একমাত্র এই আত্মাকে পৃথক্ পদার্থের ন্যায় জানিয়া উপাসনা করায় কেবল অন্নভোগ করিতে পাইতেছ। অর্থাৎ জন্মান্ধ ব্যক্তির হস্তিদর্শনের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সসীম বা খণ্ড খণ্ড আত্মা বিবেচনা করিয়া উপাসনা করাতেই এইরূপ ফলভোগ করিতেছ; অর্থাৎ যেমন জন্মান্ধ ব্যক্তিগণ হস্তিদর্শনে ভিন্নদৃষ্টি হয়, সেইরূপ তোমরাও সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বস্বরূপ এক বৈশ্বানর আত্মাকে নানারূপে দর্শন করিতেছ, অর্থাৎ অখণ্ড আত্মাকে সীমাবদ্ধ ভোক্তৃত্বাদিরূপে নির্দ্দেশ করিতেছ। (ভাবার্থ এই যে—'অন্ধের হস্তিদর্শন' নামে একটি ন্যায় আছে, উহার অর্থ এই যে—যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, তাহাকে যদি হস্তীর নিকট লইয়া গিয়া বলা যায়, ইহার গাত্রস্পর্শ করিয়া দেহের পরিমাণ স্থির কর, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি হস্তীর শুণ্ডা, পদ প্রভৃতি এক একটি অংশ পৃথক্ পৃথক্ স্পর্শ করিয়া সেই পৃথক্ পৃথক্ অংশকেই সম্পূর্ণ হস্তী বলিয়া মনে করে, এস্থানেও সেইরূপ প্রাচীনশাল প্রভৃতি গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ বৈশ্বানরাত্মার আকাশাদি এক একটি অংশকেই সম্পূর্ণ বৈশ্বানর বিবেচনায় উপাসনা করায় উপাসনার আংশিক ফলই পাইয়াছেন, সম্পূর্ণ ফল পান নাই। এই জন্যই রাজা সম্পূর্ণ উপাসনা বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন) কিন্তু যে ব্যক্তি এইরূপ অর্থাৎ আকাশ মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী তাঁহার পাদ, এইরূপ অবয়ববিশিষ্ট প্রাদেশমাত্র অর্থাৎ আকাশ মস্তক ইত্যাদি হইতে পৃথিবী পাদপর্য্যন্ত অধ্যাত্ম প্রদেশসমূহ (অবয়বসমূহ) দ্বারা তাঁহাকে এক অখণ্ড অবয়ববিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞাত হন, অথবা প্রাদেশমাত্র—মুখ প্রভৃতি করণ বা ভোগসাধনবিষয়ে ভোক্তৃরূপে জ্ঞাত হন, অথবা—দ্যুলোকাদি পৃথিবীপর্য্যন্ত প্রদেশরূপ পরিমাণবিশিষ্ট প্রাদেশমাত্র, অথবা শাস্ত্রে বিশেষভাবে আদিষ্ট হয় বলিয়া প্রাদেশ শব্দে (প্র+আদেশ) দ্যুলোকাদি স্থানসমূহ, তদনুরূপ পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া প্রাদেশমাত্র। বেদের কোন কোন শাখায় মস্তক হইতে চিবুক (মুখের নিম্নভাগ বা থুঁতনি) পর্য্যন্ত স্থানকে প্রাদেশমাত্র বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, কিন্তু এস্থানে সেরূপ অর্থ উপনিষৎকারের অভিপ্রেত নহে, কারণ, পরে 'তস্য হ বা এতস্য আত্মনঃ" অর্থাৎ "সেই এই আত্মার" ইত্যাদিরূপে উপসংহার করা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, 'প্রাদেশমাত্র' শব্দে দ্যুলোকরূপ মস্তকাদিবিশিষ্ট আত্মা অভিপ্রেত না হইলে কখনই উপসংহারে 'আত্মা' এই শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। যাহা প্রত্যগাত্মরূপে বিশেষভাবে মিত হয় অর্থাৎ 'অহং' বা 'আমি'

বলিয়া বিজ্ঞাত হয়, তাহাই অভিবিমান। সেই এই বৈশ্বানর আত্মাকে—সমস্ত নরকে পুণ্য ও পাপানুযায়ী গতি প্রাপ্ত করান বলিয়া তাঁহাকে বৈশ্বানর বলা হয়, অথবা ইনি সকলের আত্মা ঈশ্বর বলিয়া বৈশ্বানর, অথবা তিনি সকলের আত্মা বলিয়া বিশ্বনর অর্থাৎ সমস্ত মনুষ্য বা প্রাণিস্বরূপ, অথবা সমস্ত প্রাণিকর্ত্তৃক প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মারূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাগ করিয়া নীত হন বলিয়াও বৈশ্বানর নামে অভিহিত হন। যে ব্যক্তি সেই এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তরূপে উপাসনা করেন, পূর্ব্বোক্ত স্বর্গরূপ মস্তকাদি প্রদেশে বা স্বর্গলোকরূপ মস্তক হইতে পৃথিবী-রূপ পাদ পর্য্যন্ত অবয়বসম্পন্ন এক ব্রহ্মকে প্রাদেশমাত্র ও অভিবিমান বৈশ্বানর মনে করিয়া উপাসনা করেন, তিনি দ্যুলোকাদি সর্ব্বলোকে, চরাচরাত্মক সমস্ত ভূতে, এবং শরীর ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ সমস্ত আত্মাতে অবস্থিত হইয়া প্রাণিসমূহের অন্ন ভক্ষণ করেন এবং এ জন্য 'অন্নাদী' অর্থাৎ 'ভোক্তা' বলিয়া কথিত হন। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বাস্তবিকপক্ষে আত্মা না হইলেও আত্মসংসৃষ্ট বলিয়া আত্মরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই বৈশ্বানরতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সকলের আত্মস্বরূপ হইয়া সমস্ত প্রাণীর অন্ন ভোজন করেন; কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন পিণ্ডমাত্রাভিমানী অর্থাৎ জড়পিণ্ড এই দেহকেই আত্মা মনে করিয়া ভোজন করে, সেরূপ করেন না। সরলার্থ এই যে—প্রাদেশমাত্র অর্থে পূর্ব্বোক্ত আধিদৈবিক অবয়ব দ্বারা জীবাত্মায় যিনি পরমাত্মা হইতে অভেদরূপে অনুমিত হন, অথবা মুখাদি ইন্দ্রিয়ে যিনি ভোগকর্ত্তৃ-সাক্ষিরূপে জ্ঞাত হন বা পূর্ব্বোক্ত স্বর্গলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত স্থানের দ্বারা যিনি পরিমিত, কিংবা প্রকৃষ্টরূপে শাস্ত্র দ্বারা অভিহিত, স্বর্গলোকাদিই যাঁহার স্বরূপনির্দ্দেশক, তিনিই প্রাদেশমাত্র নামে অভিহিত। শাখান্তরে জাবালশ্রুতি অনুসারে মস্তক হইতে অধরতলদেশ পর্য্যন্ত প্রাদেশপ্রমাণ স্থানপ্রতিষ্ঠিত বৈশ্বানর প্রাদেশমাত্রবাচ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে, যে হেতু, ইহার পরবর্ত্তী শ্রুতিতে সর্ব্বশরীরকেই বিশ্বরূপের আধার বলা হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার বিরোধ হইবে। অভিবিমান অর্থে জীবাত্মরূপে যিনি অহংপ্রত্যয়ের গোচর। বৈশ্বানর অর্থে যিনি সমস্ত জীবকে পুণ্য ও পাপানু-সারে গতি লাভ করান, সেই সর্ব্বাত্মস্বরূপ ঈশ্বর বৈশ্বানরপদবাচ্য। অথবা বিশ্বনর অর্থাৎ যিনি সমস্ত আত্মস্বরূপ কিংবা সমস্ত প্রাণী যাঁহাকে জীবাত্মরূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লইয়াছে, তিনিই বৈশ্বানর। অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন কেবল শরীরাভিমানী হইয়া সেই শরীরেই অন্ন ভোগ করে, পূর্ব্বোক্ত বৈশ্বানরবিৎ পণ্ডিতগণ সেরূপ নহেন, তাঁহারা সর্ব্বাত্মায়, সর্ব্বধামে, সর্ব্ববিশ্বে ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ, চক্ষুর্ব্বিশ্বরূপঃ, প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা, সন্দেহো বহুলঃ, বস্তিরেব রয়িঃ, পৃথিব্যেব পাদৌ, উর এব বেদিঃ, লোমানি বর্হিঃ, হৃদয়ং গার্হপত্যঃ, মনোঽন্বাহার্য্যপচনঃ, আস্যমাহবনীয়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সেই এই বৈশ্বানর আত্মার মস্তকই সুতেজা, চক্ষুই বিশ্বরূপ আদিত্য, প্রাণই পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা, সন্দেহ অর্থাৎ দেহমধ্যভাগই বহুল অর্থাৎ আকাশ, বস্তিই রয়ি অর্থাৎ জল, পৃথিবীই পাদদ্বয়, বক্ষঃস্থলই বেদি, লোমসমূহই বর্হি অর্থাৎ কুশ, হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নি, মনই অন্বাহার্য্যপচন অগ্নি অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি, আর মুখই আহবনীয় অগ্নি ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—কস্মাদেবম্? যস্মাৎ তস্য হ বৈ প্রকৃতস্যৈবৈতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ, চক্ষুর্ব্বিশ্বরূপঃ, প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা, সন্দেহো বহুলঃ, বস্তিরেব রয়িঃ, পৃথিব্যেব পাদৌ। অথ বা বিধ্যর্থমেতদ্বচনম্, এবম্ উপাস্য ইতি। অথেদানীং বৈশ্বানরবিদো ভোজনেঽগ্নিহোত্রং সম্পিপাদয়িষন্নাহ, এতস্য বৈশ্বানরস্য ভোক্তুরুর এব বেদিরাকারসামান্যাৎ। লোমানি বর্হির্ব্বেদ্যামিবোরসি লোমান্যাস্তীর্ণানি দৃশ্যন্তে। হৃদয়ং গার্হপত্য ইব হৃদয়াদ্ধি মনঃ প্রণীতমিবানন্তরীভবতি; অতোঽন্বাহার্য্যপচনোঽগ্নির্ম্মনঃ। আস্যং মুখমাহবনীয়ঃ, আহবনীয়ঃ হূয়তেঽস্মিন্ অন্নমিতি। ২।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টাদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৮।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কি প্রকারে এরূপ হইতে পারে? অর্থাৎ কিরূপে পূর্ব্বোক্ত বৈশ্বানর-উপাসক এক ব্যক্তি সর্ব্বাত্মার সর্ব্বদেশে ভোগ্য-বস্তু ভোগ করিবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যে হেতু প্রস্তাবিত এই বৈশ্বানর আত্মার সুতেজা মস্তক-স্বরূপই, বিশ্বরূপ অর্থাৎ আদিত্য চক্ষুঃস্বরূপ, পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা অর্থাৎ বায়ু প্রাণস্বরূপ, বহুল অর্থাৎ আকাশ সন্দেহ অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগস্বরূপ, রয়ি অর্থাৎ জল বস্তিস্বরূপই, পৃথিবীই পাদদ্বয়স্বরূপ। অথবা এই বাক্যটি বিধ্যর্থক, অর্থাৎ বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবে, এইরূপই বিধান করিতেছেন। সম্প্রতি বৈশ্বানর আত্মবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির ভোজনকালে অগ্নিহোত্র যাগ সম্পাদনের ইচ্ছায় বলিতেছেন, এই বৈশ্বানররূপ ভোক্তার বক্ষঃস্থলই বেদিস্বরূপ, কারণ, উভয়েরই আকারগত সাদৃশ্য আছে। লোমসমূহই বর্হিঃ অর্থাৎ

কুশসমূহস্বরূপ, কারণ, বেদীতে যেমন কুশসমূহ আস্তৃত থাকে, সেইরূপ বক্ষঃস্থলেও লোমসমূহ আস্তৃত আছে দেখা যায়। হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নিসদৃশ, কারণ, মন যেন হৃদয় হইতে প্রণীত অর্থাৎ উদ্ভূত হইয়া তাহার কার্য্যস্বরূপে প্রকাশিত হইতেছে, আর এই জন্যই মনই অন্বাহার্য্যপচন অগ্নিস্বরূপ। আর মুখই আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ, কারণ, আহবনীয় অর্থাৎ ইহাতে অন্ন আহুত হয়, এই জন্যই মুখই আহবনীয় অগ্নিসদৃশ। ভাবার্থ এই যে—বৈশ্বানরাত্মাকে এই ভাবে উপাসনা করিবে যে, তাঁহার মস্তক স্বর্গলোক, চক্ষুঃ আদিত্য, প্রাণ বিশ্বের বায়ু, আত্মা (শরীর) বিশ্বব্যাপী আকাশ, মূত্রাশয় জল, চরণ ভূতল, সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী এই চিন্তা করিয়া উপাসনা করিবে। এই প্রধান বিদ্যার উপদেশ দিয়া এক্ষণে তাহার উপায় দেখাইবার জন্য ভোগে অগ্নিহোত্র হোম সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় শরীরে তাহার অঙ্গ বেদি প্রভৃতির উল্লেখ করিতেছেন। ভোগকর্ত্তা এই বৈশ্বানর-আত্মরূপ অগ্নির বেদি বক্ষঃস্থল; যে হেতু, অগ্নি বেদিতে অধিষ্ঠান করেন, এবং জীবাত্মা বক্ষোদেশে অধিষ্ঠান করিয়া ভোগ করেন; অতএব উভয়ের সাম্য আছে। যেমন বেদিতে কুশ আস্তীর্ণ হয়, ঐরূপ হৃদয়দেশেও বহির্ভাগে লোম আস্তীর্ণ দেখা যায়; অতএব লোমই কুশ। হৃদয় গার্হপত্য অগ্নি, মনঃ অন্বাহার্য্য-পচন নামক অগ্নি, যে হেতু, গার্হপত্য অগ্নি হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া তাহা সংস্কৃত করত স্থাপন করা হয়। এইরূপ হৃদয় হইতে মন সংস্কার করা হয়, অতএব হৃদয় গার্হপত্যাগ্নি, মন অন্বাহার্য্যপচনাগ্নি, মুখ আহবনীয় অগ্নি, যে হেতু, যাহাতে দেবোদ্দেশে হবি আহুত হয়, উহাই আহবনীয় অগ্নি, এইরূপ মুখে অন্নাদি প্রক্ষিপ্ত হয়, উহা আত্মা ভোগ করে ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশঃ খণ্ডঃ

তৎ যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ, তদ্ধোমীয়ং, স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ "প্রাণায় স্বাহা" ইতি, প্রাণস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—এইরূপ নিশ্চিত হওয়ার পর অর্থাৎ নিজের বক্ষঃস্থলকে বেদী ইত্যাদিরূপে কল্পনা করিবে ইত্যাদি স্থির হওয়ার পর আহারকালে যে অন্ন প্রথম আগমন করে, অর্থাৎ অন্নের যে প্রথম গ্রাস, তাহাই হোমীয় অর্থাৎ হোমের উপ-যোগী। সেই ভোক্তা যে প্রথম আহুতির দ্বারা হোম করিবে, তাহা 'প্রাণায় স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবে, তাহাতে প্রাণ তৃপ্তিলাভ করে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্রৈবং সতি যদ্ভক্তং প্রথমং ভোজনকালে আগচ্ছেৎ ভোজনার্থং, তং হোমীয়ং তদ্ধোতব্যম্, অগ্নিহোত্রসম্পন্মাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, নাগ্নিহোত্রাঙ্গেতি কর্ত্তব্যতাপ্রাপ্তিঃ ইহ, স ভোক্তা যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ, তাং কথং জুহুয়াদিত্যাহ— প্রাণায় স্বাহেত্যনেন মন্ত্রেণ, আহুতিশব্দাদবদানপ্রমাণমন্নং প্রক্ষিপেদিত্যর্থঃ, তেন প্রাণস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সে বিষয়ে এইরূপ স্থিরই যখন হইল, অর্থাৎ বৈশ্বানরাভিজ্ঞের বক্ষঃস্থলই যখন অগ্নিহোত্রের বেদী প্রভৃতি রূপে কল্পিত হইল, তখন বুঝিতে হইবে যে, ভোজনের সময়ে যে অন্ন প্রথমেই ভোজনের নিমিত্ত আগত হয়, (অর্থাৎ অন্নের প্রথম গ্রাস) সেই অন্নই হোমীয় অর্থাৎ হোমের উপযোগী অর্থাৎ তাহা দ্বারাই প্রথম আহুতি প্রদান করিবে। এস্থানে অগ্নিহোত্রভাব সম্পাদনমাত্রই অথবা তাদৃশ চিন্তা করাই একমাত্র অভিপ্রায়, এ জন্য বাস্তবিক অগ্নিহোত্রের অঙ্গস্বরূপ যে সমস্ত ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ অনুষ্ঠানসমূহ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা এস্থানে অনাবশ্যক। বৈশ্বানর আত্মবিষয়ে অভিজ্ঞ ভোক্তা প্রথমে যে আহুতি প্রদান করিবেন, তাহা কিরূপ ভাবে করিবেন? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতে-ছেন, 'প্রাণায় স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করিবেন। এস্থানে আহুতি শব্দের উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্রে যে পরিমাণ অন্ন আহুতি দিবার বিধি আছে, সেই পরিমাণ অন্নই আহুতি দিবে। তাহাতে প্রাণ তৃপ্তিলাভ করে। (এস্থানে জ্ঞাতব্য এই যে—পূর্ব্বে বৈশ্বানরবিদ্যাভিজ্ঞের বক্ষঃস্থলকে বেদিরূপে কল্পনা করিয়া অগ্নিহোত্র সম্পাদনের বিষয় বলা হইয়াছে, সম্প্রতি কিরূপে অগ্নিহোত্র সম্পাদন করিবে, তাহা বলা আবশ্যক বিবেচনায় তাহারই

ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ উপাসকের দৈনিক আহার্য্য অন্নকেই আহুতি-রূপে কল্পনা করিয়া শ্রুতি ঐরূপ উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক অগ্নিহোত্রে আরও অনেকরূপ অঙ্গের ব্যবস্থা আছে, এস্থানে সে সমস্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। আরও একটি জ্ঞাতব্য এই যে, ভাষ্যের মধ্যে যে 'কথম্?' এই শব্দটি আছে, ইহার দ্বারা তিনটি বিষয় জিজ্ঞাস্য হইয়াছিল, প্রথম হোমের মন্ত্র কি? হোমের দ্রব্য কি? ও হোমের ফল কি? তাহার উত্তর যথাক্রমেই দেওয়া হইয়াছে। মন্ত্র—প্রাণায় স্বাহা, হোমের দ্রব্য—আহার্য্য অন্ন, ফল—প্রাণের তৃপ্তি। দেবতাদিগের উদ্দেশে যে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদত্ত হয়, ঐ স্বাহা শব্দের সাধারণ অর্থ তৃপ্তি)॥ ১॥

প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি, চক্ষুষি তৃপ্যত্যাদিত্যস্তৃপ্যতি, আদিত্যে তৃপ্যতি দ্যৌস্তৃপ্যতি, দিবি তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ দ্যৌশ্চ আদিত্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি, তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি॥ ২॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য একোনবিংশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্তি লাভ করে, চক্ষু তৃপ্তি লাভ করিলে আদিত্য অর্থাৎ চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্য তৃপ্তি লাভ করেন। আদিত্য তৃপ্তি লাভ করিলে দ্যুলোক তৃপ্তি লাভ করে। দ্যুলোক তৃপ্তি লাভ করিলে আদিত্য ও দ্যুলোক যে কিছু পদার্থের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ যাহাদের পরিচালক, তাহারা তৃপ্তি লাভ করে। তাহার তৃপ্তি অনুসারে ভোক্তা স্বয়ংও প্রজা অর্থাৎ সন্তান, পশু, অন্নাদ্য, দৈহিক তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস অর্থাৎ স্বাধ্যায়জনিত মানসিক তেজের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন॥ ২॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে একোনবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি, চক্ষুষি আদিত্যো দ্যৌশ্চেত্যাদি তৃপ্যতি, যচ্চান্যদ্দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চ স্বামিত্বেনাধিতিষ্ঠতঃ, তচ্চ তৃপ্যতি, তস্য তৃপ্তিমনু স্বয়ং ভুঞ্জানস্তৃপ্যতি, এবং প্রত্যক্ষম্। কিঞ্চ প্রজাদিভিশ্চ। তেজঃ শরীরস্থা দীপ্তিরুজ্জ্বলত্বং প্রাগলভ্যং বা, ব্রহ্মবর্চ্চসং বৃত্তস্বাধ্যায়নিমিত্তং তেজঃ। ২।

ইতি পঞ্চম প্রপাঠকে একোনবিংশখণ্ডভাষ্যম্। ১৯।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষুঃ তৃপ্তি লাভ করে।

চক্ষুঃ তৃপ্ত হইলে আদিত্য ও আদিত্য তৃপ্ত হইলে দ্যুলোক তৃপ্তি লাভ করে। আর দ্যুলোক ও আদিত্য অন্য যে সমস্ত পদার্থে স্বামিরূপে অর্থাৎ তাহাদের প্রভু বা পরিচালকরূপে অধিষ্ঠান করেন, তাহারাও তৃপ্তিলাভ করে। তাহাদের তৃপ্তির অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং ভোক্তাও তৃপ্তি লাভ করেন, ইহা প্রত্যক্ষ। কেবল স্বয়ংই যে তৃপ্তিলাভ করেন, তাহা নহে, প্রজা, পশু, অন্নাদ্য, তেজ অর্থাৎ শারীরিক দীপ্তি বা উজ্জ্বলতা অথবা প্রগল্‌ভতা অর্থাৎ বাগ্মিতা ও ব্রহ্মবর্চ্চস অর্থাৎ সদাচার এবং স্বাধ্যায়জনিত তেজের দ্বারাও তৃপ্তি লাভ করেন অর্থাৎ সন্তান, পশু, অন্ন, শারীরিক তেজ অথবা বাগ্মিতা ও সদাচার এবং বেদাধ্যয়ন-জনিত তেজ ইহারা সকলেই পুষ্টিলাভ করে ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে একোনবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

বিংশঃ খণ্ডঃ

অথ যাং দ্বিতীয়াং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ "ব্যানায় স্বাহা" ইতি, ব্যানস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর যে দ্বিতীয় আহুতি প্রদান করিবে, অর্থাৎ ভোক্তা আহারের সময় যে দ্বিতীয় গ্রাস ভোজন করে, তাহাতে 'ব্যানায় স্বাহা' এই বলিয়া আহুতি দিবে। ইহার দ্বারা ব্যান বায়ু তৃপ্তি লাভ করে ॥ ১ ॥

ব্যানে তৃপ্যতি শ্রোত্রং তৃপ্যতি, শ্রোত্রে তৃপ্যতি চন্দ্রমাস্তৃপ্যতি, চন্দ্রমসি তৃপ্যতি দিশস্তৃপ্যন্তি, দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু যৎকিঞ্চ দিশশ্চ চন্দ্রমাশ্চাধিতিষ্ঠন্তি তত্তৃপ্যতি, তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য বিংশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—ব্যান বায়ু তৃপ্তি লাভ করিলে শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করিলে চন্দ্র তৃপ্তি লাভ করেন। চন্দ্র তৃপ্তি লাভ করিলে দিক্‌সমূহ তৃপ্ত হয়। দিক্‌সমূহ তৃপ্তি লাভ করিলে—দিক্‌সমূহ ও চন্দ্র যে সমস্ত পদার্থে অধিষ্ঠিত আছেন অর্থাৎ অধিপতিরূপে তাহাদিগকে পরিচালিত করেন, তাহারাও তৃপ্তি লাভ করে। তাহারা তৃপ্তি লাভ করিলে সেই সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং ভোক্তাও প্রজা, পশু, অন্নাদ্য অর্থ প্রচুর অন্ন, দৈহিক তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস অর্থাৎ সদাচার ও বেদাধ্যয়ন জন্য মানসিক তেজের দ্বারা তৃপ্ত হন অর্থাৎ পুষ্টি লাভ করেন ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে বিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যাং দ্বিতীয়াম্ ॥ ১-২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে বিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২০ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর যে দ্বিতীয় আহুতি ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ১-২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে বিংশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমপ্রপাঠকে

একবিংশঃ খণ্ডঃ

অথ যাং তৃতীয়াং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ "অপানায় স্বাহা" ইতি, অপানস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর যে তৃতীয় আহুতি প্রদান করিবে অর্থাৎ ভোক্তা তৃতীয় গ্রাস মুখে প্রদান করিবে, তাহা "অপানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে আহুতি দিবে। তাহাতে অপান বায়ু তৃপ্তিলাভ করে ॥ ১ ॥

অপানে তৃপ্যতি বাক্ তৃপ্যতি, বাচি তৃপ্যন্ত্যামগ্নিস্তৃপ্যতি, অগ্নৌ তৃপ্যতি পৃথিবী তৃপ্যতি, পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ পৃথিবী চাগ্নিশ্চাধিতিষ্ঠতঃ, তত্তৃপ্যতি, তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য একবিংশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—অপান বায়ু তৃপ্তি লাভ করিলে বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে। বাগিন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করিলে তাহার অধিষ্ঠাতা অগ্নি তৃপ্তি লাভ করেন। অগ্নি তৃপ্ত হইলে পৃথিবী তৃপ্তি লাভ করে। পৃথিবী তৃপ্তি লাভ করিলে পৃথিবী ও অগ্নি যে সমস্ত পদার্থে অধিষ্ঠিত আছেন অর্থাৎ অধিপতিরূপে যাহাদিগকে পরিচালিত করেন, তাহারাও তৃপ্তি লাভ করে। তাহারা তৃপ্তি লাভ করিলে সেই সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তা নিজেও প্রজা, পশু, অন্নাদ্য অর্থাৎ প্রভূত অন্ন, দৈহিক তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা তৃপ্ত হন অর্থাৎ তাহারাও পুষ্ট হওয়ায় নিজেও পুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে একবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যাং তৃতীয়াম্। ১-২।

ইতি পঞ্চম প্রপাঠকে একবিংশখণ্ডভাষ্যম্। ২১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর যে তৃতীয় আহুতি ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ১-২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে একবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ

অথ যাং চতুর্থীং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ "সমানায় স্বাহা" ইতি ; সমানস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর যে চতুর্থ আহুতি দান করিবে, অর্থাৎ ভোক্তা যে চতুর্থ গ্রাস গ্রহণ করিবে, তাহাতে "সমানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে আহুতি দান করিবে। এইরূপ করিলে সমান বায়ু তৃপ্ত হয় ॥ ১ ॥

সমানে তৃপ্যতি মনস্তৃপ্যতি, মনসি তৃপ্যতি পর্জ্জন্যস্তৃপ্যতি, পর্জ্জন্যে তৃপ্যতি বিদ্যুত্তৃপ্যতি, বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ বিদ্যুচ্চ পর্জ্জন্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি, তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সমান বায়ু তৃপ্ত হইলে মন তৃপ্তি লাভ করে। মন তৃপ্তি লাভ করিলে পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘ বা মেঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তৃপ্তি লাভ করেন। পর্জ্জন্য তৃপ্তি লাভ করিলে বিদ্যুৎ তৃপ্তি লাভ করে। বিদ্যুৎ তৃপ্ত হইলে বিদ্যুৎ ও পর্জ্জন্য যে সমস্ত পদার্থে অধিষ্ঠিত আছেন, তাহারা তৃপ্তি লাভ করে। তাহারা তৃপ্তি লাভ করিলে সেই সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং ভোক্তাও প্রজা, পশু, প্রচুর অন্ন, দৈহিক তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস লাভ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বাবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যাং চতুর্থীমিতি সমানম্ ॥ ১-২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বাবিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর যে চতুর্থ আহুতি ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ১-২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বাবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমপ্রপাঠকে

ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ

অথ যাং পঞ্চমীং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ "উদানায় স্বাহা" ইতি ; উদানস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর যে পঞ্চম আহুতি প্রদান করিবে অর্থাৎ পঞ্চম গ্রাস গ্রহণ করিবে, সেই সময়ে "উদানায় স্বাহা" এই বলিয়া আহুতি দান করিবে। তাহাতে উদান বায়ু তৃপ্তি লাভ করে ॥ ১ ॥

উদানে তৃপ্যতি ত্বক্ তৃপ্যতি, ত্বচি তৃপ্যন্ত্যাং বায়ুস্তৃপ্যতি, বায়ৌ তৃপ্যত্যাকাশস্তৃপ্যতি, আকাশে তৃপ্যতি যৎকিঞ্চ বায়ুশ্চাকাশশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি, তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—উদান বায়ু তৃপ্তি লাভ করিলে ত্বক্ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয় তৃপ্তিলাভ করে। ত্বগিন্দ্রিয় তৃপ্ত হইলে বায়ু তৃপ্তি লাভ করে। বায়ু তৃপ্ত হইলে আকাশ তৃপ্তি লাভ করে। আকাশ তৃপ্ত হইলে বায়ু ও আকাশ যে সমস্ত পদার্থে অধিষ্ঠিত আছে, তাহারা তৃপ্তি লাভ করে। তাহারা তৃপ্তি লাভ করিলে পর সেই সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং ভোক্তাও প্রজা, পশু, প্রচুর অন্ন, দৈহিক তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস লাভ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যাং পঞ্চমীমিতি সমানম্। ১-২।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্রয়োবিংশখণ্ডভাষ্যম্। ২৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর যে পঞ্চম আহুতি প্রদান করিবে ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ১-২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমপ্রপাঠকে

চতুর্বিবংশঃ খণ্ডঃ

স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, যথাঽঙ্গারানপোহ্য ভস্মনি জুহুয়াৎ, তাদৃক্ তৎ স্যাৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর বিজ্ঞান না জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, প্রজ্বলিত অগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে আহুতি দিলে যেরূপ হয়, সেই ব্যক্তির অগ্নিহোত্রও সেইরূপ হয় জানিবে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স যঃ কশ্চিদিদং বৈশ্বানরদর্শনং যথোক্তমবিদ্বান্ সন্নগ্নিহোত্রং প্রসিদ্ধং জুহোতি, যথা অঙ্গারান্ আহুতিযোগ্যান্ অপোহ্য অনাহুতিস্থানে ভস্মনি জুহুয়াৎ, তাদৃক্ তত্তুল্যং তস্য তদগ্নিহোত্রহবনং স্যাৎ, বৈশ্বানরবিদঃ অগ্নিহোত্রমপেক্ষ্য, ইতি প্রসিদ্ধাগ্নিহোত্রনিন্দয়া বৈশ্বানরবিদোঽগ্নিহোত্রং স্তূয়তে ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত এই বৈশ্বানর বিজ্ঞানকে না জানিয়া প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্র হোম করে, আহুতি দানের যোগ্য প্রজ্বলিত অঙ্গার অর্থাৎ অগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়া আহুতির অযোগ্য ভস্মে হোম করিলে যেরূপ হয়, তাহার সেই অগ্নিহোত্র হোমও ঠিক সেইরূপই হয়। বৈশ্বানর বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির অগ্নিহোত্র অপেক্ষা প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রের নিন্দা দ্বারা বৈশ্বানরবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির অগ্নিহোত্রের প্রশংসা করা হইতেছে অর্থাৎ বৈশ্বানরাভিজ্ঞের অগ্নিহোত্রই সফল হয় ॥ ১ ॥

অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু, সর্ব্বেষু ভূতেষু, সর্ব্বেষু চাত্মসু হুতং ভবতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—আর যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানরবিজ্ঞানকে উক্তরূপে জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, সমস্ত লোকে সমস্ত প্রাণীতে ও সমস্ত আত্মাতেই তাহার হোম করা হয় ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অতশ্চ এতৎ বিশিষ্টমগ্নিহোত্রং, কথম্? অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য যথোক্তবৈশ্বানরবিজ্ঞানবতঃ সর্ব্বেষু লোকেষিত্যাদ্যুক্তার্থম্; হুতমন্নমত্তীত্যনয়োরেকার্থত্বাৎ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এ কারণেও এই অগ্নিহোত্রের বৈশিষ্ট্য আছে। কি কারণে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—পক্ষান্তরে অর্থাৎ আরও

ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ

অথ যাং পঞ্চমীং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ "উদানায় স্বাহা" ইতি; উদানস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর যে পঞ্চম আহুতি প্রদান করিবে অর্থাৎ পঞ্চম গ্রাস গ্রহণ করিবে, সেই সময়ে "উদানায় স্বাহা" এই বলিয়া আহুতি দান করিবে। তাহাতে উদান বায়ু তৃপ্তি লাভ করে ॥ ১ ॥

উদানে তৃপ্যতি ত্বক্ তৃপ্যতি, ত্বচি তৃপ্যন্ত্যাং বায়ুস্তৃপ্যতি, বায়ৌ তৃপ্যত্যাকাশস্তৃপ্যতি, আকাশে তৃপ্যতি যৎকিঞ্চ বায়ুশ্চাকাশশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি, তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—উদান বায়ু তৃপ্তি লাভ করিলে ত্বক্ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয় তৃপ্তিলাভ করে। ত্বগিন্দ্রিয় তৃপ্ত হইলে বায়ু তৃপ্তি লাভ করে। বায়ু তৃপ্ত হইলে আকাশ তৃপ্তি লাভ করে।, আকাশ তৃপ্ত হইলে বায়ু ও আকাশ যে সমস্ত পদার্থে অধিষ্ঠিত আছে, তাহারা তৃপ্তি লাভ করে। তাহারা তৃপ্তি লাভ করিলে পর সেই সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং ভোক্তাও প্রজা, পশু, প্রচুর অন্ন, দৈহিক তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস লাভ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যাং পঞ্চমীমিতি সমানম্ ॥ ১-২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্রয়োবিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর যে পঞ্চম আহুতি প্রদান করিবে ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ১-২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ

স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, যথাঽঙ্গারানপোহ্য ভস্মনি জুহুয়াৎ, তাদৃক্ তৎ স্যাৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর বিজ্ঞান না জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, প্রজ্বলিত অগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে আহুতি দিলে যেরূপ হয়, সেই ব্যক্তির অগ্নিহোত্রও সেইরূপ হয় জানিবে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স যঃ কশ্চিদিদং বৈশ্বানরদর্শনং যথোক্তমবিদ্বান্ সন্নগ্নিহোত্রং প্রসিদ্ধং জুহোতি, যথা অঙ্গারান্ আহুতিযোগ্যান্ অপোহ্য অনাহুতিস্থানে ভস্মনি জুহুয়াৎ, তাদৃক্ তত্তুল্যং তস্য তদগ্নিহোত্রহবনং স্যাৎ, বৈশ্বানরবিদঃ অগ্নিহোত্রমপেক্ষ্য, ইতি প্রসিদ্ধাগ্নিহোত্রনিন্দয়া বৈশ্বানরবিদোঽগ্নিহোত্রং স্তূয়তে ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত এই বৈশ্বানর বিজ্ঞানকে না জানিয়া প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্র হোম করে, আহুতি দানের যোগ্য প্রজ্বলিত অঙ্গার অর্থাৎ অগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়া আহুতির অযোগ্য ভস্মে হোম করিলে যেরূপ হয়, তাহার সেই অগ্নিহোত্র হোমও ঠিক সেইরূপই হয়। বৈশ্বানর বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির অগ্নিহোত্র অপেক্ষা প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রের নিন্দা দ্বারা বৈশ্বানরবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির অগ্নিহোত্রের প্রশংসা করা হইতেছে অর্থাৎ বৈশ্বানরাভিজ্ঞের অগ্নিহোত্রই সফল হয় ॥ ১ ॥

অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু, সর্ব্বেষু ভূতেষু, সর্ব্বেষু চাত্মসু হুতং ভবতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—আর যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানরবিজ্ঞানকে উক্তরূপে জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, সমস্ত লোকে সমস্ত প্রাণীতে ও সমস্ত আত্মাতেই তাহার হোম করা হয় ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অতশ্চ এতৎ বিশিষ্টমগ্নিহোত্রং, কথম্? অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য যথোক্তবৈশ্বানরবিজ্ঞানবতঃ সর্ব্বেষু লোকেষিত্যাদ্যুক্তার্থম্; হুতমন্নমত্তীত্যনয়োরেকার্থত্বাৎ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এ কারণেও এই অগ্নিহোত্রের বৈশিষ্ট্য আছে। কি কারণে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—পক্ষান্তরে অর্থাৎ আরও

দেখ, যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর বিজ্ঞানকে উক্তরূপে জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, পূর্ব্বোক্ত বৈশ্বানর বিদ্যায় অভিজ্ঞ সেই ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত লোকে, সমস্ত প্রাণীতে ও সমস্ত আত্মাতেই হোম করা হয় অর্থাৎ 'হুত' ও 'অন্নভোজন করে' এই দুইটি শব্দের অর্থ একই, অর্থাৎ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সমস্ত প্রাণীরই অন্ন ভোজন করে, এ স্থানেও সমস্ত লোকাদিতে হোম করে বলায় উভয়েরই অর্থ একইরূপ জানিবে, অর্থাৎ সে সর্ব্বধামে ও সর্ব্ববিশ্বে সকল ইন্দ্রিয়াদি অভিমানী আত্মাতে অন্নাদি ভোগ করে ॥ ২ ॥

তদযথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে, য এতদেবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি ॥৩॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর বিজ্ঞানকে উক্তরূপে অবগত হইয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, ইষীকা অর্থাৎ শরের ন্যায় একপ্রকার তৃণবিশেষ, তাহার তূলা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়, ঐ হোমকারী ব্যক্তিরও সমস্ত পাপই তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ, তৎ যথা ইষীকায়াস্তূলমগ্নৌ প্রোতং প্রক্ষিপ্তং প্রদূয়েত প্রদহ্যেত ক্ষিপ্রম্, এবং হ অস্য বিদুষঃ সর্ব্বাত্মভূতস্য সর্ব্বান্নানামত্তুঃ সর্ব্বে নিরবশিষ্টাঃ পাপ্মানো ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যা অনেকজন্মসঞ্চিতা ইহ চ প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তের্জ্ঞানসহভাবিনশ্চ প্রদূয়ন্তে প্রদহ্যেরন্, বর্ত্তমানশরীরারম্ভকপাপ্মবর্জ্জং, লক্ষ্যং প্রতি মুক্তেষুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাত্তস্য ন দাহঃ। য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি ভুংক্তে। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আরও দেখ, ইষীকার তূলা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন অতি শীঘ্র ভস্ম হইয়া যায়, সকলের আত্মস্বরূপ ও সর্ব্বান্নভোক্তা এই বৈশ্বানর বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও বহুজন্মসঞ্চিত এবং বর্ত্তমান জন্মেও জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে ও জ্ঞানোৎপত্তির সমকালে সঞ্জাত ধর্ম্মাধর্ম্মনামক সমস্ত পাপই নিঃশেষরূপে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু যে পাপের ফলে বর্ত্তমান শরীর ধারণ করিতে হইয়াছে, সেই পাপমাত্রই ভস্ম হয় না, কারণ, কোন একটি বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলে তাহাকে যেমন আর ফিরান যায় না, সে সেই লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে, সেইরূপ যে পাপের ফলে এই দেহ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হওয়ায় তাহা আর বিনষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর বিজ্ঞানকে উক্তরূপে জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন অর্থাৎ ভোজন করেন, তাঁহার পাপসমূহ ভস্মীভূত হয়। (ভাব এই যে—ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক,

তাহাদের তিনটি বিভাগ আছে ;—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ। তাহাদের মধ্যে জন্মজন্মান্তরে যে সমস্ত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম আচরণ করে, তাহারা ফলদানের জন্য উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, যথাসময়ে তাহার ফলভোগ করিতেই হয়, ইহাই সঞ্চিত। আর জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত যে সমস্ত কর্ম্মের ফলে বর্ত্তমান দেহ উৎপন্ন হইয়া পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে ফল ভোগ করিতে হইতেছে, তাহার নাম প্রারব্ধ। আর বর্ত্তমান দেহে যে সমস্ত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম আচরণ করা যায়, তাহাদিগকেই ক্রিয়মাণ বলে। ইহাদের মধ্যে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহ জ্ঞানোদয়ের পর বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনষ্ট হয় না, যত দিন তাহার ফলভোগ শেষ না হয়, তত দিন তাহা বিদ্যমান থাকে, ভোগশেষ হইলে তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ; যেমন কোন একটি লক্ষ্য বস্তুকে উদ্দেশ করিয়া শর নিক্ষেপ করিলে সেই শরের বেগ যতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, ততক্ষণ তাহা লক্ষ্যোদ্দেশে চলিতেই থাকে, নিবৃত্ত হয় না, প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগও তেমনই ভোগকাল নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না) ॥ ৩ ॥

তস্মাদু হৈবংবিৎ যদ্যপি চণ্ডালায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেৎ, আত্মনি হৈবাস্য তদ্বৈশ্বানরে হুতꣳ স্যাদিতি। তদেষ শ্লোকঃ—॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—এ নিমিত্ত এই বৈশ্বানর বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি চণ্ডালকেও উচ্ছিষ্ট দান করেন, তাহাও তাঁহার আত্মস্বরূপ বৈশ্বানরেই আহুতি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে—॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সঃ যদ্যপি চণ্ডালায় উচ্ছিষ্টানর্হায় উচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেদুচ্ছিষ্টং দদ্যাৎ, প্রতিষিদ্ধমুচ্ছিষ্টদানং যদ্যপি কুর্য্যাৎ, আত্মনি হৈবাস্য চণ্ডালদেহস্থে বৈশ্বানরে তৎ হুতং স্যাৎ, ন অধর্ম্মনিমিত্তমিতি বিদ্যামেব স্তৌতি। তদেতস্মিন্ স্তুত্যর্থে শ্লোকো মন্ত্রোঽপ্যেষ ভবতি ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই ব্যক্তি যদি উচ্ছিষ্ট দানেরও অযোগ্য চণ্ডালকেও উচ্ছিষ্ট দান করেন, অর্থাৎ নিষিদ্ধ উচ্ছিষ্টও যদি দান করা হয়, তাহা হইলেও তাহা তাঁহার চণ্ডালদেহে অবস্থিত বৈশ্বানর আত্মাতেই আহুত হয়, অতএব উক্ত নিষিদ্ধ আচরণেও পাপোৎপত্তি হয় না। এই কথা দ্বারা বিদ্যার প্রশংসা করাই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেই এই স্তুতিবিষয়ে একটি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্র আছে—॥ ৪ ॥

যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে, এবং সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসতে ইত্যগ্নিহোত্রমুপাসতে ইতি ॥ ৫ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ।

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্ব্রাহ্মণে পঞ্চমপ্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—এই সংসারে ক্ষুধার্ত্ত বালকগণ যেমন মাতার উপাসনা করে, সেইরূপ সমস্ত প্রাণীই অগ্নিহোত্রের উপাসনা করে—অগ্নিহোত্রের উপাসনা করে ॥৫॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যথেহ লোকে ক্ষুধিতা বুভুক্ষিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে—কদা নো মাতা অন্নং প্রযচ্ছতীতি, এবং সর্ব্বাণি ভূতানি অন্নাদানি এবংবিদোঽগ্নিহোত্রং ভোজনমুপাসতে, কদা ত্বসৌ ভোক্ষ্যতে ইতি ; জগৎ সর্ব্বং বিদ্বদ্ভোজনেন তৃপ্তং ভবতীত্যর্থঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থা ॥ ৫ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্ব্বিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্বিবরণে পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই জগতে ক্ষুধিত বালকগণ যেমন মাতার আরাধনা করে অর্থাৎ কখন্ জননী আমাদিগকে অন্ন প্রদান করিবেন, এই আশায় তাঁহার সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ অন্নভোক্তা সমস্ত প্রাণীই এই বৈশ্বানর বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির অগ্নিহোত্ররূপ ভোজনকে উপাসনা করে যে, কখন্ ইনি ভোজন করিবেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ বিদ্বান্ ব্যক্তির ভোজনেই সমস্ত জগৎ অর্থাৎ জগদ্বাসি-প্রাণিমাত্রেই তৃপ্ত হইয়া থাকে। অধ্যায় সমাপ্ত হইল বলিয়া "অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে" এই বাক্যটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চম প্রপাঠক সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ প্রপাঠকঃ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস। তংহ পিতোবাচ, শ্বেতকেতো! বস ব্রহ্মচর্য্যং, ন বৈ সৌম্য! অস্মৎকুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—শ্বেতকেতু নামে আরুণির পুত্র ও অরুণের পৌত্র কোন ব্যক্তি ছিলেন। পিতা আরুণি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে শ্বেতকেতো! ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। হে সৌম্য! অর্থাৎ প্রিয়দর্শন! আমাদের বংশে সমুদ্ভূত কোন ব্যক্তিই বেদাধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর ন্যায় হয় নাই ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ওঁ শ্বেতকেতুঃ হ আরুণেয় আস ইত্যাদ্যাধ্যায়সম্বন্ধঃ। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ "ইত্যুক্তং, কথং তস্মাজ্জগদিদং জায়তে, তস্মিন্নেব চ লীয়তে, অনিতি চ তেনৈব ইত্যেতদ্বক্তব্যম্। অনন্তরঞ্চৈকস্মিন্ ভুক্তে বিদুষি সর্ব্বং জগত্তৃপ্তং ভবতীত্যুক্তং, তদেকত্বে সতি আত্মনঃ সর্ব্বভূতস্থস্যোপপদ্যতে, ন আত্মভেদে, কথঞ্চ তদেকত্বম্? ইতি তদর্থোঽয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায় আরভ্যতে। পিতাপুত্রাখ্যায়িকা বিদ্যায়াঃ সারিষ্ঠত্বপ্রদর্শনার্থা। শ্বেতকেতুরিতি নামতো হ ইত্যৈতিহ্যার্থম্। আরুণেয়ঃ অরুণস্য পৌত্র আস বভূব। তং পুত্রং হ আরুণিঃ পিতা যোগ্যং বিদ্যাভাজনং মন্বানস্তস্যোপনয়নকালাত্যয়ঞ্চ পশ্যন্নুবাচ—হে শ্বেতকেতো! অনুরূপং গুরুং কুলস্য নো গত্বা বস ব্রহ্মচর্য্যম্; ন চৈতদ্যুক্তং যৎ, অস্মৎকুলীনো হে সৌম্য! অননূচ্য অনধীত্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি, ব্রাহ্মণান্ বন্ধূন্ ব্যপদিশতি, ন স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্ত ইতি। তস্যাতঃ প্রবাসোঽনুমীয়তে পিতুঃ, যেন স্বয়ং গুণবান্ সন্ পুত্রং নোপনেষ্যতি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'শ্বেতকেতু নামক আরুণেয় ছিলেন' এই বাক্যের সহিত পূর্ব্ব অধ্যায়ের সম্বন্ধ দেখান যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, সমস্তই ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেই লীন হয় ও ব্রহ্মেই অবস্থিত"। সেই ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? কিরূপেই বা তাঁহাতেই লীন হয়? এবং কিরূপেই বা তাঁহা দ্বারাই জীবিত থাকে? ইহা বলা প্রয়োজন। আর ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "এক জন বৈশ্বানরাভিজ্ঞ ব্যক্তির ভোজনেই সমস্ত জগৎই তৃপ্ত হয়" কিন্তু সর্ব্বপ্রাণীতেই অবস্থিত আত্মার একত্ব যদি প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলেই একের ভোজনে সমস্ত জগতের তৃপ্তি হওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আত্মার ভেদ স্বীকার করিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে না,

এরূপ ক্ষেত্রে সেই একত্বই বা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? এই সমস্ত বিষয় আলোচনার জন্য এই ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে। অর্থাৎ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্' এই শ্রুতিতে যে ব্রহ্ম হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মেই অবস্থিত ও ব্রহ্মেই লীন হয় বলা হইয়াছে, তাহার উপপাদন ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্তই এই ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে।

ব্রহ্মবিদ্যার সারবত্তা প্রতিপাদনের নিমিত্ত পিতা ও পুত্রের পরস্পর আখ্যায়িকা অর্থাৎ গল্পবিশেষ কথিত হইতেছে—মূলের 'হ' এই শব্দটি ঐতিহ্য অর্থাৎ পুরাবৃত্ত বা ইতিহাসার্থক, অর্থাৎ এইরূপ ইতিহাস আছে যে, আরুণেয় অর্থাৎ অরুণের পৌত্র শ্বেতকেতু নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। পিতা আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বিদ্যাগ্রহণের উপযুক্ত হইয়াছে মনে করিয়া এবং তাঁহার উপনয়নের কাল অতীত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, হে শ্বেতকেতো! তুমি আমাদিগের উপযুক্ত গুরুগৃহে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস কর। হে প্রিয়দর্শন! আমাদের বংশে উৎপন্ন কোন ব্যক্তি অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর ন্যায় হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ব্রহ্মবন্ধু শব্দের অর্থ—ব্রাহ্মণদিগকে বন্ধু অর্থাৎ নিজের আত্মীয় বলিয়াই পরিচয় দেয়, কিন্তু নিজে ব্রাহ্মণের কোন আচার প্রতিপালন করে না। ইহা দ্বারা এইরূপ অনুমান হয় যে, শ্বেতকেতুর পিতা নিজে প্রবাসে গমন করিবেন, তাহা না হইলে নিজে গুণবান্ হইয়াও কেন পুত্রের উপনয়ন দিবেন না॥ ১॥

স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্ব্বিংশতি বর্ষঃ সর্ব্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায় ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গুরুগৃহে গমন করিয়া চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে স্থানে বাস করিয়া সমস্ত বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক মহামনা অর্থাৎ গম্ভীরস্বভাব, পণ্ডিতম্মন্য ও স্তব্ধ অর্থাৎ অবিনয়ী হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স পিত্রোক্তঃ শ্বেতকেতুঃ হ দ্বাদশবর্ষঃ সন্ উপেত্যাচার্য্যং যাবচ্চতুর্ব্বিংশতিবর্ষো বভূব, তাবৎ সর্ব্বান্ বেদাংশ্চতুরোঽপ্যধীত্য তদর্থঞ্চ বুদ্ধা মহামনা মহৎ গম্ভীরং মনো যস্য অসমমাত্মানমন্যৈর্ম্মন্যমানং মনো যস্য সোঽয়ং মহামনাঃ, অনূচানমানী অনূচানম্ আত্মানং মন্যতে ইত্যেবংশীলো যঃ সোঽনূচানমানী, স্তব্ধোঽপ্রণত-স্বভাব এয়ায় গৃহম্। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই শ্বেতকেতু পিতাকর্ত্তৃক ঐরূপ

আদিষ্ট হইয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আচার্য্য অর্থাৎ গুরুসমীপে গমন করিয়া চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ার মধ্যে সমগ্র বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া ও তাহার অর্থবিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া মহামনা—মহৎ অর্থাৎ গম্ভীর যাহার মন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের সহিত নিজেকে সমান মনে করে না, উচ্চ বলিয়াই মনে করে তাদৃশ, অর্থাৎ আত্মাভিমানী, অনূচানমানী—যে ব্যক্তি নিজেকে খুব অধীতী অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও শাস্ত্রব্যাখ্যাতা মনে করে, তদ্রূপ অর্থাৎ পাণ্ডিত্যাভিমানী এবং স্তব্ধ অর্থাৎ অবিনীতস্বভাব বা উদ্ধতপ্রকৃতি হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

তং হি পিতোবাচ, শ্বেতকেতো! যন্নু সোম্য! ইদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽসি, উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ, যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি? ॥৩॥

অনুবাদ।—পিতা আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! অর্থাৎ প্রিয়দর্শন! শ্বেতকেতো! তুমি যে এইরূপ মহামনা অর্থাৎ অতিগম্ভীরচিত্ত বা আত্মাভিমানী, অনূচানমানী অর্থাৎ পাণ্ডিত্যাভিমানী ও স্তব্ধ অর্থাৎ উদ্ধতস্বভাবসম্পন্ন হইয়াছ, ভাল, তুমি কি তোমার আচার্য্যের নিকট সেই আদেশ অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট হইতে যে উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে, সেই বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? যাহা দ্বারা অর্থাৎ যাহা জানিলে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত, অমত অর্থাৎ অচিন্তিত বিষয়ও মত অর্থাৎ চিন্তার বিষয়ীভূত, ও অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিশেষরূপে জ্ঞানগম্য হয়? ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তমেবম্ভূতং হ আত্মনোঽননুরূপশীলং স্তব্ধং মানিনং পুত্রং দৃষ্ট্বা পিতোবাচ সদ্ধর্মাবতারচিকীর্ষয়া, শ্বেতকেতো! যৎ নু ইদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধশ্চাসি, কস্তে অতিশয়ঃ প্রাপ্ত উপাধ্যায়াৎ উত অপি তমাদেশম্—আদিশ্যতে ইত্যাদেশঃ কেবলশাস্ত্রাচার্য্যোপদেশগম্যমিত্যেতৎ, যেন বা পরং ব্রহ্ম আদিশ্যতে স আদেশস্তম্ অপ্রাক্ষ্যঃ? পৃষ্টবানসি আচার্য্যম্? তমাদেশং বিশিনষ্টি, যেনাদেশেন শ্রুতেন অশ্রুতমপি অন্যচ্ছ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্ অতর্কিতং তর্কিতং ভবতি, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্ অনিশ্চিতং নিশ্চিতং ভবতীতি। সর্ব্বানপি বেদানধীত্য সর্ব্বং চান্যৎ বেদ্যমধিগম্যাপি অকৃতার্থ এব ভবতি, যাবদাত্মতত্ত্বং ন জানাতি ইত্যাখ্যায়িকাতোঽবগম্যতে। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পিতা আরুণি পুত্রকে এইরূপ নিজের অননুরূপ অর্থাৎ বিপরীতস্বভাবসম্পন্ন, উদ্ধতপ্রকৃতি ও বিদ্যাভিমানী দেখিয়া পুত্রের উৎকৃষ্ট ধর্ম্মভাবকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে

শ্বেতকেতো! তুমি যে এইরূপ আত্মাভিমানী, পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীতস্বভাব হইয়াছ, ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তুমি আচার্য্যের নিকট এমন কি উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ করিয়াছ? সেই আদেশ—যাহা আদিষ্ট অর্থাৎ আজ্ঞপ্ত হয়, তাহাই আদেশ, কেবল শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশেই যাহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই আদেশ, অথবা যাহা দ্বারা পরব্রহ্ম আদিষ্ট বা উপদিষ্ট হন, অর্থাৎ যেরূপ উপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই আদেশ, তুমি কি তোমার গুরুকে সেই আদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? সেই আদেশটি কিরূপ? না, যে আদেশ শ্রবণ করিলে অপরাপর অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অমত অর্থাৎ অতর্কিত অর্থাৎ মনের মধ্যে যাহা কল্পনাও করা যায় নাই, সেরূপ বিষয়ও মত অর্থাৎ তর্কিত চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, যাহা অবিজ্ঞাত অর্থাৎ অনিশ্চিত ছিল, তাহাও বিজ্ঞাত অর্থাৎ নিশ্চিত হয়? এই আখ্যায়িকা পাঠে এই জ্ঞানলাভ করা যায় যে, সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিলেও এবং অন্য যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তাহা জানিতে পারিলেও যে পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্বে জ্ঞানলাভ না করা যায়, সে পর্য্যন্ত সমস্ত জ্ঞানই বিফল জানিবে ॥ ৩ ॥

কথং নু ভগবঃ! স আদেশো ভবতীতি? যথা সোম্য! একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—হে ভগবন্! ঐরূপ আদেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পুত্রের এই কথায় উত্তরে পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! যেমন একটিমাত্র মৃৎপিণ্ড দ্বারাই অর্থাৎ মৃন্ময় পদার্থের বিষয় জানিতে পারিলেই সমস্ত মৃন্ময় পদার্থের জ্ঞান জন্মায় যে, মৃত্তিকাই সত্য, বিকার অর্থাৎ তন্নির্ম্মিত ঘট-শরাবাদি কেবল বাচারম্ভণ অর্থাৎ শব্দাত্মক নামমাত্র ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদেতদদ্ভুতং শ্রুত্বা আহ, কথং নু এতদপ্রসিদ্ধমন্য-বিজ্ঞানেনান্যৎ বিজ্ঞাতং ভবতীত্যেবং মন্বানঃ পৃচ্ছতি, কথং নু কেন প্রকারেণ হে ভগবঃ! স আদেশো ভবতীতি? যথা স আদেশো ভবতি, তচ্ছৃণু, হে সোম্য! যথা লোকে একেন মৃৎপিণ্ডেন রুচক-কুম্ভাদিকারণভূতেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বমন্যত্তদ্বিকারজাতং মৃন্ময়ং মৃদ্বিকারজাতং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। কথং মৃৎপিণ্ডে কারণে বিজ্ঞাতে কার্য্যমন্যদ্বিজ্ঞাতং স্যাৎ? নৈষ দোষঃ, কারণেনানন্যত্বাৎ কার্য্যস্য। যন্মন্যসে, অন্যস্মিন্ বিজ্ঞাতে অন্যন্ন জ্ঞায়তে ইতি, সত্যমেবং স্যাৎ, যদি অন্যৎ কারণাৎ কার্য্যং স্যাৎ, ন ত্বেবমন্যৎ কারণাৎ কার্য্যম্। কথং তর্হীদং লোকে "ইদং কারণম্, অয়মস্য বিকারঃ" ইতি? শৃণু, বাচারম্ভণং বাগারম্ভণং বাগালম্বনমিত্যেতৎ। কোঽসৌ? বিকারো নামধেয়ং নামৈব নামধেয়ং,

স্বার্থে ধেয়ট্ প্রত্যয়ঃ। বাগালম্বনমাত্রং নামৈব কেবলং, ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি, পরমার্থতো মৃত্তিকেত্যেব মৃত্তিকৈব তু সত্যং বস্তু অস্তি ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—শ্বেতকেতু পিতার এইরূপ অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, এ আবার কি প্রকার ? একটি বিষয় জানিতে পারিলে অন্য বিষয়ও যে জানিতে পারা যায়, ইহা ত কখন শুনি নাই, এরূপ অপ্রসিদ্ধ ব্যাপার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? এইরূপ মনে করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কি প্রকারে ঐরূপ আদেশ অর্থাৎ উপদেশ হইতে পারে ? পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! ঐরূপ আদেশ যে ভাবে হইতে পারে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই জগতে ঘট, স্থালী, শরাব ইত্যাদির কারণস্বরূপ একমাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিতে পারিলেই অর্থাৎ হাঁড়ি কলসী ইত্যাদি মৃন্ময় দ্রব্যসমূহ কতকটা মাটির দলা হইতেই প্রস্তুত হয় জানিতে পারিলেই যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থের বিষয়ই জানা হইয়া যায় অর্থাৎ যাহার যে নামই হউক না কেন, ইহা মৃত্তিকা হইতেই নির্ম্মিত, অতএব মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এস্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, আচ্ছা, কারণস্বরূপ মৃৎপিণ্ডকে জানিতে পারিলেই কার্য্যস্বরূপ অন্য সমস্ত মৃন্ময় দ্রব্যের জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ উক্তি দোষাবহ নহে, কেন না, কারণের সহিত কার্য্যের কোন ভেদ নাই, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ পৃথক্ পদার্থ নহে। তুমি যে মনে করিতেছ, এক বস্তুর জ্ঞান হইলে অন্য বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না, অর্থাৎ যে বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না, তোমার এই বিবেচনা সত্য হইতে পারিত, যদি কারণ হইতে কার্য্য পৃথক্ পদার্থ হইত, কিন্তু তাহা নহে, অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্য পৃথক্ পদার্থ নহে। আচ্ছা, তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে লোকব্যবহারে "এইটি কারণ, এইটি ইহার বিকার অর্থাৎ কার্য্য" এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা হয় কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, এরূপ যে কেন হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর—ইহা কেবল বাচারম্ভণ অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা আরম্ভ, অর্থাৎ বাক্য মাত্রকেই আশ্রয় করিয়া প্রয়োগ হয় মাত্র। ইহা কি ? না, ইহা বিকার, নামধেয় অর্থাৎ নামই, স্বার্থে অর্থাৎ নাম অর্থে 'ধেয়ট্' প্রত্যয় হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, ইহা একটা বাক্যের আলম্বন বা আশ্রয়মাত্র, অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচয় দিবার নিমিত্ত একটা ব্যবহারিক নাম মাত্র, বিকার বলিয়া কোন পদার্থই নাই। বাস্তবিকপক্ষে 'মৃত্তিকা' ইহাই অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য বস্তু, বিকার কেবল পরিচয় দিবার সুবিধার জন্য একটা ডাক নাম মাত্র। ভাবার্থ এই যে—পিণ্ডাকার মৃত্তিকা দ্বারা লোকে ঘট, শরাব

ইত্যাদি নির্ম্মাণ করে, অতএব মৃত্তিকাই ঐ ঘট-শরাবাদির কারণ, ও ঘট-শরাবাদি মৃত্তিকারই বিকার বা কার্য্য। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি একটিমাত্র মৃৎপিণ্ডকে বুঝিতে পারেন এবং ইহাও যদি বুঝিতে পারেন যে, এই ঘট-শরাবাদি মৃত্তিকাপিণ্ড হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে মৃন্ময় পদার্থমাত্রেরই কার্য্য-কারণ-ভাব জানা হইয়া যায়, অর্থাৎ তিনি ইহাই বুঝিতে পারেন যে, জগতে যত রকম মৃন্ময় পদার্থ আছে, সমস্তই মৃত্তিকার বিকার বা অবস্থাভেদ মাত্র, অর্থাৎ প্রস্তুত-প্রণালীভেদে বিবিধ আকারবিশিষ্ট মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মৃন্ময় পদার্থের অভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে সর্ব্বত্রই মৃত্তিকা, কেবল ঘট, শরাব, স্থালী ইত্যাদি আকার-ভেদে এক একটা নামকরণ মাত্র করা হইয়াছে। ঐ নামগুলি বাদ দিলেও উহার মৃত্তিকারূপ মূল দ্রব্যটি ঠিকই থাকিয়া যায়, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না; কিন্তু মৃত্তিকাকে পরিত্যাগ করিলে তাহার আর কোন চিহ্নই থাকে না; অতএব মৃত্তি-কাই সত্য, কার্য্যাবস্থা বা বিকার এক একটি নামের উপর নির্ভর করে মাত্র ॥ ৪ ॥

যথা সোম্য! একেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতꣳ স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য! একটিমাত্র লোহমণি অর্থাৎ সুবর্ণপিণ্ডকে জানিতে পারিলে যেমন সমস্ত লোহময় পদার্থই জানা হইয়া যায় যে, বিকার বা লোহময় পদার্থ একটি বাচারম্ভণ বা বাক্যাত্মক নাম মাত্র, লোহ এই টুকুই সত্য ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যথা চ সোম্য! একেন লোহমণিনা সুবর্ণপিণ্ডেন সর্ব্বমন্যৎ বিকারজাতং কটক-মুকুট-কেয়ূরাদি বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণমিত্যাদি সমানম্ ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য! একটি লোহমণি অর্থাৎ সুবর্ণপিণ্ডের দ্বারা যেমন কটক (বলয়), মুকুট ও কেয়ূর (অনন্ত) প্রভৃতি অন্য সমস্ত বিকারসমূহকে অর্থাৎ স্বর্ণনির্ম্মিত দ্রব্যসমূহকে জানা যায়। 'বাচারম্ভণম্' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ৫ ॥

যথা সোম্য! একেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞা-তꣳ স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্, এবꣳ সোম্য! স আদেশো ভবতীতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য! একটিমাত্র নখনিকৃন্তনকে অর্থাৎ নখচ্ছেদক অস্ত্রবিশেষকে (নরুণ) জানিতে পারিলেই যেমন সমস্ত কৃষ্ণলোহময় পদার্থেরই

জ্ঞান হইয়া যায়, সেইরূপ বিকার অর্থাৎ কৃষ্ণলোহনির্ম্মিত দ্রব্য বাচারম্ভণ বা বাক্যাত্মক মাত্র, কৃষ্ণলোহ এইটুকুই মাত্র সত্য। হে সোম্য! আমি যে আদেশের কথা বলিয়াছি, সে আদেশও এইরূপই জানিবে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যথা সোম্য! একেন নখনিকৃন্তনেনোপলক্ষিতেন কৃষ্ণায়সপিণ্ডেনেত্যর্থঃ, সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং কৃষ্ণায়সো বিকারজাতং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। সমানমন্যৎ। অনেকদৃষ্টান্তোপাদানং দার্ষ্টান্তিকানেকভেদানুগমার্থং, দৃঢ়প্রতীত্যর্থঞ্চ এবং সোম্য! স আদেশো যো ময়োক্তো ভবতি। ইত্যুক্তবতি পিতরি আহেতরঃ—॥ ৬॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য! একটিমাত্র নখনিকৃন্তনকে (নরুণ) অর্থাৎ তাহার কারণস্বরূপ কৃষ্ণলোহপিণ্ডকে (ইস্পাতকে) জানিতে পারিলেই যেমন সমস্ত কৃষ্ণলোহনির্ম্মিত দ্রব্যেরই জ্ঞান হইয়া যায়। অন্য অংশের ব্যখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। হে সোম্য! আমি যাহার কথা বলিয়াছি, সে আদেশও এইরূপই জানিবে। এই বিষয়ে যে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে, তাহা কেবল দার্ষ্টান্তিকগত অনেক প্রকার ভেদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ও এই বিষয়ে সুদৃঢ় প্রতীতি অর্থাৎ বিশ্বাস সমুৎপাদনের নিমিত্তই জানিবে। পিতা এইরূপ বলিলে পর ইতর অর্থাৎ শ্বেতকেতু পুনরায় বলিয়াছিলেন—॥ ৬॥

ন বৈ নূনং ভগবন্তঃ! তে এতদবেদিষুঃ, যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি? ভগবাংস্ত্বেব মে তৎ ব্রবীত্বিতি। তথা সোম্য! ইতি হোবাচ ॥ ৭ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, পূজনীয় সেই অধ্যাপক মহাশয় নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কিছু জানেন না, যদি ইহা তাঁহার জানা থাকিত, তাহা হইলে কেন তিনি আমাকে বলিবেন না? যাহা হউক, পূজনীয় আপনিই আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ দান করুন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক ॥৭॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—ন বৈ নূনং ভগবন্তঃ পূজাবন্তো গুরবো মম যে, তে এতৎ যৎ ভবদুক্তং বস্তু নাবেদিষুর্ন বিজ্ঞাতবন্তো নূনম্। যৎ হি যদি অবদিষ্যন্ বিদিতবন্ত এতদ্বস্তু, কথং মে গুণবতে ভক্তায়ানুগতায় ন অবক্ষ্যন্? নোক্তবন্তঃ! তেনাহং মন্যে, ন বিদিতবন্ত ইতি। অবাচ্যমপি গুরোর্ন্যগ্ভাবমবাদীৎ পুনর্গুরুকুলং প্রতি প্রেষণভয়াৎ।

অতো ভগবাংস্তেব মে মহ্যং তদ্বক্তু, যেন সর্ব্বজ্ঞত্বং জ্ঞাতেন মে স্যাৎ, তদ্ব্রবীতু কথয়তু, ইত্যুক্তঃ পিতোবাচ, তথাঽস্তু সোম্য ! ইতি ॥ ৭ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আমার যিনি পূজ্যপাদ গুরুদেব, আপনি যাঁহার কথা বলিলেন, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁহারা বিদিত নহেন। যদি তাঁহারা এ বিষয় বিদিত থাকিতেন, তাহা হইলে গুণবান্ ভক্ত ও অনুগত আমাকে কেন তাহা বলিবেন না ? এই জন্যই বিবেচনা হয় যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিতেন না। পিতা পাছে তাঁহাকে পুনরায় গুরুকুলে পাঠাইয়া দেন, এই ভয়ে শ্বেতকেতু অবাচ্য হইলেও গুরুর ন্যূনভাব বা অর্থাৎ ন্যূনতাসূচক বাক্য বলিয়াছিলেন। অতএব পূজ্যপাদ আপনিই আমাকে সেই বস্তুটি কি, তাহা বলুন, যাহা জানিলে আমার সর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে, তাহা বলুন। শ্বেতকেতু এইরূপ বলিলে পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তাহাই হউক ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

षष्ठप्रपाठके

द्वितीयः खण्डः

सदेव सोम्य ! इदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्। तद्धैके आहुः, असदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं, तस्मादसतः सज्जायत ॥ १ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য ! নাম-রূপের দ্বারা অভিব্যক্ত এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র ও অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল। এ বিষয়ে অপর কেহ কেহ বলেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় অসৎ পদার্থই ছিল, সেই অসৎ হইতেই সৎস্বরূপ এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সদেব সদিতি অস্তিতামাত্রং বস্তু সূক্ষ্মং নির্ব্বিশেষং সর্ব্বগতম্ একং নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানং, যদবগম্যতে সর্ব্ববেদান্তেভ্যঃ। এবশব্দোঽবধারণার্থঃ। কিন্তদবধ্রিয়তে? ইত্যাহ, ইদং জগৎ, নাম-রূপ-ক্রিয়াবদ্বিকৃতমুপলভ্যতে যৎ, তৎ সদেবাসীৎ ইতি আসীচ্ছব্দেন সম্বধ্যতে। কদা সদেবেদমাসীদিতি? উচ্যতে, অগ্রে জগতঃ প্রাগুৎপত্তেঃ। কিং নেদানীমিদং সৎ, যেন অগ্রে আসীদিতি বিশেষ্যতে? ন, কথং তর্হি বিশেষণম্? ইদানীমপীদং সদেব, কিন্তু নাম-রূপবিশেষণবদিদং-শব্দবুদ্ধিবিষয়ং চ, ইতি ইদঞ্চ ভবতি। প্রাগুৎপত্তেস্তু অগ্রে কেবলসচ্ছব্দ-বুদ্ধিমাত্রগম্যমেবেতি "সদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যবধার্য্যতে। ন হি প্রাগুৎপত্তের্নামবৎ রূপবদ্বেদমিতি গ্রহীতুং শক্যং বস্তু সুষুপ্তকালে ইব। যথা সুষুপ্তাদুত্থিতঃ সত্ত্বমাত্রমবগচ্ছতি, সুষুপ্তে সন্মাত্রমেব কেবলং বস্তিতি, তথা প্রাগুৎপত্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ। যথেদমুচ্যতে লোকে, পূর্ব্বাহ্নে ঘটাদিসিসৃক্ষুণা কুলালেন মৃৎপিণ্ডং প্রসারিতমুপলভ্য গ্রামান্তরং গত্বা প্রত্যাগতোঽপরাহ্ণে তত্রৈব ঘটশরাবাদ্যনেকভেদভিন্নং কার্য্যমুপলভ্য মৃদেবেদং ঘটশরাবাদি কেবলং পূর্ব্বাহ্ণে আসীদিতি, তথেহাপ্যুচ্যতে, "সদেবেদমগ্র আসীৎ" ইতি। একমেবেতি। স্বকার্য্যপতিতমন্যৎ নাস্তীত্যেকমেবেত্যুচ্যতে। অদ্বিতীয়মিতি মৃদ্ব্যতিরেকেণ, মৃদো যথা অন্যদ্ঘটাদ্যাকারেণ পরিণময়িতৃকুলালাদিনিমিত্তকারণং দৃষ্টং, তথা সদ্ব্যতিরেকেণ সতঃ সহকারিকারণং দ্বিতীয়ং বস্ত্বন্তরং প্রাপ্তং প্রতিষিধ্যতে, অদ্বিতীয়মিতি, নাস্য দ্বিতীয়ং বস্ত্বন্তরং বিদ্যতে ইত্যদ্বিতীয়ম্। নন্বু বৈশেষিকপক্ষেঽপি সৎসামানাধিকরণ্যং সর্ব্বস্যোপপদ্যতে, দ্রব্যগুণাদিষু সচ্ছব্দবুদ্ধ্যনুবৃত্তেঃ, "সৎ দ্রব্যং, সন্ গুণঃ, সৎ কর্ম্ম" ইত্যাদিদর্শনাৎ? সত্যমেবং স্যাদিদানীং, প্রাগুৎপত্তেস্তু নৈব ইদং কার্য্যং সদেবাসীৎ ইত্যভ্যুপগম্যতে বৈশেষিকৈঃ, প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্যাসত্ত্বাভ্যুপগমাৎ। ন চৈকমেব সদদ্বিতীয়ং প্রাগুৎপত্তেরিচ্ছন্তি, তস্মাদ্বৈশেষিকপরিকল্পিতাৎ সতোঽন্যৎ কারণমিদং সদুচ্যতে মৃদাদিদৃষ্টান্তেভ্যঃ। তৎ

তত্র হ এতস্মিন্ প্রাগুৎপত্তের্বস্তুনিরূপণে একে বৈনাশিকা আহুর্বস্তু নিরূপয়ন্তঃ, অসৎ সদভাবমাত্রং প্রাগুৎপত্তেরিদং জগদেকমেবাগ্রে অদ্বিতীয়মাসীদিতি। সদভাবমাত্রং হি প্রাগুৎপত্তেস্তত্ত্বং কল্পয়ন্তি বৌদ্ধাঃ, ন তু সৎপ্রতিদ্বন্দ্বি বস্ত্বন্তরমিচ্ছন্তি, যথা, সচ্চাসদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতং তদ্বিপরীতং তত্ত্বং ভবতীতি নৈয়ায়িকাঃ। নমু সদভাবমাত্রং প্রাগুৎপত্তেশ্চেদভিপ্রেতং বৈনাশিকৈঃ, কথং প্রাগুৎপত্তেঃ ইদমাসীৎ অসদেকমেবাদ্বিতীয়ঞ্চেতি কালসম্বন্ধঃ সঙ্খ্যাসম্বন্ধোঽদ্বিতীয়ত্বং চোচ্যতে তৈঃ? বাঢ়ম্; ন যুক্তং তেষাং ভাবাভাবমাত্রমভ্যুপগচ্ছতাম্; অসত্ত্বমাত্রাভ্যুপগমোঽপ্যযুক্ত এব, অভ্যুপগন্তুরনভ্যুপগমানুপপত্তেঃ। ইদানীমভ্যুপগন্তা অভ্যুপগম্যতে, ন প্রাগুৎপত্তেরিতি চেৎ? ন; প্রাগুৎপত্তেঃ সদভাবস্য প্রামাণ্যাভাবাৎ প্রাগুৎপত্তেরসদেবেতি কল্পনাঽনুপপত্তিঃ। নমু কথং বস্ত্বাকৃতেঃ শব্দার্থত্বে অসদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি পদার্থ-বাক্যার্থোপপত্তিঃ? তদনুপপত্তৌ চেদং বাক্যমপ্রমাণং প্রসজ্যেতেতি চেৎ? নৈষ দোষঃ, সদ্গ্রহণনিবৃত্তিপরত্বাদ্বাক্যস্য। সদিত্যয়ং তাবৎ শব্দঃ সদাকৃতিবাচকঃ। একমেবাদ্বিতীয়মিত্যেতৌ চ সচ্ছব্দেন সমানাধিকরণৌ, তথা ইদমাসীদিতি চ। তত্র নঞ্ সদ্বাক্যে প্রযুক্তঃ সদ্বাক্যমেবাবলম্ব্য সদ্বাক্যার্থবিষয়াং বুদ্ধিং সদেকমেবাদ্বিতীয়মিদমাসীদিত্যেবংলক্ষণাং ততঃ সদ্বাক্যার্থাৎ নিবর্ত্তয়তি, অশ্বারূঢ় ইব অশ্বালম্বনোঽশ্বং তদভিমুখবিষয়ান্নিবর্ত্তয়তি, তদ্বৎ; ন তু পুনঃ সদভাবমেবাভিধত্তে; অতঃ পুরুষস্য বিপরীতগ্রহণনিবৃত্ত্যর্থপরমিদম্ অসদেবেত্যাদি বাক্যং প্রযুজ্যতে। দর্শয়িত্বা হি বিপরীতগ্রহণং ততো নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে ইত্যর্থবত্ত্বাৎ অসদাদিবাক্যস্য শ্রৌতত্বং প্রামাণ্যঞ্চ সিদ্ধমিত্যদোষঃ। তস্মাদসতঃ সর্ব্বাভাবরূপাৎ সৎ বিদ্যমানমজায়ত সমুৎপন্নম্। অড়ভাবশ্ছান্দসঃ॥ ১॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'সদেব' 'সৎ' এই শব্দটির অর্থ অস্তিত্ব-মাত্র অর্থাৎ বিদ্যমানতা বা সত্তামাত্র, নির্ব্বিশেষ, অবয়ববিহীন, সর্ব্বব্যাপী, এক, নিরঞ্জন অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ বস্তু, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র হইতে যাহা জানা যায়। 'এব' শব্দটির অর্থ অবধারণ বা নিশ্চয়। যাহা অবধারিত হইতেছে, সেই বস্তুটি কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, এই জগৎ নাম রূপ ও ক্রিয়াবিশিষ্ট হওয়ায়, যাহা অর্থাৎ যে জগৎ বিকৃত অর্থাৎ বিকার-প্রাপ্ত বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে, তাহা সৎই ছিল; 'আসীৎ' এই ক্রিয়ার সহিত ঐ সৎ শব্দের অন্বয় হইয়াছে। কোন্ সময়ে ইহা সৎ-ই ছিল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, অগ্রে অর্থাৎ জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে। এস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে—'অগ্রে সৎ ছিল' এই যে 'অগ্র' শব্দটি বিশেষ করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহা দ্বারা কি ইহাই বুঝিবে যে, অগ্রে সৎ ছিল, বর্ত্তমানে সৎ নাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা নহে। আচ্ছা, তাহা যদি না হয়, তবে ওরূপ বিশেষণ দেওয়ার হেতু কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বর্ত্তমান সময়েও ইহা 'সৎ'ই আছে, পরন্তু নাম ও রূপ-বিশেষণবিশিষ্ট এবং 'ইদং' অর্থাৎ 'ইহা' এইরূপ শব্দ ও বুদ্ধির বিষয়ও বটে, এই জন্যই 'ইদং' এই শব্দটি প্রযুক্ত

হইয়াছে। কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল 'সৎ' এই প্রকার শব্দও বুদ্ধিগম্যই ছিল, এই জন্যই 'ইহা অগ্রে সৎই ছিল' বলিয়া অবধারণ করা হইয়াছে। সুষুপ্ত অবস্থার ন্যায় উৎপত্তির পূর্ব্বে কোন বস্তু—ইহা এইরূপ নাম ও রূপবিশিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে অর্থাৎ জানিতে পারা যায় না। সুষুপ্তি অবস্থা অবগত হওয়ার পর সেই সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি যেরূপ বস্তুর অস্তিত্বমাত্র জানিতে পারে, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে যেমন বস্তুর সত্তামাত্রই কেবল অনুভূত হয়, উৎপত্তির পূর্ব্বেও ঠিক সেইরূপই জানিবে। লোকে—কোন ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্ণে গ্রামান্তর-গমনকালে কুম্ভকারের গৃহে ঘট-শরাবাদি প্রস্তুতের নিমিত্ত প্রসারিত অর্থাৎ রক্ষিত মৃৎপিণ্ড দর্শন করিয়া গিয়া অপরাহ্ণে প্রত্যাগত হইয়া সেই স্থানে নানাবিধ আকারের ঘট শরাব স্থালী ইত্যাদি প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিয়া যেমন বলে, পূর্ব্বাহ্ণে এই ঘট-শরাবাদি কেবল মৃত্তিকা-রূপেই ছিল, এ স্থানেও সেইরূপই বলা যায় যে 'উৎপত্তির পূর্ব্বে ইহা কেবল সৎ-স্বরূপেই ছিল'। 'একমেব' অর্থাৎ নিজের কার্য্যভাবাপন্ন অন্য কিছুই নাই, এই জন্যই 'একমেব' অর্থাৎ একমাত্রই বলা হইয়াছে। 'অদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ মৃত্তিকাকে ঘটাদি অন্য আকারে পরিণত করিতে হইলে মৃত্তিকা ব্যতীতও যেমন কুম্ভকার, চক্র, দণ্ড ইত্যাদি নিমিত্ত-কারণসমূহ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সৎ পদার্থ ব্যতীতও কোন দ্বিতীয় বস্তু সৎপদার্থের সহকারিকারণরূপে থাকার সম্ভাবনা ছিল, তাহারই প্রতিষেধ করার নিমিত্ত বলা হইতেছে—'অদ্বিতীয়ম্' ইতি অর্থাৎ ইহার নিমিত্ত-কারণস্বরূপ দ্বিতীয় বস্তু নাই, এই জন্যই ইহা অদ্বিতীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আচ্ছা, বৈশেষিকদিগের মতে 'দ্রব্য সৎ, গুণও সৎ ও কর্ম্মও সৎ' এইরূপ উল্লেখ থাকায় দ্রব্য গুণ ইত্যাদি পদার্থে সৎ এই শব্দ ও সৎ এই বুদ্ধির অনুবৃত্তি দর্শন হেতু সমস্ত পদার্থেরই সৎসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' এই দুইটি শব্দের সহিত সৎপদের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব উপপন্ন হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, ইদানীং ইহা সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য-রূপ এই জগৎ যে সৎস্বরূপেই ছিল, ইহা বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন না, কারণ, তাঁহারা উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্তাই স্বীকার করেন। আরও উৎপত্তির পূর্ব্বে যে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ বস্তুই ছিল, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন না; অতএব মৃত্তিকা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, বৈশেষিকদিগের পরিকল্পিত সৎ হইতে কারণস্বরূপ যে এই সৎপদার্থ, ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ।

তৎ অর্থাৎ তাহাতে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন বস্তুনিরূপণ বিষয়ে—বস্তু-নিরূপণে প্রবৃত্ত বৈনাশিক অর্থাৎ বিনাশবাদী বৌদ্ধগণ এইরূপ বলেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় অসৎ অর্থাৎ সতের অভাবমাত্র অর্থাৎ অসত্তামাত্র

ছিল, কারণ, বৌদ্ধগণ উৎপত্তির পূর্ব্বে সতের অভাবমাত্রকেই বস্তুতত্ত্ব বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সতের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন বস্তুর অর্থাৎ অসৎ-পদার্থের কল্পনা করেন না। নৈয়ায়িকগণ যেমন সৎ ও অসৎরূপে প্রতীয়মান বস্তুর মধ্যে সৎপদার্থকে যথাভূত অর্থাৎ সত্য, আর অসৎপদার্থকে তাহার বিপরীত অর্থাৎ অযথাভূত বা মিথ্যা বলিয়া এই দুইরূপ তত্ত্ব কল্পনা করেন, বৌদ্ধগণ সেরূপ কল্পনা করেন না, তাঁহারা অসৎ অর্থাৎ অভাবস্বরূপ একমাত্র তত্ত্বই পরিকল্পনা করেন। (অভিপ্রায় এই যে—বৌদ্ধগণের মতে অসৎ বা অভাবই একমাত্র তত্ত্ব, সেই অসৎ হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না। বর্ত্তমানেও যেমন দেখা যায় যে, মৃৎপিণ্ডাদিরূপ কারণের ধ্বংসের পরও ঘটাদিরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, সৃষ্টির পূর্ব্বেও ঠিক সেইরূপই অভাব হইতেই সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং অসৎ বা অভাবই একমাত্র তত্ত্ব। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা বলেন, সৎ ও অসৎ ভেদে পদার্থসমূহ দুই প্রকার; কারণমাত্রই সৎ ও কার্য্যমাত্রই অসৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্যের কোনরূপ সত্তা থাকে না, কিন্তু কারণের সত্তা থাকে। মৃত্তিকা প্রভৃতি সৎপদার্থরূপ কারণ হইতেই অসৎস্বরূপ ঘটাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই ঘটাদি কার্য্যের সত্তা না থাকিলেও পরে তাহাদের সত্তা উপলব্ধি হয়; সুতরাং নৈয়ায়িকদিগের মতের সহিত বৌদ্ধমতের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ভাষ্যকার এস্থানে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন) আচ্ছা, বিনাশবাদী বৌদ্ধদিগের যদি ইহাই অভিপ্রায় হয় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল সতের অভাব অর্থাৎ অসৎই ছিল, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র, অদ্বিতীয় ও অসৎ ছিল, এস্থানে 'ছিল' এই অতীতকালের সহিত ও একত্বসংখ্যার সহিত সম্বন্ধ ও অদ্বিতীয়ত্ব, এই কথাগুলি তাঁহারা কি করিয়া বলিতে পারেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, এ কথা সত্য বটে, যাঁহারা কেবল ভাবের অভাবমাত্রবাদী অর্থাৎ অসৎ পদার্থকেই স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এরূপ বলা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ, অভ্যুপগন্তা অর্থাৎ অসৎ পদার্থের স্বীকারকর্ত্তা এক জন ব্যক্তির সত্তা স্বীকার না করিলে যখন নিজবাক্যেরই উপপত্তি হয় না, তখন তাঁহাদের পক্ষে কেবল অসত্ত্বমাত্রেরই স্বীকার করাও ত অসঙ্গত। যদি বল, ইদানীং অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে এক জন স্বীকারকারী কর্ত্তা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহা স্বীকার করিতে পারি না, তাহার উত্তরে বলিব, না; কারণ, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎপদার্থের অভাব অর্থাৎ অসতের সম্বন্ধে প্রমাণাভাবরূপ দোষ সঙ্ঘটিত হয় এবং তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র অসৎই ছিল, এরূপ কল্পনা উপপন্ন হয় না। এ স্থানে আরও একটি প্রশ্ন হইতে

পারে যে, বস্তুর আকৃতিই যদি শব্দের অর্থ হয় অর্থাৎ সেই শব্দের প্রতিপাদ্য হয়, তাহা হইলে 'এক অদ্বিতীয় অসৎই' এই পদের ও বাক্যের অর্থ উপপন্ন হয় কিরূপে? অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যদি কোন বস্তুই না থাকে, তাহা হইলে বস্তুর আকার থাকাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব এক অদ্বিতীয় ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থও হইতে পারে না, বাক্যার্থও সম্ভব হইতে পারে না। অতএব পদের ও বাক্যের অর্থ যদি অনুপপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্য অপ্রমাণ বলিয়াই গণ্য হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহা দোষাবহ নহে, কারণ, উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যই হইতেছে, সৎপদার্থের গ্রহণকে নিষেধ করা, অর্থাৎ সৎ বলিয়া কিছু নাই। 'সৎ' এই শব্দটি সাধারণতঃ সৎপদার্থের আকৃতিবাচক, আর 'একমেব' ও 'অদ্বিতীয়' এই দুইটি শব্দ 'সৎ' শব্দের সহিত সমানাধিকরণ অর্থাৎ অভেদ সম্বন্ধে বিশেষণ, এবং 'ইদম্ আসীৎ' এই বাক্যটিও সমানাধিকরণ; তাহার মধ্যে 'সৎ' এই পদের পূর্ব্বে যে 'নঞ্' অর্থাৎ নিষেধার্থক 'অ' এই পদটি আছে, তাহা 'সৎ' এই বাক্যটিকেই অবলম্বন করিয়া 'ইহা একমাত্র ও অদ্বিতীয় সৎই ছিল' এইরূপ যে সদ্বাক্যার্থবিষয়ক বুদ্ধি, তাহাকে সদ্বাক্যের সেই অর্থাৎ প্রকৃত অর্থ হইতে নিবৃত্ত করাইতেছে। অশ্বারূঢ় ব্যক্তি অশ্বকেই অবলম্বন করিয়া সেই অশ্বকে যেমন তাহার অভিমুখাগত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করায়, ইহাও সেইরূপই জানিবে। কিন্তু সতের অভাব-মাত্রকেই বলিতেছে না। অতএব এই যে 'অসদেব' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য, ইহা কেবল পুরুষের বিপরীত বুদ্ধিবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিবার জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ, বিপরীতগ্রহণকে অর্থাৎ বিপরীত বুঝিতেছে, ইহা দেখাইয়া দিতে পারিলেই তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, এইরূপ সার্থকতা থাকায় 'অসৎ' ইত্যাদি বাক্যের শ্রৌতত্ব অর্থাৎ ইহা যে শ্রুতিসম্মত, তাহা এবং ঐ বাক্যের প্রামাণ্যও সিদ্ধ হয়; এ জন্য ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ দোষাবহ নহে। সর্ব্বাভাবস্বরূপ সেই অসৎ হইতে সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। মূল শ্রুতিতে 'জায়ত' এই পদটির পূর্ব্বে যে অকারাগম হয় নাই, অর্থাৎ 'অজায়ত' এইরূপ হয় নাই, তাহা কেবল ছন্দ অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগের অনুরোধে ॥ ১ ॥

কুতস্তু খলু সোম্য! এবং স্যাৎ? ইতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সোম্য! ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—পিতা বলিয়াছিলেন—হে সোম্য! কোথা হইতে অর্থাৎ কি প্রমাণানুসারে এরূপ হইতে পারে? অসৎ হইতে সৎ পদার্থের উৎপত্তি কি

প্রকারে হইতে পারে? হে সোম্য! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল, অসৎস্বরূপ ছিল না ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদেতদ্বিপরীতগ্রহণং মহাবৈনাশিকপক্ষং দর্শয়িত্বা প্রতিষেধতি, কুতস্তু প্রমাণাৎ খলু হে সোম্য! এবং স্যাৎ? অসতঃ সজ্জায়েত ইত্যেবং কুতো ভবেৎ? ন কুতশ্চিৎ প্রমাণাদেবং সম্ভবতীত্যর্থঃ। যদপি বীজোপমর্দ্দে অঙ্কুরো জায়মানো দৃষ্টোঽভাবাদেবেতি, তদপ্যভ্যুপগমবিরুদ্ধং তেষাম্। কথম্? যে তাবদ্বীজাবয়বা বীজসংস্থানবিশিষ্টাঃ, তেঽঙ্কুরেঽপ্যনুবর্ত্তন্তে এব, ন তেষামুপমর্দ্দোঽঙ্কুরজন্মনি। যৎপুনর্ব্বীজাকারসংস্থানং, তদ্বীজাবয়বব্যতিরেকেণ বস্তুভূতং ন বৈনাশিকৈরভ্যুপগম্যতে, যদঙ্কুরজন্মন্যুপমৃদ্যেত, অথ তদস্তি অবয়বব্যতিরিক্তং বস্তুভূতং, তথাচ সতি অভ্যুপগমবিরোধঃ। অথ সংবৃত্ত্যা অভ্যুপগতং বীজসংস্থানরূপমুপমৃদ্যতে ইতি চেৎ? কেয়ং সংবৃত্তির্নাম? কিমসাবভাবঃ? উত ভাবঃ? ইতি। যদ্যভাবঃ, দৃষ্টান্তাভাবঃ। অথ ভাবঃ, তথাঽপি নাভাবাদঙ্কুরোৎপত্তিঃ, বীজাবয়বেভ্যো হ্যঙ্কুরোৎপত্তিঃ। অবয়বা অপ্যুপমৃদ্যন্তে ইতি চেৎ? ন, তদবয়বেষু তুল্যত্বাৎ; যথা বৈনাশিকানাং বীজসংস্থানরূপোঽবয়বো নাস্তি, তথা অবয়বা অপীতি তেষামপ্যুপমর্দ্দানুপপত্তিঃ। বীজাবয়বানামপি সূক্ষ্মাবয়বাঃ, তদবয়বানামপ্যন্যে সূক্ষ্মতরাবয়বাঃ, ইত্যেবং প্রসঙ্গস্যানিবৃত্তেঃ সর্ব্বত্রোপমর্দ্দানুপপত্তিঃ। সদ্‌বুদ্ধ্যনুবৃত্তেঃ সত্ত্বানিবৃত্তিশ্চেতি সত্ত্বাদিনাং সত এব সদুৎপত্তিঃ সেৎস্যতি, ন তু অসত্ত্বাদিনাং দৃষ্টান্তোঽস্তি অসতঃ সদুৎপত্তেঃ। মৃৎপিণ্ডাদ্ঘটোৎপত্তির্দৃশ্যতে সত্ত্বাদিনাং, তদ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে চাভাবাৎ। যদ্যভাবাদেব ঘট উৎপদ্যেত, ঘটার্থিনা মৃৎপিণ্ডো নোপাদীয়েত, অভাবশব্দ-বুদ্ধ্যনুবৃত্তিশ্চ ঘটাদৌ প্রসজ্যেত, ন ত্বেতদস্তি, অতো নাসতঃ সদুৎপত্তিঃ। যদপ্যাহুর্মৃদ্‌বুদ্ধির্ঘটবুদ্ধের্নিমিত্তমিতি মৃদ্‌বুদ্ধির্ঘটবুদ্ধেঃ কারণমুচ্যতে, ন তু পরমার্থত এব মৃৎ ঘটো বা অস্তীতি, তদপি মৃদ্‌বুদ্ধির্বিদ্যমানা বিদ্যমানায়া এব ঘটবুদ্ধেঃ কারণমিতি নাসতঃ সদুৎপত্তিঃ। মৃদ্‌বুদ্ধি-ঘটবুদ্ধ্যোর্নিমিত্ত-নৈমিত্তিকতয়া আনন্তর্য্যমাত্রং, ন তু কার্য্য-কারণত্বমিতি চেৎ? ন, বুদ্ধীনাং নৈরন্তর্য্যে গম্যমানে বৈনাশিকানাং বহির্দৃষ্টান্তাভাবাৎ। অতঃ কুতস্তু খলু সোম্য! এবং স্যাদিতি হোবাচ, কথং কেন প্রকারেণ অসতঃ সজ্জায়েত? ইতি; অসতঃ সদুৎপত্তৌ ন কশ্চিদপি দৃষ্টান্তপ্রকারোঽস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। এবমসত্ত্বাদিপক্ষমুন্মথ্য উপসংহরতি, "সত্ত্বেব সোম্য! ইদমগ্র আসীৎ" ইতি স্বপক্ষসিদ্ধিঃ। ননু সত্ত্বাদিনোঽপি সতঃ সদুৎপদ্যতে ইতি নৈব দৃষ্টান্তোঽস্তি, ঘটাদ্ঘটান্তরোৎপত্ত্যদর্শনাৎ? সত্যমেবং ন সতঃ সদন্তরমুৎপদ্যতে, কিং তর্হি? সদেব সংস্থানান্তরেণাবতিষ্ঠতে, যথা সর্পঃ কুণ্ডলী ভবতি, যথা চ মৃৎ চূর্ণ-পিণ্ড-ঘট-কপালাদিপ্রভেদৈঃ। যদ্যেবং সদেব সর্ব্বপ্রকারাবস্থং, কথং প্রাগুৎপত্তেঃ ইদমাসীদিত্যুচ্যতে? ননু ন শ্রুতং ত্বয়া, সদেবেত্যবধারণমিদং-শব্দবাচ্যস্য কার্য্যস্য? প্রাপ্তং তর্হি প্রাগুৎপত্তেরসদেবাসীৎ, ন ইদং-শব্দবাচ্যম্, ইদানীমিদং জাতমিতি। ন, সতঃ এব ইদং-শব্দবুদ্ধিবিষয়তয়া অবস্থানাৎ, যথা মৃদেব পিণ্ড-ঘটাদিশব্দবুদ্ধিবিষয়ত্বেনাবতিষ্ঠতে, তদ্বৎ। ননু যথা মৃৎ বস্তু, এবং পিণ্ড-ঘটাদ্যপি, তদ্বৎ সদ্‌বুদ্ধেরন্যবুদ্ধিবিষয়ত্বাৎ কার্য্যস্য সতোঽন্যৎ

বস্ত্বন্তরং স্যাৎ কার্য্যজাতম্; যথা অশ্বাৎ গৌর্ন, পিণ্ড-ঘটাদীনামিতরেতরব্যভিচারেঽপি মৃত্ত্বাব্যভিচারাৎ। যদ্যপি ঘটঃ পিণ্ডং ব্যভিচরতি, পিণ্ডশ্চ ঘটং, তথাঽপি পিণ্ড-ঘটৌ মৃত্ত্বং ন ব্যভিচরতঃ, তস্মান্মৃন্মাত্রং পিণ্ড-ঘটৌ। ব্যভিচরতি তু অশ্বং গৌঃ, অশ্বো বা গাম্; তস্মান্মৃদাদিসংস্থানমাত্রং ঘটাদয়ঃ। এবং সৎসংস্থানমাত্রমিদং সর্ব্বমিতি যুক্তং প্রাগুৎপত্তেঃ সদেবেতি, বাচারম্ভণমাত্রত্বাদ্বিকারসংস্থানমাত্রস্য। ননু নিরবয়বং সৎ "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো। নিরবয়বস্য সতঃ কথং বিকারসংস্থানমুপপদ্যতে? নৈষ দোষঃ, রজ্জ্বাদ্যবয়বেভ্যঃ সর্পাদি-সংস্থানবৎ বুদ্ধিপরিকল্পিতেভ্যঃ সদবয়বেভ্যো বিকারসংস্থানোপপত্তেঃ, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এবং "সদেব সত্যম্" ইতি শ্রুতেঃ। একমেবাদ্বিতীয়ং পরমার্থত ইদং-বুদ্ধিকালেঽপি ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই বিপরীতগ্রহণস্বরূপ অর্থাৎ বিপরীতবুদ্ধিজনক মহাবৈনাশিক অর্থাৎ বিনাশবাদী বৌদ্ধগণের মত প্রদর্শন করিয়া তাহার প্রতিষেধ করিতেছেন। অসৎ হইতে যে সৎপদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে, কোন্ প্রমাণানুসারে এরূপ হইতে পারে? অর্থাৎ কোন প্রমাণানুসারেই ইহা সম্ভব হইতে পারে না। আর তাঁহারা যে বলেন, বীজধ্বংসে জায়মান অঙ্কুরই অভাব হইতে ভাবোৎপত্তির দৃষ্টান্ত, ইহাও তাঁহাদের অভ্যুপগম অর্থাৎ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। কিরূপে যে বিরুদ্ধ হয়, তাহাও দেখান যাইতেছে—যে সমস্ত বীজের অবয়ব বীজের সংস্থানবিশিষ্ট অর্থাৎ আকৃতিবিশিষ্ট, তাহারা অঙ্কুরাবস্থাতেও অনুবর্ত্তন করিয়াই থাকে, অতএব অঙ্কুর উৎপত্তিকালে সে সমস্ত বীজাবয়বের উপমর্দ্দ অর্থাৎ ধ্বংস হয় না। (এই বাক্যের ভাবার্থ এই যে—বৌদ্ধদিগের অভিমত এই যে, কারণের বিনাশ হইলে তবে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, ইহাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্তও তাঁহারা দেখান, প্রথমে বীজটি নষ্ট হয়, পরে তদনুযায়ী অঙ্কুরস্বরূপ কার্য্য উৎপন্ন হয়। বীজ অক্ষত অবস্থায় থাকিতে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপত্তি হওয়া কখনই দেখা যায় না, এবং হয়ও না। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, অসৎ হইতেই সতের উৎপত্তি হয়। এই জগতেরও কোন সৎপদার্থই উৎপত্তির কারণ নহে, অসৎ পদার্থই কারণ; ইহা হইতেই তাঁহারা বলেন 'অসতঃ সৎ জায়তে') আর যে বীজাকারসংস্থান অর্থাৎ বীজের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্টতা, তাহাও বীজাবয়বাতিরিক্ত বস্তুভূত কোন পদার্থ বলিয়া বৈনাশিক বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন না, যাহা অঙ্কুর উৎপত্তিতে উপমৃদিত অর্থাৎ বিনষ্ট বা ধ্বংস হইতে পারে। আর যদি বল, তাহা ত অবয়বাতিরিক্ত বস্তুভূত আছেই, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে বিরোধ উপস্থিত হয়। আর যদি বল, বীজসংস্থানের

যে উপমর্দ্দ অর্থাৎ ধ্বংস স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা সংবৃত্তিবশতঃ অর্থাৎ ব্যবহারিক হিসাবে। আচ্ছা, তাহা না হয় হইল, কিন্তু এই 'সংবৃত্তি' পদার্থটি কি? ইহা কি অভাব? না ভাব? যদি বল, অভাব, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্তের অভাব। (ভাবার্থ এই যে—অগ্রে কারণ ধ্বংস হয়, পরে কার্য্যোৎপত্তি, এই যে কথা বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, তাহা ঠিক নহে; কারণ, বাস্তবিকপক্ষে সে স্থানেও অসৎ হইতে সৎ কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় না, কারণ, অবস্থান্তর-প্রাপ্ত সেই কারণের অবয়বসমূহ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, অতএব অভাব হইতে সতের উৎপত্তির কোন দৃষ্টান্তই নাই)। আর যদি ভাব পদার্থ হয়, তাহা হইলেও অভাব হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি সম্ভব হয় না, কারণ, বীজের অবয়বসমূহ হইতেই অঙ্কুরোৎপত্তি হয়। যদি বল, অবয়বসমূহও বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা হয় না, কারণ, অবয়ববিষয়েও সে কথা সমান; কারণ, বৈনাশিকদিগের মতে যেমন বীজসংস্থান অর্থাৎ বীজাকৃতিরূপ অবয়বী নাই, সেইরূপ অবয়বও নাই, অতএব অবয়বসমূহও যে বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। আরও দেখ, বীজাবয়বসমূহ সূক্ষ্মাবয়ববিশিষ্ট, তাহাদেরও যদি আবার অবয়বসমূহ কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা আরও সূক্ষ্মতর হয়, এইরূপ কল্পনাপ্রবাহের আর কোথাও নিবৃত্তি না হওয়ায় সর্ব্বত্রই উপমর্দ্দ অর্থাৎ বিনাশের প্রসঙ্গ উপপন্নই হয় না। পক্ষান্তরে, সৎ-বুদ্ধির অনুবৃত্তিবশতঃ সত্ত্বের কখনও নিবৃত্তি হয় না, অতএব সৎ-বাদীদিগের মতে যে সৎ হইতেই সতের উৎপত্তি, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু অসৎ-বাদীদিগের মতানুসারে যে অসৎ হইতেই সতের উৎপত্তি হয়, ইহার কোন দৃষ্টান্তই নাই। সৎ-বাদীদিগের মতে মৃৎপিণ্ড হইতেই ঘটের উৎপত্তি, কারণ, দেখাও যায় যে, মৃত্তিকার সদ্ভাবেই ঘটের সদ্ভাব আর মৃত্তিকার অভাবেই ঘটের অভাব। অভাব হইতেই যদি ঘটের উৎপত্তি হইতে পারিত, তাহা হইলে ঘট-নির্ম্মাণেচ্ছু ব্যক্তি কখনই মৃৎপিণ্ডকে গ্রহণ করিত না, এবং অভাব শব্দ ও অভাব বুদ্ধিও ঘটাদিতে অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু সেরূপ হইতে কখন দেখা যায় না, অতএব অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। আর যে তাঁহারা বলেন, মৃত্তিকা-জ্ঞানই ঘটজ্ঞানের নিমিত্ত, এ জন্য মৃত্তিকাজ্ঞানকেই ঘটজ্ঞানের কারণ বলা হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মৃত্তিকা বা ঘট বলিয়া কোন পদার্থ নাই; সেই মৃত্তিকাবুদ্ধি বিদ্যমান থাকাই ঘটবুদ্ধি বিদ্যমান থাকার কারণ, অর্থাৎ মৃত্তিকা এই জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিয়াই ঘট ইত্যাকার জ্ঞান সমুৎপাদন করে, বিনষ্ট হইয়া ত আর উৎপাদন করে না, এদিক্ দিয়াও অসৎপদার্থ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মত এই যে, বাহ্যিক কোন পদার্থই

সত্য নহে, সমস্তই অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা, প্রাণিগণের বুদ্ধিতে যুগযুগান্তর হইতে কতকগুলি সংস্কার দৃঢ়ভাবে সঞ্চিত হইয়া আছে, ঐ সংস্কারসমূহ যখন উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই প্রাণিসমূহ নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী এক একটি বাহ্যিক পদার্থের কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সেই সমস্ত বাহ্যিক পদার্থ আভ্যন্তরিক বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ; মৃত্তিকা বা ঘট বলিয়া কোন পদার্থই নাই, ইহা তাঁহাদিগেরই মত, এবং এই জন্যই তাঁহারা বলেন, মৃত্তিকা বা ঘট বলিয়া কোন পদার্থই যখন নাই, তখন তাহাদের কার্য্য-কারণভাব-বিচারও অনাবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে, প্রথমে যে মৃত্তিকাবিষয়ক জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান হইতেই ঘটবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সুতরাং সৎ হইতে যে সতের উৎপত্তি হয়, এ প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না। তাঁহাদের এই মতের প্রতিবাদ করিয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন, এ পক্ষেও—প্রথমে যে মৃত্তিকাবিষয়ক জ্ঞান উৎপত্তি হয়, সেই জ্ঞান বিদ্যমান থাকিয়াই যখন ঘটাকার জ্ঞান উৎপাদন করে, তখন ত সৎ হইতেই সতের উৎপত্তি মানিয়া লওয়া হইল, অসৎ হইতে নহে) যদি বল, মৃত্তিকাবুদ্ধি ও ঘটবুদ্ধিবিষয়ে কেবল নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবে পৌর্ব্বাপর্য্যমাত্র আছে, কিন্তু কার্য্য-কারণভাব নাই, অর্থাৎ প্রথমে মৃত্তিকা-জ্ঞান হয়, পরে ঘটজ্ঞান হয়, কিন্তু মৃত্তিকাজ্ঞান হয় বলিয়াই যে ঘটজ্ঞান হয়, তাহা নহে। তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা নহে, কারণ, বুদ্ধিসমূহের নৈরন্তর্য্যবিষয়ে অর্থাৎ কোনরূপ ব্যবধান ব্যতিরেকেই পৌর্ব্বাপর্য্যসদ্ভাববিষয়ে বৈনাশিকদিগের বাহ্যিক দৃষ্টান্ত কিছুই নাই ; কারণ, তাঁহাদিগের মতে বাহ্যিক কোন পদার্থের অস্তিত্বই নাই। এই জন্যই পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! কোন্ প্রমাণানুসারে এরূপ হইতে পারে ? অর্থাৎ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে, এ বিষয়ে কি প্রমাণ আছে ? অভিপ্রায় এই যে, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তিবিষয়ে কোনরূপ দৃষ্টান্তই নাই। এইরূপে শ্রুতি অসৎ-বাদীদিগের সমস্ত যুক্তিকেই উন্মথিত অর্থাৎ খণ্ডন করিয়া স্বপক্ষসিদ্ধিবিষয়ে উপসংহার করিতেছেন, "হে সোম্য ! বাস্তবিকপক্ষে ইহা পূর্ব্বে সৎস্বরূপই ছিল"।

আচ্ছা, যাঁহারা সৎপক্ষবাদী, তাঁহাদের মতেও ত সৎ হইতে সতের উৎপত্তিবিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত নাই, কারণ, একটি ঘট হইতে যে আর একটি ঘট উৎপন্ন হয়, এরূপ ত কোথাও দেখা যায় না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, এ কথা সত্য বটে যে, একটি সৎ হইতে অন্য সৎ পদার্থ উৎপন্ন হয় না, তবে কি না, একটি সৎপদার্থই অন্যবিধ আকারে অবস্থান করে, যেমন সর্প দীর্ঘাকার হইলেও কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে, অথবা একই মৃত্তিকা যেমন চূর্ণ, পিণ্ড, ঘট, কপাল প্রভৃতি নানাবিধ আকারে অবস্থান করে, ইহাও সেইরূপ জানিবে। আচ্ছা, এক সৎপদার্থই

যদি সর্ব্বপ্রকার অবস্থাপন্ন হয়, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে ইহা সৎস্বরূপই ছিল, এরূপ কথা কি করিয়া বলা যাইতে পারে? আর ইহাও কি তোমার শোনা নাই যে, 'সদেব' অর্থাৎ 'সৎই' এই যে বাক্য, ইহা 'ইদং' শব্দবাচ্য অর্থাৎ 'ইদং' শব্দের অভিধেয় জগৎস্বরূপ কার্য্যেরই অবধারণ করিতেছে, অর্থাৎ অবধারণার্থ 'এব' এই শব্দটি দ্বারাই উৎপত্তির পূর্ব্বেও যে এই জগতের সত্তা ছিল, তাহাই দৃঢ়ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে যে অসৎই ছিল, ইহাই বুঝায়, অর্থাৎ তুমি বলিতেছ, 'উৎপত্তির পূর্ব্বে,' উৎপত্তির পূর্ব্বে বলিলে বুঝায় যে, জগৎ এখন উৎপন্ন হইল। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে ত জগৎ অসৎই ছিল, ইহাই বুঝাইতেছে, 'ইদং' শব্দবাচ্য যে জগৎ, তাহা ছিল না, সম্প্রতিই তাহা উৎপন্ন হইয়াছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা নহে, কারণ, সেই পদার্থই—ইদং শব্দ দ্বারা যাহা বুঝাইতে পারে, সেই বুদ্ধির বিষয়-রূপে অবস্থান করিতেছ, মৃত্তিকাই যেমন পিণ্ড ঘট ইত্যাদি শব্দ ও তদ্বোধক বুদ্ধির বিষয়রূপে অবস্থান করে, ইহাও সেইরূপ। আচ্ছা, মৃত্তিকাও যেমন বস্তু, পিণ্ড ঘট প্রভৃতিও সেইরূপ বস্তু, এইরূপ সদ্‌বুদ্ধি হইতে অন্যবুদ্ধির বিষয়ত্বহেতুক সৎকার্য্য অপেক্ষা ভিন্নপ্রকার কার্য্যসমূহও অন্য বস্তু, যেমন অশ্ব হইতে গো ভিন্ন বস্তু, অর্থাৎ অশ্ব হইতে গো যেমন পৃথক্ পদার্থ, তেমনই কার্য্যপদার্থসমূহও সৎপদার্থ হইতে পৃথক্ পদার্থ, ভাব এই যে—অন্যবস্তুমাত্রই যদি সৎপদার্থের অবস্থান্তরমাত্র হইত, তাহা হইলে ঐ অন্যবস্তুসমূহও সৎ বলিয়াই অভিহিত হইত, কিন্তু তাহা হয় না বলিয়াই বুঝাইতেছে যে, অন্যবস্তুসমূহ সৎপদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ হইতে পারে না, কারণ, পিণ্ড ও ঘট প্রভৃতির পরস্পর ব্যভিচার থাকিলেও অর্থাৎ পিণ্ডে ঘটত্ব ও ঘটে পিণ্ডত্ব না থাকিলেও মৃত্তিকাত্ববিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ ব্যভিচার অর্থাৎ পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য নাই। যদিও ঘট পিণ্ডকে ও পিণ্ড ঘটকে ছাড়িয়া থাকে অর্থাৎ পিণ্ডও ঘট নহে এবং ঘটও পিণ্ড নহে ইহা সত্য, তথাপি উভয়ের কেহই মৃত্তিকাত্বকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, অর্থাৎ উভয়েরই উপাদান মৃত্তিকা, কাজেই মৃত্তিকা হইতে উহারা পৃথক্ নহে, অতএব পিণ্ডই বল আর ঘটই বল, উভয়ই মৃত্তিকামাত্র, কিন্তু গো অশ্বকে ও অশ্ব গোকে ছাড়িয়া থাকে, উহারা এক পদার্থ নহে, সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ, অতএব ঘটই বল আর পিণ্ডই বল, উভয়ই মৃত্তিকা প্রভৃতিরই সংস্থান অর্থাৎ আকৃতিভেদমাত্র। এইরূপ সমস্ত জগৎই সৎপদার্থেরই সংস্থান বা আকৃতিভেদ-মাত্র, আর বিকারসংস্থান অর্থাৎ কার্য্যমাত্রই যখন বাচারম্ভণমাত্র, অর্থাৎ শব্দাত্মক একটি নামমাত্র, তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে যে 'সদেব' অর্থাৎ 'সৎই' ছিল, এইরূপ

অবধারণার্থক উক্তি যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। আচ্ছা, "পুরুষ নিষ্কল (অংশরহিত অর্থাৎ পূর্ণ বা অবয়বশূন্য), নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরঞ্জন (নিষ্পাপ), নিরবদ্য অর্থাৎ নির্দ্দোষ, দিব্য, অমূর্ত্ত অর্থাৎ নিরাকার, তিনি বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত ও অজ অর্থাৎ জন্মরহিত" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সেই সৎপদার্থটি নিরবয়ব, তাঁহার কোন অবয়ব বা অংশ নাই। এমন যে নিরবয়ব সৎপদার্থ, তাহার আবার বৈকারিক আকার, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তাহা দোষাবহ নহে, কারণ, রজ্জু প্রভৃতির অবয়ব বা অংশ-বিশেষ হইতে যেমন সর্পাদির আকার উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ বুদ্ধি দ্বারা পরিকল্পিত সৎপদার্থের অবয়ব হইতেও বিকারসংস্থান অর্থাৎ বৈকারিক আকারও উপপন্ন হইতে পারে, কারণ, শ্রুতি হইতে জানা যায়, 'মৃত্তিকা ইহাই সত্য, বিকার কেবল বাচারম্ভণ অর্থাৎ শব্দাত্মক একটা নাম মাত্র', এইরূপ 'সৎ-পদার্থই একমাত্র সত্য পদার্থ', আর সমস্তই মিথ্যা। বাস্তবিকপক্ষে 'ইদং' অর্থাৎ 'ইহা' এই বুদ্ধি-কালেও অর্থাৎ জগৎপ্রতীতিকালেও একই ও অদ্বিতীয় থাকে ॥ ২ ॥

তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত, তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তদপোঽসৃজত। তস্মাদযত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ চিন্তা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর সেই তেজ আবার ঈক্ষণ করিল অর্থাৎ চিন্তা করিল, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। সেই তেজ আবার জল সৃষ্টি করিল। এ জন্য পুরুষ যে কোন স্থানে শোক করে বা ঘর্ম্মাক্ত হয়, সেই স্থানেই তেজ অর্থাৎ শারীরিক উষ্মা হইতেই অতিরিক্ত পরিমাণ জল নির্গত হয় ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তৎ সৎ ঐক্ষত ঈক্ষাং দর্শনং কৃতবান্; অতশ্চ ন প্রধানং সাংখ্যপরিকল্পিতং জগৎকারণং, প্রধানস্যাচেতনত্বাভ্যুপগমাৎ। ইদন্তু সৎ চেতনম্, ঈক্ষিতৃত্বাৎ। তৎ কথমৈক্ষত? ইত্যাহ, বহু প্রভূতং স্যাং ভবেয়ং, প্রজায়েয় প্রকর্ষেণোৎপদ্যেয়। যথা মৃৎ ঘটাদ্যাকারেণ, যথা বা রজ্জ্বাদি সর্পাদ্যাকারেণ বুদ্ধিপরিকল্পিতেন। অসদেব তর্হি সর্ব্বং, যৎ গৃহ্যতে রজ্জুরিব সর্পাদ্যাকারেণ? ন, সত এব দ্বৈতভেদেন অন্যথা গৃহ্যমাণত্বাৎ নাসত্যং কস্যচিৎ কচিদিতি ব্রূমঃ। যথা সতোঽন্যদ্বস্ত্বন্তরং পরিকল্প্য পুনস্তস্যৈব প্রাগুৎপত্তেঃ প্রধ্বংসাচ্চোর্দ্ধমসত্ত্বং ব্রুবতে তার্কিকাঃ, ন তথাঽস্মাভিঃ কদাচিৎ ক্বচিদপি সতোঽন্যদভিধান-মভিধেয়ং বা বস্তু পরিকল্প্যতে; সদেব তু সর্ব্বমভিধানমভিধীয়তে চ যদন্যবুদ্ধ্যা, যথা রজ্জুরেব সর্পবুদ্ধ্যা সর্প ইত্যভিধীয়তে, যথা বা পিণ্ড-ঘটাদি মৃদোঽন্যবুদ্ধ্যা পিণ্ড-ঘটাদিশব্দেনাভিধীয়তে

লোকে, রজ্জুবিবেকদর্শিনাং তু সর্পাভিধান-বুদ্ধী নিবর্ত্তেতে, যথা চ মৃদ্বিবেকদর্শিনাং ঘটাদি-শব্দ-বুদ্ধী, তদ্বৎ সদ্বিবেকদর্শিনামন্তবিকারশব্দ-বুদ্ধী নিবর্ত্তেতে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ" ইতি, "অনিরুক্তেঽনিলয়নে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ; এবমীক্ষিত্বা তত্তেজোঽসৃজত তেজঃ সৃষ্টবৎ। ননু "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরে আকাশাদ্বায়ুঃ, ততঃ তৃতীয়ং তেজঃ শ্রুতম্, ইহ কথং প্রাথম্যেন তস্মাদেব তেজঃ সৃজ্যতে ? তত এব চাকাশ-মিতি বিরুদ্ধম্ ? নৈষ দোষঃ ; আকাশ-বায়ুসর্গানন্তরং তৎ সৎ তেজোঽসৃজতেতি কল্পনোপ-পত্তেঃ ; অথবা অবিবক্ষিত ইহ সৃষ্টিক্রমঃ ; সৎকার্য্যমিদং সর্ব্বম্, অতঃ সদেকমেবাদ্বিতীয়-মিত্যেতদ্বিবক্ষিতং, মৃদাদিদৃষ্টান্তাৎ। অথবা ত্রিবিৎকরণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ তেজোঽবন্নানামেব সৃষ্টিমাচষ্টে। তেজ ইতি প্রসিদ্ধং লোকে দগ্ধৃ পক্তৃ প্রকাশকং রোহিতঞ্চেতি, তৎ সৎ সৃষ্টং তেজ ঐক্ষত তেজোরূপসংস্থিতং সৎ ঐক্ষতেত্যর্থঃ। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি পূর্ব্ববৎ। তদপোঽসৃজত, আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ স্যন্দিন্যঃ শুক্লাশ্চেতি প্রসিদ্ধং লোকে। যস্মাত্তেজসঃ কার্য্যভূতা আপঃ, তস্মাৎ যত্র ক্ব চ দেশে কালে বা শোচতি সন্তপ্যতে স্বেদতে প্রস্বিদ্যতে বা পুরুষস্তেজস এব তদাপোঽধিজায়ন্তে ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই সৎপদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম ঈক্ষণ অর্থাৎ দর্শন বা আলোচনা করিয়াছিলেন ; 'ঈক্ষণ করিয়াছিলেন' বলায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, সাংখ্যবাদিগণ যে প্রধানকে জগৎকারণ বলিয়া থাকেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, প্রধানকে তাঁহারাই অচেতন বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, অচেতন কখন ঈক্ষণ করিতে পারে না ; এই সৎ পদার্থ যখন ঈক্ষণকর্ত্তা, তখন তিনি চেতন। (ভাব এই যে—ঈক্ষণ বা দর্শন ক্রিয়া চেতনেরই ধর্ম্ম, অচেতন কখনই দর্শন করিতে পারে না। শ্রুতি যখন সৃষ্টির পূর্ব্বে স্রষ্টার ঈক্ষণের বিষয়ে বলিয়াছেন, তখন এই 'সৎ' শব্দটি সাধারণ ভাবে প্রয়োগ করা হইলেও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা যায় না, কারণ, তাঁহারাই প্রকৃতিকে অচেতন জড়পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যে অচেতন, সে কখন চেতনের ধর্ম্ম ঈক্ষণ বা দর্শন করিতে পারে না, অতএব অচেতন প্রকৃতিই যে জগতের কারণ, ইহা সম্ভব হইতে পারে না, এই জন্যই ভাষ্যে 'ঈক্ষিতৃত্বাৎ' এই হেতুটি প্রদর্শিত হইয়াছে) তিনি কি করিয়া ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাই বলা হইতেছে, বহু অর্থাৎ অনেক হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব, এইরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন। মৃত্তিকা যেরূপ ঘট প্রভৃতি আকারে, অথবা রজ্জু প্রভৃতি বুদ্ধিপরিকল্পিত সর্পাদি আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব, ইত্যাদি আলোচনা করিয়াছিলেন। আচ্ছা, রজ্জু যদি বুদ্ধিপরিকল্পনায় সর্প বলিয়া গৃহীত হয়, অর্থাৎ সর্পাদি আকারে গৃহীত বা পরিকল্পিত রজ্জুর ন্যায়, যাহা কিছু পদার্থ দৃষ্ট হয়, সবই ত

তাহা হইলে অসৎই হয় ? ইহার সমাধানার্থ বলিতেছেন, না, তাহা হয় না, কারণ, সৎপদার্থই নানাপ্রকার দ্বৈতভাবে অন্যরূপে গৃহীত হয়, অতএব কোন স্থানেই কোন বস্তুই অসৎ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, ইহাই আমাদের মত। তার্কিকগণ যেমন প্রথমে সৎপদার্থ হইতে অন্য অর্থাৎ অসৎ বলিয়া বস্তন্তর অর্থাৎ অন্য বস্তু কল্পনা করিয়া সেই অসৎ বস্তুরই আবার উৎপত্তির পূর্ব্বে ও ধ্বংসের পর অসত্তা কল্পনা করিয়া থাকেন, আমরা কিন্তু কোন সময়েই ও কোন স্থানেই সেরূপ সৎপদার্থের অন্য প্রকার অভিধান অর্থাৎ নাম বা অভিধেয় বস্তু কল্পনা করি না, পরন্তু আমরা সৎপদার্থই সমস্ত অভিধান অর্থাৎ যাহা অন্যরূপ বুদ্ধি দ্বারা অভিহিত হয় মাত্র। যেমন সৎপদার্থ রজ্জুই সর্পবুদ্ধিতে অর্থাৎ সর্পভ্রমেই সর্প বলিয়া অভিহিত হয় অথবা যেমন মৃৎপিণ্ড ও ঘটাদি মৃত্তিকা হইতে অন্য বোধে অর্থাৎ অতিরিক্ত বা পৃথক্ পদার্থ বিবেচনায় পিণ্ড ও ঘট ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হয়, ইহাও সেইরূপ জানিবে ; কিন্তু যাঁহারা রজ্জুবিবেকদর্শী অর্থাৎ রজ্জুবিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের নিকট যেমন সর্পশব্দ ও সর্পবুদ্ধি দুই-ই দূরীভূত হইয়া যায়, যাঁহারা মৃদ্বিবেকদর্শী অর্থাৎ মৃত্তিকা-বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের নিকট যেমন ঘটাদিশব্দ ও ঘটাদিবুদ্ধি দুই-ই দূরীভূত হইয়া যায়, অর্থাৎ ঘটই বল স্থালীই বল আর শরাবই বল, সমস্তই মৃত্তিকা ভিন্ন কিছুই নহে, উক্তরূপ মৃন্ময় পদার্থ মাত্রেই মৃত্তিকার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, সেইরূপ যাঁহারা সদ্বিবেকদর্শী অর্থাৎ কোন্‌টি সৎ, কোন্‌টি অসৎ, ইহা যাঁহারা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট অন্য সমস্ত বৈকারিক পদার্থ অর্থাৎ যে সমস্ত কার্য্য পদার্থ আছে, তাহাদের নাম ও তদ্বিষয়ক বুদ্ধি দূরীভূত হইয়া যায়, "বাক্যসমূহ যাঁহাকে অর্থাৎ যে ব্রহ্মপদার্থকে না পাইয়া অর্থাৎ প্রতি-পাদন করিতে অথবা বর্ণনা করিতে অসমর্থ হইয়া মনের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হয়" "অনিরুক্ত অর্থাৎ বাক্যাতীত অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যাহা প্রকাশ করা যায় না, অনি-লয়ন অর্থাৎ যিনি কোন পদার্থেই বিলীন হন না, অর্থাৎ অক্ষয়" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যই ঐ সমস্ত উক্তি সম্বন্ধে প্রমাণ। তিনি এইরূপ ঈক্ষণ বা আলোচনা করিয়া তেজ সৃষ্টি করিলেন। আচ্ছা, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল" ইত্যাদি ক্রমে আকাশ হইতে বায়ু ও বায়ু হইতে তেজ উৎপন্ন হওয়ার উক্তি থাকায় তেজকে তৃতীয় বলা হইয়াছে, আর এখানে সেই কারণ হইতেই প্রথমেই তেজ সৃষ্টি হইয়াছিল, বলা হইতেছে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? আবার সেই কারণ হইতেই প্রথমেই আকাশ সৃষ্টি হইয়াছিল, এরূপ বিরুদ্ধ উক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ উক্তি দোষাবহ নহে, কারণ, আকাশ ও বায়ু সৃষ্টির পর সেই সৎ পদার্থই

অর্থাৎ ব্রহ্মই তেজ সৃষ্টি করিলেন, এইরূপ অর্থ কল্পনা করিলেই সমস্ত উপপন্ন হয়। অথবা এস্থানে সৃষ্টিক্রম বর্ণনা করা উপনিষৎকারের অভিপ্রেত নহে, মৃত্তিকা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই জানান শ্রুতির অভিপ্রেত যে, দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই সৎকার্য্য, অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, অতএব সৎ ব্রহ্মই এক ও অদ্বিতীয়। অথবা ত্রিবৃৎকরণই এস্থানে বিবক্ষিত, (ত্রিবৃৎকরণ অর্থাৎ তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি এই তিনটি ভূতকে পরস্পর মিশ্রিত করা) এ জন্য তেজ, অপ্ ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী এই তিনটি ভূতেরই সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। লোকে যে পদার্থ দাহজনক, পাচক, প্রকাশক ও রক্তবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই তেজ, সেই সৎ অর্থাৎ ব্রহ্মকর্ত্তৃক সৃষ্ট তেজ আবার ঈক্ষণ করিলেন, অর্থাৎ সেই সৎপদার্থই অর্থাৎ ব্রহ্মই তেজোরূপে অবস্থিত হইয়া ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন; কি আলোচনা করিলেন? না, বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব, ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। সেই তিনিই আবার জল সৃষ্টি করিলেন। যে জল দ্রব, স্নিগ্ধ, ক্ষরণশীল ও শুক্লবর্ণ বলিয়া ইহলোকে প্রসিদ্ধ। যে হেতু জল তেজের কার্য্যস্বরূপ, অর্থাৎ তেজ হইতেই জল উৎপন্ন হইয়াছে, এ জন্য যে কোন স্থানে অথবা যে কোন কালে মনুষ্য শোক করে অর্থাৎ শোকসন্তপ্ত হয়, অথবা স্বেদযুক্ত অর্থাৎ ঘর্ম্মাক্ত হয়, তখন তেজ অর্থাৎ শোকাদিজন্য শারীরিক উষ্মা হইতেই জল নির্গত হয়। ভাবার্থ এই যে—সেই সৎ সৃষ্টিপ্রাক্‌কালে দর্শন (ধ্যান) করিলেন, তাহাতেই সৃষ্টি হইল। অতএব সাংখ্যবাদিগণের মতসিদ্ধ প্রকৃতি জগৎকারণ নহে, ইহাই স্থির হইল। কারণ, প্রকৃতি জড়, জড় হইতে সচেতনের উৎপত্তি সম্ভব নহে। এই সৎ চেতন, যে হেতু, তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপে চিন্তা করিলেন? তাহা বিবৃত হইতেছে। আমি বহু হইব, আমি নামরূপাদিরূপে উৎপন্ন হইব। যেমন মৃৎপিণ্ড ঘটাদি আকারে পরিণত হয় (ইহা পরিণামবাদি-গণের মতে) অথবা যেমন রজ্জু প্রভৃতি ভ্রমজ্ঞানজনিত সর্পাদি আকারে বুদ্ধিগোচর হয় (ইহা বিবর্ত্তবাদিগণের মত), সেইরূপ সৎ পরিণাম প্রাপ্ত হইলেন, অবিদ্যাবশে নির্ব্বিকার ব্রহ্মের পরিণাম অনুভূত হইল। যদি বল, যেমন রজ্জু সর্পাকারে প্রতীয়মান হইলে প্রকৃতপক্ষে সর্পজ্ঞান মিথ্যা, রজ্জুই সত্য, সেইরূপ সৎ সত্য, আর প্রতীয়মান এই সমস্ত বস্তুই মিথ্যা? উত্তর—তাহা নহে, কেন না, অদ্বৈত সৎকেই সংসারিদশায় দ্বৈতভাবে বিভক্ত করিয়া অন্যরূপে গ্রহণ করা যাইতেছে, সুতরাং কোন কালেও কোন বস্তুকেই আমরা অসৎ বলি না। যে হেতু, সর্ব্বত্রই সৎ অধিষ্ঠান সত্য। নৈয়ায়িকগণ যেরূপ সৎ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু জগৎ কল্পনা করেন ও তাহার উৎপত্তির পূর্ব্বে ও ধ্বংসের পরে অসত্তা স্বীকার করেন, আমরা কিন্তু

কখনও কোন বস্তুকেই সৎ হইতে নামান্তর, বা অন্যনামক স্বতন্ত্র বস্তু স্বীকার করি না, যেহেতু, সমস্তই যে সৎ, অন্য মনে করিয়া যে নামান্তর ব্যবহার করি, তাহাও সৎ, নাম মিথ্যা। যেমন রজ্জুকেই সর্প মনে করিয়া সর্প নাম দিই কিংবা লৌকিক ভাবে ঘটাদি বস্তুর মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিয়া ঘট প্রভৃতি নামকরণ করিয়াছি, কিন্তু বিবেকদৃষ্টিতে যখন দেখি, তখন সর্প নাম সর্পত্ব ও সর্পজ্ঞান থাকে না, চলিয়া যায়। যেমন মৃত্তিকা-বিবেক ঘটিলে ঘট নাম ও ঘটবুদ্ধি সরিয়া যায়, সেইরূপ সতের বিবেকদর্শিগণের স্বতন্ত্র বিকার বা নাম ও জ্ঞান চলিয়া যায়। সতের সহিত দ্বৈতের ভেদজ্ঞান দ্বারাই দ্বৈতবুদ্ধির উন্মেষ হয়, কিন্তু বিচারের দ্বারা যখন বিবেক আসে, তখন দ্বৈতজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, ক্রমে অদ্বৈত সন্মাত্র প্রস্ফুরিত হয়, তাহা হইলেই বুঝা যাইল যে, দ্বৈতও অজ্ঞানবিজৃম্ভিত, তাহার যথার্থতা কেবল সৎ অধিষ্ঠানে, সেই অধিষ্ঠানভূত সৎ বাক্য ও মনের অগোচর। শ্রুতি বলিয়াছেন, যাহাতে বাক্যনিবৃত্তি হয় অর্থাৎ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝান যায় না, ইহা অনুভূতির বিষয়। অবিবেকী মনও তাহার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারে না, বিবেকী মন দ্বারাই তত্ত্ব প্রকটিত হয়। প্রাসঙ্গিক কথা থাকুক, এখন প্রকৃত কথা বলা হইতেছে। সেই ব্রহ্ম আমি বহুরূপে উৎপন্ন হইব, ইত্যাদিরূপ চিন্তা করিয়া তেজ সৃষ্টি করিলেন। যদি বল, শ্রুতিতে—ঐ পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, তাহা হইতে তেজ উৎপন্ন হইল, এইরূপ ক্রম পাওয়া যায়, কিন্তু এ স্থলে প্রথমতই পরমাত্মা হইতে তেজের ও তাহা হইতে আকাশের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ? উত্তর—তাহা দোষাবহ নহে, আকাশ ও বায়ুসৃষ্টির পরেই সেই ব্রহ্ম তেজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এ কল্পনা দ্বারা উক্ত বিরোধের মীমাংসা হয়। অথবা সৃষ্টিক্রম বলা অভিপ্রেত নহে, সমস্তই সতের কার্য্য, মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তে কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন, সুতরাং সমস্তই অদ্বিতীয় সন্মাত্র, ইহাই উহার তাৎপর্য্য; কিংবা তেজ, জল, পৃথিবী এই তিন ভূতের দ্বারা সৃষ্টি বলিবার জন্য প্রথমতঃ তেজ প্রভৃতির সৃষ্টি বলিতেছেন। তেজ বলিলে যাহা ত্রিসংসারে সকলেই জানে, যে দাহ করে, ভুক্ত বস্তুর পরিপাক করে, বা বাহ্য বস্তুর পরিণাম ঘটায়, যাহা আলোকদাতা, লোহিতবর্ণ সেই তেজ—ব্রহ্মনির্ম্মিত তেজ চিন্তা করিলেন, আমি বহু হইব। তেজ সৎসংসৃষ্ট, সুতরাং তেজোরূপে অবস্থিত ব্রহ্মই চিন্তা করিলেন, ইহাই জ্ঞাতব্য। তিনি জল সৃষ্টি করিলেন, যাহা তরল, স্নেহযুক্ত, ক্ষরণশীল ও শুক্লবর্ণ, তাহা জগতে জল নামে প্রসিদ্ধ। যে হেতু, জল তেজের কার্য্য-ভূত; সুতরাং তেজ হইতে অভিন্ন, সে কারণ যে কোনও স্থানে বা কালে জীব শোক করে, সন্তপ্ত হয়, ঘর্ম্মাক্ত হয় বা প্রস্বেদ ক্ষরণ করে, তৎসমুদয়ই তেজের কার্য্য ॥৩॥

তা আপ ঐক্ষন্ত, বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি। তা অন্নমসৃজন্ত, তস্মাদযত্র ক্ব চ বর্ষতি, তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবতি, অদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়তে ॥ ৪ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সেই জলসমূহ দর্শন করিয়াছিল, আমরা বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। তাহারা অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিল, এ জন্য যে কোন স্থানে বৃষ্টি হয়, সেই স্থানেই প্রচুর অন্ন উৎপন্ন হয়, সেই প্রচুর অন্নাদি জল হইতেই উৎপন্ন হয় ॥৪॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তা আপ ঐক্ষন্তেতি পূর্ব্ববদেব অবাকারসংস্থিতং সৎ ঐক্ষতেত্যর্থঃ। বহ্ব্যঃ প্রভূতাঃ স্যাম ভবেম, প্রজায়েমহি উৎপদ্যেমহীতি। তা অন্নমসৃজন্ত পৃথিবীলক্ষণম্। পার্থিবং হ্যন্নং, যস্মাদপ্‌কার্য্যমন্নং, তস্মাৎ যত্র ক্ব চ বর্ষতি দেশে, তৎ তত্রৈব ভূয়িষ্ঠং বহুতরমন্নং ভবতি; অতঃ অদ্ভ্য এব তদন্নাদ্যমধিজায়তে ইতি। তা অন্নমসৃজন্তেতি পৃথিব্যুক্তা পূর্ব্বম্, ইহ তু দৃষ্টান্তে অন্নঞ্চ তদাদ্যঞ্চেতি বিশেষণাৎ ব্রীহিযবাদ্যা উচ্যন্তে। অন্নঞ্চ গুরু, স্থিরং, ধারণং, কৃষ্ণঞ্চ রূপতঃ প্রসিদ্ধম্। ননু তেজঃপ্রভৃতিষু ঈক্ষণং ন গম্যতে, হিংসাদিপ্রতিষেধাভাবাৎ ত্রাসাদিকার্য্যানুপলম্ভাচ্চ; তত্র কথং তত্তেজ ঐক্ষতেত্যাদি? নৈষ দোষঃ, ঈক্ষিতৃকারণপরিণামত্বাৎ তেজঃপ্রভৃতীনাং সত এবেক্ষিতুর্নিয়তক্রমবিশিষ্টকার্য্যোৎপাদকত্বাচ্চ তেজঃপ্রভৃতি ঈক্ষতে ইব ঈক্ষতে ইত্যুচ্যতে ভূতম্। ননু সতোঽপ্যুপচরিতমেবেক্ষিতৃত্বম্? ন, সদীক্ষণস্য কেবলশব্দগম্যত্বাৎ ন শক্যমুপচরিতং কল্পয়িতুম্। তেজঃপ্রভৃতীনাং তু অনুমীয়তে মুখ্যেক্ষণাভাব ইতি যুক্তমুপচরিতং কল্পয়িতুম্। ননু সতোঽপি মৃদ্বৎ কারণত্বাদচেতনত্বং শক্যমনুমাতুম্, অতঃ প্রধানস্যৈবাচেতনস্য সতশ্চেতনার্থত্বাৎ নিয়তকালক্রমবিশিষ্টকার্য্যোৎপাদকত্বাচ্চ ঐক্ষত ইব ঐক্ষত ইতি শক্যমনুমাতুমুপচরিতমেবেক্ষণম্; দৃষ্টশ্চ লোকেঽচেতনে চেতনবদুপচারঃ; যথা কূলং পিপতিষতীতি; তদ্বৎ সতোঽপি স্যাৎ? ন, "তৎ সত্যম্; স আত্মা" ইতি তস্মিন্নাত্মোপদেশাৎ। আত্মোপদেশোঽপ্যুপচরিত ইতি চেৎ? যথা "মমাত্মা ভদ্রসেনঃ" ইতি সর্ব্বার্থকারিণি অনাত্মনি আত্মোপচারঃ, তদ্বৎ? ন, সদস্মীতি সৎ-সত্যাভিসন্ধস্য "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি মোক্ষোপদেশাৎ। মোক্ষোঽপ্যুপচার ইতি চেৎ? প্রধানাত্মাভিসন্ধস্য মোক্ষসামীপ্যং বর্ত্ততে ইতি মোক্ষোপদেশোঽপ্যুপচরিত এব, যথা লোকে গ্রামং গন্তুং প্রস্থিতঃ প্রাপ্তবানহং গ্রামমিতি ব্রূয়াৎ ত্বরাপেক্ষয়া, তদ্বৎ? ন, "যেন বিজ্ঞানেনাবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইত্যুপক্রমাৎ। সত্যেকস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি,

তদনন্তত্বাৎ সর্ব্বস্যাদ্বিতীয়বচনাচ্চ। ন চাস্তবিজ্ঞাতব্যমবশিষ্টং শ্রাবিতং শ্রুত্যাঽনুমেয়ং বা লিঙ্গতোঽস্তি যেন মোক্ষোপদেশ উপচরিতঃ স্যাৎ। সর্ব্বস্য চ প্রপাঠকস্যোপচরিতত্বপরিকল্পনায়াং বৃথা শ্রমঃ পরিকল্পয়িতুঃ স্যাৎ, পুরুষার্থসাধনবিজ্ঞানস্য তর্কেণৈবাধিগতত্বাত্তস্য; তস্মাৎ বেদপ্রামাণ্যাৎ ন যুক্তঃ শ্রুতার্থপরিত্যাগঃ; অতশ্চেতনাবৎ কারণং জগত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৪ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই জলসমূহ দর্শন করিয়াছিল অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায়ই সেই সৎপদার্থ জলাকারে অবস্থিত হইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন, আমরা বহু অর্থাৎ প্রভূত হইব, জন্মগ্রহণ করিব। সেই জলসমূহ পৃথিবীরূপ অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কেন না, অন্ন পদার্থটি পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবীরই পরিণাম। যে হেতু, অন্ন অপ অর্থাৎ জলের কার্য্য, এ জন্য যে কোন দেশে বর্ষণ হয়, সেই স্থানেই ভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ প্রভূতপরিমাণে অন্ন উৎপন্ন হয়, এই জলসমূহ হইতেই সেই প্রচুর অন্নাদি পদার্থ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে 'তা অন্নমসৃজন্ত' এ স্থানে 'অন্ন' শব্দে 'পৃথিবী' বলা হইয়াছে, কিন্তু এই দৃষ্টান্তস্থলে 'অন্নাদ্য' অর্থাৎ অন্ন এমন আদ্য এইরূপ বিশেষ করিয়া বলায় আদি শব্দ দ্বারা ব্রীহি অর্থাৎ ধান্য যব ইত্যাদিকেও বুঝাইতেছে। এই অন্ন পদার্থটি গুরুত্বসম্পন্ন, স্থির, ধারণ অর্থাৎ ধারণকারী বা ধারকগুণসম্পন্ন ও কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আচ্ছা, তেজ জল ইত্যাদি পদার্থের ঈক্ষণক্রিয়া ত সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, তাহাদের পক্ষে চেতনের উপযোগী হিংসাদি ক্রিয়ার নিষেধ নাই এবং চেতনের পক্ষে যাহা সম্ভব, সেই ত্রাসাদি অর্থাৎ ভয় প্রভৃতি কার্য্যেরও উপলব্ধি হয় না, অতএব সেই তেজ ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিয়াছিল, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন, না, ইহা দোষাবহ নহে, কারণ, তেজ প্রভৃতি যখন কারণস্বরূপ ঈক্ষিতা অর্থাৎ সৎপদার্থেরই পরিণাম, অর্থাৎ সৎপদার্থই তেজ জল ইত্যাদিরূপে পরিণত হইয়াছিলেন, তখন ঈক্ষণকর্ত্তা সৎপদার্থেরই নিয়তক্রমবিশিষ্ট কার্য্যের উৎপাদকতাহেতুক ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তেজ প্রভৃতি ভূত যেন ঈক্ষণই করে, এই জন্যই 'ঈক্ষতে' এইরূপ বলা হইয়াছে। (ভাবার্থ এই যে—তেজ, জল ও পৃথিবী ইহারা সকলেই অচেতন, ইহাদের মধ্যে কোনটিরই চেতনের কোন ধর্ম্মই নাই, তাহা থাকিলে অন্যান্য চেতন পদার্থের হিংসা যেমন নিষিদ্ধ, ইহাদের সম্বন্ধেও সেইরূপ নিষেধ থাকিত; তদ্ব্যতীত চেতনের ধর্ম্ম ভয় কম্প সুখ-দুঃখাদি বোধও ইহাদের থাকিত, কিন্তু সে সকলের মধ্যেও ইহাদের কিছু নাই, অতএব ইহাদের পক্ষে ঈক্ষণ করা কিরূপে সম্ভব

হইতে পারে? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন, ইহাদের পক্ষে ঈক্ষণ করা সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ সৎপদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্মই সমস্ত কার্য্যের প্রেরক, প্রেরণা তিনিই দিয়া থাকেন, তাঁহারই প্রেরণাবশে তেজ প্রভৃতিও নিয়মিতভাবে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করে, এবং এই জন্যই অচেতন তেজ প্রভৃতিতে ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব আরোপ করা হইয়াছে মাত্র) আচ্ছা, এ স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, মৃত্তিকার ন্যায় সৎপদার্থেরও ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব উপচারমাত্র বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা বলা যায় না, কারণ, সৎপদার্থের ঈক্ষণ সমস্তশব্দগম্যত্বহেতুক অর্থাৎ সমস্ত শ্রুতিপ্রমাণেই সৎপদার্থের ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব প্রতীয়মান হওয়ায় তাহাকে উপচার বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না, কিন্তু তেজ প্রভৃতিতে মুখ্যভাবে ঈক্ষণকর্ত্তৃত্বের অভাব অনুমিত হয় এবং এই কারণেই তাহাদের সম্বন্ধে উপচার কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত। আচ্ছা, এ স্থানে আরও একটি আপত্তি হইতে পারে যে, কারণ অর্থাৎ উপাদানকারণস্বরূপ মৃত্তিকা যেমন অচেতন, তেমনই কারণস্বরূপ সৎপদার্থেরও অচেতনত্ব অনুমান করা যাইতে পারে? অতএব অচেতন সৎপদার্থ প্রধান যখন চেতনের নিমিত্ত অর্থাৎ চেতন পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সম্পাদন করাই যখন প্রধানের মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং নিয়মিতভাবে কাল ও ক্রম অনুসারেই কার্য্য উৎপাদন করাই যখন তাহার একমাত্র স্বভাব, তখন সেই প্রধানের পক্ষেই বরং 'যেন ঈক্ষণই করিয়াছিল' এইরূপভাবে ঈক্ষণের উপচরিতত্ব অনুমান করা যাইতে পারে, আর লোকব্যবহারেও অচেতন পদার্থে চেতনের ন্যায় উপচার দেখা যায়, তাহার দৃষ্টান্তও দেখ, 'কূলং পিপতিষতি' অর্থাৎ 'নদী প্রভৃতির তটভাগ পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে,' এ স্থানে তট অচেতন হইলেও যেমন 'ইচ্ছা করিতেছে' বলা হইয়াছে, সেইরূপ অচেতন সৎপদার্থ প্রধানের সম্বন্ধেও হইতে পারে? ইহার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, "তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা" ইত্যাদি স্থলে সেই সৎপদার্থকেই আত্মা বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। যদি বল, সেই সৎপদার্থকে যে আত্মা বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাও উপচার অর্থাৎ গৌণ, যেমন অনাত্মা অর্থাৎ আত্মব্যতীত—নিজের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মসম্পাদক ভৃত্য বা কোন আত্মীয়-বন্ধুকে "এই ভদ্রসেন আমার আত্মা" এইরূপ গৌণভাবে আত্মশব্দের প্রয়োগ করা হয়, ইহাও সেইরূপ। ইহার সমাধানার্থ বলিতেছেন, না, তাহা হয় না, কারণ, "আমিই সৎ" এইরূপে যে ব্যক্তি সৎপদার্থের যাথার্থ্যকে অনুভব করিয়াছে, "তাহার ততটুকুই বিলম্ব" এই শ্রুতিতে সে ব্যক্তির মোক্ষপ্রাপ্তি হয় এইরূপ বলা হইয়াছে, অতএব সৎপদার্থের আত্মত্ব গৌণ নহে, সৎই মুখ্য আত্মা।

যদি বল, মোক্ষও উপচারমাত্র ; দেখ, কোন ব্যক্তি যদি কোন গ্রামে যাইবার নিমিত্ত গৃহ হইতে যাত্রা করে, এবং সেই গ্রামের কাছাকাছি পৌছিয়া নিজের সত্বরতা অনুসারে যেমন বলিয়া থাকে, "এই গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছি" সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রধান বা প্রকৃতিকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা করে, সেও মোক্ষের সমীপবর্ত্তী হয় অর্থাৎ তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি আসন্ন হইয়া আসে, এই জন্যই ঐরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, অতএব উক্তরূপ মোক্ষোপদেশও উপচারমাত্র। ইহার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন, না, তাহাও হইতে পারে না, কারণ, প্রথমেই "যাহা জানিতে পারিলে অবিজ্ঞাত বস্তুও বিজ্ঞাত হয়" এই বলিয়া বাক্যারম্ভ করা হইয়াছে। একটি বস্তুর জ্ঞান হইলেই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, যদি সেই একটির সহিত অন্যের অনন্যতা হয় অর্থাৎ উভয়ের যদি কোন ভেদ না থাকে, যদি অভিন্ন হয়, এ জন্যও বটে এবং সেই সৎপদার্থটির অদ্বিতীয়ত্ব বাক্যহেতুকও বটে। ভাব এই যে, সৎপদার্থ অদ্বিতীয় এবং জগৎপ্রপঞ্চের কিছুই তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে বলিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়। যাঁহাকে জানিতে পারিলে আরও কিছু জ্ঞাতব্য যে অবশিষ্ট থাকে, শ্রুতিও তাহা কোন স্থানে উপদেশ দেন নাই, অথবা এমন কোন লক্ষণও নাই, যাহা দ্বারা অনুমেয় হইতে পারে, যাহার ফলে উক্ত মোক্ষোপদেশ উপচরিত বা গৌণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। আর সমস্ত প্রপাঠক অর্থাৎ এই ষষ্ঠপ্রপাঠকটিকেই উপচরিত বলিয়া কল্পনা করিলে, সেই কল্পনাকারীর অনর্থক কেবল পরিশ্রমই সার হইবে, কারণ, তাহার পুরুষার্থ-সাধনবিজ্ঞান অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায় তর্কের দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে ; অতএব বেদের প্রামাণ্যবশতঃ শ্রুতির মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে, সুতরাং চেতনাবান্ অর্থাৎ চেতন পদার্থই যে জগতের কারণ, ইহা সিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণিত হইল। কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—সেই তেজোরূপ সৎ অধিষ্ঠান করিয়া জল উৎপন্ন হইল। সেই ব্রহ্মসৃষ্ট জল পৃথিবীরূপ অন্ন সৃষ্টি করিল। যেহেতু, পার্থিব অন্ন জলের কার্য্য, জল হইতে অভিন্ন ; অতএব দেখা যায়, যে স্থানে পর্জ্জন্য প্রভৃত বর্ষণ করেন, সেই স্থানেই প্রচুর অন্ন (শস্য) হয়। উক্ত কারণে জল হইতেই অন্নাদির যে উৎপত্তি, তাহা স্থিরীকৃত হইল। অন্নাদি শব্দে ধান্য, যব, গোধূম প্রভৃতি শস্য বুঝিবে। যাহা ভারবৎ, দৃঢ়, ধারণক্ষম ও কৃষ্ণবর্ণ, তাহাই পৃথিবী নামে প্রসিদ্ধ। যদি বল, তেজ প্রভৃতির চিন্তা বা দর্শন করিবার সামর্থ্য কই ? যেহেতু, তাহারা অচেতন, সচেতন হইলে লোকের আঘাতপীড়নাদির নিবারণ করিতে পারিত ও ভয়বিহ্বল হইতে

দেখা যাইত, তবে কিরূপে সেই তেজ দর্শন করিল ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ সঙ্গত হইতে পারে? উত্তর—ইহাতে কোন দোষ নাই, কার্য্য কারণেরই পরিণাম; কার্য্য ও কারণ অভিন্ন, দ্রষ্টা সৎ, তিনি চেতন, তেজ প্রভৃতি তাঁহারই কার্য্য, তেজ প্রভৃতিতে চিন্তাশক্তি আরোপিত মাত্র, যথার্থ নহে। যদি বল, সতেরও দর্শন আরোপিত, প্রকৃত নহে, কেন না, সৎ যে চেতন, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে এই বলা যায়, যে স্থলে শব্দের মুখ্য অর্থ অসঙ্গত হয়, সেই স্থলেই লক্ষণা বা আরোপ কল্পনা করিতে হয়, সতের দর্শন শ্রুতি-বোধিত, সুতরাং লক্ষণা যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু তেজ প্রভৃতি জড়, তাহাদের দর্শন মুখ্যভাবে হইতে পারে না, এ জন্য সে স্থলে আরোপ আবশ্যক। এক্ষণে জড়ের কারণতাবাদী সাংখ্য প্রশ্ন করিতেছেন—সদ্বস্তুর মৃত্তিকার মত কারণতানিবন্ধন অচেতনত্ব অনুমান করা যাউক, অচেতন হইলেও তাহার ঈক্ষণ অসঙ্গত হইবে না, প্রকৃতি অচেতন হইলেও চেতনের কার্য্য করায় ও নিয়তভাবে যথাকালে ক্রমিক কার্য্য সমুদয় উৎপাদন করায়, তাহার আরোপিত ঈক্ষণ অনুমানগম্য হইবে। দেখা যায়, অচেতনেও চেতনের ন্যায় ব্যবহার হইতেছে, যেমন লোকে বলে, এই নদীতটটি পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে। অতএব প্রকৃতিই এক ঈক্ষণ দ্বারা জগতের কারণ বলিব? উত্তর—তাহা যথার্থ নহে, কেন না, "তৎ সৎ স আত্মা" এই শ্রুতির দ্বারা সৎকেই আত্মা বলিয়াছেন, তাহারই দর্শন কথিত হইয়াছে। যদি বল, আত্মরূপে নির্দ্দেশও উপচার অর্থাৎ আরোপমাত্র? যেমন আমার আত্মা ভদ্রসেন, এ কথা বলিলে সমস্ত কার্য্যকারী শরীরকেই আত্মা বলা হইতেছে, সেইরূপ এ স্থলেও হইবে? উত্তর—তাহাও নহে, যেহেতু, 'সদম্মীতি' এই শ্রুতিতে সত্যরূপে স্থিত সতের অভেদাভিমানী আত্মার তদ্রূপ অবস্থা চিরকালই আছে, ইহাই মোক্ষোপদেশ, ইহা জীবাত্মাতে সত্য সতের অভেদবোধক, এ আত্মজ্ঞান উপচার কিরূপে হইবে? ইহা প্রকৃতই। যদি বল, মোক্ষের উপদেশও উপচার, কেন না, প্রকৃতিতে আত্মাভিমানীর মোক্ষের যোগ্যতা আছে, যেমন সংসারে কেহ গ্রামে যাইতে প্রস্থান করিয়া ত্বরা বশতঃ বলে, এই ত গ্রামে আসিয়াছি, সেইরূপ প্রকৃতি পর্য্যন্ত আত্মাভিমানী ব্যক্তিও বলে, আমি সৎ সত্যই হইয়াছি, ইহা উপচার নহে কি? উত্তর—না, তাহা নহে, তাহা হইলে, পূর্ব্বাপর বাক্যের বিরোধ হয়, পূর্ব্বে কোন্ সতের কথার উত্থাপন হইয়াছে, তাহাই বিচারিত হউক। যে সতের জ্ঞানে কিছু অবিজ্ঞাত থাকে না, সেই সৎকে জানিলে সবই জ্ঞাত হইয়া

থাকে, সেই সৎ আর উপসংহারে উক্ত এই সৎ অভিন্ন বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ দ্বিতীয় সৎ নাই, এ কথাও বলা হইয়াছে। তাহা হইলে সৎ বলিতে জড় প্রকৃতি বুঝা উচিত নহে। আর এক কথা, মোক্ষোপদেশ উপচারও হইতে পারে না, কেন না, যাহাকে জানিলে অন্য জ্ঞাতব্য কিছু থাকে না, তদ্বিষয় শ্রুত হইলে অন্য শ্রোতব্য অবশিষ্ট রহে না, হেতু দ্বারা অনুমেয়ও কিছু নাই, যাহাতে তুমি সৎকে জানিয়াও মোক্ষোপদেশ মিথ্যা বলিবে। অন্য কথা, সমস্ত সন্দর্ভার্থকেই আরোপিত বলিয়া কল্পনা করায় কল্পনাকারীর বৃথাই পরিশ্রম হইয়াছে, কল্পনাকারী মোক্ষসাধনবিজ্ঞানকে তর্ক দ্বারাই পাইয়াছেন। অতএব বেদবোধিত বাক্যার্থের বেদপ্রামাণ্য-বলে পরিত্যাগ যুক্তিযুক্ত নহে, যথাশ্রুত অর্থই গ্রাহ্য। এতক্ষণে স্থির হইল যে, জগতের কারণ জড় প্রকৃতি নহে, সৎ ব্রহ্মই ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠপ্রপাঠকে

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—আণ্ডজং, জীবজম্, উদ্ভিজ্জমিতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—সেই এই ভূত অর্থাৎ প্রাণিসমূহের তিন প্রকার কারণ হইয়া থাকে অর্থাৎ তিনটি হেতু হইতে যাবতীয় প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, অণ্ড হইতে উৎপন্ন, জীব হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ অর্থাৎ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তেষাং জীবাবিষ্টানাং খল্বেষাং পক্ষ্যাদীনাং ভূতানাম্, এষামিতি প্রত্যক্ষনির্দ্দেশাৎ, ন তু তেজঃপ্রভৃতীনাং, তেষাং ত্রিবৃৎকরণস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ; অসতি ত্রিবৃৎকরণে প্রত্যক্ষনির্দ্দেশানুপপত্তিঃ, দেবতাশব্দপ্রয়োগাচ্চ তেজঃপ্রভৃতিষু "ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ" ইতি। তস্মাত্তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং পশু-পক্ষি-স্থাবরাদীনাং ত্রীণ্যেব নাতিরিক্তানি বীজানি কারণানি ভবন্তি। কানি তানীতি? উচ্যন্তে—আণ্ডজম্—অণ্ডাজ্জাতম্ অণ্ডজম্, অণ্ডজমেবাণ্ডজং পক্ষ্যাদি। পক্ষি-সর্পাদিভ্যো হি পক্ষিসর্পাদয়ো জায়মানা দৃশ্যন্তে; তেন পক্ষী পক্ষিণাং বীজং, সর্পঃ সর্পাণাং বীজং, তথা অন্যদপ্যণ্ডাজ্জাতং তজ্জাতীয়ানাং বীজমিত্যর্থঃ। নন্বু অণ্ডাজ্জাতমণ্ডজমুচ্যতে, অতোঽণ্ডমেব বীজমিতি যুক্তং, কথমণ্ডজং বীজমুচ্যতে? সত্যমেবং স্যাৎ, যদি ত্বদিচ্ছাতন্ত্রা শ্রুতিঃ স্যাৎ; স্বতন্ত্রা তু শ্রুতির্যত আহ অণ্ডজাদ্যেব বীজং, নাণ্ডাদীতি। দৃশ্যতে চ অণ্ডজাদ্যভাবে তজ্জাতীয়সন্তত্যভাবঃ নাণ্ডাদ্যভাবে; অতোঽণ্ডজাদীন্যেব বীজানি অণ্ডজাদীনাম্। তথা জীবাজ্জাতং জীবজং জরায়ুজমিত্যেতৎ পুরুষ-পশ্বাদি। উদ্ভিজ্জম্—উদ্ভিনত্তীতি উদ্ভিৎ স্থাবরং, ততো জাতমুদ্ভিজ্জং, ধানা বা উদ্ভিৎ, ততো জায়তে ইত্যুদ্ভিজ্জং, স্থাবরবীজং স্থাবরাণাং বীজমিত্যর্থঃ। স্বেদজ-সংশোকজয়োরাণ্ডজোদ্ভিজ্জয়োরেব যথাসম্ভবমন্তর্ভাবঃ। এবং হ্যবধারণং, ত্রীণ্যেব বীজানীত্যুপপন্নং ভবতি। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অচেতন মহাভূতের ব্রহ্মকার্য্যতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক ভৌতিক জীবযুক্ত পদার্থেরও ব্রহ্মকার্য্যতা প্রতিপাদিত হইতেছে।—তাহাদিগের অর্থাৎ জীবাধিষ্ঠিত এই সমস্ত পক্ষিপ্রভৃতি ভূতসমূহের তিনটিই মাত্র বীজ অর্থাৎ কারণ হইয়া থাকে, অতিরিক্তও নহে, ইহা অপেক্ষা অল্পও নহে। মূলে 'এষাম্' এই প্রত্যক্ষবোধক 'এতৎ' শব্দের প্রয়োগ থাকায় ভূত শব্দে পক্ষিপ্রভৃতি প্রাণিসমূহকেই বুঝাইতেছে, তেজ, জল ও অন্নকে (পৃথিবীকে) নহে, কারণ,

তাহাদের ত্রিবৃৎকরণ ব্যাপার পরে বলা হইবে, অথচ ত্রিবৃৎকরণের বিষয় যদি না বলা হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ উপপন্ন হয় না ; আর "এই তিনটি দেবতাকে" এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তেজ প্রভৃতিতে দেবতাশব্দও প্রযুক্ত হয়, অতএব ভূতশব্দে এস্থানে তেজ প্রভৃতি নহে ; অতএব সেই এই ভূতসমূহ অর্থাৎ পশু, পক্ষী ও স্থাবরদিগের তিনটিই বীজ অর্থাৎ কারণ হয়, তাহার অতিরিক্ত হয় না। সেই তিনটি বীজ কি ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, আণ্ডজ অর্থাৎ পক্ষী সর্প প্রভৃতি। দেখিতেও পাওয়া যায়, পক্ষী হইতেই পক্ষী, সর্প হইতেই সর্প জন্মগ্রহণ করে, অতএব পক্ষীর বীজ পক্ষী, সর্পের বীজ সর্প, পক্ষী সর্প ব্যতীতও যে কোন জন্তু অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদের পক্ষে সেই জাতীয় জীবই বীজ অর্থাৎ কারণ।

আচ্ছা, এ স্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে—বলা হইয়াছে, যাহারা অণ্ড হইতে জাত, তাহারাই অণ্ডজ, অতএব অণ্ডই বীজ, এইরূপ বলাই যুক্তিসঙ্গত, অণ্ডজকে বীজ বলা হইল কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তোমার এ প্রশ্ন সঙ্গত হইত, যদি শ্রুতি তোমার ইচ্ছাধীন হইত, কিন্তু শ্রুতি স্বাধীন, পরের ইচ্ছাধীন নহে, কারণ, শ্রুতিই বলিয়াছেন, অণ্ডজ প্রভৃতিই বীজ, অণ্ডাদি নহে। দেখাও যায়, অণ্ডজ প্রভৃতির অভাবে তজ্জাতীয় প্রাণীর সন্তানের অভাব ঘটে, কিন্তু অণ্ডাদির অভাবে সন্তানের অভাব হয় না, অতএব অণ্ডজাদিই অণ্ডজাদির বীজ। এইরূপ জীব হইতে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা জীবজ অর্থাৎ জরায়ুজ, যেমন মনুষ্য ও পশুপ্রভৃতি। যাহারা উর্দ্ধদেশ ভেদ করিয়া অর্থাৎ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তাহারা উদ্ভিদ অর্থাৎ বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ, সেই উদ্ভিদ হইতে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা উদ্ভিজ্জ। অথবা উদ্ভিদ্ শব্দের অর্থ ধানা অর্থাৎ বীজ, বীজ হইতে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারাই উদ্ভিজ্জ, অর্থাৎ স্থাবর পদার্থের বীজই স্থাবর পদার্থের বীজ বা কারণ। স্বেদজ (যাহারা স্বেদ অর্থাৎ পচা গোময় প্রভৃতি হইতে জন্মগ্রহণ করে) ও সংশোকজ (যাহারা উষ্মা হইতে উৎপন্ন হয়, ছারপোকা উকুন প্রভৃতি) ইহারা উভয়ে যথাসম্ভব অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জের অন্তর্ভূত। ইহাদের মধ্যে স্বেদজ মশক মক্ষিকা ডাঁশ বৃশ্চিক প্রভৃতি উদ্ভিজ্জের অন্তর্ভূত ও ছারপোকা প্রভৃতি অণ্ডজের অন্তর্গত। অতএব 'তিন প্রকার মাত্রই বীজ' এই যে অবধারণার্থক বাক্য প্রয়োগ, ইহা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে ॥ ১ ॥

সেয়ং দেবতৈক্ষত, হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণীতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই এই দেবতা ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিয়াছিলেন ;

আমি জীবাত্মরূপে তেজ জল ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী ভূতের অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম-ভাবে আনন্দের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপকে ব্যক্ত করিব অর্থাৎ বিশিষ্ট বিশিষ্ট নাম ও আকৃতি ধারণ করিব ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সেয়ং প্রকৃতা সদাখ্যা তেজোঽবন্নযোনির্দ্দেবতা উক্তা ঐক্ষত ঈক্ষিতবতী, যথা পূর্ব্বং বহু স্যামিতি। তদেব বহুভবনং প্রয়োজনং নাদ্যাপি নির্ব্বৃত্ত-মিত্যত ঈক্ষাং পুনঃ কৃতবতী বহুভবনমেব প্রয়োজনমুররীকৃত্য। কথম্? হন্ত ইদানীমহমিমা যথোক্তাঃ তেজ-আদ্যাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনেতি—স্ববুদ্ধিস্থং পূর্ব্বসৃষ্ট্যনুভূত-প্রাণ-ধারণমাত্মানমেব স্মরন্তী আহ, অনেন জীবেনাত্মনেতি। প্রাণধারণকর্ত্রা আত্মনেতি বচনাৎ স্বাত্মনোঽব্যতিরিক্তেন চৈতন্যস্বরূপতয়া অবিশিষ্টেনেত্যেতদ্দর্শয়তি। অনুপ্রবিশ্য তেজোঽবন্ন-ভূতমাত্রাসংসর্গেণ লব্ধবিশেষবিজ্ঞানা সতী নাম চ রূপঞ্চ নাম-রূপে ব্যাকরবাণি বিস্পষ্টমাকর-বাণি, অসৌ নামায়ম্, ইদং-রূপ ইতি ব্যাকুর্য্যামিত্যর্থঃ। ননু ন যুক্তমিদমসংসারিণ্যাঃ সর্ব্বজ্ঞায়া দেবতায়া বুদ্ধিপূর্ব্বকমনেকশতসহস্রানর্থাশ্রয়ং দেহমনুপ্রবিশ্য দুঃখমনুভবিষ্যামীতি সঙ্কল্পনম্, অনুপ্রবেশশ্চ স্বাতন্ত্র্যে সতি। সত্যমেবং ন যুক্তং স্যাৎ, যদি স্বেনৈবাবিকৃতেন রূপেণানুপ্রবিশেয়ং দুঃখমনুভবেয়মিতি চ সঙ্কল্পিতবতী, ন ত্বেবম্। কথং তর্হি? অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্যেতি বচনাৎ। জীবো হি নাম দেবতায়া আভাসমাত্রম্; বুদ্ধ্যাদি-ভূতমাত্রাসংসর্গজনিত আদর্শ ইব প্রবিষ্টঃ পুরুষপ্রতিবিম্বঃ; জলাদিম্বিব চ সূর্য্যাদীনাম্। অচিন্ত্যানন্তশক্তিমত্যা দেবতায়া বুদ্ধ্যাদিসম্বন্ধঃ চৈতন্যাবভাসো দেবতাস্বরূপবিবেকাগ্রহণ-নিমিত্তঃ "সুখী দুঃখী মূঢ়ঃ" ইত্যাদ্যনেকবিকল্পপ্রত্যয়হেতুঃ। ছায়ামাত্রেণ জীবরূপেণানু-প্রবিষ্টত্বাৎ দেবতা ন দৈহিকৈঃ স্বতঃ সুখ-দুঃখাদিভিঃ সম্বধ্যতে, যথা পুরুষাদিত্যাদয় আদর্শোদকাদিষু ছায়ামাত্রেণানুপ্রবিষ্টা আদর্শোদকাদিদোষৈর্ন সম্বধ্যন্তে, তদ্বৎ দেবতাঽপি।

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।"

"আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" ইতি হি কাঠকে। "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি চ বাজসনে-য়কে। ননু বাচারম্ভণমাত্রশ্চেজ্জীবঃ, মৃষৈব প্রাপ্তঃ, তথা পরলোকেহলোকাদি চ কথং তস্য? নৈষ দোষঃ, সদাত্মনা সত্যত্বাভ্যুপগমাৎ। সর্ব্বঞ্চ নাম-রূপাদি সদাত্মনৈব সত্যং বিকারজাতং, স্বতস্তু অনৃতমেব, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইত্যুক্তত্বাৎ। তথা জীবো-ঽপীতি। "যক্ষানুরূপো হি বলিঃ" ইতি ন্যায়প্রসিদ্ধিঃ; অতঃ সদাত্মনা সর্ব্বব্যবহারাণাং সর্ব্ব-বিকারাণাঞ্চ সত্যত্বং, সতোঽন্যত্বে চানৃতত্বমিতি ন কশ্চিদ্দোষস্তার্কিকৈরিহানুবক্তুং শক্যঃ; যথা ইতরেতরবিরুদ্ধদ্বৈতবাদাঃ স্ববুদ্ধিবিকল্পনামাত্রা অতত্ত্বনিষ্ঠা ইতি শক্যং বক্তুম্॥ ২॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—জীববিশিষ্ট ভূতসমূহ যে ব্রহ্মের কার্য্য, তাহা কথিত হইয়াছে, অধুনা জীবসমূহ বিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের কার্য্য হইলেও স্বরূপতঃ উহা ব্রহ্মের কার্য্য নহে, শরীরাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীবব্যবহার স্বীকৃত আছে, সুতরাং

ব্রহ্মবিজ্ঞানেই জীববিজ্ঞান সিদ্ধ হইবে, পরন্তু জীবসকলের যে ভোগের আধার শরীর, তাহারা ভৌতিক শরীর বটে, তাহাদের নাম ও রূপসৃষ্টির উল্লেখ করা উচিত, এই অভিপ্রায়ে তাহাই বিবৃত হইতেছে। প্রস্তাবিত তেজ, অপ্ ও অন্নের কারণস্বরূপ সেই এই সৎস্বরূপ দেবতা পূর্ব্বের ন্যায় ঈক্ষণ করিয়াছিলেন যে, আমি বহু হইব। তাঁহার বহু হওয়া-রূপ প্রয়োজনটি এখনও সম্পন্ন হয় নাই, এই জন্যই তিনি বহু হওয়া-রূপ প্রয়োজনটি স্বীকার করিয়া পুনরায় ঈক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন? সম্প্রতি আমি পূর্ব্বোক্ত তেজ, জল ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী এই তিনটি দেবতাতে জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ ঐ সূক্ষ্ম ভূতত্রয়ের সংসর্গে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া নাম ও রূপকে ব্যাকৃত করিব, অর্থাৎ এই বস্তুর এই নাম, এই প্রকার রূপ বা আকৃতি, ইহা বিশেষরূপে স্পষ্ট করিব। মূলে 'অনেন জীবেন আত্মনা' এই বাক্যটি দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, পূর্ব্বসৃষ্টিতে অনুভূত প্রাণধারণরূপ স্ববুদ্ধিস্থ নিজেকেই স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্টিতে নিজেই যে জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রাণধারণ করিয়াছিলেন, নিজের বুদ্ধিস্থ সেই জীবভাবকেই স্মরণ করিয়া 'অনেন জীবেন আত্মনা' অর্থাৎ এই জীবরূপে বলিয়াছেন। আর 'প্রাণধারণকারী আত্মারূপে' ইহা বলার তাৎপর্য্য এই যে, এই জীবভাবটিও তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে এবং চৈতন্যস্বরূপেও অবিশিষ্টতা অর্থাৎ তাহাতেও কিছুমাত্র বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য নাই। আচ্ছা, অসংসারিণী অর্থাৎ সংসারের হেতুস্বরূপ পাপপুণ্যাদি-বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বজ্ঞ দেবতার পক্ষে যে বুদ্ধিপূর্ব্বক অর্থাৎ স্বেচ্ছায় শত সহস্র অনিষ্টের আশ্রয়-স্বরূপ দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'আমি দুঃখ অনুভব করিব' এইরূপ সঙ্কল্প করা এবং স্বতন্ত্র অর্থাৎ তাঁহার স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকিতেও যে তাদৃশ দেহে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া, ইহা ত যুক্তিসঙ্গত হয় না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, যুক্তিসঙ্গত যে হয় না, ইহা সত্য বটে, কিন্তু যদি তিনি নিজের অবিকৃত রূপেই "অনুপ্রবিষ্ট হইব, দুঃখ অনুভব করিব" এইরূপ সঙ্কল্প করিতেন, কিন্তু যথার্থ বলিতে গেলে তিনি ত সেরূপ করেন না; তবে কি করেন? 'এই জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া' এই বাক্য দ্বারাই বুঝাইতেছে যে, তিনি নিজ অবিকৃত স্বরূপে প্রবিষ্ট হন না। আদর্শ অর্থাৎ দর্পণে প্রবিষ্ট পুরুষের প্রতিবিম্বের ন্যায়, জলাদিতে পতিত সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বের ন্যায়, জীববুদ্ধি প্রভৃতিও ভূত-তন্মাত্রসংসর্গজনিত দেবতা অর্থাৎ ব্রহ্মের আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্বমাত্র, দেবতা হইতে জীব স্বতন্ত্র নহে। (নিগূঢ়ার্থ এই যে—বেদান্তমতে পঞ্চমহাভূতের সাত্ত্বিকাংশ হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি, কাজেই বুদ্ধি ভৌতিক পদার্থ; সত্ত্বগুণের আধিক্য

থাকায় বুদ্ধি প্রকাশক অর্থাৎ উজ্জ্বল। সূর্য্য যেমন স্বচ্ছ দর্পণাদিতে প্রতিফলিত হন, বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মও তেমনই উজ্জ্বল বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হন, প্রতিফলিত ঐ ব্রহ্ম-পদার্থই জীব। অগ্নিতপ্ত লৌহগোলক যেমন অগ্নির ন্যায়ই হইয়া যায় এবং সাধারণ লোকে যেমন তাহাকে অগ্নি বলিয়াই মনে করে, সেইরূপ জীবও অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত অবিদ্যাপ্রভাবে বুদ্ধির সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়, এবং সেই অবস্থায় আর বুদ্ধি হইতে নিজেকে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে পারে না, ইহাই অবিবেক বা বিচারবিমূঢ়তা। এই অবিবেকপ্রভাবেই জীব বুদ্ধিগত সুখ-দুঃখাদি ধর্ম্মসমূহকে নিজের বলিয়া মনে করিয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে মনঃকল্পিত এই সমস্ত সুখ-দুঃখ অণুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না। মেঘের উদয়ে বা অপগমে যেমন আকাশের কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ সাংসারিক সুখ-দুঃখাদিও আত্মাকে কিছুমাত্র চালিত করিতে পারে না) অচিন্ত্য ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন দেবতার যে বুদ্ধিপ্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ চৈতন্যের আভাস বা প্রতিবিম্ব, দেবতার যথার্থ স্বরূপবিষয়ে বিবেক-বুদ্ধির অভাবে সেই চৈতন্যের আভাসই 'আমি সুখী আমি দুঃখী আমি মূঢ়' ইত্যাদি নানাবিধ বিকল্প জ্ঞানের উৎপাদক, কিন্তু ছায়া অর্থাৎ প্রতিবিম্বরূপ জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় দেবতা নিজে ঐ সমস্ত দৈহিক সুখ-দুঃখাদির সহিত সংসৃষ্ট হন না অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, পুরুষ ও সূর্য্য প্রভৃতি দর্পণ ও জল প্রভৃতিতে কেবল প্রতিবিম্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় দর্পণ ও জল প্রভৃতির মালিন্যাদি দোষের দ্বারা যেমন সংলিপ্ত হন না, এই দেবতাও সেইরূপ সুখ-দুঃখাদির দ্বারা আক্রান্ত হন না; কারণ, কঠোপনিষদে আছে— "সর্ব্বলোকের চক্ষুঃ অর্থাৎ চক্ষুঃস্বরূপ অথবা চক্ষুর প্রকাশক সূর্য্য যেমন চক্ষুর্গত বাহ্যিক দোষসমূহের দ্বারা সংলিপ্ত হন না, তেমনই এক অদ্বিতীয় আত্মা সর্ব্বপ্রাণীর অভ্যন্তরে অবস্থিত হইলেও লৌকিক দুঃখের অতীতই থাকেন, কোনরূপ দুঃখের দ্বারা লিপ্ত হন না"। "তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য"। বাজসনেয় সংহিতাতেও বলা হইয়াছে, "তিনি যেন ধ্যানই করেন, যেন স্পন্দনই করেন"। এ স্থানে 'ইব' অর্থাৎ 'যেন' এই শব্দ থাকায় বুঝাইতেছে যে, বাস্তবিক-পক্ষে তিনি ধ্যানও করেন না, স্পন্দনও করেন না। আচ্ছা, জীব যদি বাচারম্ভণমাত্র অর্থাৎ চৈতন্যের আভাস বা প্রতিবিম্বমাত্রই হয়, তাহা হইলে জীব মিথ্যাই হইয়া পড়িল? এবং তাহার ইহলোক-পরলোকাদিও সেইরূপ মিথ্যা হইয়া পড়িল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহা দোষাবহ নহে, কারণ, সৎস্বরূপে তাঁহার সত্যতা স্বীকৃতই আছে, নাম-রূপাদি সমস্ত বিকার-পদার্থই অর্থাৎ কার্য্য-জগৎমাত্রই

সৎস্বরূপে সত্য, আর স্বতঃ অর্থাৎ জড়স্বরূপে অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা বা অসৎ, কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 'বিকার-পদার্থ কেবল বাচারম্ভণ অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা আরব্ধ একটি একটি নামমাত্র', বাস্তবিকপক্ষে উহাদের কোন সত্যতাই নাই, জীবও সেইরূপ অর্থাৎ সৎস্বরূপে সত্য, আর জীবরূপে অসত্য ; লোকেও এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে 'যক্ষানুরূপ বলি' অর্থাৎ 'যেমন দেবতা, তাহার বলি অর্থাৎ পূজার্থ উপহার দ্রব্যও তেমনই'। (ভাবার্থ এই যে—প্রশ্ন করা হইয়াছিল, জীব যখন প্রতিবিম্বমাত্র, তখন প্রতিবিম্ব যেমন অসৎ, জীবও তেমনই অসৎ পদার্থ, আর জীব যদি অসৎই হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে বিধিই বা কি? আর নিষেধই বা কি? আর তাহার পরলোকাদি চিন্তাই বা কি? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন, জীবের জীবত্বও যেমন মিথ্যা, বিধি-নিষেধও সেইরূপ মিথ্যা, পরলোকাদিও সেইরূপ মিথ্যা, যে হেতু, জীবত্বই যখন অজ্ঞানমূলক, তখন বিধি-নিষেধও অজ্ঞান-মূলক, উভয়ই যখন শ্রেণীবিশেষের অন্তর্ভূত, তখন আর এ বিষয়ে আপত্তিই বা কি? পশুপক্ষী প্রভৃতির ব্যবহার যে অজ্ঞানমূলক, ইহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই, সাধারণ মানুষের ব্যবহারও অনেক স্থানেই উক্ত প্রকারই জানিবে। অতএব তাহাকে অজ্ঞানমূলক বলা দোষাবহ নহে) অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত যে, সমস্ত ব্যবহারের ও সমস্ত বিকার-পদার্থেরই সৎস্বরূপে সত্যতা, ও সৎ-ভিন্নত্বে অর্থাৎ জড়ত্বস্বরূপে অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব ; অতএব এ স্থানে পরস্পর-বিরুদ্ধ দ্বৈতবাদসমূহকে যেমন স্ববুদ্ধিকল্পিত অতত্ত্বনিষ্ঠমাত্র বলা যাইতে পারে, এ স্থানে সেরূপ কোন দোষ তার্কিকগণ দেখাইতে পারিবেন না। বিষয়টি পরিস্ফুট করার জন্য ইহার অন্যবিধ ব্যাখ্যাও এ স্থানে প্রদর্শিত হইতেছে, সেই তেজ, জল ও অন্নাদির কারণরূপ সন্নামক দেবতাই দর্শন করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ চিন্তা করিলেন। পূর্ব্বে তেজঃপ্রভৃতির যে বহুলীভাব হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণতা হয় নাই, এই জন্যই পুনরায় দর্শন কথিত হইল। যে আত্মায় পূর্ব্বসৃষ্টিতে প্রাণধারণ করিয়াছিলেন, সেই আত্মাকে স্মরণ করত বলিলেন, আমি সেই তেজঃ, জল ও অন্নরূপ তিন দেবতায় সেই জীবরূপে প্রবেশ পূর্ব্বক নাম-রূপ প্রকাশ করিব, অর্থাৎ ইহার এই নাম এবং এই দ্রব্যের এই রূপ ইত্যাদিরূপে নির্ণয় করিব। প্রাণধারণকারী আত্মা দ্বারা তেজ, জল, পৃথিবীরূপা দেবতায় সৎ ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়া নাম-রূপ বিবৃত করিলেন, এ কথা বলার তাৎপর্য্য, ঐ জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন চৈতন্যস্বরূপে অবশিষ্ট। যখন নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানরূপা ব্রহ্মদেবতা মায়াবশতঃ মহাভূত সকল সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে জীবরূপে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সেই সকল ভৌতিক বিরাট্ প্রভৃতি দেহে তাঁহার আত্মাভিমান আসিল ও প্রজাপতি

প্রভৃতি নামে ও শুক্লাদিরূপে তিনি বহু ভাবে প্রকাশিত হইলেন। যদি বল, অসংসারিণী সর্ব্বজ্ঞ দেবতার অনেক শত সহস্র অনর্থের আশ্রয় শরীরমধ্যে জানিয়া শুনিয়া প্রবেশ ও দুঃখানুভবসঙ্কল্প সঙ্গত নহে, অধিকন্তু তিনি স্বাধীন, যাহার দুঃখময় শরীরমধ্যে প্রবেশের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার বাধ্য হইয়া যন্ত্রণাময় দেহে প্রবেশ সম্ভবে। কোন স্বাধীন ব্যক্তিই জগতে সে যন্ত্রণাময় স্থানে প্রবেশ করে না। কেহই "আমি স্বীয়রূপে প্রবেশ করি ও দুঃখ অনুভব করি" এরূপ সঙ্কল্প করে না। তবে কি প্রকারে এই ব্রহ্ম স্বয়ং প্রবেশ করেন, ইহা বলা যাইতে পারে? উত্তর—সত্য বটে, অধুনা বক্তব্য এই যে, তাহাই বটে, যদি অবিকৃতভাবে ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিতেন, আমি ইহাতে প্রবেশ করিব ও দুঃখানুভব করিব, তবেই অসঙ্গতি হইত, কিন্তু তাহা নহে। প্রশ্ন—তবে কিরূপে? উত্তর—শুন, ব্রহ্ম জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, জীব ব্রহ্মদেবতার আভাস মাত্র। বুদ্ধি প্রভৃতি ভূত অংশের সহিত সংসর্গজন্য আদর্শের ন্যায় তাহার প্রতিবিম্ব জীবদেহে প্রবিষ্ট হয়। যেরূপ জলাদিতে চন্দ্রসূর্য্যাদির আভা প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ পুরুষপ্রতিবিম্ব বুদ্ধিদর্পণে প্রবিষ্ট হয়। যদি বল, চিদাত্মা সঙ্গহীন, অদ্বিতীয়, তাঁহার বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত অভেদ অভিমান হইবে কেন? উত্তর—তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই, অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্না, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে অবিনাশিনী মায়াশক্তির আশ্রয়ে সেই ব্রহ্ম জীবশরীরে প্রবিষ্ট থাকেন, সেই মায়াশক্তির প্রভাবে বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত অভেদজ্ঞান জন্মায়, সেই অভেদাভিমানী ব্রহ্মই চিদাভাস বা জীব নামে অভিহিত। মায়ার দুইটি শক্তি;—আবরণী ও বিক্ষেপণী। মায়া এক শক্তি দ্বারা বস্তুর স্বরূপ তিরোধান করে, অপর শক্তি দ্বারা অন্য বুদ্ধি উৎপাদন করে। সেই মায়া ব্রহ্মকে 'নিরুপাধি চিৎস্বরূপ আমি' এই বিশেষ ধর্ম্মজ্ঞান হারাইয়া বুদ্ধিধর্ম্মে লিপ্ত করেন, ইহাই চিতের বুদ্ধির সহিত অভেদজ্ঞানের কারণ। যখন সেই জ্ঞান পুনশ্চ জন্মায়, তখন স্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষ হয়। 'বুদ্ধির সহিত অভিন্ন আমি' এই জ্ঞানেই বুদ্ধিকার্য্য সুখ, দুঃখ, মোহ ইত্যাদি অনেক প্রকার বিকল্পের উদয় ও তাহাদের ভোগ হয়। পরব্রহ্মই অবিদ্যাবশতঃ বুদ্ধ্যাদি সংসর্গে জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সংসারী হন। জীব তাঁহার ছায়ামাত্র, পরব্রহ্মকে জীবদেহধর্ম্ম সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিকারলিপ্ত হইতে হয় না। যেমন জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য ও দর্পণে প্রতিবিম্বিত পুরুষ অনেক ও চঞ্চল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই প্রতিবিম্বে জলধর্ম্ম ও আদর্শধর্ম্ম চাঞ্চল্য প্রভৃতি সংক্রমিত হয়, কিন্তু বিম্বে তাহার সম্বন্ধলেশও থাকে না, সেইরূপ চিৎ ও চিদাভাসের অবস্থা বুঝিবে। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দেখান হইতেছে। যেমন সর্ব্বলোকের প্রকাশক সূর্য্য

চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যরূপ চক্ষুর দোষে লিপ্ত নহেন, সেইরূপ ব্রহ্ম এক, তিনি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্গত, তাহা হইলেও তাহাদের অন্তরের দোষস্পৃষ্ট নহেন। ব্রহ্ম আকাশের মত সর্ব্বত্র আছেন, অথচ নিত্য, ক্ষয়হীন, বিকারহীন, নির্লিপ্ত। বাজসনেয়ক উপনিষদে আছে, যেন তিনিই সুখ-দুঃখের সঙ্কল্প করেন, তিনিই যেন কার্য্য করিতেছেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্বমাত্র হইলে জীবের অস্তিত্ব নষ্ট হইল, কেন না, ছায়ার সত্যতা কোথায়? আর সেই জীবের ইহকাল পরকাল ইহাও মিথ্যা, যে হেতু, ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকিতে পারে না, অন্যকৃত কর্ম্মফল অপরে ভোগ করে না, জীবের অস্তিত্বের নাশে ভোগকর্ত্তা কোথায়? উত্তর—ইহা দোষাবহ নহে, সেই জীব সদ্রূপে সত্য, ইহা বলিয়াছি। জীবের সত্ত্ব, সত্তা, বুদ্ধিধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, মোহ ইহাই মিথ্যা। আর নাম রূপ প্রভৃতি জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, ইহারাও সদ্রূপে সত্য, যথার্থতঃ মিথ্যা। যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিকার নাম মাত্র শব্দে অধিষ্ঠিত, সেইরূপ জীব বিষয়েও জ্ঞাতব্য। একটা লৌকিক কথা আছে, যেমন ভূত, তেমনি পূজা, সেইরূপ ভোক্তাও মিথ্যা, ভোগ্যও মিথ্যা। নৈয়ায়িকগণ বলেন, জগৎ মিথ্যা হইলে বৌদ্ধমতেরই অনুসরণ হইল? আবার জগৎ সত্য হইলে অদ্বৈতবাদ নষ্ট হইল? ইহার উত্তরে এইরূপ বক্তব্য যে, জগতে যাহা কিছু ব্যবহার করিতেছি বা কিছু বিকারজাত দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সমস্তই সদ্রূপে সত্য, নাম ও রূপে মিথ্যা সুতরাং অদ্বৈতবাদ অখণ্ডিত রহিল। যেমন তার্কিকগণের পরস্পর দ্বৈতবাদ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে বিকল্পমাত্র, যথার্থত কিছুই নহে, সেইরূপ এখানেও বুঝিবে ॥ ২ ॥

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি; সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরোৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত সেই ভূতযোনি দেবতা "তেজ, জল ও পৃথিবীরূপ দেবতাত্রয়ের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্র্যাত্মক ত্র্যাত্মক করিব" এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক জীবাত্মস্বরূপে ঐ দেবতাত্রয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—সা এবং তিস্রো দেবতা অনুপ্রবিশ্য স্বাত্মাবস্থে বীজভূতে অব্যাকৃতে নাম-রূপে ব্যাকরবাণীতি ঈক্ষিত্বা তাসাঞ্চ তিসৃণাং দেবতানামেকৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণি, একৈকস্যাঃ ত্রিবৃৎকরণে একৈকস্যাঃ প্রাধান্যং, দ্বয়োর্দ্বয়োর্গুণভাবঃ, ৎ তথা

হি রজ্জ্বা ইব একমেব ত্রিবৃৎকরণং স্যাৎ, ন তু তিসৃণাং পৃথক্ পৃথক্ ত্রিবৃৎকরণমিতি। এবং হি তেজোবন্নানাং পৃথঙ্‌নামপ্রত্যয়লাভঃ স্যাৎ—তেজ ইদম্, ইমা আপঃ, অন্নমিদমিতি চ। সতি চ পৃথঙ্‌নামপ্রত্যয়লাভে দেবতানাং সম্যগ্‌ব্যবহারস্য প্রসিদ্ধিঃ প্রয়োজনং স্যাৎ। এবমীক্ষিত্বা সেয়ং দেবতা ইমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব যথোক্তেনৈব জীবেন সূর্য্যবিম্ববদস্তঃ প্রবিশ্য বৈরাজং পিণ্ডং প্রথমং দেবতাদীনাং চ পিণ্ডানমুপ্রবিশ্য যথাসঙ্কল্পমেব নাম-রূপে ব্যাকরোৎ—অসৌ-নামা অয়ম্, ইদং-রূপ ইতি। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই দেবতা অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম এইরূপ ভাবে দেবতাত্রয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজের স্বরূপে অবস্থিত বীজাত্মক ও অব্যাকৃত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত নাম ও রূপকে ব্যাকৃত অর্থাৎ অভিব্যক্ত বা প্রকটিত করিব, এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া এবং সেই তিনটি দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্রিরাবৃত্ত করিব। এক একটির ত্রিবৃৎকরণ কৃত হইলে এক একটির প্রাধান্য, আর অপর দুই দুইটির গুণভাব অর্থাৎ অপ্রাধান্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা না করিলে রজ্জুর ন্যায় অর্থাৎ ত্রিতন্তুবিশিষ্ট বা ত্রিবেণীকৃত রজ্জুর ন্যায় একটি মাত্রই ত্রিবৃৎকরণ হইতে পারে, তিনটির পৃথক্ পৃথক্ ত্রিবৃৎকরণ হইতে পারে না। এইরূপ হইলেই তেজ, জল ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী এই তিনটির প্রত্যেকের এইটি তেজ, এইটি জল, এইটি পৃথিবী এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ নাম ও পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান হইতে পারে। ঐ দেবতাত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ নাম ও জ্ঞানলাভ হইলেই যথাযথভাবে ব্যবহারসিদ্ধিরূপ প্রয়োজনও সিদ্ধ হইতে পারে। সেই এই দেবতা এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া সূর্য্যবিম্বের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত এই জীবাত্মরূপে এই তিনটি দেবতার অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক, অর্থাৎ প্রথম বৈরাজ পিণ্ড (সমষ্টিভূত বিরাট্‌দেহে) ও ঐ তিন দেবতার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বসঙ্কল্পানুযায়ী—ইহার এই নাম, ইহার এইরূপ আকার ইত্যাদি নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন। (ত্রিবৃৎকরণ শব্দের অর্থ—প্রথমে প্রত্যেক ভূতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই বিভক্ত দুই ভাগের এক ভাগকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক ভাগকে অপর দুইটি ভূতের সহিত মিশ্রিত করা, এইরূপ হইলেই প্রত্যেক ভূতে প্রত্যেক ভূতের তিন অংশ করিয়া থাকে, ইহাই ত্রিবৃৎকরণ ; অর্থাৎ প্রথমতঃ এক দেবতা জল বা তেজ বা পৃথিবীকে দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগকে পুনশ্চ দুই দুই করিলেন, পরে ঐ অর্দ্ধে অন্যান্য এক-চতুর্থাংশ দুইটি যোগ করিলে প্রত্যেকটি ত্রিভূতের ত্রিখণ্ডযুক্ত মহাখণ্ড হয়, তাহাতে এক খণ্ড প্রধান ও অপর দুই খণ্ড অপ্রধানভাবে থাকে, সেই জন্য সমসূত্রত্রয়নির্ম্মিত রজ্জুবৎ একবিধগুণসম্পন্ন উহারা নহে ও প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ নামে অভিহিত হইতে পারিল,

এই রূপে যাহাতে যে ভূতের অংশ অধিক আছে, তাহা সেই নামে কথিত হয়—ইহা তেজ, ইহা জল, ইহা পৃথিবী এইরূপে বিশেষ সংজ্ঞা সিদ্ধ হইল) ॥ ৩ ॥

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ, যথা নু খলু সোম্য ! ইমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানীহীতি ॥ ৪ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন। হে সোম্য ! এই তিনটি দেবতা ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়াও যে ভাবে এক একটি হয় অর্থাৎ ত্র্যাত্মক হইয়াও যেরূপ এক একটি নামে পরিচিত হয়, তাহা আমার নিকট হইতে বিশেষভাবে জ্ঞাত হও ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তাসাঞ্চ দেবতানাং গুণপ্রধানভাবেন ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ কৃতবতী দেবতা। তিষ্ঠতু তাবদ্দেবতাদিপিণ্ডানাং নাম-রূপাভ্যাং ব্যাকৃতানাং তেজোঽবন্নময়ত্বেন ত্রিধাত্বং, যথা তু খলু বহিরিমাঃ পিণ্ডেভ্যস্তিস্রো দেবতাঃ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে মম নিগদতো বিজানীহি বিস্পষ্টমবধারয় উদাহরণতঃ ॥৪॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই দেবতা অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম সেই তিনটি দেবতার প্রত্যেককে গুণপ্রধানভাবে অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিভাবে বা ন্যূনাধিকভাবে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন। নাম-রূপের দ্বারা ব্যাকৃত অর্থাৎ স্পষ্টীকৃত দেবতাদিপিণ্ডসমূহের যে তেজ, অপ্ ও অন্নময়ত্বহেতুক ত্রিধাত্ব অর্থাৎ ত্রিবৃৎকরণের প্রসঙ্গ এখন থাকুক, তাহার আলোচনা এক্ষণে অনাবশ্যক, এই তিনটি দেবতা পিণ্ডের অর্থাৎ বৈরাজপিণ্ডের বহির্দ্দেশেও যে ভাবে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়াও এক একটি হয়, আমার নিকট হইতে তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হও অর্থাৎ উদাহরণ দ্বারা তাহা স্পষ্টভাবে অবধারণ কর ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠপ্রপাঠকে

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং, যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য, অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অগ্নির যে রোহিত অর্থাৎ লোহিত রূপ বা বর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা তেজের রূপ, যাহা শুক্লবর্ণ, তাহা জলের রূপ, আর যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহা অন্নের অর্থাৎ পৃথিবীর রূপ। এইরূপে অগ্নির অগ্নিত্ব বিনষ্ট হইয়া গেল, কারণ, বাক্যের দ্বারা আরব্ধ নাম বিকারমাত্র, উক্ত তিনটি রূপই মাত্র সত্য, অর্থাৎ ঐ তিনটি রূপের অতিরিক্ত অগ্নি বলিয়া কোন পদার্থ নাই ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যত্তদ্দেবতানাং ত্রিবৃৎকরণমুক্তং, তস্যৈবোদাহরণমুচ্যতে; উদাহরণং নাম একদেশপ্রসিদ্ধ্যা অশেষপ্রসিদ্ধ্যর্থমুদাহ্রিয়তে ইতি। তদেতদাহ, যদগ্নেঃ ত্রিবৃৎ-কৃতস্য রোহিতং রূপং প্রসিদ্ধং লোকে, তদত্রিবৃৎকৃতস্য তেজসো রূপমিতি বিদ্ধি, তথা যৎ শুক্লং রূপমগ্নেরেব, তদপামত্রিবৃৎকৃতানাং, যৎ কৃষ্ণং তস্যৈবাগ্নে রূপং, তদন্নস্য পৃথিব্যা অত্রিবৃৎকৃতায়া ইতি বিদ্ধি। তত্রৈবং সতি রূপত্রয়ব্যতিরেকেণাগ্নিরিতি যন্মন্যসে ত্বং, তস্যাগ্নেরগ্নিত্বমিদানীমপাগাৎ অপগতম্। প্রাক্ রূপত্রয়বিবেকবিজ্ঞানাৎ যা অগ্নিবুদ্ধিরাসীৎ তে, সা অগ্নিবুদ্ধিরপগতা, অগ্নিশব্দশ্চেত্যর্থঃ। যথা দৃশ্যমানরক্তোপধানসংযুক্তঃ স্ফটিকো গৃহ্যমাণঃ পদ্মরাগোঽয়মিতি শব্দ-বুদ্ধ্যোঃ প্রয়োজকো ভবতি প্রাগুপধান-স্ফটিকয়োর্ব্বিবেকবিজ্ঞানাৎ, তদ্বিবেকবিজ্ঞানে তু পদ্মরাগশব্দ-বুদ্ধী নিবর্ত্তেতে তদ্বিবেকবিজ্ঞাতুঃ, তদ্বৎ। ননু কিমত্র বুদ্ধি-শব্দকল্পনয়া ক্রিয়তে, প্রাক্ রূপত্রয়বিবেককরণাৎ অগ্নিরেবাসীৎ, তদগ্নেরগ্নিত্বং রোহিতাদিরূপবিবেককরণাৎ অপাগাদিতি যুক্তং, যথা তন্তুপকর্ষণে পটাভাবঃ? নৈবং, বুদ্ধি-শব্দমাত্রমেব হি অগ্নিঃ, যত আহ, বাচারম্ভণমগ্নির্নাম বিকারো নামধেয়ং নামমাত্রমিত্যর্থঃ, অতোঽগ্নিবুদ্ধিরপি মৃষৈব। তর্হি কিং তত্র সত্যম্? ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং, নাণুমাত্রমপি রূপত্রয়ব্যতিরেকেণ সত্যমস্তি, ইত্যবধারণার্থঃ ॥১॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বখণ্ডে যে তিনটি দেবতার ত্রিবৃৎ-করণের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, এ স্থলে তাহারই উদাহরণ দেখাইতেছেন। উদাহরণ শব্দের অর্থ, এক স্থানে প্রসিদ্ধ কোন বিষয়ের উল্লেখ করিয়া সর্ব্বস্থানেই প্রসিদ্ধির নিমিত্ত এক স্থানে প্রসিদ্ধ কোন বিষয়ের উল্লেখ করা, অর্থাৎ একটি দেখাইয়া তাহার অবস্থা দ্বারা অপর সমস্ত বুঝাইবার জন্য যাহা উল্লিখিত হয়, তাহা।

এস্থানে সেইরূপ উদাহরণই দেখাইতেছেন, এই লোকে ত্রিবৃৎকৃত অগ্নির যে লোহিত রূপ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অত্রিবৃৎকৃত তেজের রূপ বলিয়া জানিবে; আর ত্রিবৃৎকৃত অগ্নির যে শুক্লরূপ, তাহা অত্রিবৃৎকৃত জলের রূপ বলিয়া জানিবে। আর সেই ত্রিবৃৎকৃত অগ্নিরই যে কৃষ্ণ রূপ, তাহা অন্ন অর্থাৎ অত্রিবৃৎকৃত পৃথিবীর রূপ বলিয়া জানিবে। এ বিষয়ে যখন এইরূপই স্থিরীকৃত হইল, তখন তুমি যাহাকে এই রূপত্রয়ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ এই তিনটি রূপবিহীন অগ্নি বলিয়া মনে করিতেছ, সেই অগ্নির অগ্নিত্বই সম্প্রতি অপগত হইয়া গেল, অর্থাৎ অরুণ, শুক্ল ও কৃষ্ণ এই তিনটি রূপবিষয়ে বিশেষ বোধ হওয়ার পূর্ব্বে তোমার যে অগ্নিবুদ্ধি, অর্থাৎ অগ্নি সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল, এখন সেই অগ্নিবুদ্ধি ও অগ্নিশব্দ, উভয়ই দূরীভূত হইল। যেমন, রক্তবর্ণ কোন পদার্থরূপ উপাধিসংসৃষ্ট স্ফটিক দৃষ্টিবিষয়ীভূত হওয়ার পর সেই উপাধি ও স্ফটিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ দুইটি যে পৃথক্ পদার্থ এইরূপ বিবেক উৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত "ইহা একটি পদ্মরাগ" এই শব্দ ও বুদ্ধির প্রযোজক হয়, অর্থাৎ উহাকে পদ্মরাগ বলিয়াই মনে করে ও পদ্মরাগ নামেই অভিহিত করে; অনন্তর উহাদের পার্থক্যবুদ্ধি উৎপন্ন হইলে সেই বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির "ইহা পদ্মরাগ" এই শব্দ ও বুদ্ধি উভয়ই নিবৃত্ত হয়, ইহাও সেইরূপ জানিবে। আচ্ছা, এস্থানে বুদ্ধি ও শব্দ কল্পনা দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? উল্লিখিত তিনটি রূপের বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য সম্পাদনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অগ্নি অগ্নিই ছিল; লোহিতাদিরূপের পার্থক্য বোধ হওয়ার পর সেই অগ্নির অগ্নিত্বটিমাত্রই বিদূরিত হইয়া গেল, এইরূপ কল্পনা করাই ত যুক্তিসঙ্গত, যেমন সূত্রের আকর্ষণে বস্ত্র বিলুপ্ত হয়, ইহার মধ্যে আবার বুদ্ধি ও শব্দ কল্পনার কি সার্থকতা থাকিতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তুমি যেরূপ বলিতেছ, সেরূপ হয় না, কারণ, অগ্নি পদার্থটি কেবল বুদ্ধি ও শব্দস্বরূপই, অর্থাৎ অগ্নি এই নাম ও তদ্বিষয়ক বুদ্ধি বা জ্ঞান ব্যতীত অগ্নি বলিয়া কোন পদার্থ নাই, যে হেতু শ্রুতিই বলিয়াছেন, "অগ্নিনামক বিকার বা কার্য্যটি কেবল বাচারম্ভণ অর্থাৎ বাক্যারব্ধ নামধেয় বা নামমাত্র, ডাকিবার বা বলিবার সুবিধার জন্য একটা নাম মাত্র, অতএব অগ্নিবুদ্ধিটিও মিথ্যাই জানিবে। তবে তাহাতে সত্য কি? অর্থাৎ সত্য কতটুকু আছে? তিনটি রূপ ইহাই মাত্র সত্য, রূপত্রয় ব্যতীত উহাতে আর অণুমাত্রও সত্য নাই। সরলার্থ—যদি বল, বহ্নিতে অগ্নিবুদ্ধি ও অগ্নিনাম পরিকল্পনায় আবশ্যক কি? উত্তর—রূপত্রয়বিবেকের অগ্রেই অগ্নি বলিয়া বোধ ও অগ্নিনাম থাকে, পরন্তু ঐ ত্রিরূপবিবেকের পর আর অগ্নি বলিয়া বোধ থাকে না। যেরূপ সূত্রের অভাব হইলেই বসনের অভাব

ঘটে, তদ্রূপ ত্রিগুণের বিবেকে অগ্নিত্বের অভাব হইয়া থাকে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শব্দবুদ্ধিমাত্রই অগ্নি, অর্থাৎ বহ্নি এই নামটি কেবল কথাতেই জানা যায়, যাবৎ এইটি অগ্নি, এই প্রকার বুদ্ধি থাকে, তাবৎই অগ্নিকে সত্য বলিয়া বোধ হয় এবং অগ্নি শব্দের প্রয়োগ হয়। পরন্তু ত্রিরূপের বিজ্ঞান হইলে অগ্নিশব্দ বা অগ্নিবুদ্ধি নিবৃত্ত হয়। ফলতঃ উহা বিকারমাত্র, কেবল রূপত্রয়ই সত্য বুঝিতে হইবে। অগ্নি বলিয়া যে বস্তু স্বীকার করা যায়, উহা মিথ্যা। ঐ ত্রিরূপ ব্যতীত কিঞ্চিন্মাত্রও সত্য নহে ॥ ১ ॥

যদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং, যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য, অপাগাদাদিত্যাদাদিত্যত্বং, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—আদিত্যের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের রূপ; আর যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা অন্ন বা পৃথিবীর রূপ; সুতরাং আদিত্যের আদিত্যত্বই তোমার নিকট বিনষ্ট হইয়া গেল, কেন না, বিকার পদার্থটি কেবল বাক্যারব্ধ নামধেয় মাত্র, তিনটি রূপ ইহাই মাত্র সত্য ॥ ২ ॥

যচ্চন্দ্রমসো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং, যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য, অপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দ্রত্বং, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—চন্দ্রমার যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ; যে শুক্ল রূপ, তাহা জলের রূপ; যে কৃষ্ণ রূপ, তাহা অন্ন অর্থাৎ পৃথিবীর রূপ; সুতরাং চন্দ্রের চন্দ্রত্বই তোমার নিকট বিনষ্ট হইয়া গেল, কারণ, বিকার পদার্থমাত্রই বাক্যারব্ধ একটি নাম মাত্র, তিনটি রূপ ইহাই মাত্র সত্য ॥ ৩ ॥

যদ্বিদ্যুতো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং, যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য, অপাগাদ্বিদ্যুতো বিদ্যুত্ত্বং, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—বিদ্যুতের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ; যাহা শুক্লরূপ, তাহা জলের রূপ; যাহা কৃষ্ণরূপ, তাহা পৃথিবীর রূপ; সুতরাং বিদ্যুতের বিদ্যুত্ত্ব অর্থাৎ বৈদ্যুতিক ভাবটিই দূরীভূত হইয়া গেল, কারণ, বিকার-পদার্থমাত্রই বাক্য-দ্বারা প্রকাশোপযোগী একটি নামমাত্র, তিনটি রূপ ইহাই মাত্র সত্য ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা যদাদিত্যস্য, যচ্চন্দ্রমসঃ, যদ্বিদ্যুত ইত্যাদি সমানম্। নন্বু "যথা তু খলু সোম্য! ইমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহি" ইত্যুক্ত্বা তেজস এব চতুর্ভিরপ্যুদাহরণৈরগ্ন্যাদিভিস্ত্রিবৃৎকরণং দর্শিতং, নাবন্নয়োরুদাহরণং দর্শিতং ত্রিবৃৎকরণে? নৈষ দোষঃ; অবন্নবিষয়াণ্যপি উদাহরণানি এবমেব চ দ্রষ্টব্যানীতি মন্যতে শ্রুতিঃ। তেজস উদাহরণমুপলক্ষণার্থং, রূপবত্ত্বাৎ স্পষ্টার্থত্বোপপত্তেশ্চ। গন্ধ-রসয়োরনুদাহরণং ত্রয়াণামসম্ভবাৎ, ন হি গন্ধ-রসৌ তেজসি স্তঃ। স্পর্শ-শব্দয়োরনুদাহরণং বিভাগেন দর্শয়িতুমশক্যত্বাৎ। যদি সর্ব্বং জগত্ত্রিবৃৎকৃতমিতি অগ্ন্যাদিবৎ ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্, অগ্নেরগ্নিত্ববৎ অপাগাজ্জগতো জগত্ত্বম্। তথা অন্নস্যাপি অপ্শুঙ্গত্বাদাপ ইত্যেব সত্যং, বাচারম্ভণমাত্রমন্নম্। তথা অপামপি তেজঃশুঙ্গত্বাদ্বাচারম্ভণত্বে তেজ ইত্যেব সত্যম্। তেজসোঽপি সচ্ছুঙ্গত্বাৎ বাচারম্ভণত্বং, সদিত্যেব সত্যম্ ইত্যেষোঽর্থো বিবক্ষিতঃ। নন্বু বায্বন্তরিক্ষে তু অত্রিবৃৎকৃতে তেজঃপ্রভৃতিষু অনন্তর্ভূতত্বাদ-বিশিষ্যেতে, এবং গন্ধ-রস-শব্দ-স্পর্শাশ্চাবশিষ্টা ইতি কথং সতা বিজ্ঞানেন সর্ব্বমন্যদ-বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবেৎ? তদ্বিজ্ঞানে বা প্রকারান্তরং বাচ্যম্? নৈষ দোষঃ; রূপবদ্দ্রব্যে সর্ব্বস্য দর্শনাৎ। কথম্? তেজসি তাবৎ রূপবতি শব্দ-স্পর্শয়োরপ্যুপলম্ভাদ্বায্বন্তরি-ক্ষয়োস্তত্র স্পর্শ-শব্দগুণবতোঃ সম্ভাবোঽনুমীয়তে। তথা অবন্নয়োঃ রূপবতো রস-গন্ধান্তর্ভাব ইতি। রূপবতাং ত্রয়াণাং তেজোঽবন্নানাং ত্রিবৃৎকরণপ্রদর্শনেন সর্ব্বং তদন্তর্ভূতং সদ্বিকারত্বাত্ত্রীণ্যেব রূপাণি বিজ্ঞাতং মন্যতে শ্রুতিঃ। ন হি মূর্ত্তং রূপবৎ দ্রব্যং প্রত্যাখ্যায় বায্বাকাশয়োস্তদ্গুণয়োঃ গন্ধ-রসয়োর্ব্বা গ্রহণমস্তি। অথবা—রূপবতামপি ত্রিবৃৎকরণং প্রদর্শনার্থমেব মন্যতে শ্রুতিঃ। যথা তু ত্রিবৃৎকৃতে ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং, তথা পঞ্চীকরণেঽপি সমানো ন্যায় ইতি। অতঃ সর্ব্বস্য সদ্বিকারত্বাৎ সতা বিজ্ঞানেন সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, সদেকমেবাদ্বিতীয়ং সত্যমিতি সিদ্ধমেব ভবতি। তদেকস্মিন্ সতি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি সূক্তম্॥ ২-৪॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আদিত্যের যে রূপ, চন্দ্রের যে রূপ, বিদ্যুতের যে রূপ ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। আচ্ছা, এ স্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "হে সোম্য! এই তিনটি দেবতা প্রত্যেকে যে ভাবে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট হইতে বিদিত হও"। কিন্তু এস্থানে অগ্নি প্রভৃতি চারিটি উদাহরণের দ্বারা কেবলমাত্র তেজেরই ত্রিবৃৎ-করণ প্রদর্শিত হইয়াছে, জল ও পৃথিবীর ত্রিবৃৎকরণবিষয়ে কোন উদাহরণ প্রদর্শিত হয় নাই, ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ইহাতে কোন দোষ হয় না; কারণ, শ্রুতি এইরূপ বিবেচনা করেন যে, জল ও পৃথিবীর উদাহরণও এইরূপই জানিবে; রূপবিশিষ্ট বলিয়া স্পষ্টই বোধগম্য হইতে পারে, এই মনে করিয়া কেবল তেজেরই উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং এই উদাহরণ জল ও পৃথিবীরও

উপলক্ষণ অর্থাৎ প্রতীতিজনক। তিনটির উদাহরণ একত্র সম্ভব হয় না বলিয়া গন্ধ ও রসের উদাহরণ প্রদর্শিত হয় নাই, যে হেতু, তেজে গন্ধ ও রস নাই, আর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখান অসম্ভব বলিয়া স্পর্শ ও শব্দেরও উদাহরণ প্রদর্শিত হয় নাই। যদি সমস্ত জগৎই ত্রিবৃৎকৃত হয়, তাহা হইলে অগ্নি, আদিত্য প্রভৃতির ন্যায় জগতেরও তিনটি মাত্র রূপই সত্য, এবং অগ্নির অগ্নিত্বের ন্যায় জগতেরও জগত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়; এইরূপ পৃথিবীও অপ্‌শুঙ্গত্বহেতু অর্থাৎ পৃথিবী যখন জল হইতে সমুদ্ভূত, তখন জলই একমাত্র সত্য, এবং অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী কেবল বাচারম্ভণ মাত্র। এইরূপ জলও তেজঃশুঙ্গত্বহেতু অর্থাৎ তেজ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া তেজই একমাত্র সত্য, এবং জল কেবল বাচারম্ভণমাত্র। আর তেজও সৎশুঙ্গত্ববশতঃ অর্থাৎ সৎপদার্থ হইতেই সমুদ্ভূত বলিয়া সৎই একমাত্র সত্য, তেজ কেবল বাচারম্ভণমাত্র; এইরূপ অর্থ করাই এস্থানে শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। আচ্ছা, এস্থানে আরও একটি বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে যে, অত্রিবৃৎকৃত বায়ু ও অন্তরীক্ষ, এই দুইটি তেজঃপ্রভৃতি ভূতত্রয়ের অন্তর্গত না হওয়ায় ঐ দুইটি ভূতই কেবল অবশিষ্ট থাকিতেছে, এবং গন্ধ, রস, শব্দ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণও অবশিষ্ট অর্থাৎ অনুক্ত থাকিতেছে, এ অবস্থায় একমাত্র সৎপদার্থকে জ্ঞাত হইতে পারিলেই অন্য সমস্ত অবিজ্ঞাত বিষয় কিরূপে বিজ্ঞাত হইতে পারে? অথবা সে সমস্ত বিষয় বিজ্ঞানের নিমিত্ত অন্য প্রকার বিকার কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ উক্তিও দোষাবহ নহে; কারণ, রূপবিশিষ্ট দ্রব্যে এই সমস্তগুলিই দেখিতে পাওয়া যায়; কিরূপে দেখিতে পাওয়া যায়? দেখ, রূপবিশিষ্ট তেজে শব্দ ও স্পর্শেরও উপলব্ধি হয়, অতএব সেই তেজে শব্দ ও স্পর্শ-গুণবিশিষ্ট অন্তরীক্ষ ও বায়ুর সত্তাও অনুমিত হয়; কারণ, শব্দ অন্তরীক্ষের ও স্পর্শ বায়ুর গুণ, গুণ কখন গুণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ রূপবিশিষ্ট জলে ও পৃথিবীতে রস ও গন্ধগুণের অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে, কারণ, রস জলের ও গন্ধ পৃথিবীর গুণ। শ্রুতি এইরূপ মনে করেন যে, রূপবিশিষ্ট তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিনটির ত্রিবৃৎকরণ প্রদর্শনের দ্বারা তাহাদিগের অন্তর্ভূত অন্য সমস্ত পদার্থেরই সৎ-বিকারত্ব হেতু অর্থাৎ সতের কার্য্য বলিয়া 'তিনটি রূপই সত্য' এই জ্ঞান উপস্থিত হয়। কেন না, মূর্ত্ত অর্থাৎ স্থূল ও রূপবিশিষ্ট তেজ প্রভৃতি দ্রব্যকে পরিত্যাগ করিয়া অমূর্ত্ত বায়ু ও আকাশের এবং তাহাদের গুণ শব্দ স্পর্শ অথবা গন্ধ ও রসের অনুভব হইতে পারে না। অথবা শ্রুতি রূপবিশিষ্ট তেজ প্রভৃতিরই ত্রিবৃৎ-করণ প্রদর্শনের নিমিত্ত উদাহরণ দেখাইতেছেন, ত্রিবৃৎকরণে যেমন তিনটি মাত্র রূপই সত্য, সেইরূপ পঞ্চীকরণেও সত্যতার ব্যবস্থা সমান; অতএব সমস্ত পদার্থই

সতের বিকার অর্থাৎ কার্য্য বলিয়া একমাত্র সৎ পদার্থকে জানিতে পারিলেই অন্য সমস্তই জ্ঞাত হওয়া যায়, এক অদ্বিতীয় সৎ-পদার্থই সত্য ; সুতরাং এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান ইহা অবশ্যই প্রমাণিত হইতেছে। অতএব সেই একমাত্র সৎ পদার্থকে জানিতে পারিলেই এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, এই যে উক্তি, ইহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥ ২-৪ ॥

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্ব্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ, ন নোঽদ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি হ্যেভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—প্রাচীন মহাশাল ও মহাশ্রোত্রিয়গণ সেই এই সদ্বিজ্ঞান অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন—একাল পর্য্যন্ত কেহই আমাদিগের অশ্রুত অমত ও অবিজ্ঞাত কোন বিষয়ই উল্লেখ করিতে পারেন নাই বা পারিবেন না, কারণ, তাঁহারা এই লোহিতাদি তিনটি রূপ হইতেই সমস্ত অবগত হইতে পারিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এতদ্বিদ্বাংসো বিদিতবন্তঃ পূর্ব্বে অতিক্রান্তা মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া আহুর্হ স্ম বৈ কিল। কিমুক্তবন্তঃ? ইত্যাহ, ন নোঽস্মাকং কুলে অদ্য ইদানীং যথোক্তবিজ্ঞানবতাং কশ্চন কশ্চিদপি অশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতি নোদাহরিষ্যতি, সর্ব্বং বিজ্ঞাতমেবাস্মৎকুলীনানাং সদ্বিজ্ঞানত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। তে পুনঃ কথং সর্ব্বং বিজ্ঞাতবন্তঃ? ইত্যাহ, এভ্যস্ত্রিভ্যো রোহিতাদিরূপেভ্যস্ত্রিবৃৎকৃতেভ্যো বিজ্ঞাতেভ্যঃ সর্ব্বমপ্যন্যৎ শিষ্টমেবমেবেতি বিদাঞ্চক্রুর্ব্বিজ্ঞাতবন্তো যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞা এব সদ্বিজ্ঞানাৎ তে আহুরিত্যর্থঃ। অথবা এভ্যো বিদাঞ্চক্রুরিতি অগ্ন্যাদিভ্যো দৃষ্টান্তেভ্যো বিজ্ঞাতেভ্যঃ সর্ব্বমন্যদ্বিদাঞ্চক্রুরিত্যেতৎ ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বকালীন মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়গণ এই রূপত্রয়বিজ্ঞান অবগত হইয়াই বলিয়াছিলেন। কি বলিয়াছিলেন? তাহাই বলিতেছেন, একাল পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ আমাদের বংশে অশ্রুত, অমত ও অবিজ্ঞাত, এমন বিষয় উদাহরণ করিতে পারিবে না ; অভিপ্রায় এই যে, কথিত সদ্‌বিজ্ঞানের প্রভাবে আমাদের বংশে সমুদ্ভূত ব্যক্তিদিগের সমস্ত বিষয়ই বিজ্ঞাত আছে, এমন কোন বিষয় নাই, যাহা আমাদিগের অজ্ঞাত, সুতরাং কোন ব্যক্তিই এমন কোন নূতন বিষয় আমাদিগের নিকট উল্লেখ করিতে পারিবেন না, যাহা আমরা কখন শুনি নাই, বুঝি নাই, বা জানি না। তাঁহারা কিরূপে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন? তাহাই

বলিতেছেন, যে হেতু, ত্রিবৃৎকৃত লোহিতাদি এই তিনটি রূপ-বিজ্ঞান হইতেই অবশিষ্ট অন্য সমস্ত বিষয়ই 'এইরূপই বটে' এই জ্ঞান-লাভ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তাঁহারা এই সদ্‌বিজ্ঞানের প্রভাবে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছিলেন। অথবা মূলস্থ 'এভ্যঃ বিদাঞ্চক্রুঃ' ইহার অর্থ এই যে, এই অগ্নি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত জ্ঞান হওয়াতেই অন্য সমস্ত বিষয়ই তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

যদু রোহিতমিবাভূদিতি তেজসস্তদ্রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ, যদু শুক্লমিবাভূদিত্যপাং রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ, যদু কৃষ্ণমিবাভূদিত্যন্নস্য রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যাহা লোহিতবর্ণের ন্যায় ছিল, তাহা তেজের রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন। যাহা শুক্লবর্ণের ন্যায় ছিল, তাহা জলের রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন। যাহা কৃষ্ণবর্ণের ন্যায় ছিল, তাহা অন্নের অর্থাৎ পৃথিবীর রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কথম্? যদন্যদ্রূপেণ সন্দিহ্যমানে কপোতাদিরূপে রোহিতমিব যদ্‌গৃহ্যমাণমভূৎ তেষাং পূর্ব্বেষাং ব্রহ্মবিদাং, তত্তেজসো রূপমিতি বিদাঞ্চক্রুঃ। তথা যচ্ছুক্লমিবাভূদ্‌গৃহ্যমাণং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণমিব গৃহ্যমাণং, তদন্নস্যেতি বিদাঞ্চক্রুঃ ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কিরূপ? না, সন্দেহের বিষয়ীভূত কপোতাদিরূপবিশিষ্ট অন্য অন্য যে সমস্ত পদার্থকে পুরাতন ব্রহ্মবিদ্যায় অভিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ প্রথমে নানারূপ সন্দেহ করিয়া পরিশেষে লোহিতবর্ণের ন্যায়ই বলিয়া যে গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তেজের রূপ বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন, এবং যাহা শুক্লের ন্যায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জলের রূপ বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন, আর যাহা কৃষ্ণের ন্যায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অন্ন অর্থাৎ পৃথিবীর রূপ বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

যদু অবিজ্ঞাতমিবাভূদিত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাস ইতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ। যথা নু খলু সোম্য! ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানীহীতি ॥ ৭ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যাহা অবিজ্ঞাতের ন্যায়ই ছিল, তাহা যে এই তিনটি দেবতারই সমাস বা সমষ্টিস্বরূপ, ইহা তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন। হে সোম্য!

এই তিনটি দেবতা পুরুষকে অর্থাৎ জীবদেহকে প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকেই যে ভাবে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হয়, তাহা আমার নিকট অবগত হও ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবমেবাত্যন্তদুর্লক্ষ্যং যৎ উ অপি অবিজ্ঞাতমিব বিশেষতোঽগৃহ্যমাণমভূৎ, তদপ্যেতাসামেব তিসৃণাং দেবতানাং সমাসঃ সমুদায় ইতি বিদাঞ্চক্রুঃ। এবং তাবদ্বাহ্যং বস্তু অগ্ন্যাদিবদ্বিজ্ঞাতং, তথেদানীং যথা নু খলু সোম্য! ইমাঃ যথোক্তাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং প্রাপ্য পুরুষেণোপযুজ্যমানাস্ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তদাধ্যাত্মিকং বিজানীহি নিগদত ইত্যুক্ত্বা আহ—॥ ৭ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে চতুর্থখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় অত্যন্ত দুর্লক্ষ্য ও অবিজ্ঞাতের ন্যায়ই দুর্ব্বোধ্য ছিল, অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে বিশেষরূপ জ্ঞান ছিল'না, তাহাও যে এই তিনটি দেবতারই সমাস অর্থাৎ সমষ্টি বা তিনের সংমিশ্রণে জাত, ইহা তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে বাহ্যিক বস্তুসমূহ অগ্নি-প্রভৃতির ন্যায় বলিয়া বিজ্ঞাত হইল। হে সোম্য! সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত এই তিনটি দেবতা যেভাবে পুরুষকে অর্থাৎ হস্তপাদমস্তকাদিবিশিষ্ট কার্য্যকরণসঙ্ঘাত অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইয়া অথবা পুরুষ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়া প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, আধ্যাত্মিক সেই ত্রিবৃৎ-করণপ্রণালী আমার নিকট হইতে অবগত হও, এই কথা বলিয়া বলিয়াছিলেন—॥৭॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে চতুর্থখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠপ্রপাঠকে

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং, যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—ভুক্ত অন্ন তিন প্রকার পরিণতি লাভ করে। তিন প্রকারে পরিণত ভুক্তান্নের যে স্থূলতম ভাগ, তাহা পুরীষ- (বিষ্ঠা) রূপে পরিণত হয়। যাহা মধ্যম ভাগ, তাহা মাংস ও যাহা সূক্ষ্মতম ভাগ, তাহা মনরূপে পরিণত হয় ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অন্নমশিতং ভুক্তং ত্রেধা বিধীয়তে জাঠরেণাগ্নিনা পচ্যমানং ত্রিধা বিভজ্যতে। কথম্? তস্যান্নস্য ত্রেধা বিধীয়মানস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ স্থূলতমো ধাতুঃ স্থূলতমং বস্তু, বিভক্তস্য স্থূলোংশঃ, তৎ পুরীষং ভবতি। যো মধ্যমোংশো ধাতুরন্নস্য, তদ্রসাদিক্রমেণ পরিণম্য মাংসং ভবতি, যোঽণিষ্ঠোঽণুতমো ধাতুঃ, স ঊর্দ্ধং হৃদয়ং প্রাপ্য সূক্ষ্মাসু হিতাখ্যাসু নাড়ীষনুপ্রবিশ্য বাগাদিকরণসঙ্ঘাতস্য স্থিতিমুৎপাদয়ন্ মনো ভবতি, মনোরূপেণ বিপরিণমন্ মনস উপচয়ং করোতি। ততশ্চ অন্নোপচিতত্বান্মনসো ভৌতিকত্বমেব, ন বৈশেষিকতন্ত্রোক্তলক্ষণং নিত্যং নিরবয়বঞ্চেতি গৃহ্যতে। যদপি "মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ" ইতি বক্ষ্যতি, তদপি ন নিত্যত্বাপেক্ষয়া, কিং তর্হি? সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ব্যাপকত্বাপেক্ষয়া। যচ্চান্যেন্দ্রিয়বিষয়াপেক্ষয়া নিত্যত্বং, তদপ্যাপেক্ষিকমেবেতি বক্ষ্যামঃ, "সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুতেঃ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ভুক্ত অন্ন জাঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়। সে তিন ভাগ কিরূপ? না, তিন ভাগে বিভক্ত সেই ভুক্তান্নের যাহা স্থবিষ্ঠ ধাতু অর্থাৎ স্থূলতম অংশ, তাহা পুরীষ অর্থাৎ মলরূপে পরিণত হয়। জাঠরাগ্নিপরিপক্ক সেই ভুক্তান্নের যাহা মধ্যম ধাতু বা অংশ, তাহা রস-রক্তাদিক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া মাংসরূপে পরিণত হয়। আর যাহা অণিষ্ঠ অর্থাৎ অণুতম ধাতু বা অতি সূক্ষ্মাংশ (সারভাগ), তাহা ঊর্দ্ধদিকে আগমন করিয়া হৃদয়কে প্রাপ্ত হইয়া হিতা নাম সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিতি উৎপাদনপূর্ব্বক অর্থাৎ বলবিধান করিয়া মন নামে খ্যাত হয়, অর্থাৎ মনরূপে পরিণত হইয়া মনের পুষ্টিবিধান করে। এ জন্য অর্থাৎ অন্নের দ্বারাই মনের উপচয় সাধিত হয় বলিয়া মনের ভৌতিকত্বই স্বীকার করা হইতেছে, বৈশেষিকদর্শনোক্ত নিত্য ও নিরবয়ব বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে না। যদিও পরে 'মন ইঁহার দৈব চক্ষুঃ' এইরূপ বলা হইবে, কিন্তু তাহাও মনের নিত্যত্বের

অনুরোধে নহে, তবে কি? না, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত অর্থাৎ ব্যবধানযুক্ত ও বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরবর্ত্তী সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েই মনের ব্যাপকতাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ মনের সহিত সংযোগ ব্যতীত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বিষয়ই যথাযথ ভাবে জানিতে পারা যায় না, এ জন্য মন সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই ব্যাপিয়া আছে ও অর্থ-গ্রহণবিষয়ে মনের ব্যাপার বা গ্রাহকতা আছে। আর যে অন্যান্য ইন্দ্রিয়াপেক্ষা মনের নিত্যত্ব বলা হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই আপেক্ষিক, ইহা পরে বলা হইবে, কারণ, শ্রুতিই বলিয়াছেন—"সৎ পদার্থটি এক ও অদ্বিতীয়' ॥ ১ ॥

আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে, তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি, যো মধ্যমস্তল্লোহিতং, যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যে জল পীত হয়, তাহাও তিন ভাগে পরিণত হয়। তাহার মধ্যে যে স্থূলতম অংশ, তাহা মূত্ররূপে পরিণত হয়। আর যাহা মধ্যমাংশ, তাহা রক্তরূপে ও যাহা অণু বা অতি সূক্ষ্ম অংশ, তাহা প্রাণরূপে পরিণত হয় ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে, তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ, তন্মূত্রং ভবতি। যো মধ্যমঃ, তল্লোহিতং ভবতি। যোঽণিষ্ঠঃ, স প্রাণো ভবতি। বক্ষ্যতি হি "আপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যতে" ইতি ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ পীত জলও তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তাহাদের মধ্যে যে স্থবিষ্ঠ ধাতু অর্থাৎ স্থূলতম অংশ, তাহা মূত্র হয়। মধ্যম যে অংশ, তাহা রক্ত হয়, আর অণিষ্ঠ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম যে অংশ, তাহা প্রাণ হয়। পরে বলিবেনও, "প্রাণ আপোময় অর্থাৎ জলময়, জল পান করিতে না পাইলে প্রাণ বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট হইবে" ॥ ২ ॥

তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি, যো মধ্যমঃ স মজ্জা, যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—ভুক্ত তেজ অর্থাৎ তেজোবহুল পদার্থও তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তাহাদের মধ্যে স্থূলতম যে অংশ, তাহা অস্থি হয়, যাহা মধ্যমাংশ, তাহা মজ্জা হয় ও অতি সূক্ষ্ম যে অংশ, তাহা বাক্‌রূপে পরিণত হয় ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা তেজোঽশিতং তৈলঘৃতাদি ভক্ষিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ, তৎ অস্থি ভবতি। যো মধ্যমঃ, স মজ্জা অস্থ্যন্তর্গতস্নেহঃ। যোঽণিষ্ঠঃ, সা বাক্, তৈলঘৃতাদিভক্ষণাদ্ধি বাক্ বিশদা ভাষণে সমর্থা ভবতীতি প্রসিদ্ধং লোকে ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ ভুক্ত তেজ অর্থাৎ তৈল-ঘৃতাদি

তেজোময় পদার্থও জাঠরাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তাহাদের মধ্যে স্থূলতম যে অংশ, তাহা অস্থি হয়, আর যে মধ্যম অংশ, তাহা মজ্জা অর্থাৎ অস্থির অভ্যন্তরে স্থিত স্নেহপদার্থবিশেষ হয় আর যে অণিষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশ, তাহা বাক্ হয়; কেন না, লোকে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে— তৈল-ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ ভোজন করিলে বাগিন্দ্রিয় বিশদ হইয়া অর্থাৎ জড়তা-শূন্য হইয়া স্পষ্টরূপ উচ্চারণে সমর্থ হয়॥ ৩॥

অন্নময়ং হি সোম্য! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাগিতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য! ইতি হোবাচ॥ ৪॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—হে সোম্য! মন অন্নময়, প্রাণ আপোময় ও বাক্ তেজোময়। শ্বেতকেতু পিতার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে পুনরায় এই বিষয়ে বিশেষরূপ উপদেশ দান করুন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক॥ ৪॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যত এবম্ অন্নময়ং হি সোম্য! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্। ননু কেবলান্নভক্ষিণ আখুপ্রভৃতয়ো বাগ্মিনঃ প্রাণবন্তশ্চ। তথা অব্-মাত্র-ভক্ষ্যাঃ সামুদ্রা মীন-মকরপ্রভৃতয়ো মনস্বিনো বাগ্মিনশ্চ, তথা স্নেহপানামপি প্রাণবত্ত্বং মনস্বিত্বং চানুমেয়ং যদি সন্তি, তত্র কথমন্নময়ং হি সোম্য! মন ইত্যাদ্যুচ্যতে? নৈষ দোষঃ, সর্ব্বস্য ত্রিবৃৎকৃৎত্বাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বোপপত্তেঃ। ন হি অত্রিবৃৎকৃতমন্নমশ্নাতি কশ্চিৎ, আপো বা অত্রিবৃৎকৃতাঃ পীয়ন্তে, তেজো বা অত্রিবৃৎকৃতমশ্নাতি কশ্চিৎ ইত্যন্নাদানামাখুপ্রভৃতীনাং বাগ্মিত্বং প্রাণবত্ত্বঞ্চ ইত্যাদ্যবিরুদ্ধম্ ইতি। এবং প্রত্যায়িতঃ শ্বেতকেতুরাহ, ভূয় এব পুনরেব মা মাং ভগবান্ অন্নময়ং হি সোম্য! মন ইত্যাদি বিজ্ঞাপয়তু; দৃষ্টান্তেনাবগময়তু; নাদ্যাপি মমাস্মিন্নর্থে সম্যক্ নিশ্চয়ো জাতঃ। যস্মাত্তেজোঽবন্নময়ত্বেনাবিশিষ্টে দেহে একস্মিন্ উপযুজ্যমানানি অবন্নস্নেহজাতানি অণিষ্ঠধাতুরূপেণ মনঃ-প্রাণ-বাচ উপচিন্বন্তি স্বজাত্যনতি-ক্রমেণেতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যভিপ্রায়ঃ; অতো ভূয় এবেত্যাত্তাহ। তমেবমুক্তবন্তং তথাঽস্তু সোম্য! ইতি হোবাচ পিতা, শৃণু অত্র দৃষ্টান্তং যথৈতদুপপদ্যতে যৎ পৃচ্ছসি॥ ৪॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্॥ ৫॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য! যে হেতু এইরূপই সিদ্ধান্ত হইল অর্থাৎ মন যখন অন্ন দ্বারা উপচিত, তখন মন অন্নময়; জল পান না করিলে

প্রাণ যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং পীত জল দ্বারাই প্রাণ উপচিত হয়, তখন প্রাণ জলময়; আর তেজোময় তৈলঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য পানেই যখন বাগিন্দ্রিয় নিজ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়, তখন বাক্ তেজোময়। আচ্ছা, কেবলমাত্র অন্নভোজী ইন্দুর প্রভৃতিও বাগ্মী অর্থাৎ শব্দোচ্চারণে সমর্থ ও প্রাণবান্ হয়, এইরূপ কেবলমাত্র জলপানকারী মৎস্য-মকরাদি জলজন্তুরাও মনস্বী অর্থাৎ মনোবিশিষ্ট ও বাগ্মী হয়, এইরূপ কেবলমাত্র স্নেহপানকারীদিগেরও প্রাণবত্তা ও মনস্বিত্ব আছে, ইহা যদি অনুমিত হয়, তাহা হইলে 'হে সোম্য! মন অন্নময়' ইত্যাদি বাক্য কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ উক্তি দোষাবহ নহে, কারণ, সমস্তই যখন ত্রিবৃৎকৃত, তখন সর্ব্বত্রই সকলের উপপত্তি অর্থাৎ উক্ত ভূতত্রয় বা দেবতাত্রয়ের অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে, কেহই যখন অত্রিবৃৎকৃত অন্নভোজন করে না, অথবা অত্রিবৃৎকৃত জলও পান করে না, অথবা অত্রিবৃৎকৃত তেজও ভক্ষণ করে না, তখন অন্নাদিমাত্রভোজী ইন্দুর প্রভৃতির বাগ্মিত্ব প্রাণবত্ব ইত্যাদি বিরুদ্ধ হইতে পারে না। পিতা এইরূপে শ্বেতকেতুর বিশ্বাস উৎপাদন করার পর, শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন—ভগবান্ আপনি আমাকে পুনরায় "অন্নময়ং হি সোম্য! মনঃ" ইত্যাদি বিষয় বিশেষ করিয়া বলুন অর্থাৎ দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন দ্বারা আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিন; কেন না, এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আমার সম্যক্‌রূপ নিশ্চয় অর্থাৎ ভালরূপ জ্ঞান জন্মে নাই। অভিপ্রায় এই যে, যে হেতু, তেজোময়ত্ব, জলময়ত্ব ও অন্নময়ত্বসম্বন্ধে এই দেহে যখন কোন ভেদ নাই, সবই সমান অর্থাৎ সমপরিমিত তেজ জল ও পৃথিবীময়, তখন একই দেহে উপযুজ্যমান অন্ন জল ও স্নেহপদার্থসমূহ অতিশয় সূক্ষ্মধাতুরূপে যথাক্রমে মন, প্রাণ ও বাগিন্দ্রিয়কে উপচিত করে, কিন্তু কোনরূপেই স্বজাতির সম্বন্ধকে অতিক্রম করে না, এই জন্যই এ বিষয়টি অতিশয় দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইতেছে, এই নিমিত্তই 'ভূয় এব' অর্থাৎ 'পুনরায়' বলুন, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্বেতকেতু এইরূপ বলিলে পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যেরূপ ভাবে বলিলে ইহা যুক্তিসঙ্গত হয়, তুমি ঠিক বুঝিতে পার, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা আমি তোমাকে বুঝাইতেছি, শ্রবণ কর। সারার্থ এই যে—হে সোম্য! অধুনা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, মন অন্নময়, প্রাণ সলিলময় এবং বাক্য তেজোময়। এই স্থলে এই আশঙ্কা হইতেছে যে, মূষিকাদি জীবেরা অন্নভোজন করে, তাহারাও বাগ্মী ও প্রাণবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়। যদি অন্ন কেবল মনেরই কারণ হইল, তাহা হইলে মূষিকাদির কেবল মনস্বিতাই থাকিত, বাক্‌শক্তি ও প্রাণ থাকিতে পারিত না। আর সাগরগর্ভস্থ মীন-মকরাদিরা জল পান করে, তাহাদিগেরও মন ও বাক্‌শক্তি আছে,

যদি জল কেবল জীবমাত্রেরই কারণ হইত, তাহা হইলে মীন-মকরাদির কেবল প্রাণবত্তাই থাকিত, মন ও বাক্‌শক্তি থাকিতে পারিত না। যাহারা তৈল-ঘৃতাদি ভোজন করে, তাহাদিগেরও প্রাণ ও মন অনুমিত হয়। যদি তৈল-ঘৃতাদি কেবল বাক্যেরই হেতু হইত, তাহা হইলে তৈলঘৃতাদিপায়িগণের কেবল বাক্‌শক্তিই বিদ্যমান থাকিত, মন ও প্রাণ থাকিত না? উত্তর—এই দোষ অসম্ভব; কেন না, সর্ব্বত্র সকল বস্তুর ত্রিবৃৎকরণ আছে; সুতরাং অন্ন, জল ও তেজ এই তিনেই তিনের অংশ অনুমিত হয়। কেহ কখনও অত্রিবৃৎকৃত অন্ন ভোজন করে না, অত্রিবৃৎকৃত সলিলও পান করে না এবং অত্রিবৃৎকৃত তেজোবস্তুও আহার করে না। অতএব মূষিকাদি জীবের বাক্‌শক্তি ও প্রাণবত্ত্বাদি সঙ্গত জানিবে। শ্বেতকেতু এই প্রকার জানিয়া পিতাকে বলিলেন, মহাত্মন্! আপনি পুনরায় আমাকে উদাহরণ দ্বারা মন প্রভৃতির অন্নময়ত্বাদি উপদেশ দ্বারা প্রবোধিত করুন, এখনও উক্ত মন প্রভৃতির তত্ত্বপরিজ্ঞানে আমি সম্যক্ নিঃসন্দেহ নহি। কি প্রকারে অন্ন, তেজ ও সলিলময় একই শরীরে তেজ, জল ও অন্নের উপভোগ হইলে তাহাতে মন, প্রাণ ও বাক্যের স্ব স্ব জাতি অতিক্রম না করিয়া উপচয় হইতে পারে, তদ্বিষয় সবিস্তারে উপদেশ করুন। শ্বেতকেতু এই প্রকারে পিতাকে অনুরোধ করিলে আরুণি 'তথাস্তু' বলিয়া পুত্রকে বলিলেন, যেরূপ উদাহরণ এই বিষয়ে যুক্তিযুক্ত, তাহাই বলিতেছি, অবধান কর॥ ৪॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

षष्ठप्रपाठके

षष्ठः खण्डः

दध्नः सोम्य ! मथ्यमानस्य योऽणिमा, स ऊर्द्ध्वः समुदीयति, तत् सर्पिर्भवति ॥ १ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য ! দধিমন্থনকালে তাহার যাহা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা অর্থাৎ নবনীত ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তাহাই সর্পিঃ অর্থাৎ ঘৃত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—দধ্নঃ সোম্য ! মথ্যমানস্য যোঽণিমা অণুভাগঃ, স ঊর্দ্ধঃ সমুদীয়তি সম্ভূয়োর্দ্ধং নবনীতভাবেন গচ্ছতি, তৎ সর্পির্ভবতি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য ! মথ্যমান (যাহা মন্থন করা হয় তাহা) দধির যে অণিমা অর্থাৎ সূক্ষ্মাংশ, তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, অর্থাৎ সমস্তটা মিলিত হইয়া নবনীতভাবে উপরে উত্থিত হয়, এবং তাহাই ঘৃতরূপে পরিণত হয় ॥ ১ ॥

एवमेव खलु सोम्य ! अन्नस्याश्यमानस्य योऽणिमा, स ऊर्द्ध्वः समुदीयति, तन्मनो भवति ॥ २ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য ! এইরূপ অশ্যমান অর্থাৎ ভুজ্যমান অন্নের যে অণিমা অর্থাৎ অণু বা সূক্ষ্ম অংশ, তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাহাই মনোরূপে পরিণত হয়, অর্থাৎ মনের পুষ্টিসম্পাদন করে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যথা অয়ং দৃষ্টান্তঃ, এবমেব খলু সোম্য ! অন্নস্য ওদনাদেরশ্যমানস্য ভুজ্যমানস্য ঔদর্য্যেণাগ্নিনা বায়ুসহিতেন খজেনেব মথ্যমানস্য যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধঃ সমুদীয়তি, তৎ মনো ভবতি, মনোঽবয়বৈঃ সহ সম্ভূয় মন উপচিনোতি ইত্যেতৎ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য ! এই দৃষ্টান্তটি অর্থাৎ মথ্যমান দধির দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক এইরূপই ভুজ্যমান যে অন্ন অর্থাৎ যে অন্ন ভোজন করা হইয়াছে, তাহা খজ অর্থাৎ দর্ব্বীর (হাতা) ন্যায় অর্থাৎ মন্থনদণ্ড-তুল্য বায়ুর সহিত মিশ্রিত জাঠরাগ্নি বা পাচকাগ্নি দ্বারা মথ্যমান হয়, এই মন্থন-কালে তাহার যে অণিমা অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা সারাংশ, তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাহাই মন হয়, অর্থাৎ মনের অবয়বসমূহের সহিত মিশ্রিত হইয়া মনকে উপচিত করে, অর্থাৎ মনের পুষ্টিবিধান করে ॥ ২ ॥

অপাং সোম্য ! পীয়মানানাং যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধ্বঃ সমুদীষতি, স প্রাণো ভবতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য ! পীয়মান (যাহা পান করা হইতেছে) জলের যে সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তাহাই প্রাণ হয় ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা অপাং সোম্য ! পীয়মানানাং যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধ্বঃ সমুদীষতি স প্রাণো ভবতি। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য ! সেইরূপ পীয়মান জলের যে সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাহাই প্রাণস্বরূপে পরিণত হয় ॥ ৩ ॥

তেজসঃ সোম্য ! অশ্যমানস্য যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধ্বঃ সমুদীষতি সা বাগ্ ভবতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য ! অশ্যমান (যাহা ভোজন করা যাইতেছে) তেজের অর্থাৎ তৈজসিক ঘৃতাদি পদার্থের যে সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয় ও তাহাই বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় হয় ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবমেব খলু সোম্য ! তেজসোঽশ্যমানস্য যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধ্বঃ সমুদীষতি, সা বাক্ ভবতি। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য ! ঠিক এইরূপই অশ্যমান তেজের অর্থাৎ তৈল-ঘৃতাদির যে সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা ঊর্দ্ধে আগমন করে, এবং তাহাই বাক্ বা বাগিন্দ্রিয়ের পুষ্টিসম্পাদন করে ॥ ৪ ॥

অন্নময়ং হি সোম্য ! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাগিতি। ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ ॥ ৫ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—হে সোম্য ! মন নিশ্চয়ই অন্নময়, প্রাণ নিশ্চয়ই আপোময়, ও বাক্ নিশ্চয়ই তেজোময়। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, পূজনীয় আপনি আমাকে এ বিষয়ে পুনরায় বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তাহাই হউক ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অন্নময়ং হি সোম্য ! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী

বাগিতি যুক্তমেব ময়োক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ; অতঃ অপ্-তেজসোরস্তু এতৎ সর্ব্বমেবং, মনস্তু অন্নময়মিত্যত্র নৈকান্তেন মম নিশ্চয়ো জাতঃ, অতঃ ভূয় এব মা ভগবান্ মনসোঽন্নময়ত্বং দৃষ্টান্তেন বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য! ইতি হোবাচ পিতা ॥ ৫ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে ষষ্ঠখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য! আমি যে বলিয়াছি, মন অন্নময়, প্রাণ আপোময় ও বাক্ তেজোময়, তাহা যুক্তিসঙ্গতই বলিয়াছি। শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, আচ্ছা, জল ও তেজের সম্বন্ধে এ সমস্ত এইরূপই হউক, কিন্তু মন যে অন্নময়, এ বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত আমার দৃঢ়রূপে নিশ্চয় হয় নাই, অতএব পূজনীয় আপনি আমাকে দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন দ্বারা মনের অন্নময়ত্ব বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিয়াছিলেন, "হে সোম্য! আচ্ছা, তাহাই হউক" ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ প্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠপ্রপাঠকে

সপ্তমঃ খণ্ডঃ

ষোড়শকলঃ সোম্য ! পুরুষঃ ; পঞ্চদশাহানি মাঽশীঃ, কামমপঃ পিব, আপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যতে ইতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য ! পুরুষ ষোড়শকলাবিশিষ্ট। তুমি পঞ্চদশ দিন অনাহার করিও না, কিন্তু ইচ্ছামত জল পান করিও, কারণ, জল পান না করিলে তোমার আপোময় প্রাণ বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অন্নস্য ভুক্তস্য যোঽণিষ্ঠো ধাতুঃ, স মনসি শক্তিমধাৎ ; সা অন্নোপচিতা মনসঃ শক্তিঃ ষোড়শধা প্রবিভজ্য পুরুষস্য কলাত্বেন নির্দিদিক্ষিতা। তয়া মনস্যন্নোপচিতয়া শক্ত্যা ষোড়শধা প্রবিভক্তয়া সংযুক্তস্তদ্বান্ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতলক্ষণো জীববিশিষ্টঃ পুরুষঃ ষোড়শকল উচ্যতে, যস্যাং সত্যাং দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞাতা সর্ব্বক্রিয়াসমর্থঃ পুরুষো ভবতি, হীয়মানায়াং চ যস্যাং সামর্থ্যহানিঃ। বক্ষ্যতি চ "অথান্নস্যায়ী দ্রষ্টা" ইত্যাদি। সর্ব্বস্য কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্য সামর্থ্যং মনঃকৃতমেব। মানসেন হি বলেন সম্পন্না বলিনো দৃশ্যন্তে লোকে ধ্যানাহারাশ্চ কেচিৎ, অন্নস্য সর্ব্বাত্মকত্বাৎ। অতোঽন্নকৃতং মানসং বীর্য্যম্। ষোড়শ কলাঃ যস্য পুরুষস্য সোঽয়ং ষোড়শকলঃ পুরুষঃ। এতচ্চেৎ প্রত্যক্ষী-কর্ত্তুমিচ্ছসি, পঞ্চদশসঙ্খ্যাকান্যহানি মাঽশীঃ অশনং মা কার্ষীঃ, কামমিচ্ছাতোঽপঃ পিব, যস্মান্ন পিবতোঽপঃ তে প্রাণো বিচ্ছেৎস্যতে বিচ্ছেদমাপৎস্যতে যস্মাদাপোময়ঃ অব্বিকারঃ প্রাণ ইত্যবোচাম। ন হি কার্য্যং স্বকারণোপষ্টম্ভমন্তরেণাবিভ্রংশমানং স্থাতুমুৎসহতে। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সম্প্রতি মন যে অন্নময়, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছেন। ভুক্ত অন্নের যে সূক্ষ্মতম ধাতু অর্থাৎ সারাংশ, তাহাই মনে শক্তির আধান করে, অন্নের দ্বারা উপচিত অর্থাৎ পরিপুষ্ট মনের সেই শক্তিকে ষোড়শভাগে বিভক্ত করিয়া পুরুষের অর্থাৎ জীবাধিষ্ঠিত এই দেহের এক একটি কলারূপে নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। অন্ন দ্বারা উপচিত ও ষোড়শভাগে বিভক্ত মনে অবস্থিত অর্থাৎ মনের সেই শক্তির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ সেই শক্তিবিশিষ্ট কার্য্য-করণ-সঙ্ঘাতস্বরূপ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিভূত জীববিশিষ্ট পুরুষই 'ষোড়শকল' বলিয়া অভিহিত হয়। যে শক্তি থাকিলে পুরুষ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞাতা ও সর্ব্বপ্রকার কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয় ; আর যে শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে পুরুষের সমস্ত সামর্থ্যই বিনষ্ট হইয়া যায়।

পরেও বলিবেন "অন্ন-প্রাপ্ত ব্যক্তিই দ্রষ্টা" ইত্যাদি। সমস্ত কার্য্য-করণসমষ্টির যে সামর্থ্য, তাহা মনঃকৃত অর্থাৎ মানসিক শক্তিবলেই সম্পন্ন হয়। অন্ন পদার্থটি সর্ব্বাত্মক বলিয়া এই জগতে কেবলমাত্র ধ্যানাহার হইয়াই আছেন, এমন অনেক ব্যক্তিকে কেবল মানসিক বলেই বলবান্, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। (ভাব এই যে, যাঁহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কেবল ধ্যানেই নিমগ্ন থাকেন, কিছুই আহার করেন না, তাঁহাদিগের জীবনরক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠে, অথচ এমন অনেক যোগী ঋষি আছেন বা ছিলেন, যাঁহারা সুদীর্ঘ কাল অনশনে থাকিয়াও জীবিত ত থাকেনই, উপরন্তু মানসিক বলে মহাতেজস্বী। বর্ত্তমানেও অনেক রাজবন্দী প্রায়োপবেশনকারী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যাঁহারা তিন মাসেরও অধিককাল অনাহারে থাকিয়াও জীবিত আছেন। ইহা দ্বারাই প্রতীত হয় যে, ধ্যানকালেও শরীরধারণোপযোগী আহার তাঁহাদের বিদ্যমান থাকে; যদি বল কিরূপে? না, মনঃ অন্নময়, অন্ন দ্বারাই তাহা পরিপুষ্ট হয়, ধ্যানাকার বৃত্তিরূপে মনের সেই অন্নরসই তখন দেহে বলসঞ্চার করিয়া থাকে এবং তাহার দ্বারাই দেহের পুষ্টি সাধিত হয়; ইহাই "ধ্যানাহার" শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায়) অতএব মানসিক বল অন্নকৃতই অর্থাৎ আহার হইতেই মন বলবান্ হয়, অন্নাভাবে মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যে পুরুষে ষোড়শটি কলা অর্থাৎ অংশ বিদ্যমান, তিনিই ষোড়শকল পুরুষ। পুরুষ যে ষোড়শকল, ইহা যদি প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে পঞ্চদশ দিবস ভোজন করিও না, কেবল যত ইচ্ছা জল পান করিও, কারণ, জল পান করিতে না পাইলে তোমার প্রাণ বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে, যে হেতু, প্রাণ আপোময় অর্থাৎ জলেরই বিকার, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কেন না, কার্য্য কখন নিজের কারণের সাহায্য ব্যতীত দৃঢ়ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১ ॥

স হ পঞ্চদশাহানি নাশ, অথ হৈনমুপসসাদ, কিং ব্রবীমি ভোঃ! ইতি? ঋচঃ সোম্য! যজূংষি সামানীতি। স হোবাচ, ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভোঃ! ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই শ্বেতকেতু পঞ্চদশ দিবস ভোজন করিলেন না। পঞ্চদশ দিনের পর পিতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, হে পিতঃ! আমি কি বলিব? পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ বল। শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, হে পিতঃ! কোন বিষয়ই আমার প্রতিভাত হইতেছে না অর্থাৎ স্মৃতিবিষয়ীভূত হইতেছে না ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হ এবং শ্রুত্বা মনসোঽন্নময়ত্বং প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছন্

পঞ্চদশাহানি ন আশ অশনং ন কৃতবান্। অথ ষোড়শেঽহনি হ এনঃ পিতরম্ উপসসাদ উপগতবান্। উপগম্য চোবাচ, কিং ব্রবীমি ভোঃ! ইতি। ইতর আহ, ঋচঃ সোম্য! যজূংষি সামানি অধীষ্ব ইতি। এবমুক্তঃ পিত্রা আহ, ন বৈ মা মাম্ ঋগাদীনি প্রতিভান্তি মম মনসি ন দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ; হে ভোঃ! ভগবন্নিতি॥ ২॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই শ্বেতকেতু মনের অন্নময়ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছুক হইয়া পঞ্চদশ দিবস ভোজন করেন নাই। অনন্তর ষোড়শ দিবসে পিতার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, হে পিতঃ! আমি কি বলিব? ইতর অর্থাৎ পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তুমি ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ অধ্যয়ন কর। পিতা এইরূপ বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! ঋক্ প্রভৃতি কোন বেদই প্রতিভাত হইতেছে না অর্থাৎ আমার মনে উদিত হইতেছে না॥ ২॥

তং হোবাচ, যথা সোম্য! মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকোঽঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাৎ, তেন ততোঽপি ন বহু দহেৎ, এবং সোম্য! তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাঽতিশিষ্টা স্যাৎ, তয়েতর্হি বেদাননুভবসি, অশান, অথ মে বিজ্ঞাস্যসীতি॥ ৩॥

অনুবাদ।—পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! বহুকাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বালিত প্রবল অগ্নির যেমন খদ্যোতপরিমাণ (জোনাকি পোকা) একটিমাত্র অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে, এবং সেই অঙ্গার দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিক কোন দ্রব্য দগ্ধ করা যায় না, এইরূপ হে সোম্য! তোমারও ষোড়শটি কলার মধ্যে একটিমাত্র কলা অবশিষ্ট আছে, সেই একটিমাত্র কলা দ্বারা তুমি এক্ষণে বেদসমূহকে অনুভব করিতে পারিতেছ না। কিছু আহার কর, অনন্তর আমার কথা ভালরূপ বুঝিতে পারিবে॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবমুক্তবন্তঃ পিতা আহ, শৃণু তত্র কারণং, যেন তে তানি ঋগাদীনি ন প্রতিভান্তীতি। তং হোবাচ, যথা লোকে হে সোম্য! মহতো মহৎপরিমাণস্য অভ্যাহিতস্য উপচিতস্য ইন্ধনৈঃ অগ্নেরেকোঽঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ খদ্যোতপরিমাণঃ শান্তস্য পরিশিষ্টোঽবশিষ্টঃ স্যাৎ ভবেৎ, তেনাঙ্গারেণ ততোঽপি তৎপরিমাণাদীষদপি ন বহু দহেৎ, এবমেব খলু সোম্য! তে তব অন্নোপচিতানাং ষোড়শানাং কলানামেকা কলা অবয়বঃ অতিশিষ্টা অবশিষ্টা স্যাৎ, তয়া ত্বং খদ্যোতমাত্রাঙ্গারতুল্যয়া

তর্হি ইদানীং বেদান্ নানুভবসি ন প্রতিপদ্যসে, শ্রুত্বা চ মে মম বাচম্ অথাশেষং বিজ্ঞাস্যসি, অশান ভুঙ্ক্ষ্ব তাবৎ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পুত্র শ্বেতকেতু উক্ত প্রকার বাক্য বলিলে পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যে জন্য তোমার ঋগাদি বেদসমূহ পরিস্ফুরিত হইতেছে না, তাহার কারণ শ্রবণ কর। এই বলিয়া শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! এই লোকে যেমন প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বালিত প্রবল অগ্নির নির্ব্বাণাবস্থায় ক্ষুদ্র খদ্যোত-পরিমিত একটিমাত্র অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে, এবং সেই অঙ্গার দ্বারা যেমন তাহা অপেক্ষা অল্পমাত্রও অধিক বস্তু দগ্ধ করিতে পারা যায় না, হে সোম্য! ঠিক এইরূপই তোমারও অন্নের দ্বারা উপচিত ষোড়শকলার মধ্যে একটিমাত্র কলা বা অংশ অবশিষ্ট আছে, খদ্যোত-পরিমিত অঙ্গারতুল্য সেই একটিমাত্র কলা দ্বারা তুমি সম্প্রতি বেদসমূহকে অনুভব করিতে অর্থাৎ স্মরণ করিতে পারিতেছ না। তুমি কিছু আহার কর, পরে আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্তই জানিতে পারিবে ॥৩॥

স হাশ। অথ হৈনমুপসসাদ। তং হ যৎকিঞ্চ পপ্রচ্ছ, সর্ব্বং হ প্রতিপেদে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—সেই শ্বেতকেতু কিছু আহার করিয়াছিলেন, অনন্তর পিতার নিকট গমন করিয়াছিলেন। পিতা তাঁহাকে যাহা কিছু প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হ তথৈবাশ ভুক্তবান্, অথানন্তরং হ এনং পিতরং শুশ্রূষুরুপসসাদ, তং হোপাগতং পুত্রং যৎ কিঞ্চ ঋগাদিষু পপ্রচ্ছ গ্রন্থরূপমর্থজাতং বা পিতা, স শ্বেতকেতুঃ সর্ব্বং হ তৎ প্রতিপেদে ঋগাদ্যর্থতো গ্রন্থতশ্চ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পিতা সেইরূপ বলিলে শ্বেতকেতু পিতার আদেশানুসারে কিছু ভোজন করিয়াছিলেন, অনন্তর পিতার বাক্য শ্রবণেচ্ছায় তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমীপাগত পুত্র শ্বেতকেতুকে পিতা ঋক্ প্রভৃতি বিষয়ে যাহা কিছু অর্থাৎ গ্রন্থ অথবা তাহার অর্থসমূহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্বেতকেতু সেই সমস্তই ঋক্ প্রভৃতি গ্রন্থ ও তাহার অর্থসমূহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অর্থাৎ আহারের পর সমস্তই তাঁহার স্মরণ হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

তং হোবাচ, যথা সোম্য! মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকমঙ্গারং খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং, তং তৃণৈরুপসমাধায় প্রজ্বালয়েৎ, তেন ততোঽপি বহু দহেৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—পিতা আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য!

প্রভূত পরিমাণে সংগৃহীত কাষ্ঠের দ্বারা প্রজ্বালিত প্রবল অগ্নির নির্ব্বাণাবস্থায় যেমন খদ্যোত-পরিমিত একটিমাত্র অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে, এবং তাহাকেই তৃণরাশি দ্বারা লোকে যেমন প্রজ্বালিত করে, এবং তাহা দ্বারা তাহা অপেক্ষাও বহু পরিমিত বস্তু দগ্ধ করিতে পারা যায় ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তং হোবাচ পুনঃ পিতা, যথা সোম্য! মহতোঽভ্যাহিতস্যে-ত্যাদি সমানম্। একমঙ্গারং শান্তস্যাগ্নেঃ খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং, তং তৃণৈশ্চূর্ণৈশ্চোপসমাধায় প্রজ্বালয়েৎ বৰ্দ্ধয়েৎ। তেনেদ্ধেনাঙ্গারেণ ততোঽপি পূর্ব্বপরিমাণাৎ বহু দহেৎ ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পিতা পুনরায় শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! যেমন প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নির খদ্যোতপরিমিত একটিমাত্র অঙ্গার অবশিষ্ট আছে, তাহাকে যদি তৃণসমূহ ও কাষ্ঠাদিচূর্ণসমূহ দ্বারা যথোপযুক্তভাবে প্রজ্বালিত অর্থাৎ বৰ্দ্ধিত করা যায়, তাহা হইলে প্রদীপ্ত সেই অঙ্গার দ্বারা পূর্ব্বপরিমিত দ্রব্য অপেক্ষাও অধিক পরিমিত দ্রব্য দগ্ধ করা যায় ॥ ৫ ॥

এবং সোম্য! তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলা অতি-শিষ্টাঽভূৎ, সাঽন্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালী; তয়ৈতর্হি বেদাননু-ভবসি, অন্নময়ং হি সোম্য! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজো-ময়ী বাগিতি। তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥ ৬ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—হে সোম্য! এইরূপ তোমারও ষোড়শ-কলার মধ্যে একটি-মাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, সেই কলাটি ভুক্ত অন্ন দ্বারা উপসমাহিত অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাহা দ্বারাই তুমি বেদসমূহকে অনুভব করিতে অর্থাৎ বুঝিতে পারিতেছ; অতএব হে সোম্য! মন অন্নময়, প্রাণ আপোময় ও বাক্ তেজোময় এই যে বলা হইয়াছে, ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে। পিতার এই বাক্য শ্বেতকেতু বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবং সোম্য! তে ষোড়শানামন্নকলানাং সামর্থ্য রূপাণামেকা কলা অতিশিষ্টাঽভূৎ অতিশিষ্টা আসীৎ, পঞ্চদশাহানি অভুক্তবত একৈকেনাহ্না একৈকা কলা চন্দ্রমস ইবাপরপক্ষে ক্ষীণা অতিশিষ্টা কলা তবান্নেন ভুক্তেন উপ

সমাহিতা বর্দ্ধিতা উপচিতা প্রাজ্বালী, দৈর্ঘ্যং ছান্দসং, প্রজ্বলিতা বর্দ্ধিতেত্যর্থঃ। প্রাজ্বালীদিতি পাঠান্তরম্। তদা তেনোপসমাহিতা সুপ্রজ্বলিতবতীত্যর্থঃ। তয়া বর্দ্ধিতয়া এতর্হি ইদানীং বেদান্ অনুভবসি উপলভসে। এবং ব্যাবৃত্ত্যনুবৃত্তিভ্যামন্নময়ত্বং মনসঃ সিদ্ধমিত্যুপসংহরতি, অন্নময়ং হি সোম্য! মন ইত্যাদি। যথৈতন্মনসোঽন্নময়ত্বং তব সিদ্ধং, তথা আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাগিত্যেতদপি সিদ্ধমেব ইত্যভিপ্রায়ঃ। তদেতৎ হ অস্য পিতুরুক্তং মন-আদীনামন্নাদিময়ত্বং বিজজ্ঞৌ বিজ্ঞাতবান্ শ্বেতকেতুঃ। দ্বিরভ্যাস-স্ত্রিবৃৎকরণপ্রকরণপরিসমাপ্ত্যর্থঃ॥ ৬॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্॥ ৭॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য! এইরূপ অর্থাৎ একটিমাত্র অঙ্গারের ন্যায় তোমারও সামর্থ্যরূপ ষোড়শ অন্নকলার মধ্যে একটিমাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল। কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের যেমন একটি একটি কলা ক্ষীণ হইয়া যায়, তোমারও সেইরূপ পঞ্চদশ দিবস অনাহার বশতঃ প্রত্যেক দিন একটি একটি কলা ক্ষীণ হইয়া যে একটিমাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, তাহা তোমার ভুক্ত অন্নের দ্বারা উপসমাহিত অর্থাৎ বর্দ্ধিত বা পরিপুষ্ট হইয়া প্রজ্বলিত হইয়াছে, অর্থাৎ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হওয়ায় প্রকাশিত হইয়াছে। ছন্দের অনুরোধে "প্রাজ্বালী" এই ক্রিয়াপদের দীর্ঘ প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'প্রাজ্বালীৎ' এইরূপ পাঠও কোন কোন স্থানে আছে, ঐরূপ পাঠ স্বীকার করিলে, সেই সময়ে অন্ন দ্বারা উপসমাহিত হইয়া নিজেই খুব প্রজ্বলিত হইয়াছিল, এরূপ অর্থ হইবে। সেই বর্দ্ধিত কলার সাহায্যেই তুমি সম্প্রতি বেদসমূহকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছ, অর্থাৎ বেদার্থসমূহ বুঝিতে পারিতেছ। এইরূপ ব্যাবৃত্তি ও অনুবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ অন্নপরিত্যাগ ও পুনরায় তাহার অনুশীলন বা ব্যবহার দ্বারা মনের অন্নময়ত্ব সিদ্ধ হইল। উপসংহারে তাহাই বলিতেছেন, হে সোম্য! মন অন্নময় ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে, তোমার পক্ষে মনের এই অন্নময়ত্ব যেমন সিদ্ধ হইল অর্থাৎ প্রমাণিত হইল, তেমনই প্রাণের আপোময়ত্ব ও বাগিন্দ্রিয়ের তেজোময়ত্বও সিদ্ধ হইল। শ্বেতকেতু পিতা কর্ত্তৃক কথিত মনপ্রভৃতির এই অন্নাদিময়ত্ব বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ত্রিবৃৎকরণ প্রকরণ সমাপ্ত হইল ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত "বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি" এই পদটি দুইবার উক্ত হইয়াছে॥ ৬॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ

উদ্দালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচ, স্বপ্নান্তং মে সোম্য! বিজানীহীতি, যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি, স্বমপীতো ভবতি, তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে, স্বং হ্যপীতো ভবতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অরুণের পুত্র আরুণি উদ্দালক নিজ পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তুমি আমার নিকট স্বপ্নান্ত অর্থাৎ সুষুপ্তি বা স্বপ্নতত্ত্ব-বিষয় অবগত হও। এই পুরুষ যে স্থানে বা যে সময়ে শয়ন করে, অথবা যে সময়ে এই পুরুষ অর্থাৎ জীব 'স্বপিতি' এই নাম লাভ করে, হে সোম্য! তখন সে সতের সহিত সংযুক্ত হয়। স্বম্ অপীত অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই ইহাকে 'স্বপিতি' এইরূপ বলিয়া থাকে, যে হেতু, সে সময়ে সে স্বকে অর্থাৎ আপনার যথার্থ স্বরূপ যে পরমাত্মভাব, তাহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যস্মিন্মনসি জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিষ্টা পরা দেবতা আদর্শে ইব পুরুষঃ প্রতিবিম্বেন, জলাদিম্বিব চ সূর্য্যাদয়ঃ প্রতিবিম্বৈঃ; তন্মনোঽন্নময়ং তেজোঽব্ময়াভ্যাং সঙ্গতমধিগতম্। যন্ময়ো যৎস্থশ্চ জীবো মনন-দর্শন-শ্রবণাদিব্যবহারায় কল্পতে, তদুপরমে চ স্বং দেবতারূপমেব প্রতিপদ্যতে। তদুক্তং শ্রুত্যন্তরে—"ধ্যায়তীব লেলায়তীব" "সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি" "স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ" ইত্যাদি "স্বপ্নেন শারীরম্" ইত্যাদি, "প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি" ইত্যাদি। তস্যাস্য মনস্থস্য মন আখ্যাং গতস্য মন-উপশমদ্বারেণেন্দ্রিয়বিষয়েভ্যো নিবৃত্তস্য যস্যাং দেবতায়াং স্বাত্মভূতায়াং যদবস্থানং, তৎ পুত্রায়াচিখ্যাসুরুদ্দালকো হ কিলারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচোক্তবান্। স্বপ্নান্তং স্বপ্নমধ্যং, স্বপ্ন ইতি দর্শনবৃত্তেঃ স্বপ্নস্যাখ্যা, তস্য মধ্যং স্বপ্নান্তং সুষুপ্তমিত্যেতৎ। অথবা স্বপ্নান্তং স্বপ্নসতত্ত্বমিত্যর্থঃ, তত্রাপি অর্থাৎ সুষুপ্তমেব ভবতি, স্বমপীতো ভবতীতি বচনাৎ। ন হ্যন্যত্র সুষুপ্তাৎ স্বমপীতিং জীবস্যেচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদঃ। তত্র হি আদর্শাপনয়নে পুরুষপ্রতিবিম্ব আদর্শগতো যথা স্বমেব পুরুষমপীতো ভবতি, এবং মন-আদ্যুপরমে চৈতন্যপ্রতিবিম্বরূপেণ জীবেনাত্মনা মনসি প্রবিষ্টা নামরূপব্যাকরণায় পরা দেবতা সা স্বমেবাত্মানং প্রতিপদ্যতে জীবরূপতাং মন-আখ্যাং হিত্বা। অতঃ সুষুপ্ত এব স্বপ্নান্ত-শব্দবাচ্য ইত্যবগম্যতে। যত্র তু সুপ্তঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি তৎস্বাপ্নং দর্শনং সুখ-দুঃখ-সংযুক্তমিতি পুণ্যাপুণ্যকার্য্যম্। পুণ্যাপুণ্যয়োর্হি সুখ-দুঃখারম্ভকত্বং প্রসিদ্ধম্। পুণ্যা-

পুণ্যয়োশ্চ অবিদ্যাকামোপষ্টম্ভেনৈব সুখ-দুঃখ-তদ্দর্শনকার্য্যারম্ভকত্বমুপপদ্যতে, নান্যথা, ইত্যবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ সংসারহেতুভিঃ সংযুক্ত এব স্বপ্ন ইতি ন স্বমপীতো ভবতি। "অনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন, তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি, তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা এষ পরম আনন্দঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। সুষুপ্ত এব স্বং দেবতারূপং জীবত্ববিনির্ম্মুক্তং দর্শয়িষ্যামীত্যাহ, স্বপ্নান্তং মে মম নিগদতো হে সোম্য! বিজানীহি বিস্পষ্টমবধারয়েত্যর্থঃ। কদা স্বপ্নান্তো ভবতীতি? উচ্যতে, যত্র যস্মিন্ কালে এতন্নাম ভবতি পুরুষস্য স্বপ্‌স্তঃ, প্রসিদ্ধং হি লোকে স্বপিতীতি, গৌণঞ্চেদং নামেত্যাহ। যদা স্বপিতীত্যুচ্যতে পুরুষস্তদা তস্মিন্ কালে সতা সচ্ছব্দবাচ্যয়া প্রকৃতয়া দেবতয়া সম্পন্নো ভবতি সঙ্গত একীভূতো ভবতি, মনসি প্রবিষ্টং মন-আদিসংসর্গকৃতং জীবরূপং পরিত্যজ্য স্বং যদ্রূপং যৎ পরমার্থসত্যমপীতোঽপি গতঃ ভবতি, অতস্তস্মাৎ স্বপিতীত্যেনমাচক্ষতে লৌকিকাঃ। স্বমাত্মানং হি যস্মাদপীতো ভবতি; গুণানামপ্রসিদ্ধতোঽপি স্বাত্মপ্রাপ্তি-র্গম্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ। কথং পুনর্লৌকিকানাং প্রসিদ্ধ্যা স্বাত্মসম্পত্তিঃ? জাগ্রচ্ছ্রমনিমিত্তসুখ-দুঃখাদ্যনেকায়াসানুভবাচ্ছ্রান্তো ভবতি, ততশ্চায়স্তানাং করণানামনেকব্যাপারনিমিত্তগ্লানানাং স্বব্যাপারেভ্য উপরমো ভবতি। শ্রুতেশ্চ "শ্রাম্যত্যেব বাক্, শ্রাম্যতি চক্ষুঃ" ইত্যেবমাদি। তথা চ "গৃহীতা বাক্ গৃহীতঞ্চক্ষুর্গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ" ইত্যেবমাদীনি করণানি প্রাণগ্রস্তানি, প্রাণ একোঽশ্রান্তো দেহে কুলায়ে যো জাগর্ত্তি, তদা জীবঃ শ্রমাপনুত্তয়ে স্বং দেবতা-রূপমাত্মানং প্রতিপদ্যতে। নান্যত্র স্বরূপাবস্থানাচ্ছ্রমাপনোদঃ স্যাদিতি যুক্তা প্রসিদ্ধির্লৌকিকানাং স্বং হ্যপীতো ভবতীতি। দৃশ্যতে হি লোকে জ্বরাদিরোগগ্রস্তানাং তদ্বিনির্ম্মোকে স্বাত্মস্থানাং বিশ্রমণং, তদ্বদিহাপি স্যাদিতি যুক্তম্। "তদ্যথা শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ত্রিবৃৎকরণ সমাপ্ত করিয়া এক্ষণে পুনরায় সতের সর্ব্বময়ত্ব প্রতিপাদনার্থ সুষুপ্তিকালে মনের লয় হইলে জীব যে সদ্ব্রহ্মের অভেদানুভূতি প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য জীবাত্মাকে মন উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন।—পুরুষ যেমন প্রতিবিম্বরূপে দর্পণমধ্যে প্রবিষ্ট বা প্রতিফলিত হয়, সূর্য্য-চন্দ্রাদি যেমন প্রতিবিম্বসমূহরূপে জলাদিমধ্যে প্রবিষ্ট বা প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ পরদেবতা অর্থাৎ পরমাত্মাও জীবাত্মরূপে যে মনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন, অন্নময় সেই মন, তেজোময় বাক্ ও জলময় প্রাণের সহিত মিলিত হয়, ইহা অনুভূত হইয়াছে। জীব যন্ময় অর্থাৎ যদাকারসম্পন্ন ও যাহাতে অবস্থিত হইয়া মনন দর্শন ও শ্রবণাদি ব্যবহার করিতে কল্পিত অর্থাৎ যোগ্য হয়, তাহার অর্থাৎ সেই মনের উপরম অর্থাৎ নিবৃত্তি হইলেই নিজের দেবতাস্বরূপকেই প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিবিশেষে বলা হইয়াছে—"তিনি যেন ধ্যানই করেন, যেন স্পন্দনই করেন" "বুদ্ধিবিজ্ঞানের সহিত স্বপ্ন হইয়া অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত বা সুষুপ্ত হইয়া

এই লোককে অর্থাৎ জাগ্রৎ-ব্যবহারক্ষেত্রকে অতিক্রম করে" "সেই এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ বিজ্ঞানময় ও মনোময়" ইত্যাদি। (ভাবার্থ—বেদান্তদর্শনে এক অন্তঃকরণকেই চারিপ্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। তাহাদের মধ্যে সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে মন, নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি বা বিজ্ঞান, অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে অহঙ্কার ও স্মরণাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে চিত্ত বলা হইয়াছে। ইহার প্রামাণ্যজ্ঞাপক শ্লোকও একটি আছে, যথা—"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥" বেদান্তকারিকা। সংসারী জীব সাধারণতঃ মন ও বুদ্ধির অধীন থাকিয়াই যাহা কিছু কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, এই জন্যই জীবকে বিজ্ঞানময় ও মনোময় বলিয়া থাকে) "স্বপ্নাবস্থায় শারীরধর্ম্মকে অতিক্রম করে" "প্রাণন দ্বারা অর্থাৎ প্রাণের ব্যাপার করে বলিয়াই প্রাণনামে অভিহিত হয়" ইত্যাদি। মনেতে অবস্থিত সুতরাং মনোনামে অভিহিত এবং মনোবৃত্তিসমূহের উপশম দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত সেই এই জীবাত্মার যাহা স্বরূপ, তাহা এবং আত্মস্বরূপ যে দেবতায় অর্থাৎ পরমাত্মায় যে ভাবে অবস্থান হয়, পুত্রকে তাহা বলিবার ইচ্ছায় আরুণি উদ্দালক পুত্র শ্বেত-কেতুকে বলিয়াছিলেন। স্বপ্নান্ত শব্দের অর্থ স্বপ্নের মধ্য ; স্বপ্নশব্দটি দর্শনব্যাপারাত্মক প্রসিদ্ধ স্বপ্নের নাম অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় যাহা অনুভব করে, তাহার মধ্যই স্বপ্নান্ত, অর্থাৎ সুষুপ্তাবস্থা। অথবা স্বপ্নান্ত শব্দের অর্থ স্বপ্নের তত্ত্ব, এ অর্থেও সুষুপ্তাবস্থাকেই বুঝাইতেছে, কারণ, 'স্বম্ অপীত' স্ব-স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে, যে হেতু, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ সুষুপ্তাবস্থা ব্যতীত অন্য স্থলে জীবের স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্তির বিষয় বলেন না। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে দর্পণমধ্যে প্রবিষ্ট বা প্রতিফলিত পুরুষের প্রতিবিম্ব যেমন দর্পণ অপসারণ করিলেই স্ব-স্বরূপ পুরুষকেই প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পুরুষেই বিলীন হইয়া যায়, তেমনই নাম-রূপ ব্যাকরণ অর্থাৎ নাম ও রূপ প্রকটিত হইবার নিমিত্ত চৈতন্যের প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবাত্মরূপে মনে প্রবিষ্ট পরমদেবতাও মনঃপ্রভৃতির উপরমে অর্থাৎ মনঃপ্রভৃতিরূপ উপাধির অপগমে মনঃসংজ্ঞক জীবরূপতা অর্থাৎ জীবভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় আত্মাকেই প্রাপ্ত হন ; অতএব সুষুপ্ত অবস্থাই যে স্বপ্নান্তশব্দের বাচ্য, ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। সুপ্ত ব্যক্তি যে অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন করে, স্বপ্নাবস্থায় সেই যে দর্শন, তাহা সুখ ও দুঃখের সহিত সংসৃষ্ট, অর্থাৎ সুস্বপ্নও দেখে, আবার দুঃস্বপ্নও দেখে, অতএব তাহা পুণ্য ও পাপের কার্য্য অর্থাৎ ফল, কারণ, পুণ্য ও পাপই যথাক্রমে সুখ ও দুঃখের আরম্ভক বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর পুণ্য ও পাপই—অবিদ্যা ও কাম অর্থাৎ বিবিধ অভিলাষের সাহায্যেই সুখ, দুঃখ

ও তাহাদের দর্শনরূপকার্য্যের আরম্ভক বলিয়া উপপন্ন হয়, ইহার অন্যথা হয় না ; অতএব জীব যে স্বপ্ন দেখে, তাহা সংসারের হেতুস্বরূপ অবিদ্যা, কাম অর্থাৎ কামনা বা অভিলাষ ও তৎসংসৃষ্ট কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত থাকে, এ জন্য সে সময়ে স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু সুষুপ্ত অবস্থায় পুণ্য বা পাপ কাহারও সহিতই কোন সম্বন্ধ থাকে না, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, "সেই সময়ে অর্থাৎ সুষুপ্ত অবস্থায় পুণ্যের দ্বারাও অনুগত হয় না, অথবা পাপের দ্বারাও অনুগত হয় না অর্থাৎ পুণ্য বা পাপ, কাহারও সহিতই কোন সংস্রব থাকে না, তৎকালে হৃদয় সর্ব্বপ্রকার শোক-দুঃখকে উত্তীর্ণ হয় অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের অতীত হয়, জীবের সেই সময়টি সর্ব্ববিধ কামনাশূন্য ও পরমানন্দস্বরূপ হয়" ইত্যাদি। সুষুপ্ত অবস্থাতেই জীবভাব-বিনির্ম্মুক্ত দেবতার স্বরূপ তোমাকে দেখাইব, এইরূপ মনে করিয়া উদ্দালক বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! স্বপ্নতত্ত্ব আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে স্পষ্টরূপে অবগত হও। কোন্ সময়ে স্বপ্নান্ত হয়, তাহাই বলিতেছেন, যে সময়ে নিদ্রিত ব্যক্তির সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ 'স্বপিতি' এই নাম হয় ; এই নামটি যে গৌণ অর্থাৎ গুণবাচক বা অনুরূপগুণসম্বন্ধজন্য, তাহাই বলিতেছেন, পুরুষ যে সময়ে 'স্বপিতি' এই নামে অভিহিত হয়, সেই সময়ে সতের সহিত অর্থাৎ প্রস্তাবিত সৎশব্দবাচ্য পরমদেবতার সহিত সম্পন্ন অর্থাৎ সঙ্গত বা একীভূত হয়, অর্থাৎ মন প্রভৃতি উপাধির সহিত সংসর্গজন্য যে জীবভাব হয়, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের যে সৎ-রূপ অর্থাৎ যাহা পরমার্থ সত্য, তাহাকেই অপীত অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই লোকসমূহ ইহাকে 'স্বপিতি' এই নামে অভিহিত করে। অভিপ্রায় এই যে, যে হেতু, সেই সময়ে নিজের আত্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, এবং গুণবাচক নামের প্রসিদ্ধি হইতেও নিজের আত্মস্বরূপ যে প্রাপ্তি হয়, ইহা জ্ঞাত হওয়া যায়, অতএব সৎস্বরূপপ্রাপ্তির কথা নিশ্চয়ই সত্য। আচ্ছা, লোকদিগের নিকট স্বকীয় আত্মস্বরূপপ্রাপ্তি কিরূপে প্রসিদ্ধ হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, জাগ্রৎ অবস্থায় পরিশ্রমজন্য সুখ দুঃখ প্রভৃতি বহু আয়াস অনুভবহেতুক শ্রান্ত হইয়া পড়ে, সে জন্য এবং অন্যান্য বিবিধব্যাপারে ক্লিষ্ট ও শ্রান্ত ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়। শ্রুতি হইতেও জানা যায় "বাগিন্দ্রিয় পরিশ্রান্ত হয়, চক্ষুঃ পরিশ্রান্ত হয়" ইত্যাদি। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, "বাগিন্দ্রিয় গৃহীত হয়, চক্ষুরিন্দ্রিয় গৃহীত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় গৃহীত হয়, মনও গৃহীত হয়" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাণগ্রস্ত অর্থাৎ প্রাণের অধীন। একমাত্র প্রাণই দেহরূপ কুলায়ে অশ্রান্তভাবে জাগরিত থাকে, সেই সময়ে জীব শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত নিজের পরমদেবতারূপ আত্মাকে অর্থাৎ নিজের পরমাত্মভাবকে প্রাপ্ত হয়। স্বরূপে

অবস্থিতি ব্যতীত অন্য কোন অবস্থাতেই যখন শ্রমাপনোদন হয় না, তখন 'স্বং হি অপীতো ভবতি' নিজের স্বরূপকে নিশ্চয়ই উপগত হয় অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়, এই যে লৌকিক প্রসিদ্ধি, ইহা যুক্তিসঙ্গতই বটে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখিতেও পাওয়া যায়, জ্বর প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ, জ্বরত্যাগ হইলে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বিশ্রামলাভ করে, এ স্থানেও যে সেইরূপই হইতে পারে, ইহা যুক্তিসঙ্গত। "যেমন শ্যেন পক্ষী অথবা অন্য কোন পক্ষী ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও পূর্ব্বকথিত বাক্যের যৌক্তিকতা সমর্থিত হইতেছে ॥ ১ ॥

স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়তে, এবমেব খলু সোম্য! তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বা অন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে, প্রাণবন্ধনং হি সোম্য! মন ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সূত্র দ্বারা আবদ্ধ পক্ষী যেমন চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া অন্য কোন স্থানে বিশ্রামস্থান না পাইয়া পুনরায় বন্ধন অর্থাৎ নিজ পিঞ্জরেই আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, এইরূপ হে সোম্য! সেই মনও অর্থাৎ মনোরূপ উপাধিযুক্ত বা মনোমধ্যে প্রবিষ্ট জীবও চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া অন্যত্র বিশ্রামের স্থান প্রাপ্ত না হইয়া শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত প্রাণকেই অর্থাৎ প্রাণসংজ্ঞক পরমাত্মাকেই আশ্রয় করে, যে হেতু, হে সোম্য! প্রাণই অর্থাৎ প্রাণসংজ্ঞক অথবা প্রাণোপলক্ষিত পরমাত্মাই মনের অর্থাৎ মনোমধ্যে প্রবিষ্ট জীবের বন্ধন অর্থাৎ আশ্রয়স্থান ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্রায়ং দৃষ্টান্তো যথোক্তেঽর্থে—স যথা শকুনিঃ পক্ষী শকুনিঘাতকস্য হস্তগতেন সূত্রেণ প্রবদ্ধঃ পাশিতো দিশং দিশং বন্ধনমোক্ষার্থী সন্ প্রতিদিশং পতিত্বা অন্যত্র বন্ধনাদায়তনমাশ্রয়ং বিশ্রমণায় অলব্ধ্বা অপ্রাপ্য বন্ধনমেবোপশ্রয়তে, এবমেব—যথাঽয়ং দৃষ্টান্তঃ খলু, হে সোম্য! তন্মনঃ তৎ প্রকৃতং ষোড়শকলমন্নোপচিতং মনো নির্দ্ধারিতং, তৎপ্রবিষ্টঃ তৎস্থঃ তদুপলক্ষিতো জীবঃ তন্মন ইতি নির্দ্দিশ্যতে মঞ্চাক্রোশনবৎ। স মন-আখ্যোপাধির্জীবোঽবিদ্যাকামকর্ম্মোপদিষ্টাঃ দিশং দিশং সুখ-দুঃখাদিলক্ষণাঃ জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ পতিত্বা গত্বা অনুভূয়েত্যর্থঃ, অন্যত্র সদাখ্যাৎ স্বাত্মন আয়তনং বিশ্রমণস্থানমলব্ধ্বা প্রাণমেব প্রাণেন সর্ব্বকার্য্য-কারণাশ্রয়েণোপলক্ষিতা প্রাণ ইত্যুচ্যতে সদাখ্যা পরা দেবতা, "প্রাণস্য প্রাণং" "প্রাণশরীরো ভারূপঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অতস্তাং দেবতাং প্রাণং প্রাণাখ্যামেবোপশ্রয়তে। প্রাণো বন্ধনং যস্য মনসস্তৎ প্রাণবন্ধনং, হি যস্মাৎ সোম্য! মনঃ প্রাণোপলক্ষিতদেবতাশ্রয়ং, মন ইতি তদুপলক্ষিতো জীব ইতি। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে এই দৃষ্টান্ত অর্থাৎ জীব

পরিশ্রান্ত হইয়া নিজের আত্মস্বরূপ পরদেবতাকে প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছে, দৃষ্টান্তপ্রদর্শনের দ্বারা তাহা সমর্থন করিতেছেন, ব্যাধের হস্তস্থিত সূত্র দ্বারা আবদ্ধ অর্থাৎ পাশবদ্ধ পক্ষী যেমন বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছায় চতুর্দ্দিকে উড্ডীয়মান হইয়া বন্ধনস্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে বিশ্রামের নিমিত্ত আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া পুনরায় সেই বন্ধনকেই আশ্রয় করে অর্থাৎ ব্যাধহস্তস্থিত পিঞ্জরেই হউক বা ব্যাধের হস্তোপরেই হউক আসিয়া বসে, হে সোম্য ! এইরূপই অর্থাৎ এই যে দৃষ্টান্ত দেখান হইল, ঠিক এইরূপই সেই মন অর্থাৎ অন্নোপচিত ষোড়শ কলাবিশিষ্ট যে মন নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই মনোমধ্যে প্রবিষ্ট অর্থাৎ মনঃ-উপলক্ষিত জীবই মঞ্চাক্রোশনের ন্যায় এ স্থানে 'মনঃ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। (মঞ্চাক্রোশন ন্যায়—মঞ্চ অর্থাৎ মাচার আক্রোশন অর্থাৎ শব্দকরণ বা চীৎকার করা। অচেতন মঞ্চ কথন চীৎকার করিতে পারে না, কিন্তু মঞ্চে অবস্থিত ব্যক্তিগণ চীৎকার করিলেও 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে, অর্থাৎ মাচা চীৎকার করিতেছে, না, মাচায় অবস্থিত ব্যক্তিগণ চীৎকার করিতেছে। এ স্থানেও সেইরূপ মন শব্দে মন-উপলক্ষিত জীবকেই বলা হইয়াছে, মনই জীবের উপাধি অর্থাৎ পরিচায়ক, অতএব মন-উপলক্ষিত জীব এরূপ বলা অসঙ্গত হয় না) মনোনামক উপাধিবিশিষ্ট সেই জীব অবিদ্যা, কামনা ও বিবিধকর্ম্ম দ্বারা উপদিষ্ট অর্থাৎ অবিদ্যাদি জন্য সুখ-দুঃখাদিরূপ নানাদিকে ভ্রমণ করিয়া অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় বিবিধ সুখদুঃখাদি অনুভব করিয়া 'সৎ' নামক স্বীয় আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতীত অন্যত্র বিশ্রামস্থান প্রাপ্ত না হওয়ায় প্রাণকেই অর্থাৎ সমস্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্বরূপ প্রাণের দ্বারা উপলক্ষিত 'সৎ' নামক পরম দেবতা অর্থাৎ পরমাত্মাই এ স্থানে প্রাণ শব্দের অভিধেয়, কেন না, শ্রুতিও বলিয়াছেন, "প্রাণেরও প্রাণ" "প্রাণশরীর ও ভারূপ" ইত্যাদি অতএব প্রাণকেই অর্থাৎ 'সৎ' নামক পরমাত্মাকেই আশ্রয় করে। হে সোম্য ! যে হেতু, মন প্রাণবন্ধন অর্থাৎ প্রাণই হইয়াছে যে মনের বন্ধন, তাহাই প্রাণবন্ধন, প্রাণোপলক্ষিত পরমদেবতাই মনের আশ্রয় ও মন অর্থাৎ মন-উপলক্ষিত জীব ॥ ২ ॥

অশনা-পিপাসে মে সোম্য ! বিজানীহীতি ; যত্রৈতৎ পুরুষোঽশিশিষতি নাম আপ এব তদশিতং নয়ন্তে, তদ্‌যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইতি, এবং তদপ আচক্ষতে অশনায়েতি, তত্রৈতচ্ছুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য ! বিজানীহি, নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য ! ভোজনেচ্ছা ও পানেচ্ছাবিষয়েও তুমি আমার

নিকট হইতে অবগত হও। যে সময় পুরুষ 'অশিশিষতি' এই নামযুক্ত হয়, সেই সময় জলই তাহার ভুক্ত সেই অন্নকে যথাস্থানে লইয়া যায়। যেমন, যিনি গোসমূহকে চালনা করেন, তাঁহাকে 'গো-নায়' যিনি অশ্বসমূহকে চালনা করেন, তাঁহাকে 'অশ্ব-নায়' যিনি পুরুষসমূহকে চালনা করেন, অর্থাৎ রাজা বা সেনাপতি অথবা অন্য কোন শক্তিমান্ নেতা, তাঁহাকে 'পুরুষ-নায়' বলে, এইরূপ সেই জলকেও লোকে 'অশনায়া' বলে। তাহাতেই অর্থাৎ সেই অন্নপরিপাকেই এই শুঙ্গ অর্থাৎ শরীররূপ কার্য্যটি উৎপন্ন হইয়াছে। হে সোম্য! তুমি নিশ্চয়ই জানিও যে, এই শরীর অমূল অর্থাৎ কারণশূন্য হইবে না, ইহার কারণ একটি আছেই ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবং স্বপিতিনামপ্রসিদ্ধিদ্বারেণ যজ্জীবস্য সত্যং স্বরূপং জগতো মূলং, তৎ পুত্রস্য দর্শয়িত্বা আহ অন্নাদিকার্য্য-কারণপরম্পরয়াঽপি জগতো মূলং সৎ দিদর্শয়িষুঃ, অশনা-পিপাসে অশিতুমিচ্ছা অশনা সন্ যা-লোপেন, পাতুমিচ্ছা পিপাসা, তে অশনা-পিপাসে, অশনা-পিপাসয়োঃ সতত্ত্বং বিজানীহীত্যেতৎ। যত্র যস্মিন্ কালে এতন্নাম পুরুষো ভবতি, কিং তৎ? অশিশিষতি অশিতুমিচ্ছতীতি; তদা তস্য পুরুষস্য কিং নিমিত্তং নাম ভবতি? ইত্যাহ, যত্তৎ পুরুষেণাশিতমন্নং কঠিনং পীতা আপো নয়ন্তে দ্রবীকৃত্য রসাদিভাবেন বিপরিণময়ন্তে, তদা ভুক্তমন্নং জীর্য্যতি। অথচ ভবত্যস্য নাম অশিশিষতীতি গৌণম্। জীর্ণে হি অন্নে অশিতুমিচ্ছতি সর্ব্বো হি জন্তুঃ। তত্র অপামশিতনেতৃত্বাদশনায়া ইতি নাম প্রসিদ্ধমিত্যেতস্মিন্নর্থে। যথা গো-নায়ঃ, গাং নয়তীতি গো-নায়ো গো-পাল ইত্যুচ্যতে, তথা অশ্বান্ নয়তীতি অশ্ব-নায়োঽশ্ব-পাল ইত্যুচ্যতে, পুরুষ-নায়ঃ পুরুষান্ নয়তীতি রাজা সেনাপতির্ব্বা; এবং তৎ তদা আপ আচক্ষতে লৌকিকা অশনায়েতি বিসর্জ্জনীয়লোপেন। তত্রৈবং সতি অদ্ভিঃ রসাদিভাবেন নীতেন অশিতেনান্নেন নিষ্পাদিতমিদং শরীরং বটকণিকায়ামিব শুঙ্গঃ অঙ্কুরঃ উৎপতিত উদ্গতঃ, তমিমং শুঙ্গং কার্য্যং শরীরাখ্যং বটাদিশুঙ্গবদুৎপতিতং হে সোম্য! বিজানীহি। কিং তত্র বিজ্ঞেয়ম্? ইত্যুচ্যতে, শৃণু, ইদং শুঙ্গবৎ কার্য্যত্বাচ্ছরীরং নামূলং মূলরহিতং ভবিষ্যতীত্যুক্ত আহ শ্বেতকেতুঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পরম্পরাসম্বন্ধেও যে সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই জগতের কারণ, তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন। এইরূপে জীবের 'স্বপিতি' এই নাম প্রসিদ্ধি দ্বারা এই জগতের পক্ষে সত্যস্বরূপ যাহা মূল, পুত্রকে তাহা দেখাইয়া অন্নপ্রভৃতি কার্য্য-কারণ পরম্পরাক্রমেও যে সৎ-পদার্থই জগতের মূল, তাহা দেখাইবার ইচ্ছায় বলিতেছেন—অশনাপিপাসে—অশন অর্থাৎ ভোজন করিবার ইচ্ছা অশনা, এ স্থানে সন্ প্রত্যয় করিয়া 'যা' এই পদটির লোপ হইয়াছে, তাহা না হইলে "অশনায়া" এইরূপ প্রয়োগ হইত। পান করিবার ইচ্ছা পিপাসা, সেই অশনা ও পিপাসার তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত হও। যে সময়ে পুরুষ এই নামবিশিষ্ট

হয়। সে নামটি কি ? না, 'অশিশিষতি' অর্থাৎ ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। সে সময়ে সেই পুরুষের ঐরূপ নাম কি জন্য হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, পুরুষ যাহা কিছু কঠিন অর্থাৎ অদ্রব অন্ন ভোজন করে, যে জল পান করা যায়, সেই জল তাহাকে লইয়া যায়, অর্থাৎ পীত জল সেই ভুক্ত কঠিন অন্নকে দ্রবীভূত করিয়া রসাদিরূপে পরিণত করে, সেই সময়েই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হয়, অনন্তর এই পুরুষের 'অশিশিষতি' এই গৌণ নাম হয়, যে হেতু, সমস্ত প্রাণীই অন্ন জীর্ণ হইলেই ভোজন করিতে ইচ্ছা করে। 'অশিত' দ্রব্যের 'নেতা' অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্যকে লইয়া যায় বলিয়া জলের 'অশনায়া' এই নামটি প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যেমন গো-নায়—যে গোরুকে লইয়া যায়, সে অর্থাৎ গো-পাল যেমন 'গো-নায়' নামে অভিহিত হয়, এইরূপ যে ব্যক্তি অশ্বসমূহকে লইয়া যায়, সে অর্থাৎ অশ্ব-পাল যেমন 'অশ্ব-নায়' বলিয়া অভিহিত হয়, যে ব্যক্তি পুরুষ-সমূহকে লইয়া যায় অর্থাৎ পরিচালিত করে, সে অর্থাৎ রাজা বা সেনাপতি যেমন 'পুরুষ-নায়' নামে অভিহিত হয়, এইরূপ লোকসমূহ সেই সময়ে অর্থাৎ যখন অশিতকে লইয়া যায়, তখন সেই জলকে 'অশনায়ঃ' এই পদের বিসর্গ-টিকে লোপ করিয়া 'অশ-নায়' বলিয়া থাকে। ইহাই যখন সিদ্ধান্ত হইল, তখন বটকণিকা অর্থাৎ বটের একটি ক্ষুদ্রবীজের মধ্যে যেমন শুঙ্গ অর্থাৎ কার্য্যস্বরূপ অঙ্কুর উদ্‌গত হয়, সেইরূপ পীত জলের দ্বারা রসাদিরূপে পরিণত ভুক্ত অন্ন হইতে এই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে ; অতএব হে সোম্য ! বটাদির শুঙ্গ অর্থাৎ অঙ্কুরের ন্যায় শরীর নামক সেই এই শুঙ্গ অর্থাৎ কার্য্যটিও উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে। সে বিষয়ে আর কি বিশেষ জ্ঞাতব্য আছে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, শ্রবণ কর, শুঙ্গের ন্যায় অর্থাৎ অঙ্কুর যেমন একটি কার্য্য, সেইরূপ এই শরীরও যখন কার্য্য, তখন ইহা অমূল অর্থাৎ মূলরহিত বা অকারণ হইবে না, নিশ্চয়ই ইহার মূল বা কারণ আছে, কেন না, কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না। পিতা এইরূপ বলিলে শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন—॥ ৩ ॥

তস্য ক মূলꣳ স্যাদন্যত্রান্নাৎ ? এবমেব খলু সোম্য ! অন্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছ, অদ্ভিঃ সোম্য ! শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ, তেজসা সোম্য ! শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ, সন্মূলাঃ সোম্য ! ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—ভুক্ত অন্ন ব্যতীত সেই শরীরের আর কোথায় মূল থাকিতে পারে ? অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন ব্যতীত সেই শরীরের আর কি মূল হইতে পারে ?

অর্থাৎ অন্ন ব্যতীত আর কিছুই মূল নাই, অন্নমূলই এই শরীর। হে সোম্য! এইরূপই অন্নরূপ শুঙ্গ অর্থাৎ কার্য্য দ্বারা তাহার মূল অর্থাৎ কারণস্বরূপ জলের অনুসন্ধান কর; ভাব এই যে, কারণ ভিন্ন যখন কার্য্য হইতে পারে না, তখন জলকেই অন্নের কারণ বলিয়া জানিও। এইরূপ হে সোম্য! জলরূপ কার্য্য দ্বারা তেজকে তাহার কারণ বলিয়া অনুসন্ধান কর। হে সোম্য! এইরূপ তেজোরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার মূল অর্থাৎ কারণস্বরূপ সৎ-পদার্থকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে অনুসন্ধান কর। হে সোম্য। এই সমস্ত প্রজাই অর্থাৎ জন্যপদার্থমাত্রই সন্মূলক অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন, প্রজাসমূহ সদায়তন অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্মেই অবস্থিত ও সৎপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ সৎ-ব্রহ্মেই বিলীন হয়॥ ৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদ্যেবং সমূলমিদং শরীরং বটাদিশুঙ্গবৎ, তস্যাস্য শরীরস্য ক মূলং স্যাৎ? ভবেৎ? ইত্যেবং পৃষ্ট আহ পিতা—তস্য ক মূলং স্যাৎ অন্যত্রান্নাৎ? অন্নং মূলমিত্যভিপ্রায়ঃ। কথম্? অশিতং হি অন্নমদ্ভির্দ্রবীকৃতং জাঠরেণাগ্নিনা পচ্যমানং রসাদিভাবেন পরিণমতে, রসাৎ শোণিতং, শোণিতান্মাংসং, মাংসাৎ মেদঃ, মেদসোঽস্থীনি, অস্থিভ্যো মজ্জা, মজ্জাতঃ শুক্রম্। তথা যোষিদ্‌ভুক্তঞ্চান্নং রসাদিক্রমেণৈবং পরিণতং লোহিতং ভবতি। তাভ্যাং শুক্রশোণিতাভ্যামন্নকার্য্যাভ্যাং সংযুক্তাভ্যামন্নেন এবং প্রত্যহং ভুজ্যমানেন আপূর্য্যমাণাভ্যাং কুড্যমিব মৃৎপিণ্ডৈঃ প্রত্যহমুপচীয়মানোঽন্নমূলো দেহশুঙ্গঃ পরিনিষ্পন্ন ইত্যর্থঃ। যত্তু দেহশুঙ্গস্য মূলমন্নং নির্দ্দিষ্টং, তদপি দেহবৎ বিনাশোৎপত্তিমত্ত্বাৎ কস্মাচ্চিন্মূলাদুৎপতিতং শুঙ্গমেবেতি কৃত্বা আহ, যথা দেহশুঙ্গোঽন্নমূলঃ, এবমেব খলু সোম্য! অন্নেন শুঙ্গেন কার্য্যভূতেন আপো মূলমন্নস্য শুঙ্গস্য অন্বিচ্ছ প্রতিপদ্যস্ব। অপামপি বিনাশোৎপত্তিমত্ত্বাৎ শুঙ্গত্বমেবেতি অদ্ভিঃ সোম্য! শুঙ্গেন কার্য্যেণ কারণং তেজো মূলমন্বিচ্ছ। তেজসোঽপি বিনাশোৎপত্তিমত্ত্বাৎ শুঙ্গত্বমিতি তেজসা সোম্য! শুঙ্গেন সৎ মূলম্ একমেবাদ্বিতীয়ং পরমার্থসত্যম্। যস্মিন্ সর্ব্বমিদং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মনৃতং রজ্জ্বামিব সর্পাদিবিকল্পজাতমধ্যস্তম্ অবিদ্যয়া, তদস্য জগতো মূলম্, অতঃ সন্মূলাঃ সৎ-কারণাঃ হে সোম্য! ইমাঃ স্থাবর-জঙ্গম-লক্ষণাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ, ন কেবলং সন্মূলা এব, ইদানীমপি স্থিতিকালে সদায়তনাঃ সদাশ্রয়া এব; ন হি মৃদমনাশ্রিত্য ঘটাদেঃ সত্ত্বং স্থিতির্ব্বা অস্তি; অতো মৃদ্বৎ সন্মূলত্বাৎ প্রজানাং, সৎ আয়তনং যাসাং তাঃ সদায়তনাঃ প্রজাঃ; অন্তে চ সৎ-প্রতিষ্ঠাঃ, সৎ এব প্রতিষ্ঠা লয়ঃ সমাপ্তিরবসানং পরিশেষঃ যাসাং তাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বশ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, এই দেহ অমূল নহে, নিশ্চয়ই ইহার মূল বিদ্যমান আছে। শ্বেতকেতু ইহা শুনিয়া বলিলেন,—পিতঃ! বটাদির অঙ্কুরের ন্যায় এই শরীরও যদি উক্ত প্রকারে সমূল হয়, তাহা হইলে এই শরীরের মূল কোথায়? অর্থাৎ কি হইতে পারে? শ্বেতকেতু এইরূপ

জিজ্ঞাসা করিলে পিতা বলিয়াছিলেন, অন্ন ব্যতীত তাহার মূল আর কোথায় বা কি হইতে পারে? অভিপ্রায় এই যে, অন্নই এই শরীরের মূল। কিরূপে অন্নই মূল হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, দেখ, ভুক্ত অন্নই পীত জলের দ্বারা দ্রবীভূত ও জাঠরাগ্নির সাহায্যে পরিপক্ব হইয়া রসাদিরূপে পরিণত হয়, অর্থাৎ প্রথমে রস, রসের পর অথবা রস হইতে রক্ত, রক্তের পর অথবা রক্ত হইতে মাংস, মাংসের পর অথবা মাংস হইতে মেদ, মেদের পর অথবা মেদ হইতে অস্থি, অস্থির পর অথবা অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জার পর অথবা মজ্জা হইতে শুক্ররূপে পরিণত হয়। এইরূপ স্ত্রীলোক কর্তৃক ভুক্ত অন্নও ক্রমানুসারে রসাদিরূপে পরিণত হইয়া লোহিত অর্থাৎ আর্ত্তব-রক্তরূপে পরিণত হয়। প্রত্যহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া স্থাপিত ও বর্দ্ধিত মৃৎপিণ্ড দ্বারা যেমন কুড্য অর্থাৎ ভিত্তি (দেওয়াল) বা প্রাচীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রত্যহ সেবিত অন্ন দ্বারা পরিপূর্য্যমাণ ও ভুক্তান্নের কার্য্যস্বরূপ সংযুক্ত-শুক্র-শোণিতের দ্বারা প্রত্যহ বর্দ্ধমান অন্নমূল এই দেহশুঙ্গ অর্থাৎ দেহরূপ কার্য্যটিও নিষ্পন্ন হইয়াছে। আচ্ছা, যে অন্নকে দেহরূপ কার্য্যের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই অন্নও যখন দেহেরই ন্যায় উৎপত্তি-বিনাশশীল, তখন উহাও নিশ্চয়ই কোন মূল অর্থাৎ কারণ হইতে উৎপন্ন শুঙ্গ অর্থাৎ কার্য্যবিশেষ? এইরূপ বিতর্ক উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, দেহরূপ কার্য্যটি যেমন অন্নমূলক অর্থাৎ অন্নই দেহের কারণ, হে সোম্য! ঠিক সেইরূপই কার্য্যস্বরূপ অন্ন দ্বারা জলকেই কার্য্যরূপ অন্নের মূল বলিয়া অবগত হইবে। আর জলও যখন বিনাশ ও উৎপত্তিবিশিষ্ট, তখন উহাও নিশ্চয়ই কার্য্য অর্থাৎ জন্য পদার্থ, অতএব হে সোম্য! জলরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার কারণস্বরূপ তেজকে মূল বলিয়া অনুসন্ধান কর অর্থাৎ অবগত হও। আবার তেজও যখন বিনাশ ও উৎপত্তিশীল, তখন উহাও কার্য্য, অতএব হে সোম্য! তেজোরূপ কার্য্য দ্বারা একমাত্র অদ্বিতীয় পরমার্থসত্য সৎ-পদার্থকেই তেজের মূল বলিয়া অবগত হইবে। রজ্জুতে সর্পাদিভ্রান্তির ন্যায় যে সৎ-পদার্থে বাক্যারব্ধ নামমাত্রসম্বল মিথ্যাস্বরূপ বিকারাত্মক এই সমস্ত জগৎ অবিদ্যা দ্বারা অধ্যস্ত বা আরোপিত রহিয়াছে, সেই সৎ-পদার্থই এই জগতের মূল; অতএব হে সোম্য! স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই সমস্ত প্রজা অর্থাৎ সৃষ্টপদার্থমাত্রই সন্মূলক অর্থাৎ সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, ব্রহ্মই ইহাদের কারণ। ইহারা যে কেবল সন্মূলকই, তাহা নহে, বর্ত্তমানেও অর্থাৎ স্থিতিকালেও সদায়তন অর্থাৎ সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মেই অবস্থিত, যে হেতু, মৃত্তিকাকে আশ্রয় না করিয়া অর্থাৎ মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘটাদি মৃন্ময় পদার্থসমূহের অস্তিত্ব বা স্থিতি সম্ভব হইতে পারে না; অতএব মৃত্তিকার

ন্যায় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সৃষ্ট পদার্থমাত্রই সন্মূলক বলিয়া তাহারা সদায়তন অর্থাৎ সৎই তাহাদের আয়তন বা একমাত্র আশ্রয়, সৎকে আশ্রয় করিয়াই তাহারা বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং অন্তেও তাহারা সৎ-প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ সৎ-পদার্থেই যাহাদের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ লয় বা সমাপ্তি অথবা অবসান বা পরিশেষ হইয়াছে, তাহারাই সৎপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ প্রলয়কালে সৃষ্ট পদার্থমাত্রই সতে বিলীন হইয়া যাইবে। ভাব এই যে—একমাত্র ব্রহ্মই এই জগতের উৎপত্তির কারণ, উৎপত্তি হওয়ার পরও তাহাদের স্থিতির কারণ, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, আবার বিনাশকালেও সমস্তই তাঁহাতে বিলীন হইয়া যাইবে, সুতরাং একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত জগৎ বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থ নাই, অজ্ঞানতাবশতই আমি, আমার, জগৎ ইত্যাদি ভ্রান্তজ্ঞানের উৎপত্তি ॥ ৪ ॥

অথ যত্রৈতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম, তেজ এব তৎ পীতং নয়তে, তদ্যথা গো-নায়োঽশ্ব-নায়ঃ পুরুষ-নায় ইতি, এবং তত্তেজ আচষ্টে উদন্যেতি ; তত্রৈতদেব শুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য ! বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—আর যে সময়ে এই পুরুষ 'পিপাসতি' অর্থাৎ জলাদি পান করিতে ইচ্ছা করিতেছে এই নাম প্রাপ্ত হয়, তেজই সেই পীত জলাদি পানীয় পদার্থকে লইয়া যায় অর্থাৎ রক্তাদিরূপে পরিণত করে ; যেমন গোনায়, অশ্বনায়, পুরুষনায়, ইত্যাদি, এইরূপ তেজকেও লোকে 'উদন্যা' অর্থাৎ উদকের নেতা বা পরিচালক বলিয়া থাকে। হে সোম্য ! তাহাতেও অর্থাৎ সেই পীত জলের পরিণামেও এই দেহরূপ শুঙ্গ অর্থাৎ কার্য্য উৎপন্ন হয় জানিবে ; ইহাও অমূল অর্থাৎ মূলশূন্য বা অকারণ হইবে না, ইহা যখন কার্য্য, তখন অবশ্যই ইহার একটি কারণ আছে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথেদানীমপ্‌শুঙ্গদ্বারেণ সতো মূলস্যানুগমঃ কার্য্য ইত্যাহ—যত্র যস্মিন্ কালে এতন্নাম পিপাসতি পাতুমিচ্ছতীতি পুরুষো ভবতি। অশিশিষতীতিবৎ ইদমপি গৌণমেব নাম ভবতি। দ্রবীকৃতস্যাশিতস্যান্নস্য নেত্র্যঃ আপঃ অন্নশুঙ্গং দেহং ক্লেদয়ন্ত্যঃ শিথিলীকুর্য্যুঃ, অব্বাহুল্যাৎ, যদি তেজসা ন শোষ্যন্তে। নিতরাং চ তেজসা শোষ্যমাণাস্বপ্‌সু দেহভাবেন পরিণমমানাসু পাতুমিচ্ছা পুরুষস্য জায়তে, তদা পুরুষঃ পিপাসতি নাম। তদেতদাহ—তেজ এব তৎ তদা পীতম্ অবাদি শোষয়ৎ দেহগতলোহিত-প্রাণ-ভাবেন নয়তে পরিণময়তি। তদ্‌যথা গো-নায় ইত্যাদি সমানমেব। এবং তত্তেজ আচষ্টে লোকঃ, উদন্যেতি, উদকং নয়তীত্যুদন্যম্, উদন্যেতি ছান্দসং, তত্রাপি পূর্ব্ববৎ। অপামপ্যেতদেব শরীরাখ্যং শুঙ্গং নান্যদিত্যেবমাদি সমানমন্যৎ। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সম্প্রতি জলরূপ কার্য্য দ্বারা সৎস্বরূপ মূল পদার্থের অনুমান করা কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় বলিতেছেন, যে সময়ে পুরুষ "পিপাসতি" অর্থাৎ পান করিতে ইচ্ছা করিতেছে, এই নামকে প্রাপ্ত হয়; 'অশিশিষতি' অর্থাৎ ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেছে, এই নামের ন্যায় এই 'পিপাসতি' নামটিও গৌণ অর্থাৎ গুণানুযায়ী নাম। দেহে জলের বাহুল্যবশতঃ দ্রবীকৃত ভুক্ত অন্নের নেতা অর্থাৎ পরিণামসম্পাদক জলরাশি অন্নের কার্য্যস্বরূপ এই দেহকে ক্লিন্ন করিয়া একেবারেই শিথিল করিয়া ফেলিত, যদি দেহস্থিত তেজো-ভাগ ঐ জলরাশিকে শোষণ না করিত; দেহরূপে পরিণত জলরাশি তেজ অর্থাৎ জাঠরাগ্নি দ্বারা অত্যন্ত শোষিত হইলেই পুরুষের পান করিবার ইচ্ছা সমুৎপন্ন হয়, সেই সময়েই পুরুষ 'পিপাসতি' এই নাম প্রাপ্ত হয়। সেই এই বিষয়েই বলিতেছেন, দৈহিক তেজই অর্থাৎ জাঠরাগ্নিই সেই সময়ে পীত সেই জল প্রভৃতি দ্রবপদার্থ-সমূহকে শোষণ করিয়া দৈহিক রক্ত ও প্রাণরূপে পরিণত করায়। গো-নায় অশ্ব-নায় ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। এইরূপে লোকসমূহ সেই তেজকে 'উদন্যা' অর্থাৎ উদকের নেতা বা উদকের পরিণতিসম্পাদক বলিয়া থাকে; উদক অর্থাৎ জলকে লইয়া যায় বা পরিণত করায় বলিয়াই ইহাকে 'উদন্য' বলে। পূর্ব্বোক্ত 'অশ-নায়' পদের ন্যায় 'উদন্যা' এই পদটিও ছান্দস অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগ, বাস্তবিকপক্ষে 'উদন্য' এইরূপ হওয়াই উচিত। জলেরও এই দেহনামক পদার্থটিই একমাত্র শুঙ্গ অর্থাৎ কার্য্য, অন্য কিছুই নহে, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ৫ ॥

তস্য ক মূলং স্যাদন্যত্রাদ্ভ্যঃ? অদ্ভিঃ সোম্য! শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ; তেজসা সোম্য! শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ, সন্মূলাঃ সোম্য! ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ, যথা ন খলু সোম্য! ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তদুক্তং পুরস্তাদেব ভবতি; অস্য সোম্য! পুরুষস্য প্রযতো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ-স্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—জল ব্যতীত আর কোথায় তাহার এই দেহের মূল হইতে অর্থাৎ থাকিতে পারে? ভাব এই যে, জলই এই দেহের মূল; হে সোম্য! জলরূপ কার্য্য দ্বারা আবার তাহার কারণস্বরূপ তেজকে অনুসন্ধান কর;

হে সোম্য! তেজোরূপ কার্য্য দ্বারা আবার তাহার মূলীভূত সৎপদার্থের অনুসন্ধান কর। হে সোম্য! এই সমস্ত প্রজাই অর্থাৎ সৃষ্টপদার্থমাত্রই সৎ হইতেই উৎপন্ন, সদায়তন অর্থাৎ সৎপদার্থেই অবস্থিত ও সৎপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ সতেই বিলীন হইবে। হে সোম্য! জল, তেজ ও পৃথিবী এই তিনটি দেবতা যে ভাবে পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ জীবদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেকেই ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। হে সোম্য! এই পুরুষ যখন প্রয়াণোন্মুখ অর্থাৎ পরলোকে গমনোন্মুখ হয়, সেই সময়ে ইহার বাগিন্দ্রিয় মনে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ বিলীন হয় বা মনোরূপে পরিণত হয়। মন আবার প্রাণে, প্রাণ তেজে ও তেজ পরদেবতা অর্থাৎ পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সামর্থ্যাত্তেজসোঽপোঽপ্যেতদেব শরীরাখ্যং শুঙ্গম্; অতোঽপ্-শুঙ্গেন দেহেন আপো মূলং গম্যতে। অদ্ভিঃ শুঙ্গেন তেজো মূলং গম্যতে। তেজসা শুঙ্গেন সৎ-মূলং গম্যতে পূর্ব্ববৎ। এবং হি তেজোঽবন্নময়স্য দেহশুঙ্গস্য বাচারম্ভণমাত্রস্য অন্নাদিপরম্পরয়া পরমার্থসত্যং সৎ মূলমভয়মসন্ত্রাসং নিরায়াসং সৎ মূলমন্বিচ্ছেতি পুত্রং গময়িত্বা অশিশিষতি পিপাসতীতি নামপ্রসিদ্ধিদ্বারেণ। যদন্যদিহাস্মিন্ প্রকরণে তেজোঽবন্নানাং পুরুষেণোপযুজ্য-মানানাং কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতস্য দেহশুঙ্গস্য স্বজাত্যসাঙ্কর্য্যেণোপচয়করত্বং বক্তব্যং প্রাপ্তং, তদিহোক্তমেব দ্রষ্টব্যমিতি পূর্ব্বোক্তং ব্যপদিশতি। যথা নু খলু যেন প্রকারেণ ইমাস্তেজো-ঽবন্নাখ্যাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তদুক্তং পুরস্তাদেব ভবতি, অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে ইত্যাদি তত্রৈবোক্তম্। অন্নাদীনামশিতানাং যে মধ্যমা ধাতবঃ, তে সাপ্তধাতুকং শরীরমুপচিন্বন্তীত্যুক্তং, মাংসং ভবতি, লোহিতং ভবতি, মজ্জা ভবতি, অস্থি ভবতীতি। যে তু অণিষ্ঠা ধাতবো মনঃ প্রাণং বাচং দেহস্যান্তঃকরণসঙ্ঘাতমুপচিন্বন্তীতি চোক্তং, তন্মনো ভবতি, স প্রাণো ভবতি, সা বাক্ ভবতীতি। সোঽয়ং প্রাণঃ করণসঙ্ঘাতো দেহে বিশীর্ণে দেহান্তরং জীবাধিষ্ঠিতো যেন ক্রমেণ পূর্ব্বদেহাৎ প্রচ্যুতো গচ্ছতি,তদাহ, অস্য হে সোম্য! পুরুষস্য প্রযতো ম্রিয়মাণস্য বাক্ মনসি সম্পদ্যতে মনস্যুপসংহ্রিয়তে। অথ তদাহুঃ জ্ঞাতয়ঃ—'ন বদতি' ইতি, মনঃপূর্ব্বকো হি বাগ্ব্যাপারঃ, "যদ্বৈ মনসা ধ্যায়তি, তদ্বাচা বদতি" ইতি শ্রুতেঃ। বাচি উপসংহৃতায়াং মনসি মননব্যাপারেণ কেবলেন বর্ত্ততে। মনোঽপি যদোপসংহ্রিয়তে, তদা মনঃ প্রাণে সম্পন্নং ভবতি, সুষুপ্তিকালে ইব, তদা পার্শ্বস্থা জ্ঞাতয়ঃ—'ন বিজানাতি' ইত্যাহুঃ। প্রাণশ্চ তদা উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী স্বাত্মন্যুপসংহৃতবাহ্যকরণঃ সংসর্গবিদ্যায়াং দর্শনাৎ হস্তপাদাদীন্ বিক্ষিপন্ মর্ম্মস্থানানি নিকৃন্তন্ ইবোৎসৃজন্ ক্রমেণোপসংহৃতকরণঃ তেজসি সম্পদ্যতে, তদাহুর্জ্ঞাতয়ঃ—'ন চলতি' ইতি। মৃতো নেতি বা বিচিকিৎসন্তো দেহমালভমানা উষ্ণত্বোপলভমানা 'দেহ উষ্ণো জীবতি' ইতি যদা, তদাঽপি ঔষ্ণ্যলিঙ্গং তেজ উপসংহ্রিয়তে, তদা তত্তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং প্রশাম্যতি। তদেবং ক্রমেণোপসংহৃতে স্বমূলং প্রাপ্তে চ মনসি তৎস্থো জীবোঽপি সুষুপ্তিকালবন্নিমিত্তোপসংহারাদুপসংহ্রিয়মাণঃ সন

সত্যাভিসন্ধিপূর্ব্বকং চেত্নপসংহ্রিয়তে, সদেব সম্পদ্যতে, ন পুনর্দ্দেহান্তরায় সুষুপ্তাদিবোত্তিষ্ঠতি। যথা লোকে সভয়ে দেশে বর্ত্তমানঃ কথঞ্চিদেব অভয়ং দেশং প্রাপ্তঃ, তদ্বৎ। ইতরস্তু অনাত্মজ্ঞস্তস্মাদেব মূলাৎ সুষুপ্তাদিবোত্থায় মৃত্বা পুনর্দ্দেহজালমাবিশতি, যস্মান্মূলাদুত্থায় দেহমাবিশতি জীবঃ ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ ত্রিবৃৎকরণপ্রণালী হইতে ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, শরীর নামক এই পদার্থটি তেজেরও শুঙ্গ অর্থাৎ কার্য্য, কেবল যে জল হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নহে, তেজ হইতেও উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব জলের কার্য্য এই দেহ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, জলই এই দেহের মূলকারণ। এইরূপ জলরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার মূলকারণ তেজের প্রতীতি হইতেছে; আবার তেজোরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার মূলীভূত সৎ-ব্রহ্মের প্রতীতি হইতেছে, ইত্যাদি পূর্ব্বের ন্যায় জানিবে। পিতা আরুণি এইরূপে তেজ, জল ও পৃথিবীর বিকারস্বরূপ বাচারম্ভণমাত্র এই দেহরূপ কার্য্যের অন্নাদিপরম্পরাক্রমে অর্থাৎ অন্নের মূল জল, জলের মূল তেজ, তেজের মূল সৎ ইত্যাদি ক্রমানুসারে যাহা যথার্থ সত্য, ভয় ও ত্রাসবিবর্জ্জিত (ভাষ্যে 'অসত্রাস' এই পাঠের স্থানে আনন্দগিরি 'অসম্ভ্রম' এই পাঠ ধরিয়া নির্লিপ্ত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই পাঠই ভাল বলিয়া মনে হয়) নিরায়াস অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ক্লেশ ও দুঃখ হইতে বিনির্ম্মুক্ত অতএব নিষ্ক্রিয়, সেই সৎ-ব্রহ্মকেই মূল কারণ বলিয়া অনুসন্ধান কর অর্থাৎ অবগত হও, এবং 'অশিশিষতি' 'পিপাসতি' এই নামে প্রসিদ্ধ হয় ইত্যাদিরূপে পুত্রকে উপদেশ দিয়া এই প্রকরণে অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় বলা উচিত ছিল, অর্থাৎ পুরুষকর্ত্তৃক উপভুক্ত তেজ, জল ও অন্ন যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কার্য্য-কারণসমষ্টিরূপ দেহরূপ কার্য্যের উপচয় অথবা বৃদ্ধি করে, ইত্যাদি যে বিষয় বলা উচিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইলেও সেই উক্ত বিষয়েরই পুনরায় অবতারণা করিতেছেন। তেজ, জল ও অন্ন নামক এই তিনটি দেবতা যে ভাবে পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ জীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেকেই ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন তিন ভাগে বিভক্ত হয় ইত্যাদি; এবং সেই স্থানেই আরও বলা হইয়াছে, ভুক্ত অন্নাদির যে সমস্ত মধ্যম ধাতু অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম অপেক্ষা মধ্যমভাগ, তাহারা সাপ্তধাতুক অর্থাৎ রস রক্ত ইত্যাদি সাতটি ধাতুর সমবায়ে গঠিত এই দেহের উপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি সম্পাদন করে। কিরূপ ভাবে বৃদ্ধি সম্পাদন করে? না, মাংস হয়, রক্ত হয়, অস্থি হয়, মজ্জা হয় ইত্যাদি। আর যাহারা অণিষ্ঠ ধাতু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মতম ভাগ, তাহারা এই দেহগত মন, প্রাণ, বাক্য ও অন্তঃকরণসমষ্টির উপচয় অর্থাৎ

পুষ্টি সম্পাদন করে, ইহাও বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তাহা মন হয়, তাহা প্রাণ হয়, তাহা বাগিন্দ্রিয় হয় ইত্যাদি। সেই এই জীবাধিষ্ঠিত অর্থাৎ জীবকর্ত্তৃক পরিচালিত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ দেহ বিশীর্ণ হইলে অর্থাৎ জীর্ণ বা বিনাশোন্মুখ হওয়ার পর যেরূপ ক্রমকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বদেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া দেহান্তরে গমন করে, তাহা বলিতেছেন। হে সোম্য! এই পুরুষ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ের সমষ্টিভূত এই জীব, যে সময় প্রয়াণোন্মুখ অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়, সে সময় তাহার বাগিন্দ্রিয় মনে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ মনেতেই বিলীন হইয়া যায়; সেই সময় তাহার জ্ঞাতিগণ বলে, "আর কিছু বলিতে পারিতেছে না, বাক্ বন্ধ হইয়া গেল।" "মন যাহা ধ্যান করে, বাক্য দ্বারা তাহাই বলে বা প্রকাশ করে" এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, মনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বাক্যের ব্যাপার সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ অগ্রে মনের কার্য্য, পরে বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য। এ অবস্থায় বাক্য মনেতে উপসংহৃত অর্থাৎ বিলীন হইয়া গেলে, তখন পুরুষ কেবল মনন ব্যাপারেই বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ কেবলমাত্র মনন বা চিন্তা করিতে থাকে। আবার মন যখন উপসংহৃত অর্থাৎ নিজের মনন ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন সুষুপ্তিকালের ন্যায় মন প্রাণে পরিণত অর্থাৎ প্রাণের সহিত মিলিত হইয়া যায়; তখন পার্শ্বস্থ জ্ঞাতিগণ বলেন, "এখন আর কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারিতেছে না, বুঝিবার শক্তিও আর নাই।" সংবর্গবিদ্যার বাক্যানুসারে জানা যায় যে, সেই সময়ে প্রাণও ঊর্দ্ধশ্বাসযুক্ত ও বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহকে নিজেতেই উপসংহৃত অর্থাৎ বিলীন করিয়া হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে, মর্ম্মস্থানসমূহকে যেন ছিন্ন করিয়াই অর্থাৎ মর্ম্মান্তিক যাতনার সহিত বহির্গত হইবার জন্য ক্রমশঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই উপসংহৃত করিয়া অর্থাৎ একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া তেজে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ দৈহিক উষ্মার সহিত মিলিত হইয়া যায়; তখন জ্ঞাতিগণ বলেন, "এখন আর নড়িতেছেও না, একেবারে নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছে।" সেই সময়ে মৃত্যু হইয়াছে কি এখনও জীবিত আছে, এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া দেহস্পর্শ-পূর্ব্বক তাহাতে উষ্মা অনুভব করিয়া তাঁহারা যে সময়ে বলেন, "এখনও যখন দেহ উষ্ণ আছে, তখন জীবিত আছে," এবং সেই সময়েই "উষ্ণতার লক্ষণ তেজও ক্রমে উপসংহৃত অর্থাৎ প্রশমিত হইয়া আসিতেছে" ইহাও বলেন। সেই সময়েই তেজ পরদেবতা অর্থাৎ পরমাত্মায় প্রশমিত বা বিলীন হইয়া যায়। (মৃত্যুকালে সচরাচর যে অবস্থা দেখা যায়, শ্রুতি তাহাই দেখাইতেছেন। মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে প্রথমেই বাক্‌শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, যাহাকে বাক্-রোধ বলে, কারণ, সেই সময়ে বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত মিলিত বা একীভূত হইয়া যায়, কাজেই বাক্যোচ্চারণ-শক্তি থাকে না, কিন্তু

মনের কার্য্য তখনও বিলুপ্ত হয় না, ভাল মন্দ বিষয় অনুভব করার শক্তি তখনও থাকে; তাহার পর ক্রমে মনও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণে বিলীন হইয়া যায়, তখন আর মনের কোন শক্তিই থাকে না, কারণ, সে তখন প্রাণের অধীন, সুতরাং সে অবস্থায় কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণের ব্যাপার ও দেহের স্পন্দনমাত্র অনুভব হয়। অনন্তর উর্দ্ধশ্বাস আরম্ভ হয়, ইহাই অন্তিমাবস্থা। অনন্তর সেই প্রাণও তেজে বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ দৈহিক উষ্মা ক্রমে শান্ত হইয়া আসে, তাহার পর সেই তেজ পরদেবতায় বিলীন হইয়া যায়, তখন আর দেহের উষ্মাও অনুভব হয় না, সব ঠাণ্ডা হইয়া যায়। ইহার পরই উৎক্রমণ অর্থাৎ জীব দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়, ইহাই মৃত্যু)। বর্ণিত এই ক্রমানুসারে মন উপসংহৃত অর্থাৎ সঙ্কুচিত ও নিজের মূলকারণে বিলীন হইলে সেই মনে অধিষ্ঠিত জীবও সুষুপ্তি কালের ন্যায় নিজের সমস্ত নিমিত্ত অর্থাৎ যে কারণে জীবত্ব সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, সেই কারণের সমাপ্তি হওয়ায় অর্থাৎ আর কোন কর্ত্তব্য অবশেষ না থাকায় বিরতব্যাপার হয়; আর যদি সত্যাভিসন্ধিপূর্ব্বক অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম চিন্তা করিতে করিতে বিরতব্যাপার হয়, তাহা হইলে সৎস্বরূপ ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়, সুষুপ্তি হইতে জাগরণের ন্যায় পুনরায় আর দেহান্তর-গ্রহণের নিমিত্ত উত্থিত হয় না, অর্থাৎ আর জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না। জগতে দেখা যায়, ভয়সঙ্কুল দেশে অবস্থিত কোন ব্যক্তি কোনরূপে নির্ভয়দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে যেমন তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে স্বীকৃত হয় না, ইহাও সেইরূপই জানিবে, অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্মে বিলীন জীবও আর জন্মান্তর গ্রহণ করিতে আসে না। কিন্তু যে জীব সত্যাভিসন্ধান-শূন্য ও আত্মজ্ঞানবর্জ্জিত, সেই জীব সুষুপ্তি হইতে জাগরণের ন্যায়—যে মূল হইতে বিচ্যুত হইয়া দেহধারণ করিয়াছিল, সেই মূল হইতেই উত্থিত হইয়া মৃত্যুর পর পুনরায় দেহরূপ জালে প্রবিষ্ট হইয়া জড়িত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ তাহাকে আবার জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়॥ ৬ ॥

স য এষোঽণিমা, ঐতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং, তৎ সত্যꣳ, স আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো! ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য! ইতি হোবাচ ॥ ৭ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—সেই যে এই অণিমা অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সৎপদার্থ, এই সমস্ত পদার্থমাত্রই এতদাত্মক অর্থাৎ ইঁহারই স্বরূপ, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা,

হে শ্বেতকেতো! তাহাই হইতেছ তুমি। পিতা এইরূপ বলিলে শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে পুনরায় এ বিষয়ে বিশেষরূপ উপদেশ প্রদান করুন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স যঃ সদাখ্য এষ উক্তোঽণিমা অণুভাবো জগতো মূলম্, ঐতদাত্ম্যম্ এতৎ সং আত্মা যস্য সর্ব্বস্য তদেতদাত্ম, তস্য ভাবঃ ঐতদাত্ম্যম্, এতেন সদাখ্যেনাত্মনা আত্মবৎ সর্ব্বমিদং জগৎ; নান্যোঽস্ত্যাস্ত্যাত্মা সংসারী, "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ" ইত্যাদি-শ্রুত্যন্তরাৎ। যেন চাত্মনা আত্মবৎ সর্ব্বমিদং জগৎ, তদেব সদাখ্যং কারণং সত্যং পরমার্থসৎ; অতঃ স এবাত্মা জগতঃ প্রত্যক্স্বরূপং সতত্ত্বং যাথাত্ম্যম্; আত্মশব্দস্য নিরুপপদস্য প্রত্যগাত্মনি গবাদিশব্দবন্নিরূঢ়ত্বাৎ। অতস্তৎ সৎ ত্বমসীতি হে শ্বেতকেতো! ইত্যেবং প্রত্যায়িতঃ পুত্র আহ, ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু, যদ্ভবতূক্তং, তৎ সন্দিগ্ধং মম অহন্যহনি সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সুষুপ্তৌ সৎ সম্পদ্যন্তে ইত্যেতৎ, যেন সৎ সম্পদ্য ন বিদুঃ সৎসম্পন্না বয়মিতি; অতো দৃষ্টান্তেন মাং প্রত্যায়য়ত্বিত্যর্থঃ। এবমুক্তঃ তথাঽস্তু সোম্য! ইতি হোবাচ পিতা ॥ ৭ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য অষ্টমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই যে এই সৎসংজ্ঞক অণিমা অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ভাবকে জগতের মূল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক —এই সৎপদার্থই যাহাদের আত্মা, তাহারাই এতদাত্ম, সেই এতদাত্মের ভাব বা ধর্ম্ম ঐতদাত্ম্য। ইহা দ্বারা বলা হইল যে—পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎ এই সৎসংজ্ঞক পরমাত্মা দ্বারাই আত্মবান্ অর্থাৎ সত্তাবান্ বা সৎ, ইহা ব্যতীত ইহার আর অন্য কোন সংসারী আত্মা নাই। এ বিষয়ে অপর কোন শ্রুতি বলিয়াছেন, "ইহা ভিন্ন অপর কোন দ্রষ্টা নাই, ইহা ভিন্ন অপর কোন শ্রোতা নাই" ইত্যাদি। পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎ যে আত্মা দ্বারা আত্মবান্, সৎসংজ্ঞক সেই কারণটিই সত্য অর্থাৎ বাস্তবিক সৎ; অতএব তাহাই জগতের আত্মা, তিনিই প্রত্যক্স্বরূপ অর্থাৎ জীবরূপী যথার্থ তত্ত্ব, যে হেতু, উপপদশূন্য আত্মশব্দটি অর্থাৎ যাহা দ্বারা অন্য অর্থ বুঝাইতে পারে, এমন কোন উপসর্গ যে আত্মশব্দের পূর্ব্বে নাই, (যেমন পরমাত্মা বিশ্বাত্মা ইত্যাদি) গো প্রভৃতি শব্দের ন্যায় তাহা প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা অর্থেই প্রসিদ্ধ; অতএব হে শ্বেতকেতো! তুমিও সেই সৎপদার্থই বট। পিতা এইরূপে সৎপদার্থ বিষয়ে শ্বেতকেতুর বিশ্বাস উৎপাদন করাইলে তদনন্তর শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন—ভগবান্ আপনি আমাকে পুনরায়

এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া উপদেশ দান করুন, কারণ, আপনি যে বলিয়াছেন— প্রাণিসমূহ সুষুপ্তিকালে প্রত্যহই সৎস্বরূপ-সম্পন্ন হয়, তাহারা সৎসম্পন্ন হইয়াও বুঝিতে পারে না যে, আমরা সৎসম্পন্ন হইয়াছি, এ বিষয়ে আমার এখন সন্দেহ রহিয়াছে ; অতএব দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে এ বিষয়ে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন। শ্বেতকেতু এইরূপ বলিলে পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! আচ্ছা, তাহাই হউক ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

নবমঃ খণ্ডঃ

যথা সোম্য ! মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাꣳ রসান্ সমবহারমেকতাꣳ রসং গময়ন্তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য ! মধুকর অর্থাৎ মধুমক্ষিকাসমূহ যেমন নানাত্যয় অর্থাৎ বিবিধ গতিবিশিষ্ট বা দিকে দিকে অবস্থিত বৃক্ষসমূহ হইতে রস অর্থাৎ পুষ্পরস বা মধু আহরণ করিয়া সেই রসকে একীভূত করে, অর্থাৎ নানা জাতীয় পুষ্পের রসকে একত্র করিয়া মধুরূপে পরিণত করে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—যৎ পৃচ্ছসি অহরহনি সৎ সম্পদ্য ন বিদুঃ সৎসম্পন্নাঃ স্ম ইতি ; তৎ কস্মাৎ ইতি ? অত্র শৃণু দৃষ্টান্তম্—যথা লোকে সোম্য ! মধুকৃতো মধু কুর্ব্বন্তীতি মধুকৃতো মধুকরমক্ষিকা মধু নিস্তিষ্ঠন্তি মধু নিষ্পাদয়ন্তি তৎপরাঃ সন্তঃ। কথম্ ? নানাত্যয়ানাং নানাগতীনাং নানাদিক্কানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারং সমাহৃত্য একতামেকভাবং মধুত্বেন রসান্ গময়ন্তি মধুত্বমাপাদয়ন্তি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আরুণি বলিয়াছিলেন, হে শ্বেতকেতো ! তুমি যে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, জীবগণ প্রত্যহ সৎসম্পন্ন হইয়াও যে বুঝিতে পারে না, আমরা সৎসম্পন্ন হইয়াছি, তাহার কারণ কি ? এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। যাহারা মধু সংগ্রহ করে, তাহারা মধুকৃৎ, অর্থাৎ মধুকর মক্ষিকাসমূহ বা মধুমক্ষিকাসমূহ। হে সোম্য ! এই জগতে মধুকরসমূহ যেমন তৎপর অর্থাৎ একনিষ্ঠ বা একাগ্রচিত্তে মধু নিষ্ঠীবন অর্থাৎ মধু নিষ্পাদন করে ; কি রূপে করে ? না, নানাত্যয় অর্থাৎ নানাবিধ গতি বা নানা দিকে অবস্থিত নানা প্রকার বৃক্ষসমূহের রসসমূহকে আহরণ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে একত্ব-প্রাপ্ত করায় অর্থাৎ সকলের সম্মিশ্রণে মধুরূপ প্রাপ্ত করায় বা মধুরূপে পরিণত করে ॥ ১ ॥

তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তে, অমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মি, অমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মি, ইত্যেবমেব খলু সোম্য ! ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই রসসমূহ সেই অবস্থায় যেমন "আমি অমুক বৃক্ষের রস, আমি অমুক বৃক্ষের রস" এইরূপ বিবেক বা পার্থক্যবুদ্ধি লাভ করিতে পারে

না, হে সোম্য ! ঠিক এইরূপই এই প্রজাসমূহও সতে সম্পন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মে মিলিত হইয়াও নিজেরা বুঝিতে পারে না যে, আমরা সতে সম্পন্ন অর্থাৎ মিলিত হইলাম বা হইয়াছি ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তে রসা যথা মধুত্বেনৈকতাং গতাস্তত্র মধুনি বিবেকং ন লভন্তে। কথম্? অমুষ্যাহম্ আম্রস্য পনসস্য বা বৃক্ষস্য রসোঽস্মীতি, যথা হি লোকে বহূনাং চেতনাবতাং সমেতানাং প্রাণিনাং বিবেকলাভো ভবতি, অমুষ্যাহং পুত্রঃ, অমুষ্যাহং নপ্তাঽস্মীতি, তে চ লব্ধবিবেকাঃ সন্তো ন সঙ্কীর্য্যন্তে, ন তথেহ অনেকপ্রকারবৃক্ষরসানামপি মধুরাম্লতিক্তকটুকাদীনাং মধুত্বেনৈকতাং গতানাং মধুরাদিভাবেন বিবেকো গৃহ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ। যথাঽয়ং দৃষ্টান্তঃ, ইত্যেবমেব খলু সোম্য ! ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহন্যহনি সতি সম্পদ্য সুষুপ্তিকালে মরণ-প্রলয়য়োশ্চ ন বিদুর্ন বিজানীয়ুঃ, সতি সম্পদ্যামহে ইতি সম্পন্না ইতি বা ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—মধুরূপে একীভূত সেই রসসমূহ যেমন "আমি আম্র-বৃক্ষের রস" "আমি পনসবৃক্ষের (কাঁটাল) রস" এই ভাবে সেই মধুবিষয়ে বিবেক বা পার্থক্য-বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না, ভাব এই যে—এই জগতে একত্র মিলিত বহু সচেতন প্রাণী যেমন "আমি অমুকের পুত্র" "আমি অমুকের পৌত্র" ইত্যাদিরূপ পার্থক্য বোধ করিতে পারে, এবং সেইরূপ পার্থক্য বোধ থাকায় তাহারা পরস্পর সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত হইয়া যায় না, পৃথক্ পৃথক্ই থাকে, এ স্থানে মধুরূপে একত্ব-প্রাপ্ত মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বৃক্ষরসসমূহের "আমি মধুর" "আমি অম্ল" ইত্যাদি ভাবে তাদৃশ পার্থক্য জ্ঞান থাকে না। হে সোম্য ! এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক এই ভাবেই এই প্রজাসমূহ সুষুপ্তি-সময়ে মৃত্যুকালে ও প্রলয়কালেও প্রতিদিন সতে মিলিত হইয়াও বুঝিতে পারে না যে, আমরা সতে মিলিত হইতেছি, অথবা সৎসম্পন্ন হইয়াছি ॥ ২ ॥

তে ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যদ্ভবন্তি, তদা ভবন্তি ॥৩॥

অনুবাদ।—তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মফলে ইহলোকে ব্যাঘ্র অথবা সিংহ, অথবা বৃক (কুকুরাকৃতি ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রবিশেষ), অথবা বরাহ, অথবা কীট, অথবা পতঙ্গ, অথবা দংশ (ডাঁশ), অথবা মশক, যাহা যাহা থাকে, পরেও তাহাই হয়, অর্থাৎ সুষুপ্তির পূর্ব্বেও যে যাহা ছিল, পরেও তাহাই হয়, মুক্ত হয় না ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যস্মাচ্চ এবমাত্মনঃ সদ্রূপতামজ্ঞাত্বৈব সৎ সম্পদ্যন্তে, অতস্তে ইহলোকে যৎকর্ম্মনিমিত্তাং যাং যাং জাতিং প্রতিপন্না আসুঃ ব্যাঘ্রাদীনাং—ব্যাঘ্রোঽহং

সিংহোঽহমিত্যেবং, তে তৎকর্ম্মজ্ঞানবাসনাঙ্কিতাঃ সন্তঃ সৎপ্রবিষ্টা অপি তদ্ভাবেনৈব পুনরাভবন্তি, পুনঃ সত আগত্য ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যৎ যৎ পূর্ব্বমিহ লোকে ভবন্তি সম্বভূবুরিত্যর্থঃ, তদেব পুনরাগত্য ভবন্তি, যুগসহস্রকোট্যন্তরিতা অপি সংসারিণো জন্তোর্যা পুরা ভাবিতা বাসনা, সা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। "যথাপ্রজ্ঞং হি সম্ভবাঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে হেতু তাহারা এইরূপ আত্মার সৎ-স্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়াই সৎসম্পন্ন হয়, এই জন্যই তাহারা ইহলোকে অর্থাৎ সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে যে কর্ম্মের ফলে ব্যাঘ্র প্রভৃতি যে যে জাতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ আমি ব্যাঘ্র, আমি সিংহ ইত্যাদি জ্ঞান-সহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা সেই সেই জাত্যুচিত কর্ম্ম ও জ্ঞান-সংস্কার দ্বারা অঙ্কিত হইয়া অর্থাৎ চিত্তে সেই সেই জাতির উপযোগী কর্ম্ম ও জ্ঞানের একটা ধারণাকে দৃঢ় করিয়া লইয়া সৎস্বরূপ ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইলেও পুনরায় সেই ভাব লইয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করে; সৎ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইহলোকে পূর্ব্বে ব্যাঘ্রই হউক, অথবা সিংহই হউক, অথবা বৃকই হউক, অথবা বরাহই হউক, অথবা কীটই হউক, অথবা পতঙ্গই হউক, অথবা দংশই (ডাঁশ) হউক, আর মশকই হউক, যে যাহা ছিল, পুনরায় তাহাই হয়। "প্রজ্ঞার অনুযায়ী অর্থাৎ জ্ঞানানুসারেই জন্ম হয়, চিত্তবৃত্তি যেরূপ থাকে, সেই চিত্তবৃত্তির অনুরূপ জন্মগ্রহণ করে" এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সহস্রকোটি যুগ ব্যবধানেও সংসারী জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত বাসনা অর্থাৎ সংস্কার বিনষ্ট হয় না ॥ ৩ ॥

স য এষোঽণিমা, ঐতদাত্ম্যমিদংসর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো! ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়-ত্বিতি। তথা সোম্য! ইতি হোবাচ ॥ ৪ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—সেই যে এই অণিমা অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সৎপদার্থ, এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক অর্থাৎ সৎস্বরূপ, তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তাহাই হইতেছ তুমি অর্থাৎ তুমিও সেই সৎস্বরূপ। শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, পূজনীয় আপনি আমাকে এ বিষয়ে পুনরায় বিশেষভাবে উপদেশ দান করুন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তাঃ প্রজা যস্মিন্ প্রবিশ্য পুনরাবির্ভবন্তি, যে তু ইতোঽন্যে সৎসত্যাত্মাভিসন্ধা যমণুভাবং সদাত্মানং প্রবিশ্য নাবর্ত্তন্তে, স য এষোঽণিমেত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। যথা লোকে স্বকীয়ে গৃহে সুপ্ত উত্থায় গ্রামান্তরং গতো জানাতি, স্বগৃহাদাগতোঽস্মীতি, এবং সত আগতোঽস্মীতি চ জন্তূনাং কস্মাদ্বিজ্ঞানং ন ভবতি? ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইত্যুক্তস্তথা সোম্য! ইতি হোবাচ পিতা ॥ ৪ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য দশমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৯ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সম্প্রতি প্রকরণার্থ উপসংহার করিতেছেন। সেই প্রজাগণ যাহাতে প্রবেশ করিয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয়, এবং ইহাদের অপেক্ষা অপর যাঁহারা সৎ ও সত্যস্বরূপ আত্মবিষয়ে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন, তাঁহারা অণুভাব অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম সৎস্বরূপ আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন না; 'স য এষোঽণিমা' ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেরই ন্যায়। এই জগতে নিজের গৃহে সুপ্ত ব্যক্তি উত্থান করিয়া অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক গ্রামান্তরে গমন করিয়া যেমন বুঝিতে পারে, নিজের গৃহ হইতে আগমন করিতেছি, এইরূপ "আমি সৎ হইতে আগমন করিতেছি" ইত্যাকার জ্ঞান প্রাণীদিগের কেন হয় না? পূজনীয় আপনি আমাকে এই বিষয়ে পুনরায় বিশেষ করিয়া উপদেশ দিন। শ্বেতকেতু এইরূপ বলিলে পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দশমঃ খণ্ডঃ

ইমাঃ সোম্য! নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে, পশ্চাৎ প্রতীচ্যঃ; তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপি যন্তি, স সমুদ্র এব ভবতি, তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য! পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এই নদীসমূহ অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি পূর্ব্বদিকেই স্যন্দিত অর্থাৎ ক্ষরিত বা প্রবাহিত হইতেছে; এবং পশ্চিমদিকে অবস্থিত নদীসমূহ অর্থাৎ সিন্ধু প্রভৃতি পশ্চিমদিকেই স্যন্দিত অর্থাৎ প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রেই গমন করে, এবং সমুদ্রই হইয়া যায়। সেই সমুদ্রে বিলীন হইয়া গেলে তাহারা যেমন বুঝিতে পারে না, 'আমি হইতেছি অমুক নদী' 'আমি হইতেছি অমুক নদী' ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—শৃণু তত্র দৃষ্টান্তং—যথা সোম্য! ইমা নদ্যো গঙ্গাদ্যাঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বাং দিশং প্রাচ্যঃ প্রাগঞ্চনাঃ স্যন্দন্তে স্রবন্তি। পশ্চাৎ প্রতীচীং দিশং প্রতি সিন্ধ্বাদ্যাঃ, প্রতীচীমঞ্চন্তি গচ্ছন্তীতি প্রতীচ্যঃ, তাঃ সমুদ্রাদম্ভোনিধের্জ্জলধরৈরাক্ষিপ্তাঃ পুনর্বৃষ্টিরূপেণ পতিতা গঙ্গাদিনদীরূপিণ্যঃ পুনঃ সমুদ্রমম্ভোনিধিমেব অপি যন্তি, স সমুদ্র এব ভবতি। তা নদ্যো যথা তত্র সমুদ্রে সমুদ্রাত্মৈকতাং গতা ন বিদুর্ন জানন্তি, ইয়ং গঙ্গা অহমস্মি, ইয়ং যমুনা অহমস্মি ইতি চ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য! তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, শ্রবণ কর, পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এই গঙ্গাদি নদীসমূহ যেমন পূর্ব্বাভিমুখে স্রুত অথবা প্রবাহিত হয়, আর পশ্চিমদিকে অবস্থিত সিন্ধু প্রভৃতি নদী-সমূহ যেমন পশ্চিমাভিমুখেই প্রবাহিত হয়। সেই নদীসমূহ—মেঘ-কর্ত্তৃক সমুদ্র হইতে আকৃষ্ট জলসমূহ বৃষ্টিরূপে ভূমিতে পতিত হইয়া গঙ্গাদিরূপ ধারণ করত পুনরায় সমুদ্রকেই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সমুদ্রেই বিলীন হইয়া গিয়া সমুদ্রই হইয়া যায়। সেই সমুদ্রে পতিত ও সমুদ্রের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই নদীসমূহ যেমন জানিতে পারে না যে, 'আমি হইতেছি গঙ্গা' 'আমি হইতেছি যমুনা' ॥ ১ ॥

এবমেব খলু সোম্য! ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে ইতি। তে ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা

বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদযদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য ! এই সমস্ত প্রজাও ঠিক এইরূপই সৎ হইতে আগমন করিয়াও জানিতে পারে না যে, আমরা সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে আগমন করিতেছি বা করিয়াছি। তাহারা ইহলোকে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ব্যাঘ্র বা সিংহ, অথবা বৃক, অথবা বরাহ, অথবা কীট, অথবা পতঙ্গ, অথবা দংশ (ডাঁশ), অথবা মশক যে যাহা ছিল, সৎ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াও পুনরায় তাহাই হয় ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবমেব খলু সোম্য ! ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা যস্মাৎ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ, তস্মাৎ সত আগম্য ন বিদুঃ, সত আগচ্ছামহে আগতা ইতি বা। "তে ইহ ব্যাঘ্রঃ" ইত্যাদি সমানমন্যৎ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য ! এই প্রজাসমূহ ঠিক এইরূপই যে হেতু সৎসম্পন্ন অর্থাৎ সতে মিলিত হইয়াও বুঝিতে পারে না, সেই হেতুই সৎ হইতে আগমন করিয়াও তাহারা জানিতে পারে না যে, আমরা সৎ হইতে আগমন করিতেছি অথবা করিয়াছি। 'তাহারা ইহলোকে ব্যাঘ্র' ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ২ ॥

স য এষোঽণিমা, ঐতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং, তৎ সত্যꣳ, স আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো ! ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—সেই যে এই অণিমা, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মভাব, এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক অর্থাৎ সৎস্বরূপ ; তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা, হে শ্বেতকেতো ! তুমিও হইতেছ তাহাই অর্থাৎ তৎস্বরূপ। উদ্দালক এইরূপ বলিলে শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, পূজনীয় আপনি আমাকে পুনরায় এই বিষয়ে বিশেষ করিয়া উপদেশ দান করুন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তাহাই হউক ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—দৃষ্টং লোকে, জলে বীচি-তরঙ্গ-ফেন-বুদ্বুদাদয় উত্থিতাঃ পুনস্তদ্ভাবং গতা বিনষ্টা ইতি, জীবাস্তু তৎকারণভাবং প্রত্যহং গচ্ছন্তোঽপি সুষুপ্তে

মরণ-প্রলয়য়োশ্চ ন বিনশ্যন্তীত্যেতৎ ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু দৃষ্টান্তেন। তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ পিতা ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য নবমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১০ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই জগতে দেখা যায়, জলে বীচি, (সামান্য পরিমিত ঢেউ) তরঙ্গ, (প্রবল ঢেউ) ফেন ও বুদ্‌বুদ প্রভৃতি উত্থিত হইয়া পুনরায় সেই জলভাবকেই প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ জলেই মিশাইয়া গিয়া বিনষ্ট হইয়া যায় ; কিন্তু জীবগণ প্রত্যহ সুষুপ্তিকালে এবং মৃত্যু ও প্রলয়কালেও সেই কারণ-ভাবকে প্রাপ্ত হইয়াও অর্থাৎ ব্রহ্মে মিশ্রিত হইয়াও বিনষ্ট হয় না ; পূজনীয় আপনি আমাকে এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনরায় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তাহাই হউক ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে দশম-খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠপ্রপাঠকে

একাদশঃ খণ্ডঃ

অস্য সোম্য ! মহতো বৃক্ষস্য যো মূলেঽভ্যাহন্যাৎ, জীবন্ স্রবেৎ, যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাৎ, জীবন্ স্রবেৎ, যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যাৎ, জীবন্ স্রবেৎ, স এষ জীবেনাত্মনা অনুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে অন্যবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন, হে সোম্য ! যদি কেহ সম্মুখে পরিদৃশ্যমান এই বৃহৎ বৃক্ষটির মূলদেশে কোন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে, তাহা হইলেও সে জীবিত থাকে, কিন্তু সেই আহত স্থান হইতে কিছু রস স্রুত হয়। এইরূপ যদি কেহ মধ্যদেশে আঘাত করে, তাহা হইলেও বৃক্ষটি জীবিত থাকে, কিন্তু সেই স্থান হইতে কিছু রস নিঃসৃত হয় মাত্র। আর যদি কেহ অগ্রভাগে আঘাত করে, তাহা হইলেও জীবিত থাকে, কেবল সেই আহত-স্থান হইতে কিছু রস-স্রাব হয় মাত্র। সেই এই বৃক্ষটি জীবাত্মা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত থাকায় অর্থাৎ জীবাত্মা ইহার অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট থাকায় মূলের দ্বারা মৃত্তিকা হইতে পুনঃ পুনঃ অতিমাত্রায় রস আকর্ষণ ও পান করিয়া হৃষ্টভাবেই জীবিত থাকে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—শৃণু দৃষ্টান্তমস্য—হে সোম্য ! মহতোঽনেকশাখাদিযুক্তস্য অস্যেতি অগ্রতঃ স্থিতং বৃক্ষং দর্শয়ন্নাহ—যদি কশ্চিদস্য মূলেঽভ্যাহন্যাৎ পরশ্বাদিনা সকৃদ্ঘাতমাত্রেণ ন শুষ্যতীতি, জীবত্যেব ভবতি, তদা তস্য রসঃ স্রবেৎ। তথা যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাৎ, জীবন্ স্রবেৎ, তথা যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যাৎ, জীবন্ স্রবেৎ। স এষ বৃক্ষ ইদানীং জীবেনাত্মনা অনুপ্রভূতোঽনুব্যাপ্তঃ পেপীয়মানোঽত্যর্থং পিবন্ উদকং ভৌমাংশ্চ রসান্ মূলৈর্গৃহ্ণন্ মোদমানো হর্ষং প্রাপ্নুবংস্তিষ্ঠতি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। উদ্দালক সম্মুখে অবস্থিত বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃহৎ একটি বৃক্ষকে দেখাইয়া বলিতেছেন, হে সোম্য ! কেহ যদি কুঠারাদি দ্বারা এই বৃহৎ বৃক্ষটির মূলদেশে আঘাত করে, তাহা হইলে সেই একবারমাত্র আঘাতে বৃক্ষটি শুষ্ক হইয়া যায় না, জীবিতই থাকে, সে সময়ে সেই আহত স্থান হইতে কিছু রস-স্রাব হয় মাত্র। এইরূপ যদি কেহ মধ্যে আঘাত করে, তাহা হইলেও জীবিত

থাকে, কেবল কিছু রসস্রাব হয় মাত্র। এইরূপ যদি কেহ অগ্রভাগে আঘাত করে, তাহা হইলেও জীবিত থাকে, কেবল কিছু রস নিঃসৃত হয় মাত্র; কেন না, সেই এই বৃক্ষটি সম্প্রতি জীবাত্মা কর্ত্তৃক অনুপ্রভূত অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া পেপীয়মান অর্থাৎ মূলের দ্বারা পৃথিবীর রস ও জলকে যথেষ্ট পরিমাণে পান অর্থাৎ গ্রহণ বা আকর্ষণ করিয়া বিশেষ হৃষ্টভাবেই অবস্থান করে, অর্থাৎ মূলেই হউক, আর মধ্যেই হউক, অথবা অগ্রেই হউক, একবারমাত্র কুঠারাঘাত পাইলেও অভ্যন্তরে জীব বিদ্যমান থাকায় এখনও পূর্ব্বের ন্যায় মৃত্তিকা হইতে জল আকর্ষণ পূর্ব্বক বেশ হৃষ্ট-পুষ্টভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১ ॥

অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাতি, অথ সা শুষ্যতি, দ্বিতীয়াং জহাতি, অথ সা শুষ্যতি, তৃতীয়াং জহাতি, অথ সা শুষ্যতি, সর্ব্বং জহাতি, সর্ব্বঃ শুষ্যতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—আর জীব যখন এই মহা বৃক্ষের একটিমাত্র শাখা ত্যাগ করে, তখন সেই একটিমাত্র শাখাই শুষ্ক হইয়া যায়; আর যখন দ্বিতীয় শাখাটিকে ত্যাগ করে, তখন সেই দ্বিতীয়টিও শুষ্ক হইয়া যায়; এইরূপ যখন তৃতীয় শাখাকেও ত্যাগ করে, তখন তৃতীয়টিও শুষ্ক হইয়া যায়; আর যখন সকলগুলিকেই পরিত্যাগ করে, তখন সমস্তই অর্থাৎ সমগ্র বৃক্ষটিই শুষ্ক হইয়া যায় ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্যাস্য যদেকাং শাখাং রোগগ্রস্তামাহতাং বা জীবো জহাতি উপসংহরতি শাখায়াং বিপ্রসৃতমাত্মাংশম্, অথ সা শুষ্যতি। বাঙ্মনঃপ্রাণ-করণ-গ্রামানুপ্রবিষ্টো হি জীবঃ, ইতি তদুপসংহারে উপসংহ্রিয়তে। জীবেন চ প্রাণযুক্তেন অশিতং পীতঞ্চ রসতাং গতং জীববচ্ছরীরং বৃক্ষঞ্চ বর্দ্ধয়ৎ রসরূপেণ জীবস্য সদ্ভাবে লিঙ্গং ভবতি। অশিত-পীতাভ্যাং হি দেহে জীবস্তিষ্ঠতি, তে চাশিত-পীতে জীবকর্ম্মানুসারিণীতি, তস্যৈকাঙ্গ-বৈকল্যনিমিত্তং কর্ম্ম যদোপস্থিতং ভবতি, তদা জীব একাং শাখাং জহাতি শাখায়া আত্মানমুপসংহরতি, অথ তদা সা শাখা শুষ্যতি। জীবস্থিতিনিমিত্তো রসো জীব-কর্ম্মাক্ষিপ্তো জীবোপসংহারে ন তিষ্ঠতি, রসাপগমে চ শাখা শোষমুপৈতি। তথা সর্ব্বং বৃক্ষমেব যদাঽয়ং জহাতি, তদা সর্ব্বোঽপি বৃক্ষঃ শুষ্যতি। বৃক্ষস্য রসস্রবণ-শোষণাদি-লিঙ্গাজ্জীববত্ত্বং দৃষ্টান্তশ্রুতেশ্চ চেতনাবন্তঃ স্থাবরা ইতি বৌদ্ধকাণাদমতম্ "অচেতনাঃ স্থাবরাঃ" ইত্যেতদসারমিতি দর্শিতং ভবতি। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—জীব সেই এই বৃহদায়তন বৃক্ষের রোগ-গ্রস্তই হউক বা কোনরূপ আঘাত-প্রাপ্তই হউক, সেইরূপ একটি শাখাকে যখন পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ সেই শাখামধ্যে প্রসারিত অথবা ব্যাপ্ত নিজের অংশকে

উপসংহৃত অর্থাৎ সঙ্কোচিত করে, তখন সেই শাখাটি শুষ্ক হইয়া যায়, কারণ, জীব বাক্, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, এ জন্য তাহাদের উপসংহার অর্থাৎ কোন একটির সঙ্কোচ সাধিত হইলেই জীবও উপসংহৃত অর্থাৎ সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়; প্রাণযুক্ত জীব কর্তৃক ভুক্ত ও পীত দ্রব্য রসরূপে পরিণত হইয়া জীবযুক্ত শরীর ও বৃক্ষকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করায়, অতএব তাহাই দেহে ও বৃক্ষে জীবের সদ্ভাবের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়, যে হেতু, ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের প্রভাবেই জীব দেহে অবস্থিতি করে, সেই ভোজন ও পান জীবের কর্ম্মানুযায়ীই সঙ্ঘটিত হয়; অতএব সেই জীবের কোন একটি অঙ্গ যদি বিকল হয় এবং সেই অঙ্গ দ্বারা সাধ্য কর্ম্ম যখন উপস্থিত হয়, ("জীবের একটি অঙ্গের বৈকল্য হওয়ায় যখন সেই কর্ম্ম অসম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হয়" কেহ কেহ এরূপ অর্থও করেন) তখন জীব একটি শাখাকে অর্থাৎ যে শাখা বা অঙ্গটি বিকল হইয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ সেই শাখা হইতে নিজেকে অপসারিত করে, অনন্তর সেই শাখাটি শুষ্ক হইয়া যায়। জীবের অবস্থিতির নিমিত্তই রসের অবস্থিতি, অর্থাৎ জীব যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই রসের অবস্থিতি হয়, ঐ রস জীবেরই কর্ম্ম দ্বারা আক্ষিপ্ত অর্থাৎ আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ জীবই রসকে আকর্ষণ করে, কিন্তু জীব যদি উপসংহৃত অর্থাৎ তাহা হইতে নিজেকে অপসারিত করে, তাহা হইলে রসের অভাবে সেই শাখা শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপ এই জীব যখন সমস্ত বৃক্ষটিকেই পরিত্যাগ করে অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়া লয়, তখন সমস্ত বৃক্ষটিই শুষ্ক হইয়া যায়। রসস্রাব ও শুষ্কতা-প্রাপ্তি লক্ষণ হইতে বৃক্ষের সজীবত্ব প্রমাণিত হওয়ায় এবং দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত শ্রুতি হইতেও স্থাবরসমূহের সচেতনত্ব প্রমাণিত হওয়ায় 'স্থাবরসমূহ অচেতন' বৌদ্ধ ও কাণাদ অর্থাৎ বৈশেষিক-দর্শনের এই যে মত, ইহা যে অসার বা অযৌক্তিক, তাহা প্রমাণিত হইল ॥ ২ ॥

এবমেব খলু সোম্য! বিদ্ধীতি হোবাচ, জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে ইতি। স য এষোঽণিমা, ঐতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং, তৎ সত্যꣳ, স আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো! ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য! ইতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য একাদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য! এইরূপ অর্থাৎ দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত বৃক্ষের ন্যায়

জীব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এই দেহই মরে, কিন্তু জীব কখনই মরে না, ইহা নিশ্চয় জানিও। সেই যে এই অণিমা অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সৎ-পদার্থ, এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক, তাহাই সত্য ও তাহাই আত্মা; হে শ্বেতকেতো! তুমিও হইতেছ তাহাই, অর্থাৎ তুমিও সৎস্বরূপ। শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, পূজনীয় আপনি আমাকে পুনরায় এ বিষয়ে বিশেষরূপ উপদেশ দান করুন। শ্বেতকেতুর পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক অর্থাৎ তাহাই হইবে॥ ৩॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যথা অস্মিন্ বৃক্ষদৃষ্টান্তে দর্শিতং, জীবেন যুক্তো বৃক্ষোঽশুষ্কো রসপানাদিযুক্তো জীবতীত্যুচ্যতে, তদপেতশ্চ ম্রিয়তে ইত্যুচ্যতে; এবমেব খলু সোম্য! বিদ্ধীতি হোবাচ, জীবাপেতং জীববিযুক্তং বাব কিলেদং শরীরং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে ইতি। কার্য্যশেষে চ সুপ্তোত্থিতস্য মমেদং কার্য্যশেষমপরিসমাপ্তমিতি স্মৃত্বা সমাপনদর্শনাৎ। জাতমাত্রাণাঞ্চ জন্তূনাং স্তন্যাভিলাষ-ভয়াদিদর্শনাচ্চ অতীতজন্মান্তরানুভূত-স্তনপান-দুঃখানুভবস্মৃতির্গম্যতে। অগ্নিহোত্রাদীনাং চ কর্ম্মণামর্থবত্ত্বান্ন জীবো ম্রিয়তে ইতি। স য এষোঽণিমেত্যাদি সমানম্। কথং পুনরিদমত্যন্তস্থূলং পৃথিব্যাদি নাম-রূপবৎ জগদত্যন্তসূক্ষ্মাৎ সদ্রূপাৎ নাম-রূপরহিতাৎ সতো জায়তে? ইত্যেতং দৃষ্টান্তেন ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথাঽস্তু সোম্য! ইতি হোবাচ পিতা॥ ৩॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য একাদশঃ খণ্ডঃ॥ ১১॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই বৃক্ষদৃষ্টান্তে যেরূপ দেখান হইয়াছে, জীব-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বৃক্ষ রসপানাদি ক্রিয়ায় সামর্থ্য বশতঃ শুষ্ক না হইয়া 'বাঁচিয়া আছে' বলিয়া উক্ত হয়, আর সেই জীব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেই 'মরিয়া যাইতেছে' বলিয়া অভিহিত হয়, হে সোম্য! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও যে, ঠিক এইরূপই জীব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে এই শরীরই মৃত অর্থাৎ বিনষ্ট হয়, জীব কখনই মৃত বা বিনষ্ট হয় না, জীবের বিনাশ নাই; যে হেতু, কোন কার্য্য করিতে করিতে সেই কার্য্য সম্পূর্ণ না হওয়া অবস্থাতেই যদি কেহ নিদ্রিত হয়, ত' নিদ্রা-ভঙ্গের পর "আমার এই অবশিষ্ট কার্য্যটি এখন সমাপ্ত হয় নাই" এইরূপ স্মরণ করিয়া সেই কার্য্যটি সমাপ্ত করিতে দেখা যায়। আরও দেখ, জন্ম হওয়া মাত্রই শিশুর স্তন্যপানে অভিলাষ, ভয় ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা দ্বারাই প্রতীতি হয় যে, উহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুভূত স্তন্যপান ও ভয়াদিজন্য দুঃখানুভূতিরই স্মরণমাত্র। (ভাবার্থ—প্রশ্ন হইতে পারে, দেহই বিনষ্ট হয়? অথবা দেহের সঙ্গে সঙ্গে জীবও বিনষ্ট হয়? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের সমাধানার্থ বলিতেছেন, জীবের

বিনাশ নাই, জীব অবিনশ্বর, অনিত্য এই দেহই বিনষ্ট হয়, জীব এই দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেই দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। জীবের যে বিনাশ নাই, এই উক্তির সমর্থনের নিমিত্ত যুক্তি দেখাইতেছেন, দেহের সঙ্গে যদি জীবও বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে, কোন কার্য্য করিতে করিতে, তাহা সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই যদি কেহ নিদ্রিত হইয়া পড়ে, নিদ্রাভঙ্গের পর আর তাহার সেই অসমাপ্ত কার্য্যটিকে শেষ করার কথা মনে থাকিতে পারে না, কারণ, বেদান্ত প্রভৃতি বহু শাস্ত্রেরই মত এই যে, সুষুপ্তিকালে এই স্থূলদেহ বিনষ্ট হইয়া যায়; জীব যদি নশ্বর হইত, তাহা হইলে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও অবশ্যই বিনাশ হইত, অথচ ব্যক্তিবিশেষের অনুভূত বিষয় অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে স্মরণ করা সম্ভব হইতে পারে না; এরূপ অবস্থায় জীবের যদি বিনাশ থাকিত, তাহা হইলে নিদ্রাভঙ্গের পর আর তাহার পূর্ব্বকথা স্মরণ থাকিতে পারে না, সুতরাং পূর্ব্বের সেই অসমাপ্ত কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত জীবের প্রবৃত্তিও সম্ভব হইতে পারে না। আরও দেখ, সদ্যঃপ্রসূত শিশুরও মাতৃস্তন্যপানে অভিলাষ, ক্ষুধা-বোধ করিলে ক্রন্দন, ভয়, কম্প ইত্যাদি দেখা যায়, কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে পূর্ব্বের অনুভব না থাকিলে সংস্কারসাপেক্ষ ঐ সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্তি শিশুর পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না; এই জন্যই স্বীকার করিতে হয়, জীব পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে ঐ সমস্ত বিষয় পুনঃ পুনঃ অনুভব করিয়া যে সংস্কার লাভ করিয়াছিল, সেই সংস্কারবশেই সদ্যোজাত শিশুরও স্তন্যপানাদিতে অভিলাষ উৎপন্ন হয়।) আরও দেখ, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বেদোক্ত ক্রিয়া-সমূহেরও সার্থকতা রক্ষার নিমিত্ত "জীবের মৃত্যু নাই" এই কথাই বলিতে হয়। (ভাবার্থ—"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" এই শ্রুতিতে যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করার বিধি আছে। লোক যে এই সমস্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, ইহা অবশ্য সকাম হইয়াই করে, কিন্তু দেহের সঙ্গেই জীবও যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ অগ্নিহোত্রের ফল কে ভোগ করিবে? কখনই বা ভোগ করিবে? জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যে কর্ম্ম করিয়া গেল, দেহপাতের সঙ্গে সে নিজেও যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে কৃতকর্ম্মের ফল-ভোগের অবসর সে কোথায় পাইল? সুতরাং বেদবিহিত যাগাদি ক্রিয়ার নিষ্ফলত্ব আশঙ্কা হইতে পারে, এবং তাহার ফলে বেদেরও অপ্রামাণ্য দোষ উপস্থিত হইতে পারে, এই জন্যই বেদোক্ত বাক্যের মর্য্যাদা-রক্ষার অনুরোধেও জীবের মৃত্যু প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, অর্থাৎ জীব অবিনশ্বর হইলেই জন্মান্তরে অগ্নিহোত্রাদির ফল-ভোগ তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, বেদেরও অপ্রামাণ্য আশঙ্কা থাকে না) "স য এষোঽণিমা" ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। শ্বেতকেতু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আচ্ছা, অত্যন্ত সূক্ষ্ম সত্যস্বরূপ নাম-রূপবিহীন সৎপদার্থ ব্রহ্ম হইতে

অত্যন্ত স্থূল, নাম-রূপবিশিষ্ট এই পৃথিবী প্রভৃতি জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? পূজনীয় আপনি আমাকে পুনরায় দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের দ্বারা এ বিষয় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

ন্যগ্রোধফলমত আহরেতি। ইদং ভগব! ইতি। ভিন্ধীতি। ভিন্নং ভগব! ইতি। কিমত্র পশ্যসি? ইতি। অণ্ব্য ইবেমা ধানা ভগব! ইতি। আসামঙ্গ! একাং ভিন্ধীতি। ভিন্না ভগব! ইতি। কিমত্র পশ্যসি? ইতি। ন কিঞ্চন ভগব! ইতি ॥১॥

অনুবাদ।—আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, এই বটবৃক্ষ হইতে একটি ফল আহরণ কর। শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবন্! এই, অর্থাৎ এই আনিয়াছি। আরুণি বলিয়াছিলেন, ইহাকে ভঙ্গ কর। শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবন্! ভগ্ন করিয়াছি। আরুণি বলিয়াছিলেন, ইহাতে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! অতি সূক্ষ্ম বীজের ন্যায় এই কি পদার্থ দেখিতেছি। আরুণি বলিয়াছিলেন, হে অঙ্গ! ইহাদের মধ্যে একটিকে পুনরায় ভগ্ন কর। শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবন্! ভগ্ন করিয়াছি। আরুণি বলিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে কি দেখিতে পাইতেছ? শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! ইহাদের মধ্যে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদ্যেতং প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছসি, অতোঽস্মাৎ মহতো ন্যগ্রোধাৎ ফলমেকমাহর ইত্যুক্তস্তথা চকার সঃ। ইদং ভগব! উপহৃতং ফলমিতি দর্শিতবন্তং প্রত্যাহ, ফলং ভিন্ধীতি। ভিন্নমিত্যাহ ইতরঃ। তমাহ পিতা, কিমত্র পশ্যসি? ইত্যুক্ত আহ—অণ্ব্যোঽণুতরা ইব ইমা ধানা বীজানি পশ্যামি ভগব! ইতি। আসাং ধানানামেকাং ধানাম্ অঙ্গ! হে বৎস! ভিন্ধি, ইত্যুক্ত আহ, ভিন্না ভগব! ইতি। যদি ভিন্না ধানা, তস্যাং ভিন্নায়াং কিং পশ্যসি? ইত্যুক্ত আহ, ন কিঞ্চন পশ্যামি ভগব! ইতি। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—উদ্দালক বা আরুণি বলিয়াছিলেন, যদি ইহা প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সম্মুখে দৃশ্যমান এই প্রকাণ্ড বট গাছ হইতে একটি ফল আহরণ কর। পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া শ্বেতকেতু তাহাই করিয়াছিলেন, ও বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! এই ফল আহরণ করিয়াছি। এই বলিয়া ফল দেখাইলে পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এই ফলটিকে ভেদ কর অর্থাৎ ভাঙ্গ। পুত্র বলিয়াছিলেন, এই ভাঙ্গিয়াছি। পিতা পুনরায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ইহাতে কি দেখিতে পাইতেছ? পিতা কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতকগুলি এই

ধানা অর্থাৎ বীজের ন্যায় দেখিতে পাইতেছি। পিতা বলিয়াছিলেন, অঙ্গ! অর্থাৎ হে বৎস! এই বীজসমূহের মধ্যে একটি বীজকে ভগ্ন কর। পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! এই ভাঙ্গিয়াছি। পিতা বলিয়াছিলেন, যদি ভগ্ন করিয়া থাক, ভগ্ন সেই বীজ-খণ্ডের মধ্যে কি দেখিতে পাইতেছ? পিতা এইরূপ বলিলে শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবন! কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। সরলার্থ—আরুণি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, বৎস! সূক্ষ্ম হইতে কিরূপে এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড হইতে পারে, যদি ইহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও, এই মহান্ বটবৃক্ষ হইতে একটি ফল আনয়ন কর। তখন শ্বেতকেতু সেই বটবৃক্ষ হইতে ফল আনিয়া পিতাকে দেখাইয়া কহিলেন,—পিতঃ! এই দেখুন, আমি ফল আনয়ন করিয়াছি। আরুণি কহিলেন, সৌম্য! এই ফলটি ভাঙ্গিয়া ফেল। তখন শ্বেতকেতু জনকের আদেশে সেই ফলটি ভাঙ্গিয়া কহিলেন,—তাত! আমি সেই ফলটি ভাঙ্গিয়াছি। পুনরায় আরুণি কহিলেন,—ভদ্র! ঐ ভগ্ন-ফলের মধ্যে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু বলিলেন,—মহাত্মন্! এই ফলের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতকগুলি বীজ দৃষ্ট হইতেছে। আরুণি পুত্রকে কহিলেন,—প্রিয়দর্শন! ঐ ভগ্ন ফলের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দেখিতেছ, উহার একটি বীজ ভাঙ্গিয়া ফেল। শ্বেতকেতু পিতার আদেশে সেই বীজ সকলের মধ্যে একটি বীজ ভাঙ্গিয়া পিতাকে কহিলেন,—ভগবন্! আমি একটি বীজ ভগ্ন-করিয়াছি। আরুণি বলিলেন,—যদি সেই বীজ ভাঙ্গিয়া থাক, তবে ঐ ভগ্ন বীজের অভ্যন্তরে দেখ। শ্বেতকেতু কহিলেন, দেখিতেছি। আরুণি কহিলেন,—উহার মধ্যে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু কহিলেন,—ভগবন্! এই ভগ্ন বীজের মধ্যে কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না॥ ১॥

তꣳ হোবাচ, যং বৈ সোম্য! এতমণিমানং ন নিভালয়সে, এতস্য বৈ সোম্য! এষোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি, শ্রদ্ধৎস্ব সোম্য! ইতি॥ ২॥

অনুবাদ।—পিতা শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তুমি এই যে অতি সূক্ষ্ম পদার্থকে দেখিতে পাইতেছ না, হে সোম্য! এই অতি সূক্ষ্ম বীজাণুর মধ্যেই সম্মুখে দৃশ্যমান বিশাল বটবৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে; হে সোম্য! তুমি আমার বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন কর॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তং পুত্রং হোবাচ, বটধানায়াং ভিন্নায়াং যং বটবীজাণিমানং হে সোম্য! এতং ন নিভালয়সে ন পশ্যসি, তথাঽপ্যেতস্য বৈ কিল সোম্য! এষ মহান্যগ্রোধো

বীজস্যাণিম্নঃ সূক্ষ্মস্যাদৃশ্যমানস্য কার্য্যভূতঃ স্থূলশাখা-স্কন্ধ-ফল-পলাশবান্ তিষ্ঠতি উৎপন্নঃ সন্, উত্তিষ্ঠতীতি বা, উচ্ছব্দোঽধ্যাহার্য্যঃ, অতঃ শ্রদ্ধৎস্ব সোম্য! সত এবাণিম্নঃ স্থূলং নাম-রূপাদিমৎ কার্য্যং জগদুৎপন্নমিতি। যদ্যপি ন্যায়াগমাভ্যাং নির্দ্ধারিতোঽর্থস্তথৈবেত্যবগম্যতে, তথাঽপি অত্যন্তসূক্ষ্মেষ্বর্থেষু বাহ্যবিষয়াসক্তমনসঃ স্বভাবপ্রবৃত্তস্যাসত্যাং গুরুতরায়াং শ্রদ্ধায়াং দুরবগমত্বং স্যাদিত্যাহ, শ্রদ্ধৎস্বেতি। শ্রদ্ধায়াস্তু সত্যাং মনসঃ সমাধানং বুভুৎসিতেঽর্থে ভবেৎ, ততশ্চ তদর্থাবগতিঃ, "অন্যত্রমনা অভূবম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! ভগ্ন এই বটবীজের মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম বটের বীজ আছে, যদিও তুমি ইহাকে দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি হে সোম্য! অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য অণুপরিমিত বীজের কার্য্যস্বরূপ স্থূল শাখা স্কন্ধ ফল ও পল্লব-বিশিষ্ট এই বিশাল বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, অথবা 'তিষ্ঠতি' এই ক্রিয়াটির পূর্ব্বে একটি 'উৎ' উপসর্গ উহ্য করিয়া 'উত্তিষ্ঠতি' অর্থাৎ উত্থিত হইতেছে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অতএব হে সোম্য! অণুস্বরূপ সৎ-ব্রহ্ম হইতেই নাম-রূপাদিবিশিষ্ট কার্য্যস্বরূপ স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, আমার এই বাক্যে তুমি শ্রদ্ধাবান্ হও অর্থাৎ বিশ্বাস কর। যদিও যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা যে বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা সেইরূপই বলিয়া অবগত হওয়া যায়, অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে ও যুক্তিযুক্ত ভাবে আলোচনা করিয়া যে সমস্ত তথ্য নিরূপিত হইয়াছে, তাহার কখনই অন্যথা হইতে দেখা যায় না, তথাপি স্বভাবতই বাহ্যবিষয়ে আসক্ত ও বাহ্যবিষয়েই প্রবৃত্তিশীল মনের পক্ষে গুরুতর অর্থাৎ ঐকান্তিক শ্রদ্ধার অভাবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়কে ধারণা বা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইয়া উঠে, বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হইলে বহির্মুখী মন সূক্ষ্ম বিষয়সমূহকে ধারণাই করিতে পারে না, এই জন্যই পিতা পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন, 'শ্রদ্ধৎস্ব' শ্রদ্ধালু হও, শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী হও। শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলেই জ্ঞাতব্য-বিষয়ে চিত্তের সমাধান অর্থাৎ একাগ্রতা হয়, চিত্ত সমাহিত হইলেই জ্ঞাতব্য বিষয়ের তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়, এ বিষয়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন, 'মন বিষয়ান্তরে ছিল' এই জন্যই শুনিতে পাই নাই ইত্যাদি ॥২॥

স য এষোঽণিমা, ঐতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো! ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য! ইতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—সেই যে এই অণিমা অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সৎ পদার্থ, এই সমস্ত

জগৎই এতদাত্মক অর্থাৎ সৎস্বরূপ বা সৎ হইতেই উৎপন্ন, তাহাই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও হইতেছ তাহাই। শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে পুনরায় এ বিষয়ে বিশেষরূপ উপদেশ দান করুন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স য ইত্যাদ্যুক্তার্থম্। যদি তৎ সৎ জগতো মূলং, কস্মান্নোপলভ্যতে? ইত্যেতৎ দৃষ্টান্তেন মা মাং ভগবান্ ভূয় এব বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য! ইতি হোবাচ পিতা ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"স য এষ" ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। সেই সৎ-পদার্থই যদি জগতের মূল হন, তবে কি জন্য তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না? ভগবান্ আপনি আমাকে এই বিষয়টি পুনরায় দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের দ্বারা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

লবণমেতদুদকেঽবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি। স হ তথা চকার। তং হোবাচ, যদ্দোষা লবণমুদকেঽবাধা অঙ্গ! তদাহরেতি। তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—তুমি এই লবণপিণ্ডটি কোন জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া প্রাতঃকালে আমার নিকট আগমন করিও। শ্বেতকেতু তাহাই করিয়াছিলেন। পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে বৎস! তুমি রাত্রিকালে যে লবণপিণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলে, তাহা আনয়ন কর। শ্বেতকেতু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তাহা বুঝিতে অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিলেন না ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—বিদ্যমানমপি বস্তু নোপলভ্যতে, প্রকারান্তরেণ তূপলভ্যতে ইতি; শৃণ্বত্র দৃষ্টান্তম্—যদি চেমমর্থং প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছসি, পিণ্ডরূপং লবণমেতৎ ঘটাদাবুদকেঽবধায় প্রক্ষিপ্য অথ মা মাং শ্বঃ প্রাতরুপসীদথা উপগচ্ছেথা ইতি। স হ পিত্রোক্তমর্থং প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছন্ তথা চকার। তং হোবাচ পরেদ্যুঃ প্রাতঃ, যল্লবণং দোষা রাত্রৌ উদকেঽবধাঃ নিক্ষিপ্তবানসি, অঙ্গ! হে বৎস! তদাহর, ইত্যুক্তস্তল্লবণমাজিহীর্ষুর্হ কিল অবমৃশ্য উদকে ন বিবেদ ন বিজ্ঞাতবান্, যথা তল্লবণং বিদ্যমানমপি সৎ অপ্সু লীনং সংশ্লিষ্টমভূৎ ॥১॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—বিদ্যমান বস্তুও যে প্রত্যক্ষীভূত হয় না, অথচ প্রকারান্তরে তাহার উপলব্ধি হয়, এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি, শ্রবণ কর। যদি তুমি এ বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই লবণপিণ্ডটি ঘট প্রভৃতি কোন পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ করিয়া তদনন্তর কল্য প্রাতে আমার সমীপে আগমন করিও। শ্বেতকেতু পিতৃকথিত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষী হইয়া সেইরূপ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ রাত্রেই লবণপিণ্ডটি জলে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে পিতার নিকট গমন করিয়াছিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে পিতা শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে বৎস! তুমি পূর্ব্বদিন রাত্রে যে লবণপিণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলে, তাহা আনয়ন কর। শ্বেতকেতু পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সেই লবণ আনয়ন করিবার ইচ্ছায় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও সেই জলমধ্যে লবণের কোন অস্তিত্বই অনুভব করিতে পারেন নাই যে, সেই লবণ জলমধ্যে বিদ্যমান থাকিয়াও লীন অর্থাৎ অত্যন্ত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে ॥ ১ ॥

যথা বিলীনমেবাঙ্গ। অস্যান্তাদাচামেতি। কথমিতি? লবণমিতি। মধ্যাদাচামেতি। কথমিতি? লবণমিতি। অন্তাদাচামেতি। কথমিতি? লবণমিতি। অভিপ্রাস্যৈতদথ মোপসীদথা ইতি। তদ্ধ তথা চকার। তচ্ছশ্বৎ সংবর্ত্ততে। তং হোবাচ, অত্র বাব কিল সৎ সোম্য! ন নিভালয়সেঽত্রৈব কিলেতি॥ ২॥

অনুবাদ।—হে বৎস! নিক্ষিপ্ত লবণ যে ভাবে ইহাতে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, তাহা যদি জানিতে চাও, এই জলের অন্ত অর্থাৎ উপরিস্থিত এক প্রান্ত হইতে কিছু জল লইয়া পান কর। কি বুঝিতে পারিলে? লবণ। আচ্ছা, মধ্যদেশ হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া পান কর। কি বুঝিতে পারিলে? লবণ। আচ্ছা, অন্ত অর্থাৎ নিম্নস্থ অংশ হইতে কিছু লইয়া পান কর। কি বুঝিলে? লবণ। আচ্ছা, এই জল নিক্ষেপ করিয়া আমার সমীপে আগমন কর। শ্বেতকেতু তাহাই করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, ঐ লবণ সর্ব্বদাই ইহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! এই জলে অবস্থিত লবণকে তুমি যেমন দেখিতে পাইতেছ না, সেইরূপ এই দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত সৎপদার্থকেও দর্শন করিতে পারিতেছ না, কিন্তু ঐ পদার্থ ইহার মধ্যেই বর্ত্তমান আছেন॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যথা বিলীনং লবণং ন বেৎস, তথাঽপি তচ্চক্ষুষা স্পর্শনেন চ পিণ্ডরূপং লবণমগৃহ্যমাণং বিদ্যতে এবাপ্সু, উপলভ্যতে চোপায়ান্তরেণ ইত্যেতৎ পুত্রং প্রত্যায়য়িতুমিচ্ছন্নাহ, অঙ্গ! অস্যোদকস্য অন্তাদুপরি গৃহীত্বা আচাম ইত্যুক্ত্বা পুত্রং তথা কৃতবন্তমুবাচ, কথমিতি? ইতর আহ, লবণং স্বাদত ইতি। তথা মধ্যাদুদকস্য গৃহীত্বা আচাম ইতি। কথমিতি? লবণমিতি। তথা অন্তাদধোদেশাৎ গৃহীত্বা আচাম ইতি। কথমিতি? লবণমিতি। যদ্যেবম্, অভিপ্রাস্য পরিত্যজ্য এতদুদকম্ আচম্য অথ মা উপসীদথা ইতি। তদ্ধ তথা চকার, লবণং পরিত্যজ্য পিতৃসমীপমাজগামেত্যর্থঃ, ইদং বচনং ব্রুবন্—তল্লবণং তস্মিন্নেবোদকে যন্ময়া রাত্রৌ ক্ষিপ্তং শশ্বন্নিত্যং সংবর্ত্ততে বিদ্যমানমেব সৎ সম্যক্ বর্ত্ততে ইতি। এবমুক্তবন্তং হ উবাচ পিতা, যথেদং লবণং দর্শন-স্পর্শনাভ্যাং পূর্ব্বং গৃহীতং পুনরুদকে বিলীনং তাভ্যামগৃহ্যমাণমপি বিদ্যতে এব, উপায়ান্তরেণ জিহ্বয়োপলভ্যমানত্বাৎ; এবমেব অত্রৈব অস্মিন্নেব তেজোঽবন্নাদিকার্য্যে শুঙ্গে দেহে; বাব কিলেত্যাচার্য্যোপদেশস্মরণপ্রদর্শনার্থৌ; সৎ তেজোঽবন্নাদিশুঙ্গকারণং বটবীজাণিমবৎ বিদ্যমানমেব ইন্দ্রিয়ৈর্নোপলভসে ন নিভালয়সে। যথা অত্রৈবোদকে দর্শন-স্পর্শনাভ্যামনুপলভ্যমানং লবণং বিদ্যমানমেব জিহ্বয়োপলব্ধবানসি, এবমেব অত্রৈব কিল বিদ্যমানং সৎ জগন্মূলম্ উপায়ান্তরেণ লবণাণিবৎ উপলপ্স্যসে ইতি বাক্যশেষঃ॥ ২॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই লবণ এই জলে যে ভাবে বিলীন হইয়া থাকায় বুঝিতে পারা যাইতেছে না বটে, তাহা হইলেও সেই লবণপিণ্ডটি চক্ষুঃ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ অর্থাৎ অনুভব করিতে না পারিলেও এই জল-মধ্যেই তাহা বিদ্যমান আছে, অন্য উপায়ে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে, পুত্রকে ইহাই বুঝাইবার ইচ্ছায় পিতা উদ্দালক বলিয়াছিলেন, অঙ্গ! হে বৎস! এই জলের অন্ত হইতে অর্থাৎ উপরিভাগস্থ অংশ হইতে একটু জল লইয়া আচমন কর অর্থাৎ পান কর অথবা জিহ্বায় স্পর্শ কর। এই কথা বলায় পুত্র শ্বেতকেতু সেইরূপ করিলে অর্থাৎ উপর হইতে সামান্য একটু জল লইয়া জিহ্বায় স্পর্শ করাইলে পিতা পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন, কি বুঝিতে পারিতেছ? পুত্র বলিয়াছিলেন, এই জলের আস্বাদ লবণাক্ত। পিতা পুনরায় বলিয়াছিলেন, আচ্ছা, এই জলের মধ্যভাগ হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া আচমন কর। পুত্র সেইরূপ করিলে পিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিরূপ বুঝিতেছ? পুত্র বলিয়াছিলেন, লবণাস্বাদ। আচ্ছা, এইবার অন্ত অর্থাৎ অধোদেশস্থ এক প্রান্ত হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া আচমন কর। পুত্র সেইরূপ করিলে পিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি বুঝিতে পারিতেছ? পুত্র বলিয়াছিলেন, লবণাস্বাদ। পিতা বলিয়াছিলেন, আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই জলকে নিক্ষেপ করিয়া ও আচমন অর্থাৎ মুখ ধৌত করিয়া অনন্তর আমার সমীপে আগমন কর। শ্বেতকেতু সেইরূপ করিলেন অর্থাৎ সেই লবণমিশ্রিত জল নিক্ষেপ করিয়া আমি কল্য রাত্রে সেই জলে যে লবণ নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম, তাহা তাহাতে সর্ব্বদাই সম্যক্‌রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, এই কথা বলিতে বলিতে পিতৃ-সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। শ্বেতকেতু এইরূপ বলিলে পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, জলে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে দর্শন ও স্পর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা এই লবণ তুমি যে ভাবে গ্রহণ বা অনুভব করিতে পারিয়াছিলে, জলে নিক্ষেপ করার পর তাহা জলে বিলীন হইয়া যাওয়ায় সেই ইন্দ্রিয় দুইটি দ্বারা তাহাদিগকে আর সে ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাহা বিদ্যমানই আছে, কারণ, অন্য উপায়ে অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা তাহার সত্তা উপলব্ধি হইতেছে। ঠিক এইরূপই তেজ, জল ও অন্নের কার্য্যভূত এই দেহ-শুঙ্গে অর্থাৎ দেহরূপ কার্য্যে, বটবীজের মধ্যে অবস্থিত বট-বীজাণুর ন্যায় তেজ জল ও অন্নাদিরূপ শুঙ্গ বা কার্য্যের কারণীভূত সৎপদার্থও বিদ্যমানই রহিয়াছেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না। এই জলের মধ্যেই বিদ্যমান লবণ দর্শন ও স্পর্শনের দ্বারা অনুভূত না হইলেও যেমন জিহ্বার সাহায্যে অনুভব করিতেছ, ঠিক এইরূপই এই দেহেই বিদ্যমান জগতের মূলস্বরূপ সৎ

পদার্থও লবণানিমা অর্থাৎ লবণের সূক্ষ্ম ভাগের ন্যায় উপায়ান্তরের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিবে। মূলের 'বাব' ও 'কিল' এই দুইটি শব্দ আচার্য্যের উপদেশ স্মরণ-প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

স য এষোঽণিমা, ঐতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং, তৎ সত্যꣳ, স আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো! ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য! ইতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রাপাঠকস্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—সেই যে এই অণিমা, এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক অর্থাৎ অণুস্বরূপ সৎপদার্থ হইতেই উৎপন্ন; তাহাই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তৎস্বরূপই। শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে এ বিষয়ে পুনরায় আরও বিশেষভাবে উপদেশ দিন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স য ইত্যাদি সমানম্। যত্ত্বেবং লবণাণিমবৎ ইন্দ্রিয়ৈরনুপলভ্যমানমপি জগন্মূলং সৎ উপায়ান্তরেণ উপলব্ধুং শক্যতে, যদুপলম্ভাৎ কৃতার্থঃ স্যাম্, অনুপলম্ভাচ্চ অকৃতার্থঃ স্যামহং, তস্যৈবোপলব্ধৌ ক উপায়ঃ? ইত্যেতদ্ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু দৃষ্টান্তেন। তথা সোম্য! ইতি হোবাচ। ৩।

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'স য এষঃ' ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। এইরূপ লবণাণুর ন্যায় জগতের মূলস্বরূপ সৎপদার্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত না হইলেও উপায়ান্তরের দ্বারা যদি অনুভব করিতে পারা যায়, তাহা হইলে যাহা অনুভব করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইতে পারি, এবং যাহা অনুভব করিতে না পারিলে অকৃতার্থ হইব, সেই সৎপদার্থটিকে অনুভব করার উপায় কি? ভগবান্ আপনি আমাকে এই বিষয়ে পুনরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ

যথা সোম্য! পুরুষং গন্ধারেভ্যোঽভিনদ্ধাক্ষমানীয় তং ততোঽতিজনে বিসৃজেৎ, স যথা তত্র প্রাঙ্ বা উদঙ্ বা অধরাঙ্ বা প্রত্যঙ্ বা প্রধ্মায়ীত—অভিনদ্ধাক্ষ আনীতোঽভিনদ্ধাক্ষো বিসৃষ্টঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য! যদি কোন ব্যক্তির চক্ষু বন্ধন ও সেই অবস্থায় তাহাকে গান্ধার দেশ হইতে আনয়ন করিয়া কোন জনশূন্য স্থানে বা অরণ্যাদিমধ্যে পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি যেমন সেই স্থানেই কখন বা পূর্ব্ব-মুখে, কখন বা উত্তরমুখে, কখন বা দক্ষিণমুখে, কখন বা পশ্চিমমুখে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে—আমি বদ্ধচক্ষু অবস্থাতেই আনীত হইয়াছি ও বদ্ধচক্ষু অবস্থাতেই পরিত্যক্ত হইয়াছি। ভাব এই যে—এইরূপ অবস্থায় আনীত হওয়ায় আমার দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, কোন্ দিকে গেলে আমি আশ্রয় পাইব, স্থির করিতে পারিতেছি না, কেহ আমাকে পথ দেখাইয়া দাও ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যথা লোকে হে সোম্য! পুরুষং যং কঞ্চিৎ গন্ধারেভ্যো জনপদেভ্যঃ অভিনদ্ধাক্ষং বদ্ধচক্ষুষমানীয় দ্রব্যহর্ত্তা তস্করঃ তমভিনদ্ধাক্ষমেব বদ্ধহস্তমরণ্যে ততোঽপি অতিজনে অতিগতজনে অত্যন্তবিগতজনে দেশে বিসৃজেৎ, স তত্র দিগ্‌ভ্রমোপেতো যথা প্রাঙ্ বা প্রাগঞ্চনঃ প্রাঙ্মুখো বেত্যর্থঃ, তথা উদঙ্ বা অধরাঙ্ বা প্রত্যঙ্ বা প্রধ্মায়ীত শব্দং কুর্য্যাৎ বিক্রোশেৎ। অভিনদ্ধাক্ষোঽহং গন্ধারেভ্যস্তস্করেণানীতঃ অভিনদ্ধাক্ষ এব বিসৃষ্ট ইতি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য! এই লোকে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, কোন তস্কর কোন ব্যক্তির চক্ষু বন্ধন করিয়া গান্ধার প্রদেশ হইতে আনয়ন করত সেই বদ্ধচক্ষু অবস্থাতেই দুটি হস্তও বন্ধন করিয়া তাহাকে কোন অরণ্যে অথবা তাহা হইতেও অত্যন্ত নির্জ্জন-প্রদেশে পরিত্যাগ করিয়া যায়, সে ব্যক্তি সেই স্থানে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া যেমন কখন পূর্ব্বমুখ, কখন বা উত্তরাভিমুখ, কখন বা অধরাভিমুখ অর্থাৎ উত্তরের বিপরীত দক্ষিণাভিমুখ, কখন বা পশ্চিমাভিমুখ হইয়া এই বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে যে, আমি

তস্কর-কর্তৃক গান্ধারদেশ হইতে বদ্ধচক্ষু অবস্থায় আনীত হইয়াছি এবং বদ্ধচক্ষু অবস্থাতেই পরিত্যক্ত হইয়াছি, অতএব আমার গন্তব্যদিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না ॥ ১ ॥

তস্য যথাঽভিনহনং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াদেতাং দিশং গন্ধারাঃ, এতাং দিশং ব্রজেতি। স গ্রামাদ্‌গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যেত, এবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ, তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—কোন দয়ালু সেই ব্যক্তির চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া যেমন বলেন, এই দিকে গান্ধার দেশ অবস্থিত, তুমি এই দিকে গমন কর। পণ্ডিত ও মেধাবী সেই ব্যক্তি গ্রাম হইতে গ্রামান্তর, তথা হইতে অন্য গ্রাম, এইরূপে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গান্ধার দেশেই গিয়া উপস্থিত হয়, ঠিক এইরূপই আচার্য্যবান্ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি জানিতে পারেন, অর্থাৎ জগতের মূল কারণ সৎ-পদার্থকে জানিতে পারেন। তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত কর্ম্ম হইতে মুক্তি না পায়, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্তই মুক্তিলাভে বিলম্ব ঘটে, কর্ম্মক্ষয় হইলেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, অনন্তর দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে আর পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবং বিক্রোশতস্তস্য যথা অভিনহনং যথা বন্ধনং প্রমুচ্য মুক্ত্বা কারুণিকঃ কশ্চিৎ এতাং দিশমুত্তরতো গন্ধারাঃ, এতাং দিশং ব্রজ ইতি প্রব্রূয়াৎ; স এবং কারুণিকেন বন্ধনান্মোক্ষিতো গ্রামাৎ গ্রামান্তরং পৃচ্ছন্ পণ্ডিত উপদেশবান্ মেধাবী পরোপদিষ্টগ্রামপ্রবেশমার্গাবধারণসমর্থঃ সন্ গন্ধারানেব উপসম্পদ্যেত, নেতরো মূঢ়মতির্দ্দেশান্তরদর্শনতৃড্‌ বা। যথাঽয়ং দৃষ্টান্তো বর্ণিতঃ, স্ববিষয়েভ্যো গন্ধারেভ্যঃ পুরুষস্তস্করৈরভিনদ্ধাক্ষোঽবিবেকো দিঙ্মূঢ়ঃ অশনায়াপিপাসাদিমান্ ব্যাঘ্রতস্করাদ্যনেক-ভয়ানর্থব্রাতযুতমরণ্যং প্রবেশিতো দুঃখার্ত্তো বিক্রোশন্ বন্ধনেভ্যো মুমুক্ষুস্তিষ্ঠতি, স কথঞ্চিদেব কারুণিকেন কেনচিন্মোক্ষিতঃ স্বদেশান্ গন্ধারানেবাপন্নো নির্ব্বৃতঃ সুখী অভূৎ, এবমেব সতো জগদাত্মস্বরূপাত্তেজোঽবন্নাদিময়ং দেহারণ্যং বাতপিত্তকফরুধিরমেদোমাংসাস্থি-মজ্জাশুক্রকৃমিমূত্রপুরীষবৎ শীতোষ্ণাদ্যনেকদ্বন্দ্বদুঃখবচ্চেদং মোহপটাভিনদ্ধাক্ষো ভার্য্যাপুত্রমিত্র-পশু-বন্ধ্বাদিদৃষ্টাদৃষ্টানেকবিষয়তৃষ্ণাপাশিতঃ পুণ্যাপুণ্যাদিকর্ম্মতস্করৈঃ প্রবেশিতঃ,—অহমমুষ্য পুত্রঃ, মমৈতে বান্ধবাঃ, সুখ্যহং, দুঃখী, মূঢ়ঃ, পণ্ডিতো ধার্ম্মিকো বন্ধুমান্ জাতো মৃতো জীর্ণঃ পাপী, পুত্রো মে মৃতঃ, ধনং মে নষ্টং, হা হতোঽস্মি, কথং জীবিষ্যামি? কা মে গতিঃ?

কিং মে ত্রাণম্? ইত্যেবমনেকশতসহস্রানর্থজালবান্ বিক্রোশন্ কথঞ্চিদেব পুণ্যাতিশয়াৎ পরমকারুণিকং কঞ্চিৎ সদ্ব্রহ্মাত্মবিদং বিমুক্তবন্ধনং ব্রহ্মিষ্ঠং যদা আসাদয়তি, তেন চ ব্রহ্মবিদা কারুণ্যাদ্দর্শিতসংসারবিষয়দোষদর্শনমার্গো বিরক্তঃ সংসারবিষয়েভ্যঃ,—নাসি ত্বং সংসারী অমুষ্য পুত্রত্বাদিধর্ম্মবান্, কিন্তর্হি? সং যৎ,তৎ ত্বমসীত্যবিদ্যামোহপটাভিনহনাৎ মোক্ষিতো গন্ধার-পুরুষবচ্চ স্বং সদাত্মানমুপসম্পদ্য সুখী নির্ব্বৃতঃ স্যাৎ ইত্যেতমেবার্থমাহ, আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি। তস্যাস্যৈবমাচার্য্যবতো মুক্তাবিদ্যাহভিনহনস্য তাবদেব তাবানেব কালশ্চিরং ক্ষেপঃ, সদাত্মস্বরূপসম্পত্তেরিতি বাক্যশেষঃ। কিয়ান্ কালশ্চিরম্? ইত্যুচ্যতে, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে ন বিমোক্ষ্যতে ইত্যেতৎ পুরুষব্যত্যয়েন, সামর্থ্যাৎ; যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তস্যোপভোগেন ক্ষয়াদ্দেহপাতো যাবদিত্যর্থঃ। অথ তদৈব সং সম্পৎস্যে সম্পৎস্যতে ইতি পূর্ব্ববৎ। ন হি দেহমোক্ষস্য সংসম্পত্তেশ্চ কালভেদোঽস্তি, যেন অথশব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ স্যাৎ। নন্বু যথা সদ্বিজ্ঞানানন্তরমেব দেহপাতঃ সংসম্পত্তিশ্চ ন ভবতি কর্ম্মশেষবশাৎ, তথা অপ্রবৃত্তফলানি প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তের্জ্জন্মান্তরসঞ্চিতান্যপি কর্ম্মাণি সন্তীতি তৎফলোপভোগার্থং পতিতেঽস্মিন্ শরীরান্তরমারব্ধব্যম্। উৎপন্নে চ জ্ঞানে যাবজ্জীবং বিহিতানি প্রতিষিদ্ধানি বা কর্ম্মাণি করোত্যেব, ইতি তৎফলোপভোগার্থঞ্চাবশ্যং শরীরান্তরমারব্ধব্যং, ততশ্চ কর্ম্মাণি, ততঃ শরীরান্তরমিতি জ্ঞানানর্থক্যং, কর্ম্মণাং ফলবত্ত্বাৎ। অপ্রবৃত্তফলানি কর্ম্মাণি ন ব্রহ্মজ্ঞানেন ক্ষীয়ন্তে, কর্ম্মত্বাৎ, প্রবৃত্তফলকর্ম্মবদিত্যুক্তং; তত্র "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি" ইতি স্মৃতিবিরোধঃ। অথ জ্ঞানবতঃ ক্ষীয়ন্তে কর্ম্মাণি, তদা জ্ঞানপ্রাপ্তিসমকালমেব জ্ঞানস্য সংসম্পত্তিহেতুত্বাৎ মোক্ষঃ স্যাদিতি শরীরপাতঃ স্যাৎ। তথা চ ভাব আচার্য্য ইতি "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যনুপপত্তিঃ জ্ঞানাৎ মোক্ষঃভাবাপ্রসঙ্গশ্চ, দেশান্তরপ্রাপ্ত্যুপায়জ্ঞানবদনৈকান্তিকফলত্বং বা জ্ঞানস্য? ন, কর্ম্মণাং প্রবৃত্তাপ্রবৃত্তফলবত্ত্ববিশেষোপপত্তেঃ; যদুক্তম্ অপ্রবৃত্তফলানাং কর্ম্মণাং ধ্রুবফলবত্ত্বাৎ ব্রহ্মবিদঃ শরীরে পতিতে শরীরান্তরমারব্ধব্যম্ অপ্রবৃত্তকর্ম্ম-ফলোপভোগার্থমিতি; এতদসৎ, "বিদ্বষস্তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি শ্রুতেঃ প্রামাণ্যাৎ। নন্বু "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতেরপি প্রামাণ্যমেব?‚সত্যমেবং, তথাঽপি প্রবৃত্তফলানামপ্রবৃত্তফলানাঞ্চ কর্ম্মণাং বিশেষোঽস্তি। কথম্? যানি প্রবৃত্তফলানি কর্ম্মাণি, যৈর্ব্বিদ্বচ্ছরীরমারব্ধং, তেষামুপভোগেনৈব ক্ষয়ঃ, যথা আরব্ধবেগস্য লক্ষ্যমুক্তেম্বাদের্ব্বেগক্ষয়া-দেব স্থিতিঃ, ন তু লক্ষ্যবেধসমকালমেব, প্রয়োজনং নাস্তীতি, তদ্বৎ। অন্যানি তু অপ্রবৃত্ত-ফলানীহ প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেরূর্দ্ধং চ কৃতানি বা, ক্রিয়মাণানি বা, অতীতজন্মান্তরকৃতানি বা অপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানেন দহ্যন্তে প্রায়শ্চিত্তেনেব। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" ইতি স্মৃতেশ্চ। "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" ইতি চাথর্ব্বণে। অতো ব্রহ্মবিদো জীবনাদিপ্রয়োজনা-ভাবেঽপি প্রবৃত্তফলানাং কর্ম্মণামবশ্যমেব ফলোপভোগঃ স্যাদিতি মুক্তেষুবৎ "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি যুক্তমেবোক্তম্ ইতি যথোক্তদোষচোদনাঽনুপপত্তিঃ। জ্ঞানোৎপত্তেরূর্দ্ধং চ ব্রহ্মবিদঃ কর্ম্মভাবমবোচাম "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" ইত্যত্র; তচ্চ স্মর্ত্তুমর্হসি। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কোন দয়ালু ব্যক্তি ঐরূপ চীৎকারকারী সেই ব্যক্তির চীৎকার শ্রবণ করিয়া তাহার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া যেমন বলেন, এই দিকের উত্তরে গান্ধার দেশ অবস্থিত, তুমি এই দিক্ লক্ষ্য করিয়া গমন কর। এইরূপে সেই দয়ালু ব্যক্তি কর্তৃক উন্মুক্তচক্ষু, পণ্ডিত (সেই দয়ালু ব্যক্তি কর্তৃক উপদিষ্ট সেই ব্যক্তি) মেধাবী অর্থাৎ সেই দয়ালু ব্যক্তি তাহাকে পথের যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশানুসারে গ্রামে প্রবেশ করিবার পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রাম, তাহা হইতে অন্য গ্রাম, এইরূপে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গান্ধার দেশেই উপস্থিত হয়, কিন্তু ইতর অর্থাৎ মূঢ়বুদ্ধি বা নির্বোধ অথবা দেশান্তর-দর্শনেচ্ছু ব্যক্তি তাহা পারে না। কতকগুলি তস্কর কর্তৃক আবদ্ধচক্ষু, অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অক্ষম, দিগ্ভ্রান্ত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর কোন ব্যক্তি স্বদেশ গান্ধার হইতে আনীত ও ব্যাঘ্র-তস্করাদি বহুবিধ ভয়ঙ্কর প্রাণিসঙ্কুল অরণ্যে পরিত্যক্ত হইয়া বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছায় অতি কাতরভাবে চীৎকার ও বিলাপ করিতে করিতে অবস্থিত হয়, পরে কোন দয়ালু ব্যক্তি তাহার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া দেওয়ায় সে যেমন নিজের দেশ গান্ধারে উপস্থিত হইয়া শান্তি লাভ করত সুখী হইয়াছিল, ঠিক এইরূপই পুণ্য ও পাপরূপ তস্করসমূহ কর্তৃক মোহরূপ বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধচক্ষুঃ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, পশু ও মিত্র প্রভৃতিরূপ দৃষ্ট অর্থাৎ ঐহিক ও অদৃষ্ট অর্থাৎ পারলৌকিক বিষয়াভিলাষ-রূপ পাশে আবদ্ধ এই লোকসমূহ জগতের আত্মস্বরূপ সৎ ব্রহ্ম হইতে তেজ, জল ও অন্নময়, বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা শুক্র, কৃমি, মূত্র ও পুরীষবিশিষ্ট, শীত উষ্ণ প্রভৃতি বিবিধ দ্বন্দ্ব-দুঃখ দ্বারা অভিভূত এই দেহারণ্য-মধ্যে প্রবেশিত হইয়া, আমি অমুকের পুত্র, ইহারা আমার বান্ধব, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়, আমি পণ্ডিত, আমি ধার্ম্মিক, আমি বন্ধুবিশিষ্ট, আমি জাত, আমি মৃত, আমি জীর্ণ অর্থাৎ বৃদ্ধ, আমি পাপী, আমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, আমার অর্থ নষ্ট হইয়াছে, হায়, আমি বিনষ্ট হইলাম, কি করিয়া জীবন ধারণ করিব? আমার কি উপায় হইবে? কি করিলে আমি রক্ষা পাইব? ইত্যাদিরূপ বহু শত-সহস্র বিপজ্জালে জড়িত হইয়া চীৎকার-পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে কোনরূপে প্রভূত পুণ্যবলে পরম-দয়ালু, মুক্ত-বন্ধন অর্থাৎ অনাসক্ত সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মাত্মবেত্তা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ কোন গুরুকে যখন প্রাপ্ত হন, এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু করুণাবশে—'তুমি অমুক ব্যক্তির পুত্র ইত্যাদিরূপ বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট সংসারী নও, তবে কি? না. যাহা সৎ অর্থাৎ সেই যে সৎ-পদার্থ ব্রহ্ম তুমি তাহাই অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপই' ইত্যাদিরূপে সাংসারিক

বিষয়সমূহের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক যদি যথার্থ পথ দেখাইয়া দেন, তখন সাংসারিক ভোগসমূহ হইতে বিরক্ত ও অবিদ্যা জন্য মোহরূপ বস্ত্রাবরণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া গান্ধারদেশীয় সেই পুরুষের ন্যায় সৎস্বরূপ নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া সুখী হইতে ও শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই জন্যই বলিয়াছেন—আচার্য্যের দ্বারা উপদিষ্ট ব্যক্তিই সেই সৎস্বরূপ আত্মাকে জানিতে পারেন। এইরূপে আচার্য্যবিশিষ্ট অতএব অবিদ্যাবন্ধনবিমুক্ত সেই এই ব্যক্তির সৎ-রূপ আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইতে ততটুকু সময়ই বিলম্ব, কতটুকু কালবিলম্ব? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, যে পর্য্যন্ত না মুক্ত হয়, অর্থাৎ যে কর্ম্মফলে এই দেহ ধারণ করিতে হইয়াছিল, উপভোগের দ্বারা সেই কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যে পর্য্যন্ত দেহপাত না হয়, দেহপাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সৎ-ব্রহ্মকে লাভ করে। মূলে যে 'বিমোক্ষ্যে' ও 'সম্পৎস্যে' এই দুইটি উত্তম পুরুষের ক্রিয়া আছে, অর্থ-সঙ্গতির নিমিত্ত উহাদের একটু পরিবর্ত্তন করিয়া 'বিমোক্ষ্যতে' ও 'সম্পৎস্যতে' এইরূপ প্রথম পুরুষের ক্রিয়া করিতে হইবে। ভাব এই যে—'বিমোক্ষ্যে' ও 'সম্পৎস্যে'র অর্থ হইতেছে মুক্ত হইব ও লাভ করিব, কিন্তু এ স্থানে ঐরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না, কারণ, এ স্থানে কর্ত্তা আছে 'সেই ব্যক্তি', এই অসঙ্গতি দূর করার জন্য 'বিমোক্ষ্যতে' ও 'সম্পৎস্যতে' অর্থাৎ মুক্ত হয় ও লাভ করে এইরূপ অর্থ করিতে হইতেছে। আর মূলে যে 'অথ' শব্দটি আছে, উহা অনন্তরার্থক হইবে না, অর্থাৎ দেহপাতের পর সৎ-ব্রহ্মকে লাভ করে না, দেহপাত ও ব্রহ্ম-প্রাপ্তির মধ্যে কোনরূপ কালের ব্যবধান নাই, যেমন দেহপাত, অমনই ব্রহ্মপ্রাপ্তি, এ জন্য 'অথ' শব্দটি অনন্তরার্থক নহে, তৎক্ষণাৎ এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। এ স্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার পরই দেহপাত ও সৎসম্পত্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম-ভাবপ্রাপ্তি যেমন হয় না, তেমনই জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে জন্মান্তর-সঞ্চিত যে সমস্ত কর্ম্ম তখনও বিদ্যমান আছে, যাহাদের ফলভোগ তখনও আরম্ভ হয় নাই, বর্ত্তমান দেহপাতের পর সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত পুনরায় অন্য দেহ আরম্ভ হওয়া উচিত; আর, জ্ঞান উৎপত্তি হওয়ার পরেও যত দিন জীবিত থাকে, তত দিন বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহও অবশ্যই করিতে হয়, সুতরাং সেই বিহিত-নিষিদ্ধ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তও অবশ্যই দেহান্তর আরম্ভ হওয়া উচিত, এইরূপে দেহান্তর গ্রহণ করিলেই পুনরায় কর্ম্ম করিতে হয়, তাহারও আবার ফলভোগের নিমিত্ত পুনরায় শরীরান্তর গ্রহণ করিতে হয়, এইরূপে পুনঃ পুনঃ শরীরান্তর গ্রহণ করিতে হওয়ায় জন্ম-প্রবাহের অবিচ্ছিন্নতা বশতঃ জ্ঞানের কোন সার্থকতা থাকে না, কারণ, অনুষ্ঠিত

কর্ম্ম অবশ্যই ফলপ্রভূ হয়। এ স্থানে আর একটা সংশয় হইতে পারে, যে কর্ম্ম ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা যেমন ব্রহ্মজ্ঞান উৎপত্তি হইলেও ক্ষয় হয় না, সেইরূপ যে সমস্ত কর্ম্ম ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করে নাই, তাহারাও ব্রহ্মজ্ঞানে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, কারণ, উভয়ই কর্ম্ম। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ সংশয় হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে "জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মকেই ভস্মীভূত করে" এই গীতাবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর জ্ঞানীর কর্ম্ম ক্ষয় হয়, ইহা যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে—জ্ঞান যখন সৎ-সম্পত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির হেতু, তখন জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মোক্ষ হইতে পারে, সুতরাং দেহপাতও হইতে পারে; আর তাহা হইলেই ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যেরও অভাব হইয়া পড়ে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই যদি মুক্তি ও দেহপাত হয়, তাহা হইলে উপদেষ্টা আচার্য্য আর জগতে পাওয়া যাইতে পারে না, সুতরাং "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" এই শ্রুতিবাক্যেরও কোন সার্থকতা থাকে না, আর জ্ঞানাভাব বশতঃ মোক্ষেরও অভাব-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, কারণ, আচার্য্যই যখন নাই, তখন কাহার নিকট জ্ঞান লাভ করিবে? আর জ্ঞানাভাবে মুক্তিরও অভাব হইতে পারে; অথবা দেহান্তর-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ আত্মজ্ঞান যেরূপ অনিশ্চিত, সেইরূপ জ্ঞানের ফলেরও অনৈকান্তিকতা, অর্থাৎ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে? (ভাবার্থ এই যে—ব্রহ্মজ্ঞানের ফল যে মোক্ষ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এ স্থানে একটি আপত্তি হইতে পারে এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার পরেও কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত যদি মুক্তি লাভ না হয়, আর জন্ম-জন্মান্তর-সঞ্চিত কর্ম্মরাশি যদি অবিচ্ছিন্নভাবে একটির পর একটি করিয়া ধারাবাহিকরূপে দেহ উৎপাদন করিতে থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানীর আর কোন কালেই মুক্তিলাভের আশা থাকে না, সুতরাং যাহাদের কর্ম্ম ক্ষয় হইয়াছে, তাহাদেরই জ্ঞানফল মুক্তি লাভ হইল, আর যাহাদের কর্ম্ম ক্ষয় হয় নাই, তাহাদের জ্ঞান লাভ হইলেও মুক্তিলাভ না হওয়ায় জ্ঞানের ফল তাহারা পাইল না, কাযেই জ্ঞানফলের অনৈকান্তিকতা হইয়া পড়ে। আর ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সমস্ত কর্ম্মই ক্ষয় হইয়া যায়, যদি ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কর্ম্মাভাবে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই দেহপাত হইতে পারে, আর তাহা হইলেই আচার্য্যেরও অভাব হইল, কারণ, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই যদি দেহপাত হয়, তবে দেহাভাবে কে কাহার আচার্য্য হইবে? আর আচার্য্যের অভাবে 'আচার্য্য-বান্ বেদ' এই শ্রুতিবাক্যেরও কোন সার্থকতাই থাকে না, পরন্তু আচার্য্যের অভাবে জ্ঞানের অভাব, জ্ঞানের অভাব হইলেই 'জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ' এই শ্রুতিও

নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর যদি কর্ম্মফলভোগ শেষ হওয়ার পর মুক্তিলাভ ঘটে, তাহা হইলেও এই এই পথ দিয়া এই এই উপায়ে অমুক স্থানে যাওয়া যায়, এইরূপে পথের বিবরণ জ্ঞাত হইয়াও যদি কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয়, তাহা হইলেই যেমন সেই স্থানে যাওয়া যায়, প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে যাওয়া ঘটে না, তেমনই কর্ম্মফলভোগ শেষ হইলেও ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যেই মুক্তিলাভ হইতে পারে, সকলের ভাগ্যে হয় না ; এই সম্ভাবিত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না, কারণ, কর্ম্মসমূহের প্রবৃত্তফলত্ব ও অপ্রবৃত্তফলত্বরূপ যে দুইটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, (ভাব এই যে, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কর্ম্ম দুই প্রকার—এক প্রকার কর্ম্মের ফল ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, আর এক প্রকারের ভোগ তখন আরম্ভ হয় নাই, উপযুক্ত সময়ে হইবে) তাহা দ্বারাই ঐ আপত্তির সমাধান হইতে পারে। কিরূপে সমাধান হইতে পারে, তাহাই বলিতেছেন, কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী, যে সমস্ত কর্ম্ম তখনও ফল দিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহা-দিগেরও ফলদায়িতার অবশ্যম্ভাবিত্বহেতুক, সেই অপ্রবৃত্তকর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরও দেহপাত হওয়ার পর দেহান্তরগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী, পূর্ব্বে এইরূপ যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা বেশ সমীচীন উক্তি নহে, কারণ, "তাঁহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব" এই শ্রুতিই জ্ঞানীর দেহান্তর-গ্রহণের বিরুদ্ধে উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আচ্ছা, "পুণ্যকর্ম্মের ফলে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়, আর পাপকর্ম্মের ফলে অপবিত্র লোক প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিও ত প্রমাণ ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, প্রমাণ সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও প্রবৃত্তফলক ও অপ্রবৃত্তফলক কর্ম্মদ্বয়ের অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে ও যাহাদের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে ; সে প্রভেদ কিরূপ ? না, যে সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, অর্থাৎ যে সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত জ্ঞানীরও এই শরীর ধারণ করিতে হইয়াছে, উপভোগের দ্বারাই সেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; যেমন কোন একটি বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত অতএব আরদ্ধবেগ অর্থাৎ সবেগে ধাবমান বাণ প্রভৃতির বেগ ক্ষয় হইলেই স্থিতি হয়, অর্থাৎ যতদূর লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত গিয়াই বাণটি পড়িয়া থাকে, তাহার বেশী যাইতে পারে না, কিন্তু, লক্ষ্য বিদ্ধ হওয়ায় আর প্রয়োজন নাই বলিয়াই যে লক্ষ্য বিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেগনিবৃত্তি বা স্থিতি হয়, তাহা নহে, জ্ঞানীর কর্ম্মও ঠিক সেইরূপই জানিবে। আর ইহজীবনে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে যে সমস্ত কর্ম্ম কৃত হইয়াছে, অথবা জ্ঞানোৎপত্তির পর যে সমস্ত কর্ম্ম ক্রিয়মাণ অর্থাৎ করা হইতেছে, অথবা জন্মান্তরে যে সমস্ত কৃত হইয়াছে, অথচ তখনও তাহাদের ফলভোগের সময় উপস্থিত হয় নাই,

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কর্ম্মসমূহ যেমন ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেই অপ্রবৃত্তফলক কর্ম্মসমূহই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহার প্রমাণ-স্বরূপে শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা স্মৃতিতে বলা হইয়াছে, "সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মকেই ভস্মীভূত করিয়া দেয়"। অথর্ব্ব-বেদেও উক্ত হইয়াছে, "ইহার অর্থাৎ জ্ঞানীর সমস্ত কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির জীবন-রক্ষাদি প্রয়োজন না থাকিলেও, কোন বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় প্রবৃত্তফল কর্ম্মসমূহের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী; অতএব "তাঁহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব" ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে; এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বে যে দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। জ্ঞানোৎপত্তির পর ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির যে কর্ম্ম থাকে না, অর্থাৎ ফলজনক কর্ম্মসমূহের অভাব বা ধ্বংস হয়, তাহা "ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন" এই স্থানেই বলা হইয়াছে, তাহা তুমি এ স্থলে স্মরণ করিতে পার ॥ ২ ॥

স য এষোঽণিমা, ঐতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং, তৎ সত্যꣳ, স আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো! ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য! ইতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—সেই যে এই অণিমা অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম সৎপদার্থ, দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থ-ই এতদাত্মক; তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাঁহারই স্বরূপ। উদ্দালক এইরূপ বলিলে শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে পুনরায় এ বিষয়ে ভালরূপ উপদেশ দান করুন। উদ্দালক বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হইবে ॥৩॥

ষষ্ঠ প্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স য ইত্যাদ্যুক্তার্থম্। আচার্য্যবান্ বিদ্বান্ যেন ক্রমেণ সৎ সম্পদ্যতে, তং ক্রমং দৃষ্টান্তেন ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য! ইতি হোবাচ। ৩।

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য চতুর্দ্দশখণ্ডভাষ্যম্। ১৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'সেই যে এই' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আচার্য্যবিশিষ্ট বিদ্বান্ ব্যক্তি যে ক্রমানুসারে সৎ-বস্তুকে প্রাপ্ত হন, ভগবন্! আপনি আমাকে সেই ক্রমটি দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনরায় বুঝাইয়া দিন। উদ্দালক বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তথা অর্থাৎ আচ্ছা, তাহাই হইবে ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে চতুর্দ্দশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ

পুরুষꣳ সোম্য! উতোপতাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে—জানাসি মাম্? জানাসি মাম্? ইতি। তস্য যাবন্ন বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং, তাবজ্জানাতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য! জ্ঞাতিগণ উপতাপী অর্থাৎ কঠিন রোগের আক্রমণে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে চতুর্দ্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিয়া উপাসনা অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করে, 'আমাকে চিনিতে পারিতেছ? আমাকে চিনিতে পারিতেছ?' সেই উপতাপগ্রস্ত ব্যক্তির বাগিন্দ্রিয় যে পর্য্যন্ত মনে সম্পন্ন না হয়, অর্থাৎ মনে পরিণত বা মনের সহিত একীভূত হইয়া না যায়, মনঃ প্রাণের সহিত, প্রাণ তেজের সহিত ও তেজঃ পরম দেবতার সহিত একীভূত হইয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত জানিতে বা চিনিতে পারে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পুরুষং হে সোম্য! উপতাপিনং জ্বরাদ্যুপতাপবন্তং জ্ঞাতয়ো বান্ধবাঃ পরিবার্য্যোপাসতে মুমূর্ষুং জানাসি মাং তব পিতরম্? পুত্রম্? ভ্রাতরঞ্চ? ইতি পৃচ্ছন্তঃ, তস্য মুমূর্ষোর্যাবন্ন বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামিত্যেতদুক্তার্থম্ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য! পিতা, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি জ্ঞাতিগণ জ্বরাদি রোগে সন্তপ্ত মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বেষ্টন করিয়া উপাসনা অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি তোমার পিতা, আমি তোমার পুত্র, আমি তোমার ভ্রাতা, আমাকে কি জানিতে অর্থাৎ চিনিতে পারিতেছ?' সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির বাগিন্দ্রিয় যতক্ষণ মনের সহিত, মনঃ প্রাণের সহিত, প্রাণ তেজের সহিত ও তেজ পরমদেবতা বা পরমাত্মার সহিত মিশ্রিত হইয়া না যায়, ততক্ষণই সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি তাহাদিগকে চিনিতে পারে, ইত্যাদি বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

অথ যদাঽস্য বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্ অথ ন জানাতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর যে সময় বাগিন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে

ও তেজ পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়, তাহার পর আর কাহাকেও জানিতে বা চিনিতে পারে না ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সংসারিণো যো মরণক্রমঃ, স এবায়ং বিদুষোঽপি সৎসম্পত্তিক্রম ইত্যেতদাহ—পরস্যাং দেবতায়াং তেজসি সম্পন্নেঽথ ন জানাতি। অবিদ্বাংস্তু সত উত্থায় প্রাগ্ভাবিতং ব্যাঘ্রাদিভাবং দেব-মনুষ্যাদিভাবং বা বিশতি; বিদ্বাংস্তু শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিত-জ্ঞানদীপপ্রকাশিতং সদ্ব্রহ্মাত্মানং প্রবিশ্য নাবর্ত্ততে, ইত্যেষ সৎসম্পত্তিক্রমঃ। অন্যে তু মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা উৎক্রম্য আদিত্যাদিদ্বারেণ সদ্গচ্ছন্তীত্যাহুঃ, তদসৎ; দেশ-কাল-নিমিত্ত-ফলাভিসন্ধানেন গমনদর্শনাৎ। ন হি সদাত্মৈকত্বদর্শিনঃ সত্যাভিসন্ধস্য দেশ-কাল-নিমিত্ত-ফলাদ্যনৃতাভিসন্ধিরুপপদ্যতে, বিরোধাৎ। অবিদ্যাকামকর্ম্মণাঞ্চ গমননিমিত্তানাং সদ্বিজ্ঞানহুতাশনবিপ্লুষ্টত্বাদ্গমনানুপপত্তিরেব; "পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে বিলীয়ন্তে কামাঃ" ইত্যাদ্যাথর্ব্বণে, নদীসমুদ্রদৃষ্টান্তশ্রুতেশ্চ। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে ক্রম বা প্রণালী অনুসারে সংসারী ব্যক্তিগণের মৃত্যু হয়, ঠিক সেই ক্রমানুসারেই বিদ্বান্ বা জ্ঞানী ব্যক্তি সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, ইহাই বলিতেছেন—তেজ অর্থাৎ শারীরিক উষ্মা পরমদেবতায় পরিণত বা বিলীন হইয়া গেলে তাহার পর আর কিছুই জানিতে পারে না, বুঝিবার শক্তি তখন একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। অবিদ্বান্ বা অজ্ঞানী ব্যক্তি সৎ-পদার্থ হইতে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বভাবিত অর্থাৎ পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী ব্যাঘ্রাদি ভাব অথবা দেবতাদি ভাব অথবা মনুষ্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি শাস্ত্রাধ্যয়ন ও আচার্য্যের উপদেশজনিত জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা প্রকাশিত সৎ-ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, ইহাই সৎ-সম্পত্তির ক্রম বা প্রণালী।

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞানী ব্যক্তি মূর্দ্ধন্য অর্থাৎ মস্তকে অবস্থিত নাড়ী দ্বারা দেহ হইতে উৎক্রান্ত অর্থাৎ বহির্গত হইয়া আদিত্যাদি ক্রমে অর্থাৎ আদিত্যলোক, চন্দ্রলোক, বিদ্যুল্লোক ইত্যাদিক্রমে সৎ-পদার্থকে প্রাপ্ত হন; কিন্তু তাঁহাদের সে উক্তি সমীচীন নহে, কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশ, কাল ও নিমিত্তানুযায়ী ফল-প্রাপ্তির উদ্দেশেই লোকে স্থানবিশেষে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু, সৎ-স্বরূপ আত্মার একত্বে বিশ্বাসসম্পন্ন সত্যাভিসন্ধ ব্যক্তির পক্ষে অসত্য দেশ, কাল ও নিমিত্তানুযায়ী ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশে গমন উপপন্ন হইতে পারে না, কারণ, উহা তাঁহার অবস্থার বিরুদ্ধ। আরও দেখ, গমনের নিমিত্তস্বরূপ অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্মসমূহ সৎ-বিজ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হওয়ায় গমনের উপপত্তিই হইতে পারে না, অর্থাৎ গমনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। বিশেষতঃ

"পর্য্যাপ্তকাম অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ কৃতাত্মা অর্থাৎ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সমস্ত কামনাই এই স্থানেই বিলীন হইয়া যায়" এই আথর্ব্বণ শ্রুতি ও নদী-সমুদ্রের দৃষ্টান্ত হইতেই উক্ত বিষয় জানা যায় ॥ ২ ॥

স য এষোঽণিমা, ঐতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং, তৎ সত্যꣳ, স আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো ! ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—সেই যে এই অণিমা, এই সমস্ত জগৎই ইঁহারই স্বরূপ, তাহাই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাঁহারই স্বরূপ। উদ্দালক এইরূপ বলিলে শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে পুনরায় এ বিষয়ে ভাল করিয়া উপদেশ দান করুন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হইবে ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে পঞ্চদশখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স য ইত্যাদি সমানম্। যদি মরিষ্যতো মুমুক্ষতশ্চ তুল্যা সৎসম্পত্তিঃ, তত্র বিদ্বান্ সৎসম্পন্নো নাবর্ত্ততে, আবর্ত্ততেঽবিদ্বান্, ইত্যত্র কারণং দৃষ্টান্তেন ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য! ইতি হোবাচ। ৩।

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য পঞ্চদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'সেই যে এই' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। অবিদ্বান্ মুমূর্ষু অথবা মৃত ব্যক্তির ও বিদ্বান্ মুমুক্ষু ব্যক্তির সৎসম্পত্তির ক্রম যদি এক প্রকারই হয়, তাহা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তি সৎকে প্রাপ্ত হইয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, কিন্তু অবিদ্বান্ ব্যক্তি পুনরায় আগমন করেন, দৃষ্টান্ত-সহকারে ইহার কারণ আপনি পুনরায় আমাকে বিশেষভাবে উপদেশ দান করুন। উদ্দালক বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক অর্থাৎ হইবে ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে পঞ্চদশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শঃ খণ্ডঃ

পুরুষং সোম্য! উত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্ষীৎ, স্তেয়মকার্ষীৎ, পরশুমস্মৈ তপতেতি। স যদি তস্য কর্ত্তা ভবতি, তত এবানৃতমাত্মানং কুরুতে, সোঽনৃতাভিসন্ধোঽনৃতেনাত্মানমন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি, স দহ্যতেঽথ হন্যতে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য! এই ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে, চুরি করিয়াছে, এইরূপ বলিতে বলিতে রাজপুরুষগণ চোর-সন্দেহে কোন ব্যক্তিকে হস্তবন্ধন করিয়া আনয়ন করে ও বলে, ইহার জন্য কুঠার উত্তপ্ত কর। সে যদি যথার্থই অপহরণকর্ত্তা হয়, তাহা হইলে সেই কুঠার-গ্রহণের দ্বারাই নিজেকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করে। সেই মিথ্যাবাদী ব্যক্তি মিথ্যা বাক্য দ্বারা নিজেকে আবৃত করিয়া তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে, সে দগ্ধ হয়, অনন্তর রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—শৃণু, যথা সোম্য! পুরুষং চৌর্য্যকর্ম্মণি সন্দিহ্যমানং নিগ্রহায় পরীক্ষণায় চ উত অপি হস্তগৃহীতং বদ্ধহস্তমানয়ন্তি রাজপুরুষাঃ। কিং কৃতবানয়ম্? ইতি পৃষ্টাশ্চাহুঃ—অপহার্ষীৎ ধনমস্যায়ম্। তে চাহুঃ,—কিমপহরণমাত্রেণ বন্ধনমর্হতি? অন্যথা দত্তেঽপি ধনে বন্ধনপ্রসঙ্গাৎ? ইত্যুক্তাঃ পুনরাহুঃ,—স্তেয়মকার্ষীৎ চৌর্য্যেণ ধনমপহার্ষীদিতি। তেষেবং বদৎসু ইতরোঽপহ্নুতে, নাহং তৎকর্ত্তা ইতি। তে চাহুঃ,—সন্দিহ্যমানং স্তেয়মকার্ষীস্ত্বমস্য ধনস্যেতি। তস্মিংশ্চ অপহ্নুবানে আহুঃ,—পরশুমস্মৈ তপতেতি, শোধয়তু আত্মানমিতি। স যদি তস্য স্তৈন্যস্য কর্ত্তা ভবতি, বহিশ্চাপহ্নুতে, স এবম্ভূতঃ তত এবানৃতমন্যথাভূতং সন্তমন্যথা আত্মানং কুরুতে, স তথাঽনৃতাভিসন্ধোঽনৃতেনাত্মানমন্তর্দ্ধায় ব্যবহিতং কৃত্বা পরশুং তপ্তং মোহাৎ প্রতিগৃহ্ণাতি, স দহ্যতে, অথ হন্যতে রাজপুরুষৈঃ স্বকৃতেনানৃতাভিসন্ধিদোষেণ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য! শ্রবণ কর—এই ব্যক্তি চুরি করিয়াছে, এই বলিয়া সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদানের নিমিত্তই হউক, অথবা পরীক্ষার নিমিত্তই হউক, রাজপুরুষগণ হস্ত-বন্ধন পূর্ব্বক আনয়ন করে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, এই ব্যক্তি কি করিয়াছে? তাহার উত্তরে বলে—এই ব্যক্তি ইহার ধন অপহরণ করিয়াছে। সেই শ্রোতৃগণ পুনরায় বলে, অপহরণ করিলেই কি বন্ধনের যোগ্য হয়? তাহা হইলে ত ধন দিলেও অর্থাৎ

কেহ কাহাকেও ধন দান করিলেও সেই গৃহীতা ব্যক্তির বন্ধন হইতে পারে? ইহার উত্তরে রাজপুরুষগণ পুনরায় বলে—এই ব্যক্তি স্তেয় অর্থাৎ চৌর্য্য বৃত্তি দ্বারা ধন অপহরণ করিয়াছে। রাজপুরুষগণ এইরূপ বলিলে ইতর অর্থাৎ সেই অপহরণকারী বা চোর—'আমি চুরি করি নাই' বলিয়া অপহ্নব অর্থাৎ গোপন বা নিজের দোষ অস্বীকার করে। তখন রাজপুরুষগণ পুনরায় বলে, তুমি ইহার ধন অপহরণ করিয়াছ, এইরূপ সন্দেহ হইতেছে। সেই চোর গোপন করিলে অর্থাৎ তাহাদের কথিত নিজ দোষ অস্বীকার করিলে রাজ-পুরুষগণ পুনরায় বলে—ইহার নিমিত্ত কুঠার উত্তপ্ত কর, এ নিজেকে শোধন করুক, অর্থাৎ নিজের নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করুক। সে যদি যথার্থই সেই ধনের অপহর্ত্তা হয়, এবং বাহিরে তাহা গোপন বা অস্বীকার করিতে থাকে, তাহা হইলে এইরূপ অবস্থায় সেই ব্যক্তি ঐরূপ গোপনের দ্বারা নিজেকে অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাব্যবহারকারী প্রতিপন্ন করে; ভাব এই যে, চৌর্য্যকারী হইয়াও আমি চৌর্য্য করি নাই এইরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন করে। অসত্যসন্ধ অর্থাৎ মিথ্যাবাদী সেই ব্যক্তি মিথ্যা বাক্য দ্বারা নিজেকে অন্তর্হিত অর্থাৎ ব্যবহিত বা গোপন করিয়া—"আমি চুরি করি নাই" এইরূপে অস্বীকার করিয়া মোহবশতঃ সেই তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে ও দগ্ধ হইতে থাকে। অনন্তর নিজের মিথ্যাভাষণরূপ দোষের জন্য রাজ-পুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রহৃত অথবা বিনষ্ট হয়। (তপ্ত কুঠার দ্বারা নির্দ্দোষিতা প্রমাণের প্রথা এইরূপ—প্রাচীনকালে বাদী ও প্রতিবাদীর বিবাদ মীমাংসার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ না থাকিলে অথবা সন্দেহের বিষয়ীভূত হইলে দিব্য পরীক্ষার রীতি ছিল, তপ্ত কুঠার ধারণ তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। প্রত্যক্ষ সাক্ষী অথবা বিশেষ প্রমাণের অভাবে অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হইতে পারিলে, অথচ বাদিপক্ষ অভিযোগ করে যে, এই ব্যক্তিই দোষী, আর বিবাদী যদি অস্বীকার করে, সে অবস্থায় সংশয় দূর ও অপরাধ সপ্রমাণ করার জন্য দিব্য পরীক্ষা করা হইত, সেই পরীক্ষায় প্রতিবাদী নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইত। এই দিব্য পরীক্ষায় এক খানি কুঠার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া খুব লাল টকটকে হইলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে তাহা গ্রহণ করিতে বলা হইত। সেই ব্যক্তি দোষী হইলে ঐ কুঠার গ্রহণ মাত্রেই তাহার হস্ত দগ্ধ হইয়া যাইত; আর সে নির্দ্দোষী হইলে ঐ কুঠার গ্রহণে তাহার কোন কষ্টই হইত না, তখন সে নিরপরাধ বলিয়া তখনই মুক্তি পাইত)॥ ১॥

অথ যদি তস্যাকর্ত্তা ভবতি, তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে, স সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি, স ন দহ্যতে, অথ মুচ্যতে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—আর যদি সেই ব্যক্তি তাহার অকর্ত্তা হয় অর্থাৎ চৌর্য্য-ব্যাপার না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই তপ্ত কুঠার-গ্রহণের দ্বারাই নিজেকে সত্য অর্থাৎ সত্যপরায়ণ বা সত্যবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করে। সেই সত্যপরায়ণ ব্যক্তি সত্য বা সত্যভাষণ দ্বারা নিজেকে আবৃত অর্থাৎ সুরক্ষিত করিয়া তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে, কিন্তু দগ্ধ হয় না, অনন্তর মুক্তিলাভ করে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যদি তস্য কর্ম্মণোঽকর্ত্তা ভবতি, তত এব সত্য-মাত্মানং কুরুতে, স তস্মা স্তেয়াকর্ত্তৃতয়া আত্মানমন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি, সত্যা-ভিসন্ধঃ সন্ ন দহ্যতে সত্যব্যবধানাৎ, অথ মুচ্যতে চ মৃষাঽভিযোক্তৃভ্যঃ। তপ্তপরশু-হস্ততলসংযোগস্য তুল্যত্বেঽপি স্তেয়কর্ত্রকর্ত্রোরনৃতাভিসন্ধো দহ্যতে, ন তু সত্যাভিসন্ধঃ। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর যদি সেই কার্য্যের অর্থাৎ চৌর্য্য ব্যাপারের অকর্ত্তা হয়, অর্থাৎ চুরি না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই তপ্ত কুঠার গ্রহণের দ্বারাই নিজেকে সত্য করে অর্থাৎ সত্যপরায়ণ বা সত্যবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করে। সে সেই চৌর্য্য ব্যাপারের অকর্তৃত্ব দ্বারা অর্থাৎ চুরির সহিত তাহার কোন কর্তৃত্ব বা সহায়তা না থাকায় সত্যভাষণের দ্বারা নিজেকে অন্তর্হিত অর্থাৎ সুরক্ষিত করিয়া তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে, কিন্তু সত্যাভিসন্ধ অর্থাৎ সত্য-পরায়ণ হওয়ায় ও সত্য দ্বারা ব্যবহিত থাকায় অর্থাৎ সত্যরূপ রক্ষা কবচের দ্বারা আবৃত থাকায় দগ্ধ হয় না, অনন্তর মিথ্যা-অভিযোগকারীদিগের নিকট হইতে অথবা মিথ্যা অভিযোগের দায় হইতে মুক্তিলাভ করে। চৌর্য্যকর্ত্তা ও অকর্ত্তা অর্থাৎ যে চুরি করিয়াছে ও চুরির সহিত যাহার কোন সংশ্রবই নাই উভয়ের পক্ষেই তপ্ত কুঠারের সহিত হস্ততলের সংযোগ একই প্রকার হইলেও মিথ্যাবাদীই দগ্ধ হয়, সত্যবাদী দগ্ধ হয় না, ইহাই সত্য-মিথ্যার উৎকৃষ্ট প্রমাণগত পার্থক্য ॥ ২ ॥

স যথা তত্র নাদাহ্যেত, ঐতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং, তৎ সত্যꣳ, স আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো! ইতি। তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—সেই সত্যপরায়ণ ব্যক্তি যেমন তপ্ত কুঠার গ্রহণেও দগ্ধ হয় না। এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক অর্থাৎ সেই সৎ-স্বরূপ, তাহাই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও সেই সৎ-ব্রহ্মস্বরূপই। পিতা এইরূপ উপদেশ দিলে শ্বেতকেতু তাহা বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে ষোড়শখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স যথা সত্যাভিসন্ধস্তপ্তপরশুগ্রহণকর্ম্মণি সত্যব্যবহিতহস্ততলত্বাৎ ন অদাহ্যেত ন দহ্যেত ইত্যেতৎ, এবং সদ্‌ব্রহ্ম-সত্যাভিসন্ধেতরয়োঃ শরীরপাতকালে চ তুল্যায়াং সংসম্পত্তৌ বিদ্বান্ সং সম্পদ্য ন পুনর্ব্ব্যাঘ্র-দেবাদিদেহগ্রহণায় আবর্ত্ততে, অবিদ্বাংস্তু বিকারানৃতাভিসন্ধঃ পুনর্ব্ব্যাঘ্রাদিভাবং দেবতাদিভাবং বা যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং প্রতিপদ্যতে। যদাত্মাভিসন্ধ্যনভিসন্ধিকৃতে মোক্ষ-বন্ধনে, যচ্চ মূলং জগতঃ, যদায়তনাঃ যৎপ্রতিষ্ঠাশ্চ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ; যদাত্মকঞ্চ সর্ব্বং, যচ্চাজমমৃতমভয়ং শিবমদ্বিতীয়ং, তৎ সত্যং, স আত্মা তব, অতস্তৎ ত্বমসি হে শ্বেতকেতো! ইত্যুক্তার্থমসকৃদ্বাক্যম্। কঃ পুনরসৌ শ্বেতকেতুঃ ত্বং-শব্দার্থঃ। যোঽহং শ্বেতকেতুরুদ্দালকস্য পুত্র ইতি বেদ আত্মানমাদেশং শ্রুত্বা মত্বা বিজ্ঞায় চ অশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতুং পিতরং পপ্রচ্ছ, কথং নু ভগবঃ! স আদেশো ভবতীতি? স এষোঽধিকৃতঃ শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা, তেজোঽবন্নময়ং কার্য্য-করণসঙ্ঘাতং প্রবিষ্টা পরৈব দেবতা নাম-রূপব্যাকরণায় আদর্শে ইব পুরুষঃ, সূর্য্যাদিরিব জলাদৌ প্রতিবিম্বরূপেণ; স আত্মানং কার্য্য-করণেভ্যঃ প্রবিভক্তং সদ্রূপং সর্ব্বাত্মানং প্রাক্ পিতুঃ শ্রবণাৎ ন বিজজ্ঞৌ। অথেদানীং পিত্রা প্রতিবোধিতঃ তৎ ত্বমসীতি দৃষ্টান্তৈর্হেতুভিশ্চ, তৎ পিতুরস্য হ কিলোক্তং সদেবাহমস্মীতি বিজজ্ঞৌ বিজ্ঞাতবান্। দ্বির্ব্বচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্।

কিং পুনরত্র ষষ্ঠে বাক্যপ্রমাণেন জনিতং ফলমাত্মনি? কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বয়োরধিকৃতত্ব-বিজ্ঞাননিবৃত্তিস্তস্য ফলং, যমবোচাম—ত্বং-শব্দবাচ্যমর্থং শ্রোতুঃ মন্তুশ্চাধিকৃতমবিজ্ঞাতবিজ্ঞান-ফলার্থম্। প্রাক্ চৈতন্যাদ্বিজ্ঞানাৎ অহমেবং করিষ্যামি অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি, অহমত্রাধিকৃতঃ, এষাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলমিহামুত্র চ ভোক্ষ্যে, কৃতেষু বা কর্ম্মসু কৃতকর্ত্তব্যঃ স্যাম্, ইত্যেবং কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বয়োরধিকৃতোঽস্মীতি আত্মনি যদ্বিজ্ঞানমভূত্তস্য, যৎ সৎ জগতো মূলমেকমেবাদ্বিতীয়ং, তৎ ত্বমসীত্যনেন বাক্যেন প্রতিবুদ্ধস্য নিবর্ত্ততে, বিরোধাৎ; ন হ্যেকস্মিন্নদ্বিতীয়ে আত্মনি অয়মহমস্মীতি বিজ্ঞাতে, মমেদমস্যৎ, অনেন কর্ত্তব্যম্, ইদং কৃত্বা অস্য ফলং ভোক্ষ্যে, ইতি বা ভেদবিজ্ঞানমুপপদ্যতে। তস্মাৎ সৎ-সত্যাদ্বিতীয়াত্মবিজ্ঞানে বিকারানৃতজীবাত্মবিজ্ঞানং নিবর্ত্ততে ইতি যুক্তম্। নন্বু তৎ ত্বমসীত্যত্র ত্বং-শব্দবাচ্যেঽর্থে সদ্‌বুদ্ধিরাদিশ্যতে, যথা আদিত্য-মন-আদিষু ব্রহ্মাদিবুদ্ধিঃ, যথা চ লোকে প্রতিমাদিষু বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধিঃ, তদ্বৎ; ন তু সদেব ত্বমিতি; যদি সদেব শ্বেতকেতুঃ স্যাৎ, কথমাত্মানং ন বিজানীয়াৎ, যেন তস্মৈ তৎ ত্বমসীত্যুপদিশ্যতে? ন, আদিত্যাদিবাক্যবৈলক্ষণ্যাৎ, "আদিত্যো ব্রহ্ম" ইত্যাদৌ

ইতিশব্দব্যবধানান্ন সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মত্বং গম্যতে, রূপাদিমত্ত্বাচ্চ আদিত্যাদীনাম্। আকাশ-মনসোশ্চ ইতি শব্দব্যবধানাদেব অব্রহ্মত্বম্, ইহ তু সত এব দেহপ্রবেশং দর্শয়িত্বা তৎ ত্বমসীতি নিরঙ্কুশং সদাত্মভাবমুপদিশতি। নমু পরাক্রমাদিগুণৈঃ সিংহোহসি ত্বম ইতিবৎ তৎ ত্বমসীতি স্যাৎ? ন, মৃদাদিবৎ সদেকমেবাদ্বিতীয়ং, সত্যমিত্যুপদেশাৎ। ন চ উপচারবিজ্ঞানাৎ "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি সংসম্পত্তিরুপদিশ্যতে, মৃষাত্বাদুপচার-বিজ্ঞানস্য, ত্বমিন্দ্রো যম ইতিবৎ। নাপি স্তুতিঃ, অনুপাস্যত্বাৎ শ্বেতকেতোঃ। নাপি সৎ শ্বেতকেতুত্বোপদেশেন স্তূয়তে, ন হি রাজা "দাসত্বম্" ইতি স্তুতঃ স্যাৎ। নাপি সতঃ সর্ব্বাত্মন একদেশনিরোধো যুক্তঃ, তৎ ত্বমসীতি, দেশাধিপতেরিব গ্রামাধ্যক্ষত্বমিতি। ন চান্যা গতিরিহ সদাত্মত্বোপদেশাদর্থান্তরভূতা সম্ভবতি। নমু সদস্মীতি বুদ্ধিমাত্রমিহ কর্ত্তব্য-তয়া চোদ্যতে, ন ত্বজ্ঞাতং সদস্মীতি জ্ঞাপ্যতে ইতি চেৎ? নমু অস্মিন্ পক্ষেঽপি অশ্রুতং শ্রুতং ভবতীত্যাদ্যনুপপন্নম্? ন, সদস্মীতি বুদ্ধিবিধেঃ স্তুত্যর্থত্বাৎ; ন, "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" "তস্য তাবদেব চিরম্" ইত্যুপদেশাৎ। যদি হি সদস্মীতি বুদ্ধিমাত্রং কর্ত্তব্যতয়া বিধীয়তে, ন তু ত্বং-শব্দবাচ্যস্য সদ্রূপত্বমেব, তদা ন "আচার্য্যবান্ বেদ" ইতি জ্ঞানোপায়োপদেশো বাচ্যঃ স্যাৎ, যথা "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" ইত্যেবমাদিষু অর্থপ্রাপ্তমেবাচার্য্যবত্ত্বমিতি, তদ্বৎ। "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি চ ক্ষেপকরণং ন যুক্তং স্যাৎ, সদাত্মতত্ত্বে অবিজ্ঞাতেঽপি সকৃদ্‌বুদ্ধিমাত্রকরণে মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তৎ ত্বমসীত্যুক্তে নাহং সদিতি প্রমাণবাক্যজনিতা বুদ্ধির্নিবর্ত্তয়িতুং শক্যা, নোৎপন্নেতি বা শক্যং বক্তুং, সর্ব্বোপনিষদ্বাক্যানাং তৎপরতয়ৈবোপ-ক্ষয়াৎ। যথা অগ্নিহোত্রাদিবিধিজনিতাগ্নিহোত্রাদিকর্ত্তব্যতাবুদ্ধীনামতথার্থত্বমনুৎপন্নত্বং বা ন শক্যতে বক্তুং, তদ্বৎ। যত্তূক্তং, সদাত্মা সন্ ন আত্মানং কথং ন জানীয়াদিতি? নাসৌ দোষঃ, কার্য্য-করণসঙ্ঘাতব্যতিরিক্তঃ অহং জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তেত্যপি স্বভাবতঃ প্রাণিনাং বিজ্ঞানাদর্শনাৎ, কিমু তস্য সদাত্মবিজ্ঞানম্? কথমেবং ব্যতিরিক্তবিজ্ঞানে অসতি তেষাং কর্ত্তৃত্বাদিবিজ্ঞানং সম্ভবতি দৃশ্যতে চ; তদ্বৎ তস্যাপি দেহাদিষু আত্মবুদ্ধিত্বান্ন স্যাৎ সদাত্ম-বিজ্ঞানম্। তস্মাৎ বিকারানৃতাধিকৃত-জীবাত্মবিজ্ঞাননিবর্ত্তকমেবেদং বাক্যং—তৎ ত্বমসীতি সিদ্ধমিতি ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য ষোড়শখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকা-
চার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌-
বিবরণে ষষ্ঠঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই সত্যাভিসন্ধ অর্থাৎ সত্যপরায়ণ ব্যক্তির হস্ততল সত্য দ্বারা ব্যবহিত বা আবৃত থাকায় তপ্ত কুঠার গ্রহণেও যেমন দগ্ধ হয় না, সেইরূপ সৎ-ব্রহ্মরূপ সত্যাভিজ্ঞ বা সত্যনিষ্ঠ ও তদিতর অর্থাৎ অসত্যাভিজ্ঞ বা ব্রহ্মানভিজ্ঞ ব্যক্তি উভয়েরই দেহ-বিসর্জ্জন কালে সৎসম্পত্তি ঠিক

একরূপ হইলেও বিদ্বান্ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সৎসম্পন্ন হইয়া ব্যাঘ্রাদি দেহ গ্রহণ করিতে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন না, কিন্তু অবিদ্বান্ বা ব্রহ্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বিকারাত্মক মিথ্যাবিষয়ে অর্থাৎ মায়াময় জগৎ-প্রপঞ্চবিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকায় তাহার নিজ কর্ম্ম ও জ্ঞানানুযায়ী ব্যাঘ্রাদিভাব বা দেবাদিভাবকে প্রাপ্ত হয়। যে আত্মার অনুসন্ধানে বা আত্মজ্ঞানে মোক্ষ ও যাহার অননুসন্ধান বা জ্ঞানাভাবে বন্ধন, যাহা এই জগতের মূল কারণ, সমস্ত পদার্থই যাঁহাতে অবস্থিত ও যাঁহাতেই লীন হয়, এই সমস্ত পদার্থই যাঁহার স্বরূপ, যাহা অজ, (জন্মরহিত) অমৃত, (অবিনশ্বর) অভয়, অদ্বিতীয় ও কল্যাণময়, তাহাই সত্য, তিনিই তোমার আত্মা; অতএব হে শ্বেতকেতো! তুমি হইতেছ তাহাই, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপ, এই বাক্য পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রশ্ন হইতেছে, 'ত্বং' শব্দবাচ্য এই শ্বেতকেতুটি কে? উত্তরে বলা হইতেছে, যিনি নিজেকে উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু বলিয়া জানিয়াছিলেন, এবং যিনি উপদেশ শ্রবণ করিয়া, মনন করিয়া (উপদিষ্ট বিষয় চিন্তা বা আলোচনা করিয়া) ও নিদিধ্যাসন করিয়া (বিশেষরূপে অনুভব করিয়া) অশ্রুত, অমত ও অবিজ্ঞাত বিষয়সমূহকে জানিবার নিমিত্ত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! কি প্রকারে সেই আদেশ অর্থাৎ উপদেশ বা জ্ঞান হইতে পারে? সেই এই অধিকারী (উপনিষদ্বিষয়ক উপদেশের যোগ্য পাত্র) শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা শ্বেতকেতু, দর্পণে প্রতিবিম্বিত পুরুষের ন্যায় অথবা জলাদিতে প্রতিবিম্বরূপে প্রবিষ্ট সূর্য্যাদির ন্যায় নাম ও রূপ প্রকটীভূত করিবার নিমিত্ত তেজ, জল ও অন্নময় কার্য্য ও করণসমূহের সমষ্টিভূত এই দেহে প্রবিষ্ট পরা দেবতা বা পরমাত্মাই, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সেই এই শ্বেতকেতু পিতার নিকট উপদেশ শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে আত্মাকে কার্য্য ও করণসমূহের সমষ্টিভূত দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ সৎস্বরূপ ও সর্ব্বাত্মক বলিয়া জানিতেন না। সম্প্রতি 'তুমিই সেই ব্রহ্ম' দৃষ্টান্ত ও যুক্তি প্রদর্শনের দ্বারা পিতা কর্ত্তৃক এই উপদেশ লাভ করার পর 'আমি সেই সৎ-ব্রহ্মস্বরূপই' ইহা বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন। এই অধ্যায় সমাপ্ত হইল ইহাই জানাইবার নিমিত্ত 'বিজজ্ঞাবিতি' এই পদটি দুইবার উক্ত হইয়াছে।

আচ্ছা, এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই সমস্ত প্রমাণভূত বাক্য দ্বারা অর্থাৎ উদ্দালকের উপদেশ বাক্যসমূহের দ্বারা আত্মবিষয়ে কি ফল হইল? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বিষয়ে যে অধিকার-জ্ঞান ছিল অর্থাৎ আমিই কর্ত্তা, আমিই ভোক্তা, ইত্যাদি যে আমিত্ব বোধ ছিল, সেই জ্ঞানের নিবৃত্তিই উদ্দালকের উপদেশের ফল, অবিজ্ঞাত বস্তুকে (জীবকে) বিজ্ঞানের নিমিত্ত 'ত্বং' শব্দবাচ্য

যে পদার্থকে শ্রবণ ও মনন করিতে অধিকারী বলিয়া আমরা যাহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেই অধিকার জ্ঞানের বিলোপই উক্ত উপদেশের ফল। ঈদৃশ জ্ঞান-লাভের পূর্ব্বে 'আমি এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি করিব' 'আমি এই বিষয়ের অধিকারী' 'ইহলোকে ও পরলোকে আমি এই সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোগ করিব' 'এই কার্য্যসমূহ সম্পন্ন হইলে আমি কৃতকৃত্য হইব' ইত্যাদিরূপ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বিষয়ে আমিই অধিকারী, নিজেতে এই যে জ্ঞান ছিল অর্থাৎ আমিই কর্ত্তা আমিই ভোক্তা, আপনার সম্বন্ধে এই যে আমিত্ববোধ ছিল, সেই ভ্রমজ্ঞান—যে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎপদার্থ জগতের মূল, তুমি তাহাই অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপই, ইত্যাদি উপদেশ-বাক্য দ্বারা প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগরিত হওয়ায় নিবৃত্ত হইয়া যায়, কারণ, উক্ত দ্বিবিধ জ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ, কেন না, "আমিই এই আত্মস্বরূপ" একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মবিষয়ে এইরূপ জ্ঞান হওয়ার পর (অথবা একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মাকে এই ভাবে জানার পর) ইহা আমা হইতে ভিন্ন, ইহা দ্বারা এই কার্য্য করিতে হইবে, ইহা করিয়া ইহার ফল ভোগ করিব, ইত্যাদি প্রকার ভেদজ্ঞান কখনই উপপন্ন হইতে পারে না, অতএব সৎ-স্বরূপ একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য আত্মবিজ্ঞান হইলে মিথ্যাভূত বিকার অর্থাৎ দেহাদিরূপ বিকার পদার্থে যে জীবাত্মবোধ বিলুপ্ত হয়, এ উক্তি যুক্তিসঙ্গত। এস্থানে আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে, আদিত্য মন ইত্যাদি ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থে যেমন ব্রহ্ম-বুদ্ধি স্থাপনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, অথবা এই জগতে প্রতিমা প্রভৃতিতে যেমন বিষ্ণু, শিব, দুর্গা ইত্যাদি বুদ্ধিস্থাপনের উপদেশ আছে, 'তৎ ত্বমসি' এ স্থানেও সেইরূপ 'ত্বং' শব্দবাচ্য অর্থে বা পদার্থে সৎ-বুদ্ধি স্থাপনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সৎই যে তুমি, এরূপ উপদেশ ত দেওয়া হয় নাই। আর দেখ, শ্বেতকেতু যদি যথার্থই সৎ-স্বরূপ হইতেন, তাহা হইলে কেন তিনি আত্মাকে জানিবেন না, যে জন্য তাঁহাকে আবার বিশেষ করিয়া 'তৎ ত্বমসি' এইরূপ উপদেশ দিতে হইতেছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না, কারণ, 'আদিত্য ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যের সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে; দেখ, 'আদিত্যই ব্রহ্ম' ইত্যাদি স্থলে মধ্যে একটি 'ইতি' শব্দের ("আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত") ব্যবধান থাকায় সাক্ষাৎ ভাবে আদিত্যাদির ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না, বিশেষতঃ আদিত্যাদি রূপাদিবিশিষ্ট, ব্রহ্ম অরূপ, অতএব অরূপ ব্রহ্মের সহিত রূপবিশিষ্ট আদিত্যাদির অভেদ প্রতিপন্ন হইতে পারে না। (ভাব এই যে—"আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" "মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" "আকাশং ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" আদিত্যকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করিবে, মনকে ব্রহ্ম

মনে করিয়া উপাসনা করিবে, আকাশকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করিবে, ইত্যাদি স্থানে যেমন অব্রহ্ম আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি-স্থাপনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, "তৎ ত্বমসি" এ স্থানেও তেমনই অব্রহ্ম শ্বেতকেতুকে নিজেতে ব্রহ্ম-বুদ্ধি-স্থাপনের উপদেশ করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 'ত্বং' পদবাচ্য শ্বেতকেতু কখন ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে না, সুতরাং ব্রহ্মের সঙ্গে শ্বেতকেতুর অভেদ কল্পনার উপদেশ করা শ্রুতির পক্ষে কখন সম্ভব হইতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন, আদিত্যাদির অব্রহ্মত্ব বুঝাইবার উদ্দেশে 'ব্রহ্ম' শব্দের পর একটি করিয়া 'ইতি' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' এই বলিয়া বা মনে করিয়া উপাসনা করিবে, কিন্তু 'তৎ ত্বমসি' এ স্থলে ঐরূপ কোন শব্দ না থাকায় উভয়ের অভেদই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সুতরাং আদিত্যাদি শ্রুতির সহিত 'তৎ ত্বমসি' শ্রুতির যথেষ্ট পার্থক্য থাকায় কোন আপত্তিই উপস্থিত হইতে পারে না) এইরূপ আকাশ ও মনের পক্ষেও মধ্যে একটি 'ইতি' শব্দ ব্যবধান থাকায় তাহাদেরও অব্রহ্মত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। এ স্থলে কিন্তু সৎ-পদার্থ ব্রহ্মেরই অভ্যন্তরে প্রবেশের বিষয় দেখাইয়া অর্থাৎ বর্ণনা করিয়া 'তৎ ত্বমসি' (তুমি হইতেছ তাহাই) ইহা দ্বারা নিঃসংশয়রূপে শ্বেতকেতুর সদাত্মভাব (সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মত্ব) উপদেশ করা হইয়াছে।

আচ্ছা, এরূপও ত হইতে পারে—কোন মহাপরাক্রান্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া যেমন লোকে বলে 'তুমি মহাপরাক্রান্ত সিংহ', এই 'তৎ ত্বমসি' বাক্যও সেই-রূপ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এ স্থানে সেরূপ অর্থ হইতে পারে না, কারণ, মৃত্তিকা প্রভৃতির সত্যতার ন্যায় একমাত্র অদ্বিতীয় সৎপদার্থই সত্য, এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ উপচার অর্থাৎ গৌণার্থ জ্ঞানের উদ্দেশে 'তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব' এইরূপ সৎসম্পত্তির উপদেশ হইতে পারে না, যে হেতু, উপচার-বিজ্ঞান বা গৌণার্থ প্রয়োগমাত্রই "তুমিই ইন্দ্র" "তুমিই যম" ইত্যাদি বাক্য-প্রয়োগ জন্য জ্ঞানের ন্যায় মিথ্যা। আর ইহাকে শ্বেতকেতুর স্তুতিও বলা যায় না, কারণ, শ্বেতকেতু কাহারও উপাস্য দেবতা নহে; আর সৎ-পদার্থকেও কেহ শ্বেতকেতুরূপে উপদেশ দ্বারা অর্থাৎ শ্বেতকেতু বলিয়া স্তব করে না, কারণ, "তুমি দাস" এই কথা বলিয়া কেহ কখন রাজার স্তুতি করে না বা করিতে পারে না। আরও দেখ, সর্ব্বাত্মস্বরূপ সৎ পদার্থের 'তৎ ত্বমসি' বলিয়া এক দেশে অর্থাৎ কোন একটি পরিচ্ছিন্ন স্থানে নিরোধ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অনন্ত সৎপদার্থকে পরিচ্ছিন্ন বা সসীম জীবরূপে সীমাবদ্ধ করাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। সমগ্র দেশের অধিপতিকে 'তুমি অমুক গ্রামের অধ্যক্ষ' বলিলে যেমন স্তব করা

সপ্তমপ্রপাঠকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ

অধীহি ভগবঃ। ইতি হোপাসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ। তং হোবাচ, যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ, ততস্তে ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামীতি ॥১॥

অনুবাদ।—ভগবন্! আমাকে অধ্যয়ন করান, এই কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা জান, তাহা লইয়া আমার সমীপে উপস্থিত হও, অর্থাৎ তুমি যতদূর জান, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল, আমি তাহার পর হইতে তোমাকে যথাবিধি উপদেশ দান করিব ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ওঁ তৎসৎ। পরমার্থতত্ত্বোপদেশপ্রধানপরঃ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সদাত্মৈকত্বনির্ণয়পরতয়ৈবোপযুক্তঃ। ন সতোঽর্ব্বাগ্‌বিকারলক্ষণানি তত্ত্বানি নির্দ্দিষ্টানীত্যতস্তানি নামাদীনি প্রাণান্তানি ক্রমেণ নির্দ্দিশ্য তদ্দ্বারেণাপি ভূমাখ্যং নিরতিশয়ং তত্ত্বং নির্দ্দেক্ষ্যামীতি শাখাচন্দ্রদর্শনবদিতীমং সপ্তমং প্রপাঠকমারভতে। অনির্দ্দিষ্টেষু হি সতোঽর্ব্বাক্ তত্ত্বেষু সন্মাত্রে চ নির্দ্দিষ্টেঽন্যদপ্যবিজ্ঞাতং স্যাদিত্যাশঙ্কা কস্যচিৎ স্যাৎ, সা মা ভূদিতি বা তানি নির্দ্দিদিক্ষতি; অথবা সোপানারোহণবৎ স্থূলাদারভ্য সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরঞ্চ বুদ্ধিবিষয়ং জ্ঞাপয়িত্বা তদতিরিক্তে স্বারাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামীতি নামাদীনি নির্দ্দিদিক্ষতি; অথবা নামাদ্যুত্তরোত্তরবিশিষ্টানি তত্ত্বানি, অতিতরাঞ্চ তেষামুৎকৃষ্টতমং ভূমাখ্যং তত্ত্বমিতি তৎস্তুত্যর্থং নামাদীনাং ক্রমেণোপন্যাসঃ। আখ্যায়িকা তু পরবিদ্যাস্তুত্যর্থা। কথম্? নারদো দেবর্ষিঃ কৃতকর্ত্তব্যঃ সর্ব্ববিদ্যোঽপি সন্ অনাত্মজ্ঞত্বাৎ শুশোচৈব, কিমু বক্তব্যমন্যোঽল্পবিৎ জন্তুরকৃতপুণ্যাতিশয়োঽকৃতার্থ ইতি; অথবা নান্যদাত্মজ্ঞানাৎ নিরতিশয়শ্রেয়ঃসাধনমস্তীত্যেতৎ প্রদর্শনার্থং সনৎকুমার-নারদাখ্যায়িকা আরভ্যতে, যেন সর্ব্ববিজ্ঞানসাধনশক্তিসম্পন্নস্যাপি নারদস্য দেবর্ষেঃ শ্রেয়ো ন বভূব, যেনোত্তমাভিজন-বিদ্যা-বৃত্ত-সাধন-শক্তি-সম্পত্তিনিমিত্তাভিমানং হিত্বা প্রাকৃতপুরুষবৎ সনৎকুমারমুপসসাদ শ্রেয়ঃসাধনপ্রাপ্তয়ে; অতঃ প্রখ্যাপিতং ভবতি নিরতিশয়শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিসাধনত্বমাত্মবিদ্যায়া ইতি। অধীহি অধীষ্ব ভগবঃ! ভগবন্নিতি হি কিল উপসসাদ। অধীহি ভগবঃ! ইতি মন্ত্রঃ। সনৎকুমারং যোগীশ্বরং ব্রহ্মনিষ্ঠং নারদ উপসন্নবান্। তং ন্যায়েনোপসন্নং হোবাচ, যদাত্মবিষয়ে কিঞ্চিদ্বেত্থ, তেন তৎপ্রখ্যাপনেন মামুপসীদ—ইদমহং জানে ইতি; ততোঽহং ভবতো বিজ্ঞানাৎ তে ভূয়ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামি ইত্যুক্তবতি—। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ষষ্ঠ প্রপাঠকটি বিশেষ করিয়া পরমার্থতত্ত্বের উপদেশ ও সৎস্বরূপ আত্মার একত্ব নির্ণয় করিবার উদ্দেশেই বিরচিত

হইয়াছে, কিন্তু সৎপদার্থের অর্ব্বাক্ অর্থাৎ অধস্তন বিকার-স্বরূপ তত্ত্বসমূহ তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এ জন্য সৎপদার্থের অধস্তন নাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ-পর্য্যন্ত তত্ত্বসমূহ নির্দ্দেশ করিয়া, তাহা দ্বারা শাখা-চন্দ্রদর্শনের ন্যায় ভূমানামক নিরতিশয় অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিব, এই অভিপ্রায়ে এই সপ্তমপ্রপাঠক আরম্ভ করিতেছেন। (চন্দ্রকে জানে না, অথচ বৃক্ষ বা তাহার শাখাকে জানে, এরূপ কোন বালককে চন্দ্র দেখাইতে হইলে প্রথমে যে বৃক্ষের শাখার মধ্য দিয়া চন্দ্র দেখা যায়, এরূপ বৃক্ষের দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়, বালক সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তখন যে শাখার মধ্য দিয়া চন্দ্র দেখা যায়, সেই শাখার দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়, সেই শাখায় বালকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে তাহাকে বুঝাইতে হয়, এই শাখার মধ্য দিয়া যে গোলাকার শ্বেত উজ্জ্বল দ্রব্যটি দেখা যাইতেছে, উহারই নাম চন্দ্র। যে কোন অবিজ্ঞাত পদার্থ বুঝাইতে হইলে গুরু এইরূপ ভাবে প্রথমে নাম প্রভৃতি সুবোধ্য সাধারণ পদার্থে শিষ্যের চিত্তনিবেশ করাইয়া ক্রমশঃ পরমার্থ-তত্ত্বের উপদেশ দিয়া থাকেন; ইহাকেই শাখা-চন্দ্রদর্শন ন্যায় বলে) অথবা—সৎপদার্থের অধস্তন তত্ত্বসমূহ নির্ণয় না করিয়া কেবল সৎপদার্থ নির্ণীত হইলে—কাহারও মনে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, হয় ত আরও কিছু অজ্ঞাত থাকিয়া গেল, সেটুকু জানিতে পারিলে ভাল হইত, যাহাতে কাহার মনে এরূপ আশঙ্কা না হইতে পারে, এই জন্যই নাম প্রভৃতি তত্ত্ব-সমূহ নির্দ্দেশ করিতেছেন। অথবা সোপান-আরোহণের ন্যায় প্রথমে স্থূল বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়-সমূহ জ্ঞাপন করিয়া তদনন্তর স্বারাজ্যে অর্থাৎ স্বরাজভাবে বা স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্যমাত্ররূপে অভিষিক্ত করিব, এই উদ্দেশেই নামাদি নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; (উপরে আরোহণ করিতে হইলে প্রথমে যেমন সর্ব্বনিম্ন সোপানে পাদ-নিক্ষেপ করিয়া ক্রমে একটি একটি সোপানের দ্বারা উপরে উঠিতে হয়, ভূমানামক পরমতত্ত্ব অবগত হইতে হইলেও সেইরূপ প্রথমে নিম্নতন স্থূল তত্ত্ব জানিতে হয়, পরে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ইত্যাদি তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, ইহাই সোপানারোহণ ন্যায়) অথবা নামাদি তত্ত্বসমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর বা পর পর তত্ত্বসমূহই উৎকৃষ্ট তত্ত্ব, ভূমানামক তত্ত্বটি আবার তাহাদিগের সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম, এ জন্য সেই ভূমানামক তত্ত্বের স্তুতি বা প্রশংসার নিমিত্ত নামাদি তত্ত্বসমূহের উপন্যাস বা উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবিদ্যা অর্থাৎ পারমার্থিক জ্ঞানের প্রশংসার নিমিত্তই আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে। কি প্রকার আখ্যায়িকা? না, নারদ স্বয়ং দেবর্ষি, সর্ব্বব্যাপারে কৃতকৃত্য (যাঁহার সমস্ত কর্ত্তব্যই শেষ হইয়াছে, কোন কর্ত্তব্য

যাঁহার অসম্পূর্ণ নাই) এবং সর্ব্ববিত্ত অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানী হইয়াও আত্মজ্ঞানের অভাবে যখন শোক অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখবোধ করিতেছিলেন, তখন অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন, পুণ্যানুষ্ঠানবিহীন অতএব অকৃতার্থ অর্থাৎ অসমাপ্তকর্ত্তব্য সাধারণ ব্যক্তিগণ যে সর্ব্বদা শোকার্ত্ত থাকিবে, এ বিষয় বলাই বাহুল্য মাত্র। অথবা একমাত্র আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃসাধন বা মোক্ষপ্রদ কোন বিষয়ই নাই, ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত সনৎকুমার ও নারদের আখ্যায়িকা আরম্ভ করিতেছেন; যে হেতু, সর্ব্ববিধ বিজ্ঞান ও সাধনশক্তিসম্পন্ন হইয়াও দেবর্ষি নারদের শ্রেয়োলাভ হয় নাই, এবং যে জন্য তিনি উত্তম বংশগৌরব, বিদ্যা, চরিত্র ও সাধন-শক্তিসম্পন্ন হইয়াও তজ্জন্য অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সামান্য ব্যক্তির ন্যায় শ্রেয়ঃসাধনপ্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তি-লাভের উপায় জানিবার নিমিত্ত সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, অতএব একমাত্র আত্মবিদ্যাই যে আত্যন্তিক মোক্ষ-লাভের উপায়, ইহাই বলা হইল।

ভগবঃ! অর্থাৎ হে ভগবন্! আমাকে অধ্যয়ন করান, এই কথা বলিতে বলিতে দেবর্ষি নারদ যোগিশ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন "অধীহি ভগবঃ!" এই অংশটুকু উপদেশার্থী শিষ্যের গুরুসমীপে উপস্থিত হইবার মন্ত্র বা প্রার্থনাবাক্য। যথাবিধি অর্থাৎ সমিৎপাণি হইয়া ইত্যাদি যে সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি আছে, সেই ভাবে সমীপাগত নারদকে সনৎকুমার বলিয়া-ছিলেন, আত্মতত্ত্ববিষয়ে তুমি যত দূর জান, তাহা প্রখ্যাপিত করিয়া অর্থাৎ 'আমি এই পর্য্যন্ত জানি' এই ভাবে আমাকে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়া আমার সমীপে উপদেশার্থী হইয়া আগমন কর। অনন্তর তুমি যাহা জান, তাহার পর হইতে তোমাকে বলিব, সনৎকুমার এইরূপ বলিলে—॥ ১ ॥

স হোবাচ, ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি, যজুর্ব্বেদং, সামবেদম্, আথর্ব্বণং চতুর্থম্, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং, বেদানাং বেদং, পিত্র্যং, রাশিং, দৈবং, নিধিং, বাকোবাক্যম্, একায়নং, দেব-বিদ্যাং, ব্রহ্মবিদ্যাং, ভূতবিদ্যাং, ক্ষত্রবিদ্যাং, নক্ষত্রবিদ্যাং, সর্প-দেবজনবিদ্যামেতদ্ভগবোঽধ্যেমি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—নারদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও পুরাণ, বেদ-সমূহের অর্থাৎ পঞ্চম বেদ মহাভারত সহ বেদচতুষ্টয়ের বেদ অর্থাৎ বৈদিক

শব্দসমূহের নিষ্পাদক ব্যাকরণ শাস্ত্র, পিত্র্য অর্থাৎ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধবিষয়ক শাস্ত্র, রাশি অর্থাৎ গণিত শাস্ত্র, দৈব অর্থাৎ উল্কা ধূমকেতু প্রভৃতি দৈব উৎপাত-জ্ঞাপক শাস্ত্র, নিধি অর্থাৎ ভূগর্ভে অবস্থিত রত্নাদি-জ্ঞাপক শাস্ত্র, বাকোবাক্য অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র, একায়ন অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা অর্থাৎ নিরুক্ত, ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা অর্থাৎ ধনুর্ব্বেদ, নক্ষত্রবিদ্যা অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র, সর্পবিদ্যা অর্থাৎ গারুড়তন্ত্র বা বিষবিজ্ঞান, দেবজনবিদ্যা অর্থাৎ কুঙ্কুমাদি সুগন্ধি দ্রব্য ও নৃত্যগীতাদি বিজ্ঞান, এই সমস্ত বিদ্যা আমি অধ্যয়ন করিয়াছি ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হোবাচ নারদঃ, ঋগ্বেদং ভগবঃ! অধ্যেমি স্মরামি, "যদ্বেত্থ" ইতি বিজ্ঞানস্য স্পষ্টত্বাৎ; তথা যজুর্ব্বেদং, সামবেদম্ আথর্ব্বণং চতুর্থং বেদং, বেদশব্দস্য প্রকৃতত্বাৎ ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদং, বেদানাং ভারতপঞ্চমানাং বেদং ব্যাকরণমিত্যর্থঃ, ব্যাকরণেন হি পদাদিবিভাগশ ঋগ্বেদাদয়ো জ্ঞায়ন্তে। পিত্র্যং শ্রাদ্ধকল্পং, রাশিং গণিতং, দৈবমুৎপাতজ্ঞানং, নিধিং মহাকালাদিনিধিশাস্ত্রং, বাকোবাক্যং তর্কশাস্ত্রং, একায়নং নীতিশাস্ত্রং, দেববিদ্যাং নিরুক্তং, ব্রহ্মণ ঋগ্-যজুঃ-সামাখ্যস্য বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঃ শিক্ষা-কল্প-ছন্দশ্চিতয়স্তাঃ, ভূতবিদ্যাং ভূততন্ত্রং, ক্ষত্রবিদ্যাং ধনুর্ব্বেদং, নক্ষত্রবিদ্যাং জ্যোতিষং, সর্প-দেবজনবিদ্যাং সর্পবিদ্যাং গারুড়ং, দেবজনবিদ্যাং গন্ধযুক্তি-নৃত্য-গীত-বাদ্য-শিল্পাদি-বিজ্ঞানানি; এতৎ সর্ব্বং হে ভগবঃ! অধ্যেমি। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে ভগবন্! আমি ঋগ্‌বেদ অধ্যয়ন অর্থাৎ স্মরণ করিতেছি বা অবগত আছি, এ স্থানে 'অধ্যেমি' অর্থে অধ্যয়ন করা বুঝাইবে না, কিন্তু স্মরণাত্মক জ্ঞান বুঝাইবে, কারণ, সনৎকুমার প্রথমেই বলিয়াছেন, 'যাহা তুমি জান' এ স্থানে স্পষ্টভাবে জ্ঞানের বিষয়ই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে; এবং যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্ব্বণ, এ স্থানে বেদ শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও পূর্ব্বে ও পরে বেদেরই উল্লেখ থাকায় আথর্ব্বণ শব্দে অথর্ব্ববেদই বুঝিতে হইবে, পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও পুরাণ, বেদসমূহের অর্থাৎ পঞ্চম বেদ মহাভারতকে লইয়া বেদচতুষ্টয়ের বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ শাস্ত্র, কারণ ব্যাকরণের সাহায্যেই ঋগ্‌বেদাদি পদবিভাগক্রমে জ্ঞাত হওয়া যায়, পিত্র্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধকল্প বা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধবিধি যাহা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, রাশি অর্থাৎ গণিতশাস্ত্র, দৈব অর্থাৎ উৎপাত-বিজ্ঞান (এই উৎপাত তিন প্রকার;—দিব্য, আন্তরিক্ষ ও ভৌম, তন্মধ্যে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা ব্যতীতও সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণ দিব্য উৎপাত, উল্কাপাত, আকাশে ভীষণ শব্দ বা মেঘনির্ঘোষ আন্তরিক্ষ উৎপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি ভৌম উৎপাত, যে শাস্ত্র অধ্যয়নে এই সমস্ত বিষয় জানা যায়, তাহাই

দৈবশাস্ত্র, এই সমস্ত উৎপাত প্রাণিগণের বিশেষ অমঙ্গল সূচনা করে) মহাকাল প্রভৃতি নিধিবিজ্ঞানশাস্ত্র, (নিধি শব্দে—ভূগর্ভে প্রোথিত রত্নাদিকে বুঝায়, এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তদনুসারে নিধির সন্ধান পাওয়া যায়) বাকোবাক্য অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র, একায়ন অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা অর্থাৎ নিরুক্ত, ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্ম অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ ও সামনামক বেদত্রয়বিষয়ক বিদ্যা বা জ্ঞান, এই ব্রহ্মবিদ্যা শব্দে শিক্ষা, কল্প ও ছন্দ শাস্ত্রকে বুঝায়, ইহারা বেদাঙ্গ, ভূতবিদ্যা বা ভূততন্ত্র, ক্ষত্রবিদ্যা অর্থাৎ ধনুর্বেদ বা অস্ত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র, সর্পবিদ্যা অর্থাৎ গারুড়তন্ত্র বা বিষবিজ্ঞান বা বিষচিকিৎসা, দেবজনবিদ্যা অর্থাৎ গন্ধযুক্তি অর্থাৎ কুসুমাদিযোগে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতপ্রণালী ও নৃত্য, গীত, বাদ্য ও শিল্পাদিবিজ্ঞান, হে ভগবন্! আমি এই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি ও অবগত আছি ॥ ২ ॥

সোঽহং ভগবঃ! মন্ত্রবিদেবাস্মি, নাত্মবিৎ, শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি; সোঽহং ভগবঃ! শোচামি, তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি। তং হোবাচ, যদ্বৈ কিঞ্চৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—হে ভগবন্! সেই আমি কেবলমাত্র মন্ত্রবেত্তাই হইয়াছি, কিন্তু আত্মজ্ঞ হইতে পারি নাই। আপনাদিগের ন্যায় মহাত্মাগণের নিকট শুনিয়াছি যে, 'আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোককে অতিক্রম করিতে পারেন,' অর্থাৎ শোকে অভিভূত হন না। হে ভগবন্! সেই আমি শোকার্ত্ত হইতেছি অর্থাৎ দুঃখভোগ করিতেছি, অতএব আপনি আমাকে শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করুন। সনৎকুমার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ, অর্থাৎ জ্ঞাত হইয়াছ, তাহা নামমাত্রই অর্থাৎ বিকারাত্মক নামমাত্র ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সোঽহং ভগবঃ! এতৎ সর্ব্বং জানন্নপি মন্ত্রবিদেবাস্মি শব্দার্থমাত্রবিজ্ঞানবানেবাস্মীত্যর্থঃ। সর্ব্বো হি শব্দোঽভিধানমাত্রম্, অভিধানং চ সর্ব্বং মন্ত্রেম্বন্তর্ভবতি। মন্ত্রবিদেবাস্মি—মন্ত্রবিৎ কর্ম্মবিদিত্যর্থঃ। "মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি" ইতি হি বক্ষ্যতি; ন আত্মাবিৎ ন আত্মানং বেদ্মি। নন্বাত্মাঽপি মন্ত্রৈঃ প্রকাশ্যতে এবেতি কথং মন্ত্রবিৎ নাত্মবিৎ? ন, অভিধানাভিধেয়ভেদস্য বিকারত্বাৎ; ন চ বিকার আত্মেষ্যতে। নন্বাত্মাঽপি আত্মশব্দেনাভিধীয়তে? ন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কথং তর্হি "আত্মৈবাধস্তাৎ" "স আত্মা" ইত্যাদিশব্দা আত্মানং প্রত্যায়য়ন্তি? নৈষ দোষঃ; দেহবতি প্রত্যগাত্মনি ভেদবিষয়ে প্রযুজ্যমানঃ শব্দো দেহাদীনামাত্মত্বে প্রত্যাখ্যায়মানে যৎ পরিশিষ্টং সদবাচ্যমপি প্রত্যায়য়তি, যথা

সরাজিকায়াং দৃশ্যমানায়াং সেনায়াং ছত্র-ধ্বজ-পতাকাদিব্যবহিতেঽদৃশ্যমানেঽপি রাজনি "এষ রাজা দৃশ্যতে" ইতি ভবতি শব্দপ্রয়োগঃ, তত্র "কোঽসৌ রাজা?" ইতি রাজবিশেষনিরূপণায়াং দৃশ্যমানেতরপ্রত্যাখ্যানেঽন্যস্মিন্নদৃশ্যমানেঽপি রাজনি রাজপ্রতীতির্ভবেৎ, তদ্বৎ; তস্মাৎ সোঽহং মন্ত্রবিৎ কর্ম্মবিদেবাস্মি; কর্ম্ম কার্য্যঞ্চ সর্ব্বং বিকারঃ, ইতি বিকারজ্ঞ এবাস্মি, নাত্মবিৎ ন আত্মপ্রকৃতিস্বরূপজ্ঞ ইত্যর্থঃ। অত এবোক্তম্ "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইতি, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। শ্রুতমাগমজ্ঞানমস্ত্যেব হি যস্মাৎ মে মম ভগবদ্দৃশেভ্যো যুষ্মৎসদৃশেভ্যঃ তরতি অতিক্রামতি শোকং মনস্তাপম্ অকৃতার্থবুদ্ধিতামাত্মবিদিতি; অতঃ সোঽহমনাত্মবিত্ত্বাৎ হে ভগবঃ! শোচামি অকৃতার্থবুদ্ধ্যা সন্তপ্যে সর্ব্বদা; তং মা মাং শোকস্য শোকসাগরস্য পারম্ অন্তং ভগবান্ তারয়তু আত্মজ্ঞানোড়ুপেন কৃতার্থবুদ্ধিমাপাদয়তু অভয়ং গময়তু ইত্যর্থঃ। তমেবমুক্তবন্তং হোবাচ, যদ্বৈ কিঞ্চৈতদধ্যগীষ্ঠাঃ অধীতবানসি, অধ্যয়নেন তদর্থজ্ঞানমুপলক্ষ্যতে, জ্ঞাতবানসীত্যেতৎ; নামৈবৈতৎ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইতি শ্রুতেঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে ভগবন্! সেই আমি এই সমস্ত শাস্ত্র অবগত থাকিলেও কেবলমাত্র মন্ত্রবিৎ অর্থাৎ শব্দের অর্থমাত্রেই জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছি; সমস্ত শব্দই অভিধান বা নামমাত্র, সমস্ত অভিধান বা নামই মন্ত্রের অন্তর্ভূত, (ভাবার্থ এই যে—অভিধান বা নামমাত্রই মন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, যাহার যে নাম প্রসিদ্ধ, সেই নামই তাহার একটি মন্ত্র। ঋষিগণও বলিয়াছেন—"স্বনাম সর্ব্বসত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে" অর্থাৎ সমস্ত পদার্থেরই নিজ নিজ নাম মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, এই জন্য ভাষ্যকার নামমাত্রকেই মন্ত্রের অন্তর্ভূত বলিয়াছেন) অতএব আমি কেবল মন্ত্রবিৎই অর্থাৎ কর্ম্মবিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, যে হেতু, পরে বলা হইবে, 'কর্ম্মসমূহ মন্ত্রেই অবস্থিত', কিন্তু আমি আত্মাকে জানিতে পারি নাই। আচ্ছা, আত্মাও ত মন্ত্র দ্বারাই প্রকাশিত হন, তবে মন্ত্রবিৎ হইলে আত্মবিৎ হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, অভিধান-অভিধেয়ভাব বা বাচ্য-বাচকভাবও বিকারাত্মক, কিন্তু আত্মাকে কেহই বিকার পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। আচ্ছা, আত্মাও ত আত্মশব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হয় না, কারণ, শ্রুতি আছে—"বাক্যসমূহ যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়" অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না, "যে স্থানে অন্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না" ইত্যাদি। আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে "আত্মাই অধোদেশে" "তাহাই আত্মা" ইত্যাদি শব্দসমূহ কিরূপে আত্মাকে অবগত করায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহাতেও কোন দোষ হয় না, কেন না, শব্দ অর্থাৎ

আত্মশব্দটি ভেদবুদ্ধির বিষয়ীভূত দেহবিশিষ্ট জীবাত্মাতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু দেহাদির আত্মত্ব প্রত্যাখ্যাত হইলে যাহা অবশিষ্ট অর্থাৎ অপ্রত্যাখ্যাত বা অনিষিদ্ধ থাকে, তাহা অবাচ্য অর্থাৎ বাক্যের অগোচর হইলেও তাঁহাকে প্রতীত অর্থাৎ অবগত করায়। রাজা কর্তৃক পরিচালিত সৈন্তমণ্ডলী দৃষ্টিগোচর হইলেও ছত্র, ধ্বজা ও পতাকা ইত্যাদি দ্বারা ব্যবহিত থাকায় রাজাকে কেহ দেখিতে না পাইলেও লোকে যেমন 'এই রাজা দৃষ্টিগোচর হইতেছেন' এইরূপ শব্দ প্রয়োগ হয়, সে স্থলে কেহ যদি রাজাকে বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছায় বলে 'ইহার মধ্যে কে রাজা ?' তাহা হইলে দৃশ্যমান ব্যক্তিসমূহকে প্রত্যাখ্যান করিলে অদৃশ্যমান ব্যক্তিটিকেই রাজা বলিয়া ধারণা হয়, অর্থাৎ যাহাদিগকে দেখা যাইতেছে, ইহাদের মধ্যে রাজা নাই, এই ভাবে দৃশ্যমান ব্যক্তিসমূহবিষয়ে রাজবুদ্ধি নিবারিত হইলে সৈন্তসমূহের অন্তরালে অবস্থিত অদৃশ্য ব্যক্তিটিকেই রাজা বলিয়া মনে করা যায়, এ স্থানেও সেইরূপ জানিবে। সুতরাং আমি কেবল মন্ত্রবিৎ অর্থাৎ কর্ম্মবিষয়েই অভিজ্ঞ, কর্ম্মফলমাত্রই বিকার, কেন না, যাহা জন্য, তাহা নশ্বর অতএব মিথ্যা, এ অবস্থায় আমি কেবল বিকার-বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, কিন্তু আত্মার প্রকৃত স্বরূপবিষয়ে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, "আচার্য্যবিশিষ্ট ব্যক্তিই জানিতে পারেন" "বাক্যসমূহ যাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়" ইত্যাদি আমার শ্রুত অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেশজনিত জ্ঞান আছে, অর্থাৎ 'ভগবদ্দৃশেভ্যঃ' অর্থাৎ আপনাদিগের ন্যায় মহাত্মার নিকট হইতে আমার শোনা আছে যে, "আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক অর্থাৎ মনস্তাপ বা অকৃতার্থতা বুদ্ধি হইতে (আমি এই কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারিলাম না বলিয়া মনঃক্লেশ) উত্তীর্ণ হইতে পারেন" কোনরূপ শোক-দুঃখ আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না। অতএব হে ভগবন্! সেই আমি অর্থাৎ যে আমি অন্য সমস্ত শাস্ত্র জানি, সেই আমি আত্মজ্ঞানের অভাবে শোকগ্রস্ত হইতেছি, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভে অকৃতার্থতাবশতঃ সর্ব্বদাই মনস্তাপ ভোগ করিতেছি, ঈদৃশ শোকগ্রস্ত আমাকে আপনি শোকসাগরের পারে উত্তীর্ণ করুন, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে আমি যাহাতে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারি, এরূপ বুদ্ধি উৎপাদন করুন, অর্থাৎ আমাকে অভয় (মুক্তি) প্রাপ্ত করান। নারদ এইরূপ বলিলে সনৎকুমার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি এই সমস্ত যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ—এ স্থানে অধ্যয়নশব্দে অধীত বিষয়ের অর্থজ্ঞান বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ যাহা কিছু অবগত হইয়াছ, এ সমস্তই নামমাত্র ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, "বিকার বা সৃষ্ট পদার্থমাত্রই বাক্য দ্বারা আরব্ধ নাম ব্যতীত

আর কিছুই নহে। (ভাব এই যে—নাম বলিলে সাধারণতঃ 'শব্দ' এই অর্থই বুঝায়, কিন্তু এ স্থানে সে অর্থ বুঝাইবে না ; এ স্থানে পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" বিকারমাত্রই বাক্যারব্ধ অর্থাৎ বাক্য দ্বারা প্রকাশোপযোগী নামমাত্র, মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য, এই শ্রুত্যনুসারে মিথ্যা বিকারাত্মক এই অর্থই বুঝিতে হইবে, অতএব এ স্থানে 'নামৈব' এই 'এব' শব্দ দ্বারা ঋগ্বেদাদি বিদ্যা ও বিদ্যাফল সমস্তই বিনশ্বর অনিত্য পদার্থ বুঝিতে হইবে, এই সমস্ত বিদ্যা ও তাহার ফলের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াই নারদের মন শোকবিক্ষুব্ধ হইয়াছিল) ॥ ৩ ॥

নাম বা ঋগ্বেদঃ, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদঃ, আথর্ব্বণশ্চতুর্থঃ, ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমঃ, বেদানাং বেদঃ, পিত্র্যঃ, রাশিঃ, দৈবঃ, নিধিঃ, বাকোবাক্যম্, একায়নং, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প-দেবজনবিদ্যা নামৈবৈতৎ, নামোপাস্স্বেতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্ব্বণ বেদ, পঞ্চম বেদ ইতিহাস পুরাণ, বেদসমূহের বেদ ব্যাকরণ, পিত্র্য, রাশি (গণিত), দৈব (উৎপাতবিজ্ঞান), নিধিবিজ্ঞান, বাকোবাক্য (ন্যায়), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা (নিরুক্ত), ব্রহ্মবিদ্যা (শিক্ষা কল্প ছন্দঃ প্রভৃতি বেদাঙ্গ), ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (ধনুর্ব্বেদ), নক্ষত্রবিদ্যা (জ্যোতিষ), সর্পবিদ্যা (বিষবিজ্ঞান) দেবজনবিদ্যা (সুগন্ধি দ্রব্য বিজ্ঞান ও নৃত্যগীতাদি বিজ্ঞান), এই সমস্তই নাম অর্থাৎ নামস্বরূপ, নামের উপাসনা কর, অর্থাৎ প্রতিমাকে যেমন বিষ্ণুজ্ঞানে উপাসনা করা যায়, সেইরূপ নামকেই ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া উপাসনা কর ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—নাম বৈ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদ ইত্যাদি। নামৈবৈতৎ, নামোপাস্স্ব ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবুদ্ধ্যা, যথা প্রতিমাং বিষ্ণুবুদ্ধ্যা উপাস্তে, তদ্বৎ। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ প্রভৃতি সমস্তই নামই। প্রতিমাকে যেমন বিষ্ণুজ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, সেইরূপ এই সমস্ত নামকেও ব্রহ্ম এই জ্ঞান করিয়া উপাসনা কর ॥ ৪ ॥

স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, যাবন্নাম্নো গতং, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি? নাম্নো বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ৫ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি নামকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত নামের গতি অর্থাৎ যাহা কিছু শব্দগম্য, তাহাতেই এই উপাসকের কামচার অর্থাৎ যথেচ্ছ অধিকার থাকে, যে ব্যক্তি নামকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে। নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! নাম হইতে অধিক কিছু আছে কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, নাম হইতেও অধিক আছে বৈ কি। নারদ বলিয়াছিলেন, পূজনীয় আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ৫ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে প্রথমখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্—স যস্তু নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, তস্য যৎ ফলং ভবতি, তচ্ছৃণু, যাবন্নাম্নো গতং নাম্নো গোচরং, তত্র তস্মিন্নামবিষয়ে অস্য যথাকামচারঃ কামচরণং রাজ্ঞ ইব স্ববিষয়ে ভবতি। যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে ইত্যুপসংহারঃ। কিমস্তি ভগবো নাম্নো ভূয়ঃ? অধিকতরম্? যৎ ব্রহ্মদৃষ্ট্যর্হমন্যদিত্যভিপ্রায়ঃ। সনৎকুমার আহ, নাম্নো বাব ভূয়োঽস্ত্যেব, ইত্যুক্ত আহ, যদ্যস্তি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ৫ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি নামকেই ব্রহ্ম এই মনে করিয়া উপাসনা করে, সে ব্যক্তি যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ কর—যে পর্য্যন্ত নামের গতি অর্থাৎ নামের গেচার অর্থাৎ যে যে বিষয়ে নাম প্রযুক্ত হইতে পারে, রাজার যেমন নিজরাজ্যে যথেচ্ছ অধিকার থাকে, সেই উপাসকেরও নামবিষয়ে সেইরূপ যথেচ্ছ অধিকার থাকে। যে ব্যক্তি নামকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, পুনরুক্ত এই বাক্যটি উক্ত বাক্যের উপসংহারস্বরূপ। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! নাম অপেক্ষাও ভূয়ঃ অর্থাৎ অধিকতর আর কিছু কি আছে, যে বস্তুতে ব্রহ্মজ্ঞান করা যাইতে পারে? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, নাম হইতেও অধিকতর বস্তু নিশ্চয়ই আছে। সনৎকুমার এইরূপ বলিলে নারদ বলিয়াছিলেন, যদি থাকে, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ৫ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে প্রথমখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমপ্রপাঠকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী, বাগ্বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি, যজুর্ব্বেদং, সামবেদম্, আথর্ব্বণং চতুর্থম্, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং, বেদানাং বেদং, পিত্র্যং, রাশিং, দৈবং, নিধিং, বাকোবাক্যম্, একায়নং, দেববিদ্যাং, ব্রহ্মবিদ্যাং, ভূতবিদ্যাং, ক্ষত্রবিদ্যাং, নক্ষত্রবিদ্যাং, সর্প-দেবজনবিদ্যাং, দিবঞ্চ, পৃথিবীঞ্চ, বায়ুঞ্চ, আকাশঞ্চ, আপশ্চ, তেজশ্চ, দেবাংশ্চ, মনুষ্যাংশ্চ, পশূংশ্চ, বয়াংসি চ, তৃণ-বনস্পতীন্, শ্বাপদানি, আকীটপতঙ্গপিপীলকং, ধর্ম্মঞ্চ, অধর্ম্মঞ্চ, সত্যঞ্চ, অনৃতঞ্চ, সাধু চ, অসাধু চ, হৃদয়জ্ঞঞ্চ, অহৃদয়জ্ঞঞ্চ, যদ্বৈ বাঙ্‌নাভবিষ্যৎ, ন ধর্ম্মো নাধর্ম্মো ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ, ন সত্যং, নানৃতং, ন সাধু, নাসাধু, ন হৃদয়জ্ঞঃ, নাহৃদয়জ্ঞঃ, বাগেবৈতৎ সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়তি ; বাচমুপাস্স্বেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—বাগিন্দ্রিয়ই নাম অপেক্ষাও অধিক বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে, কারণ, বাগিন্দ্রিয়ই ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্ব্বণ বা অথর্ব্ববেদ, পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণ, বেদসমূহের বেদ ব্যাকরণ, পিত্র্য, রাশি, দৈব, নিধি, বাকোবাক্য, একায়ন, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প-বিদ্যা, দেবজনবিদ্যা, দ্যুলোক, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, জলসমূহ, তেজ, দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তৃণ, বনস্পতি (বৃহৎ বৃক্ষ), শ্বাপদ (হিংস্র প্রাণী), এবং কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা অবধি ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত পদার্থ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, সাধু, অসাধু, হৃদয়জ্ঞ অর্থাৎ মনোরম, অহৃদয়জ্ঞ অর্থাৎ অমনোরম বা কুৎসিত ইত্যাদিকে বিজ্ঞাপিত করে। যদি বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, অসত্য, সাধু, অসাধু, হৃদয়জ্ঞ, অহৃদয়জ্ঞ কেহই নিজেকে জানাইতে পারিত না এবং কিছুই থাকিতও না, বাগিন্দ্রিয়ই এই সমস্ত জানাইয়া দেয় ; অতএব বাগিন্দ্রিয়কেই ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া উপাসনা কর ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—বাগ্বাব বাগিতি ইন্দ্রিয়ং জিহ্বামূলাদিষষ্টসু স্থানেষু স্থিতং বর্ণানামভিব্যঞ্জকম্। বর্ণাশ্চ নামেতি নাম্নো বাক্ ভূয়সীত্যুচ্যতে। কার্য্যাদ্ধি কারণং ভূয়ো দৃষ্টং লোকে, যথা পুত্রাৎ পিতা, তদ্বৎ। কথং চ বাক্ নাম্নো ভূয়সী? ইত্যাহ, বাক্ বৈ ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি—অয়ম্ ঋগ্বেদ ইতি; তথা যজুর্ব্বেদমিত্যাদি সমানম্। হৃদয়জ্ঞং হৃদয়প্রিয়ং, তদ্বিপরীতমহৃদয়জ্ঞম্। যৎ যদি বাক্ নাভবিষ্যৎ ধর্ম্মাদি ন ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ, বাগভাবে অধ্যয়নাভাবঃ, অধ্যয়নাভাবে তদর্থশ্রবণাভাবঃ, তচ্ছ্রবণাভাবে ধর্ম্মাদি ন ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ ন বিজ্ঞাতমভবিষ্যদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ বাগেবৈতচ্ছব্দোচ্চারণেন সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়তি, অতো ভূয়সী বাক্ নাম্নঃ; তস্মাৎ বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্স্ব ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—বাগ্‌বাব অর্থাৎ বাক্ বা বাগিন্দ্রিয়ই জিহ্বামূল প্রভৃতি আটটি স্থানে অবস্থিত হইয়া বর্ণসমূহের অভিব্যঞ্জক হইয়া থাকে, অর্থাৎ বর্ণসমূহকে প্রকাশ করে, ("অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠঞ্চ তালুকা।" বক্ষঃ, কণ্ঠ, মস্তক, জিহ্বামূল, দন্তসমূহ, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালুদেশ এই আটটি স্থান বর্ণসমূহের অভিব্যঞ্জক, এই আটটি স্থানে অবস্থিত হইয়াই বাগিন্দ্রিয় বর্ণসমূহকে প্রকাশ করে, যেমন—উরস্য, কণ্ঠ্যবর্ণ, মূর্দ্ধন্যবর্ণ, জিহ্বামূলীয়, দন্ত্য, নাসিক্য অর্থাৎ অনুনাসিক, ওষ্ঠ্য, তালব্য) বর্ণসমূহই নাম, এই জন্যই নাম অপেক্ষাও বাক্‌কে ভূয়সী বা শ্রেষ্ঠা বলা হইয়া থাকে। এই জগতে কার্য্য অপেক্ষা কারণেরই ভূয়স্ত্ব বা প্রাধান্য দেখা যায়, যেমন পুত্র অপেক্ষা পিতা শ্রেষ্ঠ, ইহাও সেইরূপ জানিবে। নাম অপেক্ষা বাগিন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, বাগিন্দ্রিয়ই ঋগ্‌বেদকে জানাইয়া দেয় যে, ইহাই ঋগ্‌বেদ। এইরূপ যজুর্ব্বেদ ইত্যাদিকেও জানাইয়া দেয় ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেরই ন্যায়। হৃদয়জ্ঞ অর্থাৎ হৃদয়ের প্রিয় বা প্রীতিজনক, অহৃদয়জ্ঞ তাহার বিপরীত অর্থাৎ হৃদয়ের অপ্রীতিকর। যৎ অর্থাৎ যদি বাক্ না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্মাদি বিজ্ঞাপিত হইতে পারিত না, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় না থাকিলে কেহ অধ্যয়ন করিতে পারিত না, অধ্যয়ন করিতে না পারিলে শাস্ত্রের অর্থ শ্রবণ করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে পারে না, শ্রবণ করিতে না পাইলে ধর্ম্ম অধর্ম্ম ইত্যাদি জানাইতে অর্থাৎ উপদেশ দিতে পারা যায় না, উপদেশাভাবে কেহ তাহা জানিতেও পারে না, অতএব বাগিন্দ্রিয়ই শব্দোচ্চারণ দ্বারা এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে জানাইয়া দেয়, আর তাহা হইলেই নাম হইতে বাক্‌ই প্রধান বা শ্রেষ্ঠ, এ জন্য বাগিন্দ্রিয়কে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, যাবদ্বাচো গতং, তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি, যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো বাচো ভূয় ইতি? বাচো বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি বাগিন্দ্রিয়কে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত বাগিন্দ্রিয়ের গতি বা অধিকার অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যতদূর প্রকাশ করা যাইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত এই উপাসকের যথেচ্ছ অধিকার থাকে, যে ব্যক্তি বাক্‌কে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! বাগিন্দ্রিয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, বাগিন্দ্রিয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে বৈ কি। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ। ২।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রথম খণ্ডের পঞ্চম মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ইহার ব্যাখ্যাও সেইরূপই জানিবে ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমপ্রপাঠকে

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

মনো বাব বাচো ভূয়ঃ, যথা বৈ দ্বে বাঽহমলকে দ্বে বা কোলে দ্বৌ বাঽক্ষৌ মুষ্টিরনুভবতি, এবং বাচঞ্চ নাম চ মনোঽনুভবতি, স যদা মনসা মনস্যতি মন্ত্রানধীয়ীয়েত্যথাধীতে, কর্ম্মাণি কুর্ব্বীয়েত্যথ কুরুতে, পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছতে, ইমঞ্চ লোকমমুঞ্চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছতে, মনো হ্যাত্মা, মনো হি লোকঃ, মনো হি ব্রহ্ম, মন উপাস্স্বেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—বাগিন্দ্রিয় অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ। হস্তের মুষ্টি যেমন দুইটি আমলকী, অথবা দুইটি কুল, অথবা দুইটি বহেড়াকে অনুভব করিতে অর্থাৎ ধারণ করিতে পারে, অর্থাৎ একটি মুষ্টির মধ্যে যেমন দুইটি ফল থাকিতে পারে, তেমনই মন অর্থাৎ অন্তঃকরণও বাক্ ও নাম অর্থাৎ শব্দকে অনুভব করিতে পারে, অর্থাৎ একই সময়ে ঐ দুইটি একই অন্তঃকরণে স্থান পাইতে পারে। কোন ব্যক্তি যখন মনের দ্বারা মনন অর্থাৎ ইচ্ছা করে যে, আমি মন্ত্র অধ্যয়ন করিব, তখনই সে অধ্যয়ন বা উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যখন কেহ মনে করে, আমি কর্ম্ম করিব, এইরূপ মনে করার পরেই সে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। যখন কেহ মনে করে, আমি পুত্রসমূহ ও পশুসমূহ ইচ্ছা করি অর্থাৎ পাইতে ইচ্ছা করি, তাহার পরই সে উহা লাভ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যখন কোন ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পরই সে ঐ লোকদ্বয় পাইবার চেষ্টা করে। মনই আত্মা, অর্থাৎ আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বসিদ্ধি মনের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়, মনই লোক অর্থাৎ মনের সাহায্যেই স্বর্গাদিপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা সম্পন্ন হয়, মনই ব্রহ্ম, অতএব মনকে ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া উপাসনা কর। ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—মনো মনস্তনবিশিষ্টমন্তঃকরণং বাচো ভূয়ঃ। তদ্ধি মনস্তনব্যাপারবৎ বাচং বক্তব্যে প্রেরয়তি, তেন বাক্ মনস্যন্তর্ভবতি। যচ্চ যস্মিন্নন্তর্ভবতি, তৎ তস্য ব্যাপকত্বাৎ ততো ভূয়ো ভবতি, যথা বৈ লোকে দ্বে বা আমলকে ফলে দ্বে বা কোলে বদরফলে দ্বৌ বা অক্ষৌ বিভীতকফলে মুষ্টিরনুভবতি মুষ্টিস্তে ফলে ব্যাপ্নোতি, মুষ্টৌ হি তেঽন্তর্ভবতঃ, এবং বাচঞ্চ নাম চ আমলকাদিবৎ মনোঽনুভবতি। স যদা পুরুষো যস্মিন্ কালে মনসা অন্তঃকরণেন মনস্যতি, মনস্তনং বিবক্ষাবুদ্ধিঃ ; কথম্? মন্ত্রান্

অধীয়ীয় উচ্চারয়েয়মিত্যেবং বিবক্ষাং কৃত্বা অথ অধীতে, তথা কর্ম্মাণি কুর্ব্বীয়েতি চিকীর্ষাবুদ্ধিং কৃত্বা অথ কুরুতে, পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চ ইচ্ছেয়েতি প্রাপ্তীচ্ছাং কৃত্বা তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানেন অথ ইচ্ছতে, পুত্রাদীন্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তথা ইমঞ্চ লোকম্ অমুঞ্চ উপায়েন ইচ্ছেয়মিতি তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানেন অথ ইচ্ছতে প্রাপ্নোতি। মনো হি আত্মা; আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চ সতি মনসি নান্যথেতি মনো হি আত্মা ইত্যুচ্যতে। মনো হি লোকঃ, সত্যেব হি মনসি লোকো ভবতি, তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানঞ্চ ইতি মনো হি লোকো যস্মাৎ তস্মাৎ মনো হি ব্রহ্ম। যত এবং, তস্মাৎ মন উপাস্স্বেতি। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—মন অর্থাৎ মনস্তনবিশিষ্ট বা মনন-ব্যাপারবিশিষ্ট অন্তঃকরণ বাগিন্দ্রিয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যে হেতু, মননব্যাপারবিশিষ্ট সেই অন্তঃকরণই বাগিন্দ্রিয়কে বক্তব্যবিষয়ে প্ররোচিত করে, এবং সেই জন্যই বাগিন্দ্রিয় মনের অন্তর্ভূত বা অধীন হয়। যে বস্তু যাহার অন্তর্ভূত হয়, ব্যাপকত্ব-বশতঃ সেই বস্তুটি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়; যেমন লোকে দেখা যায়, দুইটি আমলকীফলই হউক, বা দুইটি কোল অর্থাৎ বদরীফলই (কুল) হউক, বা দুইটি অক্ষ অর্থাৎ বহেড়াফলই হউক, এই সমস্ত ফলকে একটি মুষ্টি অনুভব করিতে পারে, অর্থাৎ মুষ্টিমধ্যেই ইহাদের মধ্যে যে কোন দুইটিকে ধারণ করিতে পারে, অর্থাৎ মুষ্টি দুইটি ফলের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার মুষ্টির অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, এইরূপ আমলকী প্রভৃতির ন্যায় একমাত্র মন অর্থাৎ অন্তঃকরণও বাগিন্দ্রিয় ও নামকে অনুভব করিয়া থাকে, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় ও নাম উভয়ই মনের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। সেই পুরুষ যে সময়ে মন বা অন্তঃকরণ দ্বারা মনস্যান অর্থাৎ কিছু বলিবার ইচ্ছা করে, কিরূপ? না, আমি মন্ত্রসমূহ অধ্যয়ন বা উচ্চারণ করিব, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তাহার পর উচ্চারণ করে; এইরূপ কর্ম্মসমূহ করিব, এইরূপ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাহার পর কর্ম্ম করে, পুত্রসমূহ ও পশুসমূহ ইচ্ছা করিব, এইরূপ পাইবার ইচ্ছা করিয়া অনন্তর তাহা পাইবার উপায় অনুষ্ঠান দ্বারা পুত্রসমূহ ও পশুসমূহ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ আমি এই উপায় অবলম্বনে ইহলোক ও পরলোক লাভ করিব, এইরূপ ইচ্ছা করে, অনন্তর তাহা পাইবার উপায় অনুষ্ঠান দ্বারা ইহলোক ও পরলোক প্রাপ্ত হয়। মনই আত্মা, কারণ, মনের সত্তাতেই আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, মনের অভাবে তাহা হইতে পারে না, অর্থাৎ আত্মার ত কোন ইচ্ছাই নাই, তিনি পূর্ণকাম, মন যদি মনে করে, আমি এই সমস্তের কর্ত্তা, আমিই এই সমস্তের ভোক্তা, তাহা হইলেই আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সম্পন্ন হয়, নচেৎ হয় না, এই জন্যই মনকেই আত্মা বলা হইয়াছে। মনই লোক, যে হেতু, মনের সত্তাতেই ইহলোক

বা পরলোকে সুখানুভব করিবার ইচ্ছা সঞ্জাত হয় এবং তাহার ফলে ঐ লোকদ্বয়-প্রাপ্তির উপায় অনুষ্ঠান করে ও ঐ লোকদ্বয় প্রাপ্ত হয়। যে হেতু মনই লোক, অতএব মনই ব্রহ্ম। যে হেতু মনই ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব মনকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, যাবন্মনসো গতং, তত্রাস্য যথা-কামচারো ভবতি, যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো মনসো ভূয় ইতি? মনসো বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি মনকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত মনের গতি বা অধিকার, অর্থাৎ মন যতদূর ধারণা বা চিন্তা করিতে পারে, তাহাতে এই মনের যথেচ্ছ অধিকার থাকে, যে ব্যক্তি মনকে ব্রহ্ম বিবেচনা করিয়া উপাসনা করে। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! মনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স যো মন ইত্যাদি সমানম্। ২।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি মনকে ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমপ্রপাঠকে
চতুর্থঃ খণ্ডঃ

সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্, যদা বৈ সঙ্কল্পয়তে, অথ মনস্যতি, অথ বাচমীরয়তি, তামু নাম্নীরয়তি, নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি, মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—মন অপেক্ষা সঙ্কল্পই শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যগণ যে সময়ে সঙ্কল্প করে, তদনন্তর মনস্যন অর্থাৎ ইচ্ছা করে, অনন্তর বাগিন্দ্রিয়কে প্রেরণ করে অর্থাৎ শব্দোচ্চারণ বিষয়ে প্রবৃত্তি দেয় অর্থাৎ বাক্যোচ্চারণ করিয়া সেই ইচ্ছাকে প্রকাশ করে। সেই বাগিন্দ্রিয়কে নামে প্রেরণ করে অর্থাৎ শব্দের সহিত সংযোজিত করে বা কথা বলায়; মন্ত্রসমূহ নামে একীভূত হয় এবং কর্ম্মসমূহ মন্ত্রে একীভূত হয় ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্। সঙ্কল্পোঽপি মনস্যনবদন্তঃকরণবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়বিভাগেন সমর্থনম্। বিভাগেন হি সমর্থিতে বিষয়ে চিকীর্ষাবুদ্ধির্মনস্যনানন্তরং ভবতি। কথম্? যদা বৈ সঙ্কল্পয়তে কর্ত্তব্যাদিবিষয়ান্ বিভজতে, ইদং কর্ত্তুং যুক্তম্, ইদং কর্ত্তুমযুক্তমিতি, অথ মনস্যতি মন্ত্রানধীয়ীয়েত্যাদি। অথানন্তরং 'বাচমীরয়তি মন্ত্রাদ্যুচ্চারণে। তাঞ্চ বাচম্ উ নাম্নি নামোচ্চারণনিমিত্তং বিবক্ষাং কৃত্বা ঈরয়তি। নাম্নি নামসামান্যে মন্ত্রাঃ শব্দবিশেষাঃ সন্ত একং ভবন্তি অন্তর্ভবন্তীত্যর্থঃ। সামান্যে হি বিশেষোঽন্তর্ভবতি। মন্ত্রেষু কর্ম্মাণ্যেকং ভবন্তি, মন্ত্রপ্রকাশিতানি কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে, নামন্ত্রকমস্তি কর্ম্ম। যদ্ধি মন্ত্রপ্রকাশনেন লব্ধসত্তাকং সৎ কর্ম্ম ব্রাহ্মণেনেদং কর্ত্তব্যমস্মৈ ফলায়েতি বিধীয়তে, যাঽপ্যুৎপত্তির্ব্রাহ্মণেষু কর্ম্মণাং দৃশ্যতে, সাঽপি মন্ত্রেষু লব্ধসত্তাকানামেব কর্ম্মণাং স্পষ্টীকরণম্। ন হি মন্ত্রাপ্রকাশিতং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণে উৎপন্নং দৃশ্যতে। ত্রয়ীবিহিতং কর্ম্মেতি প্রসিদ্ধং লোকে। ত্রয়ীশব্দশ্চ ঋগ্-যজুঃ-সামসমাখ্যঃ। "মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যন্" ইতি চ আথর্ব্বণে; তস্মাৎ যুক্তং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণ্যেকং ভবন্তীতি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এইটি কর্ত্তব্য, এইটি অকর্ত্তব্য, এইরূপ বিষয়বিভাগ দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থিরীকরণকে সঙ্কল্প বলে; সঙ্কল্পও মনস্যন অর্থাৎ মননব্যাপারের ন্যায় অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ; এই সঙ্কল্প মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এইটি কর্ত্তব্য, এইটি অকর্ত্তব্য, এইরূপ বিভাগ বা বিচারের দ্বারা কর্ত্তব্য বিষয়টি সমর্থিত বা স্থিরীকৃত হইলে মনস্যন বা মনন ব্যাপারের পর চিকীর্ষাবুদ্ধি বা সঙ্কল্পিত বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা হয়। কি প্রকার ইচ্ছা হয়? না, যখন

সঙ্কল্প করে অর্থাৎ ইহা কর্ত্তব্য, ইহা অকর্ত্তব্য এইরূপ বিচার করে, এইরূপ বিচার করার পর মনস্তন বা মনন করে যে, আমি মন্ত্রসমূহ অধ্যয়ন বা উচ্চারণ করিব, তদনন্তর বাগিন্দ্রিয়কে মন্ত্রাদি উচ্চারণ-বিষয়ে প্রেরণ বা নিয়োগ করে। অনন্তর সেই বাগিন্দ্রিয়কে আবার নাম উচ্চারণের নিমিত্ত বলিবার ইচ্ছা করিয়া প্রেরণ করে অর্থাৎ মন্ত্রবাক্য নাম ইত্যাদি উচ্চারণ করে। মন্ত্রসমূহ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ শব্দ-সমূহ সাধারণ নামের সহিত একীভূত অর্থাৎ নামেরই অন্তর্ভূত হয়, কারণ, বিশেষ বা ব্যাপ্য পদার্থমাত্রই সামান্য বা ব্যাপক পদার্থের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, যে হেতু, কর্ম্মসমূহ মন্ত্রসমূহের সহিত একীভূত অর্থাৎ মন্ত্রসমূহের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারা মন্ত্র দ্বারাই প্রকাশিত হয়, কোন কর্ম্মই মন্ত্রহীন নাই বা থাকিতেও পারে না, কারণ, মন্ত্র দ্বারা যে সমস্ত কর্ম্ম প্রকাশিত হয়, যেমন 'এই ফলের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাই বিধেয়' ইত্যাদিরূপে বিহিত হইয়াছে, আর ব্রাহ্মণসমূহে অর্থাৎ ব্রাহ্মণভাগের মধ্যে যে সমস্ত কর্ম্মের উৎপত্তি অর্থাৎ বিধি দেখা যায়, তাহাও মন্ত্রসমূহমধ্যেই লব্ধসত্তাক অর্থাৎ প্রকাশপ্রাপ্ত কর্ম্মসমূহের স্পষ্টীকরণ বা বিস্তৃত বিবরণ মাত্র ; যে হেতু, মন্ত্রভাগে যে সমস্ত কর্ম্ম বিবৃত হয় নাই, এমন কোন কর্ম্মই ব্রাহ্মণে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা দেখা যায় না, মন্ত্রভাগে যে সমস্ত কর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণভাগে তাহাই স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে মাত্র, নূতন কিছু বিধান করা সম্ভব হইতে পারে না। (ভাবার্থ এই যে—বেদের দুইটি বিভাগ, মন্ত্র অর্থাৎ সংহিতাভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ, মিলিত এই উভয়ভাগই বেদ, "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্" অর্থাৎ মিলিত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নাম বেদ। মন্ত্রভাগে যে সমস্ত তত্ত্ব অস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণভাগে তাহাই বিস্তৃতরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ, কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহের অধিকাংশই মন্ত্রভাগে সন্নিবিষ্ট আছে, এই জন্যই মূল শ্রুতিতে "মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি" এইরূপ বলা হইয়াছে। এ স্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, মন্ত্র-ভাগে যাহাদের উল্লেখ নাই, এমন কোন কোন কর্ম্মও ব্রাহ্মণভাগে আছে দেখা যায়, সে স্থানে 'মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি' এই শ্রুতি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ব্রাহ্মণভাগ যখন মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ, তখন ব্রাহ্মণে যাহা আছে, মন্ত্রভাগের কোন না কোন শাখায় তাহা আছেই বুঝিতে হইবে, মনে হয়, কালক্রমে সেই সমস্ত শাখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল ব্রাহ্মণভাগ হইতেই আমরা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি) জগতে কর্ম্মমাত্রই ত্রয়ী অর্থাৎ বেদবিহিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই 'ত্রয়ী' শব্দটি ঋক্ যজুঃ ও সামবেদের সাধারণ নাম-বিশেষ, অর্থাৎ 'ত্রয়ী' বলিলে ঋক্ যজুঃ সাম এই তিনটি বেদকেই বুঝায়। অথর্ব্ব বেদেও

উক্তি আছে, "কর্ম্মসমূহ মন্ত্রেই প্রতিষ্ঠিত, কবি অর্থাৎ পণ্ডিত বা জ্ঞানী ঋষিগণ যাহা দর্শন করিয়াছেন", অতএব কর্ম্মসমূহ মন্ত্রমধ্যেই একীভাব প্রাপ্ত হইয়া আছে, এই যে উক্তি, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে ॥ ১ ॥

তানি হ বা এতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি, সমকৢপতাং দ্যাবা-পৃথিবী, সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশঞ্চ, সমকল্পন্তামাপশ্চ তেজশ্চ, তেষাং সংকৢপ্ত্যৈ বর্ষং সঙ্কল্পতে, বর্ষস্য সংকৢপ্ত্যা অন্নং সঙ্কল্পতে, অন্নস্য সংকৢপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে, প্রাণানাং সংকৢপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে, মন্ত্রাণাং সংকৢপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি সঙ্কল্পন্তে, কর্ম্মণাং সংকৢপ্ত্যৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে, লোকস্য সংকৢপ্ত্যৈ সর্ব্বং সঙ্কল্পতে, স এষ সঙ্কল্পঃ, সঙ্কল্পমুপাস্স্বেতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত এই মন প্রভৃতি সঙ্কল্পৈকায়ন অর্থাৎ সঙ্কল্পেই বিলয়নশীল, সঙ্কল্পাত্মক অর্থাৎ সঙ্কল্প হইতেই উৎপন্ন ও সঙ্কল্পেই প্রতিষ্ঠিত। দ্যুলোক ও পৃথিবী যেন সঙ্কল্পই করিয়াছিল। বায়ু ও আকাশ যেন সঙ্কল্পই করিয়াছিল। জলসমূহ ও তেজও যেন সঙ্কল্পই করিয়াছিল। তাহাদিগের সঙ্কল্পে আবার বৃষ্টি সঙ্কল্পিত অর্থাৎ কার্য্য-সাধনে সমর্থ হইয়াছিল। বর্ষণের সঙ্কল্পে অন্ন অর্থাৎ শস্য সঙ্কল্পিত অর্থাৎ শস্যসমূহ উৎপন্ন হইতে সমর্থ হয়, অন্নের সঙ্কল্প হইতেই প্রাণ সঙ্কল্পিত অর্থাৎ রক্ষিত হয়, প্রাণের সঙ্কল্পে মন্ত্রসমূহ সঙ্কল্পিত অর্থাৎ উচ্চারিত হইতে সমর্থ হয়। মন্ত্রসমূহের সঙ্কল্পে কর্ম্মসমূহ সঙ্কল্পিত বা অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম্মসমূহের সঙ্কল্পে লোক অর্থাৎ স্বর্গাদি লোক সঙ্কল্পিত হয় অর্থাৎ কর্ম্মফলে স্বর্গাদি লাভ করিতে সমর্থ হয়। লোকের সঙ্কল্পে সমস্ত জগৎই সঙ্কল্পিত হয়, সেই এই সঙ্কল্প ঈদৃশগুণ-সম্পন্ন, অতএব সঙ্কল্পের উপাসনা কর ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তানি হ বা এতানি মন-আদীনি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পঃ একঃ অয়নং গমনং প্রলয়ো যেষাং তানি সঙ্কল্পৈকায়নানি, সঙ্কল্পাত্মকানি উৎপত্তৌ, সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি স্থিতৌ। সমকৢপতাং সঙ্কল্পং কৃতবত্যাবিব হি দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ দ্যাবা-পৃথিবী, দ্যাবা-পৃথিব্যৌ নিশ্চলে লক্ষ্যেতে। তথা সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশশ্চ, এতাবপি সঙ্কল্পং কৃতবত্যাবিব। তথা সমকল্পন্ত আপশ্চ তেজশ্চ স্বেন রূপেণ নিশ্চলানি লক্ষ্যন্তে। যতস্তেষাং দ্যাবা-পৃথিব্যাদীনাং সংকৢপ্ত্যৈ সঙ্কল্পনিমিত্তং বর্ষং সঙ্কল্পতে সমর্থীভবতি। তথা বর্ষস্য সংকৢপ্ত্যৈ সঙ্কল্পনিমিত্তমন্নং সঙ্কল্পতে, বৃষ্টের্হি অন্নং

ভবন্তি, অন্নস্য সংকৢপ্ত্যৈ বর্ষং প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে, অন্নময়া হি প্রাণা অন্নোপষ্টম্ভকাঃ "অন্নং দাম" ইতি হি শ্রুতিঃ। তেষাং সংকৢপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে। প্রাণবান্ হি মন্ত্রানধীতে, ন অবলঃ। মন্ত্রাণাং হি সংকৢপ্ত্যৈ কর্ম্মাণ্যগ্নিহোত্রাদীনি সঙ্কল্পন্তে, অনুষ্ঠীয়মানানি মন্ত্রপ্রকাশিতানি সমর্থীভবন্তি ফলায়; ততো লোকঃ ফলং সঙ্কল্পতে, কর্ম্ম-কর্ত্তৃসমবায়িতয়া সমর্থীভবতীত্যর্থঃ। লোকস্য সংকৢপ্ত্যৈ সর্ব্বং জগৎ সঙ্কল্পতে স্বরূপাবৈকল্যায়। এতস্মীদং সর্ব্বং জগৎ যৎফলাবসানং তৎ সর্ব্বং সঙ্কল্পমূলম্। অতো বিশিষ্টঃ স এব সঙ্কল্পঃ, অতঃ সঙ্কল্পমুপাস্স্ব, ইত্যুক্ত্বা ফলমাহ তদুপাসকস্য ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত সেই এই মন প্রভৃতি সমস্তই সঙ্কল্পৈকায়ন, অর্থাৎ সঙ্কল্প বা মানসিকবৃত্তিবিশেষই একমাত্র অয়ন অর্থাৎ গমন-স্থান বা লয়স্থান যাহাদের তাহারাই সঙ্কল্পৈকায়ন অর্থাৎ সঙ্কল্পেই লীন হইয়া যায়, উৎপত্তি বিষয়েও সঙ্কল্পাত্মক অর্থাৎ সঙ্কল্প হইতেই সমুৎপন্ন এবং স্থিতিকালেও সঙ্কল্পেই অবস্থিত, অর্থাৎ সঙ্কল্প ভিন্ন কোন কার্য্যের উৎপত্তিও হয় না, সঙ্কল্প ব্যতীত কোন কার্য্যের অবস্থিতিও হয় না। দ্যুলোক ও পৃথিবী ইহারাও যেন সঙ্কল্পই করিয়াছে, অর্থাৎ সঙ্কল্প জন্যই উহাদিগকে নিশ্চলভাবে অবস্থিত হইতে দেখা যাইতেছে। এইরূপ বায়ু ও আকাশও যেন সঙ্কল্পই করিয়াছে। এইরূপ জল ও তেজও যেন সঙ্কল্প করিয়া নিজ নিজ রূপে নিশ্চলভাবে অবস্থিত বলিয়া লক্ষিত হইতেছে, কারণ, দ্যুলোক ও পৃথিবী প্রভৃতির সঙ্কল্পনিমিত্তই বর্ষণ সঙ্কল্প করিতেছে অর্থাৎ নিজ কার্য্যে সমর্থ হইতেছে—দ্যুলোক ও পৃথিব্যাদির সঙ্কল্প জন্যই বৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই বর্ষণের সঙ্কল্প জন্যই অন্ন বা খাদ্য শস্য সঙ্কল্পিত হইতেছে, অর্থাৎ বর্ষণের সঙ্কল্পেই শস্য উৎপন্ন হইতেছে, কারণ, বৃষ্টি হইতেই অন্ন উৎপন্ন হয়। অন্নের সঙ্কল্পনিমিত্তই প্রাণসমূহ সঙ্কল্পিত অর্থাৎ নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে, কারণ, প্রাণসমূহ অন্নময়, অন্নই প্রাণসমূহকে রক্ষা করিতেছে, শ্রুতিও বলিয়াছেন, "অন্নই দাম অর্থাৎ প্রাণের বন্ধনরজ্জু।" প্রাণসমূহের সঙ্কল্পেই আবার মন্ত্রসমূহ সঙ্কল্পিত হয়, অর্থাৎ উচ্চারিত হইতে সমর্থ হয়, যে হেতু প্রাণবান্ অর্থাৎ বলবান্ ব্যক্তিই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়, দুর্ব্বল ব্যক্তি সমর্থ হয় না। আবার মন্ত্রসমূহের সঙ্কল্পের ফলেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহ সঙ্কল্পিত হয়, অর্থাৎ অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মসমূহ মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়াই ফলপ্রদানে সমর্থ হয়। সেই কর্ম্মসমূহ হইতে আবার লোক অর্থাৎ ফল বা কর্ম্মফল সঙ্কল্পিত হয়, অর্থাৎ কর্ম্ম-কর্ত্তার সহিত সমবেত বা সংযুক্ত হইতে সমর্থ হয়। লোকের সঙ্কল্পনিমিত্তই আবার সমস্ত জগৎ সঙ্কল্পিত হয়, অর্থাৎ নিজের স্বরূপে অবিকল থাকিতে সমর্থ হয়। এই সমস্ত জগৎ যাহার ফলাবসান, অর্থাৎ যাহার ফলের পরিণামস্বরূপ, সঙ্কল্পই সেই

সমস্তের মূল বা প্রধান কারণ ; অতএব সেই এই সঙ্কল্প একটি বিশিষ্ট পদার্থ, অতএব সঙ্কল্পেরই উপাসনা কর। এইরূপ বলিয়া সেই সঙ্কল্পের উপাসক যে ফল লাভ করেন, তাহা বলিতেছেন ॥ ২ ॥

স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, সংকৢপ্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভি-সিধ্যতি, যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবঃ। সংকল্পাদ্ভূয় ইতি ? সংকল্পাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ৩ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি স্বয়ং ধ্রুব অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নিত্য, প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ভোগোপকরণসমন্বিত ও অব্যথমান অর্থাৎ কোন বিপক্ষ প্রভৃতি হইতে ভয়শূন্য হইয়া বিধাতা কর্ত্তৃক সংকৢপ্ত অর্থাৎ বিহিত ধ্রুব, প্রতিষ্ঠিত ও ব্যথাশূন্য লোক সমূহকে প্রাপ্ত হয়। সঙ্কল্পের গতি যতদূর হইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি কামচারী অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারে, যে ব্যক্তি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে। হে ভগবন্! সঙ্কল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ? নারদ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, হে নারদ! সঙ্কল্প অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ৩ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাস্তে কৢপ্তান্ বৈ ধাত্রা অস্য ইমে লোকাঃ ফলমিতি কৢপ্তান্ সমর্থিতান্ সঙ্কল্পিতান্ স বিদ্বান্, ধ্রুবান্ নিত্যান্, অত্যন্তাধ্রুবাপেক্ষয়া, ধ্রুবশ্চ স্বয়ং, লোকিনো হি অধ্রুবত্বে লোকে ধ্রুবকৢপ্তির্ব্যর্থেতি ধ্রুবঃ সন্ প্রতিষ্ঠিতান্ উপকরণসম্পন্নানিত্যর্থঃ, পশু-পুত্রাদিভিঃ প্রতিতিষ্ঠতীতি দর্শনাৎ, স্বয়ং চ প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়োপকরণসম্পন্নঃ, অব্যথমানানমিত্রাদিত্রাসরহিতান্, অব্যথমানশ্চ স্বয়মভি-সিধ্যতি অভিপ্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং সঙ্কল্পগোচরঃ, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, আত্মনঃ সঙ্কল্পস্য, ন তু সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পস্যেতি, উত্তরফলবিরোধাৎ। যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে ইতি পূর্ব্ববৎ ॥ ৩ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য চতুর্থখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বয়ং ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য বা অবিনাশী হইয়া, কারণ, লোকবাসী ধ্রুব না হইয়া যদি অধ্রুব হইত, তাহা হইলে লোক-সমূহের কল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়; স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ আত্মীয় বন্ধু ভৃত্য পশু প্রভৃতি ভোগোপকরণসম্পন্ন হইয়া ও স্বয়ং অব্যথমান অর্থাৎ কোনরূপ দুঃখ-পীড়াদি অনুভব না করিয়া, সংকৢপ্ত অর্থাৎ 'এই সমস্ত লোক এই উপাসকের কর্ম্মফল' এইরূপে বিধাতৃকর্ত্তৃক সমর্থিত বা নির্দ্দিষ্ট, সঙ্কল্পিত অর্থাৎ অভিলষিত, ধ্রুব অর্থাৎ অত্যন্ত অনিত্য অপেক্ষা নিত্য, প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ পশু, পুত্র, ভৃত্যাদি ভোগোপকরণ-সমন্বিত; 'পশু ও পুত্র প্রভৃতি দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে', এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়ায় প্রতিষ্ঠিত শব্দের অর্থ ভোগোপকরণসমন্বিত; অব্যথমান অর্থাৎ শত্রুপক্ষ প্রভৃতি হইতে ভয়রহিত লোকসমূহকে প্রাপ্ত হয়। যতদূর পর্য্যন্ত সঙ্কল্পের গতি হইতে পারে অর্থাৎ মানুষ যতটা সঙ্কল্প করিতে পারে, সেই বিষয়ে ততদূর পর্য্যন্ত যথাকামচার অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী ভোগ সিদ্ধ হয়। এ স্থানে সঙ্কল্প বলিতে উপাসকের নিজেরই সঙ্কল্পকে বুঝিতে হইবে, সর্ব্বসাধারণের সঙ্কল্প নহে, কারণ, তাহা হইলে পরবর্ত্তী ফলের অর্থাৎ চিত্তোপাসকের ফলের উল্লেখ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। ভাব এই যে—যে ব্যক্তি সঙ্কল্পকে ব্রহ্মরূপে আরাধনা করে, অর্থাৎ সঙ্কল্পে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া তাহার তত্ত্ব অনুশীলন করে, বিধাতা তাহার ভোগের জন্য অত্যন্ত অধ্রুব অপেক্ষা নিত্যধাম নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন, সে ব্যক্তি স্বয়ং অবিনশ্বর হইয়া সেই নিত্য বিধাতৃপরিকল্পিত ভোগোপকরণযুক্ত ধাম ভোগ করে। ভোক্তা স্বয়ং বিনশ্বর হইলে ভোগ্য বস্তুর অবিনশ্বরতাকরণ ব্যর্থ, এই জন্য বলা হইল যে, সে স্বয়ং অবিনশ্বর হইয়া ভোগ করে এবং নিজেও পশুপুত্রাদিশালী হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ আত্মীয়োপ-করণযুক্ত হইয়া শত্রুভয়হীন লোক প্রাপ্ত হয় এবং আপনিও নিঃশঙ্কমনা হইতে পারে। আর যে সকল বিষয় তাহার সঙ্কল্পগোচর হয়, সে বিষয়ে সে কামচারী হইয়া থাকে। পরন্তু এই সঙ্কল্প হইতেও প্রধানতর আছে। তখন নারদ বলিলেন, ভগবন্! সঙ্কল্প হইতেও অধিকতর বস্তু আছে? সনৎকুমার বলিলেন, হাঁ, সঙ্কল্প হইতেও প্রধান বস্তু আছে। নারদ বলিলেন,—তবে আমাকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমপ্রপাঠকে

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

চিত্তং বাব সঙ্কল্পাদ্ভূয়ঃ, যদা বৈ চেতয়তে, অথ সঙ্কল্পয়তে, অথ মনস্যতি, অথ বাচমীরয়তি, তামু নাম্নীরয়তি, নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি, মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—চিত্ত সঙ্কল্প অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ, মানবগণ যখন বুঝিতে পারে বা অনুভব করিতে পারে, তাহার পর সঙ্কল্প করে, সঙ্কল্পের পর মনস্যন অর্থাৎ মনন করে, তাহার পর বাগিন্দ্রিয়কে প্রেরণ করে, সেই বাগিন্দ্রিয়কে আবার নামে প্রেরণ করে অর্থাৎ শব্দের সহিত সংযোজিত করে, মন্ত্রসমূহ নামের সহিত একীভূত হইয়া যায়, ও কর্ম্মসমূহ আবার মন্ত্রের সহিত একীভূত হইয়া যায় ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—চিত্তং বাব সঙ্কল্পাদ্ভূয়ঃ। চিত্তং চেতয়িতৃত্বং প্রাপ্তকালানুরূপবোধবত্ত্বম্, অতীতানাগতবিষয়প্রয়োজননিরূপণসামর্থ্যঞ্চ, তৎ সঙ্কল্পাদপি ভূয়ঃ। কথম্? যদা বৈ প্রাপ্তং বস্তু ইদমেবং প্রাপ্তমিতি চেতয়তে, তদা দানায় বা অপোহায় বা অথ সঙ্কল্পয়তে, অথ মনস্যতীত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—চিত্তই অর্থাৎ চেতয়িতৃত্ব বা বর্ত্তমান কালের অনুরূপ বুদ্ধিমত্তা ও অতীত অনাগতবিষয়ে আবশ্যক নির্দ্ধারণসামর্থ্য অর্থাৎ উপস্থিত-বুদ্ধি বা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও দূরদর্শিতা সঙ্কল্প অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কেন শ্রেষ্ঠ? তাহাই বলিতেছেন। যখন প্রাপ্ত কোন বস্তুকে "ইহা এইরূপে প্রাপ্ত বা উপস্থিত হইয়াছে" এইরূপ বুঝিতে পারে,তখনই তাহা গ্রহণের অথবা বর্জ্জনের সঙ্কল্প বা বিচার করিতে থাকে, তাহার পর মনন করে ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। স্পষ্টার্থ এই যে—সনৎকুমার বলিলেন,—মুনে! সঙ্কল্প হইতে চেতনাশক্তি শ্রেষ্ঠ। যাহা হইতে লোককে চেতনাবান্ বলিয়া অবগত হওয়া যায়, তাহাই চিত্ত। এই চিত্তপ্রভাবেই লোকসকল কালানুরূপ বোধের অধিকারী হয়, অর্থাৎ গত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের প্রয়োজন নির্ণয় করিতে পারে। এই চিত্তকে সঙ্কল্প হইতে প্রধানতর বলিয়া জানিবে। যখন কোন বস্তু লাভ হয়, তখন এই বস্তু আমি পাইলাম, এইরূপ বোধ জন্মে,অনন্তর ইহা সঙ্কল্পগ্রাহ্য ও অপরিহার্য্য, ইহার একতর স্থির করে। পরে অন্তঃকরণ গ্রহণ বা পরিহার করিতে ইচ্ছা করে, পরে গ্রহণ কর, প্রদান কর, এইরূপ বাক্য উচ্চারণার্থ বাক্‌শক্তি প্রেরণ করে, তৎপরে বাক্‌শক্তি শব্দ উচ্চারণ করে। মন্ত্রসকল শব্দের অন্তর্গত। মন্ত্রবিহিত কর্ম্মসকল মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। যে হেতু, বাক্যই কর্ম্মসকলকে

প্রকাশ করিয়া থাকে। মন্ত্রপ্রকাশেই কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাই ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তব্য এবং ঐ কর্ম্মই ফলদান করে। ব্রাহ্মণেতে যে কর্ম্মের উদ্ভব দৃষ্ট হয়, তাহাতে মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মসকলের স্পষ্টীকরণ হইয়া থাকে। কখনও যে মন্ত্র কার্য্যে প্রকাশিত হয় না, সেই কার্য্য ব্রাহ্মণেতে সঞ্জাত দৃষ্ট হয় না। লোকেও বেদোক্ত কার্য্যই প্রসিদ্ধ আছে, অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদেই বিহিত দেখা যায়। আথর্ব্বণ শ্রুতিতে কথিত আছে যে, মন্ত্রেতেই কবিগণ কর্ম্ম সকল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং মন্ত্রেতে কর্ম্ম সকল অন্তর্ভূত আছে, ইহাই সঙ্গত হইল ॥ ১ ॥

তানি হ বা এতানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মানি চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি, তস্মাদ্যদ্যপি বহুবিদচিত্তো ভবতি, নায়মস্তীত্যে বৈনমাহুঃ, যদয়ং বেদ, যদ্বাহয়ং বিদ্বান্ নেত্থমচিত্তঃ স্যাদিতি। অথ যদ্যল্পবিচ্চিত্তবান্ ভবতি, তস্মা এবোত শুশ্রূষন্তে, চিত্তং হ্যেবৈষামেকায়নং, চিত্তমাত্মা, চিত্তং প্রতিষ্ঠা, চিত্তমুপাস্স্বেতি ॥২॥

অনুবাদ।—সেই এই সঙ্কল্প প্রভৃতি সমস্তই চিত্তৈকায়ন, চিত্তাত্মক ও চিত্তেই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ চিত্ত হইতেই উৎপন্ন, চিত্তেই অবস্থিত ও চিত্তেই লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদি চিত্তহীন হয় অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনিশ্চয়ে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সকলেই ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকে 'এ ব্যক্তি নাই' অর্থাৎ থাকিয়াও নাই। এ ব্যক্তি যদি কিছু জানিত, অথবা যদি বিদ্বান্ হইত, তাহা হইলে এরূপ চিত্তহীন হইত না। আর অল্পজ্ঞ ব্যক্তিও যদি চিত্তবান্ হয়, তাহা হইলে লোকসমূহ তাহার নিকট হইতেও উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে। চিত্তই উক্ত সঙ্কল্প প্রভৃতির একমাত্র অয়ন, চিত্তই আত্মা ও চিত্তই প্রতিষ্ঠা; অতএব চিত্তের উপাসনা কর ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তানি সঙ্কল্পাদীনি কর্ম্মফলান্তানি চিত্তৈকায়নানি, চিত্তাত্মানি চিত্তোৎপন্নানি, চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি চিত্তস্থিতানীত্যপি পূর্ব্ববৎ। কিঞ্চ, চিত্তস্য মাহাত্ম্যং, যস্মাচ্চিত্তং সঙ্কল্পাদিমূলং, তস্মাৎ যদ্যপি বহুবিৎ বহুশাস্ত্রাদিপরিজ্ঞানবান্ সন্নচিত্তো ভবতি, প্রাপ্তাদিচেতয়িতৃত্বসামর্থ্যবিরহিতো ভবতি, তং নিপুণা লৌকিকা "নায়মস্তি," বিদ্যমানোহপি অসৎসম এবেতি এনমাহুঃ; যচ্চায়ং কিঞ্চিচ্ছাস্ত্রাদি বেদ শ্রুতবান্,তদপ্যস্য বৃথৈবেতি কথয়ন্তি। কস্মাৎ? যদ্যয়ং বিদ্বান্ স্যাৎ, ইত্থমেবমচিত্তো ন স্যাৎ, তস্মাদস্য শ্রুতমপ্যশ্রুতমেবেত্যাহুরিত্যর্থঃ। অথবা অল্পবিদপি যদি চিত্তবান্ ভবতি তস্মৈ এতস্মৈ তদুক্তার্থগ্রহণায়ৈব উতাপি শুশ্রূষন্তে শ্রোতুমিচ্ছন্তি, তস্মাচ্চ চিত্তং হি এবৈষাং সঙ্কল্পাদীনামেকায়নমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥২॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই সমস্ত অর্থাৎ সঙ্কল্পাদি কর্ম্মফলান্ত

পর্য্যন্ত চিত্তৈকায়ন চিত্তাত্মা ও চিত্তে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ চিত্ত হইতেই উৎপন্ন, চিত্তেই অবস্থিত ও চিত্তেই বিলয়নশীল ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। আরও চিত্তের মহিমা দেখ, চিত্তই যখন সঙ্কল্পাদির মূল কারণ, তখন কোন ব্যক্তি যদি বহুবিৎ অর্থাৎ বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ হইয়াও অচিত্ত অর্থাৎ প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্তাদি বিষয়ে চেতয়িতৃত্ব-সামর্থ্যবিহীন অর্থাৎ কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ ইত্যাদি নিরূপণ বিষয়ে বিবেচনা-বিহীন হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞ লোকসমূহ তাহাকে দেখিলেই বলেন, 'এ নাই' অর্থাৎ থাকিয়াও না থাকারই মত, এ ব্যক্তি শাস্ত্রাদি যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছিল, সমস্তই বৃথা হইয়া গিয়াছে। কেন বৃথা হইয়া গিয়াছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, এ যদি বিদ্বান্ হইত, তাহা হইলে এরূপ চিত্তহীন হইত না, অতএব ইহার অধ্যয়নজনিত জ্ঞান অধ্যয়ন না করার মতই হইয়া পড়িয়াছে, এইরূপ তাঁহারা বলেন। আর দেখ, অল্পজ্ঞ ব্যক্তিও যদি চিত্তবান্ হয়, তাহা হইলে সকলেই তাহা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বিষয়সমূহ নিশ্চয়ই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে; অতএব চিত্তই এই সঙ্কল্প প্রভৃতির একমাত্র অয়ন ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। স্পষ্টার্থ—পূর্ব্বকথিত সঙ্কল্পাদি কর্ম্মফল পর্য্যন্ত সকলই চিত্তের আশ্রিত। যে হেতু, একমাত্র চিত্তেই সঙ্কল্পাদি কর্ম্মফলান্ত সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় জানিবে। চিত্ত ব্যতীত সঙ্কল্পাদির উদ্ভব বা স্থিতি কিংবা লয় হইতে পারে না। পরন্তু চিত্তের অধিক মাহাত্ম্য এই যে, চিত্তই সঙ্কল্পাদির মূল, অতএব যদি কোন ব্যক্তি বহু শাস্ত্রাদি জানিয়াও চিত্ত-বিহীন হয়, অর্থাৎ সে কোন পদার্থের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি নিরূপণরূপ চেতনা-সামর্থ্য-হীন হয়, তাহা হইলে তাহাকে দেখিলেই নিপুণ ব্যক্তিরা বলেন যে, ইনি বিদ্যমান হইলেও অবিদ্যমানবৎ। আর তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, এই ব্যক্তি যে কিছু শাস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিল এবং যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছিল, সে সকলই বৃথা হই-য়াছে। যদি এই ব্যক্তির বিদ্যা থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ চিত্তবিহীন হইত না। সুতরাং ইহার যাহা কিছু গুরুমুখ হইতে শ্রুত আছে, তাহা অশ্রুতের তুল্য হইয়াছে। আর এই ব্যক্তি যদি অল্পজ্ঞানী হইয়াও চিত্তবান্ হইত, তাহা হইলে লোকে ইহার কাছে খুব তত্ত্বকথা শুনিতে চাহিত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, চিত্তই সঙ্কল্পাদি সমুদায়ের আশ্রয়। চিত্তই আত্মা, এই চিত্তেই সকলের প্রতিষ্ঠা। অতএব নারদ! তুমি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে আরাধনা কর, অর্থাৎ চিত্ততত্ত্ব পর্য্যালোচনা কর ॥ ২ ॥

স যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, চিতান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি, যাবচ্চিত্তস্য গতং, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যশ্চিত্তং

ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবশ্চিত্তাদ্ভূয় ইতি? চিত্তাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ৩ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি চিত্তকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি স্বয়ং চিত অর্থাৎ সঞ্চিত, ধ্রুব (অবিনশ্বর), প্রতিষ্ঠিত (স্ত্রী পুত্র ভৃত্য পশু প্রভৃতি ভোগোপকরণসমন্বিত) ও অব্যথমান (শোক-দুঃখের অতীত) হইয়া ধ্রুব, প্রতিষ্ঠিত ও অব্যথমান লোক অর্থাৎ কর্ম্মফলার্জ্জিত এই সমস্ত লোক প্রাপ্ত হয়। চিত্তের গতি যতদূর প্রসার লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে এই উপাসকের কামচার অর্থাৎ যথেচ্ছভোগসম্পন্ন হয়, যে ব্যক্তি চিত্তকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! চিত্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, চিত্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ৩ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—চিতান্ উপচিতান্ বুদ্ধিমদ্গুণৈঃ, স চিত্তোপাসকো ধ্রুবান্নিত্যাদি চোক্তার্থম্ । ৩ ।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্ । ৫ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—চিত অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নিজ গুণের দ্বারা সঞ্চিত। সে অর্থাৎ চিত্তোপাসক। 'ধ্রুবান্' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। স্পষ্টার্থ—যে ব্যক্তি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, অর্থাৎ চিত্তে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া তাহার তত্ত্ব অনুশীলন করে, বিধাতা তাহার ভোগের জন্য নিত্যলোক প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেও স্বয়ং অবিনশ্বর হইয়া সেই নিত্য বিধাতৃ-পরিকল্পিত ভোগোপকরণযুক্ত লোক ভোগ করে এবং স্বয়ং পশুপুত্রাদিযুক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ আত্মীয়োপকরণযুক্ত হইয়া শত্রুতাবিহীন ধাম লাভ করে এবং আপনিও নিঃশঙ্কমনা হইতে পারে। আর সকল বিষয়ই তাহার বুদ্ধির গোচর হয়, সে চিত্তগোচর বিষয়ে কামচারী হইয়া থাকে। পরন্তু এই চিত্ত হইতেও প্রধানতর পদার্থ আছে। তখন নারদ ঋষি বলিলেন,—ভগবন্! যদি চিত্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কোন পদার্থ থাকে, তবে আমাকে তাহার উপদেশ প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

ধ্যানং বাব চিত্তাদ্ভূয়ঃ। ধ্যায়তীব পৃথিবী, ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং, ধ্যায়তীব দ্যৌঃ, ধ্যায়ন্তীবাপঃ, ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতাঃ, ধ্যায়ন্তীব দেব-মনুষ্যাঃ, তস্মাৎ যে ইহ মনুষ্যাণাং মহত্তাং প্রাপ্নুবন্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি, অথ যেঽল্পাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনঃ তে, অথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি, ধ্যানমুপাস্স্বেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—চিত্ত অপেক্ষাও ধ্যানই শ্রেষ্ঠ, দেখ, পৃথিবী যেন ধ্যানই করিতেছে, অন্তরিক্ষ যেন ধ্যানই করিতেছে, দ্যুলোক যেন ধ্যানই করিতেছে, জলসমূহ যেন ধ্যানই করিতেছে, পর্ব্বতসমূহ যেন ধ্যানই করিতেছে, দেবতা ও মনুষ্যগণও যেন ধ্যানই করিতেছে; ধ্যান যখন এত দূর মহিমসম্পন্ন, তখন ইহলোকে মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহারা মহত্তা অর্থাৎ বিদ্যা বুদ্ধি ধন সম্পত্তি ইত্যাদি জন্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা যেন ধ্যানফলেরই অংশমাত্রভাগী হয়; আর যাহারা অল্প অর্থাৎ মহত্ত্ব-প্রাপ্তির অধিকারী হইতে পারে না, ক্ষুদ্রচেতা, তাহারা কলহপ্রিয়, পিশুন অর্থাৎ পরদোষের আবিষ্কারক বা ছিদ্রান্বেষী অথবা খল (যাহাকে দোঠকা বলে, যাহারা ইহার কথা উহার কাছে, উহার কথা ইহার কাছে বলিয়া বেড়ায়) উপবাদী অর্থাৎ পরদোষকথক বা পরের স্তুতিকারী হয়। আর যাহারা প্রভু অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, তাঁহারাও যেন ধ্যানফলেরই অংশ-মাত্রভাগী হইয়া থাকেন, অতএব তুমি ধ্যানের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, যাবৎ ধ্যানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো ধ্যানাদ্ভূয় ইতি? ধ্যানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি ধ্যানকেই ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত ধ্যানের গতি, সে পর্য্যন্ত সেই উপাসকের যথাকামচার অর্থাৎ

যেচ্ছাধিকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ ধ্যানের দ্বারা যতদূর জানিতে পারা সম্ভব, ধ্যানোপাসক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন, যে ব্যক্তি ধ্যানকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে। হে ভগবন্! ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কোন পদার্থ আছে কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই, ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে বৈ কি। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ইতি ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে ষষ্ঠখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—ধ্যানং বাব চিত্তাৎ ভূয়ঃ। ধ্যানং নাম শাস্ত্রোক্তদেবতাদ্যালম্বনেষু অচলো ভিন্নজাতীয়ৈরনন্তরিতঃ প্রত্যয়সন্তানঃ, একাগ্রতেতি যমাহুঃ। দৃশ্যতে চ ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং ফলতঃ। কথম্? যথা যোগী ধ্যায়ন্নিশ্চলো ভবতি ধ্যানফললাভে, এবং ধ্যায়তীব নিশ্চলা দৃশ্যতে পৃথিবী, ধ্যায়তীবান্তরিক্ষমিত্যাদি সমানমন্যৎ। দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চ দেবমনুষ্যাঃ. মনুষ্যা এব বা দেবসমাঃ দেবমনুষ্যাঃ, শমাদিগুণসম্পন্না মনুষ্যা দেবস্বরূপং ন জহতীত্যর্থঃ। যস্মাদেবংবিশিষ্টং ধ্যানং, তস্মাৎ যে ইহ লোকে মনুষ্যাণামেব ধনৈর্বিদ্যয়া গুণৈর্বা মহত্তাং মহত্ত্বং প্রাপ্নুবন্তি ধনাদিমহত্ত্বহেতুং লভন্ত ইত্যর্থঃ। ধ্যানাপাদাংশা ইব ধ্যানস্যাপাদানম্ আপাদো ধ্যানফললাভ ইত্যেতৎ, তস্যাংশোঽবয়বঃ কলা, কাচিদ্ধ্যানফললাভকলাবন্ত ইবৈবেত্যর্থঃ, তে ভবন্তি, নিশ্চলা ইব লক্ষ্যন্তে, ন ক্ষুদ্রা ইব। অথ যে পুনরল্পাঃ ক্ষুদ্রাঃ কিঞ্চিদপি ধনাদিমহত্ত্বৈকদেশমপ্রাপ্তাঃ, তে পূর্বোক্তবিপরীতাঃ কলহিনঃ কলহশীলাঃ, পিশুনাঃ পরদোষোদ্ভাসকাঃ, উপবাদিনঃ পরদোষং সামীপ্যযুক্তমেব বদিতুং শীলং যেষাং তে উপবাদিনশ্চ ভবন্তি। অথ যে মহত্ত্বং প্রাপ্তা ধনাদিনিমিত্তং, তেঽন্যান্ প্রতি প্রভবন্তীতি প্রভবো বিদ্যাচার্য্য-রাজেশ্বরাদয়ো ধ্যানাপাদাংশা ইবেত্যাদ্যুক্তার্থম্। অতো দৃশ্যতে ধ্যানস্য মহত্ত্বং ফলতঃ, অতো ভূয়শ্চিত্তাৎ, অতস্তদুপাস্স্বেত্যাদ্যুক্তার্থম্ ॥ ১-২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য ষষ্ঠখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ধ্যানই চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ধ্যান শব্দের অর্থ—শাস্ত্রোক্ত কোন একটি দেবতাকে অবলম্বন করিয়া অবলম্বনস্বরূপ সেই দেবতাবিষয়ে সুদৃঢ় ও বিষয়ান্তরচিন্তা দ্বারা অব্যবহিত যে প্রত্যয়সন্তান অর্থাৎ জ্ঞানধারা বা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত জ্ঞান, যাহাকে একাগ্রতা বলে। (যোগসূত্রে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্" অর্থাৎ কোন একটি অভিমত বিষয়ে চিত্তের যে একাগ্রতা, তাহার নাম ধ্যান। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে—ধ্যেয় বিষয়টি অভিমত অথচ শাস্ত্রোক্ত হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রোক্ত হইয়াও যদি ধ্যেয় বস্তুটি অভিমত বা মনোরম না হয়, অথবা অভিমত হইয়াও যদি শাস্ত্রোক্ত না হয়, তাহা হইলে তাহা ধ্যানের উপযুক্ত আলম্বন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

ঐরূপ কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া যে জলস্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত একাকার চিন্তাধারা, আর সেই চিন্তাধারার মধ্যে যদি কোন ভিন্নবিষয়িণী চিন্তা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে সেই নিশ্চল ও অব্যবহিত চিন্তাপ্রবাহই ধ্যানপদ-বাচ্য হয়। আর যদি সেই চিন্তাধারার মধ্যে অতি অল্পমাত্রও বিষয়ান্তরচিন্তা প্রবেশ করে, তাহা ধ্যানপদবাচ্য হইতে পারে না।) ধ্যানের ফলবিষয়ক মাহাত্ম্যও দেখিতে পাওয়া যায়; কিরূপ? না, যোগী যেমন ধ্যান করিতে করিতে ধ্যানের ফললাভে নিশ্চলভাবে অবস্থিত হন, এইরূপ পৃথিবীকেও যেন ধ্যানপরায়ণার ন্যায়ই নিশ্চল দেখাইতেছে। অন্তরিক্ষ ইত্যাদি যেন ধ্যান করিতেছে, ইত্যাদির ব্যাখ্যাও এইরূপ। "দেব-মনুষ্যাঃ" অর্থাৎ দেবগণ ও মনুষ্যগণ, অথবা দেবতার ন্যায় মনুষ্যই দেব-মনুষ্য, শমদমাদিগুণসম্পন্ন মনুষ্যগণ দেবতার স্বরূপ কখনই পরিত্যাগ করেন না। ধ্যান যখন এইরূপ বিশিষ্টগুণসম্পন্ন, তখন এই সংসারে মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারাই ধন বিদ্যা ও গুণের দ্বারা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মহত্ত্বের হেতুস্বরূপ ধনাদি লাভ করেন, তাঁহারা যেন নিশ্চয়ই ধ্যানাপাদাংশ ধ্যানের আপাদন অর্থাৎ ধ্যানের ফল লাভ, তাহার অংশ অর্থাৎ অবয়ব বা কোন একটি কলা অর্থাৎ তাঁহারা যেন ধ্যানের ফললাভের কলাবিশিষ্ট বা অংশভাগী হন। তাঁহারা যেন নিশ্চলের ন্যায়ই দৃষ্ট হন, ক্ষুদ্র অর্থাৎ নীচ ব্যক্তির ন্যায় নহে। আর যাহারা অল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্র, মহত্ত্বের হেতুস্বরূপ ধনাদির কিয়দংশও প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা পূর্ব্বকথিত ধ্যানাপাদাংশের বিপরীত, কলহী অর্থাৎ স্বভাবতই কলহপ্রিয়, পিশুন অর্থাৎ পরের দোষ-প্রকাশকারী ও পরোপবাদী অর্থাৎ একের দোষ অন্যের নিকট প্রকাশ করা, তাহার দোষ প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করাই যাহাদের স্বভাব, যেমন আমার দোষ তোমার নিকট, তোমার দোষ আমার নিকট প্রকাশ করা (লোঠকা) এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট হয়। আর যাঁহারা ধনাদিনিমিত্ত মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বিদ্যাচার্য্য অর্থাৎ পণ্ডিত রাজা ও ধনী প্রভৃতি অন্যের প্রতি প্রভুত্ব করেন বলিয়া প্রভুপদবাচ্য হন, তাঁহারা যেন ধ্যানাপাদাংশের ন্যায়ই হন, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব ফলের দ্বারাই ধ্যানের মহত্ত্ব অর্থাৎ মাহাত্ম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়াই ধ্যান চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব ধ্যানের উপাসনা কর ইত্যাদি অংশ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥ ১-২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে ষষ্ঠখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমপ্রপাঠকে

সপ্তমঃ খণ্ডঃ

বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ভূয়ঃ, বিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজানাতি, যজুর্ব্বেদম্, সামবেদম্, আথর্ব্বণং চতুর্থম্, ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং, বেদানাং বেদং, পিত্র্যম্, রাশিং, দৈবং, নিধিং, বাকোবাক্যম্, একায়নং, দেববিদ্যাং, ব্রহ্মবিদ্যাং, ভূতবিদ্যাং, ক্ষত্রবিদ্যাং, নক্ষত্রবিদ্যাম্, সর্প-দেবজনবিদ্যাং, দিবঞ্চ, পৃথিবীঞ্চ, বায়ুঞ্চ, আকাশঞ্চ, আপশ্চ, তেজশ্চ, দেবাংশ্চ, মনুষ্যাংশ্চ, পশূংশ্চ, বয়াংসি চ, তৃণবনস্পতীন্, শ্বাপদানি, আকীটপতঙ্গ-পিপীলকং, ধর্ম্মঞ্চ, অধর্ম্মঞ্চ, সত্যঞ্চ, অনৃতঞ্চ, সাধু চ, অসাধু চ, হৃদয়জ্ঞঞ্চ, অহৃদয়জ্ঞঞ্চ, অন্নঞ্চ, রসঞ্চ, ইমঞ্চ লোকম্, অমুঞ্চ বিজ্ঞানেনৈব বিজানাতি ; বিজ্ঞানমুপাস্স্বেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—বিজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞানই ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞানের দ্বারা ঋগ্‌বেদকে জানা যায়। কেবল ঋগ্‌বেদই নহে, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্ব্বণ বা অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম বেদ ইতিহাস পুরাণ, বেদসমূহের বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ, পিত্র্য (শ্রাদ্ধকল্প), রাশি (গণিত), দৈব (উৎপাতবিজ্ঞান), নিধি (ভূগর্ভস্থরত্নাদিজ্ঞান), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (ধনুর্ব্বেদ), নক্ষত্রবিদ্যা (জ্যোতিষ), সর্পবিদ্যা, (গরুড়বিদ্যা বা বিষবিজ্ঞান), দেবজনবিদ্যা (গন্ধর্ব্ববিদ্যা), দ্যুলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষিসমূহ, তৃণ, বনস্পতি, শ্বাপদসমূহ, কীট-পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পিপীলিকা পর্য্যন্ত, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, সাধু, অসাধু, হৃদয়জ্ঞ অর্থাৎ মনোরম, অহৃদয়জ্ঞ অর্থাৎ কুৎসিত, অন্ন, রস, ইহলোক, পরলোক, এই সমস্তই বিজ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারা যায়, অতএব বিজ্ঞানের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাৎ ভূয়ঃ। বিজ্ঞানং শাস্ত্রার্থবিষয়ং জ্ঞানং, তস্য চ ধ্যানকারণত্বাৎ ধ্যানাৎ ভূয়স্ত্বম্। কথং চ তস্য ভূয়স্ত্বম্ ? ইত্যাহ—বিজ্ঞানেন বৈ ঋগ্বেদং বিজানাতি, অয়মৃগ্বেদ ইতি, প্রমাণতয়া যস্যার্থজ্ঞানং ধ্যানকারণম্। তথা

যজুর্ব্বেদমিত্যাদি। কিঞ্চ, পশ্বাদীংশ্চ, ধর্ম্মাধর্ম্মৌ শাস্ত্রসিদ্ধৌ, সাধ্বসাধুনী লোকতঃ স্মার্ত্তে বা, দৃষ্টবিষয়ঞ্চ সর্ব্বং বিজ্ঞানেনৈব বিজ্ঞানাতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ যুক্তং ধ্যানাদ্বিজ্ঞানস্য ভূয়স্ত্বম্। অতো বিজ্ঞানমুপাস্স্বেতি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান শব্দের অর্থ—শাস্ত্রার্থবিষয়ক জ্ঞান বা শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্মাবগতি, সেই শাস্ত্রার্থ-জ্ঞানই ধ্যানের কারণ বলিয়া ধ্যান অপেক্ষাও বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। কিরূপে ধ্যানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, বিজ্ঞানের দ্বারা ঋগ্‌বেদকে জানিতে পারা যায়, ইহা ঋগ্বেদ, প্রমাণস্বরূপ যে ঋগ্‌বেদের অর্থজ্ঞান ধ্যানের কারণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় জানিতে পারিলেই ধ্যানের প্রবৃত্তি উপস্থিতি হয়, অতএব ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। যজুর্ব্বেদ ইত্যাদির অর্থও এইরূপ জানিবে। আর পশু প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী, শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অধর্ম্ম অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে কোন্‌টি ধর্ম্ম, কোন্‌টি অধর্ম্ম, লৌকিক অথবা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত সাধু অসাধু কর্ম্ম, এবং দৃষ্টবিষয় বা প্রত্যক্ষসিদ্ধ সমস্ত ব্যাপারই লোকে বিজ্ঞানের দ্বারাই জানিতে পারে, অতএব ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিসঙ্গত। বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বিজ্ঞানের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, বিজ্ঞানবতো বৈ স লোকান্ জ্ঞানবতোঽভিসিধ্যতি, যাবদ্বিজ্ঞানস্য গতং, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো বিজ্ঞানাৎ ভূয় ইতি? বিজ্ঞানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥২॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি বিজ্ঞানবিশিষ্ট ও জ্ঞানবিশিষ্ট লোকসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের অধিকার, এই উপাসকের তাহাতে যথেচ্ছ অধিকার হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! বিজ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, হাঁ, নিশ্চয়ই বিজ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—শৃণূপাসনফলং বিজ্ঞানবতঃ,—বিজ্ঞানং যেষু লোকেষু তান্

বিজ্ঞানবতো লোকান্ জ্ঞানবতশ্চ অভিসিধ্যতি অভিপ্রাপ্নোতি। বিজ্ঞানং শাস্ত্রার্থবিষয়ং, জ্ঞানমন্যবিষয়নৈপুণ্যং, তদ্বদ্ভির্যুক্তান্ লোকান্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যাববিজ্ঞানস্তেত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, হে নারদ! বিজ্ঞানের উপাসনার ফল শ্রবণ কর। যে সমস্ত লোকে বিজ্ঞান বিদ্যমান আছে, বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বিজ্ঞানবিশিষ্ট ও জ্ঞানবিশিষ্ট সেই লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রার্থবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাকে বিজ্ঞান বলে, আর অন্যবিষয়ক অর্থাৎ লৌকিক সাধারণবিষয়ে যে নৈপুণ্য, তাহাকে জ্ঞান বলে, তদুভয়বিশিষ্ট লোকসমূহকে প্রাপ্ত হন। "যাবৎ বিজ্ঞানস্য" ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ

বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ভূয়ঃ, অপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে, স যদা বলী ভবতি, অথোত্থাতা ভবতি, উত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা ভবতি, পরিচরন্নুপসত্তা ভবতি, উপসীদন্ দ্রষ্টা ভবতি, শ্রোতা ভবতি, মন্তা ভবতি, বোদ্ধা ভবতি, কর্ত্তা ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি, বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি, বলেনান্তরিক্ষং, বলেন দ্যৌঃ, বলেন পর্ব্বতাঃ, বলেন দেব-মনুষ্যাঃ, বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণ-বনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যা-কীট-পতঙ্গ-পিপীলকং, বলেন লোকস্তিষ্ঠতি, বলমুপাস্স্বেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—বিজ্ঞান অপেক্ষাও বল অর্থাৎ মানসিক শক্তি বা প্রতিভাই শ্রেষ্ঠ, কারণ, এক জন মাত্র বলবান্ ব্যক্তি এক শত বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেও কম্পিত অর্থাৎ পরাস্ত করিতে পারে। পুরুষ যখন বলবান্ হয়, তখন সে উত্থাতা অর্থাৎ উৎসাহসম্পন্ন বা অনলস পরিশ্রমী হয়। উৎসাহী হইলে পরিচরিতা অর্থাৎ গুরুজনের পরিচর্য্যাশীল হয়, পরিচর্য্যাপরায়ণ হইলেই উপসত্তা অর্থাৎ সর্ব্বদা গুরুর সমীপস্থ বা গুরুর প্রিয়পাত্র হয়, উপসত্তা হইলেই দর্শন করে, শ্রবণ করে, মনন করে, বোধ করে, কর্ত্তা হয় অর্থাৎ বোধানুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, বিজ্ঞাতা অর্থাৎ বিশেষরূপে অনুভব করিতেও সমর্থ হয়। বলের দ্বারাই পৃথিবী অবস্থিত হইয়াছে, বলের দ্বারাই অন্তরিক্ষ, বলের দ্বারাই দ্যুলোক, বলের দ্বারা পর্ব্বতসমূহ, বলের দ্বারা দেবতা ও মনুষ্যসমূহ, বলের দ্বারাই পশুসমূহ, পক্ষিসমূহ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, শ্বাপদ বা হিংস্রপ্রাণিসমূহ, এমন কি, কীট পতঙ্গ ও পিপীলিকাসমূহও, এক কথায় এই সমস্ত লোকই বলের দ্বারা অবস্থান করিতেছে, অতএব হে নারদ! তুমি বলের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, যাবদ্বলস্য গতং, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো বলাদ্ভূয় ইতি? বলাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তস্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥২॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি বলকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত বলের গতি বা অধিকার, তাহাতে এই উপাসকের যথেচ্ছ অধিকার হয়, অর্থাৎ বলপ্রয়োগে যে সমস্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে, যথেচ্ছভাবে সে তাহা সাধন করিতে পারে, কোন স্থানেই বিফল হয় না, যে ব্যক্তি বলকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, বল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু নিশ্চয়ই আছে। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—বলং বাব বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ। বলমিতি অন্নোপযোগজনিতং মনসো বিজ্ঞেয়ে প্রতিভানসামর্থ্যম্। "অনশনাদৃগাদীনি ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভোঃ।" ইতি শ্রুতেঃ। শরীরেঽপি তদেবোত্থানাদিসামর্থ্যং, যস্মাৎ বিজ্ঞানবতাং শতমপি একঃ প্রাণী বলবান্ আকম্পয়তে, যথা হস্তী মত্তো মনুষ্যাণাং শতং সমুদিতমপি। যস্মাদেবমন্নাদ্যুপযোগ-নিমিত্তং বলং, তস্মাৎ স পুরুষো যদা বলী বলেন তদ্বান্ ভবতি, অথ উত্থাতা উত্থানস্য কর্ত্তা, উত্তিষ্ঠংশ্চ গুরূণামাচার্য্যস্য চ পরিচরিতা, পরিচরণস্য শুশ্রূষায়াঃ কর্ত্তা ভবতি, পরিচরন্ উপসত্তা তেষাং সমীপগঃ অন্তরঙ্গঃ প্রিয়ো ভবতীত্যর্থঃ। উপসীদংশ্চ সামীপ্যং গচ্ছন্ একাগ্রতয়া আচার্য্যস্য অন্যস্য চোপদেষ্টু র্গুরোর্দ্রষ্টা ভবতীত্যর্থঃ। ততস্তদুক্তস্য শ্রোতা ভবতি, তত 'ইদমেভিরুক্তম্, এবমুপপদ্যতে' ইত্যুপপত্তিতো মন্তা ভবতি, মন্বানশ্চ বোদ্ধা ভবতি—'এবমেবেদম্' ইতি। তত এবং নিশ্চিত্য তদুক্তার্থস্য কর্ত্তা অনুষ্ঠাতা ভবতি, বিজ্ঞাতা অনুষ্ঠান-ফলস্য অনুভবিতা ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, বলস্য মাহাত্ম্যং—বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতীত্যাদি সমানম্। ১-২।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য অষ্টমখণ্ডভাষ্যম্। ৮।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—বিজ্ঞান অপেক্ষাও বলই শ্রেষ্ঠ। অন্ন-সেবনজনিত জ্ঞাতব্যবিষয়জ্ঞানে মনের যে প্রতিভাশক্তি, তাহাকেই বল বলে, যে হেতু, "অনাহারবশতঃ ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রসমূহ আমার প্রতিভাত হইতেছে না" এইরূপ শ্রুতি আছে। সেই বলই আবার শরীরের উত্থান প্রভৃতির কারণীভূত শক্তিস্বরূপ, কারণ, একটিমাত্র মত্ত হস্তী যেমন সমবেত এক শত মনুষ্যকেও বিদলিত করিতে পারে, সেইরূপ একটিমাত্র বলবান্ প্রাণী এক শত বিজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিকেও কম্পিত অর্থাৎ চালিত বা পরাস্ত করিতে পারে। যে হেতু, অন্নাদি সেবনজনিত বলের এত দূর প্রভাব, সে জন্য সেই পুরুষ যখন বলসম্পন্ন হয়, তাহার পর সে উত্থাতা অর্থাৎ উত্থানকর্ত্তা বা অনলস উৎসাহসম্পন্ন ও পরিশ্রমী হয়, উত্থিত হইয়া গুরুজনসমূহ ও আচার্য্যের পরিচর্য্যাকারী অর্থাৎ

শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হয়, শুশ্রূষাকারী হইলেই তাঁহাদের উপসত্তা অর্থাৎ সমীপস্থ অর্থাৎ অন্তরঙ্গ প্রিয়পাত্র হয়। উপসন্ন অর্থাৎ সমীপে গমন করিতে সমর্থ হইলে একাগ্রচিত্তে আচার্য্য ও অন্যান্য উপদেষ্টা গুরুজনগণের দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তদনন্তর তাঁহাদিগের উপদেশ শ্রবণ করিতে সমর্থ হয়, তদনন্তর 'ইঁহাদিগের উক্ত এই বাক্য এইরূপভাবে যুক্তিসঙ্গত হয়,' এইরূপ বিবেচনা দ্বারা মনন করিতে সমর্থ হয়, মনন করিতে করিতে 'ইহা এইরূপই বটে' এইরূপ বুঝিতে সমর্থ হয়; তদনন্তর এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহাদিগের উপদিষ্ট বিষয় যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় ও বিজ্ঞাতা হয়, অর্থাৎ অনুষ্ঠানের ফল অনুভব করিতে সমর্থ হয়। বলের আরও মাহাত্ম্য দেখ, বলের দ্বারাই পৃথিবী অবস্থান করিতেছে ইত্যাদির ব্যাখ্যা সরল, এ জন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক ॥ ১-২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষানুবাদ সমাপ্ত।

নবমঃ খণ্ডঃ

অন্নং বাব বলাদ্‌ভূয়ঃ, তস্মাৎ যদ্যপি দশরাত্রীর্নাশ্নীয়াৎ, যদ্যু হ জীবেদথবাঽদ্রষ্টা, অশ্রোতা, অমন্তা, অবোদ্ধা, অকর্ত্তা, অবিজ্ঞাতা ভবতি। অথান্নস্যায়ৈ দ্রষ্টা ভবতি, শ্রোতা ভবতি, মন্তা ভবতি, বোদ্ধা ভবতি, কর্ত্তা ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি, অন্নমুপাস্স্বেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—বল অপেক্ষাও অন্ন শ্রেষ্ঠ, এ জন্য যদি কোন ব্যক্তি দশ রাত্রি ভোজন না করে, তাহা হইলে মরিয়া যায়, অথবা যদি কোনরূপে বাঁচিয়াও থাকে, তাহা হইলেও অদ্রষ্টা, অশ্রোতা, অমন্তা, অবোদ্ধা, অকর্ত্তা ও অবিজ্ঞাতা হয়, অর্থাৎ তাহারা গুরু দর্শন করিতে, তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে, মনন করিতে, বোধ করিতে, উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারে না। আর সেই ব্যক্তিই যদি অন্ন লাভ করিতে অর্থাৎ আহার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে দর্শন করিতে, শ্রবণ করিতে, মনন করিতে, বুঝিতে, কার্য্য করিতে ও বিজ্ঞাতা হইতে সমর্থ হয়। অতএব অন্নের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অন্নং বাব বলাৎ ভূয়ঃ, বলহেতুত্বাৎ। কথমন্নস্য বলহেতুত্বমিতি? উচ্যতে—যস্মাৎ বলকারণমন্নং, তস্মাৎ যদ্যপি কশ্চিৎ দশরাত্রীর্নাশ্নীয়াৎ, সোঽন্নোপযোগনিমিত্তস্য বলস্য হান্যা ম্রিয়তে, ন চেৎ ম্রিয়তে, যদ্যু হ জীবেৎ, দৃশ্যন্তে হি মাসমপ্যনশ্নন্তো জীবন্তঃ, অথবা স জীবন্নপি অদ্রষ্টা ভবতি গুরোরপি, তত এব অশ্রোতে-ত্যাদি পূর্ব্ববিপরীতং সর্ব্বং ভবতি। অথ যদা বহুন্যহানি অনশিতো দর্শনাদিক্রিয়াসু অসমর্থঃ সন্ অন্নস্যায়ী, আগমনম্ আয়ঃ, অন্নস্য প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ, স যস্য বিদ্যতে সোঽন্নস্য আয়ী। 'আয়ৈ' ইত্যেতদ্বর্ণব্যত্যয়েন। ('ইকারস্য ব্যত্যয়েন ঐকারান্তত্বেন' পাঠোঽয়ং প্রামাদিকঃ ইতি কেষাঞ্চিৎ মতম্) অথান্নস্যায়ৈ ইত্যপি পাঠে এবমেবাপ্যেত্যেবমেবার্থঃ, তত্র হেতুমাহ, আয়ৈ ইত্যেদিতি, ঐকারস্য বর্ণস্য ব্যত্যয়েন ঈকারান্তত্বেনৈবেত্যর্থঃ। ইত্যেতদ্বর্ণব্যত্যয়েন অথান্নস্যায়া ইত্যপি পাঠে এবমেবার্থঃ, দ্রষ্টেত্যাদিকার্য্যশ্রবণাৎ। দৃশ্যতে হি অন্নোপযোগে দর্শনাদিসামর্থ্যং, ন তদপ্রাপ্তৌ; অতোঽন্নমুপাস্স্বেতি। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অন্ন বল হইতেও শ্রেষ্ঠ, কারণ, অন্নই বলের হেতু। আচ্ছা, অন্নই যে বলের হেতু অর্থাৎ অন্ন হইতেই যে বল হয়,

তাহা কিরূপে জানা যাইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যে হেতু অন্নই বলের কারণ, সে জন্য যদি কোন ব্যক্তি দশ রাত্রি অর্থাৎ দশ দিন অনাহারে থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অন্নভোজন হইতে সঞ্জাত বলক্ষয় হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যদি না মরিয়া কোনরূপে জীবিত থাকে, কারণ, একমাস অনাহারেও জীবিত থাকিতে দেখা যায়, তাহা হইলেও গুরুকেও দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, গুরুদর্শন করিতে না পারিলেই অশ্রোতা ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত দ্রষ্টৃত্বাদির বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আর বহু দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকায় দর্শনাদি ক্রিয়ায় অসমর্থ হইয়া পরে যখন অন্নায়ী হয়; আয় শব্দের অর্থ আগমন, অন্নায়ী অর্থাৎ অন্নের প্রাপ্তি বা ভোজনলাভ, সেই অন্নের আয় যাহার আছে, অর্থাৎ যে অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছে, সে অন্নায়ী। মূল শ্রুতিতে বর্ণপরিবর্ত্তন করিয়া 'আয়ৈ' এইরূপ পাঠ করা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উহা 'আয়ী' এইরূপ হইবে। আর "অন্নস্য আয়া" এরূপ পাঠ করিলেও ঐ একই অর্থ হইবে, কারণ, দ্রষ্টা ইত্যাদি কার্য্যবোধক শ্রুতি আছে; দেখাও যায় যে, অন্নাহার করিতে পারিলেই দর্শনাদি বিষয়ে সামর্থ্য লাভ করে, কিন্তু অন্ন না পাইলে কোন সামর্থ্যই থাকে না, অতএব অন্নের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, অন্নবতো বৈ স লোকান্ পানবতোঽভিসিধ্যতি, যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবোঽন্নাদ্ভূয় ইতি? অন্নাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে নবমঃ খণ্ডঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি অন্নকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, সেই উপাসক অন্নবিশিষ্ট ও পানবিশিষ্ট লোকসমূহকে লাভ করে। যে পর্য্যন্ত অন্নের গতি বা অধিকার, ততদূর পর্য্যন্ত এই উপাসকের যথেচ্ছ অধিকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ তিনি ইচ্ছানুযায়ী অন্ন-পানীয় ভোগ করিতে সমর্থ হন, যিনি অন্নকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করেন। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! অন্ন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, অন্ন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু নিশ্চয়ই আছে। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে নবম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—ফলং চান্নবতঃ প্রভূতান্নান্ বৈ স লোকান্, পানবতঃ প্রভূতোদকাংশ্চ, অন্ন-পানয়োর্নিত্যসম্বন্ধাৎ, লোকানভিসিধ্যতি। সমানমন্যৎ। ২।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য নবমখণ্ডভাষ্যম্। ৯।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে অন্ন উপাসনায় ফল এই যে, সেই উপাসক প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও পানবান্ অর্থাৎ প্রভূত জলপূর্ণ লোকসমূহ প্রাপ্ত হইতে পারে, অন্নের সহিত জলের নিত্য সম্বন্ধবশতঃ অন্ন ও পান একত্রেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়॥ ২॥

সপ্তম প্রপাঠকে নবম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমপ্রপাঠকে

দশমঃ খণ্ডঃ

আপো বাব অন্নাৎ ভূয়স্যঃ, তস্মাৎ যদা সুবৃষ্টির্ন ভবতি, ব্যাধীয়ন্তে প্রাণাঃ, অন্নং কনীয়ো ভবিষ্যতীতি। অথ যদা সুবৃষ্টির্ভবতি, আনন্দিনঃ প্রাণা ভবন্তি, অন্নং বহু ভবিষ্যতীতি, আপ এবেমা মূর্ত্তাঃ, যেয়ং পৃথিবী, যদন্তরিক্ষং, যদ্দ্যৌঃ, যৎ পর্ব্বতাঃ, যদ্দেব-মনুষ্যাঃ, যৎ পশবশ্চ, বয়াংসি, চ, তৃণ-বনস্পতয়ঃ শ্বাপদানি, আকীট-পতঙ্গ-পিপীলকম্, আপ এবেমা মূর্ত্তাঃ, অপ উপাস্স্বেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অন্ন অপেক্ষাও জলই শ্রেষ্ঠ, এ জন্য যদি কোন সময় সুবৃষ্টি না হয়, তখন অন্ন খুব অল্পপরিমাণে উৎপন্ন হইবে, এই বিবেচনা করিয়া অন্নাভাব ঘটিবে, এই মনে করিয়া প্রাণ ব্যাধিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ জলাভাবে অত্যন্ত ক্লেশানুভব করে। আর যে সময় সুবৃষ্টি হয়, তখন বহু অন্ন উৎপন্ন হইবে, এই আশায় প্রাণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়। পরে উল্লিখিত ইহারাই মূর্ত্তিমান্ জল,—দৃশ্যমান এই যে পৃথিবী, এই যে অন্তরিক্ষ, এই যে দ্যুলোক, এই যে পর্ব্বত, এই যে দেব ও মনুষ্যগণ, এই যে পশুসমূহ, পক্ষিসমূহ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, শ্বাপদসমূহ, কীট পতঙ্গ পিপীলিকা পর্য্যন্ত এই সমস্ত মূর্ত্ত পদার্থই জল ; অতএব জলের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—আপো বাব অন্নাৎ ভূয়স্যঃ, অন্নকারণত্বাৎ। যস্মাদেবং, তস্মাৎ যদা যস্মিন্ কালে সুবৃষ্টিঃ শস্যহিতা শোভনা বৃষ্টির্ন ভবতি, তদা ব্যাধীয়ন্তে প্রাণা দুঃখিনো ভবন্তি। কিন্নিমিত্তম্? ইত্যাহ—অন্নমস্মিন্ সংবৎসরে নঃ কনীয়োঽল্পতরং ভবিষ্যতীতি। অথ পুনর্যদা সুবৃষ্টির্ভবতি, তদা আনন্দিনঃ সুখিনো হৃষ্টপ্রাণাঃ প্রাণিনো ভবন্তি, অন্নং বহু প্রভূতং ভবিষ্যতীতি। অপসম্ভবত্বাৎ মূর্ত্তস্য অন্নস্য আপ এব ইমাঃ মূর্ত্তাঃ মূর্ত্তভেদাকারপরিণতা ইতি মূর্ত্তাঃ,—যেয়ং পৃথিবী, যদন্তরিক্ষম্ ইত্যাদি আপ এবেমা মূর্ত্তাঃ, অতোঽপ উপাস্স্বেতি। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—জল হইতেই অন্ন উৎপন্ন হয় বলিয়া অন্ন হইতে জলই শ্রেষ্ঠ। যে হেতু, জল হইতেই অন্ন উৎপন্ন হয়, এ জন্য যে সময়ে শস্যের পক্ষে হিতজনক সুবৃষ্টি না হয়, সে সময় প্রাণসমূহ অর্থাৎ প্রাণিগণ ব্যাধিত অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখিত হয়। কি জন্য দুঃখিত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, এ

বৎসর আমাদের অন্ন অতি অল্পপরিমাণে উৎপন্ন হইবে, এই মনে করিয়াই দুঃখিত হয়। আর যখন পুনরায় শস্যের পক্ষে হিতজনক সুবৃষ্টি হয়, তখন, এ বৎসর আমাদের যথেষ্টপরিমাণে অন্ন উৎপন্ন হইবে, এই মনে করিয়া প্রাণ অর্থাৎ প্রাণিসমূহ অত্যন্ত আনন্দিত অর্থাৎ হৃষ্ট বা সুখী হয়। মূর্ত্তিমান্ অন্ন জল হইতেই উৎপন্ন বলিয়া এই জলই মূর্ত্ত অর্থাৎ বিবিধ মূর্ত্তিভেদাকারে পরিণত, এই যে পৃথিবী, এই যে অন্তরিক্ষ ইত্যাদি, ইহারা সকলেই মূর্ত্ত জলই; অতএব জলের উপাসনা কর।

স্পষ্টার্থ—সনৎকুমার মুনি নারদকে বলিলেন,—ঋষে! জলই অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ, কেন না, জলই অন্নের নিদান বলিয়া জানা যাইতেছে। যখন শস্যের হিতসাধনে সুবৃষ্টি না হয়, তখন সকল প্রজাই ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা বিবেচনা করে, এ বর্ষে আমাদিগের অন্ন অল্প হইবে, অতএব সকলের প্রাণত্যাগের সম্ভাবনা দেখিতেছি। পরে যদি পুনরায় সুবৃষ্টি হয়, তখন সকল প্রাণীই হৃষ্ট হইয়া পুলকিতচিত্তে বলিতে থাকে, এ বর্ষে যেরূপ সুবৃষ্টি দেখিতেছি, ইহাতে নিশ্চয়ই প্রভূত শস্য জন্মিবে। তাহা হইলে আমরা প্রচুর অন্ন লাভ করিব সংশয় নাই। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, অন্ন জল হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান অন্নের জলই মূর্ত্ত্যন্তর। এই যে পৃথিবী, গগন, স্বর্গ, গিরি, দেব, নর, পশু, পক্ষী, তৃণ, বৃক্ষ, শ্বাপদ, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা প্রভৃতি জীব, ইহারা সকলেই জল দ্বারা জীবিত থাকে। ইহারা সকলেই মূর্ত্তিধারী জল, কেন না, জলের পরিণাম শস্যভক্ষণে ইহারা জীবিত আছে। হে মুনে! জলই সকলের নিদান ও প্রধান, তুমি সেই জলের আরাধনা কর॥ ১॥

স যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, আপ্নোতি সর্ব্বান্ কামাংস্তৃপ্তিমান্ ভবতি, যাবদপাং গতং, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবোঽদ্ভ্যো ভূয় ইতি? অদ্ভ্যো বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি॥ ২॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে দশমঃ খণ্ড॥ ১০॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি জলকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, সে ব্যক্তি সমস্ত কাম অর্থাৎ অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয় ও তৃপ্তিমান্ হয়। যে পর্য্যন্ত জলের গতি বা অধিকার, সে পর্য্যন্ত এই উপাসকের যথেষ্ট কামচার অর্থাৎ যথেচ্ছ অধিকার হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি জলকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! জল হইতেও শ্রেষ্ঠ কোন পদার্থ

আছে কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, জল হইতেও শ্রেষ্ঠ পদার্থ নিশ্চয়ই আছে। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে দশম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—জলম্—স যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, আপ্নোতি স সর্ব্বান্ কামান্ কাম্যান্ মূর্ত্তিমতো বিষয়ানিত্যর্থঃ। অপসম্ভবত্বাচ্চ তৃপ্তেরপ্সুপাসনাৎ তৃপ্তিমাংশ্চ ভবতি। সমানমন্যৎ ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য দশমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১০ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—জলকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনার ফল বলিতেছেন, যে কোন ব্যক্তি জলকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি সমস্ত কাম অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ বা আকারবিশিষ্ট সমস্ত অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হয়। জল হইতেই তৃপ্তি লাভ হয় বলিয়া জলের উপাসনা করিলে সেই উপাসক তৃপ্তিমান্ অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়েই তৃপ্তি লাভ করে। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে দশম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

একাদশঃ খণ্ডঃ

তেজো বাব অদ্ভ্যো ভূয়ঃ, তদ্বা এতদ্বায়ুমাগৃহ্যাকাশমভিতপতি, তদাহুর্নিশোচতি নিতপতি বর্ষিষ্যতি বা ইতি। তেজ এব তৎ পূর্ব্বং দর্শয়িত্বাঽথাপঃ সৃজতে, তদেতদূর্দ্ধাভিশ্চ তিরশ্চীভিশ্চ বিদ্যুদ্ভিরাহ্রাদাশ্চরন্তি, তস্মাদাহুর্ব্বিদ্যোততে, স্তনয়তি, বর্ষিষ্যতি বা ইতি। তেজ এব তৎ পূর্ব্বং দর্শয়িত্বা অথাপঃ সৃজতে, তেজ উপাস্স্বেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—জল হইতেও তেজই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। যখন সেই এই তেজ বায়ুকে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া আকাশকে সন্তপ্ত করে, তখন লোকে বলে, জগৎকে সন্তপ্ত করিতেছে, দেহকে সন্তপ্ত করিতেছে; অতএব অবশ্যই বর্ষণ করিবে, অর্থাৎ সত্বরই বৃষ্টি হইবে। তেজই প্রথমে তাহার স্বরূপ দর্শন করাইয়া পরে জলের সৃষ্টি করে। সেই এই তেজই ঊর্দ্ধগামী ও বক্রগামী বিদ্যুতের সহিত আহ্রাদ অর্থাৎ মেঘগর্জ্জনরূপে বিচরণ করে। সেই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে, বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে, গর্জ্জন করিতেছে, অতএব শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে। বাস্তবিকপক্ষে তেজই প্রথমে ঐরূপে নিজের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া অনন্তর জল বর্ষণ করে, অতএব তেজের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তেজো বাব অদ্ভ্যো ভূয়ঃ, তেজসোঽপ্‌কারণত্বাৎ। কথমপকারণত্বম্? ইত্যাহ—যস্মাৎ অব্‌যোনিস্তেজঃ, তস্মাত্তদ্বা এতত্তেজো বায়ুম্ আগৃহ্য অবষ্টভ্য আত্মনা নিশ্চলীকৃত্য বায়ুম্ আকাশমভিতপতি আকাশমভিব্যাপ্নুবস্তপতি যদা, তদা আহুর্লৌকিকাঃ,—নিশোচতি সন্তপতি সামান্যেন জগৎ, তপতি দেহান্ অতো বর্ষিষ্যতি বৈ ইতি। প্রসিদ্ধং হি লোকে কারণমভ্যুত্ততং দৃষ্টবতঃ কার্য্যং ভবিষ্যতীতি বিজ্ঞানম্। তেজ এব তৎপূর্ব্বমাত্মানমুদ্ভূতং দর্শয়িত্বা অথানন্তরম্ অপঃ সৃজতে, অতোঽপ্‌স্রষ্টৃত্বাৎ ভূয়োঽদ্ভ্যস্তেজঃ। কিঞ্চান্যৎ, তদেতত্তেজ এব স্তনয়িত্নুরূপেণ বর্ষহেতুর্ভবতি। কথম্? ঊর্দ্ধাভিশ্চোর্দ্ধগাভির্ব্বিদ্যুদ্ভিঃ তিরশ্চীভিশ্চ তির্য্যগ্‌গতাভিশ্চ সহ আহ্রাদাঃ স্তনয়নশব্দাশ্চরন্তি; তস্মাত্তদ্দর্শনাদাহুর্লৌকিকাঃ,—বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বৈ ইত্যাদ্যুক্তার্থম্; অতস্তেজঃ উপাস্স্বেতি। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—তেজ হইতেই জল উৎপন্ন হয় বলিয়া জল হইতে তেজই শ্রেষ্ঠ বস্তু। তেজ জলের কারণ কিরূপে হইল? ইহার

উত্তরে বলিতেছেন, যে হেতু তেজই জলের যোনি বা কারণ, সে জন্য সেই এই তেজ বায়ুকে গ্রহণ অর্থাৎ আক্রমণ বা আশ্রয় করিয়া নিজের প্রভাবে সেই বায়ুকে নিশ্চল করিয়া আকাশকে অভিতপ্ত করে, অর্থাৎ সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া যখন সন্তাপ উৎপাদন করে, তখন লোকসমূহ বলে—নিশোচতি—নিশোচন করিতেছে, অর্থাৎ সাধারণভাবে সমস্ত জগৎকেই সন্তপ্ত করিতেছে, নিতপতি অর্থাৎ বিশেষভাবে দেহকে সন্তপ্ত করিতেছে, অতএব নিশ্চয়ই বর্ষণ হইবে। জগতে ইহাই প্রসিদ্ধ আছে যে, কারণের উদয় দেখিলেই কার্য্য যে হইবে, এই জ্ঞান দ্রষ্টার স্বভাবতই সমুৎপন্ন হয়, অতএব পূর্ব্বোক্তরূপ সন্তাপদর্শনে তাহার কার্য্যস্বরূপ ভাবী বৃষ্টি অনুমান করা অসঙ্গত হয় না। সেই তেজই পূর্ব্বে আপনার ঐরূপ উদ্ভূত অর্থাৎ ব্যক্ত বা সুস্পষ্ট রূপ দর্শন করাইয়া অনন্তর জল সৃষ্টি করে অর্থাৎ জল বর্ষণ করে, অতএব জলের স্রষ্টা বলিয়া তেজ জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আরও দেখ, সেই এই তেজই স্তনয়িত্নু অর্থাৎ মেঘরূপে বৃষ্টির হেতুস্বরূপ হয়। কিরূপে হয়? ঊর্দ্ধগামিনী ও তির্য্যগ্‌গামিনী অর্থাৎ বক্রগামিনী বিদ্যুৎসমূহের সহিত আহ্লাদসমূহ অর্থাৎ মেঘগর্জ্জনসমূহরূপে সঞ্চরণ করে, সেই জন্যই তাহা দর্শন করিয়া লোকসমূহ বলিয়া থাকে, বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে, গর্জ্জন করিতেছে, অতএব সত্বরই বর্ষণ করিবে ইত্যাদি। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। অতএব তেজের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, তেজস্বী বৈ স তেজস্বতো লোকান্ ভাস্বতোঽপহততমস্কানভিসিধ্যতি। যাবত্তেজসো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবস্তেজসো ভূয় ইতি? তেজসো বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি তেজকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, সে ব্যক্তি স্বয়ং তেজস্বী হইয়া তেজোময় প্রকাশস্বভাব বাহিক ও আভ্যন্তরিক অজ্ঞান অন্ধকার-বিরহিত লোকসমূহকে প্রাপ্ত হয়। যে পর্য্যন্ত তেজের গতি বা অধিকার, সে পর্য্যন্ত ইহার যথেচ্ছ অধিকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ তেজের দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, এই ব্যক্তি সে সমস্ত কর্ম্ম অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে ও তেজকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারে, যে ব্যক্তি

তেজকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! তেজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদার্থ কিছু আছে কি ? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, হাঁ, তেজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্য তেজস উপাসনফলং—তেজস্বী বৈ ভবতি। তেজস্বত এব চ লোকান্ ভাস্বতঃ প্রকাশবতঃ অপহততমস্কান্ অপনীতবাহ্যাধ্যাত্মিকাজ্ঞানতমস্কান্ অভিসিধ্যতি। সমানমন্যৎ ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য একাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই তেজের উপাসনার ফল বলিতেছেন, স্বয়ং তেজস্বী হয়। তেজঃসম্পন্ন, ভাস্বান্ অর্থাৎ প্রকাশবিশিষ্ট, অপহততমস্ক অর্থাৎ বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক অজ্ঞানাদিরূপ অন্ধকারশূন্য লোকসমূহকে প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা সুগম ॥ ২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

আকাশো বাব তেজসো ভূয়ান্, আকাশে বৈ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ, বিদ্যুন্নক্ষত্রাণ্যগ্নিঃ, আকাশেনাহ্বয়তি, আকাশেন শৃণোতি, আকাশেন প্রতিশৃণোতি, আকাশে রমতে, আকাশে ন রমতে, আকাশে জায়তে, আকাশমভিজায়তে, আকাশমুপাস্স্বেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—তেজ হইতেও আকাশ শ্রেষ্ঠ, কারণ, আকাশে সূর্য্য ও চন্দ্র এই দুইটি, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র ও অগ্নি বিদ্যমান আছে। লোক আকাশকে অবলম্বন করিয়াই আহ্বান করে, আকাশের সাহায্যেই শ্রবণ করে, আকাশের সাহায্যেই প্রতিশ্রবণ করে, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহাকে কোন কথা বলা হইয়াছে, তাহার উত্তরও শ্রবণ করে, আকাশেই ক্রীড়া করে ও ক্রীড়ার অভাবও আকাশেই সম্পন্ন হয়, আকাশেই উৎপন্ন হয় ও আকাশকে লক্ষ্য করিয়াই অর্থাৎ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া অঙ্কুরাদি পদার্থসমূহ উৎপন্ন হয়। অতএব আকাশের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—আকাশো বাব তেজসো ভূয়ান্, বায়ুসহিতস্য তেজসঃ কারণত্বাৎ ব্যোম্নঃ, বায়ুমাগৃহ্নেতি তেজসা সহোক্তো বায়ুরিতি পৃথগিহ নোক্তস্তেজঃ। কারণং হি লোকে কার্য্যাৎ ভূয়ো দৃষ্টং, যথা ঘটাদিভ্যো মৃৎ, তথা আকাশো বায়ুসহিতস্য তেজসঃ কারণমিতি ততোঽপি ভূয়ান্। কথম্? আকাশে বৈ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ তেজোরূপৌ, বিদ্যুৎ নক্ষত্রাণি অগ্নিশ্চ তেজোরূপাণি আকাশেঽন্তঃ, যচ্চ যস্যান্তর্ব্বর্ত্তি তদল্পং, ভূম ইতরৎ। কিঞ্চ, আকাশেনাহ্বয়তি চ অন্যমন্যঃ, আহূতশ্চেতর আকাশেন শৃণোতি, অন্যোক্তঞ্চ শব্দমন্যঃ প্রতিশৃণোতি, আকাশে রমতে ক্রীড়তি অন্যোঽন্যং সর্ব্বঃ, তথা ন রমতে চাকাশে বন্ধ্বাদিবিয়োগে, আকাশে জায়তে, ন মূর্ত্তেনাবষ্টব্ধে; তথা আকাশমভিলক্ষ্য অঙ্কুরাদি জায়ন্তে, ন প্রতিলোমম্, অত আকাশমুপাস্স্ব। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আকাশ বায়ুর সহিত তেজের কারণ বলিয়া অর্থাৎ বায়ু ও তেজ উভয়ই আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয় বলিয়া তেজ অপেক্ষা আকাশই শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বখণ্ডে "বায়ুমাগৃহ্য" এই উক্তি থাকায় তেজের সহিত বায়ুও উক্ত হইয়াছে, এ জন্য এ স্থানে আর তেজ হইতে বায়ুকে পৃথক্ করিয়া বলা হয় নাই। এই লোকে কার্য্য অপেক্ষা কারণের শ্রেষ্ঠতাই দেখা যায়,

যেমন কার্য্যস্বরূপ ঘটাদি অপেক্ষা কারণস্বরূপ মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ আকাশই বায়ু সহিত তেজের কারণ বলিয়া তেজ ও বায়ু অপেক্ষা আকাশ শ্রেষ্ঠ। কিরূপে শ্রেষ্ঠ? না, তেজোময় সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ই আকাশে অবস্থিত, তৈজসিক বিদ্যুৎ নক্ষত্র ও অগ্নি এ সমস্তই আকাশের মধ্যে বিদ্যমান। যে বস্তু যাহার অভ্যন্তরে থাকে, সে বস্তু তাহা অপেক্ষা অল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্র, আর অপরটি হয় ভূয় অর্থাৎ মহান্ বা শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ যে অভ্যন্তরে থাকে, সে হয় ক্ষুদ্র আর যাহার অভ্যন্তরে থাকে, সে হয় মহৎ। আরও দেখ, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে যে আহ্বান করে, তাহা আকাশের সাহায্যেই করে, যে ব্যক্তিকে আহ্বান করা হয়, সেও আকাশের সাহায্যেই শ্রবণ করে, আকাশের সাহায্যেই এক ব্যক্তি-কর্ত্তৃক কৃত শব্দ অপর ব্যক্তি শ্রবণ করিতে পারে। আকাশেই সকলে পরস্পর রমণ অর্থাৎ ক্রীড়া করে, সেইরূপ আত্মীয়-বন্ধু-বিয়োগে যে রমণ বা ক্রীড়া করে না, তাহাও আকাশেই করে, আকাশেই জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু কোন মূর্ত্ত পদার্থ দ্বারা অবরুদ্ধ বা অধিকৃত স্থানে জন্ম গ্রহণ করে না। ভাব এই যে, যে স্থান কোন পদার্থ দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া আছে, সে স্থানে কোন পদার্থই উৎপন্ন হয় না, উন্মুক্ত স্থানেই উৎপন্ন হয়। বৃক্ষের অঙ্কুরাদি আকাশকে লক্ষ্য করিয়াই অর্থাৎ ঊর্দ্ধদিকেই উৎপন্ন হয়, প্রতিলোম অর্থাৎ নিম্নদিকে অথবা যে দিকে আকাশ নাই, সে দিকে হয় না, অতএব আকাশের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, আকাশবতো বৈ স লোকান্ প্রকাশবতোঽসংবাধানুরুগায়বতোঽভিসিধ্যতি, যাবদাকাশস্য গতং, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবঃ। আকাশাদ্ভূয়ঃ ইতি? আকাশাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি আকাশকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, সে আকাশবিশিষ্ট অর্থাৎ আকাশের ন্যায় বিস্তৃত, প্রকাশবিশিষ্ট অর্থাৎ আলোকোজ্জ্বল, অসবাধ অর্থাৎ অসঙ্কীর্ণ অর্থাৎ স্থানের অল্পতাবশতঃ পরস্পরের পীড়াদায়ক (ঠাসাঠাসি) না হয়, এমন স্থান ও উরুগায়বান্ অর্থাৎ বিস্তৃত বা বহুদূরব্যাপী লোকসমূহ লাভ করে। যে পর্য্যন্ত আকাশের অধিকার, সে পর্য্যন্ত ইহার যথেচ্ছ অধিকার থাকে, যে ব্যক্তি আকাশকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা

করে। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, আকাশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু নিশ্চয়ই আছে। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন॥ ২॥

সপ্তম প্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—ফলং শৃণু—আকাশবতো বৈ বিস্তারযুক্তান্ স বিদ্বান্ লোকান্ প্রকাশবতঃ, প্রকাশাকাশয়োর্নিত্যসম্বন্ধাৎ, প্রকাশবতশ্চ লোকানসম্বাধান্—সম্বাধনং সম্বাধঃ, সম্বাধঃ অন্যোঽন্যপীড়া, তদ্রহিতানসম্বাধান্ উরুগায়বতো বিস্তীর্ণগতীন্ বিস্তীর্ণপ্রচারান্ লোকানভিসিধ্যতি। যাবদাকাশস্যেত্যাদ্যুক্তার্থম্। ২।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্। ১২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আকাশের উপাসনার ফল শ্রবণ কর—সেই বিদ্বান্ বা উপাসক আকাশবিশিষ্ট অর্থাৎ বিস্তারযুক্ত বা বিস্তীর্ণ ও প্রকাশবিশিষ্ট, আকাশের সহিত প্রকাশের নিত্য সম্বন্ধবশতঃ, অর্থাৎ যে স্থান শূন্য, সেই স্থানেই আলোক থাকায় প্রকাশবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। সম্বাধ শব্দের অর্থ সম্বাধন অর্থাৎ পরস্পরের পীড়া উৎপাদন, যে স্থানে তাহার অভাব, তাহাই অসম্বাধ, (যে স্থানে ঘেঁসা-ঘেঁসি বা ঠাসাঠাসি নাই এমন স্থান) উরুগায়বৎ অর্থাৎ বিস্তীর্ণ গতি বা বিস্তৃত প্রচারবিশিষ্ট (বহুদূর পর্যান্ত অবাধে ভ্রমণোপযোগী) লোকসমূহ লাভ করে। 'যে পর্য্যন্ত আকাশের গতি' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বানুরূপ॥ ২॥

সপ্তম প্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

স্মরো বাব আকাশাৎ ভূয়ঃ, তস্মাৎ যদ্যপি বহব আসীরন্ন স্মরন্তো নৈব তে কঞ্চন শৃণুয়ুঃ, ন মন্বীরন্, ন বিজানীরন্। যদা বাব তে স্মরেয়ুঃ, অথ শৃণুয়ুঃ, অথ মন্বীরন্, অথ বিজানীরন্, স্মরেণ বৈ পুত্রান্ বিজানাতি, স্মরেণ পশূন্ ; স্মরমুপাস্স্বেতি ॥১॥

অনুবাদ।—আকাশ অপেক্ষাও স্মর অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম্মবিশেষ স্মরণই শ্রেষ্ঠ, এ জন্য যদি বহু ব্যক্তি একত্র সমবেত হইয়াও স্মরণ না করিতে পারে, তাহারা কোন বিষয়ই শ্রবণ করিতে পারে না, অর্থাৎ কোন শব্দ কর্ণ-গোচর হইলেও তাহার অর্থবোধ করিতে পারে না, মনন করিতেও পারে না, ভাল করিয়া কোন বিষয় বুঝিতেও পারে না, অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন কোন বিষয়ই সে করিতে সমর্থ হয় না। আর যখন সে স্মরণ করিতে পারে, তখন সমস্ত বিষয়ই শ্রবণ করিতেও পারে, মনন করিতেও পারে ও বোধ করিতেও পারে। স্মর অর্থাৎ স্মরণের সাহায্যেই পুত্রগণকে জানিতে পারে, এবং এই সমস্ত পশু যে আমার, তাহাও স্মরণের সাহায্যেই জানিতে পারে। অতএব স্মরণের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স্মরো বা আকাশাৎ ভূয়ঃ, স্মরণং স্মরোঽন্তঃকরণধর্ম্মঃ, স আকাশাৎ ভূয়ানিতি দ্রষ্টব্যঃ লিঙ্গব্যত্যয়েন। স্মর্ত্তুঃ স্মরণে হি সত্যাকাশাদিসর্ব্বমর্থবৎ, স্মরণবতো ভোগ্যত্বাৎ। অসতি তু স্মরণে সদপ্যসদেব, সত্ত্বকার্য্যাভাবাৎ। নাপি সত্ত্বং স্মৃত্যভাবে শক্যমাকাশাদীনামবগন্তুম্ ইত্যতঃ স্মরণস্যাকাশাৎ ভূয়স্ত্বম্। দৃশ্যতে হি লোকে স্মরণস্য ভূয়স্ত্বং যস্মাৎ, তস্মাৎ যদ্যপি সমুদিতা বহব একস্মিন্ আসীরন্ উপবিশেয়ুঃ, তে তত্রাসীনা অন্যোঽন্যভাষিতমপি ন স্মরন্তশ্চেৎ স্যুঃ, নৈব তে কঞ্চন শব্দং শৃণুয়ুঃ, তথা ন মন্বীরন্; মন্তব্যং চেৎ স্মরেয়ুঃ, তদা মন্বীরন্, স্মৃত্যভাবান্ন মন্বীরন্, তথা ন বিজানীরন্। যদা বাব তে স্মরেয়ুর্মন্তব্যং বিজ্ঞাতব্যং শ্রোতব্যঞ্চ, অথ শৃণুয়ুঃ, অথ মন্বীরন্, অথ বিজানীরন্। তথা স্মরেণ বৈ "মম পুত্রা এতে" ইতি পুত্রান্ বিজানাতি ; স্মরেণ পশূন্ ; অতো ভূয়স্ত্বাৎ স্মরমুপাস্স্বেতি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আকাশ অপেক্ষাও স্মরই শ্রেষ্ঠ, স্মর অর্থাৎ অন্তঃকরণধর্ম্মবিশেষ স্মরণ, সেই স্মরণ আকাশ হইতেও ভূয়ান্, অর্থাৎ

শ্রেষ্ঠ। মূলে যে "ভূয়ঃ" শব্দটি আছে, উহার লিঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া "ভূয়ান্" বলিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, কারণ, "স্মর" শব্দটি পুংলিঙ্গ, তাহার বিশেষণ বলিয়া "ভূয়ান্" এইরূপই উচ্চারণ করিতে হইবে। স্মরণকর্ত্তা স্মরণ করিতে পারিলেই আকাশাদি সমস্ত পদার্থ সার্থক হইতে পারে, কারণ, স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরই ঐ সমস্ত পদার্থ ভোগ্য হইয়া থাকে। আর স্মরণশক্তি না থাকিলে বস্তু-সমূহ সৎ হইয়াও অসৎ হয় অর্থাৎ থাকিয়াও না থাকার মধ্যেই পরিগণিত হয়, কেন না, সৎকার্য্যের অভাব হয় অর্থাৎ তাহার অস্তিত্বের উপযোগী কোন কার্য্যই হয় না, বিশেষতঃ স্মৃতির অভাবে আকাশাদির অস্তিত্বও কেহ জানিতে সমর্থ হয় না, এই জন্যই আকাশ অপেক্ষাও স্মরণের শ্রেষ্ঠত্ব। (ভাবার্থ এই যে—জীবের ভোগমাত্রই স্মরণশক্তির অধীন, যাহার মনে কোনরূপ ভোগবিষয়ক সংস্কার নাই, এবং ভোক্তৃ-ভোগ্যবিষয়ক অনুভবও নাই, সে কোনরূপ ভোগই করিতে সমর্থ হয় না, ভোগ করিতে হইলে ভোগ্যবস্তুবিষয়ে হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন; ভোগ্যবস্তু দর্শনে সেই সুপ্ত সংস্কার পুনঃ প্রবুদ্ধ হইয়া স্মৃতি বা জ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তখন নিজ নিজ সংস্কারানুরূপ ভোগে প্রবৃত্তি জন্মে। শ্রবণ-মননাদি সম্বন্ধেও এইরূপই নিয়ম জানিবে। সৎ ও অসৎ বলিতে সাধারণত এইরূপ বুঝায় যে, যাহা অর্থক্রিয়াকারী, যাহা দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বা হইতে পারে, তাহাই সৎ, আর তাহার বিপরীত হইলেই সে অসৎ বলিয়া পরিগণিত হয়। যাহার স্মরণশক্তি নাই, সে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারাই কোন প্রয়োজন-সাধনে সমর্থ হয় না, এ জন্য তাহার নিকট সৎ বস্তুও অসতেরই ন্যায় হইয়া পড়ে; এ জন্য কেহ কেহ দ্রব্যমাত্রকেই "জ্ঞাতৈকসৎ" এই নামে অভিহিত করেন; তাঁহাদের মতে অজ্ঞাত পদার্থের অস্তিত্বে কোন প্রমাণই নাই, এই জন্যই ভাষ্যকার "সদপ্যসদেব সৎকার্য্যাভাবাৎ" এইরূপ বলিয়াছেন) যে হেতু, এই জগতেও স্মরণেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জন্যই যদি বহু লোক এক স্থানে সমবেত হইয়া উপবিষ্ট হয় ও তাহারা সেই স্থানে বসিয়া পরস্পরের কথিত বাক্যও স্মরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা কোন শব্দই শ্রবণ করিতে পারে না, (এ স্থানে বক্তব্য এই যে, "শৃণুয়ুঃ, মন্বীরন্, বিজানীরন্" এই তিনটি শব্দ দ্বারা যথাক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বুঝিতে হইবে, সুতরাং "ন শৃণুয়ুঃ" এই ক্রিয়ার অর্থ কেবল শব্দ-গ্রহণ-শক্তির অভাব নহে, পরন্তু শ্রুত শব্দের অর্থবোধ-শক্তির অভাবই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ শব্দ শুনিতে পায়, কিন্তু সে শব্দ কিসের, কি শুনিতেছে, তাহা বুঝিতে পারে না) এবং কোনরূপ মনন করিতেও পারে না, কারণ, মন্তব্য বিষয়টি যদি স্মরণ করিতে পারে, তাহা হইলেই মনন করা সম্ভব

হইতে পারে, কিন্তু স্মৃতিশক্তির অভাব বশতঃ মনন করিতেই পারে না, এবং বিশেষ কিছু বুঝিতেও পারে না ; আর যখন তাহারা মন্তব্য, বিজ্ঞাতব্য ও শ্রোতব্য বিষয় স্মরণ করিতে পারে, তখন তাহারা শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করিতে, মন্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে ও জ্ঞাতব্য বিষয় নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ স্মৃতি-শক্তির সাহায্যেই 'ইহারা আমার পুত্র' এই বলিয়া পুত্রদিগকে জানিতে বা চিনিতে পারে, স্মরণশক্তির সাহায্যেই নিজের পশুসমূহকেও জানিতে বা চিনিতে পারে, অতএব শ্রেষ্ঠতাবশতঃ স্মর বা স্মরণের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, যাবৎ স্মরস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবঃ! স্মরাদ্ভূয় ইতি? স্মরাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি স্মরকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত স্মরের গতি বা অধিকার, সে পর্য্যন্ত এই উপাসকের যথেচ্ছ অধিকার হয়, যে ব্যক্তি স্মরকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে। হে ভগবন্! স্মর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কিছু আছে কি? নারদ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, স্মর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু নিশ্চয়ই আছে। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—উক্তার্থমন্যৎ। ২।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই অংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমপ্রপাঠকে

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ

আশা বাব স্মরাদ্ভূয়সী, আশেদ্ধো বৈ স্মরো মন্ত্রানধীতে, কর্ম্মাণি কুরুতে, পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছতে, ইমঞ্চ লোকমমুঞ্চেচ্ছতে, আশামুপাস্স্বেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—স্মর বা স্মরণ অপেক্ষাও আশাই শ্রেষ্ঠ, কারণ, স্মর আশা দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াই মন্ত্র পাঠ করে, কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করে, পুত্রসমূহ ও পশুসমূহকে অভিলাষ করে, ইহলোক ও পরলোক কামনা করে, অর্থাৎ জীবগণ আশাতেই সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অতএব আশার উপাসনা কর ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—আশা বাব স্মরাদ্ভূয়সী। আশা অপ্রাপ্তবস্ত্বাকাঙ্ক্ষা; আশা, তৃষ্ণা, কাম ইতি যামাহুঃ পর্য্যায়ৈঃ। সা চ স্মরাৎ ভূয়সী। কথম্? আশয়া হ্যন্তঃকরণস্থয়া স্মরতি স্মর্ত্তব্যম্। আশাবিষয়রূপং স্মরন্নসৌ স্মরো ভবতি, অত আশেদ্ধ আশয়াঽভিবর্দ্ধিতঃ স্মরভূতঃ স্মরন্ ঋগাদীন্ মন্ত্রানধীতে, অধীত্য চ তদর্থং ব্রাহ্মণেভ্যো বিধীংশ্চ শ্রুত্বা কর্ম্মাণি কুরুতে তৎফলাশয়ৈব, পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চ কর্ম্মফলভূতানিচ্ছতে অভিবাঞ্ছতি, আশয়ৈব তৎসাধনান্যনুতিষ্ঠতি। ইমঞ্চ লোকমাশেদ্ধ এব স্মরন্ লোকসংগ্রহহেতুভিরিচ্ছতে। অমুঞ্চ লোকম্ আশেদ্ধঃ স্মরন্ তৎসাধনানুষ্ঠানেনেচ্ছতে। অত আশারসনাববদ্ধং স্মরাকাশাদি-নামপর্য্যন্তং জগচ্চক্রীভূতং প্রতিপ্রাণি; অতঃ আশায়াঃ স্মরাদপি ভূয়স্ত্বমিত্যত আশামুপাস্স্ব ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আশাই স্মর বা স্মরণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে আশা বলে। শাস্ত্রে যাহাকে আশা, তৃষ্ণা, কাম এই সমস্ত পর্য্যায় বা একার্থবাচক শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়। সেই আশা স্মর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কিরূপে শ্রেষ্ঠ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, মানব অন্তঃকরণস্থিত আশা দ্বারাই স্মর্ত্তব্য বিষয়কে স্মরণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ চিত্তে যখন যে বিষয়ে আশা বা কামনা উৎপন্ন হয়, সেই আশার প্রেরণায় তাহা পূরণের উপায় অনুসন্ধান করে। আশার বিষয়ীভূত বস্তু স্মরণ করিয়াই ইহা স্মর হয়, অর্থাৎ স্মরণ করে বলিয়াই স্মর নামে অভিহিত হয়, অতএব আশা দ্বারা ইদ্ধ অর্থাৎ অভিবর্দ্ধিত স্মরভূত অর্থাৎ স্মরণশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি ঋক্ প্রভৃতি মন্ত্রসমূহকে স্মরণ করিয়া অধ্যয়ন বা পাঠ করিয়া থাকে, অধ্যয়ন করিয়া তদনন্তর ব্রাহ্মণদিগের নিকট তাহার অর্থ ও কর্ত্তব্যবিধি শ্রবণ করিয়া ফল

লাভের আশায় কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করে, কর্ম্মের ফলস্বরূপ পুত্রসমূহ ও পশুসমূহ পাইবার অভিলাষ করে। আশা দ্বারা উৎসাহিত হইয়াই ইহলোককে স্মরণ করিতে করিতে রক্ষার হেতুস্বরূপ নানাবিধ উপায়ে ইহলোকে ভোগ্য বস্তুসমূহকে নিজের আয়ত্তাধীন করিতে ইচ্ছা করে, এবং আশা দ্বারা পরিচালিত হইয়াই পরলোক স্মরণ করিয়া তাহা প্রাপ্তির উপায় অনুষ্ঠান দ্বারা পরলোক প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে; অতএব স্মর ও আকাশাদি নাম পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎই প্রত্যেক প্রাণীর সম্বন্ধেই আশারূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া চক্রাকারে অবস্থান করিতেছে, এই জন্যই স্মর হইতেও আশার প্রাধান্য, অতএব আশাকে উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, আশয়াঽস্য সর্ব্বে কামাঃ সমৃধ্যন্তি, অমোঘা হাস্যাশিষো ভবন্তি, যাবদাশায়া গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবঃ! আশায়া ভূয় ইতি? আশায়া বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি আশাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, সেই আশা দ্বারা অথবা আশামাত্রই এই ব্যক্তির সমস্ত কামনাই সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয় বা পরিপূর্ণ হয়, এই ব্যক্তির আশীঃ বা প্রার্থনা অমোঘ হয়, অর্থাৎ কখন নিষ্ফল হয় না, যে পর্য্যন্ত আশার গতি, তাহাতে এই উপাসকের যথেচ্ছ অধিকার থাকে অর্থাৎ এক ব্যক্তি যতদূর আশা করিতে পারে, তাহা করিবার অবাধ অধিকার থাকে এবং তাহা পূর্ণও হয়, যে ব্যক্তি আশাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, আশা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে বৈ কি। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন। ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যথাশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, শৃণু তস্য ফলম্—আশয়া সদোপাসিতয়া অস্যোপাসকস্য সর্ব্বে কামাঃ সমৃধ্যন্তি সমৃদ্ধিং গচ্ছন্তি, অমোঘা হ অস্যাশিষঃ প্রার্থনাঃ সর্ব্বা ভবন্তি, যৎ প্রার্থিতং, সর্ব্বং তদবশ্যং ভবতীত্যর্থঃ। যাবদাশায়া গতমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ২।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য চতুর্দ্দশখণ্ডভাষ্যম্। ১৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি আশাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, সে ব্যক্তি যে ফল পায়, তাহা শ্রবণ কর—আশা সর্ব্বদা উপাসিত হইলে অর্থাৎ সর্ব্বদা আশার উপাসনা করিলে এই উপাসকের সমস্ত কামনাই সমৃদ্ধি বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ইহার আশীঃ অর্থাৎ সমস্ত প্রার্থনাই অমোঘ বা অব্যর্থ বা সফল হয়, যে যে বিষয় প্রার্থনা করে, তাহা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হয়। আশার যে পর্য্যন্ত গতি ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমপ্রপাঠকে

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ

প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্, যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতাঃ, এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতং, প্রাণঃ প্রাণেন যাতি, প্রাণঃ প্রাণং দদাতি, প্রাণায় দদাতি, প্রাণো হ পিতা, প্রাণো মাতা, প্রাণো ভ্রাতা, প্রাণঃ স্বসা, প্রাণ আচার্য্যঃ, প্রাণো ব্রাহ্মণঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—আশা অপেক্ষাও প্রাণই শ্রেষ্ঠ। নাভিদেশে অর্থাৎ শকট-চক্রের মধ্যস্থ ছিদ্রে যেমন অর বা চক্রের শলাকাসমূহ সন্নিবিষ্ট থাকে, এইরূপ এই প্রাণে সমস্তই অর্থাৎ নামাদি সমস্তই প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। প্রাণের সাহায্যেই অর্থাৎ নিজের শক্তিতেই প্রাণ গমন করে, প্রাণই প্রাণকে দান করে এবং প্রাণের উদ্দেশেই দান করে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য, প্রাণই ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ যিনি দান করেন, যিনি গ্রহণ করেন, যাহা দান করা যায়, সমস্তই প্রাণস্বরূপ, প্রাণ ব্যতীত কিছুই নাই ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।— নামোপক্রমমাশাহন্তং কার্য্য-কারণত্বেন নিমিত্ত-নৈমিত্তিকত্বেন চ উত্তরোত্তরভূয়স্তয়া অবস্থিতং স্মৃতিনিমিত্তসম্ভাবম্ আশা-রশনাপাশৈর্ব্বিপাশিতং সর্ব্বং সর্ব্বতো বিসমিব তন্তুভির্যস্মিন্ প্রাণে সমর্পিতং, যেন চ সর্ব্বতোব্যাপিনা অন্তর্ব্বহির্গতেন সূত্রে মণিগণা ইব সূত্রেণ গ্রথিতং বিধৃতঞ্চ, স এষ প্রাণো বৈ আশায়া ভূয়ান্। কথমস্য ভূয়স্ত্বম্? ইত্যাহ দৃষ্টান্তেন সমর্থয়ন্ তদ্ভূয়স্ত্বং, যথা বৈ লোকে রথচক্রস্য অরা রথনাভৌ সমর্পিতাঃ সম্প্রোতাঃ সম্প্রবেশিতা ইত্যেতৎ, এবমস্মিন্ লিঙ্গসঙ্ঘাতরূপে প্রাণে প্রজ্ঞাত্মনি দৈহিকে মুখ্যে—যস্মিন্ পরা দেবতা নাম-রূপব্যাকরণায় আদর্শাদৌ প্রতিবিম্বজ্জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিষ্টা, যশ্চ মহারাজস্যেব সর্ব্বাধিকারীবরস্ত, "কস্মিন্ বহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি স প্রাণমসৃজত" ইতি শ্রুতেঃ। যশ্চ ছায়েবানুগত ঈশ্বরং, "তদ্‌যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা, নাভাবরা অর্পিতাঃ, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ। স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা" ইতি কৌষীতকিনাম্, অত এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং যথোক্তং সমর্পিতম্; অতঃ স এষ প্রাণোঽপরতন্ত্রঃ প্রাণেন স্বশক্ত্যৈব যাতি, নান্যকৃতং গমনাদি-ক্রিয়াস্বস্য সামর্থ্যমিত্যর্থঃ। সর্ব্বং ক্রিয়া-কারক-ফলভেদজাতং প্রাণ এব, ন প্রাণাদ্বহির্ভূতমস্তীতি প্রকরণার্থঃ। প্রাণঃ প্রাণং দদাতি। যদ্দদাতি তৎ স্বাত্মভূতমেব। যস্মৈ দদাতি তদপি প্রাণায়ৈব। অতঃ পিত্রাদ্যাখ্যোঽপি প্রাণ এব। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কার্য্য-কারণভাবে ও নিমিত্ত-নৈমিত্তিক-ভাবে অবস্থিত হওয়ায় উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠভাবে অবস্থিত, স্মৃতি বা স্মরণনিমিত্ত সত্তাবসম্পন্ন (স্মরণরূপ নিমিত্তের অধীনরূপে অস্তিত্বসম্পন্ন) নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশা পর্য্যন্ত যে সমস্ত তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, মৃ াল যেমন সর্ব্বতোভাবে তন্তু দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ ঐ সমস্ত তত্ত্বও আশারূপ রজ্জুপাশে আবদ্ধ হইয়া যে প্রাণে সমর্পিত বা সংযুক্ত রহিয়াছে, সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহের ন্যায় অন্তরে ও বহির্দ্দেশে অবস্থিত সর্ব্বব্যাপী যে সূত্র দ্বারা গ্রথিত ও বিশেষভাবে ধৃত হইয়া রহিয়াছে, সেই এই প্রাণই আশা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, (ভাব এই যে—নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশা পর্য্যন্ত যে কয়েকটি বিষয়কে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথমটি কার্য্যস্বরূপ ও দ্বিতীয়টি কারণস্বরূপ, সুতরাং উহারা উত্তরোত্তর কার্য্য-কারণভাবাপন্ন, যেমন, 'নাম' কার্য্য, 'বাক্' তাহার কারণ, 'বাক্' কার্য্য, 'মন' তাহার কারণ, এইরূপ প্রথমোক্তটি কার্য্য ও তাহার পরবর্ত্তী দ্বিতীয়টি কারণস্বরূপ, কার্য্য অপেক্ষা কারণের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্ববাদিসম্মত, অতএব নামাদি কার্য্য অপেক্ষা বাগাদি কারণ-সমূহকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা অযৌক্তিক নহে, আর নাম হইতে আশা পর্য্যন্ত যে কয়টি বিষয় উল্লেখ কর৷ হইয়াছে, উহারা সকলেই আশার অধীন অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষের সহিত দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট, এই জন্যই উহাদিগকে আশা-পাশে আবদ্ধ বলা হইয়াছে, আর স্মৃতিশক্তিই উহাদের কার্য্যকারিতার মূল, কারণ, স্মরণ করিতে না পারিলে উহাদের কোনরূপ কার্য্যকারিতা-শক্তি সম্ভব হইতে পারে না, এ জন্যই উহাদিগকে স্মৃতিনিমিত্তসত্তাব বলা হইয়াছে, অর্থাৎ উহাদের অস্তিত্বই স্মৃতিশক্তির অধীন, এই লোকে রথ বা শকটচক্রের অর অর্থাৎ শলাকাসমূহ রথের নাভিদেশে বা চক্রচ্ছিদ্রে সমর্পিত অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে বিদ্ধ বা সম্প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তেমনই এই লিঙ্গদেহের সঙ্ঘাত বা সমষ্টিরূপ দৈহিক মুখ্য-প্রাণস্বরূপ প্রজ্ঞাত্মাকে—দর্পণাদিতে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায় নাম ও রূপ প্রকটিত করিবার নিমিত্ত পরমদেবতা পরব্রহ্ম যাহাতে জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যে বস্তু মহারাজের সর্ব্বাধিকারী অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর ন্যায় ঈশ্বরের সর্ব্বাধিকারী অর্থাৎ সর্ব্বপ্রয়োজনসাধক; যে হেতু শ্রুতি বলিয়াছেন, "কোন্ পদার্থ দেহ হইতে উৎক্রান্ত অর্থাৎ বহির্গত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব? এবং কোন্ পদার্থই বা এই দেহে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অবস্থিতি করিলে আমি প্রতিষ্ঠিত হইব? এই বিবেচনা করিয়া তিনি প্রাণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন"

(তাৎপর্য—"পঞ্চপ্রাণ-মনো-বুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥" অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মিলিত এই সপ্তদশ অবয়ব সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ-শরীর নামে অভিহিত হয়, এই লিঙ্গশরীরই জীবের ভোগসাধন, এই লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্ভূত বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব, এই জন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "যস্মিন্ পরা দেবতা নাম-রূপব্যাকরণায় আদর্শাদৌ প্রতিবিম্ববৎ জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিষ্টা" অর্থাৎ দর্পণাদিতে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায় পরম-দেবতা পরব্রহ্ম নাম ও রূপ প্রকটিত করিবার নিমিত্ত যাহাতে জীবাত্মারূপে অনু-প্রবিষ্ট হইয়া আছেন) "রথের অরসমূহে অর্থাৎ রথের চক্রস্থিত শলাকাসমূহে, যেমন নেমি অর্থাৎ চক্রের প্রান্ত বা নিম্নভাগ অর্পিত থাকে, আবার অরসমূহ যেমন নাভিদেশে অর্থাৎ চক্রের মধ্যস্থ ছিদ্রে (চক্রের যে ছিদ্রে অক্ষ বা ধুরা প্রবেশ করান হয়, তাহাকে নাভি বলে) অর্পিত থাকে, এইরূপ এই ভূতমাত্রা-সমূহও অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতসমূহও প্রজ্ঞামাত্রাসমূহে অর্পিত আছে, প্রজ্ঞামাত্রাসমূহ আবার প্রাণে অর্পিত আছে, সেই এই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণই" এই কৌষীতকী শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, প্রাণ ছায়ার ন্যায় পরমেশ্বরের অনুগত ; অতএব এই প্রাণে পূর্ব্বোক্ত নাম হইতে আশা পর্য্যন্ত সমস্তই অর্পিত বা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; অতএব সেই এই প্রাণ অপরতন্ত্র অর্থাৎ কাহারও অধীন না হইয়া স্বাধীনভাবে প্রাণের দ্বারাই অর্থাৎ নিজের শক্তিতেই গমন করিয়া থাকে, এই প্রাণের গমনাদি ক্রিয়াতে অন্যকৃত সামর্থ্য অর্থাৎ অন্যের কোন প্রভাব নাই, নিজের শক্তিতেই সে গমন করিতে সমর্থ। এই প্রকরণের অর্থ এই যে, ক্রিয়া, কারক ও তাহার ফলভেদসমূহ, এ সমস্তই প্রাণস্বরূপ, প্রাণের বহির্ভূত কিছুই নাই। প্রাণ প্রাণকেই দান করে, অর্থাৎ যাহা দান করে, তাহাও প্রাণস্বরূপই, যাহার উদ্দেশে দান করে, তাহাও প্রাণের উদ্দেশেই দান করে, এই জন্যই পিতা প্রভৃতি নামক পদার্থও প্রাণই॥ ১॥

স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বা আচার্য্যং বা ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিদ্ভৃশমিব প্রত্যাহ, ধিক্ত্বাঽস্ত্বিত্যেবৈনমাহুঃ, পিতৃহা বৈ ত্বমসি, মাতৃহা বৈ ত্বমসি, ভ্রাতৃহা বৈ ত্বমসি, স্বসৃহা বৈ ত্বমসি, আচার্য্যহা বৈ ত্বমসি, ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বমসীতি॥ ২॥

অনুবাদ।—কোন ব্যক্তি যদি পিতা অথবা মাতা অথবা ভ্রাতা অথবা ভগিনী অথবা আচার্য্য অথবা ব্রাহ্মণকে কিছু বেশী রকম অর্থাৎ যাহা বলা উচিত নয় এরূপ কোন রূঢ় বাক্য বলে, তাহা হইলে যাহারা তাহা শ্রবণ করে, তাহারা

সকলেই এই ব্যক্তিকে বলে "তোমাকে ধিক্, তুমি পিতৃহন্তা, তুমি মাতৃহন্তা, তুমি ভ্রাতৃহন্তা, তুমি ভগিনীহন্তা, তুমি আচার্য্যহন্তা, তুমি হইতেছ ব্রাহ্মণহন্তা ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কথং পিত্রাদিশব্দানাং প্রসিদ্ধার্থোৎসর্গেণ প্রাণবিষয়ত্বমিতি? উচ্যতে, সতি প্রাণে পিত্রাদিষু পিত্রাদিশব্দপ্রয়োগাৎ তদুৎক্রান্তৌ চ প্রয়োগাভাবাৎ। কথং তৎ? ইত্যাহ—স যঃ কশ্চিৎ পিত্রাদীনামন্যতমং যদি তং ভৃশমিব তদননুরূপমিব কিঞ্চিদ্বচনং 'ত্বং'-কারাদিযুক্তং প্রত্যাহ, তদা এনং পার্শ্বস্থা আহুর্বিবেকিনঃ,—ধিক্ ত্বা অস্তু ধিগস্তু ত্বামিত্যেবম্। পিতৃহা বৈ ত্বং, পিতুর্হন্তেত্যাদি ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আচ্ছা, পিতা, মাতা প্রভৃতি শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ অর্থ কল্পনা করিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণই পিতা মাতা প্রভৃতিতে পিতা মাতা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইতে দেখা যায়, প্রাণ উৎক্রান্ত অর্থাৎ বহির্গত হইয়া গেলে ঐ সমস্ত শব্দের আর প্রয়োগ হয় না, ইহাই পিতা প্রভৃতিতে প্রাণার্থ পরিকল্পনা করার কারণ। আচ্ছা, তাহাই বা কেন হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যে কোন ব্যক্তি পিতা মাতা প্রভৃতির মধ্যে কাহাকেও যদি বেশীই যেন অর্থাৎ যাহা তাঁহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করা অনুচিত, এমন রূঢ় কোন বাক্য ত্বং-কারাদি যুক্ত করিয়া অর্থাৎ 'তুমি' 'তুই' ইত্যাদি অসম্মানসূচকই যেন বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে পার্শ্বে অবস্থিত বিবেচক ব্যক্তিগণ ঐরূপ বাক্য প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে বলেন, 'তোমাকে ধিক্ থাকুক' অর্থাৎ তোমাকে ধিক্, তুমি পিতৃঘাতী, তুমি মাতৃঘাতী, তুমি ভ্রাতৃঘাতী, তুমি ভগিনীঘাতী, তুমি গুরুহত্যাকারী, তুমি ব্রহ্মহত্যাকারী। (ভাবার্থ এই যে—কেবল প্রাণবিনাশ করিলেই যে হত্যা করা হয়, তাহা নহে, কোন সম্মানভাজন ব্যক্তি বা গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞাসূচক রূঢ় বাক্য প্রয়োগও হত্যার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়, মহাভারতাদি গ্রন্থে ইহার বহু প্রমাণ আছে) ॥ ২ ॥

অথ যদ্যপ্যেনানুৎক্রান্তপ্রাণান্ শূলেন সমাসং ব্যতিসন্দহেৎ, নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহাঽসীতি, ন মাতৃহাঽসীতি, ন ভ্রাতৃহাঽসীতি, ন স্বসৃহাঽসীতি, নাচার্য্যহাঽসীতি, ন ব্রাহ্মণহাঽসীতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—আর যদি কেহ উৎক্রান্তপ্রাণ অর্থাৎ বিগতপ্রাণ এই পিতা মাতা প্রভৃতিকে শূলে বিদ্ধ ও অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দগ্ধ করে, তাহা হইলে কেহই তাহাকে "তুমি পিতৃহন্তা, তুমি মাতৃহন্তা, তুমি ভ্রাতৃহন্তা, তুমি ভগিনীহন্তা, তুমি আচার্য্যহন্তা, তুমি ব্রাহ্মণহন্তা" এরূপ বলিতে পারে না ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ এনানেবোৎক্রান্তপ্রাণান্ ত্যক্তদেহনাথা (যগুপি শূলেন সমাসং সমস্ত ব্যতিসন্দহেৎ ব্যত্যস্ত সন্দহেৎ, এবমপি অতিক্রূরং কর্ম্ম সমাসব্যত্যাসাদি-প্রকারেণ দহনলক্ষণং তদ্দেহসম্বন্ধমেব কুর্ব্বাণং নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহেত্যাদি। তস্মাদন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যামবগম্যতে, এতৎপিত্রাদ্যাখ্যোঽপি প্রাণ এবেতি। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর এই পিতা মাতা প্রভৃতিরই প্রাণ দেহ হইতে নির্গত হইয়া যাওয়ার পর যদি কেহ সেই মৃত পিতা মাতা প্রভৃতির দেহকে শূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়া অথবা অবয়বসমূহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দগ্ধ করে, তাহা হইলেও উক্তরূপ সমাস-ব্যত্যাসাদিরূপে অর্থাৎ সম্পূর্ণ দেহ বিদ্ধ করিয়াই হউক আর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াই হউক, সেই দেহকে দগ্ধ করা রূপ অতি নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিলেও কেহ ইহাকে বলিবে না যে, তুমি পিতৃহন্তা, তুমি মাতৃহন্তা ইত্যাদি। অতএব এই অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারা (অন্বয় অর্থাৎ যে পদার্থের সদ্ভাবে সম্বন্ধের সদ্ভাব বা অস্তিত্ব, যেমন মৃত্তিকার সদ্ভাবে মৃন্ময় ঘটশরা-বাদির অস্তিত্ব, আর ব্যতিরেকের অর্থ—যাহার অভাবে সম্বন্ধের অভাব, যেমন মৃত্তিকার অভাবে মৃন্ময়-পদার্থসমূহের অভাব) জানা যাইতেছে যে, প্রাণই পিতা মাতা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, দেহ বা পরিদৃশ্যমান আকার নহে। (ভাবার্থ এই যে—লৌকিক ব্যবহারে এই স্থূল দেহকে অবলম্বন করিয়াই ইনি আমার পিতা, ইনি মাতা, ইনি ভ্রাতা ইত্যাদি সম্পর্কানুসারে সম্বোধন ও তদনুযায়ী ব্যবহার হইলেও বাস্তবিকপক্ষে কেবল স্থূল দেহই ঐ সমস্ত সম্বোধনের আশ্রয় নহে, দেহাধিষ্ঠিত মুখ্য প্রাণই ঐ সম্বোধনের প্রকৃত আশ্রয়; প্রাণের সদ্ভাবেই যে ঐ সমস্ত সম্পর্ক ধরিয়া ব্যবহার হয়, 'অন্বয়' ও 'ব্যতিরেক' নিয়মের দ্বারাই তাহা জানা যায়, অর্থাৎ প্রাণের সদ্ভাবেই পিতৃত্বাদির সদ্ভাব, আর প্রাণের অসদ্ভাবেই পিতৃত্বাদির অসদ্ভাব ঘটে, এই অন্বয়-ব্যতিরেকানুসারেই জানা যায় যে, প্রাণই পিতৃত্বাদি সম্বন্ধের প্রধান অবলম্বন, অতএব পিতা মাতা প্রভৃতির দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়া যাওয়ার পর তাঁহাদের স্থূল দেহকে বিদ্ধ করিয়াই হউক বা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াই হউক, দগ্ধ করিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ পিতৃ-মাতৃহত্যাপাপে আক্রান্ত অথবা লোকসমাজে নিন্দিত হয় না) ॥ ৩ ॥

প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি, স বা এষঃ এবং পশ্যন্, এবং মন্বানঃ, এবং বিজানন্ অতিবাদী ভবতি, তঞ্চেৎ ব্রূয়ুরতিবাদ্যসীতি, অতিবাদ্যস্মীতি ব্রূয়াৎ, নাপহ্নুবীত ॥ ৪ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—এই সমস্ত অর্থাৎ নামাদি সমস্ত পদার্থ প্রাণই, সেই এই উপাসক এইরূপ দর্শন অর্থাৎ বিবেচনা করিয়া এইরূপ মনন অর্থাৎ যুক্তিপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া ও এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অতিবাদী হন অর্থাৎ নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশা পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্বের অতিরিক্ত তত্ত্বসমূহও বলিতে অথবা বুঝিতে সমর্থ হন। যদি কেহ তাঁহাকে বলে, "তুমি অতিবাদী হইয়াছ", তাহা হইলে বলিবে, "হাঁ, আমি অতিবাদীই হইয়াছি", নিজের অতিবাদিত্ব কখন অস্বীকার করিবেন না ॥ ৪ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্মাৎ প্রাণো হ্যেবৈতানি পিত্রাদীনি সর্ব্বাণি ভবতি চলানি স্থিরাণি চ। স বৈ এষ প্রাণবিৎ এবং যথোক্তপ্রকারেণ পশ্যন্ ফলতোঽনুভবন্, এবং মন্বান উপপত্তিভিশ্চিন্তয়ন্, এবং বিজানন্ উপপত্তিভিঃ সংযোজ্য এবমেবেতি নিশ্চয়ং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ; মনন-বিজ্ঞানাভ্যাং হি সম্ভূতঃ শাস্ত্রার্থো নিশ্চিতো দৃষ্টো ভবেৎ, অত এবং পশ্যন্নতিবাদী ভবতি নামাদ্যাশান্তমতীত্য বদনশীলো ভবতীত্যর্থঃ। তং চেৎ ব্রূয়ুঃ, তং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য হি (তং চেৎ ব্রূয়ুস্তং যদি এবমতিবাদিনং সর্ব্বদা সর্ব্বৈঃ শব্দৈর্নামাদ্যাশান্তমতীত্য বর্ত্তমানং প্রাণমেব বদন্তি এবং পশ্যন্তমতিবদনশীলমতিবাদিনং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং, তস্য হি; পাঠোঽয়ং ন সমীচীনঃ) জগতঃ প্রাণ আত্মাঽহমিতি ব্রুবাণং যদি ব্রূয়ুঃ অতিবাদ্যসীতি; বাঢ়ম্, অতিবাদ্যস্মীতি ব্রূয়াৎ, নাপহ্নুবীত; কস্মাদ্ধি অসাবপহ্নুবীত, যৎ প্রাণং সর্ব্বেশ্বরময়মহমস্মীতি আত্মত্বেনোপগতঃ ॥ ৪ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য পঞ্চদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই হেতু পিতা প্রভৃতি জঙ্গম স্থাবর এই সমস্ত পদার্থই প্রাণই অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ। প্রাণবিষয়ে অভিজ্ঞ সেই এই ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দর্শন পূর্ব্বক অর্থাৎ উপাসনার ফল অনুভব পূর্ব্বক, এইরূপ মনন অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা চিন্তা করিয়া এবং এইরূপ বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া অর্থাৎ "ইহা এইরূপই বটে" যুক্তির সাহায্যে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া; কারণ, মনন ও বিজ্ঞানের দ্বারা সমুদ্ভূত শাস্ত্রার্থ নিশ্চিত দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বিষয়-সমূহকে যদি মনন ও বিজ্ঞান অর্থাৎ নিদিধ্যাসনের সাহায্যে আলোচনা করা যায় এবং তাহাতে যে জ্ঞান জন্মায়, ঐ জ্ঞান সুদৃঢ় ও তাহা দ্বারা শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় যেন প্রত্যক্ষীভূতই হয়। অতএব এইরূপ দর্শন বা অনুভবকারী ব্যক্তি অতিবাদী হন, অর্থাৎ নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশা পর্য্যন্ত কথিত বিষয়সমূহেরও অতিরিক্ত যে বিষয় অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাও তিনি সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হওয়ায় সেই বিষয়ে কথোপকথনই তাঁহার

স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাকে অর্থাৎ 'আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল জগতের প্রাণ যে আত্মা আমি সেই আত্মস্বরূপ" এইরূপ কথনশীল সেই প্রাণোপাসককে যদি কেহ বলে, 'তুমি অতিবাদী হইয়া পড়িয়াছ', তাহা হইলে তিনি বলিবেন, 'নিশ্চয়ই আমি অতিবাদী হইয়াছি' কখনই তিনি তাহা গোপন করিবেন না। কেনই বা তিনি এ বিষয় গোপন করিবেন? যে হেতু, তিনি "আমি হই এই প্রাণ বা প্রাণস্বরূপ" এইরূপে সর্ব্বেশ্বর প্রাণকে আত্মারূপে অবগত হইয়াছেন, অতএব তাঁহার পক্ষে নিজের অতিবাদিত্ব গোপন করিবার কোন কারণই নাই। (অতিবাদী অর্থাৎ অতিরিক্ত ভাষী বা বড় বড় কথা বলা। সাধারণ লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিষয় বা নিগূঢ় তত্ত্ব যে ব্যক্তি বলিতে সমর্থ হয়, তাহাকে 'অতিবাদী' বলে; প্রাণাভিজ্ঞ ব্যক্তি নাম হইতে আশা পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব-ত জানেন-ই, তাহারও অতিরিক্ত প্রাণস্বরূপ আত্মতত্ত্বও তিনি জানেন, অতএব নাম হইতে আশা পর্য্যন্ত তত্ত্বেরও অতিরিক্ত প্রাণতত্ত্বে অভিজ্ঞ হওয়ায় তদ্বিষয়ে গূঢ় রহস্যও তিনি বলিতে পারেন, এ জন্য তাঁহাকে যদি কেহ 'অতিবাদী' বলে, এবং তিনি নিজেও তাহা স্বীকার করিয়া লইলে তাহাতে দোষভাগী হন না। বাস্তবিকপক্ষে নিজেকে প্রাণরূপে অবগত হইলেই যে অতিবাদী হয়, তাহা নহে, বাস্তবিক অতিবাদী কাহাকে বলে, তাহা পরশ্রুতিতে দেখান হইবে) ॥ ৪ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শঃ খণ্ডঃ

এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেনাতিবদতি। সোঽহং ভগবঃ! সত্যেনাতিবদানীতি। সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—ইনিই অতিবাদী বলিয়া পরিগণিত হন, যিনি সত্য দ্বারা অতিবাদী হন অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ভূমা ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে অবগত হন। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! সেই আমি অর্থাৎ শোকার্ত্ত আমি সত্য দ্বারা সত্য-স্বরূপে অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, সত্যকেই অর্থাৎ সত্যস্বরূপকেই তোমার বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমি সত্যস্বরূপকেই বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—স এষ নারদঃ সর্ব্বাতিশয়ং প্রাণং স্বমাত্মানং সর্ব্বাত্মানং শ্রুত্বা নাতঃপরমস্তীত্যুপররাম। ন পূর্ব্ববৎ 'কিমস্তি ভগবঃ! প্রাণাদ্ভূয়ঃ?' ইতি পপ্রচ্ছ। যতস্তমেবং বিকারানৃতব্রহ্মবিজ্ঞানেন পরিতুষ্টমকৃতার্থং পরমার্থসত্যাতিবাদিনমাত্মানং মন্যমানং যোগ্যং শিষ্যং মিথ্যাগ্রহবিশেষাৎ বিপ্রচ্যাবয়ন্নাহ ভগবান্ সনৎকুমারঃ,—এষ তু বা অতিবদতি যমহং বক্ষ্যামি, ন প্রাণবিদতিবাদী পরমার্থতঃ, নামাদ্যপেক্ষস্তু তস্যাতিবাদিত্বম্। যস্তু ভূমাখ্যং সর্ব্বাতিক্রান্তং তত্ত্বং পরমার্থসত্যং বেদ, সোঽতিবাদী, ইত্যত আহ, এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেন পরমার্থসত্যবিজ্ঞানবত্তয়া অতিবদতি। সোঽহং ত্বাং প্রপন্নো ভগবঃ! সত্যেনাতিবদানি; তথা মাং নিযুনক্তু ভগবান্, যথাঽহং সত্যেনাতিবদানীত্যভিপ্রায়ঃ। যদ্যেবং সত্যেনাতিবদিতুমিচ্ছসি, সত্যমেব তু তাবৎ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইত্যুক্ত আহ নারদঃ, তথাঽস্তু, তর্হি সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাসে বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছেয়ং ত্বত্তোঽহমিতি। ১।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য ষোড়শখণ্ডভাষ্যম্। ১৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই নারদ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সকলের আত্মস্বরূপ প্রাণকে নিজের আত্মা শ্রবণ করিয়া অর্থাৎ আত্মা বলিয়া অবগত হইয়া 'ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর নাই' এইরূপ স্থির করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, কেন না, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আর 'হে ভগবন্! প্রাণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদার্থ

কিছু আছে কি ?' এরূপ প্রশ্ন করেন নাই। প্রাণকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া স্থির না করিলে নারদের পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় ঐরূপ প্রশ্ন করাই সম্ভব ছিল। কিন্তু ভগবান্ সনৎকুমার উপযুক্ত শিষ্যকে এইরূপ বিকারাত্মক মিথ্যাভূত প্রাণকেই ব্রহ্ম মনে করিয়া পরিতুষ্ট, অথচ বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়ায় অকৃতার্থ হইলেও নিজেকে পরমার্থ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ে অতিবাদী বলিয়া মনে করিতেছেন দেখিয়া নারদকে সেই মিথ্যা আগ্রহ অর্থাৎ অভিনিবেশ বা ধারণা হইতে বিচ্যুত করিবার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন, আমি যাঁহার বিষয়ে বলিব, তিনিই যথার্থ অতিবাদী, বাস্তবিক-পক্ষে প্রাণতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতিবাদী নহেন। প্রাণতত্ত্বাভিজ্ঞের যে অতিবাদিত্ব, তাহা কেবল নামাদির অপেক্ষায় আপেক্ষিক মাত্র, অর্থাৎ যদিও নামাদি অপেক্ষা প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বিধায় সেই প্রাণকে ব্রহ্মজ্ঞান করায় তাহার অতিবাদিত্ব হইতে পারে, কিন্তু যিনি প্রকৃত অতিবাদী, অর্থাৎ সকলকে অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রহ্মবিষয়ে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি। যিনি প্রাণজ্ঞ, তিনি সকলকে অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রহ্মবিজ্ঞানী হইতে পারেন নাই। কিন্তু যিনি সর্ব্বাতিশায়ী পরমার্থ সত্যস্বরূপ ভূমাখ্য তত্ত্বকে জানেন, তিনি যথার্থই অতিবাদী, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, যিনি সত্যস্বরূপে অর্থাৎ পরমার্থ-সত্যবিজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ প্রকৃত সত্যপদার্থবিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া অতিবাদশীল হন, তিনিই যথার্থ অতিবাদী বলিয়া গণ্য হন। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! সেই আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়া সত্যস্বরূপে বা সত্যবিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ-পূর্ব্বক অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি। অভিপ্রায় এই যে—আপনি আমাকে সেইরূপ ভাবে নিয়োগ বা উপদেশ দান করুন, যাহাতে আমি সত্যবিষয়ে অতিবাদী হইতে পারি। সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, যদি তুমি এইরূপে সত্যবিষয়ে অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে সত্যকেই জিজ্ঞাসা করা তোমার কর্ত্তব্য, অর্থাৎ সত্যসম্বন্ধে প্রশ্ন করাই তোমার কর্ত্তব্য। সনৎকুমারকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া নারদ বলিয়াছিলেন, তাহাই হউক, হে ভগবন! তাহা হইলে আমি আপনার নিকট হইতে সত্যকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, অর্থাৎ সত্যসম্বন্ধেই বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমপ্রপাঠকে

সপ্তদশঃ খণ্ডঃ

যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি, নাবিজানন্ সত্যং বদতি। বিজানন্নেব সত্যং বদতি, বিজ্ঞানন্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।—মনুষ্য যখন বিশেষরূপে বুঝিতে পারে, তাহার পরই সত্য বলে, বিশেষরূপে না বুঝিয়া সত্য বলে না, বিশেষরূপ জানিয়াই তবে সত্য বলে, অতএব বিজ্ঞানকেই অর্থাৎ যে জ্ঞান হইলে সত্যকে বিশেষরূপে জানা যায়, সেই বিজ্ঞান বা সত্যকেই বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করা উচিত। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমি বিজ্ঞানকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে সপ্তদশখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদা বৈ সত্যং পরমার্থতো বিজানাতি—ইদং পরমার্থতঃ সত্যমিতি, ততোঽনৃতং বিকারজাতং বাচারম্ভণং হিত্বা সর্ব্ববিকারাবস্থং সদেবৈকং সত্যমিতি তদেবাথ বদতি, যদ্বদতি। নন্বু বিকারোঽপি সত্যমেব, "নাম-রূপে সত্যং, তাভ্যামন্বং প্রাণশ্ছন্নঃ" "প্রাণা বৈ সত্যং, তেষামেষ সত্যম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। সত্যমুক্তং সত্যত্বং শ্রুত্যন্তরে বিকারস্য, ন তু পরমার্থাপেক্ষমুক্তং, কিন্তর্হি? ইন্দ্রিয়বিষয়াবিষয়ত্বাপেক্ষং সচ্চ ত্যচ্চেতি সত্যমিত্যুক্তং, তদ্দ্বারেণ চ পরমার্থসত্যস্যোপলব্ধির্বিবক্ষিতেতি। "প্রাণা বৈ সত্যং, তেষামেষ সত্যম্" ইতি চোক্তম্, ইহাপি তদিষ্টমেব। ইহ তু প্রাণবিষয়াৎ পরমার্থসত্যবিজ্ঞানাভিমানাৎ ব্যাপাপ্য নারদং যৎ সদেব সত্যং পরমার্থতো ভূমাখ্যং, তদ্বিজ্ঞাপয়িষ্যামীত্যেষ বিশেষতো বিবক্ষিতোঽর্থঃ। নাবিজানন্ সত্যং বদতি, যস্ত্ববিজানন্ বদতি, সোঽগ্ন্যাদিশব্দেনাগ্ন্যাদীন্ পরমার্থসদ্রূপান্ মন্যমানো বদতি, ন তু তে রূপত্রয়ব্যতিরেকেণ পরমার্থতঃ সন্তি। তথা তান্যপি রূপাণি সদপেক্ষয়া নৈব সন্তীত্যতো নাবিজানন্ সত্যং বদতি, বিজানন্নেব সত্যং বদতি। ন চ তৎ সত্যবিজ্ঞানমবিজিজ্ঞাসিতমপ্রার্থিতং জ্ঞায়তে ইত্যাহ—বিজ্ঞানন্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। যদ্যেবং, বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি। এবং সত্যাদীনাং চোত্তরোত্তরাণাং করোত্যন্তানাং পূর্ব্ব-পূর্ব্বহেতুত্বং ব্যাখ্যেয়ম্। ১।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য সপ্তদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৭।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পুরুষ যে সময় ইহাই প্রকৃত সত্য,

এইরূপে বাস্তবিক সত্য পদার্থকে জানিতে পারে, তাহার ফলে বাচারম্ভণমাত্র মিথ্যা বিকার পদার্থসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত বিকারাবস্থ অর্থাৎ সমস্ত বিকার-পদার্থের সহিতই সংস্পৃষ্ট বা সমস্ত বিকারেই অধিষ্ঠিত সৎপদার্থই একমাত্র সত্য এই জ্ঞান হওয়ায় যাহা কিছু বলে, তাহা সত্যই বলে। আচ্ছা, এস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, বিকারও ত সত্যই, কারণ, কোন কোন শ্রুতিতে আছে "নাম ও রূপ সত্য, তাহাদের দ্বারা এই প্রাণ আবৃত আছে" "প্রাণসমূহই সত্য, তাহাদিগের অর্থাৎ প্রাণসমূহের মধ্যে আবার ইহাই সত্য" অর্থাৎ প্রাণসমূহ অপেক্ষাও সত্য। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, কোন কোন শ্রুতিতে বিকার-পদার্থকে সত্য বলা হইয়াছে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু পরমার্থ সত্য অপেক্ষা তাহাকে সত্য বলা হয় নাই। তবে কি ? না, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ত্বাবিষয়ত্বকে অপেক্ষা করিয়া 'সৎ' ও 'ত্যৎ' এই দ্বিবিধ সত্য উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাই 'সৎ', আর যাহা ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত বা অতীন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যাহার জ্ঞান হয় না, তাহা 'ত্যৎ' এই দ্বিবিধ সত্য পদার্থ উক্ত হইয়াছে, এবং সেই আপেক্ষিক সত্য পদার্থ দ্বারাই পরমার্থ সত্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, ইহা বলাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রায়। বাস্তবিকপক্ষে বিকার-পদার্থের পারমার্থিক সত্যতা প্রতিপাদন শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। (ভাবার্থ এই যে—বৃহদারণ্যকে আকাশাদি মহাভূত-পঞ্চককে 'সৎ' ও 'ত্যৎ' এই দুইটি নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষিতি অপ্ তেজ এই তিনটি ভূতকে 'সৎ' ও ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বায়ু ও আকাশ এই দুইটি ভূতকে 'ত্যৎ' বলা হইয়াছে। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, আপেক্ষিক সত্য এই ভূতসমূহ দ্বারা পারমার্থিক সত্য ব্রহ্মকে বুঝান সহজসাধ্য হইবে, এই জন্যই উহাদিগকে সত্য বলা হইয়াছে, বাস্তবিক সত্য পদার্থ ইহা বলার অভিপ্রায় নহে) বিশেষতঃ "প্রাণসমূহই সত্য, ব্রহ্ম আবার তাহাদেরও সত্য অর্থাৎ সত্যতাসম্পাদক" শ্রুতি এ কথাও বলিয়াছেন, এ স্থানে সেই পরমার্থ সত্য পদার্থ-কেই প্রতিপাদন করা শ্রুতির অভিপ্রায়। তবে ইহার মধ্যে এইটুকু বিশেষ যে, প্রাণবিষয়ক পরমার্থসত্যবিজ্ঞান অভিমান হইতে অর্থাৎ নারদ যে প্রাণকেই পরমার্থ সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, সেই মিথ্যা ধারণা হইতে তাঁহাকে উত্থাপিত অর্থাৎ প্রবুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার সেই ভ্রম ধারণা দূরীভূত করিয়া ভূমানামক পরমার্থ সত্য যে সৎপদার্থ, তাহাই তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিব, এই উদ্দেশেই সনৎকুমার ঐ শ্রুতির অবতারণা করিয়াছিলেন, ঐ শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইতেছে, ভূমানামক সৎপদার্থই পরমার্থ সত্য। বিশেষরূপ না জানিয়া সত্য বলে না বা বলিতে নাই, যে ব্যক্তি বিশেষরূপ না জানিয়াই বলে, সে ব্যক্তি

অগ্নি প্রভৃতিকেই সৎস্বরূপ বিবেচনা করিয়া অগ্নি প্রভৃতি শব্দ দ্বারাই তাহার অর্থাৎ পরমার্থ সত্যের উল্লেখ করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহারা লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ এই তিনটি রূপ ব্যতীত পরমার্থ সত্য নহে। (ভাবার্থ এই যে—ষষ্ঠ প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডে বলা হইয়াছে—"যদগ্নে রোহিতং রূপং, তেজসস্তৎ রূপং, যৎ শুক্লং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নস্য, অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্" অগ্নির যে রক্তবর্ণ রূপ দৃষ্ট হয়, বাস্তবিকপক্ষে তাহা তেজেরই রূপ, যাহা শুক্লরূপ তাহা জলের, আর যাহা কৃষ্ণরূপ তাহা অন্ন বা পৃথিবীর রূপ, এইরূপে অগ্নির অগ্নিত্বই চলিয়া গেল, কারণ, বিকার পদার্থমাত্রই বাক্য দ্বারা আরব্ধ নাম মাত্র, তিনটি রূপ ইহাই মাত্র সত্য, অর্থাৎ ঐ রূপত্রয় ব্যতীত অগ্নি বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ঐ তিনটি রূপকে পরিত্যাগ করিলে অগ্নির অগ্নিত্বই দূর হইয়া গিয়া কেবল মিথ্যামাত্রে পর্য্যবসিত হয়, প্রকৃতপক্ষে ঐ লোহিতাদি রূপ তিনটি মাত্রই সত্য। এস্থানেও ঐ শ্রুতিরই অনুসরণ করিয়া রূপত্রয় ব্যতীত অগ্নি বলিয়া পরমার্থ সত্য কোন পদার্থই নাই, ইহাই বলা হইয়াছে। অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে) এবং সেই রূপ-তিনটিও আবার সৎপদার্থ অপেক্ষা সত্য নহে, অসত্য বা অসৎ, এই জন্যই বিশেষরূপে না জানিয়া অর্থাৎ বিজ্ঞানবিহীন ব্যক্তি কখনই সত্য বলে না বা বলিতে পারে না, কিন্তু বিশেষরূপ জানিয়াই অর্থাৎ বিজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিই সত্যকে বলে বা বলিতে পারে। সেই সত্যবিজ্ঞান অজিজ্ঞাসিত অথবা অপ্রার্থিত হইয়া (জানিবার নিমিত্ত প্রার্থনা বা ইচ্ছা না করিলে) জানা যায় না, এইরূপ মনে করিয়াই সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞানকে জানার নিমিত্ত ইচ্ছা করাই তোমার কর্ত্তব্য। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে আমি বিজ্ঞানকেই জানিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ সত্য হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর-নির্দ্দিষ্ট 'করোতি' অর্থাৎ কৃতি পর্য্যন্ত তত্ত্বসমূহের মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বসমূহের কারণতা ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ১ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে সপ্তদশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমপ্রপাঠকে

অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ

যদা বৈ মনুতেঽথ বিজানাতি, নামত্বা বিজানাতি, মত্বৈব বিজানাতি, মতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। মতিং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—লোকে যখন মনন করে, অর্থাৎ কোন বিষয় বুঝিবার জন্য নিজের মনেই তর্ক বা আলোচনা করে, অনন্তর অর্থাৎ মনন করার পরই জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষ করিয়া জানিতে পারে, মনন না করিয়া জানিতে পারে না, মনন করিয়াই তবে জানিতে বা বুঝিতে পারে, অতএব মতিকেই অর্থাৎ মনন বা তর্ককেই জানিবার ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমি মতিকেই জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে অষ্টাদশখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদা বৈ মনুতে ইতি। মতির্মননং তর্কঃ। ১।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য অষ্টাদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৮।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—লোকে যখন মনন করে। মতি শব্দের অর্থ মনন, তর্ক অর্থাং কোন বিষয় বুঝিতে হইলে তাহার অনুকূল প্রতিকূল বিবিধ বিচার ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে অষ্টাদশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমপ্রপাঠকে

ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ

যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে, নাশ্রদ্দধন্ মনুতে, শ্রদ্দধদেব মনুতে, শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যখন পুরুষ শ্রদ্ধা করে, তাহার পরেই মনন করে, যে শ্রদ্ধা করিতে পারে না, সে মনন করিতে পারে না, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিই মনন করিতে পারে, অতএব শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত, অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিষয়েই বিশেষ জ্ঞানলাভ করা কর্ত্তব্য। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমি শ্রদ্ধাবিষয়েই বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে ঊনবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—মন্তব্যবিষয়ে আদরঃ আস্তিক্যবুদ্ধিঃ শ্রদ্ধা। ১।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য ঊনবিংশখণ্ডভাষ্যম্। ১৯।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বশ্রুতিতে মনন বিজ্ঞানের হেতুরূপে মীমাংসিত হইয়াছে, সম্প্রতি এই অধ্যায়ে শ্রদ্ধাকে মননের হেতুরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন। মন্তব্য বিষয়ে যে আদর অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধি, অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে. তাহা সেইরূপই সত্য, এই যে শাস্ত্রবাক্যে অবিচল বিশ্বাস, তাহাই শ্রদ্ধা ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে ঊনবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

বিংশঃ খণ্ডঃ

যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি, নানিস্তিষ্ঠন্ শ্রদ্দধাতি, নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি, নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে বিংশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—লোকসমূহ যখন নিষ্ঠাসম্পন্ন অর্থাৎ গুরুসেবাদি বিষয়ে আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন হয়, তখনই সে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, নিষ্ঠাপরায়ণ না হইলে শ্রদ্ধা করিতে পারে না, নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিই শ্রদ্ধা করিতে পারে বা জানে। অতএব নিষ্ঠাকেই বিশেষভাবে জানার ইচ্ছা করা উচিত। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমি নিষ্ঠাকেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, অর্থাৎ নিষ্ঠা সম্বন্ধেই বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে বিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—নিষ্ঠা গুরুশুশ্রূষাদিঃ, তৎপরত্বং ব্রহ্মবিজ্ঞানায় ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য বিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২০ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বখণ্ডে মননহেতু শ্রদ্ধা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক এই বিংশ খণ্ডে শ্রদ্ধার হেতুভূত নিষ্ঠা নিরূপণ করিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত গুরু-শুশ্রূষাদি বিষয়ে তৎপরতা বা ঐকান্তিক আগ্রহের নাম নিষ্ঠা ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে বিংশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

———

একবিংশঃ খণ্ডঃ

যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি, নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি, কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি, কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য একবিংশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—পুরুষ যে সময় করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযমাদি বিষয়ে চেষ্টা করে, তাহার পরই অর্থাৎ তখনই নিষ্ঠালাভ করে, না করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম না করিতে পারিলে নিষ্ঠা বা একাগ্রতা লাভ করিতে পারে না, কিন্তু ঐরূপ করিয়াই নিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে, অতএব কৃতিকেই অর্থাৎ কৃতিবিষয়েই জানিতে ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমি কৃতিবিষয়েই জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে একবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদা বৈ করোতি। কৃতিরিন্দ্রিয়সংযমঃ চিত্তৈকাগ্রতা-করণঞ্চ। সত্যাং হি তস্যাং নিষ্ঠাদীনি যথোক্তানি সম্ভবন্তি বিজ্ঞানাবসানানি ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য একবিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বশ্রুতিতে নিষ্ঠাকে শ্রদ্ধার হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়া সম্প্রতি কৃতিকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযমকে সেই নিষ্ঠার হেতুরূপে নির্ণয় করিতেছেন—যখন করে, কৃতি শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তের একাগ্রতা-সম্পাদন। সেই কৃতি থাকিলেই নিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞান পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ই সম্ভব হইতে পারে ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে একবিংশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

———

দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ

যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি, নাসুখং লব্ধ্বা করোতি, সুখমেব লব্ধ্বা করোতি, সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—যখন লোকে সুখ লাভ করে অর্থাৎ করিতে ইচ্ছা করে, তখনই করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি সংযম করিতে প্রবৃত্ত হয়, সুখলাভ না করিয়া করে না, কিন্তু সুখলাভ করিয়াই করে অর্থাৎ সুখ লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াই সংযমাদি বিষয়ে যত্ন করে, অতএব সুখবিষয়েই বিশেষ জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমি সুখবিষয়েই জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে দ্বাবিংশখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—সাঽপি কৃতির্যদা সুখং লভতে—সুখং নিরতিশয়ং বক্ষ্যমাণং লব্ধব্যং ময়েতি মন্যতে, তদা ভবতীত্যর্থঃ। যথা দৃষ্টফলসুখা কৃতিঃ, তথেহাপি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি; ভবিষ্যদপি ফলং লব্ধ্বেত্যুচ্যতে, তদুদ্দিশ্য প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। অথেদানীং কৃত্যাদিষূত্তরোত্তরেষু সৎসু সত্যং স্বয়মেব প্রতিভাসতে, ইতি ন তদ্বিজ্ঞানায় পৃথগযত্নঃ কার্য্য ইতি প্রাপ্তে, তত ইদমুচ্যতে, সুখন্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যাদি। সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইত্যভিমুখীভূতায়াহ। ১।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য দ্বাবিংশখণ্ডভাষ্যম্। ২২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—মনুষ্য যে সময় সুখকে লাভ করে, অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ নিরতিশয় (যাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর নাই এই সর্ব্বোত্তম) সুখ আমাকে লাভ করিতে হইবে, এইরূপ মনে করে, তখনই সেই কৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযমাদিতে যত্ন ও একাগ্রতা হয়। কৃতি যেমন দৃষ্ট-ফল-সুখজন্য হয়, অর্থাৎ ইহলোকে পুত্রাদি লাভ করিয়া সুখী হইব, এই উদ্দেশেই যেমন কৃতি বা যত্ন হয়, তেমনই এস্থানেও অর্থাৎ সংযমবিষয়েও সুখ লাভ না করিয়া কৃতি হইতে পারে না। ফললাভ ভাবী হইলেও যে 'লব্ধ্বা' অর্থাৎ লাভ করিয়া এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা কেবল সেই ফললাভের প্রবৃত্তির উপপাদনের নিমিত্ত, অর্থাৎ ফললাভ ভবিষ্যৎ হইলেও সেই ফলকে উদ্দেশ করিয়াই লোকের প্রবৃত্তি বা যত্ন

হইয়া থাকে, এই জন্যই ফল ভাবী হইলেও অর্থাৎ ঠিক সেই সময়ে অপ্রাপ্য হইলেও 'লব্ধা' অর্থাৎ লাভ করিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে। (ভাব এই যে— বিদ্যমান বস্তুই লোকে লাভ করিতে পারে, যাহা সে সময়ে নাই, যাহা অনুপস্থিত বা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, তাহা উপস্থিত বা প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ লাভ করিতে পারেও না, পারা সম্ভবও হয় না। এ স্থানেও যে সুখলাভের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তের একাগ্রতা সাধনের পর হয়, সুতরাং সংযমের আরম্ভেই "সুখং লব্ধা" এ কথা কিরূপে বলা যায়? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন যে, যদিও বর্ত্তমানে অনাগত বা ভাবী বস্তুলাভ অসম্ভব, তাহা হইলেও ভাবী সুখের উদ্দেশেই যখন লোকে কার্য্যবিশেষে প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই সুখের যে লব্ধব্যত্ব জ্ঞান অর্থাৎ এই কার্য্যের সাফল্যে আমি এই সুখ লাভ করিতে পারিব, অর্থাৎ এই সুখ লাভ হওয়া উচিত, ইত্যাকার যে মনোবৃত্তি, তাহাই তাহার লাভ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে) কৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলি উত্তরোত্তর বিদ্যমান থাকিলে সত্য পদার্থটি স্বয়ং উদ্ভাসিত বা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ঐ সত্য পদার্থকে জানিবার নিমিত্ত পৃথক্‌ভাবে যত্ন করা অনাবশ্যক, এইরূপ অর্থই পাওয়া গিয়াছে, এই জন্য সম্প্রতি এই কথা বলিতেছেন যে, সুখকেই বিশেষরূপে জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ কিসে প্রকৃত সুখ পাওয়া যাইতে পারে, সেই বিষয়ে জানিবার চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক ইত্যাদি। হে ভগবন্! আমি আপনার নিকট সুখের বিষয়েই জানিতে ইচ্ছা করি, নারদ এইরূপ বলিয়া অভিমুখীভূত হইলে অর্থাৎ ঐ প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য উন্মুখ হইলে সনৎকুমার নারদকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে দ্বাবিংশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥১॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।—যাহা ভূমা বা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, তাহাই সুখ, অল্পে অর্থাৎ ক্ষুদ্র বা সসীম বা পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে সুখ নাই, ভূমাই সুখ অর্থাৎ সুখস্বরূপ বা সুখ-হেতু, অতএব ভূমা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাই কর্ত্তব্য। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমি ভূমা বিষয়েই জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যো বৈ ভূমা—মহৎ, নিরতিশয়ং, বহু ইতিপর্য্যায়াঃ, তৎ সুখং, ততোঽর্ব্বাক্ সাতিশয়ত্বাদল্পম্; অতস্তস্মিন্নল্পে সুখং নাস্তি, অল্পস্যাধিকতৃষ্ণাহেতুত্বাৎ। তৃষ্ণা চ দুঃখবীজং, ন হি দুঃখবীজং সুখং দৃষ্টং জরাদি লোকে; তস্মাৎ যুক্তং নাল্পে সুখমস্তীতি। অতো ভূমৈব সুখং, তৃষ্ণাদিদুঃখবীজত্বাসম্ভবাৎ ভূম্নঃ। ১।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে ত্রয়োবিংশখণ্ডভাষ্যম্। ২৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ভূমা শব্দের অর্থ মহৎ, নিরতিশয় অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর অধিক বা শ্রেষ্ঠ নাই, (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ও বহু; ভূমা, নিরতিশয়, মহৎ, বহু এই চারিটি পর্য্যায় অর্থাৎ একার্থবোধক শব্দ। যাহা ভূমা, তাহাই সুখ, তাহা অপেক্ষা অর্ব্বাক্ অর্থাৎ অধস্তন বা নিম্নতন বস্তুমাত্রই সাতিশয় অর্থাৎ অল্পাধিক হওয়ায় (কেহ বা অল্প, কেহ বা তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক এইরূপ ইতর-বিশেষ হয় বলিয়া) অল্প বা ক্ষুদ্র, অতএব সেই অল্পে সুখ নাই; কারণ, অল্পপরিমিত বস্তুমাত্রই অধিক বিষয়ে তৃষ্ণা বা প্রাপ্তির অভিলাষ উৎপাদন করে, অর্থাৎ অল্প-প্রাপ্তিতে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারে না, সকলেই বেশী পাইবার আকাঙ্ক্ষা করে। তৃষ্ণা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা বা আশাই দুঃখের মূল কারণ, এই পৃথিবীতে দুঃখের কারণ-স্বরূপ বা দুঃখজনক জর প্রভৃতি রোগকে সুখ বলিয়া কেহ কখন অনুভব করিতে দেখে নাই, অতএব শ্রুতি যে বলিয়াছেন, অল্পে সুখ নাই, ইহা যুক্তিসঙ্গতই বলা হইয়াছে; অতএব ভূমাই সুখ, কারণ, ভূমা কখন দুঃখের কারণস্বরূপ তৃষ্ণা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির কারণ হইতে পারে না। (ভাবার্থ এই যে—ভূমা অর্থে

মহৎ বা বৃহৎ, বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে এই ভূমা শব্দে যাহা অপেক্ষা আর মহৎ বা বৃহৎ হইতে পারে না, সেই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ পদার্থকেই বুঝায়। ব্রহ্ম এই শব্দটিও 'বৃহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, 'বৃহ' ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি ও বৃহৎ, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভূমা ও ব্রহ্ম এই দুইটি শব্দ একই অর্থকে বুঝায়। 'সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতির দ্বারাই ব্রহ্ম যে কেবল আনন্দময়, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়; এরূপ স্থলে ভূমা ও ব্রহ্ম যখন একই পদার্থ, তখন ভূমাকে সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হয় নাই। আর যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন, তাহাই সাতিশয়, অর্থাৎ তাহা অপেক্ষাও অধিক আছে, যে ব্যক্তি সেই সাতিশয় বা অল্প বস্তু লাভ করে, সে তদপেক্ষা অধিক পরিমিত দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা করে, তাহা পাইলে আবার তাহা অপেক্ষাও অধিক পাইতে ইচ্ছা করে, এইরূপে তাহার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কখনই মিটে না, সর্ব্বদাই অধিক পাইবার ইচ্ছায় চিত্ত আকুল হইয়া থাকে, এইরূপে উত্তরোত্তর আশা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কোন অবস্থাতেই সে সুখবোধ করিতে পারে না, কাজেই অল্পে সুখ নাই। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন— "পরসম্পদুৎকর্ষো হীনসম্পদং পুরুষং দুঃখাকরোতি" অর্থাৎ অন্য ব্যক্তির সম্পত্তির আধিক্য সম্পদ্‌বিহীন দরিদ্র ব্যক্তিকে দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। অতএব "নাল্পে সুখমস্তি" "ভূমৈব সুখম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে) ॥ ১ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ

যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যচ্ছৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি, তদল্পম্। যো বৈ ভূমা, তদমৃতম্, অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং। স ভগবঃ! কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি? স্বে মহিম্নি, যদি বা ন মহিম্নীতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যাহাতে অন্য কোন দৃশ্যই দর্শন করে না, অন্য কোন শ্রব্যই শ্রবণ করে না, অন্য কোন জ্ঞেয়ই জানিতে পারে না, অর্থাৎ যে পদার্থের জ্ঞানে অন্য কিছুই দেখিবার শুনিবার বা জানিবার প্রয়োজন হয় না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য বিষয় দর্শন করে, অন্য বিষয় শ্রবণ করে, অন্য বিষয় জানিতে পারে বা জানিবার ইচ্ছা করে, তাহাই অল্প। যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত, আর যাহা অল্প অর্থাৎ ভূমার বিপরীত, তাহা মর্ত্ত্য বা নশ্বর। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! সেই ভূমা কোথায় অবস্থিত আছেন? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, তিনি নিজের মহিমা· অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, অথবা নিজের মহিমাতেও নহে। অভিপ্রায় এই যে, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবার নিমিত্তই নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত বলা হইল মাত্র, বাস্তবিক পক্ষে তিনি কোন একটি স্থানেই প্রতিষ্ঠিত নহেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিংলক্ষণোঽসৌ ভূমা? ইত্যাহ—যত্র যস্মিন্ ভূম্নি তত্ত্বে নান্যৎ দ্রষ্টব্যমন্যেন করণেন দ্রষ্টা অন্যো বিভক্তো দৃশ্যাদন্যৎ পশ্যতি, তথা নান্যচ্ছৃণোতি, নাম-রূপয়োরেবান্তর্ভাবাদ্বিষয়ভেদস্য তদ্গ্রাহকয়োরেবেহ দর্শন-শ্রবণয়োর্গ্রহণম্ অন্যেষাঞ্চোপলক্ষণার্থত্বেন। মননং তু অত্রোক্তং দ্রষ্টব্যং, নান্যন্মনুতে ইতি, প্রায়শো মননপূর্ব্বকত্বাদ্বিজ্ঞানস্য। তথা নান্যদ্বিজানাতি; এবং-লক্ষণো যঃ স ভূমা। কিমত্র প্রসিদ্ধান্যদর্শনাভাবো ভূম্নি উচ্যতে নান্যৎ পশ্যতীত্যাদিনা? অথান্যৎ ন পশ্যতি, আত্মানং পশ্যতীত্যেতৎ? কিঞ্চাতঃ? যদ্যন্যদর্শনাদ্যভাবমাত্রমিত্যুচ্যতে, তদা দ্বৈতসংব্যবহারবিলক্ষণো ভূমেত্যুক্তং ভবতি। অথান্যদর্শনবিশেষপ্রতিষেধেনাত্মানং পশ্যতীত্যুচ্যতে, তদৈকস্মিন্নেব ক্রিয়া-কারক-ফলভেদোঽভ্যুপগতো ভবেৎ। যদ্যেবং কো দোষঃ স্যাৎ? নন্বয়মেব দোষঃ, সংসারানিবৃত্তিঃ, ক্রিয়া-কারক-ফলভেদো হি সংসার ইতি। আত্মৈকত্বে এব ক্রিয়া-কারক-ফলভেদঃ সংসার-বিলক্ষণ ইতি চেৎ? ন, আত্মনো নির্ব্বিশেষৈকত্বাভ্যুপগমে দর্শনাদিক্রিয়া-কারক-ফলভেদাভ্যুপগমস্য শব্দমাত্রত্বাৎ। অন্যদর্শনাদ্যভাবোক্তিপক্ষেঽপি 'যত্র' ইতি "অন্যত্র পশ্যতি" ইতি চ বিশেষণে অনর্থকে স্যাতামিতি চেৎ? দৃশ্যতে হি লোকে, 'যত্র শূন্যে গৃহেঽন্যত্র পশ্যতি' ইত্যুক্তে

স্তম্ভাদীন্ আত্মানং চ ন ন পশ্যতীতি গম্যতে, এবমিহাপীতি চেৎ ? ন "তৎ ত্বমসি" ইত্যেকত্বোপদেশাৎ অধিকরণাধিকর্ত্তব্যভেদানুপপত্তেঃ, তথা "সদেকমেবাদ্বিতীয়ং সত্যম্" ইতি ষষ্ঠে নির্দ্ধারিতত্বাৎ। "অদৃশ্যেঽনাত্ম্যে" "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য" "বিজ্ঞাতারমরে! কেন বিজানীয়াৎ ?" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ স্বাত্মনি দর্শনাদ্যনুপপত্তিঃ। "যত্র" ইতি বিশেষণমনর্থকং প্রাপ্তমিতি চেৎ ? ন, অবিদ্যাকৃতভেদাপেক্ষত্বাৎ। যথা সত্যৈকত্বাদ্বিতীয়ত্ববুদ্ধিং প্রকৃতামপেক্ষ্য সদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি সঙ্খ্যাদ্যনর্হমপ্যুচ্যতে, এবং ভূম্যেকস্মিন্নেব "যত্র" ইতি বিশেষণম্। অবিদ্যাবস্থায়ামন্যদর্শনানুবাদেন চ ভূম্নঃ তদভাবত্বলক্ষণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ "নান্যৎ পশ্যতি" ইতি বিশেষণম্; তস্মাৎ সংসারব্যবহারো ভূম্নি নাস্তীতি সমুদায়ার্থঃ। অথ যত্রাবিদ্যাবিষয়ে অন্যঃ অন্যেন অন্যৎ পশ্যতীতি, তদল্পম্, অবিদ্যাকালভাবি ইত্যর্থঃ; যথা স্বপ্নদৃশ্যং বস্তু প্রাক্ প্রতিবোধাৎ তৎকালভাবীতি, তদ্বৎ; তত এব তন্মর্ত্ত্যং বিনাশি স্বপ্নবস্তুবদেব, তদ্বিপরীতো ভূমা যস্তদমৃতম্। তচ্ছব্দোঽমৃতত্বপরঃ। স তর্হ্যেবং-লক্ষণো ভূমা হে ভগবন্! কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইত্যুক্তবন্তং নারদং প্রত্যাহ সনৎকুমারঃ,—স্বে মহিম্নীতি, স্বে আত্মীয়ে মহিম্নি মাহাত্ম্যে বিভূতৌ প্রতিষ্ঠিতো ভূমা, যদি প্রতিষ্ঠামিচ্ছসি ক্বচিৎ; যদি বা পরমার্থমেব পৃচ্ছসি, ন মহিম্ন্যপি প্রতিষ্ঠিত ইতি ব্রূমঃ। অপ্রতিষ্ঠিতোঽনাশ্রিতো ভূমা ক্বচিদপীত্যর্থঃ॥ ১॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এই ভূমার লক্ষণ কি ? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—ভূমা নামক যে তত্ত্বে অন্য কোন করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃশ্য বস্তু হইতে অন্য অর্থাৎ বিভক্ত বা পৃথক্ দ্রষ্টা অন্য কোন দ্রষ্টব্যই দর্শন করে না, এইরূপ অন্য কিছু শ্রবণও করে না, অর্থাৎ যাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে তাঁহাতেই ঐকান্তিকতা বশতঃ তাঁহাকেই ছাড়া কোন বিষয়েই দৃষ্টি বা শ্রুতি আকৃষ্ট হয় না, বিবিধ প্রকার বিষয় মাত্রই অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু ভোগ্য বস্তু আছে, সমস্তই নাম-রূপের অন্তর্ভূত বলিয়া অর্থাৎ নাম ও রূপ ব্যতীত তাহারা অন্য কিছুই নহে বলিয়া তাহাদের (নাম ও রূপের) গ্রাহক শ্রবণ ও দর্শনের (কর্ণ ও চক্ষুর) গ্রহণ বা উল্লেখ করা হইয়াছে, এই দুইটিই অন্য অর্থাৎ স্পর্শাদিরও উপলক্ষণ বা বোধক। বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান প্রায়ই মনন বা চিন্তা পূর্ব্বক হয় বলিয়া অন্য কোন দ্রষ্টব্য বিষয়ই মনন বা চিন্তা করে না, এই জন্যই এ স্থানে কেবল মননেরই উল্লেখ করা হইয়াছে; এইরূপ অন্য কোন বস্তু জানে না, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত যে বস্তু, তাহাই ভূমা। এস্থানে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, 'নান্যৎ পশ্যতি' যে ভূমাতে অন্য কোন বস্তুই দর্শন করে না, এই যাহা বলা হইয়াছে, ইহা দ্বারা কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, লোকে প্রসিদ্ধ যে অন্য দর্শন অর্থাৎ ভেদদর্শন বা ভেদজ্ঞান, এই ভূমাতে কি তাহারই অভাব বলা হইয়াছে ? অর্থাৎ ভূমা কতগুলি ? এইরূপ জ্ঞানেরই নিষেধ করা হইয়াছে ? অথবা অন্য কিছু দেখে না, কেবল আত্মাকেই

দেখে, ইহাই বলা হইয়াছে? আচ্ছা, তাহাই যদি হয়,‌ত এরূপ প্রশ্নের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যদি অন্য কোন দ্রব্যের দর্শনাদির কেবল অভাব মাত্রই বলা হয়, তাহা হইলে ভূমা পদার্থটি দ্বৈত ব্যবহারের বিলক্ষণ বা অবিষয়, অর্থাৎ ভেদমূলক দর্শন-শ্রবণাদি সর্ব্ববিধ ব্যবহার-বিরহিত, ইহাই বলা হয়; আর যদি অন্য কোন বস্তুর দর্শনবিশেষের নিষেধ দ্বারা কেবলমাত্র আত্মা-কেই দর্শন করে এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে একটিমাত্র পদার্থেই অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মেই ক্রিয়া, কারক ও ফলভেদ স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। এ স্থানে পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে, যদি এইরূপই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহাতেই বা দোষ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ইহাতে সংসারের অনিবৃত্তিরূপ দোষ হইতে পারে, অর্থাৎ তাহা স্বীকার করিয়া লইলে সংসারনিবৃত্তি আর হয় না, ইহাই দোষ, কারণ, ক্রিয়া, কারক ও ফলের ভেদ লইয়াই সংসার, অতএব ক্রিয়া, কারক ও ফলের ভেদ স্বীকার করিয়া লইলে আর সংসারনিবৃত্তি হইতে পারে না। যদি বল, আত্মার একত্ব স্বীকার করিয়া লইলেই সংসারবিলক্ষণ অর্থাৎ অলৌকিক ক্রিয়া, কারক ও ফলভেদ সঙ্ঘটিত হয়। ইহার উত্তরে বলিব, না, তাহা হয় না, কারণ, আত্মার নির্ব্বিশেষ একত্ব স্বীকার করিলে তাহাতেই যে আবার দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়া, তাহাদের কারক ও ফলভেদ স্বীকার করা কেবল শব্দমাত্র অর্থাৎ অর্থহীন একটা বাক্যমাত্র হইয়া পড়ে। যদি বল, অন্য কিছু দর্শন করে না, এই যে অন্য কোন বস্তু দর্শনের অভাবোক্তি, এ পক্ষেও ত 'যত্র' (যাহাতে) 'অন্যৎ ন পশ্যতি' (অন্য কিছুই দেখে না) এই যে দুইটি বিশেষণ, ইহার কোনই সার্থকতা থাকে না, কারণ, সাধারণতঃ দেখিতেও পাওয়া যায় যে, 'যে শূন্য গৃহে অন্য কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, এইরূপ বলিলে যে সেই গৃহের স্তম্ভাদি ও তাহার মধ্যে অবস্থিত নিজেকেও দেখিতে পাইতেছে না, এরূপ বুঝায় না, পরন্তু ঐ সমস্ত দেখিতে পাইতেছে ইহাই বুঝায়, এস্থানেও সেইরূপই হইবে, ইহাই যদি বল, তাহার উত্তর, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে "তৎ ত্বমসি" তাহাই হইতেছ তুমি, এই একত্ব বা অভেদো-পদেশবশতঃ অধিকরণ ও অধিকারী ভেদ উপপন্ন হয় না; অর্থাৎ 'যত্র' এই অধিকরণ, আর 'পশ্যতি' এই ক্রিয়ার কর্ত্তা যে ব্যক্তি, এই কর্ত্তা ও অধিকরণের ভেদনির্দ্দেশ সঙ্গত হয় না। আরও দেখ, ষষ্ঠপ্রপাঠকে সৎ পদার্থ যে একই অদ্বিতীয় ও সত্যস্বরূপ, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীতও "শরীরবিহীন অতএব অদৃশ্য আত্মাতে" "ইঁহার রূপ দৃষ্টিবিষয়ে অবস্থিত হয় না" অর্থাৎ দৃষ্টির অগোচরীভূত, "অরে! যিনি সকলের বিজ্ঞাতা অর্থাৎ অনুভব করার কর্ত্তা,

তাঁহাকে আবার কাহার দ্বারা জানিবে ?" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও আত্মাতে দর্শনাদি ব্যবহারের উপপত্তি হয় না। যদি বল, 'যত্র' (যাহাতে) এই বিশেষণ পদটি নিরর্থক হইয়া পড়ে, ইহার কোনই সার্থকতা নাই ? ইহার উত্তরে বলিব, না, নিরর্থক নহে, কারণ, অবিদ্যাদিজন্য ভেদকে লক্ষ্য করিয়া এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে ; যেমন প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবিত সত্য পদার্থের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব বিষয়ক বুদ্ধিকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ উক্তবিধ জ্ঞানানুসারে সংখ্যাদির অযোগ্য হইলেও সৎপদার্থকে এক ও অদ্বিতীয় বলা হয়, সেইরূপ ভূমা পদার্থটিও এক হইলেও 'যত্র' এই ভেদসূচক বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। আর অবিদ্যাবস্থায় অন্যদর্শন অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ ভেদদর্শনের অনুবাদ অর্থাৎ অনূক্তি বা পশ্চাদুক্তি দ্বারা (যাহা পূর্ব্বে অনেকেই বলিয়াছে বা যে উক্তি প্রসিদ্ধ তাহারই পুনঃ কথনকে অনুবাদ বলে) ভূমার সম্বন্ধে তাহার অভাব এই কথা বলিবার ইচ্ছায় অর্থাৎ ভূমার সম্বন্ধে সেই ব্যবহারিক ভেদ-দৃষ্টির নিষেধাভিপ্রায়ে 'ন অন্যৎ পশ্যতি' অন্য কিছুই দেখে না, এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব ভূমাতে যে কোনরূপ সাংসারিক ব্যবহার নাই, ইহাই ঐ সমস্ত বাক্যের সারার্থ। আর, যে স্থানে অবিদ্যাবিষয়ে অন্য কোন ব্যক্তি অন্যের দ্বারা অন্য কোন বস্তুকে দর্শন করে, তাহা অল্প, অর্থাৎ অবিদ্যাকালভাবি অর্থাৎ যতক্ষণ অবিদ্যা বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই মাত্র তাহা স্থায়ী হয়, অবিদ্যার বিনাশে তাহাও দূরীভূত হয় ; স্বপ্নে যে বস্তু দেখা যায়, তাহা যেমন জাগরণের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্তই অর্থাৎ যতক্ষণ না নিদ্রাভঙ্গ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই স্থায়ী হয়, নিদ্রাভঙ্গ হইলে আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না, ইহাও সেইরূপ জানিবে। সেই অল্পতাবশতঃই তাহা মর্ত্ত্য অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায়ই বিনশ্বর, আর যাহা তাহার অর্থাৎ অল্পের বিপরীত, তাহাই ভূমা, তাহাই অমৃত। মূলে যে 'তদমৃতম্" এই স্থানে 'তৎ' শব্দটি আছে, উহা অমৃতত্বপর অর্থাৎ অমৃতত্ব অর্থেই উহা প্রযুক্ত হইয়াছে। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ লক্ষণবিশিষ্ট সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন ? নারদ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সনৎকুমার তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহা যদি জানিতে ইচ্ছা কর, তাহার উত্তর এই যে, তিনি স্বকীয় মহিমা অর্থাৎ মাহাত্ম্য অর্থাৎ বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। আর যদি প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে চাও, তাহার উত্তরে এই বলিব যে, তিনি নিজের মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নহেন, সেই ভূমা কোন স্থানেই প্রতিষ্ঠিত নহে, কোন স্থানেই তিনি আশ্রিত নহে, অর্থাৎ তাঁহার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্থান কোথাও নাই, যিনি সর্ব্বব্যাপী, সকলের আশ্রয়, তাঁহার আবার আশ্রয় কোথায় ? ॥ ১ ॥

গো-অশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তি-হিরণ্যং দাস-ভার্য্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি, নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমীতি হোবাচ, অন্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।—ইহলোকে যেমন গো, অশ্ব, হস্তী, সুবর্ণ, ভৃত্য, ভার্য্যা, ক্ষেত্র (ভূমি) আয়তন (স্থান বা বাসগৃহ) এই সমস্ত বস্তুকে মহিমা বা ঐশ্বর্য্য বলা হয়, আমি সেরূপ মহিমার বিষয় বলি নাই, কারণ, অন্য পদার্থই অন্য পদার্থে প্রতিষ্ঠিত থাকে, কিন্তু ভূমার যখন অন্য কিছুই নাই অর্থাৎ তিনি যখন সর্ব্বময়, তখন তাঁহার সেরূপ মহিমাপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না ; আমি এইরূপ বলিতেছি যে—॥২॥

সপ্তম প্রপাঠকে চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদি স্বমহিম্নি প্রতিষ্ঠিতো ভূমা, কথং তর্হি অপ্রতিষ্ঠ উচ্যতে? শৃণু গোঽশ্বাদি ইহ মহিমেত্যাচক্ষতে। গাবশ্চ অশ্বাশ্চ গোঽশ্বং, দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ। সর্ব্বত্র গবাশ্বাদি মহিমেতি প্রসিদ্ধম্। তদাশ্রিতস্তৎপ্রতিষ্ঠশ্চৈত্রো ভবতি যথা, নাহমেবং স্বতোঽন্যং মহিমানমাশ্রিতো ভূমা চৈত্রবদিতি ব্রবীমি। অত্র হেতুত্বেন অন্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। কিন্ত্বেবং ব্রবীমিতি হোবাচ, স এবেত্যাদি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য চতুর্ব্বিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আচ্ছা, ভূমা যদি নিজের মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলে তাঁহাকে অপ্রতিষ্ঠ বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, শ্রবণ কর, এই জগতে গো, অশ্ব, হস্তী, দাস, দাসী, ভূসম্পত্তি, পত্নী, অট্টালিকা, স্বর্ণ, মুক্তা ইত্যাদিকে মহিমা বা ঐশ্বর্য্য বলা হয়, অর্থাৎ এই সমস্ত পদার্থ লোকের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক, অতএব ইহারা ঐশ্বর্য্য বলিয়াই অভিহিত হয়। গোসমূহ ও অশ্বসমূহ, ইহাদের দ্বন্দ্বসমাসে একত্ব হইয়া 'গো-অশ্বম্' এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে, অর্থাৎ এ স্থানে একটি গো একটি অশ্ব এইরূপ উল্লেখ থাকিলেও বহু গো অশ্ব এইরূপ বুঝিতে হইবে। গো অশ্ব প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ ঐশ্বর্য্য বলিয়াই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। চৈত্র নামক কোন ব্যক্তিবিশেষ সেই গো অশ্বাদিকে আশ্রয় বা গ্রহণ করিলে যেমন লোকে তৎপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ সেই গো অশ্ব প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বহু গো অশ্ব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকাতেই প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত বলিয়া থাকে, আমি ভূমাকে সেই চৈত্রের ন্যায় আপনা হইতে ভিন্ন অন্য কোন মহিমাতে আশ্রিত আছেন, এরূপ বলি নাই, কারণ, অন্য পদার্থই অন্য পদার্থে

প্রতিষ্ঠিত থাকে, এই ব্যবহিত বা দূরবর্ত্তী হেতুবোধক বাক্যের সহিত ইহার অন্বয় করিতে হইবে। ('নাহমেবং ব্রবীমি' ইহার পর "ব্রবীমীতি হোবাচ" এই যে বাক্য আছে, ইহার সহিত "নাহমেবং ব্রবীমি" ইহার অন্বয় হইবে না, "অন্যো হি অন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি" এই পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত অন্বয় হইবে) কিন্তু আমি এইরূপ বলিতেছি যে, এই কথা বলিয়া পরবর্ত্তী শ্রুতির "স এব" ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে চতুর্ব্বিংশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশঃ খণ্ডঃ

স এবাধস্তাৎ, স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ, স দক্ষিণতঃ, স উত্তরতঃ, স এবেদং সর্ব্বমিতি। অথাতোঽহঙ্কারাদেশ এব; অহমেবাধস্তাৎ, অহমুপরিষ্টাৎ, অহং পশ্চাৎ, অহং পুরস্তাৎ, অহং দক্ষিণতঃ, অহমুত্তরতঃ, অহমেবেদং সর্ব্বমিতি ॥১॥

অনুবাদ।—সেই ভূমাই অধোদেশে, সেই ভূমাই ঊর্দ্ধদেশে, সেই ভূমাই পশ্চাদ্দেশে, সেই ভূমাই সম্মুখদেশে, সেই ভূমাই দক্ষিণভাগে, সেই ভূমাই উত্তরভাগে, এই সমস্তই সেই ভূমা। অনন্তর অহঙ্কারাদেশ অর্থাৎ 'অহম্' এই আকারে ভূমার উপদেশ বর্ণিত হইতেছে, আমিই অধোদিকে, আমিই ঊর্দ্ধদিকে, আমিই পশ্চাদ্দিকে, আমিই সম্মুখদিকে, আমিই দক্ষিণদিকে, আমিই উত্তরদিকে, এই সমস্তই আমি ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কস্মাৎ পুনঃ কচিন্ন প্রতিষ্ঠিত ইতি? উচ্যতে, যস্মাৎ স এব ভূমা অধস্তাৎ ন তদ্ব্যতিরেকেণান্যৎ বিদ্যতে, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্যাৎ। তথোপরিষ্টাদিত্যাদি সমানম্। সতি ভূম্নোঽন্যস্মিন্ ভূমা হি প্রতিষ্ঠিতঃ স্যাৎ, ন তু তদস্তি; স এব তু সর্ব্বম্; অতস্তস্মাদসৌ ন কচিৎ প্রতিষ্ঠিতঃ। "যত্র নান্যৎ, "পশ্যতি" ইত্যধিকরণাধিকর্ত্তব্যতানির্দ্দেশাৎ, "স এবাধস্তাৎ" ইতি চ পরোক্ষনির্দ্দেশাৎ দ্রষ্টুর্জ্জীবাদন্যো ভূমা স্যাৎ, ইত্যাশঙ্কা কস্যচিৎ মা ভূদিতি অথাতোঽনন্তরম্ অহঙ্কারাদেশঃ—অহঙ্কারেণাদিশ্যতে ইত্যহঙ্কারাদেশঃ। দ্রষ্টুরনন্যত্বদর্শনার্থং ভূমৈব নির্দ্দিশ্যতে, অহঙ্কারেণাহমেবাধস্তাদিত্যাদিনা। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই ভূমা কি অন্য কোন স্থানেই প্রতিষ্ঠিত নাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যে হেতু, সেই ভূমা অধোদিকে আছেন, তিনি ব্যতীত ঐ দিকে আর এমন কিছুই নাই, যাহাতে তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। এইরূপ ঊর্দ্ধদিক ইহাদেরও ব্যাখ্যা জানিবে, অর্থাৎ ঊর্দ্ধ, পশ্চাৎ, সম্মুখ, দক্ষিণ ও উত্তরদিকে একমাত্র ভূমা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, যাহাতে তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন, ভূমা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহাতে ভূমা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা নাই, একমাত্র তিনিই সর্ব্বময়, এই জন্যই এই ভূমা কোন স্থানেই প্রতিষ্ঠিত নাই। "যাহাতে অন্য কিছুই দেখে না" এই শ্রুতিতে অধিকরণ ও অধিকর্ত্তব্য অর্থাৎ আধার ও আধেয়ভাবের নির্দ্দেশ থাকায় এবং "তিনিই অধোদেশে" এ স্থানে পরোক্ষ নির্দ্দেশ

থাকায় ও কোন বিশিষ্ট বিষয়ের নির্দ্দেশ না থাকায় কাহারও এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, দ্রষ্টা জীব অপেক্ষা ভূমা পৃথক্ পদার্থ, এই আশঙ্কা যাহাতে না হয়, তাহার জন্য বলিতেছেন, অনন্তর অহঙ্কারাদেশ—অহঙ্কাররূপে যাহা আদিষ্ট বা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই অহঙ্কারাদেশ, দ্রষ্টা জীবের সহিত ভূমার পার্থক্যাভাব বা একত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত 'অহমেব অধস্তাৎ' আমিই অধোদেশে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভূমা পদার্থই অহঙ্কার অর্থাৎ 'অহং' এই পদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১ ॥

অথাত আত্মাদেশ এব, আত্মৈবাধস্তাৎ, আত্মোপরিষ্টাৎ, আত্মা পশ্চাৎ, আত্মা পুরস্তাৎ, আত্মা দক্ষিণতঃ, আত্মোত্তরতঃ, আত্মৈবেদꣳ সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্, এবং মন্বানঃ, এবং বিজানন্, আত্মরতিঃ, আত্মক্রীড়ঃ, আত্মমিথুনঃ, আত্মানন্দঃ, স স্বরাড়্ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যেঽন্যথাঽতো বিদুঃ, অন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি, তেষাꣳ সর্ব্বেষু লোকেম্বকামচারো ভবতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য পঞ্চবিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর ভূমাই যে আত্মা, ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন, আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই উপরিভাগে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, এই সমস্ত আত্মাই। সেই এই উপাসক ব্যক্তি এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ মনন করিয়া, এইরূপ বিজ্ঞান বা বিশেষরূপে অনুভব করিয়া আত্মরতি (আত্মাতেই রমণশীল) আত্মক্রীড় (আত্মাতেই ক্রীড়াপরায়ণ) আত্মমিথুন (আত্মাতেই স্ত্রী-পুরুষের মিলনজনিত সুখ) আত্মানন্দ (আত্মাতেই আনন্দানুভব) ও স্বরাট্ (স্ব-স্বরূপেই প্রকাশমান) হন, স্বর্গাদি সমস্ত লোকেই তাঁহার কামচার অর্থাৎ যথেচ্ছ ব্যবহার বা স্বাধীনতা হয়। আর যাহারা ইহার বিপরীত জ্ঞান লাভ করে, তাহারা অন্যরাজ হয়, অর্থাৎ অন্য রাজার অধীন হয় অর্থাৎ তাহারা স্বরাজ হয় না, ক্ষয্যলোক হয়, অর্থাৎ যে লোকে গমন করে, সে লোক চিরস্থায়ী হয় না, তাহারা সমস্ত লোকেই অকামচার হয় অর্থাৎ সর্ব্বত্রই পরাধীন হয়, কোন স্থানেই স্বতন্ত্রতা লাভ করিতে পারে না ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অহঙ্কারেণ দেহাদিসঙ্ঘাতোঽপ্যাদিশ্যতে অবিবেকিভিঃ, ইত্যতস্তদাশঙ্কা মা ভূদিতি অথানন্তরম্ আত্মাদেশঃ—আত্মনৈব কেবলেন সৎস্বরূপেণ শুদ্ধে-

নাদিশ্যতে। আত্মৈব সর্ব্বতঃ সর্ব্বম্ ইত্যেবমেকমজং সর্ব্বতো ব্যোমবৎ পূর্ণম্ অন্তশূন্যং পশ্যন্ স বৈ এষ বিদ্বান্ মনন-বিজ্ঞানাভ্যাম্ আত্মরতিঃ আত্মন্যেব রতিঃ রমণং যস্য সোঽয়মাত্মরতিঃ, তথা আত্মক্রীড়ঃ, দেহমাত্রসাধনা রতিঃ, বাহ্যসাধনা ক্রীড়া; লোকে স্ত্রীভিঃ সখিভিশ্চ ক্রীড়তীতি দর্শনাৎ। ন তথা বিদুষঃ; কিন্তর্হি? আত্মবিজ্ঞাননিমিত্তমেবোভয়ং ভবতীত্যর্থঃ। মিথুনং দ্বন্দ্বজনিতং সুখং, তদপি দ্বন্দ্বনিরপেক্ষং যস্য বিদুষঃ, তথা আত্মানন্দঃ, শব্দাদিনিমিত্তঃ আনন্দোঽবিদুষাং, ন তথা অস্য বিদুষঃ; কিন্তর্হি? আত্মনিমিত্তমেব সর্ব্বং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারেণ চ, দেহ-জীবিত-ভোগাদিনিমিত্তবাহ্যবস্তুনিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ। স এবং-লক্ষণো বিদ্বান্ জীবন্নেব স্বারাজ্যেঽভিষিক্তঃ, পতিতেঽপি দেহে স্বরাড়েব ভবতি। যত এবং ভবতি, তত এব তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। প্রাণাদিষু পূর্ব্বভূমিষু "তত্রাস্য" ইতি তাবন্মাত্রপরিচ্ছিন্নকামচারিত্বমুক্তম্, অন্যরাজত্বং চ অর্থপ্রাপ্তং, সাতিশয়ত্বাৎ যথাপ্রাপ্তস্বারাজ্যকামচারত্বানুবাদেন তত্তন্নিবৃত্তিরিহোচ্যতে, স স্বরাড়িত্যাদিনা। অথ পুনর্যেঽন্যথা অত উক্তদর্শনাদন্যথা বৈপরীত্যেন যথোক্তমেব বা সম্যঙ্ন বিদুঃ, তেঽন্যরাজানো ভবন্তি; অন্যঃ পরো রাজা স্বামী যেষাং তেঽন্যরাজানস্তে। কিঞ্চ, ক্ষয্যলোকাঃ ক্ষয্যো লোকো যেষাং তে ক্ষয্যলোকাঃ। ভেদদর্শনস্য অল্পবিষয়ত্বাৎ 'অল্পঞ্চ তন্মর্ত্ত্যম্' ইত্যবোচাম। তস্মাৎ যে দ্বৈতদর্শিনস্তে ক্ষয্যলোকাঃ স্বদর্শনানুরূপ্যেণৈব ভবন্তি; অত এব তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি। ২।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য পঞ্চবিংশখণ্ডভাষ্যম্। ২৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অবিবেকী ব্যক্তিগণ দেহেন্দ্রিয়াদির সমষ্টিকেও 'অহং' রূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, এই আশঙ্কা যাহাতে না হয়, সে জন্য অনন্তর আত্মাদেশ অর্থাৎ সেই ভূমা কেবল বিশুদ্ধ সৎস্বরূপ আত্মারূপেই আদিষ্ট বা উপদিষ্ট হইতেছেন। সেই এই বিদ্বান্ ব্যক্তি আত্মাই সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বময় হইয়া বিরাজিত আছেন, এইরূপে একমাত্র, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, সর্ব্বতোভাবে আকাশের ন্যায় পরিপূর্ণ, অন্যপদার্থশূন্য এই ভূমাকে মনন ও বিজ্ঞান দ্বারা দর্শন করিতে করিতে আত্মরতি—যে ব্যক্তি আত্মাতেই রতি অর্থাৎ রমণ বা প্রীতি অনুভব করে, সে আত্মরতি (আত্মানন্দেই বিভোর) এবং আত্মক্রীড়—রতি ও ক্রীড়ার ভেদ এই যে, রতি কেবল দেহ দ্বারাই সাধিত হয়, আর ক্রীড়া বাহ্যসাধনকে অপেক্ষা করে (অন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের সহযোগে যে আনন্দ অনুভব হয়, তাহাই ক্রীড়া, আর কেবল দেহ দ্বারাই অর্থাৎ নিজের মধ্যে যে আনন্দানুভব, তাহার নাম রতি) লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায়, স্ত্রী অথবা সখাগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। যাঁহারা বিদ্বান্ বা জ্ঞানী, তাঁহাদের সেরূপ হয় না, তবে কি হয়? না, তাঁহাদের আত্মজ্ঞান জন্য সেই দুইটিই অর্থাৎ আত্মরতি ও আত্মক্রীড় উভয়ই সম্পন্ন হয়। মিথুন অর্থাৎ দ্বন্দ্বজনিত সুখ, (দ্বন্দ্ব—স্ত্রী-পুরুষ, পরস্পরবিরুদ্ধ শীত

উষ্ণ, লঘু গুরু ইহাদিকেও দ্বন্দ্ব বলে) সেই সুখও এই বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে দ্বন্দ্বনিরপেক্ষভাবেই (স্ত্রী-পুরুষ-মিলন ব্যতীতও) সম্পন্ন হয়। এইরূপ আত্মানন্দ হন, যাহারা অজ্ঞান, তাহারা নিজ নিজ প্রিয় শব্দ রূপ রস গন্ধ স্পর্শানুভব দ্বারা আনন্দপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই বিদ্বান্ সেরূপ আনন্দ উপভোগ করেন না, তবে কি প্রকার আনন্দানুভব করেন? না, আত্মনিমিত্তই অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে আত্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্যই সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ আনন্দ ভোগ করেন, অর্থাৎ দেহ, জীবন ও বিষয়ভোগাদির নিমিত্তস্বরূপ বাহ্যবস্তুর কোন অপেক্ষা না করিয়াই কেবল মনোমধ্যে আত্মানন্দ ভোগ করেন। ঈদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি জীবিতাবস্থাতেই স্বারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, এবং দেহ পতিত হইলেও অর্থাৎ দেহান্তেও স্বরাজই হন। যে হেতু, তিনি এইরূপ মহিমসম্পন্ন হন, সেই হেতুতেই সমস্ত লোকেই তাঁহার কামচার বা স্বাতন্ত্র্য সাধিত হয়। প্রাণ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী ভূমিতে অর্থাৎ উপাস্যবিষয়ে যে উপাসকের কামচারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল উপাস্যের অনুরূপ পরিচ্ছিন্ন কামচারিত্ব অর্থাৎ কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে মাত্র স্বাধীন অধিকার হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্তবিষয়ে কামচারিত্ব হয় না; আর তাঁহাদের যে অন্যরাজত্ব অর্থাৎ অন্য রাজার অধীনতা, তাহা-ত অর্থপ্রাপ্ত অর্থাৎ তাৎপর্য্যলব্ধ, কারণ, তাঁহাদের যে কামচারিত্ব, তাহা সাতিশয় বা তারতম্যযুক্ত। এ স্থানে আত্ম-জ্ঞানের উপযুক্ত ফল স্বারাজ্যবিষয়ে কামচারিত্বপ্রাপ্তির অনুবাদের দ্বারা অর্থাৎ অন্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ ঐরূপ অপরিচ্ছিন্ন কামচারিত্বলাভের পুনরুক্তি দ্বারা সেই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ কামচারিত্বের প্রতিষেধ করার নিমিত্ত বলা হইতেছে, "তিনি স্বরাট্ হন" ইত্যাদি। আর যাহারা উক্তবিধ বিজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানলাভ করে, অথবা উক্ত বিষয়সমূহও যদি সম্যক্‌ভাবে জানিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা অন্যরাজ হয়। অন্যরাজ শব্দের অর্থ—অন্য অর্থাৎ অপর ব্যক্তি যাহাদের রাজা বা প্রভু, তাহারাই অন্যরাজ। আর, তাহারা যে সমস্ত ভোগভূমি লাভ করে, তাহাও ক্ষয্যলোক অর্থাৎ ক্ষয়শীল বা নশ্বর হয়, কারণ, যে সমস্ত বিষয় ভেদদৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহা পরিমাণে অতি অল্প, যাহা অল্প, তাহাই যে মর্ত্ত্য অর্থাৎ নশ্বর, তাহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। অতএব যাহারা দ্বৈতদর্শী অর্থাৎ ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা নিজ নিজ দর্শন অর্থাৎ জ্ঞানানুসারেই ক্ষয্যলোক হয়, অর্থাৎ বিনশ্বর লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহারা সমস্ত লোকেই অকামচার অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে না, যথেচ্ছভাবে সর্ব্বলোকে বিচরণ করিতে পারে না ॥২॥

সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমপ্রপাঠকে

ষড়্বিংশঃ খণ্ডঃ

তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যতঃ, এবং মন্বানস্য, এবং বিজানতঃ, আত্মতঃ প্রাণঃ, আত্মত আশা, আত্মতঃ স্মরঃ, আত্মত আকাশঃ, আত্মতস্তেজঃ, আত্মত আপঃ, আত্মত আবির্ভাব-তিরোভাবৌ, আত্মতোঽন্নম্, আত্মতো বলম্, আত্মতো বিজ্ঞানম্, আত্মতো ধ্যানম্, আত্মতশ্চিত্তম্, আত্মতঃ সঙ্কল্পঃ, আত্মতো মনঃ, আত্মতো বাক্, আত্মতো নাম, আত্মতো মন্ত্রাঃ, আত্মতঃ কর্ম্মাণি, আত্মত এবেদꣳ সর্ব্বমিতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্তরূপ দর্শনকারী, পূর্ব্বোক্তরূপ মননকারী, পূর্ব্বোক্তরূপ বিজ্ঞানকারী, স্বারাজ্যপ্রাপ্ত সেই এই ব্যক্তির আত্মা হইতেই প্রাণ, আত্মা হইতেই আশা, আত্মা হইতেই স্মর, আত্মা হইতেই আকাশ, আত্মা হইতেই তেজ, আত্মা হইতেই জল, আত্মা হইতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব অর্থাৎ জন্ম ও বিনাশ. আত্মা হইতেই অন্ন, আত্মা হইতেই বল, আত্মা হইতেই বিজ্ঞান, আত্মা হইতেই ধ্যান, আত্মা হইতেই চিত্ত, আত্মা হইতেই সঙ্কল্প, আত্মা হইতেই মন, আত্মা হইতেই বাক্, আত্মা হইতেই নাম, আত্মা হইতেই মন্ত্রসমূহ, আত্মা হইতেই কর্ম্মসমূহ, অধিক কি, এই সমস্ত জগৎই আত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্য হ বা এতস্যেত্যাদি স্বারাজ্যং প্রাপ্তস্য প্রকৃতস্য বিদুষ ইত্যর্থঃ। প্রাক্ সদাত্মবিজ্ঞানাৎ স্বাত্মনোঽন্যস্মাৎ সতঃ প্রাণাদের্নামান্তস্যোৎপত্তি-প্রলয়াবভূতাং, সদাত্মবিজ্ঞানে তু সতি ইদানীং স্বাত্মত এব সংবৃত্তৌ ; তথা সর্ব্বোঽপ্যন্যো ব্যবহার আত্মত এব বিদুষঃ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই ব্যক্তির অর্থাৎ স্বারাজ্য-প্রাপ্ত প্রস্তাবিত বিদ্বান্ বা জ্ঞানী ব্যক্তির সৎস্বরূপ আত্মবিজ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে আপনা হইতে ভিন্ন পদার্থ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া নাম পর্য্যন্ত সকলেরই উৎপত্তি ও প্রলয় বা বিনাশ হইতেছে, অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে এইরূপই তাঁহার মনে হইত, কিন্তু সম্প্রতি সৎস্বরূপ আত্মবিজ্ঞান-হওয়ায় স্বকীয় আত্মা হইতেই প্রাণাদির উৎপত্তি ও প্রলয় সম্পন্ন হইতেছে, এই

জ্ঞান তাঁহার উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে অন্য সমস্ত ব্যবহারই আত্মা হইতেই যে সম্পন্ন হইতেছে, এই জ্ঞান দৃঢ় হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

তদেষ শ্লোকঃ,—

ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাꣳ

সর্ব্বꣳ হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি।

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা

সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশ স্মৃতঃ ॥

শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংꣳশতিঃ ॥

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ,

স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ,

তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ,

তꣳ স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য ষড়্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্ব্রাহ্মণে সপ্তমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ।—এস্থানে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে এই একটি শ্লোক অর্থাৎ সংক্ষিপ্তার্থক মন্ত্র আছে—পশ্য অর্থাৎ আত্মদর্শী বা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি মৃত্যু দর্শন করেন না, কোনরূপ রোগও অনুভব করেন না, অথবা কোনরূপ দুঃখভোগও করেন না, সেই পশ্য ব্যক্তি সমস্তই আত্মস্বরূপ দর্শন করেন ও সর্ব্ববিধ ভাবেই সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হন। সেই তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সৃষ্টির পূর্ব্বে এক প্রকারই থাকেন, কিন্তু সৃষ্টিকালে তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, সাত প্রকার, নয় প্রকার হন, পুনশ্চ তিনিই আবার একাদশ, শত, সহস্র, দশসহস্র ও বিংশতিসহস্র বলিয়াও অভিহিত হন।

সম্প্রতি বিদ্যালাভের কারণস্বরূপ চিত্তশুদ্ধির উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন, আহারশুদ্ধি অর্থাৎ বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক আহারে সত্ত্ব বা মন বিশুদ্ধ থাকে, মন বিশুদ্ধ থাকিলে স্মৃতি নিশ্চল থাকে, স্মরণশক্তি নিশ্চল থাকিলে যাবতীয় গ্রন্থি অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সন্দেহ হইতে বিমুক্ত হয়। ভগবান্ সনৎকুমার সেই মৃদিতকষায় অর্থাৎ বিষয়বিরক্ত বা অনাসক্ত নারদের উদ্দেশে অর্থাৎ নারদকে অজ্ঞানতার পার অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব প্রদর্শিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ অজ্ঞাননাশক ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। বিবেকী ব্যক্তিগণ সনৎকুমারকে স্কন্দ অর্থাৎ কার্ত্তিক বা কার্ত্তিকতুল্য বলিয়া থাকেন, কার্ত্তিকতুল্য বলিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ, তদেতস্মিন্নর্থে এষ শ্লোকো মন্ত্রোঽপি ভবতি—ন পশ্যঃ, পশ্যতীতি পশ্যো যথোক্তদর্শী বিদ্বানিত্যর্থঃ। মৃত্যুং মরণং, রোগং জ্বরাদি, দুঃখতাং দুঃখভাবঞ্চাপি ন পশ্যতি, সর্ব্বং হ সর্ব্বমেব স পশ্যঃ পশ্যতি আত্মানমেব সর্ব্বং, ততঃ সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিতি। কিঞ্চ, স বিদ্বান্ প্রাক্ সৃষ্টিপ্রভেদাৎ একধৈব ভবতি, একধৈব চ সন্ ত্রিধাদিভেদৈরনন্তভেদপ্রকারো ভবতি সৃষ্টিকালে। পুনঃ সংহারকালে মূলমেব স্বং পারমার্থিকমেকধাভাবং প্রতিপদ্যতে স্বতন্ত্র এব ইতি বিদ্যাং ফলেন প্ররোচয়ন্ স্তৌতি। অথেদানীং যথোক্তায়া বিদ্যায়াঃ সম্যগবভাসকারণং মুখাবভাসকারণস্যেবাদর্শস্য বিশুদ্ধিকারণং সাধনমুপদিশ্যতে, আহারশুদ্ধৌ—আহ্রিয়তে ইত্যাহারঃ শব্দাদিবিষয়জ্ঞানং ভোক্তুর্ভোগায় আহ্রিয়তে। তস্য বিষয়োপলব্ধিলক্ষণস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিরাহারশুদ্ধিঃ, রাগ-দ্বেষ-মোহদোষৈরসংসৃষ্টং বিষয়বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। তস্যামাহারশুদ্ধৌ সত্যাং তদ্বতোঽন্তঃকরণস্য সত্ত্বস্য শুদ্ধির্নৈর্ম্মল্যং ভবতি, সত্ত্বশুদ্ধৌ চ সত্যাং যথাঽবগতে ভূমাত্মনি ধ্রুবা অবিচ্ছিন্না স্মৃতিঃ অবিস্মরণং ভবতি। তস্যাঞ্চ লব্ধায়াং স্মৃতিলম্ভে সতি সর্ব্বেষামবিদ্যাকৃতানর্থপাশরূপাণামনেকজন্মান্তরানুভবভাবনাকঠিনীকৃতানাং হৃদয়াশ্রয়াণাং গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ বিশেষেণ মোক্ষণং বিনাশো ভবতীতি। যত এতদুত্তরোত্তরং যথোক্তমাহারশুদ্ধিমূলং, তস্মাৎ সা কার্য্যেত্যর্থঃ। সর্ব্বং শাস্ত্রার্থমশেষত উক্ত্বা আখ্যায়িকামুপসংহরতি শ্রুতিঃ, তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় বার্ক্ষাদিরিব কষায়ো রাগ-দ্বেষাদিদোষঃ সত্ত্বস্য রঞ্জনারূপত্বাৎ, স জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসরূপক্ষারেণ ক্ষালিতো মৃদিতো বিনাশিতো যস্য নারদস্য, তস্মৈ যোগ্যায় মৃদিতকষায়ায় তমসোঽবিদ্যালক্ষণাৎ পারং পরমার্থতত্ত্বং দর্শয়তি দর্শিতবানিত্যর্থঃ। কোঽসৌ ? ভগবান্—"উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥" এবং-ধর্ম্মা সনৎকুমারঃ। তমেব সনৎকুমারং দেবং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে কথয়ন্তি তদ্বিদঃ। দ্বির্বচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্। ২।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য ষড়্বিংশখণ্ডভাষ্যম্। ২৬।

ইতি শ্রীগোবিন্দভাগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্বিবরণে সপ্তমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর এই বিষয়ে এইরূপ শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্রও আছে—যিনি দর্শন করেন, তাঁহাকে 'পশ্য' বলে, পশ্য অর্থাৎ আত্মবিষয়ে যথার্থ দর্শনকারী বিদ্বান্ ব্যক্তি মৃত্যু, জ্বরাদি রোগ এবং দুঃখতা অর্থাৎ দুঃখভাবও দর্শন করেন না, অর্থাৎ মরণাদির যন্ত্রণা তাঁহাকে অনুভব করিতে হয় না; আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যথার্থদর্শী সেই ব্যক্তি সমস্ত পদার্থই আত্মস্বরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্যই সমস্ত বস্তুই সর্ব্ববিধভাবেই প্রাপ্ত হন। আর, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির পূর্ব্বে এক প্রকারই থাকেন, তিনিই আবার একপ্রকার হইয়াও সৃষ্টির সময়ে তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, সাত প্রকার ইত্যাদি অনন্ত

ভেদবিশিষ্ট হন ; সংহার অর্থাৎ প্রলয়কালে আবার স্বতন্ত্রভাবে নিজের মূল বা আদি পারমার্থিক অর্থাৎ যথার্থ একবিধভাবই প্রাপ্ত হন। বাস্তবিকপক্ষে যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করা হইল, এই সমস্ত ফলের উল্লেখ বিদ্যালাভ বিষয়ে লোককে প্ররোচিত করিয়া অর্থাৎ লোকের প্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত বিদ্যার প্রশংসামাত্র।

সম্প্রতি, মুখের অবভাসন বা প্রতিফলনের কারণস্বরূপ দর্পণের বিশুদ্ধিতা সম্পাদনের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত বিদ্যারও যথাযথভাবে অবভাসন অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্তির কারণস্বরূপ সাধনবিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। যাহা আহৃত বা সংগৃহীত হয়, তাহাই আহার, আহার অর্থাৎ শব্দাদিবিষয়ক বিশেষ জ্ঞান, ভোক্তার ভোগের নিমিত্তই ঐ শব্দাদি বিষয়সমূহ আহৃত বা সংগৃহীত হইয়া থাকে। শব্দ প্রভৃতি ভোগ্যবিষয়সমূহের উপলব্ধি বা অনুভবরূপ বিজ্ঞানের যে শুদ্ধি, তাহাই আহারশুদ্ধি, অর্থাৎ রাগ দ্বেষ মোহ প্রভৃতি দোষ দ্বারা অস্পৃষ্ট বিষয় বা শব্দাদি ভোগ্যবিষয়সমূহের বিজ্ঞান বা অনুভূতি। সেই আহার বা বিষয়-বিজ্ঞান বিশুদ্ধ হইলে তদ্বিশিষ্ট অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণ নামক বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি বা নির্ম্মলতা সিদ্ধ হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে, ভূমানামক আত্মার যে স্বরূপ পূর্ব্বে অবগত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে ধ্রুব বা অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিধারা 'উপস্থিত হয়, অর্থাৎ জ্ঞাতবিষয় আর কখনই বিস্মৃত হয় না। (ভাবার্থ এই যে—শাস্ত্রে ভূমানামক ব্রহ্মের যে স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিরাম সেই স্বরূপের ধ্যান করিতে করিতে সাধকের চিত্তে এমনই একটা দৃঢ় সংস্কার হইয়া যায় যে, মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার চিত্তে ভূমা পদার্থের স্বরূপবিষয়ে বিস্মৃতি উপস্থিত হয় না, তৈলের ধারা যেমন অবিশ্রান্তভাবে পড়ে, সেইরূপ ভূমার স্মৃতিধারাও অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার চিত্তে স্ফূর্ত্ত হইতে থাকে, কোন সময়ের জন্যই তাহার বিলোপ ঘটে না, ইহাই জীবের মুক্তির পূর্ব্বাভাস। আচার্য্য রামানুজ এই ধ্রুবা স্মৃতিকেই পরা ভক্তি ও মুক্তির মুখ্য হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন) সেই ধ্রুবা স্মৃতিলাভ হইলে অবিদ্যাবশতঃ সর্ব্বপ্রকার অনর্থ বা অনিষ্টাত্মক পাশ বা বন্ধনরজ্জু-স্বরূপ জন্মজন্মান্তরে অনুভূত বাসনাবশে হৃদয়াশ্রিত দৃঢ়মূল গ্রন্থিসমূহের বিপ্রমোক্ষ অর্থাৎ বিশেষরূপে মোচন বা বিনাশ হইয়া যায়, কারণ, আহারশুদ্ধিই উত্তরোত্তর অবস্থিত এই সমস্ত সাধনের মূল বা প্রধান কারণ, এজন্য আহারশুদ্ধিই বিশেষ-রূপে কর্ত্তব্য।

শ্রুতি এইরূপে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের উল্লেখ করিয়া আখ্যায়িকার উপ-সংহার করিতেছেন, বৃক্ষাদির কষায়ের ন্যায় (বৃক্ষাদির ত্বক্ সিদ্ধ করিলে যে কাথ নির্গত হয়, তাহাকেই কষায় বা কাথ বলে) রাগ দ্বেষ অভিমান ইত্যাদি

দোষসমূহও সত্ত্ব অর্থাৎ মনের কষায়, কারণ, বৃক্ষাদির কষায় দ্বারা যেমন বস্ত্রাদিরঞ্জন করে, এই রাগদ্বেষাদিরূপ কষায় দ্বারাও মন সেইরূপ রঞ্জিত হয়, অর্থাৎ ভোগ্যবিষয়ে আকৃষ্ট হয়, এই জন্যই রাগাদি কষায়শব্দবাচ্য, যাহার অর্থাৎ যে নারদের সেই কষায় অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি রিপুসমূহ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ অনুশীলনরূপ ক্ষারের দ্বারা মৃদিত অর্থাৎ প্রক্ষালিত বা বিনাশিত হইয়াছে, সেই মৃদিতকষায় অতএব যোগ্য শিষ্য নারদকে অবিদ্যাস্বরূপ তমের পারভূত পরমার্থতত্ত্ব দর্শন করাইয়াছিলেন, অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। কে ইনি? অর্থাৎ এই উপদেষ্টা কে? না, ভগবান্—যিনি প্রাণিসমূহের উৎপত্তি, প্রলয় অর্থাৎ বিনাশ, আগমন ও গমন অর্থাৎ ইহলোক হইতে প্রস্থানের নিগূঢ় তত্ত্ব, বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ অবগত আছেন, তিনিই 'ভগবান্' বলিয়া অভিহিত হন, সনৎকুমার এই সমস্ত গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে ভগবান্ বলা হইয়াছে। সেই দেব সনৎকুমারকে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্কন্দ অর্থাৎ কার্ত্তিকেয় বলিয়া থাকেন। 'তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে' এই বাক্যটি যে দুইবার বলা হইয়াছে, তাহা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইল ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত। (ভাবার্থ এই যে—এই সপ্তম প্রপাঠকটি নারদ ও সনৎকুমারের কথোপকথনেই পরিপূর্ণ, দেবর্ষি নারদ স্বয়ং বিশিষ্টজ্ঞানী, উচ্চবংশজ ও ব্রাহ্মণবর্ণ হইয়াও কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে আপনাকে নিতান্ত অজ্ঞ ও দুঃখার্ত্ত মনে করিয়া ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। জগতের সর্ব্ববিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেও, জগতের যাবতীয় নামাদি জড়তত্ত্বসমূহ অবগত থাকিলেও জীব ততক্ষণ পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না, যতক্ষণ না ভূমা ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইতে পারে, কারণ, যাহা ভূমা বা পরম মহৎ নহে, যাহা পরিচ্ছিন্ন বা অল্প, তাহা কখনই সুখস্বরূপ হইতে পারে না, একমাত্র ভূমাই সুখস্বরূপ, ব্রহ্মই ভূমা, অতএব তিনিই আনন্দস্বরূপ, সেই ভূমা ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জীবের সমস্ত সংসারপাশ ছিন্ন হইয়া যায় ও জীব পরম শান্তিময় পরমপদ বা মোক্ষলাভ করিয়া কৃতার্থ হয়; অতএব সংসারসন্তাপে সন্তপ্ত জীবগণ যদি জাতি-বংশ-বিদ্যাদির অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভের নিমিত্ত ব্রহ্মবিৎ সদ্গুরুর শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইবে। ইতি।

সপ্তমপ্রপাঠকে ষড়্বিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমপ্রপাঠকের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ প্রপাঠকঃ
প্রথমঃ খণ্ডঃ

অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরঃ অস্মিন্নন্তরাকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর এই ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ ব্রহ্মের আবাসভূত এই দেহে যে ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক বেশ্ম অর্থাৎ পদ্মরূপ গৃহ বা হৃদয়পুণ্ডরীক আছে, এবং ইহারও অভ্যন্তরে যে দহরাকাশ বা ক্ষুদ্র আকাশ অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম আছেন, তাহার মধ্যে যাহা বর্ত্তমান, তাহাই অন্বেষণ করিবে ও তাহাই বিশেষরূপে জানিবে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদ্যপি দিগ্দেশকালাদিভেদশূন্যং ব্রহ্ম "সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইতি ষষ্ঠ-সপ্তময়োরধিগতং, তথাঽপীহ মন্দবুদ্ধীনাং দিগ্দেশাদিভেদবস্তু ইত্যেবং ভাবিতা বুদ্ধির্ন শক্যতে সহসা পরমার্থবিষয়ীকর্ত্তুমিতি, অনধিগম্য চ ব্রহ্ম ন পুরুষার্থসিদ্ধিরিতি তদধিগমায় হৃদয়পুণ্ডরীকদেশ উপদেষ্টব্যঃ। যদ্যপি সৎসম্যক্প্রত্যয়ৈকবিষয়ং নির্গুণঞ্চাত্মতত্ত্বং, তথাঽপি মন্দবুদ্ধীনাং গুণবত্ত্বস্যেষ্টত্বাৎ সত্যকামাদিগুণবত্ত্বঞ্চ বক্তব্যম্। তথা যদ্যপি ব্রহ্মবিদাং স্ত্র্যাদিবিষয়েভ্যঃ স্বয়মুপরমো ভবতি,তথাঽপ্যনেকজন্মবিষয়সেবাঽভ্যাসজনিতা বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা ন সহসা নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে ইতি ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনবিশেষো বিধাতব্যঃ। তথা যদ্যপি আত্মৈকত্ববিদাং গন্তৃ-গমন-গন্তব্যাভাবাদবিদ্যাদিশেষস্থিতিনিমিত্তক্ষয়ে গগন ইব বিদ্যুদুদ্ভূত ইব বায়ুর্দগ্ধেন্ধন ইবাগ্নিঃ স্বাত্মন্যেব নিবৃত্তিঃ, তথাঽপি গন্তৃ-গমনাদিবাসিতবুদ্ধীনাং হৃদয়দেশগুণবিশিষ্টব্রহ্মোপাসকানাং মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা গতির্ব্বক্তব্যা ইত্যষ্টমঃ প্রপাঠকঃ আরভ্যতে। দিগ্দেশগুণগতিফলভেদশূন্যং হি পরমার্থসৎ অদ্বয়ং ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধীনামসদিব প্রতিভাতি। সন্মার্গস্থাস্তাবদ্ভবন্তু, ততঃ শনৈঃ পরমার্থসদপি গ্রাহয়িষ্যামীতি মন্যতে শ্রুতিঃ। অথানন্তরং যদিদং বক্ষ্যমাণং দহরমল্পং পুণ্ডরীকং পুণ্ডরীকসদৃশং বেশ্ম ইব বেশ্ম, দ্বারপালাদিমত্ত্বাৎ। অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে—ব্রহ্মণঃ পরস্য পুরং, রাজ্ঞোঽনেকপ্রকৃতিমৎ যথা পুরং, তথেদমনেকেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিভিঃ স্বাম্যর্থকারিভির্যুক্তমিতি ব্রহ্মপুরম্। পুরে চ বেশ্ম রাজ্ঞো যথা, তথা তস্মিন্ ব্রহ্মপুরে শরীরে দহরং বেশ্ম ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ, যথা হি বিষ্ণোঃ শালগ্রামঃ। অস্মিন্ হি স্ববিকারশুঙ্গে দেহে নাম-রূপব্যাকরণায় প্রবিষ্টং সদাখ্যং ব্রহ্ম জীবেনাত্মনেত্যুক্তম্। তস্মাদস্মিন্ হৃদয়পুণ্ডরীকে বেশ্মনি উপসংহৃতকরণৈর্ব্বাহ্যবিষয়বিরক্তৈর্ব্বিশেষতো ব্রহ্মচর্য্য-সত্যসাধনাভ্যাং যুক্তৈর্ব্বক্ষ্যমাণগুণবদ্ধ্যায়মানৈঃ ব্রহ্ম উপলভ্যতে ইতি প্রকরণার্থঃ। দহরঃ অল্পতরঃ, অস্মিন্ দহরে বেশ্মনি বেশ্মনোঽল্পত্বাৎ তদন্তর্ব্বর্ত্তিনো-

হৃদয়ান্তরত্বং বেশ্মনঃ। অন্তরাকাশ আকাশাখ্যং ব্রহ্ম, "আকাশো বৈ নাম" ইতি হি বক্ষ্যতি, আকাশ ইব অশরীরত্বাৎ সূক্ষ্মত্ব-সর্ব্বগতত্বসামান্যাচ্চ। তস্মিন্নাকাশাখ্যে যদন্তর্মধ্যে, তদন্বেষ্টব্যম্। তদ্বাব তদেব চ বিশেষেণ জিজ্ঞাসিতব্যং। গুর্ব্বাশ্রয়-শ্রবণাদ্যুপায়ৈরন্বিষ্য চ সাক্ষাৎকরণীয়মিত্যর্থঃ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যদিও ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রপাঠকে জানা গিয়াছে যে দিক্, দেশ ও কাল ইত্যাদিকৃত ভেদবিহীন ব্রহ্ম "সৎস্বরূপ, এক ও অদ্বিতীয়" "এই সমস্তই আত্মস্বরূপ" ইত্যাদি, তাহা হইলেও, জগতে যে কোন পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহারা সকলেই দিক্, দেশ ও কালাদিকৃত ভেদবিশিষ্ট, উক্তরূপ ভেদবিহীন বস্তু বস্তুই নহে, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের যে এই জাতীয় দৃঢ়-সংস্কারজাত বুদ্ধি, তাহাকে সহসা পরমার্থবিষয়ে উন্মুখ করিতে সমর্থ হওয়া সম্ভব হয় না, অথচ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীতও পুরুষার্থসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি লাভ হয় না, এ কারণে সেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উদ্দেশে হৃদয়পুণ্ডরীকরূপ দেশ অর্থাৎ ব্রহ্মের অবস্থানের উপযুক্ত স্থানবিষয়ে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন। আর যদিও নির্গুণ আত্মতত্ত্ব একমাত্র সদ্বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তাহা হইলেও যাহারা মন্দ বা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, তাহাদের পক্ষে সগুণভাবই যখন ইষ্ট, অর্থাৎ তাহারা সগুণ ব্রহ্মকেই যখন জানিতে চাহে, তখন সত্যকামত্ব প্রভৃতি গুণসমূহও অবশ্য বক্তব্য। আর যদিও ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিগণ স্ত্রী প্রভৃতি বিষয় ভোগ হইতে নিজেই বিরত হন, তাহা হইলেও জন্মজন্মান্তর হইতে পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগের অভ্যাস-জনিত যে বিষয়বিষয়িণী তৃষ্ণা বা ভোগলালসা, তাহাকে সহসা নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হওয়া যায় না, এ জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সাধন বা উপায়সমূহেরও নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, আর, যদিও যাঁহারা আত্মৈকত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহা-দিগের নিকট গন্তা, গমন ও গন্তব্যবিষয়ের অভাববশতঃ অবিদ্যাদির শেষ স্থিতির নিমিত্তক্ষয়ে অর্থাৎ অবিদ্যাদির কিঞ্চিৎ অবশেষ তখনও বিদ্যমান আছে, এরূপ কোন নিমিত্ত না থাকায় অর্থাৎ অবিদ্যা প্রভৃতি নিঃশেষরূপে ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় আকাশে বিদ্যুতের ন্যায়, সমুদ্ভূত বায়ুর ন্যায়, দগ্ধেন্ধন অর্থাৎ নিঃশেষরূপে দগ্ধ-কাষ্ঠ অগ্নির ন্যায় আপনাতেই অর্থাৎ নিজের স্বরূপেই লীন হইয়া যায়, তথাপি গন্তা গমন গন্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে যাঁহাদের বুদ্ধি দৃঢ়সংস্কারবিশিষ্ট, এবং যাঁহারা হৃদয়রূপ-দেশগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ হৃৎপুণ্ডরীকে অবস্থিত সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহাদিগের যে মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা গতি বা প্রয়াণ সাধিত হয়, তাহাও অবশ্য বক্তব্য, এই জন্যই অষ্টম প্রপাঠক আরম্ভ করা হইতেছে। দিক্, দেশ, গুণ, গতি ও ফলভেদশূন্য, পরমার্থ সৎপদার্থ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মূঢ় ব্যক্তিদিগের নিকট

অসৎ বলিয়াই প্রতিভাত হন, এই জন্যই শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, সকলেই প্রথমে সৎপথে প্রবৃত্ত হউক, পরে ক্রমশঃ পরমার্থ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম বস্তুকেও বুঝাইয়া দিব। (ভাবার্থ এই যে,—যে সমস্ত উপাসক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তাঁহারা আর কোন বিশিষ্ট পথ দ্বারা লোকবিশেষে গমন করেন না, অতএব তাঁহাদের পক্ষে গন্তা গমন ও গন্তব্য এই তিন প্রকার ভেদই নিবৃত্ত হইয়া যায়, কিন্তু যে সমস্ত উপাসক হৃৎপদ্ম প্রভৃতি স্থানে সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা (যে নাড়ী হৃদয় হইতে মস্তকে গিয়াছে) নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে,—"শতঞ্চৈকা হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং চোর্দ্ধমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥" ইতি। অর্থাৎ হৃদয়ে একশত একটি নাড়ী বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের মধ্যে একটিমাত্র নাড়ী উর্দ্ধে অর্থাৎ মস্তকে গিয়াছে, তাহাকেই মূর্দ্ধন্য নাড়ী বা সূর্য্যনাড়ী বলে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই নাড়ী দ্বারাই উৎক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন) অনন্তর অর্থাৎ উক্তরূপ উপাসনার পর কথিত হইতেছে—এই যে বক্ষ্যমাণ দহর অর্থাৎ অল্প বা ক্ষুদ্রাকৃতি পুণ্ডরীক বেশ্ম বা পদ্মের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট গৃহাকার স্থান আছে, দ্বারপালাদিবিশিষ্ট এইরূপ উল্লেখ থাকায় ইহা যে দেখিতে গৃহের ন্যায়, এইরূপই বুঝিতে হইবে; রাজার পুর বা রাজধানী বা রাজপ্রাসাদ যেমন বহু অমাত্যাদি প্রকৃতিপুঞ্জ দ্বারা অধিষ্ঠিত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মের এই পুরও দেহাধিপতি আত্মার প্রয়োজনসাধক দশ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি বহু অমাত্য-পরিজনাদি দ্বারা অধিষ্ঠিত আছে, রাজপুরে যেমন বেশ্ম বা রাজপ্রাসাদ থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মের পুরস্বরূপ এই দেহেও পরব্রহ্মের উপলব্ধির নিমিত্ত দহর বেশ্ম বা ক্ষুদ্র গৃহ আছে, শালগ্রামশিলাস্থ চক্র যেমন বিষ্ণুর বেশ্ম, অর্থাৎ বিষ্ণুর উপলব্ধির অধিষ্ঠান, ইহাও সেইরূপ জানিবে। সৎসংজ্ঞক ব্রহ্ম নাম-রূপ প্রকটনের নিমিত্ত অর্থাৎ নাম ও রূপে প্রকটিত হইবার নিমিত্ত স্ববিকারভূত অর্থাৎ পঞ্চভূতের বিকারাত্মক সৃষ্ট এই দেহে জীবাত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই প্রকরণের অর্থ হইতেছে এই যে, সংযতেন্দ্রিয়, শব্দাদিবিষয়ভোগে বিরক্ত বা অনাসক্ত, বিশেষরূপে ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যপরায়ণ এবং বক্ষ্যমাণ গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের ধ্যাননিরত বিবেকী ব্যক্তিগণ এই হৃদয়পুণ্ডরীকরূপ গৃহে ব্রহ্মকে উপলব্ধি বা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকেন। দহর অর্থাৎ অল্পতর বা অপেক্ষাকৃত অল্প, এই দহরবেশ্মমধ্যে যে বেশ্ম বা গৃহ, তাহা তদপেক্ষাও অল্পতর, কারণ, বেশ্মটিই যখন অল্প, তখন তাহার মধ্যস্থ বেশ্ম তাহাপেক্ষাও অল্পতরই যে হইবে,

ইহা বলাই বাহুল্য। (ভাবার্থ এই যে—সূর্য্যের কিরণ বহুদূরপ্রসারী হইলেও স্থানবিশেষে তাহা যেমন প্রতিফলিত হইতে পারে না, কাচাদি স্বচ্ছ পদার্থেই প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মও সর্ব্বত্রই প্রতিফলিত হন না, স্ফটিকাদির ন্যায় নির্ম্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধিতেই তিনি প্রতিফলিত হন, এস্থানে 'দহর পুণ্ডরীক' এই শব্দটি সেই বুদ্ধিকে উদ্দেশ করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। হৃৎপদ্মের আকার যে অতি ক্ষুদ্র, ইহা সকলেই জানেন, ব্রহ্ম উক্ত হৃৎপদ্মেই অভিব্যক্ত হন বলিয়া উহাকে ব্রহ্মের উপলব্ধিস্থান বেশ্ম বলা হইয়াছে) অন্তরাকাশ বলিতে আকাশাখ্য ব্রহ্ম, যে হেতু পরে বলা হইবে "আকাশই অর্থাৎ ব্রহ্মই নাম" অর্থাৎ নাম ও রূপের প্রকাশক। (ভাবার্থ এই যে—বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে "আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ" এই সূত্রে 'আকাশ' শব্দে যে ব্রহ্মকে বুঝায়, তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। ভূতাকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী হইয়াও প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত ও নির্লিপ্ত, ব্রহ্মও সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী হইয়াও প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত ও নির্লিপ্ত, এই সাদৃশ্যবশতই ব্রহ্মকে 'আকাশ' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে) অর্থাৎ আকাশের ন্যায়, কেন না, আকাশ ও ব্রহ্ম উভয়েই অশরীরী, সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী, এই সাদৃশ্যবশতঃই ব্রহ্মকে আকাশ বা আকাশের ন্যায় বলা হইয়াছে। সেই আকাশাখ্য পদার্থের অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহাই অনুসন্ধান করিবে এবং তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনরূপ উপায়ের দ্বারা অন্বেষণ করিয়া সাক্ষাৎ লাভ করিতে যত্নপরায়ণ হইবে ॥ ১ ॥

তঞ্চেৎ ব্রূয়ুঃ, যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ, কিন্তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যম্? যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি? স ব্রূয়াৎ—॥ ২ ॥

অনুবাদ।—আচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্রহ্মপুরে যে দহর পুণ্ডরীক বেশ্ম আছে, এবং তাহার অভ্যন্তরে যে দহরাকাশ বিদ্যমান, তাহার মধ্যে এমন কি আছে, যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে ও যাহা বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? ইহার উত্তরে সেই আচার্য্য বলিবেন—॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তঞ্চেদেবমুক্তবন্তমাচার্য্যং যদি ব্রূয়ুরন্তেবাসিনশ্চোদয়েয়ুঃ; কথম্? যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে পরিচ্ছিন্নে অন্তর্দ্দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, ততোঽপ্যন্তঃ অল্পতর এবাকাশঃ। পুণ্ডরীক এব বেশ্মনি তাবৎ কিং স্যাৎ? কিন্ততোঽল্পতরে খে যদ্ভবেৎ?

ইত্যাহুঃ। দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশঃ, কিন্তদত্র বিদ্যতে ? ন কিঞ্চন বিদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ। যদি নাম বদরমাত্রং কিমপি বিদ্যতে, কিং তস্যান্বেষণেন বিজিজ্ঞাসনেন বা ফলং বিজিজ্ঞাসিতুঃ স্যাৎ ? অতো যত্তত্রান্বেষ্টব্যং, বিজিজ্ঞাসিতব্যং বা, ন তেন প্রয়োজনমিত্যুক্তবতঃ স আচার্য্য ব্রূয়াৎ, ইতি শ্রুতের্ব্বচনম্ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আচার্য্য উক্তরূপ বাক্য বলিলে পর অন্তেবাসী অর্থাৎ শিষ্যগণ যদি তাঁহাকে বলে, অর্থাৎ তাঁহার উক্তিতে দোষ প্রদর্শন করে, কিরূপ দোষ ? না, পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ বা সসীম এই ব্রহ্মপুরের অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্রপরিমিত পুণ্ডরীকবেশ্ম বা পদ্মাকার গৃহ আছে, এবং তাহারও অভ্যন্তরে যে আকাশ আছে, তাহা নিশ্চয়ই তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র। ইহার মধ্যে আমাদিগের প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, এই পুণ্ডরীকবেশ্মমধ্যে কি থাকিতে পারে ? দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য, তদপেক্ষাও অল্পতর যে আকাশ, তাহাতেই বা কি থাকা সম্ভব ? জিজ্ঞাসার অভিপ্রায় এই যে, ক্ষুদ্র পুণ্ডরীকবেশ্মমধ্যে যে তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র আকাশ, এই আকাশের মধ্যে থাকিতে পারে, এমন বস্তু কি আছে ? অর্থাৎ ইহার মধ্যে কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। আর যদিও সে স্থানে একটি বদর বা কুল পরিমিত কিছু থাকে, তাহার অন্বেষণ করিয়া ও জানিবার ইচ্ছা করিয়াই বা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির কি ফল হইতে পারে ? অতএব সে স্থানে যাহা অন্বেষ্টব্য ও জিজ্ঞাসিতব্য, তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না। শিষ্য এইরূপ বলিলে, আচার্য্য তাঁহাকে বলিবেন, ইহা শ্রুতির বাক্য অর্থাৎ শ্রুতি এইরূপই বলিয়াছেন ॥ ২ ॥

যাবান্ বা অয়মাকাশঃ, তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ, উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ, সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ, বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি, যচ্চাস্যেহাস্তি, যচ্চ নাস্তি, সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—এই ভৌতিক আকাশ যে পরিমাণ, হৃদয়াভ্যন্তরস্থ উক্ত আকাশও সেইরূপ পরিমাণবিশিষ্ট, দ্যুলোক ও পৃথিবী উভয়ই ইহার অভ্যন্তরে সমাহিত রহিয়াছে, অগ্নি ও বায়ু এই দুইটি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই দুইটি, বিদ্যুৎ নক্ষত্রসমূহ, এ সমস্তই ইহার অভ্যন্তরে সমাহিত রহিয়াছে। অধিক কি, এই দেহী আত্মার ইহলোকে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, আর যাহা কিছু নাই, অর্থাৎ যাহা অতীত ও যাহা ভাবী, সেই সমস্তই ইহার মধ্যেই সমাহিত রহিয়াছে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—শৃণুত—তত্র যৎ ব্রূথ পুণ্ডরীকান্তঃস্থস্যাল্পত্বাৎ তৎস্থস্যাল্পতরং

স্যাদিতি, তদসৎ; ন হি খং পুণ্ডরীকবেশ্মগতং পুণ্ডরীকাদল্পতরং মত্বা অবোচং—দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি। কিং তর্হি? পুণ্ডরীকমল্পং, তদনুবিধায়ি তৎস্থমন্তঃকরণং পুণ্ডরীকাকাশপরিচ্ছিন্নং, তস্মিন বিশুদ্ধে সংস্থতকরণানাং যোগিনাং স্বচ্ছে ইবোদকে প্রতিবিম্বরূপমাদর্শে ইব চ বিশুদ্ধে স্বচ্ছং বিজ্ঞানজ্যোতিঃস্বরূপাবভাসং তাবন্মাত্রং ব্রহ্মোপলভ্যতে ইতি দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইত্যবোচাম অন্তঃকরণোপাধিনিমিত্তম্। স্বতস্তু যাবান্ বৈ প্রসিদ্ধঃ পরিমাণতোঽয়মাকাশো ভৌতিকঃ, তাবানেষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ, যস্মিন্নন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চ অবোচাম। নাপি আকাশতুল্যপরিমাণত্বমভিপ্রেত্য তাবানিত্যুচ্যতে; কিং তর্হি? ব্রহ্মণোঽনুরূপস্য দৃষ্টান্তান্তরস্যাভাবাৎ। কথং পুনর্ন আকাশসমমেব ব্রহ্মেত্যবগম্যতে? "যেনাবৃতং খঞ্চ দিবং মহীঞ্চ।" "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ"। "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। কিঞ্চ, উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী ব্রহ্মকোষে বুদ্ধ্যুপাধিবিশিষ্টে অন্তরেব সমাহিতে সম্যগাহিতে স্থিতে। "যথা বা অরা নাভৌ" ইত্যুক্তং হি, তথা উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চেত্যাদি সমানম্। যচ্চাস্যাত্মন আত্মীয়ত্বেন দেহবতোঽস্তি বিদ্যতে ইহ লোকে, তথা যচ্চাত্মীয়ত্বেন ন বিদ্যতে, নষ্টং ভবিষ্যচ্চ নাস্তীত্যুচ্যতে, ন তু অত্যন্তমেবাসৎ; তস্য হৃদাকাশে সমাধানানুপপত্তেঃ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—তোমরা যে প্রশ্ন করিয়াছ, তদ্বিষয়ে শ্রবণ কর—তোমরা যে বলিতেছ, হৃদয়পুণ্ডরীকের অভ্যন্তরস্থ আকাশের অল্পতা বশতঃ তাহার মধ্যে অবস্থিত পদার্থও অল্পতর হইবে, তোমাদের এই উক্তি অসঙ্গত, কারণ, পুণ্ডরীকবেশ্মমধ্যস্থ যে আকাশ, তাহা যে পুণ্ডরীক অপেক্ষাও অল্প, এরূপ মনে করিয়া আমি বলি নাই "দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" ইতি। তবে কি মনে করিয়া বলিয়াছি? না, হৃদয়পুণ্ডরীক স্বভাবতই অল্প, তাহার মধ্যস্থিত যে অন্তঃকরণ, তাহা তাহারই অর্থাৎ পুণ্ডরীকেরই অনুরূপ, এবং পুণ্ডরীকাকাশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, সংযতেন্দ্রিয় যোগিগণের সেই অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলে, নির্ম্মল জলে ও নির্ম্মল দর্পণে পতিত প্রতিবিম্বের ন্যায় নির্ম্মল বিজ্ঞানজ্যোতিঃস্বরূপে উদ্ভাসমান ব্রহ্মও সেই পরিমাণেই উপলব্ধ বা জ্ঞাত হইয়া থাকেন, এই জন্যই অন্তঃকরণরূপ উপাধি অনুসারেই 'দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" এইরূপ বলিয়াছি। এই ভৌতিক আকাশ স্বভাবতঃ যে পরিমাণ বা যত বড় বলিয়া প্রসিদ্ধ, হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশও ঠিক সেই পরিমাণই অর্থাৎ তত বড় বলিয়াই জানিবে, যাহার মধ্যে অন্বেষ্টব্য ও বিজিজ্ঞাসিতব্য অর্থাৎ অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছি। আর হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশও যে ভৌতিক বা বাহ্যিক আকাশের ন্যায় পরিমাণবিশিষ্ট, এ অভিপ্রায়ে 'তাবান্' অর্থাৎ তত বড় বলি নাই; তবে কি? না, ব্রহ্মের

অনুরূপ দৃষ্টান্ত কিছুই নাই বলিয়াই 'তাবান্' বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আচ্ছা, ব্রহ্ম যে আকাশের সমপরিমাণবিশিষ্ট নহে, ইহা কিরূপে জানিব? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"যাঁহা কর্ত্তৃক আকাশ স্বর্গ ও পৃথিবী আবৃত হইয়া আছে, অর্থাৎ যিনি আকাশ স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান আছেন" "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুদ্ভূত হইয়াছে" "হে গার্গি! এই অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মেই আকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেই জানা যায় যে, ব্রহ্ম আকাশের সমপরিমাণবিশিষ্ট নহেন, পরন্তু, তাহা অপেক্ষাও মহৎ। আরও, দ্যাবা-পৃথিবী অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী এই উভয়ই বুদ্ধিরূপ উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মকোষের অভ্যন্তরেই সম্যক্‌রূপে সন্নিবিষ্ট আছে। "অরসমূহ (শকটচক্রস্থিতশলাকাসমূহ) যেমন নাভিদেশে (চক্রচ্ছিদ্রে) সন্নিবিষ্ট আছে," ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; সেইরূপ অগ্নি ও বায়ু, এই দুইটিও, ইত্যাদির অর্থও পূর্ব্বের ন্যায়। আর ইহলোকে এই দেহী আত্মার অর্থাৎ জীবের যে সমস্ত বস্তু আত্মীয় বা নিজের অধিকৃতরূপে বিদ্যমান আছে, এবং যাহা আত্মীয় বলিয়া বিদ্যমান নাই, মূলে যে 'নাস্তি' শব্দটি আছে, তাহার অর্থ—যাহা বিনষ্ট হইয়াছে এবং যাহা ভবিষ্যৎ (যাহা এখনও জন্মায় নাই, জন্মিবে)। যাহা অত্যন্ত অসৎ অর্থাৎ বর্ত্তমানেও নাই, কোন কালে ছিলও না, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না, যেমন আকাশকুসুমাদি, তাহা 'নাস্তি' বলিয়া কখন অভিহিত হইতে পারে না, কারণ, হৃদয়াকাশে সে বিষয়ে অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ বিষয়ে কোনরূপ সমাধান কখনই হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

তঞ্চেদ্‌ব্রূয়ুঃ, অস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং সমাহিতং, সর্ব্বাণি চ ভূতানি, সর্ব্বে চ কামাঃ, যদৈতজ্জরা বাঽঽপ্নোতি, প্রধ্বংসতে বা, কিং ততোঽতিশিষ্যতে? ইতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—শিষ্যগণ যদি তাঁহাকে বলে, এই ব্রহ্মপুরে যদি এই সমস্ত জড় জগৎ, সমস্ত ভূত ও সমস্ত কামনাই সমাহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে সময়ে শরীর জরাপ্রাপ্ত বা জরাগ্রস্ত হয়, অথবা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার আর কি অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ কিছুই থাকিতে পারে না ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তঞ্চেদেবমুক্তবন্তং ব্রূয়ুঃ পুনরন্তেবাসিনঃ, অস্মিংশ্চেৎ যথোক্তে চেৎ যদি ব্রহ্মপুরে ব্রহ্মপুরোপলক্ষিতান্তরাকাশে ইত্যর্থঃ। ইদং সর্ব্বং সমাহিতং, সর্ব্বাণি চ ভূতানি, সর্ব্বে চ কামাঃ। কথমাচার্য্যেণানুক্তাঃ কামা অন্তেবাসিভিরুচ্যন্তে? নৈষ দোষঃ; যচ্চাস্য ইহাস্তি যচ্চ নাস্তীতি উক্তা এব হি আচার্য্যেণ কামাঃ। অপি চ সর্ব্বশব্দেন চোক্তা এব কামাঃ। যদা যস্মিন্ কালে এতচ্ছরীরং ব্রহ্মপুরাখ্যং জরা

বলি-পলিতাদিলক্ষণা বয়োহানির্ব্বা আপ্নোতি, শস্ত্রাদিনা বা বৃক্ণং প্রধ্বংসতে বিস্রংসতে বিনশ্যতি, কিং ততোহন্যদতিশিষ্যতে? ঘটাশ্রিতক্ষীরদধি-স্নেহাদিবৎ ঘটনাশে, দেহনাশেহপি দেহাশ্রয়মুত্তরোত্তরঃ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-নাশাৎ নশ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ। এবং প্রাপ্তে নাশে কিং ততোহন্যৎ যথোক্তাদতিশিষ্যতে? অবতিষ্ঠতে? ন কিঞ্চনাবতিষ্ঠতে ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৪॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আচার্য্য এইরূপ বলিলে শিষ্যগণ যদি তাঁহাকে পুনরায় বলে—এই ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ ব্রহ্মপুরস্বরূপ দেহাভ্যন্তরস্থ আকাশেই এই সমস্ত জগৎ, সমস্ত ভূত ও সর্ব্ববিধ কামনাই যদি সমাহিত বা সন্নিবিষ্ট থাকে; এস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, আচার্য্য ত কামের বিষয় উল্লেখ করেন নাই, তবে শিষ্যগণ কাম এই শব্দটি উচ্চারণ করিলেন কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহা দোষাবহ নহে, আচার্য্য যে বলিয়াছেন, "এস্থানে ইহার যাহা আছে, আর যাহা নাই" ইহা দ্বারাই 'কাম' শব্দও উক্ত হইয়াছে, আরও দেখ, আচার্য্য যখন 'সর্ব্ব' শব্দের অর্থাৎ 'এই সমস্তই' এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ঐ 'সর্ব্বশব্দের' দ্বারাই 'কাম' শব্দেরও উল্লেখ নিশ্চয়ই করা হইয়াছে। যখন বলি-পলিতাদিরূপ (দৈহিক চর্ম্মের শিথিলতা সঙ্কোচ ইত্যাদিকে জরা ও কেশপক্বতাকে পলিত বলে) জরা অথবা বয়োহানি অর্থাৎ বার্দ্ধক্য আসিয়া ব্রহ্মপুরনামক এই শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে, অথবা শস্ত্রাদির আঘাতে বিধ্বস্ত বা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন তাহা হইতে আর কি অবশিষ্ট থাকে? অভিপ্রায় এই যে, ঘট ভগ্ন হইয়া গেলে যেমন ঘট-মধ্যস্থ দুগ্ধ, দধি, ঘৃতাদি পদার্থসমূহ পতিত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ দেহ-নাশেও দেহাশ্রিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গেলে যথোক্ত বস্তুর অতিরিক্ত এমন কি বস্তু আছে, যাহা অবশিষ্ট থাকিতে পারে? অভিপ্রায় এই যে, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না॥ ৪॥

স ব্রূয়াৎ, নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি, ন বধেনাস্য হন্যতে, এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরম্, অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ, এষ আত্মাহপহতপাপ্মা, বিজরঃ, বিমৃত্যুঃ, বিশোকঃ, বিজিঘৎসঃ, অপিপাসঃ, সত্যকামঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ, যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি, যথাহনুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি, যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি॥ ৫॥

অনুবাদ।—শিষ্য এইরূপ বলিলে পর আচার্য্য তাহাকে বলিবেন, ইহার অর্থাৎ দেহের জরা দ্বারা উক্ত অন্তরাকাশ বা ব্রহ্ম জীর্ণ হন না, দেহের বিনাশ

দ্বারাও তিনি বিনষ্ট হন না; ইহাই যথার্থ ব্রহ্মপুর অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ পুর, এই পুরেই সমস্ত কামনা সন্নিবিষ্ট হইয়া আছে, এই আত্মা অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ), জরা-রহিত, মৃত্যুরহিত অর্থাৎ ইঁহার মৃত্যু নাই, শোকাতীত (শোক ইঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না), ক্ষুধা ও পিপাসাবর্জ্জিত, সত্যকাম (যাঁহার কামনা কখন বিফল হয় না) ও সত্যসঙ্কল্প (যাঁহার সঙ্কল্পও কখন প্রতিহত হয় না)। ইহলোকে প্রজা-সমূহ যে যে অন্ত অর্থাৎ প্রত্যন্ত বা সীমান্তবর্ত্তী স্থান, যে যে জনপদ বা দেশ, যে যে ক্ষেত্রভাগ বা ভূভাগ অভিলাষ করে, রাজার আদেশানুসারে যেমন সেই সেই দেশে অনুপ্রবিষ্ট হয় অথবা রাজার আদেশের অনুবর্ত্তন করে ও সেই সেই দেশকে উপ-জীব্য করিয়া থাকে অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া থাকে ও ভোগ করে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবমন্তেবাসিভিশ্চোদিতঃ স আচার্য্যো ব্রূয়াৎ তন্মতিমপ-নয়ন্। কথম্? অস্য দেহস্য জরয়া এতৎ যথোক্তমন্তরাকাশাখ্যং ব্রহ্ম—যস্মিন্ সর্ব্বং সমাহিতং ন জীর্য্যতি দেহবৎ ন বিক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। ন চাস্য বধেন শস্ত্রাদিঘাতেন এতৎ হন্যতে যথা আকাশং, কিমু ততোঽপি সূক্ষ্মতরমশব্দমস্পর্শং ব্রহ্ম, দেহেন্দ্রিয়াদিদোষৈর্ন স্পৃশ্যতে ইত্যর্থঃ। কথং দেহেন্দ্রিয়াদিদোষৈর্ন স্পৃশ্যতে? ইত্যেতস্মিন্নবসরে বক্তব্যং প্রাপ্তং, তৎ প্রকৃতব্যাসঙ্গো মা ভূদিতি নোচ্যতে, ইন্দ্র-বিরোচনাখ্যায়িকায়ামুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামো যুক্তিতঃ। এতৎ সত্যমবিতথং ব্রহ্মপুরং—ব্রহ্মৈব পুরং ব্রহ্মপুরং, শরীরাখ্যন্তু ব্রহ্মপুরং ব্রহ্মোপলক্ষণার্থত্বাৎ। তত্তু অনৃতমেব "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইতি শ্রুতেঃ। তদ্বিকারেঽনৃতেঽপি দেহলিঙ্গে ব্রহ্মোপলভ্যতে ইতি ব্রহ্মপুরমিত্যুক্তং ব্যবহারিকম্; সত্যন্তু ব্রহ্মপুরমেতদেব ব্রহ্ম, সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বাৎ। অতোঽস্মিন্ পুণ্ডরীকোপলক্ষিতে ব্রহ্মপুরে সর্ব্বে কামাঃ যে বহির্ভবদ্ভিঃ প্রার্থ্যন্তে, তেঽস্মিন্নেব স্বাত্মনি সমাহিতাঃ; অতস্তৎপ্রাপ্ত্যু-পায়মেব অনুতিষ্ঠত, বাহ্যবিষয়তৃষ্ণাং ত্যজতেত্যভিপ্রায়ঃ। এষ আত্মা ভবতাং স্বরূপম্। শৃণুত তস্য লক্ষণম্, অপহতপাপ্মা, অপহতঃ পাপ্মা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যো যস্যঃসোঽয়মপহত-পাপ্মা তথা বিজরো বিগতজরো বিমৃত্যুশ্চ; তদুক্তং পূর্ব্বমেব "ন বধেনাস্য হন্যতে" ইতি, কিমর্থং পুনরুচ্যতে? যদ্যপি দেহসম্বন্ধিভ্যাং ন জরা-মৃত্যুভ্যাং সম্বধ্যতে, অন্যথাঽপি সম্বন্ধস্তাভ্যাং স্যাদিত্যাদিশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থম্। বিশোকো বিগতশোকঃ। শোকো নাম ইষ্টাদিবিয়োগনিমিত্তো মানসঃ সন্তাপঃ। বিজিঘৎসো বিগতাশনেচ্ছঃ, অপিপাসোঽপানেচ্ছঃ। নম্বপহতপাপ্মত্বেন জরাদয়ঃ শোকান্তাঃ প্রতিষিদ্ধা এব ভবন্তি, কারণপ্রতিষেধাৎ, ধর্ম্মাধর্ম্মকার্য্যা হি তে ইতি। জরাদিপ্রতিষেধেন বা ধর্ম্মাধর্ম্মযোঃ কার্য্যাভাবে বিদ্য-মানয়োরপ্যসৎসমত্বমিতি পৃথক্ প্রতিষেধোঽনর্থকঃ স্যাৎ? সত্যমেবং, তথাঽপি ধর্ম্মকার্য্যা-নন্দব্যতিরেকেণ স্বাভাবিকানন্দো যথেশ্বরে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ, তথা অধর্ম্মকার্য্যজরাদিব্যতিরেকেণাপি জরাদিদুঃখস্বরূপং স্বাভাবিকং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যেত; অতো যুক্তস্তন্নিবৃত্তয়ে জরাদীনাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং পৃথক্ প্রতিষেধঃ। জরাদিগ্রহণং সর্ব্বদুঃখোপ-

লক্ষণার্থং, পাপনিমিত্তানাত্ত দুঃখানামানন্ত্যাৎ প্রত্যেকং চ তৎপ্রতিষেধস্তাশক্যত্বাৎ, সর্বদুঃখপ্রতিষেধার্থং যুক্তমেবাপহতপাপ্মত্ববচনম্। সত্যা অবিতথাঃ কামা যস্ত সোঽয়ং সত্যকামঃ। বিতথা হি সংসারিণাং কামাঃ, ঈশ্বরস্ত তদ্বিপরীতাঃ। তথা কামহেতবঃ সঙ্কল্পা অপি সত্যা যস্ত স সত্যসঙ্কল্পঃ, সঙ্কল্পাঃ কামাশ্চ শুদ্ধসত্ত্বোপাধিনিমিত্তা ঈশ্বরস্ত, চিত্রগুবৎ, ন স্বতঃ "নেতি নেতি" ইত্যুক্তত্বাৎ। যথোক্তলক্ষণ এব আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ, গুরুভ্যঃ শাস্ত্রতশ্চ আত্মসংবেদ্যতয়া চ স্বারাজ্যকামৈঃ, ন চেদ্বিজ্ঞায়তে কো দোষঃ স্যাদিতি? শৃণুতাত্র দোষং দৃষ্টান্তেন। যথা হ্যেবেহ লোকে প্রজা অস্বাবিশন্তি অনুবর্ত্তন্তে, যথাঽনুশাসনম্; যথেহ প্রজা অন্যং স্বামিনং মন্যমানাস্তস্ত স্বামিনো যথা যথা অনুশাসনং তথা তথা অস্বাবিশন্তি। কিম্? যং যমন্তং প্রত্যন্তং জনপদং ক্ষেত্রভাগঞ্চ অভিকামা অর্থিন্যো ভবন্তি আত্ম-বুদ্ধ্যনুরূপং, তং তমেব চ প্রত্যন্তাদিমুপজীবন্তীতি এষ দৃষ্টান্তঃ অস্বাতন্ত্র্যদোষং প্রতি পুণ্য-ফলোপভোগে। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—শিষ্যগণ কর্তৃক এইরূপে প্রেরিত বা জিজ্ঞাসিত আচার্য্য তাহাদিগের মনের সন্দেহদূরীকরণেচ্ছায় অর্থাৎ তাহাদের উক্ত ভ্রান্তবুদ্ধির সংশোধনের নিমিত্ত বলিবেন, কিরূপ বলিবেন? না, যাহাতে এই সমস্ত পদার্থই সমাহিত বা সম্যক্‌রূপে সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, যথোক্ত সেই এই অন্তরাকাশনামক ব্রহ্ম এই দেহের জরা দ্বারা জীর্ণ হন না, অর্থাৎ দেহ যেমন বিকৃত হয়, তিনি তেমন বিকৃত হন না, আকাশ যেমন অস্ত্রাদি-প্রহারে আহত হয় না, এই আত্মাও তেমনই দেহের আঘাতে অর্থাৎ অস্ত্রাদি-প্রহারেও বিনষ্ট হন না, সামান্য ভূতাকাশই যখন এইরূপ, তখন আকাশ অপেক্ষাও অতিসূক্ষ্ম, শব্দ ও স্পর্শেরও অগম্য বা শব্দ-স্পর্শশূন্য ব্রহ্ম যে দেহেন্দ্রিয়াদি দোষ দ্বারা লিপ্ত হন না, এ সম্বন্ধে আর বিশেষ করিয়া বলিবার কি আছে? দেহেন্দ্রিয়াদি দোষ দ্বারা যে স্পৃষ্ট হন না বলা হইয়াছে, কেন যে স্পৃষ্ট হন না, তাহা এই অবসরে বলা কর্তব্য ছিল, কিন্তু তাহা বলিতে গেলে প্রকৃত প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয় ব্যবহিত হওয়ায় (যাহা বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা চাপা পড়িয়া যাওয়ায়) বিষয়ান্তরে মন যাহাতে আকৃষ্ট হইতে না পায়, এই বিবেচনাতেই এস্থানে তাহা না বলিয়া পরে ইন্দ্র ও বিরোচনের আখ্যায়িকা বর্ণনার সময়ে যুক্তি সহকারে বলিব। শরীরনামক এই যে ব্রহ্মপুর অর্থাৎ ব্রহ্মই পুরস্বরূপ, ইহাই সত্য; শরীরকে যে ব্রহ্মপুর বলা হয়, তাহা কেবল ব্রহ্মের উপলক্ষণের নিমিত্ত, (এই দেহেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মপুর বলা হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা ব্রহ্মপুর নহে) তাহা অনৃতই অর্থাৎ বাস্তবিক মিথ্যা, কেন না, শ্রুতিই বলিয়াছেন, "বিকার পদার্থমাত্রই বাক্যারব্ধ নামমাত্র"। বিকারাত্মক অতএব অসত্য দেহরূপ

কার্য্যপদার্থেও ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মপুর বলা হয়, কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে ইহা ব্যবহারমাত্র, সত্য ব্রহ্মপুর বলিতে এই ব্রহ্মকেই বুঝায়, কারণ, ইহাই সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের আশ্রয়; অতএব যে সমস্ত বিষয় তোমরা বাহিরে প্রার্থনা করিয়া থাক, সেই সমস্ত কাম বা কাম্য বিষয়ই পুণ্ডরীকোপলক্ষিত অর্থাৎ পদ্মাকার বা পদ্মবিশিষ্ট এই ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ নিজের এই আত্মাতেই সমাহিত আছে, অতএব তাঁহাকেই যাহাতে লাভ করিতে বা জানিতে পার, সেইরূপ উপায়ের অনুষ্ঠান কর, বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের তৃষ্ণা বা লালসা পরিত্যাগ কর; অভিপ্রায় এই যে, বিষয়ভোগের লালসা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া হৃৎপদ্মাভ্যন্তরে সমাসীন পরম ব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া পরমপদ লাভ করিতে সচেষ্ট হও, এই আত্মাই তোমাদের প্রকৃত রূপ। সেই আত্মার লক্ষণ শ্রবণ কর, অপহতপাপ্মা—ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ পাপ্মা বা পাপ যাঁহার দূরীভূত হইয়াছে, তিনিই অপহতপাপ্মা (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কিছু দ্বারাই যিনি লিপ্ত হন না) বিজর—জরারহিত ও বিমৃত্যু—মৃত্যুবিরহিত, (জরা ও মৃত্যু দ্বারা যিনি আক্রান্ত হন না) যে হেতু, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "দেহের বধ বা বিনাশেও যিনি বিনষ্ট হন না" ইত্যাদি। যদি বল, পূর্ব্বে যখন বলা হইয়াছে, তখন পুনরায় ঐ কথা বলার কি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যদিও দৈহিক জরা ও মৃত্যু দ্বারা সংস্পৃষ্ট বা আক্রান্ত হন না, তাহা হইলেও অন্য কোন প্রকার জরা ও মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারেন, এরূপ আশঙ্কা কেহ মনে না করেন, এই উদ্দেশেই পূর্ব্বে একবার বলা হইলেও পুনরায় বলিতে হইয়াছে। বিশোক—বিগত শোক (শোক যাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না) শোক অর্থে প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষিত ইত্যাদি দ্রব্যের বিচ্ছেদে মানসিক সন্তাপ; বিজিঘৎস—ভোজনাকাঙ্ক্ষাশূন্য, অপিপাস—পিপাসাবিরহিত। আচ্ছা, এস্থানে ত একটি প্রশ্ন হইতে পারে—আত্মা যখন অপহতপাপ্মা, তখন জরা হইতে আরম্ভ করিয়া শোক পর্য্যন্ত ত তাঁহার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ হইয়াই আছে, কারণ, জরা মৃত্যু ইত্যাদি ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য ও পাপেরই ফল, কারণস্বরূপ পাপ যখন তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, তিনি যখন নিষ্পাপ, তখন কারণাভাবে কার্য্যস্বরূপ জরা প্রভৃতি ত তাঁহার প্রতিষিদ্ধ হইয়াই আছে, অথবা জরাদি যখন ধর্ম্মাধর্ম্মেরই কার্য্য, তখন জরাদির প্রতিষেধের দ্বারাই তাহাদের কারণস্বরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও কার্য্য না করায় তাহারা অসৎসম অর্থাৎ না থাকার মধ্যেই গণ্য, সুতরাং তাহাদের আবার পৃথক্ করিয়া প্রতিষেধ করার কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না, নিতান্তই অনাবশ্যক? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, এ কথা সত্য বটে, তাহা হইলেও ঈশ্বরে যেমন ধর্ম্মের কার্য্যস্বরূপ আনন্দ হইতেও অতিরিক্ত "ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দময়"

ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ একটি স্বাভাবিক আনন্দ বিদ্যমান আছে, সেইরূপ অধর্ম্মের কার্য্যস্বরূপ জরাদি ব্যতীতও একটি স্বাভাবিক জরাদি দুঃখ বিদ্যমান থাকাও সম্ভব হইতে পারে, এই আশঙ্কাও লোকের মনে উদয় হইতে পারে, এই জন্যই ঐ আশঙ্কা অপনোদনের নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে সঞ্জাত জরাপ্রভৃতির পৃথক্‌ভাবে প্রতিষেধ করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। উল্লিখিত শ্রুতিতে যে জরা প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখের উপলক্ষণ বা বোধক বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ পাপজ দুঃখ অনন্ত, প্রত্যেক দুঃখের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রতিষেধ করা অসম্ভব, এজন্য সর্ব্ববিধ দুঃখেরই প্রতিষেধ করার উদ্দেশে সাধারণত 'অপহত-পাপ্মা' এই শব্দটি উচ্চারণ করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। যাঁহার কাম অর্থাৎ কামনা বা অভিলাষ কখনই মিথ্যা বা বৃথা হয় না, তিনিই সত্যকাম, সংসারীদিগের কামনা প্রায়ই নিষ্ফল হয়, কিন্তু ঈশ্বরের কামনা তাহার বিপরীত, কখনই বিফল হয় না, যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পূর্ণ হয়। এইরূপ সমস্ত প্রকার কামের হেতুস্বরূপ সঙ্কল্পসমূহও যাঁহার সত্য, তিনিই সত্যসঙ্কল্প। ঈশ্বরের যে কাম ও সঙ্কল্প, তাহা 'চিত্রগুর' ন্যায় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ উপাধিনিমিত্ত বলিয়াই জানিবে, উহা স্বতঃসিদ্ধ বা স্বাভাবিক নহে, কারণ, শ্রুতিতে তিনি "নেতি নেতি" রূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। (ভাবার্থ এই যে—ভাষ্যকার যে "চিত্রগুবৎ" এই উপমাটি দিয়াছেন, ইহার অর্থ চিত্র অর্থাৎ বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট গো যাহার আছে, তাহাকে 'চিত্রগু' বলে, বিচিত্র-বর্ণবিশিষ্ট গো-র প্রভুর ন্যায়। এস্থানে গো-র যিনি অধিকারী, তিনি নিজে বিচিত্র-বর্ণবিশিষ্ট না হইলেও নিজের অধিকৃত গো-র বিচিত্র বর্ণানুসারে 'চিত্রগু' বলিয়া অভিহিত হন; ব্রহ্মসম্বন্ধেও সেই কথা। "নেতি নেতি" এই শ্রুতি দ্বারা নির্দ্দিশ্য-মান ব্রহ্ম স্বভাবতঃ নির্ব্বিশেষ হইলেও তাঁহার উপাধিস্বরূপিণী ত্রিগুণময়ী মায়ার সত্ত্বাংশে কাম সঙ্কল্প ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, এ জন্য তদুপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মেও কাম সঙ্কল্প ইত্যাদি ধর্ম্মের ব্যবহার করা হয়। শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ যে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণসম্পর্কশূন্য, যে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে আক্রান্ত হয় নাই, তাহাই বিশুদ্ধ সত্ত্ব, এই বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিই মায়া, এবং তদুপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর। রজ ও তমোগুণের বশীভূত সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিই অবিদ্যা, এবং তদুপহিত চৈতন্যই জীব, "সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াঽবিদ্যে চ তে মতে॥ মায়া-বিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥ অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা॥" ইতি পঞ্চদশী) যাহারা স্বারাজ্যকাম অর্থাৎ মুক্তিলাভেচ্ছু, তাঁহারা গুরুর নিকট হইতে ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা অপহত-পাপ্মত্বাদিগুণবিশিষ্ট আত্মাকে আত্মবেত্ত অর্থাৎ নিজের জ্ঞানযোগে জ্ঞাত

হইবেন। যদি বলা যায়, না যদি জানা যায়, তাহাতেই বা কি দোষ হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, কি দোষ হইতে পারে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। এই লোকে প্রজাসমূহ যেমন অনুশাসনানুসারে অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট আদেশানুসারে অন্বাবেশ অর্থাৎ অনুবর্ত্তন করে, অর্থাৎ প্রজাসমূহ যেমন কোন এক প্রধান ব্যক্তিকে নিজের স্বামী বা প্রভু মনে করিয়া সেই প্রভু যেমন যেমন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন, তাহারা সেই সেই শাসনপদ্ধতি মান্য করিয়া তদনুসারে কার্য্য করে; কিসের অনুগমন করে? নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে নিকটবর্ত্তী যে যে জনপদ (দেশ) অথবা ভূভাগ কামনা করে, (অথবা নিজ নিজ বুদ্ধ্যনুসারে যে যে অন্ত অর্থাৎ প্রত্যন্ত বা সীমান্ত প্রদেশ, জনপদ ও ভূভাগকে প্রার্থনা করে, এরূপ অর্থও হয়) সেই সেই প্রত্যন্ত প্রভৃতিকেই উপজীব্য করে অর্থাৎ তাহাকেই অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। জীবের পুণ্য ও পাপের ফল-ভোগে যে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নাই, ইহাই তাহার দৃষ্টান্ত। (ভাবার্থ এই যে—জীবগণ পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মানুসারে যে যে সংস্কার লইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, এই জন্মেও তাহাদের তদনুরূপ প্রবৃত্তি দেখা যায়; সুতরাং ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জীবের কর্ম্ম ও তাহার ফলভোগ, উভয়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারানুযায়ীই হয়, অতএব শুভই হউক, আর অশুভই হউক, কোন কর্ম্মেরই ফলভোগবিষয়ে জীবের স্বাধীনতা নাই, যত দিন পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত থাকিবে, ভোগ্য-ভোগাদি ভেদজ্ঞান যত দিন বর্ত্তমান থাকিবে, এবং অপর কোন ব্যক্তি-বিশেষকে নিজের প্রভু বলিয়া জ্ঞান থাকিবে, তত দিন জীবের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোনরূপ সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

তদযথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। তৎ যে ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্তি, এতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি। অথ যে ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্তি, এতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ৬ ॥

ইতি অষ্টম প্রপাঠকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—এ বিষয়ে আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, ইহ-লোকে রাজসেবা প্রভৃতি দ্বারাই হউক, আর কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম্ম দ্বারাই হউক, অর্জ্জিত লোক অর্থাৎ উচ্চপদ সম্মান ইত্যাদি যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা

যেমন চিরস্থায়ী হয় না, এইরূপ পরলোকেও অগ্নিহোত্রাদি পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত লোক অর্থাৎ স্বর্গাদিও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মক্ষয় হইলেই ঐ সমস্ত লোকে আর বাস করিতে পায় না। অতএব যে সমস্ত ব্যক্তি ইহলোকে আত্মা এবং পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট সত্যকামাদি গুণসমূহ সম্যক্‌রূপে অবগত না হইয়া পরলোকে গমন করে, তাহাদের সমস্ত লোকেই অকামচার অর্থাৎ যথেচ্ছ ভোগ বা স্বাধীনতার অভাব হয়। আর যাহারা ইহলোকে আত্মা ও পূর্ব্বোক্ত সত্যকাম প্রভৃতি গুণ-সমূহ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া পরলোকে গমন করে, তাহাদের সমস্ত লোকেই কামচার অর্থাৎ যথেচ্ছ ভোগ করিবার স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে ॥ ৬ ॥

অষ্টম প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথা অন্যো দৃষ্টান্তস্তৎক্ষয়ং প্রতি—তৎ যথেহেত্যাদি। তৎ তত্র যথা ইহ লোকে তাসামেব স্বাম্যনুশাসনানুবর্ত্তিনীনাং প্রজানাং সেবাদিজিতো লোকঃ পরাধীনোপভোগঃ ক্ষীয়তে অন্তবান্ ভবতি। অথেদানীং দার্ষ্টান্তিকমুপসংহরতি—এবমেবামুত্র অগ্নিহোত্রাদিপুণ্যজিতো লোকঃ পরাধীনোপভোগঃ ক্ষীয়তে এবেতি। উক্তো দোষ এষামিতি বিষয়ং দর্শয়তি, তৎ যে ইত্যাদিনা। তৎ তত্র যে ইহাস্মিন্ লোকে জ্ঞান-কর্ম্মণোরধিকৃতা যোগ্যাঃ সন্ত আত্মানং যথোক্তলক্ষণং শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টমননুবিদ্য যথোপদেশমনু স্বাত্মসংবেদ্যতামকৃত্বা ব্রজন্তি দেহাদস্মাৎ প্রয়ান্তি। যে এতাংশ্চ যথোক্তান্ সত্যান্ সত্যসঙ্কল্পকার্য্যাংশ্চ স্বাত্মস্থান্ কামান্ অননুবিদ্য ব্রজন্তি, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারঃ অস্বতন্ত্রতা ভবতি; যথা রাজানুশাসনানুবর্ত্তিনীনাং প্রজানামিত্যর্থঃ। অথ যে অন্যে ইহ লোকে আত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুবিদ্য স্বাত্মসংবেদ্যতামাপাদ্য ব্রজন্তি, যথোক্তাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ ভবতি, রাজ্ঞ ইব সার্ব্বভৌমস্যেহ লোকে। ৬।

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য প্রথমখণ্ডভাষ্যম্। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সম্প্রতি পুণ্যক্ষয়ের বিষয়ে অপর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। সেই বিষয়ে অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রভুর আদেশানুবর্ত্তী প্রজার বিষয়ে ইহাই বক্তব্য যে, প্রভুর আজ্ঞাধীন সেই প্রজাসমূহের প্রভুর সেবাদি দ্বারা জিত অর্থাৎ অর্জ্জিত বা লব্ধ লোক অর্থাৎ পরাধীন যে উপভোগ (যত দিন সেবকের কার্য্য থাকে, তত দিনই ভোগ, কার্য্য হইতে অপসৃত হইলে আর ভোগ থাকে না, এই জন্যই পরাধীন উপভোগ বলা হইয়াছে) তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বা বিনষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের পর সম্প্রতি দার্ষ্টান্তিকের (দৃষ্টান্ত দ্বারা যে বিষয়কে বুঝান হইতেছে, সেই বিষয়ের) উপসংহার করিতেছেন, ঠিক এইরূপই অগ্নি-হোত্রাদি পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা জিত বা আয়ত্তীকৃত পরকালীন লোকও অর্থাৎ পরাধীন

উপভোগও নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। (ভাবার্থ এই যে—যে কোন বিষয় ক্রিয়া-সাধ্য, যে কোন কার্য্যই হউক আর পদার্থই হউক, চেষ্টা করিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, তাহাই কৃত্রিম, কৃত্রিমমাত্রই বিনশ্বর, সময়বিশেষে তাহা বিনষ্ট হইবেই; এই নিয়মানুসারে সেবাদিজনিত অর্থই বল, আর কৃষি প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা লব্ধ শস্যাদিই বল, সবই কৃত্রিম, কৃত্রিমমাত্রই যখন বিনশ্বর, তখন উহাদেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, অর্থই হউক, আর শস্যাদিই হউক, কালে তাহা ক্ষয় হইবেই; এইরূপ যাগাদি ক্রিয়া দ্বারা লব্ধ স্বর্গাদি লোকে সুখভোগও কালে নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়)। মূলোক্ত 'তৎ যে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা উক্ত দোষের বিষয়ই প্রদর্শন করিতেছেন। তাহার মধ্যে যাহারা ইহলোকে জ্ঞানলাভ ও কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার ও যোগ্যতা লাভ করিয়া শাস্ত্র ও আচার্য্যকর্তৃক উপদিষ্ট পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট আত্মাকে সম্যক্‌রূপে না জানিয়াই অর্থাৎ উপদেশ লাভের পর নিজের অনুভবগম্য বা অনুভবের বিষয়ীভূত না করিয়াই এই দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করে, এবং যাহারা পূর্ব্বোক্ত এই সমস্ত সত্য ও সত্যসঙ্কল্পের কার্য্য বা ফলস্বরূপ নিজের আত্মস্থ কামসমূহকে সম্যক্‌রূপে না জানিয়াই পরলোকে গমন করে, তাহাদের সকল লোকেই অকামচার হয়, অর্থাৎ তাহারা কোন লোকেই স্বাধীনভাবে ভোগ করিবার অধিকার পায় না, যে সমস্ত প্রজা রাজার অনুশাসন বা আদেশের অনুবর্ত্তন করে না, রাজনির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহাদের যেমন হয়, তেমনই। আর অন্য যে সমস্ত লোক ইহলোকে শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট উপদেশ লাভের পর আত্মাকে ও পূর্ব্বোক্ত সত্যকাম প্রভৃতি গুণসমূহকেও সম্পূর্ণ-রূপে নিজের অনুভবগম্য করিয়া পরলোকে গমন করেন, সার্ব্বভৌম রাজা যেমন ইহলোকে যথেচ্ছ ভোগাধিকারী হন, তাঁহাদেরও সেইরূপ সমস্ত লোকেই কামচার বা স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ ভোগ করিবার অধিকার অব্যাহত থাকে ॥ ৬ ॥

অষ্টম প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমপ্রপাঠকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—সেই আত্মসাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি পিতৃলোককাম হন, অর্থাৎ পিতৃলোকগণের দর্শনাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সঙ্কল্প বা ইচ্ছাবশতই পিতৃপুরুষগণ সমুত্থিত বা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন, এবং তিনি সেই পিতৃগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া পূজিত হন, অর্থাৎ নিজের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কথং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি? উচ্যতে—যে আত্মানং যথোক্তলক্ষণং হৃদি সাক্ষাৎকৃতবান্ বক্ষ্যমাণব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নঃ সন্ তৎস্থাংশ্চ সত্যান্ কামান্, স ত্যক্তদেহঃ যদি পিতৃলোককামঃ,—পিতরো জনয়িতারঃ, তে এব সুখহেতুত্বেন ভোগ্যত্বাৎ লোকা উচ্যন্তে, তেষু কামো যস্য তৈঃ পিতৃভিঃ সম্বন্ধেচ্ছা যস্য ভবতি, তস্য সঙ্কল্পমাত্রাদেব পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি আত্মসম্বন্ধিতামাপদ্যন্তে; বিশুদ্ধসত্ত্বতয়া সত্যসঙ্কল্পত্বাদীশ্বরস্যেব। তেন পিতৃলোকেন ভোগেন সম্পন্নঃ, সম্পত্তিরিষ্টপ্রাপ্তিঃ, তয়া সমৃদ্ধো মহীয়তে পূজ্যতে বর্দ্ধতে বা মহিমানমনুভবতি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যিনি আত্মার সাক্ষাৎলাভ বা আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন, সমস্ত লোকেই তাঁহার কামচার কিরূপে হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যিনি বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া পূর্ব্বোক্তলক্ষণ-বিশিষ্ট আত্মা এবং তাঁহাতে অবস্থিত সত্যকাম প্রভৃতিকে অন্তঃকরণমধ্যে সাক্ষাৎ করিতে অর্থাৎ অনুভব করিতে সমর্থ হন, তিনি দেহত্যাগান্তে যদি পিতৃলোককাম হন, 'পিতরঃ' অর্থাৎ পিতৃগণ বা জনকগণ, তাঁহারাও তাহার সুখের হেতু অতএব ভোগ্য বলিয়াই 'লোক' বলিয়া অভিহিত হন, সেই পিতৃলোকে যাঁহার কাম, অর্থাৎ সেই পিতৃগণের সহিত সম্বন্ধসংস্থাপনে যাঁহার ইচ্ছা হয়, তাঁহার সঙ্কল্প বা ইচ্ছামাত্রই পিতৃগণ সমুত্থিত হন অর্থাৎ তাঁহার সহিত নিজেদের সম্বন্ধিতা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন, কারণ, ঈশ্বর যেমন সত্য-সঙ্কল্প, সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তিও বিশুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া ঈশ্বরের ন্যায়ই সত্যসঙ্কল্প হন। সেই সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণবশতঃ পিতৃলোকস্বরূপ ভোগসম্পন্ন হন, সম্পন্ন অর্থাৎ সম্পত্তি বা ইষ্টলাভ, সেই ইষ্টলাভ দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন, অর্থাৎ বৃদ্ধি লাভ

করেন, অথবা নিজের মহিমাকে অনুভব করিতে সমর্থ হন। সরলার্থ এই যে—পূর্ব্বখণ্ডে কথিত হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞানীরা সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে, কি প্রকারে আত্মজ্ঞানীরা স্বেচ্ছাচারী হয়, এই খণ্ডে তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যে ব্যক্তি বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনচতুষ্টয়বিশিষ্ট হইয়া নিজ হৃদয়ে যথোক্তলক্ষণ আত্মার ও আত্মাতে সত্যরূপে অবস্থিত কাম্যবর্গের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি দেহ বিসর্জ্জন করিয়া পরলোকে যে যে ভোগ্য বস্তু কামনা করেন, তাঁহার সেই সেই বস্তু তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়। যদি সেই ব্যক্তি পিতৃলোক বাসনা করেন, অর্থাৎ নিজ পিতৃপুরুষগণকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন (ভোগাশ্রয়স্থানকে লোক বলে, পিতৃগণ সুখদায়ক বলিয়া ভোগ্য ; সুতরাং তাঁহাদিগকেও লোকনামে অভিহিত করা হইল), তবে সে ব্যক্তির পিতৃগণের সঙ্গে মিলন হয়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের ন্যায় সত্যসঙ্কল্পতাহেতু পিতৃলোকরূপ ভোগবিশিষ্ট হইলে তাঁহার ইষ্টলাভ হয় এবং সেই ইষ্টলাভ দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া লোকের পূজ্য হয়েন, অর্থাৎ মহিমা অনুভব করিতে পারেন ॥ ১ ॥

অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—আর তিনি যদি মাতৃলোককামী হন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই মাতৃগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তিনি সেই মাতৃলোকের সহিত সম্মিলিত হইয়া পূজিত হন, অর্থাৎ নিজের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ২ ॥

অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—আর যদি তিনি ভ্রাতৃলোক কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রেই ভ্রাতৃগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তিনি সেই ভ্রাতৃলোকের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া অর্থাৎ ভ্রাতৃলোকরূপ ভোগে সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন, অর্থাৎ নিজের মহিমা অনুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ৩ ॥

অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—আর যদি তিনি ভগিনীলোক অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই ভগিনীগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তিনি সেই ভগিনীলোকের দ্বারা সম্পন্ন বা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন ॥ ৪ ॥

অথ যদি সখিলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—আর যদি তিনি সখিলোক অর্থাৎ সুহৃল্লোক অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্কল্প বা ইচ্ছামাত্রই সখাসমূহ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন, তিনি সেই সখাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া পূজিত হন ॥ ৫ ॥

অথ যদি গন্ধ-মাল্যলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধ-মাল্যে সমুত্তিষ্ঠতঃ, তেন গন্ধ-মাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৬॥

অনুবাদ।—আর যদি তিনি সুগন্ধ ও মাল্যলোক অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রই সেই সুগন্ধি ও মনোরম মাল্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি সেই গন্ধ ও মাল্য উপভোগে সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন ॥ ৬ ॥

অথ যদ্যন্ন-পানলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্যান্ন-পানে সমুত্তিষ্ঠতঃ, তেনান্ন-পানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—আর যদি তিনি অন্ন ও পানরূপ লোক বা ভোগ কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই অন্ন ও পানীয় দ্রব্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি সেই অন্ন ও পানীয় দ্রব্য উপভোগ দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন, অর্থাৎ নিজের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ৭ ॥

অথ যদি গীত-বাদিত্রলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য গীত-বাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতঃ, তেন গীত-বাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—আর যদি তিনি গীত ও বাদ্যরূপ লোক বা ভোগ কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্কল্প বা ইচ্ছামাত্রই গীত ও বাদ্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি সেই গীত ও বাদ্য উপভোগ দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন, অর্থাৎ নিজের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ৮ ॥

অথ যদি স্ত্রী-লোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন স্ত্রী-লোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—আর যদি তিনি স্ত্রী-লোক বা স্ত্রীবিষয়ক ভোগ কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্কল্প বা ইচ্ছামাত্রই স্ত্রী-লোকসমূহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি সেই স্ত্রীবিষয়ক উপভোগের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন, অর্থাৎ নিজের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ। মাতরো জনয়িত্র্যোঽতীতাঃ সুখহেতুভূতাঃ সামর্থ্যাৎ, ন হি দুঃখহেতুভূতাসু গ্রাম-শূকরাদিজন্মনিমিত্তাসু মাতৃষু বিশুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিন ইচ্ছা তৎসম্বন্ধো বা যুক্তঃ। ২-৯।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সামর্থ্য অর্থাৎ বাক্যের যোগ্যতা বা তাৎপর্য্যানুসারে বুঝিতে হইবে যে, এস্থানে 'মাতরঃ' অর্থাৎ মাতৃগণ শব্দে সুখের হেতুস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দদায়িনী অতীত জননীসমূহ, কেন না, বিশুদ্ধসত্ত্ব যোগীর পক্ষে কখন দুঃখের হেতুস্বরূপ গ্রাম্য শূকরাদিজন্মের কারণীভূত মাতৃবিষয়ে ইচ্ছা বা তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা প্রথম মন্ত্রের ন্যায়॥ ২-৯॥

যং যমন্তমভিকামো ভবতি, যং কামং কাময়তে, সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে॥ ১০॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ২॥

অনুবাদ।—অধিক কি, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে যে বিষয় অথবা যে যে দেশকে কামনা করেন, যে যে কাম্য বিষয়ে অভিলাষী হন, তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই সেই সেই বিষয়, বা সেই সেই প্রদেশ বা সেই সেই পদার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, সেই সমস্ত বিষয়ের দ্বারা তিনি সমৃদ্ধিলাভ করেন ও পূজিত হন, অর্থাৎ নিজের মহিমা বা প্রভাব অনুভব করিতে সমর্থ হন॥ ১০॥

অষ্টমপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যং যমন্তং প্রদেশমভিকামো ভবতি, যং চ কামং কাময়তে যথোক্তব্যতিরেকেণাপি, সোঽস্যান্তঃ প্রাপ্তুমিষ্টঃ কামশ্চ সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি অস্য; তেনেচ্ছাঽবিঘাততয়া অভিপ্রেতার্থপ্রাপ্ত্যা চ সম্পন্নো মহীয়তে ইত্যাদ্যুক্তার্থম্। ১০।

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—তিনি যে যে অন্ত অর্থাৎ প্রদেশ বা স্থানের অভিলাষী হন, অর্থাৎ যে স্থানে বাস করিতে বা যে দেশের অধিকারী হইতে ইচ্ছুক হন, এবং পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহ ব্যতীতও অন্য যে কিছু কাম্য বিষয় কামনা করেন, ইঁহার সঙ্কল্প বা ইচ্ছামাত্রই অভীষ্ট সেই অন্ত অর্থাৎ প্রদেশ ও অপর কাম্যবিষয়সমূহ সমুত্থিত বা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয়; এইরূপে তাঁহার ঈপ্সিত বিষয় উপস্থিত হওয়ায়, ইচ্ছায় কোনরূপ বাধা উৎপত্তি না হওয়ায় ও অভিপ্রেত-বিষয় প্রাপ্ত হওয়ায় সম্পন্ন অর্থাৎ সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন, অর্থাৎ নিজের মহিমা অনুভব করিতে সমর্থ হন ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ১০।

অষ্টমপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমপ্রপাঠকে

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

তে ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ, তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং, যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি, ন তমিহ দর্শনায় লভতে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত সেই এই আত্মস্থ সত্য কামসমূহ অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আছে, এ জন্য সেই সমস্ত সত্য কাম বিদ্যমান থাকিলেও অনৃতই তাহাদের অপিধান বা আবরক হইয়া রহিয়াছে, কারণ, ইহার অর্থাৎ যে কোন প্রাণীর যে যে আত্মীয় বন্ধু ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করে, ইচ্ছা থাকিলেও ইহলোকে আর তাহাদিগের দর্শনলাভ ঘটে না, ইহাই অজ্ঞানরূপ আবরণের মহিমা ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যথোক্তাত্মধ্যানসাধনানুষ্ঠানং প্রতি সাধকানামুৎসাহজননার্থমনুক্রোশন্ত্যাহ—কষ্টমিদং খলু বর্ত্ততে যৎ, স্বাত্মস্থাঃ শক্যপ্রাপ্যা অপি তে ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ, তেষামাত্মস্থানাং স্বাশ্রয়াণামেব সতামনৃতং বাহ্যবিষয়েষু স্ত্র্যন্নভোজনাদিষু তৃষ্ণা, তন্নিমিত্তঞ্চ স্বেচ্ছাপ্রচারতঃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বাদনৃতমিত্যুচ্যতে; তন্নিমিত্তং সত্যানাং কামানামপ্রাপ্তিরিতি অপিধানমিব অপিধানম্। কথমনৃতাপিধাননিমিত্তং তেষামলাভ ইতি? উচ্যতে—যো যো হি যস্মাদস্য জন্তোঃ পুত্রো ভ্রাতা বা ইষ্ট ইতোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি প্রগচ্ছতি ম্রিয়তে, তমিষ্টং পুত্রং ভ্রাতরং বা স্বহৃদয়াকাশে বিদ্যমানমপি ইহ পুনর্দর্শনায় ইচ্ছন্নপি ন লভতে। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যে প্রকার সত্যকামত্বাদি গুণসম্পন্ন আত্মার ধ্যানের বিষয় উক্ত হইয়াছে, সেই ধ্যানের উপায় অনুষ্ঠান-বিষয়ে সাধকদিগের উৎসাহবর্দ্ধনের নিমিত্ত শ্রুতি দুঃখিতভাবে বলিতেছেন, ইহা অত্যন্ত কষ্টের বিষয় হইয়া রহিয়াছে যে, নিজের আত্মাতেই অবস্থিত ও প্রাপ্তির যোগ্য হইলেও সেই এই সত্য অর্থাৎ অব্যর্থ কামসমূহ অনৃত বা মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আছে; তাহারা আত্মস্থ অর্থাৎ নিজেতেই আশ্রিত থাকিলেও অনৃতই তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, অনৃত অর্থাৎ স্ত্রী, অন্নভোজন ইত্যাদি বাহ্যিক ভোগ্যবিষয়সমূহে তৃষ্ণা বা আসক্তি, আর সেই তৃষ্ণাজন্য যে স্বেচ্ছাচারিতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা, ইহাই মিথ্যাজ্ঞানের হেতু বলিয়া অথবা ইহা মিথ্যা জ্ঞান হইতে সঞ্জাত বলিয়া 'অনৃত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং সেই জন্যই সত্য-কামসমূহ প্রাপ্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, এই জন্যই উহা অপিধান অর্থাৎ অপিধানের

ন্তায় বা আবরকের তুল্য হইয়া থাকে। অনৃত দ্বারা আবৃত থাকায় তাহাদের লাভ না হওয়ার কি কারণ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যে হেতু, এই প্রাণীর যে যে পুত্র অথবা ভ্রাতা অথবা অন্ত কোন প্রিয় জন ইহলোক হইতে প্রগমন করে অর্থাৎ মৃত্যুকবলিত হয়, সেই সেই পুত্র বা ভ্রাতা বা প্রিয় ব্যক্তি নিজের হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলেও অর্থাৎ মনের মধ্যে নিত্য জাগরূক থাকিলেও সম্পূর্ণ ইচ্ছাসত্বেও ইহলোকে আর তাঁহাদের দর্শনলাভ ঘটে না। (ভাবার্থ এই যে— ঈশ্বরের ন্তায় প্রত্যেক জীবই সত্যকাম, ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রই অভীষ্ট বিষয়সমূহ যেমন উপস্থিত হয়, জীবও সেইরূপ ইচ্ছামাত্রই অভীষ্ট বিষয় লাভে সমর্থ, প্রভেদের মধ্যে এই যে, ঈশ্বর নিস্পৃহ, জাগতিক কোন ভোগই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, কেন না, তিনি শুদ্ধসত্ব, এবং শুদ্ধসত্ব বলিয়াই তাঁহার ইচ্ছা কখনই প্রতিহত হয় না, যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই অবিলম্বে সম্পন্ন হয়; আর জীব স্বভাবতই বিষয়াসক্ত, সেই আসক্তিবশতঃ জীবের সত্বগুণ স্ফূর্ত্ত হইতে পায় না, গুণান্তরের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কলুষিত হইয়া পড়ে, কারণ, বিষয়াসক্তির স্বভাবই হইতেছে যে, সে চিত্তকে কিছু না কিছু চঞ্চল ও কলুষিত করে, এই চিত্তচাঞ্চল্য ও বিষয়াসক্তি জন্ত জীবের 'সত্য-কাম' গুণটি আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, এই চিত্তচাঞ্চল্য ও বিষয়াসক্তিকেই 'অনৃত' ও 'অপিধান' নামে অভিহিত করা হইয়াছে)॥ ১॥

অথ যে চাস্যেহ জীবাঃ, যে চ প্রেতাঃ, যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে, সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতে, অত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ, তদযথাঽপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ, এবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি, অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—আর এই প্রাণীর পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি যে সমস্ত জীব ইহলোকে বিদ্যমান আছে, এবং যাহারা পরলোকে গমন করিয়াছে, এবং অন্ত আর যাহা কিছু ইচ্ছা করিলেও তাহা লাভ করিতে পারে না, কিন্তু এই হৃদয়াকাশ-নামক ব্রহ্মে গমন করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সেই সমস্তই লাভ করিতে পারে; কারণ, এই ব্যক্তির সেই সত্য কামসমূহ অর্থাৎ অব্যর্থ কামনাসমূহ অনৃত দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে, এই জন্তই তাহা প্রাপ্ত হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, অক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ভূগর্ভে নিহিত নিধিবিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই সেই ভূমির উপরে উপরে ভ্রমণ করিয়াও যেমন ভূগর্ভে নিহিত স্বর্ণাদি নিধি লাভ

করিতে পারে না, এই প্রজাসমূহও ঠিক সেইরূপই প্রতিদিনই এই হৃদয়াকাশ-সংজ্ঞক ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত হইয়াও তাহা লাভ করিতে পারে না, কারণ, তাহাদের সত্য কামসমূহ অনৃত বা বিষয়াসক্তি জন্য মিথ্যাজ্ঞানে আবৃত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ পুনর্যে চাস্য বিদুষো জন্তোর্জীবা জীবন্তীহ পুত্রা ভ্রাত্রাদয়ো বা, যে চ প্রেতা মৃতা ইষ্টাঃ সম্বন্ধিনঃ, যচ্চান্যদিহ লোকে বস্ত্রান্নপানাদি রত্নানি বা বস্তু ইচ্ছন্ ন লভতে, তৎ সর্ব্বমত্র হৃদয়াকাশাখ্যে ব্রহ্মণি গত্বা যথোক্তেন বিধিনা বিন্দতে লভতে। অত্রাস্মিন্ হার্দ্দাকাশে হি যস্মাদস্যৈতে যথোক্তাঃ সত্যাঃ কামা বর্ত্তন্তে অনৃতাপিধানাঃ। কথমিব তদস্যায্যমিতি ? উচ্যতে—তৎ তত্র যথা হিরণ্য-নিধিং—হিরণ্যমেব পুনর্গ্রহণায় নিধাতৃভির্নিধীয়তে ইতি নিধিঃ তং হিরণ্য-নিধিং নিহিতং ভূমেরধস্তান্নিক্ষিপ্তম্ অক্ষেত্রজ্ঞা নিধিশাস্ত্রৈর্নিধিক্ষেত্রমজানন্তস্তে নিধেরুপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তোঽপি নিধিং ন বিন্দেয়ুঃ শক্যবেদনমপি, এবমেব ইমা অবিদ্যাবত্যঃ সর্ব্বা ইমাঃ প্রজা যথোক্তং হৃদয়াকাশাখ্যং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মৈব লোকঃ তম্ অহরহঃ প্রত্যহং গচ্ছন্ত্যোঽপি সুষুপ্তকালে ন বিন্দন্তি ন লভন্তে—এষোঽহং ব্রহ্মলোকভাবমাপন্নোঽস্মি অদ্যেতি। অনৃতেন হি যথোক্তেন হি যস্মাৎ প্রত্যূঢ়া হৃতাঃ, স্বাত্মস্বরূপাৎ অবিদ্যাদিদোষৈর্ব্বহিরপকৃষ্টা ইত্যর্থঃ। অতঃ কষ্টমিদং বর্ত্ততে জন্তূনাং যৎ, স্বায়ত্তমপি ব্রহ্ম ন লভ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর এই বিদ্বান্ ব্যক্তির পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি যে সমস্ত আত্মীয় ইহলোকে জীবিত আছে, এবং যে সমস্ত প্রিয় সম্বন্ধী অর্থাৎ স্বজনগণ মৃত হইয়াছে, এবং ইহা ব্যতীতও অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, রত্ন প্রভৃতি যে কোন কাম্য বস্তু ইচ্ছা করিয়াও লাভ করিতে পারে না, এই হৃদয়াকাশনামক ব্রহ্মে যথোক্তবিধানানুসারে গমন করিয়া অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সাধন-প্রণালীর অনুসরণ করিয়া হৃদয়াকাশস্থ ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সেই সমস্ত বিষয়ই লাভ করিতে সমর্থ হয় ; যে হেতু, যথোক্ত এই সত্য কামসমূহ এই হৃদয়াকাশেই অনৃত দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। আচ্ছা, এরূপ অন্যায় বাক্য অর্থাৎ হৃদয়াকাশেই আছে, অথচ লাভ করিতে পারে না, এরূপ ন্যায় বা যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, ইহা সঙ্গত হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, আবশ্যকানুসারে পুনরায় গ্রহণ করিব, এইরূপ মনে করিয়া যে স্বর্ণ ভূগর্ভে নিহিত বা প্রোথিত করিয়া রাখা হয়, তাহাকে নিধি বলে ; নিধানকর্ত্তা কর্ত্তৃক নিহিত হয় বলিয়াই তাহার নাম নিধি ; অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ অর্থাৎ নিধিবিজ্ঞানশাস্ত্রানুসারে যাহারা নিধিক্ষেত্রকে (ভূগর্ভে যে স্থানে নিধি নিহিত আছে, সেই স্থানকে) জানে না, এমন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিধির উপরি উপরি পুনঃ পুনঃ বিচরণ করিয়াও ভূগর্ভে নিহিত বা নিক্ষিপ্ত সেই হিরণ্য বা স্বর্ণরূপ নিধিকে লাভযোগ্য

হইলেও যেমন লাভ করিতে পারে না, ঠিক এইরূপই অবিদ্যা বা অজ্ঞানাবৃত এই সমস্ত প্রজা বা প্রাণিগণ হৃদয়াকাশনামক ব্রহ্মলোককে—ব্রহ্মই লোক ব্রহ্মলোক, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ লোককে প্রত্যহই সুষুপ্তিকালে গমন করিলেও অর্থাৎ প্রাপ্ত হইলেও সেই সত্য কামসমূহকে লাভ করিতে পারে না, 'এই আমিই সম্প্রতি ব্রহ্ম-লোকভাবকে প্রাপ্ত হইয়াছি' ইহা বুঝিতেই পারে না; কারণ, পূর্ব্বোক্ত অনৃত বা মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা প্রত্যূঢ় অর্থাৎ অপহৃত, অর্থাৎ অবিদ্যা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ দ্বারা স্বরূপ হইতে বহির্দ্দেশে অপকৃষ্ট বা আনীত হওয়ায় কিছুই বুঝিবার সামর্থ্য থাকে না। অভিপ্রায় এই যে—জীবগণের পক্ষে ইহা অত্যন্তই কষ্টের বিষয় যে, নিজের আয়ত্ত হইলেও অর্থাৎ চেষ্টা দ্বারা সম্পূর্ণ লাভযোগ্য হইলেও ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না, অতএব ইহা অত্যন্তই কষ্টের বিষয় বলিতে হইবে ॥ ২ ॥

স বা এষ আত্মা হৃদি, তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদ্যয়মিতি, তস্মাদ্ধৃদয়ম্, অহরহর্ব্বা এবং-বিৎ স্বর্গং লোকমেতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সেই এই আত্মা হৃদয়ে আছেন; সেই 'হৃদয়' শব্দের ইহাই নিরুক্তি অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি বা যৌগিকার্থ যে, (হৃদি + অয়ম্ হৃদয়ম্) ইনি হৃদয়ে, এই জন্য ইহাকে হৃদয় বলা হয়। হৃদয় শব্দের উক্তবিধ অর্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিদিনই স্বর্গলোকে গমন করেন, অর্থাৎ সুষুপ্তিসময়ে নিশ্চয়ই হৃদয়াকাশনামক ব্রহ্মকে লাভ করেন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স বৈ এষ "আত্মাঽপহতপাপ্মা" ইতি প্রকৃতঃ, বৈ-শব্দেন তং স্মারয়তি। এষ বিবক্ষিত আত্মা হৃদি হৃদয়পুণ্ডরীকে আকাশ-শব্দেনাভিহিতঃ। তস্যৈতস্য হৃদয়স্যৈতদেব নিরুক্তং নির্ব্বচনং, নান্যৎ। হৃদি অয়মাত্মা বর্ত্ততে ইতি যস্মাৎ,তস্মাৎ হৃদয়নাম-নির্ব্বচনপ্রসিদ্ধ্যাঽপি স্বহৃদয়ে আত্মেত্যবগন্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। অহরহর্ব্বৈ প্রত্যহম্ এবংবিৎ হৃদি অয়মাত্মেতি জানন্ স্বর্গং লোকং হার্দ্দং ব্রহ্ম এতি প্রতিপদ্যতে। ননু অনেবংবিদপি সুষুপ্তিকালে হার্দ্দং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যতে এব, "সতা সোম্য! তদা সম্পন্নঃ" ইত্যুক্তত্বাৎ। বাঢ়মেবম্; তথাঽপ্যস্তি বিশেষঃ,—যথা জানন্ অজানংশ্চ সর্ব্বো জন্তুঃ সদ্ব্রহ্মৈব, তথাঽপি "তৎ ত্বমসি"ইতি প্রতিবোধিতো বিদ্বান্ "সদেব, নান্যোঽস্মি"ইতি জানন্ সদেব ভবতি, এবমেব বিদ্বান্ অবিদ্বাংশ্চ সুষুপ্তৌ যদ্যপি সৎ সম্পদ্যতে, তথাঽপি এবংবিদেব স্বর্গং লোকমেতীত্যুচ্যতে। দেহপাতেঽপি বিদ্যাফলস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ, ইত্যেব বিশেষঃ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—মূলোক্ত 'বৈ' এই শব্দটি স্মরণার্থক, "আত্মা অপহতপাপ্মা" এই শ্রুতিতে যে আত্মার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই আত্মাকেই 'বৈ' শব্দ দ্বারা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। সেই এই বিবক্ষিত (যাহার বিষয় বলার ইচ্ছা করা হইতেছে, তাহাকে বিবক্ষিত বলে) অর্থাৎ

অভিপ্রেত আত্মা হৃদয়ে অর্থাৎ হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যে আকাশশব্দে বা 'আকাশ' এই এই নামে অভিহিত হন। সেই এই হৃদয়ের ইহাই নিরুক্তি অর্থাৎ নির্ব্বচন বা যৌগিকার্থ, অন্য কিছু নহে; যে হেতু, এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, এই জন্যই ইহার নাম হৃদয়। অভিপ্রায় এই যে, 'হৃদয়' শব্দের এই নির্ব্বচন বা যৌগিকার্থের প্রসিদ্ধি অনুসারেও নিজের হৃদয়েই যে আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এবং-বিৎ অর্থাৎ এই আত্মা হৃদয়েই আছেন, এইরূপ যিনি জানেন, সেই ব্যক্তি প্রতিদিনই সুষুপ্তিকালে স্বর্গলোক অর্থাৎ হৃদয়াকাশ নামক ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। আচ্ছা, আত্মা যে হৃদয়েই বর্ত্তমান আছেন, ইহা যাহারা জানে না, তাহারাও ত সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়, কেন না, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "হে সোম্য! তৎকালে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে সৎপদার্থের সহিত সংযুক্ত বা মিলিত হয়।" হাঁ, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু, তাহা হইলেও এ বিষয়ে একটু বিশেষ আছে, যেমন আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানুক বা নাই জানুক, সকল প্রাণীই সৎ-ব্রহ্ম-স্বরূপই, তথাপি 'তৎ ত্বমসি' এই বাক্যানুসারে প্রতিবোধিত বিদ্বান্ ব্যক্তি "আমি ব্রহ্মস্বরূপই, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে" নিজেকে এইরূপ জানিয়া সৎ-স্বরূপই হন; ঠিক সেইরূপই বিদ্বান্ই হউন, আর অবিদ্বান্ই হউন, সুষুপ্তিকালে যদিও সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন, তাহা হইলেও এবং-বিৎ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ 'আত্মা হৃদয়েই অবস্থিত' এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন, বলা হইয়াছে; কারণ, দেহপাত হইলেও অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও জ্ঞানী ব্যক্তির বিদ্যার ফল অবশ্যম্ভাবী, জ্ঞানীর সম্বন্ধে ইহাই বৈশিষ্ট্য। (ভাব এই যে, বিদ্বান্ই হউন, আর অবিদ্বান্ই হউন, সুষুপ্তিকালে উভয়েই তুল্যভাবে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন, কিন্তু অবিদ্বান্ তাহা অনুভব করিতে পারেন না, বিদ্বান্ পারেন; বিশেষতঃ দেহত্যাগের পর বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত, অবিদ্বানের পক্ষে তাহা কোনকালেই সম্ভব নহে, এই জন্যই বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন বলিয়া বিশেষরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে) ॥ ৩ ॥

অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতি-রুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদমৃতম্, অভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি, তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—আর এই যে সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে কোনরূপ দুঃখের

অনুভূতি না থাকায় সম্পূর্ণ প্রসন্নতাভাগী জীব এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া অর্থাৎ শরীরাত্মভাব পরিত্যাগ করিয়া পরজ্যোতিঃ অর্থাৎ পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মাকে লাভ করিয়া স্বকীয় স্বাভাবিকরূপে নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত অব্রহ্মভাব ত্যাগ করিয়া নিজের স্বপ্রকাশ আনন্দময় ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাই আত্মা অর্থাৎ জীবের প্রকৃতস্বরূপ, এ কথা সনৎকুমার বলিয়াছেন। ইহাই অমৃত ও ইহাই অভয় অর্থাৎ মৃত্যুভয়বিরহিত, এবং ইহাই ব্রহ্ম। সেই এই ব্রহ্মেরই নাম 'সত্য' ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সুষুপ্তকালে স্বেনাত্মনা সতা সম্পন্নঃ সন্ সম্যক্ প্রসীদতীতি। জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্ব্বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজাতং কালুষ্যং জহাতীতি সম্প্রসাদশব্দো যদ্যপি সর্ব্বজন্তুনাং সাধারণঃ, তথাঽপ্যেবং-বিৎ স্বর্গং লোকমেতীতি প্রকৃতত্বাৎ এষ সম্প্রসাদ ইতি সন্নিহিতবৎ বস্তুবিশেষাৎ সঃ, অথেদং শরীরং হিত্বা অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় শরীরাত্মভাবনাং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। ন তু আসনাদিব সমুত্থায়েতি ইহ যুক্তং, স্বেন রূপেণেতি বিশেষণাৎ। ন হি অন্যত উত্থায় স্বরূপং সম্পত্তব্যম্। স্বরূপমেব হি তন্ন ভবতি, প্রতিপত্তব্যং চেৎ স্যাৎ। পরং পরমাত্মলক্ষণং বিজ্ঞপ্তিস্বভাবং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বাস্থ্যমুপগম্যেতি। এতৎ স্বেন আত্মীয়েন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, প্রাগেতস্যাঃ স্বরূপসম্পত্তেঃ অবিদ্যয়া দেহমেবাপরং রূপমাত্মত্বেনোপগত ইতি ইতদপেক্ষ্য ইদমুচ্যতে, স্বেন রূপেণেতি। অশরীরতা হি আত্মনঃ স্বরূপং, যৎ স্বং পরং জ্যোতিঃস্বরূপমাপদ্যতে সম্প্রসাদঃ, এষ আত্মেতি হোবাচ—"স ব্রুয়াৎ" ইতি যঃ শ্রুত্যা নিযুক্তোঽন্তেবাসিভ্যঃ। কিঞ্চ, এতদমৃতমবিনাশি ভূমা, "যো বৈ ভূমা তদমৃতম্" ইত্যুক্তম্, অত এবাভয়ং, ভূম্নো দ্বিতীয়াভাবাৎ, অত এতৎ ব্রহ্মেতি। তস্য হ বৈ এতস্য ব্রহ্মণো নাম অভিধানম্। কিন্তৎ ? সত্যমিতি। সত্যং হি অবিতথং ব্রহ্ম, "তৎ সত্যং স আত্মা" ইতি হ্যুক্তম্। অথ কিমর্থমিদং নাম পুনরুচ্যতে ? তদুপাসনবিধিস্তুত্যর্থম্। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সুষুপ্তিকালে স্ব অর্থাৎ আত্মস্বরূপ সৎপদার্থের সহিত সম্পন্ন অর্থাৎ একীভূত হইয়া সম্যক্-ভাবে প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহের সংযোগ হইতে সঞ্জাত কালুষ্য বা অব্রহ্মভাব পরিত্যাগ করে বলিয়া সম্প্রসাদ-শব্দটি যদিও সাধারণভাবেই সমস্ত প্রাণীর বাচক হয়, তাহা হইলেও 'এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন' এইরূপ প্রকরণ বা প্রস্তাব থাকায়, বিশেষতঃ 'এই সম্প্রসাদ' এ স্থলে সন্নিহিতবস্তু-বোধক 'এষঃ' (এই) এই পদটির প্রয়োগ থাকায় 'সম্প্রসাদ' শব্দ দ্বারা 'এবংবিৎ' অর্থাৎ এ বিষয়ে অভিজ্ঞ জীবকেই বুঝিতে হইবে। অনন্তর সেই সম্প্রসাদ এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া 'এই শরীরই আত্মা' এইরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া—এ স্থানে "সমুত্থায়" অর্থাৎ সমুত্থিত হইয়া বলিতে

লোকে যেমন আসন হইতে উত্থিত হয়, সেইরূপ উত্থান করা অর্থ বুঝাইবে না, কারণ, 'স্বেন রূপেণ' অর্থাৎ স্বীয়রূপে বলিয়া বিশেষ করা হইয়াছে, আরও এস্থানে বুঝিতে হইবে যে, অন্য কোন বস্তু হইতে উত্থিত হইলে স্বরূপসম্পত্তি বা স্বরূপলাভ সম্ভব হয় না, কারণ, যে বস্তু প্রতিপত্তব্য অর্থাৎ প্রাপ্তব্য, যে বস্তুকে লাভ করিতে হয়, তাহা কখনই স্বরূপ হইতে পারে না। পর অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তিস্বভাব (জ্ঞানস্বরূপ) পরমাত্মরূপ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করত (স্বকীয়ভাব বা নিজস্বরূপে অবস্থিত হইয়া) নিজস্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ নিজের যথার্থ স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়। এই স্বরূপসম্পত্তির পূর্ব্বে অবিদ্যা দ্বারা অপর রূপ অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ অনাত্ম-দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করিত, সেই অজ্ঞান অবস্থার তুলনাতেই 'স্বেন রূপেণ' স্ব-স্বরূপে নিষ্পন্ন হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে, কারণ, অশরীরতা বা শরীরাভাবই আত্মার যথার্থ স্বরূপ। শ্রুতি 'স ব্রূয়াৎ' তিনি বলিবেন, এইরূপে শিষ্যগণকে উপদেশ দিবার জন্য যাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি, সম্প্রসাদ যে পরজ্যোতিঃস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহাই আত্মা, এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। আরও দেখ—এই পরজ্যোতিঃ অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী ভূমা; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—"যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত" অতএব অভয়, অমৃত ভূমা বলিয়াই ভয়রহিত, কারণ, ভূমার আর দ্বিতীয় বলিয়া কিছু নাই, যাহা হইতে ভয় হইতে পারে, কাজেই অভয়। (ভাবার্থ এই যে—বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে, সৃষ্টির আদিতে যিনি প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি এই বিশাল জগতে একাকী অবস্থান করিয়াও কোন ভয় অনুভব করেন নাই। তাঁহার ভয় না পাওয়ার কারণ কি, তাহা শ্রুতি নিজেই বলিয়াছেন—"কস্মাদ্ধি অভেষ্যৎ ? দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি" অর্থাৎ সেই প্রথম সৃষ্ট পুরুষ কাহা হইতে ভীত হইবেন ? দ্বিতীয় কেহ থাকিলেই তাহা হইতে ভয় হইতে পারে, প্রথম সৃষ্টিতে যখন একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেহ ছিল না, তখন কিছু হইতেই তাঁহার ভয়ের কারণ ঘটিতে পারে না। এ স্থানেও সেই বিষয়ই বলা হইয়াছে, সর্ব্বব্যাপী ভূমা ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই যখন নাই, তখন তাঁহার ভয়ও নাই, এই জন্যই তিনি অভয়) এবং এই জন্যই ইহা ব্রহ্ম বা ব্রহ্মস্বরূপ। সেই এই ব্রহ্মের নাম অর্থাৎ অভিধান, কি সেই নাম ? না, সত্য, যে হেতু, ব্রহ্মই একমাত্র অবিতথ অর্থাৎ যথার্থ সত্য, কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "তাহাই সত্য, তিনিই আত্মা"। আচ্ছা, এই নামের পুনরুল্লেখ করার কি প্রয়োজন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তাঁহার উপাসনাবিধির স্তুতি অর্থাৎ প্রশংসার নিমিত্ত ॥ ৪ ॥

তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি স-তী-য়মিতি, তৎ যৎ সৎ, তদমৃতম্, অথ যৎ তি, তন্মর্ত্ত্যম্, অথ যৎ যং, তেনোভে যচ্ছতি, যদনেনোভে যচ্ছতি, তস্মাৎ যম্, অহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ॥ ৫ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সেই এই তিনটি অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মের নামাক্ষর—'স', 'তী' (ত্) ও 'যম্' (সত্য)। তাহার মধ্যে যাহা 'সৎ' ('স' অক্ষর) তাহা অমৃত, আর যে 'তি' ('ত্' অক্ষর) তাহা মর্ত্ত্য অর্থাৎ বিনশ্বর, আর যে-টি 'যম্' তাহা দ্বারা উভয় অর্থাৎ 'স' ও 'ত' এই দুইটি অক্ষরই নিয়মিত হইতেছে, অর্থাৎ অমৃত ও মর্ত্ত্য উভয়কেই নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিয়াছে। যে হেতু, 'যম্' এই অক্ষরের দ্বারা 'স' ও 'ত্' এই দুইটি অক্ষরই যমিত বা নিয়মিত হইতেছে, সেই হেতুই ইহার নাম 'যম্'। এবংবিৎ অর্থাৎ উক্তরূপ নামতত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিদিনই সুষুপ্তিকালে স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ৫ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তানি হ বা এতানি ব্রহ্মণো নামাক্ষরাণি ত্রীণ্যেতানি—স-তী-য়মিতি, স-কারস্ত-কারো যমিতি চ। ঈ-কারস্ত-কারে উচ্চারণার্থোঽনুবন্ধঃ, হ্রস্বেনৈবাক্ষরেণ পুনঃ প্রতিনির্দ্দেশাৎ। তেষাং তৎ তত্র যৎ সৎ সকারঃ, তমৃতং সদ্ব্রহ্ম; অমৃতবাচকত্বাদমৃত এব স-কারঃ ত-কারান্তো নির্দ্দিষ্টঃ। অথ যৎ তি-কারঃ, তৎ মর্ত্ত্যম্। অথ যৎ যম্ অক্ষরং, তেনাক্ষরেণ অমৃত-মর্ত্ত্যাখ্যে পূর্ব্বে উভে অক্ষরে যচ্ছতি যময়তি নিয়ময়তি বশীকরোতি আত্মনেত্যর্থঃ। যৎ যস্মাদনেন যমিত্যেতেনোভে যচ্ছতি, তস্মাৎ যম্, সংযতে ইব হি এতেন যমা লক্ষ্যেতে। ব্রহ্মনামাক্ষরস্যাপি ইদমমৃতত্বাদি-ধর্ম্মবত্বং মহাভাগ্যং, কিমুত নামবতঃ? ইত্যুপাস্যত্বায় স্তূয়তে ব্রহ্মনামনির্ব্বচনেন এবংনামবতো বেত্তা এবংবিৎ। অহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতীত্যুক্তার্থম্ ॥ ৫ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'স' 'তী' 'যম্' এই তিনটি ব্রহ্মের নামাক্ষর অর্থাৎ 'স' 'ত্' ও 'যম্' (সত্যম্)। ত-কারে যে দীর্ঘ ঈকার অনুবন্ধ অর্থাৎ সংযুক্ত আছে, তাহা কেবল সুখে উচ্চারণের নিমিত্ত, প্রকৃতপক্ষে উহার কোন সার্থকতা নাই, কেন না, পরেই আবার হ্রস্ব ই-কারের দ্বারাও নির্দ্দেশ রহিয়াছে, সুতরাং হ্রস্ব ই-কার অনুবন্ধই হউক, অথবা দীর্ঘ ঈ-কার অনুবন্ধই থাকুক, উভয়ই উচ্চারণের সৌকর্য্যার্থ, উপযোগিতা কিছুই নাই। তাহাদের মধ্যে

যেটি 'সৎ' অর্থাৎ স-কার, তাহা অমৃতস্বরূপ সৎ-ব্রহ্ম, অমৃতবাচক বলিয়া অমৃতস্বরূপ স-কারই ত-কারান্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর যে 'তি' বা ত-কার, তাহা মর্ত্ত্য বা বিনশ্বর। আর যে 'যম্' এই অক্ষর, সেই অক্ষরের দ্বারা অমৃত ও মর্ত্ত্যনামক 'স' ও 'ত' পূর্ব্ববর্ত্তী এই দুইটি অক্ষরকে যমিত অর্থাৎ নিয়মিত করিতেছে, অর্থাৎ স্বভাবতই বশীভূত করা হইতেছে। যে হেতু, 'যম্' এই অক্ষরটি দ্বারা 'স' ও 'ত' এই দুইটি অক্ষরকেই নিয়মিত করা হইতেছে, সেইজন্যই ইহা 'যম্', কারণ 'যম্' অক্ষরটি দ্বারা ঐ দুইটি অক্ষরই যেন সংযত বা সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মের নামের এই অক্ষরসমূহেরও যখন এই অমৃতত্বাদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধরূপ মহা সৌভাগ্য, তখন নামবিশিষ্ট অর্থাৎ যিনি নামের অধিকারী, তাঁহার ভাগ্যবত্তাসম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য। এইরূপে উপাস্যত্বের নিমিত্ত অর্থাৎ উপাস্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য ব্রহ্মের 'সত্য' এই নামের নির্ব্বচন অর্থাৎ নিরুক্তি বা যৌগিকার্থ প্রদর্শনের দ্বারা ব্রহ্মের স্তব করা হইতেছে। যিনি এইরূপ নামবিশিষ্ট বা নামী বা নামের অধিকারীকে জানেন, তিনিই এবংবিৎ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ। এবংবিৎ ব্যক্তি প্রতিদিনই সুষুপ্তিকালে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ হৃদয়াকাশ নামক ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মের "সত্য" এই নামের মধ্যে যে স-কার, ত-কার ও য-কার এই তিনটি বর্ণ আছে, ইহার মধ্যে স-বর্ণ সদ্‌ব্রহ্মের অমৃতবোধকতানিবন্ধন অমৃত অর্থে প্রযুক্ত। আর ঐ তিন বর্ণের মধ্যে যে ত-কার বিদ্যমান, তাহা মর্ত্ত্য এবং উক্ত সত্য-নামান্তর্গত য-কার নিয়মকারক, অর্থাৎ অমৃত ও মর্ত্ত্যাখ্য বর্ণদুটিকে বশীভূত করে। যে হেতু, 'য' এই বর্ণ অমৃত ও মর্ত্ত্যাখ্য বর্ণদ্বয়কে বশীভূত করে, সুতরাং জানা যায় যে, য-কারই আদিতে সংযত করিয়াছে এবং ব্রহ্মের "সত্য" এই নামবর্ণত্রয়, অর্থাৎ স-কার, ত-কার ও য-কার ইহাদিগের অমৃতত্বাদি ধর্ম্মবত্তা আছে ; অতএব যখন নামাক্ষরেরই অমৃতত্বাদি ধর্ম্ম আছে, তখন সেই নামবিশিষ্টের যে অমৃতত্বাদি ধর্ম্ম থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি এই প্রকারে প্রতিদিন ব্রহ্মনামাক্ষরের আরাধনা দ্বারা তাঁহার মহিমা জানিতে পারেন, তিনিই স্বর্গধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমপ্রপাঠকে

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়, নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ, ন জরা, ন মৃত্যুঃ, ন শোকঃ, ন সুকৃতং, ন দুষ্কৃতং, সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে, অপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—আর পূর্ব্বোক্ত যে আত্মা, তাহাই এই সমস্ত জগতের অসম্ভেদের অর্থাৎ অমিশ্রণের জন্য (সম্ভেদ অর্থাৎ পরস্পর সম্মিশ্রণ, যাহাতে সমস্ত পরস্পর মিশ্রিত হইয়া একাকার না হইয়া যায় তজ্জন্য) বিধৃতি অর্থাৎ ধারক বা বিশেষরূপ ব্যবস্থাকারক সেতুস্বরূপ (মৃন্ময় সেতু (আ'ল) যেমন নিজের ও অন্যের ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপক বা পার্থক্যসম্পাদক সেইরূপ)। দিবা ও রাত্রি এই সেতুকে অতিক্রম করিতে পারে না, জরা ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, মৃত্যু ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, শোক ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, পুণ্য ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, পাপও ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। সমস্ত পাপই ইঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ পাপ ইঁহার নিকট আসিতে পারে না, দূরে দূরে থাকে, কারণ, এই ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ লোক অপহতপাপ্মা অর্থাৎ নিষ্পাপ বা সর্ব্বপাপধ্বংসী ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ য আত্মেতি। উক্তলক্ষণো যঃ সম্প্রসাদঃ, তস্য স্বরূপং বক্ষ্যমাণৈরুক্তৈরনুক্তৈশ্চ গুণৈঃ পুনঃ স্তূয়তে, ব্রহ্মচর্য্যসাধনসম্বন্ধার্থম্। য এষ যথোক্তলক্ষণ আত্মা, স সেতুরিব সেতুঃ; বিধৃতির্ব্বিধরণঃ, অনেন হি সর্ব্বং জগৎ বর্ণাশ্রমাদিক্রিয়াকারকফলাদিভেদনিয়মৈঃ কর্ত্তুরনুরূপং বিদধতা বিধৃতম্। অধ্রিয়মাণং হীশ্বরেণেদং বিশ্বং বিনশ্যেত যতঃ, তস্মাৎ স সেতুর্ব্বিধৃতিঃ। কিমর্থং স সেতুঃ? ইত্যাহ—এষাং ভূরাদীনাং লোকানাং কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-ফলাশ্রয়াণামসম্ভেদায় অবিদারণায় অবিনাশায়েত্যেতৎ। কিং বিশিষ্টশ্চাসৌ সেতুঃ? ইত্যাহ—নৈনং সেতুমাত্মানমহোরাত্রে সর্ব্বস্য জনিমতঃ পরিচ্ছেদকে সতী নৈতং তরতঃ; যথা অন্যে সংসারিণঃ কালেনাহোরাত্রাদিলক্ষণেন পরিচ্ছেদ্যাঃ, ন তথা অয়ং কালপরিচ্ছেদ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ; "যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অত এবৈনং ন জরা তরতি ন প্রাপ্নোতি; তথা ন মৃত্যুঃ, ন শোকঃ, ন সুকৃতং, ন দুষ্কৃতম্; সুকৃতদুষ্কৃতে ধর্ম্মাধর্ম্মৌ। প্রাপ্তিরত্র তরণ-শব্দেনাভিপ্রেতা, নাতিক্রমণম্; কারণং হ্যাত্মা, ন শক্যং হি কারণাতিক্রমণং কর্ত্তুং কার্য্যেণ। অহোরাত্রাদি চ সর্ব্বং সতঃ কার্য্যম্। অন্যেন হি

অন্যস্য প্রাপ্তিরতিক্রমণং বা ক্রিয়তে, ন তু তেনৈব তস্য ; ন হি ঘটেন মৃৎ প্রাপ্যতে অতিক্রম্যতে বা। যদ্যপি পূর্ব্বং "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি প্রতিষেধ উক্ত এব, তথাপীহ অয়ং বিশেষঃ,—ন তরতীতি প্রাপ্তিবিষয়ত্বং প্রতিষিধ্যতে। তত্রাবিশেষেণ জরাদ্যভাবমাত্রমুক্তম্। অহোরাত্রাভ্যা উক্তা অনুক্তাশ্চান্যে সর্ব্বে পাপ্মান উচ্যন্তে ; অতোঽস্মাদাত্মনঃ সেতোর্নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্যৈবেত্যর্থঃ। অপহতপাপ্মা হি এষ ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোক উক্তঃ। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—'অনন্তর যে আত্মা' ইহাই বলিয়া নিজের বক্তব্য আরম্ভ করিতেছেন, পূর্ব্বোক্তরূপ যে সম্প্রসাদ, ব্রহ্মচর্য্যসাধনের সহিত যে ইহার সম্বন্ধ বা সংস্রব আছে, ইহাই প্রতিপাদনের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ, উক্ত ও অনুক্ত গুণসমূহের দ্বারা তাঁহার স্বরূপের স্তব করা হইতেছে। পূর্ব্বে যে আত্মার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই লক্ষণবিশিষ্ট এই যে আত্মা, ইনি সেতু অর্থাৎ সেতুর ন্যায়। বিধৃতি অর্থাৎ বিধরণ বা ধারণকর্ত্তা বা ব্যবস্থাপক, কারণ, বর্ণ ও আশ্রমাদিবিহিত ক্রিয়া, কারক (কর্ত্তা) ও ফল প্রভৃতির ভেদের নিয়ম বা যথাযথ শৃঙ্খলাবিধানের দ্বারা কর্ত্তার অনুরূপ বা কর্ত্তার যোগ্য ব্যবস্থাপূর্ব্বক ইনিই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ধারণ করিয়া আছেন, যে হেতু ঈশ্বর এই জগৎকে ধারণ করিয়া না রাখিলে ইহা ধ্বংস হইয়া যাইত, এই জন্যই তিনি বিধৃতি অর্থাৎ জগতের ধারণকর্ত্তা সেতুস্বরূপ। কেন তিনি সেতুস্বরূপ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, কর্ত্তা, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলসমূহের আশ্রয়স্বরূপ এই ভূঃ ভুবঃ ইত্যাদি লোকসমূহের অসম্ভেদ অর্থাৎ অবিদারণ বা অবিনাশের নিমিত্তই (এই লোকসমূহ যাহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, এই জন্য) তিনি সেতুস্বরূপ। এই সেতুটি কি কি গুণবিশিষ্ট? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, দিবা ও রাত্রি সমস্ত জন্য বা সৃষ্ট পদার্থের পরিচ্ছেদক অর্থাৎ সীমানির্দ্দেশক বা পরিমাণকারী হইলেও (উৎপত্তিশীল পদার্থসমূহের স্থায়িত্বের পরিমাণজ্ঞাপক হইলেও) এই আত্মারূপ সেতুকে অতিক্রম করিতে পারে না, (দিবা ও রাত্রিও তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে চালিত হইতেছে)। অভিপ্রায় এই যে, অন্যান্য সংসারী ব্যক্তিগণ যেরূপ অহো-রাত্রাদিরূপ কালের দ্বারা পরিচ্ছেদ্য অর্থাৎ সীমাবদ্ধ হইবার যোগ্য, এই আত্মারূপ সেতু সেরূপ কালপরিচ্ছেদ্য নহেন, অর্থাৎ ইনি অসীম, সীমাবদ্ধ নহেন ; কারণ, শ্রুত্যন্তরে আছে, "দিবা-রাত্রির সহিত সংবৎসররূপ কাল অথবা সংবৎসরাত্মক দিন-রাত্রিরূপে যাঁহা হইতে নিম্নে পরিভ্রমণ করিতেছে"। অতএব জরা ইঁহাকে উত্তীর্ণ হইতে পারে না অর্থাৎ প্রাপ্ত হইতে পারে না ; এইরূপ মৃত্যু, শোক, সুকৃত, দুষ্কৃত কিছুই ইঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না ; সুকৃত অর্থাৎ ধর্ম্ম, আর দুষ্কৃত অর্থাৎ

অধর্ম্ম। এস্থানে 'তরণ' (তরতঃ) শব্দের অর্থ প্রাপ্তি, ইহাই উপনিষৎকারের অভিপ্রায়, অতিক্রমণ বা উল্লঙ্ঘন অর্থ নহে, যে হেতু, আত্মাই সকলের কারণ, কার্য্য বা সৃষ্ট পদার্থ কখনই কারণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, দিবা রাত্রি প্রভৃতি সংবৎসরাত্মক কালের অবয়বসমূহ সংস্বরূপ আত্মারই কার্য্য; অতএব অহো-রাত্রাত্মক কাল কখন নিজের কারণস্বরূপ আত্মাকে অতিক্রমণ করিতে পারে না। অন্য কোন পদার্থ অন্য কোন পদার্থকে প্রাপ্ত হইতে বা অতিক্রম করিতে পারে বটে, কিন্তু নিজেকে অতিক্রমণ করিতে বা প্রাপ্ত হইতে কখনই পারে না, যে হেতু, ঘট কখনই নিজের কারণস্বরূপ মৃত্তিকাকে প্রাপ্ত হইতে বা অতিক্রমণ করিতে পারে না। "য আত্মা অপহতপাপ্মা" এই বাক্য দ্বারা পূর্ব্বে যদিও আত্মার পাপসংস্পর্শ নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা হইলেও এস্থানে বিশেষ এই যে, 'ন তরতি' এই বাক্য দ্বারা প্রাপ্তিবিষয়ের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে পাপ দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা নাই; আর সে স্থানে কেবল সাধারণ ভাবে জরা শোক প্রভৃতি ধর্ম্মের সম্বন্ধাভাবই বলা হইয়াছে। অহো-রাত্রি প্রভৃতি উক্ত অনুক্ত যা কিছু সমস্তই 'পাপ্মা' অর্থাৎ পাপ বলিয়া কথিত হয়, অর্থাৎ এস্থানে 'পাপ্মা' এই শব্দের দ্বারা দিবা-রাত্রি প্রভৃতি উক্ত অনুক্ত সকল বিষয়কেই বুঝাইবে। 'অতঃ' অর্থাৎ এই আত্মারূপ সেতু হইতে তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়াই নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করে। অপহতপাপ্মা এই আত্মাই ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মই লোক-স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ১ ॥

তস্মাদ্বা এতꣳ সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি, বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবতি, উপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি, তস্মাদ্বা এতꣳ সেতুং তীর্ত্বাঽপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে, সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—এ নিমিত্ত এই আত্মারূপ সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া অন্ধ হইলেও অর্থাৎ পূর্ব্বে দৈহিকসম্বন্ধবশতঃ দৃষ্টিহীন থাকিলেও দেহত্যাগের পর আনন্দ বা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হন। পূর্ব্বে দেহসম্বন্ধকালে বিদ্ধ বা দুঃখপীড়িত থাকিলেও দেহ-ত্যাগান্তে অবিদ্ধ বা সর্ব্বদুঃখবিমুক্ত হন। পূর্ব্বে অর্থাৎ যত দিন দেহসম্বন্ধ ছিল, তখন উপতাপী অর্থাৎ রোগাদি দ্বারা সন্তপ্ত থাকিলেও দেহত্যাগান্তে আত্মা-সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ববিধ উপতাপ হইতে বিমুক্ত হন। এই জন্যই এই আত্মারূপ সেতুকে প্রাপ্ত হওয়ার পর বা ইহাকে বিশেষরূপে জানার পর রাত্রিও তাঁহার পক্ষে দিনে

পরিণত হয়, কেন না, উক্ত ব্রহ্মরূপ লোক সকৃদ্বিভাত অর্থাৎ নিত্যই প্রকাশাত্মক ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যস্মাচ্চ পাপ্মকার্য্যম্ আন্ধ্যাদি শরীরবতঃ স্যাৎ, ন তু অশরীরস্য, তস্মাদ্বৈ এতমাত্মানং সেতুং তীর্ত্ত্বা প্রাপ্য অনন্ধো ভবতি, দেহবত্ত্বে পূর্ব্বমন্ধোঽপি সন্। তথা বিদ্ধঃ সন্ দেহবত্ত্বে, দেহবিয়োগে সেতুং প্রাপ্য অবিদ্ধো ভবতি। তথা উপতাপী রোগাদ্যুপতাপবান্ সন্ অনুপতাপী ভবতি। কিঞ্চ, যস্মাৎ অহোরাত্রে ন স্তঃ সেতৌ, তস্মাৎ বৈ এতং সেতুং তীর্ত্ত্বা প্রাপ্য নক্তমপি তমোরূপং রাত্রিরপি সর্ব্বমহরেব অভিনিষ্পদ্যতে; বিজ্ঞপ্ত্যাত্মজ্যোতিঃস্বরূপম্ অহরিবাহঃ সদৈকরূপং বিদুষঃ সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ। সকৃদ্বিভাতঃ সদা বিভাতঃ সদৈকরূপঃ স্বেন রূপেণৈব ব্রহ্মলোকঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে হেতু, শরীরীদিগের অন্ধত্বাদিদোষ-সমূহ পাপেরই কার্য্য বা ফল, অশরীরীর পক্ষে উক্ত দোষ ঘটিতে পারে না, সেই হেতু, পূর্ব্বে শরীরী অবস্থায় অর্থাৎ যখন শরীরসম্বন্ধ ছিল, তখন অন্ধ থাকিলেও এই আত্মারূপ সেতুকে প্রাপ্ত হইলে অনন্ধ অর্থাৎ চক্ষুষ্মান্ বা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সেইরূপ দেহধারণকালে বিদ্ধ অর্থাৎ দুঃখার্ত্ত অথবা শস্ত্রবিদ্ধ থাকিলেও দেহ-ত্যাগানন্তর সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্ধ বা দুঃখশূন্য অথবা আঘাতযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়। এইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বে দেহধারণকালে উপতাপী অর্থাৎ রোগশোকাদি দ্বারা উপতপ্ত বা সন্তপ্ত থাকিলেও দেহত্যাগান্তে সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া উপতাপ হইতে মুক্ত হয়। আরও দেখ, যে হেতু, উক্ত আত্মারূপ সেতুতে অহো-রাত্র নাই, সে জন্য এই সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া নক্ত অর্থাৎ অন্ধকারাত্মক রাত্রিও সম্পূর্ণভাবেই দিনরূপে পরিণত হয়, অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট বিজ্ঞানাত্মক আত্মজ্যোতিঃ-স্বরূপ দিবস—দিবসের ন্যায়ই দিবস, সর্ব্বদাই একরূপে প্রতিভাত বা বিবেচিত হয়। ব্রহ্মলোক সকৃদ্বিভাত অর্থাৎ সর্ব্বদাই প্রভাম্বিত, অর্থাৎ সর্ব্বদাই নিজরূপে একরূপই থাকেন, কখন কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না ॥ ২ ॥

তৎ যে এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি, তেষামে-বৈষ ব্রহ্মলোকঃ, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ৩ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকে চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুসারে ইহাই জানা গেল যে, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য-পালন দ্বারা এই ব্রহ্মলোক লাভ করেন, উক্ত ব্রহ্মলোক কেবল তাঁহাদের সম্বন্ধেই সিদ্ধ হয়, এবং তাঁহাদেরই সমস্ত লোকে কামচার বা স্বাতন্ত্র্যলাভ ঘটে, অপরের হয় না ॥ ৩ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্রৈবং সতি এতং যথোক্তং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণ স্ত্রীবিষয়তৃষ্ণাত্যাগেন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনু বিন্দন্তি স্বাত্ম-সংবেদ্যতামাপাদয়ন্তি যে, তেষামেব ব্রহ্মচর্য্যসাধনবতাং ব্রহ্মবিদাম্ এষ ব্রহ্মলোকঃ, নান্যেষাং স্ত্রীবিষয়সম্পর্কজাত-তৃষ্ণানাং ব্রহ্মবিদামপীত্যর্থঃ। তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীত্যুক্তার্থম্। তস্মাৎ পরমমেতৎ সাধনং ব্রহ্মচর্য্যং ব্রহ্মবিদামিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য চতুর্থখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ইহাই যখন সিদ্ধান্ত হইল, তখন বুঝিতে হইবে যে, যাঁহারা শাস্ত্রানুশাসন ও আচার্য্যের নিকট উপদেশপ্রাপ্তির পর স্ত্রী-বিষয়ক লালসা পরিত্যাগরূপ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত এই ব্রহ্ম-লোককে লাভ করেন, অর্থাৎ নিজেদের অনুভবগম্য বা অনুভবের বিষয়ীভূত করেন, ব্রহ্মচর্য্যরূপ সাধন বা উপায়সমন্বিত সেই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্‌গণেরই এই ব্রহ্ম-লোকলাভ হয়, কিন্তু অপর যাঁহারা স্ত্রীবিষয়কসম্পর্কে তৃষ্ণা বা লালসাসম্পন্ন, অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগবাসনা যাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা ব্রহ্মবিৎ হইলেও ব্রহ্মলোকলাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। সমস্ত লোকেই তাহাদের কামচার হয়, ইহার অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। অতএব এই ব্রহ্মচর্য্যই অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যরূপ উপায় অবলম্বনই ব্রহ্মবিদ্‌গণের পক্ষে পরম বা উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া জানিবে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায় ॥ ৩ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমপ্রপাঠকে

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

অথ যদ্‌যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতে, অথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্ট্বা আত্মানমনুবিন্দতে॥ ১ ॥

অনুবাদ।—আর, যাহাকে 'যজ্ঞ' বলা হয়, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই, কারণ, যিনি জ্ঞাতা অর্থাৎ শাস্ত্রের মর্ম্মাভিজ্ঞ, তিনি ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই তাহা অর্থাৎ ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হন। আর যাহাকে 'ইষ্ট' বা উপাসনা বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই, যে হেতু, লোকসমূহ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই উপাসনা করিয়া আত্মাকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোককে লাভ করে॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—য আত্মা সেতুত্বাদিগুণৈস্তুতঃ, তৎপ্রাপ্তয়ে জ্ঞানসহকারি-সাধনান্তরং ব্রহ্মচর্য্যাখ্যং বিধাতব্যমিত্যাহ, যজ্ঞাদিভিশ্চ তৎ স্তৌতি কর্ত্তব্যার্থম্। অথ যৎ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে লোকে পরমপুরুষার্থসাধনং কথয়ন্তি শিষ্টাঃ, তৎ ব্রহ্মচর্য্যমেব। যজ্ঞস্যাপি যৎ ফলং, তৎ ব্রহ্মচর্য্যবান্ লভতে; অতো যজ্ঞোঽপি ব্রহ্মচর্য্যমেবেতি প্রতিপত্তব্যম্। কথং ব্রহ্মচর্য্যং যজ্ঞঃ? ইত্যাহ, ব্রহ্মচর্য্যেণৈব হি যস্মাৎ যো জ্ঞাতা, স তং ব্রহ্মলোকং যজ্ঞস্যাপি পারম্পর্য্যেণ ফলভূতং বিন্দতে লভতে; ততো যজ্ঞোঽপি ব্রহ্মচর্য্যমেবেতি। যো জ্ঞাতা—ইত্যক্ষরানুবৃত্তেঃ যজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যমেব। অথ যৎ ইষ্টমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। কথম্? ব্রহ্মচর্য্যেণৈব সাধনেন তমীশ্বরমিষ্ট্বা পূজয়িত্বা, অথবা এষণাম্ আত্মবিষয়াং কৃত্বা তমাত্মানমনুবিন্দতে। এষণাৎ ইষ্টমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বখণ্ডে সেতুত্বাদি গুণের দ্বারা যে আত্মার স্তব বা প্রশংসা করা হইয়াছে, তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত জ্ঞানের সহকারী ব্রহ্মচর্য্য নামক অন্তবিধ সাধন বা উপায় বিধান করা আবশ্যক, ইহাই বলিবার নিমিত্ত এই পঞ্চমখণ্ড আরম্ভ করিতেছেন, এবং তাহাই করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে লোকের প্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত যজ্ঞাদি দ্বারাও তাহার স্তব বা গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। এই জগতে শিষ্ট বা সাধু ব্যক্তিগণ যাহাকে পরমপুরুষার্থসাধন অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ যজ্ঞ এই নামে অভিহিত করেন, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই। যজ্ঞের যে ফল, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিই লাভ করিয়া থাকেন, অতএব যজ্ঞও যে ব্রহ্মচর্য্যই, ইহাই জানিবে। ব্রহ্মচর্য্যই যজ্ঞ হইল কিরূপে? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, যে হেতু, যিনি জ্ঞাতা

অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তিনি পরম্পরাসম্বন্ধে যজ্ঞেরও ফলস্বরূপ সেই ব্রহ্মলোককে লাভ করিয়া থাকেন, এই জন্যই যজ্ঞও ব্রহ্মচর্য্যই। বিশেষতঃ 'যো জ্ঞাতা' এ স্থানে 'য' ও 'জ্ঞ' এই দুইটি অক্ষরের অনুবৃত্তিবশতও অর্থাৎ অক্ষরের সহিত সম্বন্ধ থাকাতেও যজ্ঞ ব্রহ্মচর্য্যই। (এ স্থানে বক্তব্য এই যে—যজ্ঞের ব্রহ্মচর্য্যত্ব সংস্থাপনের জন্য যে 'যঃ জ্ঞাতা' এই কথা বলা হইয়াছে, এই 'য' ও জ্ঞাতার 'জ্ঞ' এই দুইটি অক্ষর 'যজ্ঞ' এই শব্দেও আছে, এই আক্ষরিক সাদৃশ্য থাকাও যজ্ঞে ব্রহ্মচর্য্যত্বসংস্থাপনের অন্যতম কারণ, এই জন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "অক্ষরানুবৃত্তেঃ" ইতি) আর যাহা 'ইষ্ট' বলিয়া অভিহিত হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই। কিরূপে ব্রহ্মচর্য্য? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ব্রহ্মচর্য্যরূপ সাধন বা উপায় দ্বারা সেই ঈশ্বরকে পূজা করিয়া অথবা আত্মবিষয়িণী এষণা অর্থাৎ অনুসন্ধান করিয়া, (অথবা এষণা অর্থাৎ আত্মলাভের ইচ্ছা করিয়া) তাহার পর সেই আত্মাকে লাভ করিয়া থাকে। এষণাহেতু ইষ্টও ব্রহ্মচর্য্যই। (ভাবার্থ এই যে—আত্মলাভের এষণা বা ইচ্ছাবশতঃ যেমন লোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, তেমনই উপাসনা কার্য্যও আত্মলাভের বাসনাতেই লোকসমূহ অনুষ্ঠান করে, এইরূপে এষণার সহিত সাদৃশ্য থাকায় ইষ্ট ও ব্রহ্মচর্য্যের একত্ব অভিহিত হইয়াছে) ॥ ১ ॥

অথ যৎ সত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব সত আত্মনস্ত্রাণং বিন্দতে, অথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবাত্মানমনুবিদ্য মনুতে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—আর যাহাকে 'সত্রায়ণ' বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপই; কারণ, লোকে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই সৎস্বরূপ আত্মা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে। আর যাহাকে 'মৌন' বলা হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই, কেন না, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই আত্মাকে জানিতে পারিয়া পশ্চাৎ মনন বা ধ্যান করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যৎ সত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, তথা সতঃ পরস্মাদাত্মনঃ আত্মনস্ত্রাণং রক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যসাধনেন বিন্দতে; অতঃ সত্রায়ণ-শব্দমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। অথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণৈব সাধনেন যুক্তঃ সন্ আত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যাভ্যামনুবিদ্য পশ্চাৎ মনুতে ধ্যায়তি; অতো মৌন-শব্দমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর যাহাকে 'সত্রায়ণ' অর্থাৎ বহুযজমানক যজ্ঞবিশেষ বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই, কারণ, পূর্ব্বোক্ত 'যজ্ঞ' ও

'ইষ্টের' ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই সৎস্বরূপ পরমাত্মা হইতে আত্মার অর্থাৎ নিজের ত্রাণ বা রক্ষণ সাধিত হয়। (আত্মজ্ঞানের দ্বারাই নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়) অতএব 'সৎ' হইতে 'ত্রাণ' (সৎ+ত্রায়ণ) লাভ করে বলিয়াই 'সত্রায়ণ' শব্দটিও ব্রহ্মচর্য্যকেই বুঝায়। আর যাহাকে 'মৌন' অর্থাৎ তূষ্ণীম্ভাব (চুপ করিয়া থাকা বা বাক্যসংযম) বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই, কারণ, লোকসমূহ ব্রহ্মচর্য্যরূপ সাধন বা উপায়ের অনুষ্ঠান দ্বারাই শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে আত্মাকে জানিয়া পরে মনন অর্থাৎ ধ্যান করে ; অতএব 'মৌন' এই শব্দটিও ব্রহ্মচর্য্যেরই বোধক ॥ ২ ॥

অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, এষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে। অথ যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, অরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি, তদৈরং মদীয়ং সরঃ, তদশ্বত্থঃ সোমসবনঃ, তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ, প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—আর যাহাকে অনাশকায়ন অর্থাৎ উপবাসপ্রধান যাগ বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য, কারণ, যে আত্মাকে ব্রহ্মচর্য্যসাধনের দ্বারা লাভ করা যায়, সেই আত্মা কখন নষ্ট হয় না। আর যাহাকে অরণ্যায়ন অর্থাৎ বনবাস বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই, কারণ, এই ভূলোক হইতে তৃতীয় লোক দ্যুলোকস্থ ব্রহ্মলোকে 'অর' ও 'ণ্য' নামক দুইটি প্রসিদ্ধ অর্ণব আছে। সেই ব্রহ্মলোকে মদীয় অর্থাৎ মত্ততা বা হর্ষজনক ঐর (অন্নময় বা অন্নপূর্ণ সরোবর) আছে। সে স্থানে সোমসবন বা অমৃতস্রাবী অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। সে স্থানে ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভনামক কার্য্য ব্রহ্মার অপরাজিতানামক (ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতীত যে স্থানে যাইতে পারে না, এমন পুরী) পুরী ও প্রভু অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকর্তৃক নির্ম্মিত স্বর্ণময় গৃহ আছে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। যমাত্মানং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে, স এব হি আত্মা ব্রহ্মচর্য্যসাধনবতো ন নশ্যতি, তস্মাৎ অনাশকায়নমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব। অথ যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। অর-ণ্য-শব্দয়োরর্ণবয়োর্ব্রহ্মচর্য্যবতোঽয়নাৎ অরণ্যায়নং ব্রহ্মচর্য্যম্। যো জ্ঞানাৎ যজ্ঞঃ, এষণাৎ ইষ্টং, সতস্ত্রাণাৎ সত্রায়ণং, মননাৎ মৌনম্, অনশনাৎ অনাশকায়নম্। অর-ণ্যয়োর্গমনাৎ অরণ্যায়নম্, ইত্যাদিভির্মহদ্ভিঃ পুরুষার্থসাধনৈঃ স্তুতত্বাৎ ব্রহ্মচর্য্যং পরমং জ্ঞানস্য সহকারি কারণং সাধনম্, ইত্যতো ব্রহ্মবিদা যত্নতো রক্ষণীয়মিত্যর্থঃ। তৎ তত্র হি ব্রহ্মলোকে

অরশ্চ হ বৈ প্রসিদ্ধো ণ্যশ্চ অর্ণবৌ সমুদ্রৌ, সমুদ্রোপমে বা সরসী; তৃতীয়স্যাং—ভুবমন্তরিক্ষঞ্চাপেক্ষ্য তৃতীয়া দ্যৌঃ, তস্যাং তৃতীয়স্যাম্ ইতঃ অস্মাল্লোকাদারভ্য গণ্যমানায়াং দিবি। তৎ তত্রৈব চ ঐরম্—ইরা অন্নং, তন্ময় ঐরো মণ্ডঃ, তেন পূর্ণম্ ঐরং মদীয়ং তদুপযোগিনাং মদকরং হর্ষোৎপাদকং সরঃ। তত্রৈব চ অশ্বত্থো বৃক্ষঃ সোমসবনো নামতঃ সোমোঽমৃতং, তন্নিস্রবোঽমৃতস্রব ইতি বা। তত্রৈব চ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্য-সাধনরহিতৈঃ ব্রহ্মচর্য্যসাধনবদ্ভ্যোঽন্যৈর্ন জীয়তে ইত্যপরাজিতা নাম পূঃ পুরী ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্য, ব্রহ্মণা চ প্রভুণা বিশেষেণ মিতং নির্ম্মিতং, তচ্চ হিরণ্ময়ং সৌবর্ণং প্রভু-বিনির্ম্মিতং মণ্ডপমিতি বাক্যশেষঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর যাহাকে 'অনাশকায়ন' (উপবাস-প্রধান যাগ বা উপবাস-পরায়ণতা) বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা যে আত্মাকে লাভ করা যায়, ব্রহ্মচর্য্যসাধনসম্পন্ন বা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ সেই ব্যক্তির সেই-এই আত্মা কখনই বিনষ্ট হয় না, এ জন্য 'অনাশকায়ন'ও ব্রহ্মচর্য্যই। আর যাহাকে 'অরণ্যায়ন' (বনবাস) বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই; যে হেতু, ব্রহ্মচর্য্য-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি 'অর' ও 'ণ্য' শব্দবাচ্য দুইটি অর্ণবকে প্রাপ্ত হয় বলিয়া 'অর-ণ্যায়ন'ও ব্রহ্মচর্য্যই। (ব্রহ্মচর্য্য অরণ্যবাসের তুল্য বলিয়াই ব্রহ্মচর্য্যকে 'অরণ্যায়ন' বলা যায়) যাহা জ্ঞানহেতু যজ্ঞ, এষণা বা ইচ্ছাহেতু ইষ্ট, সৎ হইতে ত্রাণ হেতু (সৎ-ব্রহ্ম হইতে পরিত্রাণ লাভ করে বলিয়া) সত্রায়ণ, মনন বা ধ্যান হেতু মৌন, অনশন অর্থাৎ অভোজন বা ভোগাভাব হেতু অনাশকায়ন, ও 'অর' ও 'ণ্য' নামক অর্ণবে গমন হেতু অরণ্যায়ন ইত্যাদি পুরুষার্থসাধক বা মোক্ষের হেতুভূত মহৎ বা উৎকৃষ্ট বাক্যসমূহ দ্বারা প্রশংসিত হয়, জ্ঞানের সহকারী কারণসমূহের মধ্যে সেই ব্রহ্মচর্য্যই প্রধান সাধন বা কারণ, এ জন্য ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা বিশেষ যত্ন সহকারে পালন করা উচিত। এই ভূলোক ও অন্তরিক্ষ লোক অপেক্ষা দ্যুলোক হইতেছে তৃতীয় লোক, (এই ভূলোক হইতে আরম্ভ করিয়া গণনায় দ্যুলোক তৃতীয়) সেই দ্যুলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে প্রসিদ্ধ 'অরণ্যায়ন' শব্দের অংশভূত 'অর' ও 'ণ্য' নামক দুইটি অর্ণব অর্থাৎ সমুদ্র অথবা সমুদ্রসদৃশ দুইটি সরোবর আছে। সেই লোকেই আবার 'ঐর' নামে একটি সরোবর আছে; 'ইরা' শব্দের অর্থ অন্ন, 'ঐর' শব্দের অর্থ—ইরাময় বা অন্নময়, অর্থাৎ অন্নমণ্ড (মণ্ডরূপ অন্ন) অন্নমণ্ডের দ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া তাহার নাম 'ঐর' এবং ঐ অন্নমণ্ড মদকর—যাহারা সেই অন্নমণ্ড ব্যবহার করে, তাহাদের মত্ততাজনক বা হর্ষোৎপাদক বলিয়া ঐ সরোবর 'মদীয়' নামেও অভিহিত হয়। সেই লোকেই আবার 'সোমসবন' নামে একটি অশ্বত্থবৃক্ষও আছে। অথবা সোম অর্থাৎ অমৃত, সেই অমৃত নিস্রব

অর্থাৎ অমৃত ক্ষরণ করে বলিয়া ঐ অশ্বথ বৃক্ষের নাম সোমসবন। সেই ব্রহ্মলোকেই আবার হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্মের (কার্য্য ব্রহ্ম বা আদি পুরুষ) 'অপরাজিতা' নামে পুরী আছে, যাহারা ব্রহ্মচর্য্যসাধনবিহীন, যাহারা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে নাই, এরূপ লোক তাহা জয় করিতে বা লাভ করিতে পারে না, এই জন্যই ঐ পুরীর নাম 'অপরাজিতা'। সেই লোকেই প্রভু ব্রহ্মাকর্তৃক বিশেষরূপে নির্ম্মিত স্বর্ণময় একটি মণ্ডপ বা গৃহ আছে। 'মণ্ডপ' শব্দটি এ স্থানে বাক্যশেষ, অর্থাৎ মূলে না থাকিলেও অর্থ-সঙ্গতির জন্য ভাষ্যকার ঐ শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

তৎ যে এবৈতাবরং চ ণ্যঞ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি, তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ৪ ॥

ইতি অষ্টম প্রপাঠকে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—সম্প্রতি উক্তরূপ উপাসনার ফল বলিতেছেন—যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যপালন দ্বারা সেই ব্রহ্মলোকে অবস্থিত 'অর' ও 'ণ্য' নামক সমুদ্র দুইটিকে প্রাপ্ত হন, এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদিগেরই অর্থাৎ তাঁহারাই ব্রহ্মলোক লাভ করেন, এবং সমস্ত লোকেই তাঁহাদিগের কামচার বা স্বাতন্ত্র্য লাভ ঘটে ॥ ৪ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তৎ তত্র ব্রহ্মলোকে এতাবর্ণবৌ—যৌ অর-ণ্যাখ্যাবুক্তৌ ব্রহ্মচর্য্যেণ সাধনেনানুবিন্দন্তি যে, তেষামেব এষঃ যো ব্যাখ্যাতো ব্রহ্মলোকঃ, তেষাঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যসাধনবতাং ব্রহ্মবিদাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি, নান্যেষামব্রহ্মচর্য্যপরাণাং বাহ্যবিষয়াসক্তবুদ্ধীনাং কদাচিদপীত্যর্থঃ। নম্বত্র "ত্বমিন্দ্রস্ত্বং যমস্ত্বং বরুণঃ" ইত্যাদিভির্যথা কশ্চিৎ স্তূয়তে মহার্হঃ, এবামষ্টাদিভিঃ শব্দৈঃ স্ত্র্যাদিবিষয়তৃষ্ণানিবৃত্তিমাত্রং স্তুত্যর্হং, কিন্তর্হি? জ্ঞানস্য মোক্ষসাধনত্বাৎ তদেবেষ্টাদিভিঃ স্তূয়তে ইতি কেচিৎ। ন; স্ত্র্যাদিবাহ্যবিষয়তৃষ্ণাঽপহৃতচিত্তানাং প্রত্যগাত্মবিবেকবিজ্ঞানানুপপত্তেঃ, "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্" ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিশতেভ্যঃ। জ্ঞানসহকারিকারণং স্ত্র্যাদিবিষয়তৃষ্ণানিবৃত্তিসাধনং বিধাতব্যমেবেতি যুক্তৈব তৎস্তুতিঃ। ননু চ যজ্ঞাদিভিঃ স্তুতং ব্রহ্মচর্য্যমিতি যজ্ঞাদীনাং পুরুষার্থসাধনত্বং গম্যতে? সত্যং গম্যতে; ন ত্বিহ ব্রহ্মলোকং প্রতি যজ্ঞাদীনাং সাধনত্বমভিপ্রেত্য যজ্ঞাদিভির্ব্রহ্মচর্য্যং স্তূয়তে; কিন্তর্হি? তেষাং প্রসিদ্ধপুরুষার্থসাধনত্বমপেক্ষ্য; যথা ইন্দ্রাদিভিঃ রাজা, ন তু যত্র ইন্দ্রাদীনাং ব্যাপারস্তত্রৈব রাজ্ঞ ইতি, তদ্বৎ। যে ইমে অর্ণবাদয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ সঙ্কল্পজাশ্চ পিত্রাদয়ো ভোগাঃ, তে কিং পার্থিবা আপ্যাশ্চ? যথেহ লোকে দৃশ্যন্তে, তদ্বৎ অর্ণব-বৃক্ষ-পুঃ-

স্বর্ণমণ্ডপানি ? আহোস্বিৎ মানসপ্রত্যয়মাত্রাণি ? ইতি। কিঞ্চাতঃ ? যদি পার্থিবা আপ্যাশ্চ স্থূলাঃ স্যুঃ, হৃদাকাশে সমাধানানুপপত্তিঃ। পুরাণে চ "মনোময়ানি ব্রহ্মলোকে শরীরাদীনি" ইতি বাক্যং বিরুধ্যেত; "অশোকমহিমম্" ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ঃ। নমু সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি বাপ্যঃ কূপা যজ্ঞা বেদা মন্ত্রাদয়শ্চ মূর্ত্তিমন্তো ব্রহ্মাণমুপতিষ্ঠন্তে ইতি মানসত্বে বিরুধ্যেত পুরাণস্মৃতিঃ ? ন, মূর্ত্তিমত্ত্বে প্রসিদ্ধরূপাণামেব তত্র গমনানুপপত্তেঃ; তস্মাৎ প্রসিদ্ধমূর্ত্তিব্যতিরেকেণ সাগরাদীনাং মূর্ত্ত্যন্তরং সাগরাদিভিঃ উপাত্তং ব্রহ্মলোকগন্তৃ কল্পনীয়ম্। তুল্যায়াঞ্চ কল্পনায়াং যথাপ্রসিদ্ধা এব মানস্য আকারবত্যঃ পুং-স্ত্র্যাদ্যা মূর্ত্তয়ো যুক্তাঃ কল্পয়িতুং, মানসদেহানুরূপ্য-সম্বন্ধোপপত্তেঃ; দৃষ্টা হি মানস্য এবাকারবত্যঃ পুং-স্ত্র্যাদ্যা মূর্ত্তয়ঃ স্বপ্নে। নমু তা অনৃতা এব, "তে ইমে সত্যাঃ কামাঃ" ইতি শ্রুতিস্তথা সতি বিরুধ্যেত ? ন; মানসপ্রত্যয়স্য সত্ত্বোপপত্তেঃ, মানসা হি প্রত্যয়াঃ স্ত্রী-পুরুষাদ্যাকারাঃ স্বপ্নে দৃশ্যন্তে। নমু জাগ্রদ্বাসনারূপাঃ স্বপ্নদৃশ্যাঃ, ন তু তত্র স্ত্র্যাদয়ঃ স্বপ্নে বিদ্যন্তে ? অত্যল্পমিদমুচ্যতে; জাগ্রদ্বিষয়া অপি মানসপ্রত্যয়াভিনির্বৃত্তা এব সদীক্ষাভিনির্বৃত্ত-তেজোঽবন্নময়ত্বাজ্জাগ্রদ্বিষয়াণাম্। "সঙ্কল্পমূলা হি লোকাঃ" ইতি চোক্তং "সমকৢপতাং দ্যাবা-পৃথিবী" ইত্যত্র। সর্ব্বশ্রুতিষু চ প্রত্যগাত্মন উৎপত্তিঃ প্রলয়শ্চ তত্রৈব স্থিতিশ্চ "যথা বা অরা নাভৌ" ইত্যাদিনোচ্যতে; তস্মান্মানসানাং বাহ্যানাং চ বিষয়াণামিতরেতরকার্য্যকারণত্বমিষ্যতে এব বীজাঙ্কুরবৎ; যদ্যপি বাহ্যা এব মানসাঃ, মানসা এব চ বাহ্যাঃ, নানৃতত্বং তেষাং কদাচিদপি স্বাত্মনি ভবতি। নমু স্বপ্নে দৃষ্টাঃ প্রতিবুদ্ধস্যানৃতা ভবন্তি বিষয়াঃ ? সত্যমেব; জাগ্রদ্বোধাপেক্ষন্তু তদনৃতত্বং, ন স্বতঃ। তথা স্বপ্নবোধাপেক্ষঞ্চ জাগ্রদ্দৃষ্টবিষয়ানৃতত্বং, ন স্বতঃ। বিশেষাকারমাত্রন্তু সর্ব্বেষাং মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তমিতি বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মনৃতং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্। তাল্যপি আকারবিশেষতোঽনৃতং, স্বতঃ সন্মাত্ররূপতয়া সত্যম্। প্রাক্ সদাত্মপ্রতিবোধাৎ স্ববিষয়েঽপি সর্ব্বং সত্যমেব স্বপ্নদৃশ্যা ইবেতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ; তস্মান্মানসা এব ব্রাহ্মলৌকিকা অরণ্যাদয়ঃ সঙ্কল্পজাশ্চ পিত্রাদয়ঃ কামাঃ। বাহ্যবিষয়ভোগবদশুদ্ধিরহিতত্বাৎ শুদ্ধসত্ত্বসঙ্কল্পজন্যা ইতি নিরতিশয়সুখাঃ সত্যাশ্চ ঈশ্বরাণাং ভবন্তীত্যর্থঃ। সৎসত্যাত্মপ্রতিবোধেঽপি রজ্জ্বামিব কল্পিতাঃ সর্পাদয়ঃ সদাত্মস্বরূপমেব প্রতিপদ্যন্তে ইতি সদাত্মনা সত্যা এব ভবন্তি। ৪।

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই ব্রহ্মলোকে অবস্থিত পূর্ব্বোল্লিখিত 'অর' ও 'ণ্য' নামক সমুদ্র দুইটিকে লাভ করিতে পারেন বা বিদিত হইতে পারেন, যে ব্রহ্মলোকের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মলোক তাঁহাদিগেরই, অর্থাৎ তাঁহারাই ব্রহ্মলোক লাভ করিতে সমর্থ হন, এবং ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানপরায়ণ সেই সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের সর্ব্বলোকে কামচার বা স্বাতন্ত্র্য লাভ হয়, যাহাদের বুদ্ধি বাহ্যিক বিষয়ে আসক্ত এবং

যাহারা ব্রহ্মচর্য্যপালনে বিমুখ, সেই সমস্ত ব্যক্তিগণের কখনই কামচার হয় না। এ স্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে—কেহ কেহ বলেন, 'তুমিই ইন্দ্র, তুমিই যম, তুমিই বরুণ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যেমন কোন মহৎ ব্যক্তিকে স্তব করা যায়, এইরূপ 'ইষ্ট' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা কেবল স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়-লালসার নিবৃত্তিই অর্থাৎ কেবল বিষয়বৈরাগ্যমাত্রই স্তব বা প্রশংসার যোগ্য হইতে পারে না; তবে কি হয়? না, জ্ঞানই যখন মোক্ষলাভের উপায়, তখন 'ইষ্ট' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সেই জ্ঞানেরই স্তব বা প্রশংসা করা হইতেছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না; কারণ, "স্বয়ম্ভু অর্থাৎ পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়সমূহকে পরাক্ বা বহির্মুখী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন, এ জন্য তাহারা বাহ্যবিষয়সমূহই দর্শন করিয়া থাকে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করিতে পারে না" এইরূপ শত শত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, স্ত্রী প্রভৃতি বাহ্যিক বিষয়লালসা দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের কখনই পরমাত্মবিষয়ে বিবেক-বুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে না। স্ত্রী-ভোগাদি বিষয়লালসানিবৃত্তি বা বৈরাগ্যরূপ সাধন বা উপায়টি যখন জ্ঞানের সহকারী কারণ, তখন সেই জ্ঞানের প্রশংসা করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। ভাল, এ স্থানে আরও একটি প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মচর্য্যকে যখন যজ্ঞাদিরূপেও স্তব করা হইয়াছে, তখন যজ্ঞ প্রভৃতিও যে পুরুষার্থ-সাধক বা মোক্ষলাভের উপায়, ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, সত্যই তাহা অনুমিত হইতেছে বটে, কিন্তু এ স্থানে যজ্ঞাদিই যে ব্রহ্মলোক-গমনের উপায়, এ অভিপ্রায়ে ব্রহ্মচর্য্যকে যজ্ঞাদিরূপে স্তব করা হয় নাই; তবে কি হইয়াছে? না, তাহারা স্বভাবতই পুরুষার্থসাধক বা মোক্ষলাভের উপায়, এই অভিপ্রায়েই ঐরূপ স্তব করা হইয়াছে। যেমন "তুমিই ইন্দ্র, তুমিই যম" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা রাজার স্তব বা গুণকীর্ত্তন করা হয় সত্য, কিন্তু যে স্থানে সত্য সত্যই ইন্দ্রাদির কোনরূপ ব্যাপার বা ক্রিয়া হয়, সে স্থানে যেমন সেই গুণবান্ রাজার কোনরূপ ব্যাপার হয় না, ইহাও সেইরূপই জানিবে। এই যে ব্রহ্মলোকে অবস্থিত অর্ণবাদি ও সঙ্কল্পজাত পিতৃলোকাদি ভোগসমূহ, (সঙ্কল্পসমুত্থিত পিতৃ-লোকাদি ভোগের বিষয় এই অধ্যায়েরই দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য) তাহারা কি পার্থিব ও আপ্য অর্থাৎ জলীয় পদার্থ? অর্থাৎ সে স্থানের সেই অর্ণব, বৃক্ষ, পুরী ও স্বর্ণময় গৃহ, যাহা যাহা ব্রহ্মলোকে আছে, তাহারা কি ইহলোকে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপই? অথবা মানসিক প্রত্যয়মাত্র? অর্থাৎ মানসিক চিন্তা বা মনের বিশ্বাসমাত্র? আচ্ছা, এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যদি ঐ সমস্ত পদার্থ পার্থিব বা জলীয় হয়, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই স্থূল বা মূর্ত্ত পদার্থ, হৃদয়াকাশে তাহাদের সমাধান বা অবস্থিতি উপপন্ন হয় না; আর

পুরাণাদিতে যে ব্রহ্মলোকে মনোময় শরীরাদির বিষয় উক্ত হইয়াছে, ঐ সমস্ত উক্তি এবং "শোক ও হিমবর্জ্জিত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আচ্ছা, ব্রহ্মলোকে অবস্থিত ঐ সমস্ত অর্ণবাদি যদি মানস বা মনোময় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ত "সমুদ্রসমূহ, নদীসমূহ, সরোবরসমূহ, বাপী বা দীর্ঘিকাসমূহ, (দীঘী) কূপসমূহ, যজ্ঞসমূহ, বেদসমূহ ও মন্ত্রসমূহ মূর্ত্তিমান্ হইয়া ব্রহ্মের আরাধনা করে," এই যে পুরাণ-স্মৃতি-বাক্য, ইহাও বিরুদ্ধ হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, বিরুদ্ধ হয় না, কারণ, তাহারা মূর্ত্তিমান্ হইলেও যেরূপে বা যেরূপ মূর্ত্তি তাহাদের প্রসিদ্ধ, সেই মূর্ত্তিতেই গমন করা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ বাহ্য জগতে উহাদের যে মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ, সেই মূর্ত্তিতেই গমন করিতে পারে না, অতএব এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে যে, সমুদ্র প্রভৃতির যে মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ, সেই মূর্ত্তি ব্যতীতও সাগরাদিকর্ত্তৃক পরিগৃহীত ব্রহ্মলোকে গমনোপযোগী অন্যরূপ মূর্ত্তি আছে, তাহারা সেই অলৌকিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। অতএব উভয় পক্ষেই যখন তুল্য কল্পনা অর্থাৎ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে, তখন প্রসিদ্ধির অনুরূপ আকারবিশিষ্ট মানস বা মনোময় স্ত্রী-পুরুষাদি মূর্ত্তি কল্পনা করাই উচিত, কারণ, মানস দেহের অনুরূপ সম্বন্ধই উপপত্তি হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যখন মানসদেহই স্বীকার করিতে হইতেছে, তখন মানস দেহসম্পন্ন সাগরাদির সহিতই তাহাদের যথাযোগ্য কল্পনা করাই যুক্তিসঙ্গত; আরও দেখ, লোকে স্বপ্নাবস্থায় ঐরূপ আকৃতিবিশিষ্ট মানস স্ত্রী-পুরুষাদির মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। আচ্ছা, এ স্থানে আরও একটি আপত্তি হইতে পারে এই যে, ঐ সমস্ত মূর্ত্তি যদি স্বপ্নতুল্য কল্পিত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা স্বপ্নের ন্যায়ই মিথ্যা, আর মিথ্যা হইলেই "সেই এই কামসমূহ সত্য" এই শ্রুতিবাক্যও বিরুদ্ধ হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হয় না; কারণ, মানসিক প্রত্যয়েরও সত্ত্ব বা অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ মানসিক জ্ঞানের বাস্তবিকতা স্বীকার যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, বরঞ্চ প্রতিপন্নই হয়, কেন না, স্বপ্নেও মানসপ্রত্যয়স্বরূপ স্ত্রী-পুরুষাদির আকার প্রত্যক্ষীভূতই হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে মিথ্যা বলিবার উপায় নাই, সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে। আচ্ছা, স্বপ্নে যে সমস্ত বিষয় দেখা যায়, তাহা ত জাগ্রদবস্থায় যে সমস্ত বিষয় অনুভব করা যায়, তাহাদেরই স্ফুরণমাত্র, কিন্তু সেই স্বপ্নে দৃশ্যমান স্ত্রী প্রভৃতির মূর্ত্তি ত বিদ্যমান থাকে না। ভাব এই, স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান সত্য হইলেও জাগ্রদবস্থার জ্ঞান ব্যতীত স্বতন্ত্র বস্তুরও সত্তা থাকে, তাহারই অনুভূতি-জনিত সংস্কার স্বপ্নাবস্থায়ও বস্তুর প্রতীতি উৎপাদন করে, কিন্তু বস্তুর সত্তা তখন বিদ্যমান থাকে না, সুতরাং বস্তুর

জ্ঞানময়ত্ব সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, তুমি যে আপত্তি করিতেছ, ইহা অতি সামান্য কথা ; কারণ, জাগ্রদবস্থায় যে সমস্ত বিষয় অনুভূত হয়, তাহাও মানসপ্রত্যয় বা জ্ঞান দ্বারাই সম্পন্ন হয়, জ্ঞান ভিন্ন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নাই, কারণ, জাগ্রদবস্থায় যে সমস্ত বিষয় অনুভূত হয়, সে সমস্তই সংস্বরূপ ব্রহ্মের ঈক্ষণ বা চিন্তা হইতে সমুদ্ভূত তেজ, জল ও অন্ন বা পৃথিবী এই তিন ভূতেরই বিকারমাত্র। "লোকসমূহ অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎই যে ব্রহ্মেরই সঙ্কল্পমূলক" তাঁহার চিন্তা হইতেই সমুৎপন্ন, ইহা "দ্যুলোক ও পৃথিবী কল্পনা করিলেন" এই শ্রুতি যে স্থানে বলা হইয়াছে, সেই স্থানেই বলা হইয়াছে। আর অন্যান্য সমস্ত শ্রুতিতেই প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা হইতেই যে সমস্ত জগতের উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই স্থিতি ও লয় হয়, ইহা "অরসমূহ (শকটচক্রের শলাকা-সমূহ) যেমন নাভিতে (চক্রচ্ছিদ্রে) নিহিত থাকে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারাই বলা হইয়াছে, অতএব বীজাঙ্কুরের ন্যায় বাহ্যিক ও মানসিক বিষয়সমূহের মধ্যে যে পরস্পর কার্য্য-কারণভাব বিদ্যমান আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। (বীজাঙ্কুর ন্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে—বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, আবার অঙ্কুর হইতেও অর্থাৎ অঙ্কুর বড় হইয়া যখন বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তখন সেই বৃক্ষ হইতেই বীজ উৎপন্ন হয়, অতএব দেখা যাইতেছে যে, বীজ যেমন অঙ্কুরের কারণ, অঙ্কুরও সেইরূপ বীজের কারণ, ইহাদের যেমন পরস্পর কার্য্য-কারণভাব বিদ্যমান, আলোচ্য বিষয়েও তেমনই বাহ্যবিষয়ের অনুভব না হইলে সংস্কার উৎপন্ন হয় না, আবার সংস্কার না হইলেও মানসিক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না ; এইরূপে প্রথমে মানসিক সঙ্কল্প, পরে বাহ্যিক বিষয়ের জ্ঞান হয়। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পরব্রহ্মের সঙ্কল্পানুসারেই সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এ স্থানেও পরস্পর পরস্পরের কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে) যদিও বাহ্যিক বিষয়সমূহই মানস ও মানসিক বিষয়সমূহই বাহ্যিক, অর্থাৎ উভয়ই এক, তাহা হইলেও নিজের আত্মা অর্থাৎ নিজের স্বরূপে তাহাদের কখনই মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না, অর্থাৎ বাহ্যিক বিষয়সমূহ বাহ্যিকরূপে সত্য, মানসিক বিষয়সমূহ মানসিকরূপে সত্য। ভাব এই যে—বাহ্য বিষয়ই হউক, আর মানস বিষয়ই হউক, ব্রহ্মাংশে বা সত্তাংশে কখনই বস্তুর মিথ্যাত্ব নাই। ভাল, এ স্থানে আর একটি আপত্তি হইতে পারে এই যে—স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়সমূহ ত নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার পর মিথ্যারূপেই প্রতিপন্ন হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, তাহা হয় সত্য, কিন্তু সেই যে অনৃতত্ব বা মিথ্যা-বোধ, তাহা জাগ্রদ্বোধাপেক্ষী, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে, অর্থাৎ জাগরিত অবস্থায় যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের তুলনাতেই উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু স্বপ্নকালে

মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না; সেইরূপ স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের তুলনায়ও জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট বিষয়সমূহও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়, কারণ, স্বপ্নকালে ঐ সমস্ত বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহারা স্বভাবতঃ মিথ্যা নহে। সমস্ত পদার্থেরই বিশেষ বিশেষ আকারসমূহ কেবল মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানতা নিমিত্তই হয়, এই জন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "বাক্যের দ্বারা আরব্ধ নামমাত্রাত্মক বিকারপদার্থমাত্রেই অনৃত বা মিথ্যা, তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিনটি রূপমাত্রেই সত্য।" তাহারাও আবার নিজ নিজ আকারবিশেষে অনৃত বা মিথ্যা, স্বরূপতঃ সৎ-পদার্থরূপে সত্য; অতএব সৎস্বরূপ আত্মজ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে সমস্ত পদার্থই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় স্ব স্ব বিষয়ে সত্য বলিয়াই মনে হয়, সুতরাং তাহাতে কোন বিরোধ নাই। অতএব ব্রহ্মলোকে অবস্থিত 'অর' ও 'ণ্য' প্রভৃতি এবং সঙ্কল্পজাত পিতা প্রভৃতি কাম বা ভোগসমূহ, সমস্তই মানস অর্থাৎ মনোময় মাত্র, স্থূল বা মূর্ত্ত নহে, তবে বিশেষ এইটুকু যে, বাহ্যবিষয়ের ভোগ যেমন অশুদ্ধ, মানসিক বিষয়সমূহ সেরূপ অশুদ্ধিতা দোষে দুষ্ট নহে, এ জন্য অশুদ্ধিতা-বর্জ্জিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ বলিয়া ঈশ্বরের বিশুদ্ধ সত্ত্বগত সঙ্কল্প হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া যৎপরোনাস্তি সুখপ্রদ ও অবিনশ্বর সত্য হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি যেমন রজ্জুস্বরূপ জ্ঞানের পর সেই রজ্জুতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সৎস্বরূপ সত্য-পদার্থ আত্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ হওয়ার পর যাবতীয় পদার্থমাত্রেই সৎপদার্থ আত্ম-স্বরূপকেই প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সেই সৎস্বরূপে উহারাও সত্যই হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যঃ, তাঃ পিঙ্গলস্যাণিম্নস্তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্যেতি। অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গলঃ, এষ শুক্লঃ, এষ নীলঃ, এষ পীতঃ, এষ লোহিতঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হৃদয়ে এই যে সমস্ত নাড়ী আছে, তাহারা পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিতবর্ণ অণিমার অর্থাৎ তেজ প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্মসমূহের রসে পূর্ণ হইয়া বিদ্যমান আছে। আর ঊর্দ্ধে দৃশ্যমান এই আদিত্যই পিঙ্গলবর্ণ, ইনি শুক্লবর্ণ, ইনিই নীলবর্ণ, ইনিই পীতবর্ণ ও ইনিই লোহিতবর্ণবিশিষ্ট ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যস্ত হৃদয়পুণ্ডরীকগতং যথোক্তগুণবিশিষ্টং ব্রহ্ম ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধনসম্পন্নঃ ত্যক্তবাহ্যবিষয়ানৃততৃষ্ণঃ সন্ উপাস্তে, তস্যেয়ং মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা গতির্বক্তব্যেতি নাড়ীখণ্ড আরভ্যতে। অথ যা এতা বক্ষ্যমাণা হৃদয়স্য পুণ্ডরীকাকারস্য ব্রহ্মোপাসনস্থানস্য সম্বন্ধিন্যো নাড্যো হৃদয়মাংসপিণ্ডাৎ সর্ব্বতো বিনিঃসৃতাঃ আদিত্যমণ্ডলাদিব রশ্ময়ঃ, তাশ্চৈতাঃ পিঙ্গলস্য বর্ণবিশেষবিশিষ্টস্য অণিম্নঃ সূক্ষ্মরসস্য রসেন পূর্ণাস্তদাকারা এব তিষ্ঠন্তি বর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। তথা শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্য চ রসস্য পূর্ণা ইতি সর্ব্বত্রাধ্যাহার্য্যম্। সৌরেণ তেজসা পিত্তাখ্যেন পাকাভিনির্বৃত্তেন কফেনাল্পেন সম্পর্কাৎ পিঙ্গলং ভবতি সৌরং তেজঃ পিত্তাখ্যম্। তদেব বাতভূয়স্ত্বান্নীলং ভবতি। তদেব চ কফভূয়স্ত্বাৎ শুক্লম্। কফেন সমতায়াং পীতম্। শোণিতবাহুল্যেন লোহিতম্। বৈদ্যকাদ্বা বর্ণবিশেষা অন্বেষ্টব্যাঃ কথং ভবন্তীতি। শ্রুতিস্ত্বাহ, আদিত্যসম্বন্ধাদেব তত্তেজসো নাড়ীষনুগতস্যৈতে বর্ণবিশেষা ইতি। কথম্? অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গলো বর্ণতঃ, এষ আদিত্যঃ শুক্লোঽপি, এষ নীলঃ, এষ পীতঃ, এষ লোহিত আদিত্য এব। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন হইয়া মিথ্যাভূত বাহ্যবিষয়ভোগলালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তগুণবিশিষ্ট হৃদয়-পুণ্ডরীকে অবস্থিত ব্রহ্মের আরাধনা করেন, মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা তাঁহার যেরূপে গতি হয়, এই গতি নিরূপণ করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় নাড়ীখণ্ড অর্থাৎ ষষ্ঠখণ্ড আরম্ভ করিতেছেন। সূর্য্যমণ্ডল হইতে রশ্মিসমূহ যেমন চতুর্দ্দিকে বিসৃত হইতেছে, তদ্রূপ পদ্মের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনার উপযুক্ত স্থান হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বা হৃদয়ের সহিত সংসৃষ্ট, হৃদয়রূপ বা হৃদয়স্থ মাংসপিণ্ড হইতে যে সমস্ত নাড়ী চতুর্দ্দিকে নিঃসৃত হইয়াছে, বক্ষ্যমাণ (যাহা পরে বলা হইবে) সেই এই নাড়ীসমূহ সূক্ষ্মরসবিশিষ্ট

পিঙ্গলনামক বর্ণবিশেষের রস দ্বারা পরিপূর্ণ, অর্থাৎ সেইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়াই বর্ত্তমান আছে। (পিঙ্গলবর্ণ সূক্ষ্মরসের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া পিঙ্গলাকারে বর্ত্তমান আছে) এইরূপ শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত নামক বর্ণবিশেষের রস দ্বারা পরিপূর্ণ, সর্ব্বত্রই এই অধ্যাহার করিতে হইবে, অর্থাৎ ঐ সমস্ত বাক্য উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে, অর্থাৎ শ্বেতরসপূর্ণ, নীলরসপূর্ণ, পীতরসপূর্ণ ও লোহিতরসপূর্ণ সূক্ষ্মতম বহু নাড়ী নির্গত হইয়াছে। ঐ নাড়ী সকল পিঙ্গলাদিবর্ণবিশিষ্ট হয় কেন? এক্ষণে সেই বিষয়েরই সমাধান করিতেছেন, পিত্তনামক সৌর-তেজের দ্বারা পরিপক্ক হইয়া যে অল্পমাত্র কফ সঞ্জাত হয়, (পিত্তনামক সৌর তেজের দ্বারা ভুক্ত অন্ন ও পানীয় পরিপাক হইয়া তাহা হইতে যে অল্পপরিমিত কফ সমুদ্ভূত হয়) সেই অল্প-পরিমিত কফের সহিত সম্পর্কবশতঃ পিত্ত নামক সৌর তেজই পিঙ্গল-বর্ণবিশিষ্ট হয়। (পিঙ্গলবর্ণ পিত্ত নামক সেই সৌর তেজের সহিত সংস্রব থাকায় নাড়ীসমূহ ও অন্নপানপাকসমুদ্ভূত রসও পিঙ্গলবর্ণ হয়) তাহাই আবার বায়ুর আধিক্যবশতঃ নীলবর্ণ হয়; তাহাই আবার কফাধিক্যবশতঃ শুক্লবর্ণ হয়, আর যদি কফের সহিত সমতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পীতবর্ণ হয়, যদি অধিক রক্তের সহিত সংসৃষ্ট হয়, তাহা হইলে লোহিতবর্ণ হয়। অথবা, একই পিত্ত ঐরূপ বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট যে কেন হয়, তাহা বৈদ্যকশাস্ত্র আলোচনা করিয়া জ্ঞাত হইবে। শ্রুতি কিন্তু বলেন যে, আদিত্যের সহিত সম্পর্কবশতই নাড়ীসমূহে অনুগত বা অবস্থিত সেই তেজেরই এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ বর্ণ হইয়া থাকে। কিরূপে হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, এই আদিত্যই পিঙ্গলবর্ণ, এই আদিত্য শুক্লবর্ণও বটে, এই আদিত্য নীলবর্ণ, এই আদিত্য পীতবর্ণ ও এই আদিত্যই লোহিতবর্ণ ॥ ১ ॥

তদ্‌যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমঞ্চামুঞ্চ, এবমেবৈতা আদিত্যস্য রশ্ময় উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমঞ্চামুঞ্চ, অমুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে তাঃ, আসু নাড়ীষু সৃপ্তা আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে, তেঽমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—উক্ত বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, কোন একটি প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ পথ যেমন নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী উভয় গ্রামেই গমন করে, অর্থাৎ উভয় গ্রামের পার্শ্ব বা মধ্য দিয়াই গমন করে ও উভয় গ্রামকেই ব্যাপিয়া থাকে, একই পথ অবলম্বনে উভয় গ্রামেই যাতায়াত করা যায়, এইরূপ ঊর্দ্ধে দৃশ্যমান আদিত্যের এই রশ্মিসমূহও উভয় লোকে—সমীপস্থ জাগতিক পুরুষে ও দূরবর্ত্তী আদিত্যে গমন করে। সেই রশ্মিসমূহ সেই আদিত্য হইতে নিঃসৃত হইতেছে, এবং এই সমস্ত

নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইতেছে, আবার এই সমস্ত নাড়ী হইতে বহির্গত হইতেছে ও সেই আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্যাধ্যাত্মনাড়ীভিঃ কথং সম্বন্ধঃ? ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ, তৎ তত্র যথা লোকে মহান্ বিস্তীর্ণঃ পন্থাঃ;—মহাপথঃ আততো ব্যাপ্ত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতি ইমঞ্চ সন্নিহিতম্ অমুঞ্চ বিপ্রকৃষ্টং দূরস্থম্, এবং যথাদৃষ্টান্তঃ, মহাপথঃ উভৌ গ্রামৌ প্রবিষ্টঃ, এবমেবৈতা আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ উভৌ লোকৌ—অমুঞ্চাদিত্যমণ্ডলম্ ইমঞ্চ পুরুষং গচ্ছন্তি উভয়ত্র প্রবিষ্টাঃ; যথা মহাপথঃ। কথম্? অমুষ্মাদাদিত্যমণ্ডলাৎ প্রতায়ন্তে সন্ততা ভবন্তি; তা অধ্যাত্মম্ আসু পিঙ্গলাদিবর্ণাসু যথোক্তাসু নাড়ীষু সৃপ্তা গতাঃ প্রবিষ্টা ইত্যর্থঃ। আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে প্রবৃত্তাঃ (সৃপ্তাঃ) সন্তানভূতাঃ সত্যাস্তেঽমুষ্মিন্; রশ্মীনামুভয়লিঙ্গত্বাৎ তে ইত্যুচ্যন্তে। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই আদিত্যতেজের সহিত দৈহিক নাড়ীসমূহের কি সম্বন্ধ? দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয়ের উত্তর দিতেছেন। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে—মহাপথ অর্থাৎ বিস্তীর্ণ পথ, এই জগতে বহুদূরপ্রসারী কোন পথ যেমন দুইটি গ্রামে অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী উভয় গ্রামেই গমন করে, অর্থাৎ সেই মহাপথ যেমন উভয় গ্রামেরই পার্শ্ব বা মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে, এবং ঐ পথ অবলম্বনে উভয় গ্রামেই গমন করা যায়, এই যে দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ একই মহাপথ যেমন উভয় গ্রামেই প্রবিষ্ট হইয়াছে, ঠিক এইরূপই আদিত্যের এই সর্ব্বত্র প্রসারী রশ্মিসমূহ উভয় লোকে অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলে ও এই পুরুষে গমন করিয়াছে, অর্থাৎ মহাপথের ন্যায় উভয় স্থানেই প্রবিষ্ট হইয়াছে। কিরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, সেই রশ্মিসমূহ ঐ আদিত্যমণ্ডল হইতে প্রতত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে নিঃসৃত হয় ও পূর্ব্বোক্ত পিঙ্গলাদিবর্ণবিশিষ্ট দৈহিক এই নাড়ীসমূহের মধ্যে সৃপ্ত অর্থাৎ গত বা প্রবিষ্ট হয়, সেই রশ্মিসমূহই আবার এই দৈহিক নাড়ীসমূহ হইতে অবিচ্ছিন্ন ও বিস্তীর্ণভাবে নিঃসৃত হইয়া ঐ আদিত্যমণ্ডলেই প্রবেশ করে। রশ্মি-শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়লিঙ্গ বলিয়াই 'তে' এই পুংলিঙ্গে প্রয়োগ করা হইয়াছে, অর্থাৎ 'তে রশ্ময়ঃ' এই রশ্মিশব্দবোধক 'তে' এই শব্দটির পুংলিঙ্গে প্রয়োগ অসঙ্গত হয় নাই ॥ ২ ॥

তৎ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি, আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি, তন্ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি, তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—এইরূপে সুপ্ত বা নিদ্রিত ব্যক্তি যে সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের

ব্যাপারশূন্য ও সম্পূর্ণ প্রশান্ত বা নিরুদ্বিগ্ন হইয়া কোনরূপ স্বপ্নই জানিতে পারে না, অর্থাৎ কোনরূপ স্বপ্নই দর্শন করে না, সেই সময়েই এই সমস্ত নাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সে সময়ে কোনরূপ পাপই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যে হেতু, সে সময়ে সেই ব্যক্তি সৌরতেজঃসম্পন্ন অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মি-সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তৎ তত্র এবং সতি যত্র যস্মিন্ কালে এতৎ স্বপনম্ অয়ং জীবঃ সুপ্তো ভবতি; স্বাপস্য দ্বিপ্রকারত্বাদ্বিশেষণং "সমস্তঃ" ইতি। উপসংহৃতসর্ব্বকরণ-বৃত্তিরিত্যেতৎ; অতো বাহ্যবিষয়সম্পর্কজনিতকালুষ্যাভাবাৎ সম্যক্ প্রসন্নঃ সম্প্রসন্নো ভবতি, অতএব স্বপ্নবিষয়াকারাভাসং মানসং স্বপ্নপ্রত্যয়ং ন বিজানাতি নানুভবতীত্যর্থঃ। যদৈবং সুপ্তো ভবতি, আসু সৌরতেজঃপূর্ণাসু যথোক্তাসু নাড়ীষু তদা সৃপ্তঃ প্রবিষ্টো নাড়ীভি-র্দ্বারভূতাভির্হৃদয়াকাশং গতো ভবতীত্যর্থঃ। ন হ্যন্যত্র সৎসম্পত্তেঃ স্বপ্নদর্শনমস্তীতি সামর্থ্যান্নাড়ীম্বিতি সপ্তমী তৃতীয়য়া পরিণম্যতে। তং সত্যা সম্পন্নং ন কশ্চন ন কশ্চিদপি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপঃ পাপ্মা স্পৃশতীতি, স্বরূপাবস্থিতত্বাৎ তদা আত্মনঃ। দেহেন্দ্রিয়-বিশিষ্টং হি সুখ-দুঃখকার্য্যপ্রদানেন পাপ্মা স্পৃশতীতি, ন তু সৎসম্পন্নং স্বরূপাবস্থং কশ্চিদপি পাপ্মা স্প্রষ্টুমুৎসহতে, অবিষয়ত্বাৎ। অন্যো হ্যন্যস্য বিষয়ো ভবতি, ন স্বয়ং কেনচিৎ কুতশ্চিদপি সৎসম্পন্নস্য। স্বরূপপ্রচ্যাবনং হ্যাত্মনো জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থাং প্রতি গমনং বাহ্যবিষয়প্রতিবোধোঽবিদ্যাকামকর্ম্মবীজস্য ব্রহ্মবিদ্যাহুতাশদাহনিমিত্তমিত্যবোচাম ষষ্ঠে এব; তদিহাপি প্রত্যেতব্যম্। যদৈবং সুপ্তঃ, সৌরেণ তেজসা হি নাড্যন্তর্গতেন সর্ব্বতঃ সম্পন্নো ব্যাপ্তো ভবতি; অতো বিশেষেণ চক্ষুরাদিনাড়ীদ্বারৈর্ব্বাহ্যবিষয়ভোগায় অপ্রসৃতানি করণান্যস্য তদা ভবন্তি; তস্মাদয়ং করণানাং নিরোধাৎ স্বাত্মন্যেবাবস্থিতঃ স্বপ্নং ন বিজানাতীতি যুক্তম্। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—নাড়ীর অবস্থা নিরূপণ পূর্ব্বক তাহার প্রশংসার জন্য সম্প্রতি নিদ্রার প্রস্তাব হইতেছে। ইহাই যখন সিদ্ধান্ত হইল, তখন এই জীব যে সময়ে সুপ্ত বা নিদ্রিত হয়—স্বপ্ন দ্বিবিধ বলিয়া 'সমস্ত' এই বিশেষণটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। (ভাব এই যে—স্বপ্ন দ্বিবিধ, দর্শনবৃত্তিবিশিষ্ট ও অদর্শন-বৃত্তিবিশিষ্ট। যে সময়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ নিজ দর্শনাদি ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইলেও মন একেবারে ব্যাপারশূন্য হয় না, নিদ্রাবস্থায় মানসিক বিষয়সমূহ দৃষ্ট বা অনুভূত হয়, তাহারই নাম স্বপ্ন, যাহা লোকে নিদ্রাবস্থায় সাধারণতঃ দর্শন করে, এই স্বপ্নই দর্শনবৃত্তিবিশিষ্ট; আর দ্বিতীয় স্বপ্ন হইতেছে, সুষুপ্তি, সুষুপ্তি অবস্থায় মনোব্যাপারও সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইয়া যায়, এ জন্য সে অবস্থায় কোন কিছুই দর্শন বা অনুভব হয় না, ইহাই অদর্শনবৃত্তিবিশিষ্ট। প্রথম প্রকারের স্বপ্ননিষেধের

উদ্দেশে 'সমস্ত' এই বিশেষণ পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে) সমস্ত অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তি বা ব্যাপার যাহার নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাই সমস্ত, (সম্যক্-রূপ অস্ত—নিক্ষিপ্ত বা নিবৃত্ত) এই জন্যই বাহ্যিক বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সমূহের সহিত সম্পর্ক জন্য কালুষ্য বা চিত্তের কোনরূপ মালিন্য না থাকায় সে সময়ে সম্প্রসন্ন অর্থাৎ সম্যক্-রূপ প্রসন্ন হইয়া থাকে, এবং এই জন্যই স্বপ্নকে জানে না অর্থাৎ মানসিক বিষয়াকারে পরিস্ফুরিত স্বপ্নপ্রত্যয় বা স্বপ্নাবস্থায় কোনরূপ জ্ঞানই জন্মে না বা কোন বিষয়ই অনুভব করিতে পারে না, ভাবার্থ এই যে—যখন জীব 'সমস্ত' ও 'সম্প্রসন্ন' এই দুই ভাবে নিদ্রা যায়, তখন স্বপ্নদর্শনলাভ করে না। সমস্ত অর্থে বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিবৃত্তিপূর্ব্বক অবস্থিত, অতএব তখন জীব সম্প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ের সম্পর্কাভাবে চিত্ত কলুষতা-বর্জ্জিত হয়, সুতরাং আত্মা সর্ব্বতোভাবে শান্তচিত্ত হয়। এই জন্যই আত্মা তৎকালে ঘটাদি বিষয়াকারে পরিণত স্বপ্নকালীন মানস জ্ঞানের অনুভব করে না। যে সময়ে এইরূপে সুপ্ত হয়, তখন সৌরতেজ দ্বারা পরিপূর্ণ পূর্ব্বোক্ত এই সমস্ত নাড়ীর মধ্যে সৃপ্ত বা প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ দ্বারস্বরূপ নাড়ীসমূহ দ্বারা হৃদয়াকাশে গমন করে, যে হেতু, সৎসম্পত্তি ব্যতীত অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্যতীত স্বপ্নের অদর্শন হয় না অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনের অভাব হয় না, এ জন্য সামর্থ্য বা অর্থসঙ্গতি জন্য 'নাড়ীষু' এই (নাড়ীতে) এই সপ্তমী বিভক্তিকে 'নাড়ীভিঃ' (নাড়ীসমূহ দ্বারা) এই তৃতীয়া বিভক্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। সৎসম্পন্ন সেই সুপ্ত ব্যক্তিকে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মরূপ কোন পাপই স্পর্শ করিতে পারে না, কেন না, সে সময়ে আত্মা নিজের যথার্থ স্বরূপে (পরমাত্মভাবে) অবস্থান করে। আত্মা যে সময়ে দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংসৃষ্ট থাকে, সেই সময়েই পাপ সুখ-দুঃখাদিরূপ নিজ কার্য্য সমুৎপাদন করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু সৎসম্পন্ন স্বরূপে অবস্থিত আত্মাকে কোনরূপ পাপই স্পর্শ করিতে সাহসী হয় না, কারণ, সে সময়ে আত্মা সম্পূর্ণভাবে পাপের অবিষয়ীভূত বা অধিকারবহির্ভূত হন ; কারণ, অন্য পদার্থই অন্য পদার্থের বিষয় বা আক্রমণের যোগ্য হয়, কিন্তু সৎসম্পন্ন ব্যক্তির কোন কারণেই কোন পদার্থ হইতে অন্যত্ব অর্থাৎ ভেদ বা পার্থক্য থাকে না বা হইতেও পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা কাম (অভিলাষ) ও কর্ম্মের মূল-স্বরূপ অবিদ্যা বা অজ্ঞান দগ্ধ না হওয়ায় জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বাহ্যিক বিষয়সমূহের প্রতি বোধ বা আকর্ষণ বা অনুভূতিই সুষুপ্তিকালীন আত্মার স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি এবং বাহ্যিক বিষয়ে পুনর্ব্বার অনুভূতি উপস্থিত হয়, তাহা না হইলে সুষুপ্ত ব্যক্তিরও সমাহিত ব্যক্তির ন্যায় চিরকালের জন্যই ব্রহ্মভাবে

অবস্থান হইতে পারিত, এই বিষয় ষষ্ঠ অধ্যায়েই আমরা বলিয়াছি, এস্থানেও সেই-রূপই জানিবে। সুপ্ত বা নিদ্রিত ব্যক্তি যে সময়ে এইরূপে নাড়ীমধ্যস্থ সৌর তেজের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন বা ব্যাপ্ত হয়, তখন এই কারণেই এই ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ চক্ষুঃ প্রভৃতিরূপ নাড়ী দ্বারা বাহ্যবিষয় ভোগের নিমিত্ত নির্গত হইয়া আসে না, এবং এই জন্যই ইন্দ্রিয়সমূহের নিরোধ বশতঃ অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ নিরুদ্ধ বা নিজ নিজ ব্যাপারশূন্য হইয়া থাকায় এই সুষুপ্ত ব্যক্তি স্বাত্মা বা নিজ স্বরূপেই অবস্থান করে বলিয়া কোনরূপ স্বপ্ন-দর্শন করে না, এই উক্তি যুক্তিসঙ্গতই বটে ॥৩॥

অথ যত্রৈতদবলিমানং নাতো ভবতি, তমভিত আসীনা আহুঃ, জানাসি মাম্? জানাসি মাম্? ইতি। স যাবদস্মাচ্ছরীরাদনুৎ-ক্রান্তো ভবতি, তাবজ্জানাতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—আর যে সময় এই জীব অবলভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়, তখন আত্মীয়গণ তাহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইয়া বলে, আমাকে জানিতে পারিতেছ? আমাকে জানিতে পারিতেছ? অর্থাৎ আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ? সে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত অর্থাৎ বহির্গত হইয়া না যায়, ততক্ষণ তাহাদিগকে জানিতে বা চিনিতে পারে ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্রৈবং সতি অথ যত্র যস্মিন্ কালে অবলিমানমবলভাবং দেহস্য রোগাদিনিমিত্তং জরাদিনিমিত্তং বা কৃশীভাবম্ এতৎ নয়নং নীতঃ প্রাপিতো দেবদত্তো ভবতি, মুমূর্ষুর্যদা ভবতীত্যর্থঃ, তমভিতঃ সর্ব্বতো বেষ্টয়িত্বা আসীনা জ্ঞাতয় আহুঃ, জানাসি মাং তব পুত্রম্? জানাসি মাং পিতরম্? বেত্যাদি। স মুমূর্ষুর্যাবদস্মাৎ শরীরাদনুৎক্রান্তঃ অনির্গতো ভবতি, তাবৎ পুত্রাদীন্ জানাতি ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ইহাই যখন সিদ্ধান্ত হইল, তখন যে সময়ে দেবদত্ত অর্থাৎ কোন ব্যক্তিবিশেষ রোগাদি জন্যই হউক, অথবা বার্দ্ধক্যাদি জন্যই হউক, দেহের অবলভাব অর্থাৎ দৌর্ব্বল্য বা কৃশতা প্রাপিত হয়, অর্থাৎ যে সময়ে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়, তখন জ্ঞাতিগণ তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "আমি তোমার পুত্র, আমাকে কি জানিতে (চিনিতে) পারিতেছ?" "আমি তোমার পিতা, আমাকে কি জানিতে (চিনিতে) পারিতেছ?" ইত্যাদি। সেই মুমূর্ষু বা আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত অর্থাৎ নির্গত হইয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুত্রাদিকে জানিতে বা চিনিতে পারে, নির্গত হইয়া যাওয়ার পর (মৃত্যুর পর) আর চিনিতে পারে না ॥ ৪ ॥

অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি, অথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে, স ওমিতি বা হোদ্বা মীয়তে, স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনঃ, তাবদাদিত্যং গচ্ছতি, এতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং, নিরোধোঽবিদুষাম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর যে সময়ে এই শরীর হইতে এইরূপে উৎক্রান্ত হয়, তখন সেই ব্যক্তি যদি অবিদ্বান্ অর্থাৎ কেবল কর্ম্মীই হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত রশ্মি দ্বারাই ঊর্দ্ধে অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকে গমন করে। আর সেই ব্যক্তি যদি বিদ্বান্ বা জ্ঞানী হন, তাহা হইলে ওঙ্কারের ধ্যান করিতে করিতে ঊর্দ্ধেই গমন করেন। ইহলোক হইতে মনকে প্রেরণ করিতে যেটুকু সময় লাগে, সেইটুকু সময়ের মধ্যেই তিনি আদিত্যলোকে গমন করেন। এই আদিত্যই বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মলোকে গমনের দ্বারস্বরূপ, আর অবিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের অর্থাৎ কেবল কর্ম্মীদিগের নিরোধ বা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যত্র যদা, এতৎ ক্রিয়াবিশেষণমিতি; অস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি; অথ তদৈতৈরেব যথোক্তাভিঃ রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে যথা কর্ম্মজিতং লোকং প্রৈতি অবিদ্বান্। ইতরস্তু বিদ্বান্ যথোক্তসাধনসম্পন্নঃ স ওম্ ইত্যোঙ্কারেণাত্মানং ধ্যায়ন্ যথাপূর্ব্বং বা হ এব, উদ্বা ঊর্দ্ধং বা বিদ্বাংশ্চেৎ, ইতরস্তির্য্যগ্‌ বেত্যভিপ্রায়ঃ। মীয়তে প্রমীয়তে গচ্ছতীত্যর্থঃ। স বিদ্বান উৎক্রমিষ্যন্ যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ, যাবতা কালেন মনসঃ ক্ষেপঃ স্যাৎ, তাবতা কালেনাদিত্যং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ক্ষিপ্রং গচ্ছতীত্যর্থঃ, ন তু তাবতৈব কালেনেতি বিবক্ষিতম্। কিমর্থমাদিত্যং গচ্ছতীতি? উচ্যতে—এতদ্বৈ খলু প্রসিদ্ধং ব্রহ্মলোকস্য দ্বারং য আদিত্যঃ, তেন দ্বারভূতেন ব্রহ্মলোকং গচ্ছতি বিদ্বান্। অতো বিদুষাং প্রপদনং—প্রপদ্যন্তে ব্রহ্মলোকমনেন দ্বারেণেতি প্রপদনম্। নিরোধনং—নিরোধোঽস্মাদাদিত্যাৎ অবিদুষাং ভবতীতি নিরোধঃ; সৌরেণ তেজসা দেহে এব নিরুদ্ধাঃ সন্তো মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা নোৎক্রামন্তে এবেত্যর্থঃ, "বিষ্বঙ্ঙন্যাঃ" ইতি শ্লোকাৎ। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—মূলের 'এতৎ' শব্দটি 'উৎক্রামতি' এই ক্রিয়ার বিশেষণ। অনন্তর যে সময়ে এই শরীর হইতে এইরূপে উৎক্রান্ত অর্থাৎ নির্গত হয়, তখন উৎক্রান্ত হওয়ার পর অবিদ্বান্ বা কেবল কর্ম্মী যথোক্ত এই রশ্মিসমূহ দ্বারাই ঊর্দ্ধে গমন করে, অর্থাৎ যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেই কর্ম্মার্জ্জিত বা কর্ম্মের উপযোগী লোকে গমন করে। আর ইতর অর্থাৎ যথোক্ত সাধনসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি 'ওম্' ওঙ্কারের দ্বারা বা ওঙ্কার উচ্চারণ-সহকারে আত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব্বের ন্যায়ই ঊর্দ্ধেই গমন করেন। অভিপ্রায়

এই যে, বিদ্বান্ বা ব্রহ্মজ্ঞ হইলে ঊর্দ্ধেই গমন করেন, আর যদি ইতর অর্থাৎ অবিদ্বান্ বা ব্রহ্মজ্ঞানরহিত হয়, তাহা হইলে তির্য্যক্-ভাবে (ঊর্দ্ধে গমন না করিয়া স্থানান্তরেও) গমন করে। মূলোক্ত 'মীয়তে' এই ক্রিয়ার অর্থ গমন করা। উৎক্রমণেচ্ছু সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি মনকে ক্ষেপণ বা প্রেরণ করিতে যে পরিমাণ সময় লাগে, সেই পরিমিত সময়ের মধ্যেই (মনোবেগে) আদিত্যলোকে গমন করেন, অর্থাৎ মন যেমন শীঘ্রগামী, সেইরূপ শীঘ্রই আদিত্যলোকে উপস্থিত হন। অভিপ্রায় এই যে—মনকে প্রেরণ করিতে যে পরিমাণ সময় লাগে, সেই পরিমাণ সময়ের মধ্যেই যে গমন করেন, ইহা বলা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে, তবে কি না, অতি সত্বরই গমন করেন, এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি মনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কি নিমিত্ত আদিত্যলোকে গমন করে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যাহা আদিত্য, তাহাই ব্রহ্মলোকের প্রসিদ্ধ দ্বার, বিদ্বান্ বা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বারস্বরূপ সেই আদিত্য দ্বারাই ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এই জন্যই ইহা বিদ্বান্‌গণের প্রপদন; এই দ্বার দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করা যায় বলিয়া ইহার নাম প্রপদন, 'পদ' ধাতুর অর্থ গমন। আর ইহাই অবিদ্বান্‌গণের নিরোধ, এই আদিত্য হইতেই নিরোধ অর্থাৎ প্রতিরুদ্ধ হয় বা প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া অবিদ্বান্‌গণের পক্ষে ইহা নিরোধ বা প্রতিবন্ধক, কারণ, সৌর তেজের দ্বারা দেহের মধ্যেই নিরুদ্ধ থাকে বলিয়া মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা উৎক্রান্ত হইতে পারে না, কারণ, পরেই "বিষঙ্ঙন্যাঃ" এই যে শ্লোক আছে, তাহা হইতেই এ বিষয় জানা যাইবে॥ ৫॥

তদেষ শ্লোকঃ—

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য-
স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি
বিষঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্ত্যুৎক্রমণে ভবন্তি ॥৬॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকে ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—এ বিষয়ে এই একটি শ্লোক আছে—হৃদয়প্রদেশে এক শত একটি নাড়ী আছে, তাহাদের মধ্যে একটি নাড়ী (সূর্য্য নাড়ী) মস্তকের অভিমুখে গমন করিয়াছে; সেই নাড়ী দ্বারা যে ঊর্দ্ধে গমন করে, সেই ব্যক্তি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে, আর অন্য যে সকল বিষক্ অর্থাৎ অধোদিকে ও তির্য্যক্ অর্থাৎ বক্রভাবে উভয় পার্শ্বে গমন করিয়াছে, তাহারা কেবলমাত্র দেহ হইতে উৎক্রমণেরই সাধক হয়, উহা দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইলে

মুক্তি লাভ ঘটে না। এই প্রকরণ সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'উৎক্রমণে ভবন্তি' এই বাক্যটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তৎ তস্মিন্ যথোক্তেঽর্থে এষঃ শ্লোকো মন্ত্রো ভবতি, শতঞ্চৈকা চ একোত্তরশতং নাড্যো হৃদয়স্য মাংসপিণ্ডভূতস্য সম্বন্ধিন্যঃ প্রধানতো ভবন্তি, আনন্ত্যাদ্দেহ-নাড়ীনাং, তাসামেকা মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতা বিনির্গতা, তয়োর্দ্ধমায়ন্ গচ্ছন্ অমৃতত্বমমৃতভাবমেতি। বিষ্বঙ্ নানাগতয়স্তির্য্যগ্‌বিসর্পিণ্য ঊর্দ্ধগাশ্চান্যা নাড্যো ভবন্তি সংসারগমনদ্বারভূতাঃ, ন ত্বমৃতত্বায়; কিং তর্হি? উৎক্রমণে এবোৎক্রান্ত্যর্থমেব ভবন্তীত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাসঃ প্রকরণসমাপ্ত্যর্থঃ। ৬।

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য ষষ্ঠখণ্ডভাষ্যম্। ৬।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্র আছে—মাংসপিণ্ডস্বরূপ হৃদয়সম্বন্ধী অর্থাৎ হৃদয়ে একাধিক শত বা এক শত একটি (১০১) প্রধান নাড়ী আছে; প্রধান নাড়ী বলার উদ্দেশ্য এই যে, দৈহিক নাড়ী অনন্ত বা অসংখ্য, সেই অসংখ্য নাড়ীর মধ্যে এক শত একটি প্রধান। সেই এক শত একটি প্রধান নাড়ীর মধ্যে আবার একটি নাড়ী মস্তকের অভিমুখে নিঃসৃত হইয়াছে অর্থাৎ গমন করিয়াছে, সেই মস্তকগামী নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধে গমনকারী ব্যক্তি অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃতভাব বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। আর অন্য যে সমস্ত নাড়ী বিষক্ অর্থাৎ ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্‌ভাবে (বক্রভাবে বা দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে) নানা গতিবিশিষ্ট হইয়া গমন করিয়াছে, তাহারা কেবল সংসারে গমনের দ্বারস্বরূপ, তাহা দ্বারা অমৃতত্বলাভ ঘটে না। তবে কি হয়? না, তাহারা কেবল উৎক্রমণের নিমিত্তই আছে, অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গমনের দ্বার-স্বরূপ মাত্র। এই প্রকরণ সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত "উৎক্রমণে ভবন্তি" এই বাক্যটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমপ্রপাঠকে

সপ্তমঃ খণ্ডঃ

য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যে আত্মা নিষ্পাপ, জরাবর্জ্জিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, ভোজনেচ্ছাবিহীন, পিপাসারহিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি উক্তগুণবিশিষ্ট আত্মাকে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে অবগত হইয়া অনুভব করিতে পারেন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম প্রাপ্ত হন, প্রজাপতি এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—"অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্ম" ইত্যুক্তম্। তত্র কোঽসৌ সম্প্রসাদঃ? কথং বা তস্যাধিগমঃ? যথা সোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে? যেন স্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স কিং-লক্ষণ আত্মা? সম্প্রসাদস্য চ দেহসম্বন্ধীনি পররূপাণি, ততো যদন্যৎ কথং স্বরূপম্? ইত্যেতেঽর্থা বক্তব্যা ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে। আখ্যায়িকা তু বিদ্যাগ্রহণ-সম্প্রদানবিধিপ্রদর্শনার্থা, বিদ্যাস্তুত্যর্থা চ, রাজসেবিতং পানীয়মিতিবৎ। য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ, যস্যোপাসনায়োপলব্ধ্যর্থং হৃদয়পুণ্ডরীকমভিহিতং, যস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ সত্যা অনৃতাপিধানাঃ, যদুপাসনসহভাবি ব্রহ্মচর্য্যং সাধনমুক্তম্, উপাসনফলভূত-কামপ্রতিপত্তয়ে চ মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা গতিরভিহিতা, সোঽন্বেষ্টব্যঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশৈর্জ্ঞাতব্যঃ, স বিশেষেণ জ্ঞাতুমেষ্টব্যঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স্বসংবেদ্যতামাপাদয়িতব্যঃ। কিং তস্যান্বেষণাদ্বিজিজ্ঞাসনাচ্চ স্যাদিতি? উচ্যতে, স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, যস্তমাত্মানং যথোক্তেন প্রকারেণ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশেনান্বিষ্য বিজানাতি স্বসংবেদ্যতামাপাদয়তি, তস্যৈতৎসর্ব্বলোককামাবাপ্তিঃ সর্ব্বাত্মত্বং ফলং ভবতীতি হ কিল প্রজাপতিরুবাচ। অন্বেষ্টব্যো বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি চৈব নিয়মবিধিরেব, নাপূর্ব্ববিধিঃ; এবমন্বেষ্টব্যো বিজিজ্ঞাসিতব্য ইত্যর্থঃ, দৃষ্টার্থত্বাদন্বেষণ-বিজিজ্ঞাসনয়োঃ। দৃষ্টার্থত্বঞ্চ দর্শয়িষ্যতি "নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি" ইত্যনেনাসকৃৎ। পররূপেণ চ দেহাদিধর্ম্মৈ-

রবগম্যমানস্যাত্মনঃ স্বরূপাধিগমে বিপরীতাধিগমনিবৃত্তিৰ্দৃষ্টং ফলম্, ইতি নিয়মার্থৈবৈবাস্ত বিধেযুক্তা, ন তু অগ্নিহোত্রাদীনামিবাপূর্ব্ববিধিত্বমিহ সম্ভবতি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, "এই যে সম্প্রসাদ, ইনি এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন বা পরিণত হন, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, ইনিই অভয়, ইনিই ব্রহ্ম" তাহার মধ্যে এই সম্প্রসাদটি কে? তিনি যেরূপে এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন, তাঁহাকে কিরূপে জানা যাইতে বা লাভ করিতে পারা যায়? যিনি স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন, সেই আত্মার লক্ষণ কি? দেহসম্বন্ধী যে রূপ, তাহাই সম্প্রসাদের পররূপ বা মুখ্যরূপ, তাহা হইতে যে রূপ অন্য বা পৃথক্, তাহা কিরূপে স্বরূপ হইতে পারে? এই সমস্ত বিষয় বলা প্রয়োজন, এই জন্যই উত্তর গ্রন্থ বা এই খণ্ড আরম্ভ করা যাইতেছে। বিদ্যাগ্রহণ ও বিদ্যাসম্প্রদানের বিধি প্রদর্শনের নিমিত্ত এবং বিদ্যার প্রশংসার নিমিত্ত আখ্যায়িকার অবতারণা, রাজসেবিত পানীয়ের ন্যায়, অর্থাৎ 'এই জল রাজা পান করেন' অথবা 'ইহা রাজার যোগ্য পানীয়' এই কথা দ্বারা যেমন সেই পানীয়ের প্রশংসা করা হয়, ইহাও সেইরূপ।

যে আত্মা নিষ্পাপ, (ধর্ম্মাধর্ম্মবিহীন) জরাবিবর্জ্জিত, মৃত্যুরহিত, শোক-শূন্য, বুভুক্ষারহিত, পিপাসাশূন্য, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, উপাসনা দ্বারা উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত হৃদয়পুণ্ডরীক যাঁহার স্থান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, (হৃদয়পুণ্ডরীকেই বর্ত্তমান, এই মনে করিয়া উপাসনা করিবে) অনৃত বা মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা আবৃত সত্য-কামসমূহ যাঁহাতে সমাহিত হইয়া আছে, উপাসনার সহিত অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য যাঁহার সাধন বা লাভের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে, উপাসনার ফলস্বরূপ কাম বা অভীষ্ট ভোগপ্রাপ্তির নিমিত্ত মস্তকস্থ নাড়ী দ্বারা যাঁহার গতি বা উৎক্রমণ কথিত হইয়াছে, সেই আত্মাকে অন্বেষণ অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে জানিবার চেষ্টা করিবে, সেই আত্মা বিজিজ্ঞাসিতব্য অর্থাৎ বিশেষরূপে জানিবার চেষ্টা করিবে, অর্থাৎ নিজের অনুভববিষয়ী-ভূত বা অনুভবের যোগ্য করিবে। তাঁহার অন্বেষণ ও বিশেষরূপ জিজ্ঞাসায় কি ফল হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তিনি সমস্ত লোক অর্থাৎ সমস্ত ভোগস্থান ও সমস্ত কাম বা অভীষ্ট ভোগ্যবিষয়সমূহ প্রাপ্ত হন, যিনি পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিধানানুসারে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুযায়ী সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া বিশেষরূপে জানিতে পারেন, অর্থাৎ নিজের অনুভবগম্য করিতে পারেন, তাঁহার

এই সমস্ত লোকে কামপ্রাপ্তি বা অভীষ্ট বিষয় লাভ ও সর্ব্বাত্মতারূপ ফল লাভ হয়, প্রজাপতি পূর্ব্বে এই কথাই বলিয়াছেন।

মূলে যে "অন্বেষ্টব্যঃ" ও "বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" এই দুইটি পদ আছে, ইহা নিয়মবিধিই বটে, অপূর্ব্ববিধি নহে, অর্থাৎ এইরূপ ভাবে অবশ্যই অন্বেষণ করিবে ও বিশেষভাবে জানিবার চেষ্টা করিবে, কারণ, অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসা এই দুইটিই দৃষ্টার্থ; দৃষ্টার্থ অর্থাৎ যাহার ফল বা প্রয়োজন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, কিন্তু যাহা অদৃষ্ট বা পারলৌকিক, তাহার ফল প্রত্যক্ষগোচর নহে। পরেও "আমি এস্থানে কোন ভোগ বা ভোগযোগ্য কিছুই দেখিতে পাইতেছি না" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ঐ দুইটি শব্দের দৃষ্টার্থত্ব পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিবেন। দেহাদি ধর্ম্মসমূহ যে পরকীয়রূপ বা আত্মার ধর্ম্ম নহে, অনাত্মধর্ম্ম, এইভাবে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ দেহাত্মবোধের নিবৃত্তি হয়, ইহাই ঐ দুইটির দৃষ্ট বা ঐহিক প্রত্যক্ষ ফল, অতএব এই যে বিধি, ইহার নিয়মার্থতা হওয়াই (নিয়মবিধি) যুক্তিযুক্ত; কিন্তু অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় এস্থানে অপূর্ব্ববিধিত্ব সম্ভব হয় না। (ভাবার্থ এই যে—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই যে বিধি, ইহাই অপূর্ব্ববিধি, কারণ, অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা ইহা সমর্থিত হয় নাই, এই বিধিবাক্যটিই ইহার একমাত্র প্রমাণ। যে বিধি পূর্ব্বে আর কোন কিছু দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই, তাহাই অপূর্ব্ববিধি। সাধারণতঃ বৈদিকবিধি তিন প্রকার;—অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি—"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥" অর্থাৎ অন্য কোন প্রমাণে যাহা পাওয়া যায় না, এমন কোন নূতন বিধি বা বিধানকে অপূর্ব্ববিধি বলে। যেমন—"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" অর্থাৎ যত দিন জীবিত থাকিবে, অগ্নিহোত্র যাগের অনুষ্ঠান করিবে, এই উক্তির পূর্ব্বে অগ্নিহোত্র যাগ বলিয়া যে কোন একটি যজ্ঞ আছে ও তাহা আমরণ অনুষ্ঠেয়, ইহা লোকের অজ্ঞাতই ছিল, কেবল ঐ বিধিবলেই অগ্নিহোত্র ও তাহার কর্ত্তব্যতা লোকে জানিতে পারে, এই জন্যই ইহার নাম "অপূর্ব্ব-বিধি" যে বিধি পূর্ব্বে কাহারও জানা ছিল না, সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছে। আর যে বিষয়টি লোকের জানা আছে বটে, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠান করা না করা কর্ত্তার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এরূপ ক্ষেত্রে যে বিধি দ্বারা ঐ কার্য্য করিতে লোককে নিয়মিত বা বাধ্য করা যায়, তাহার নাম "নিয়মবিধি"। যেমন "ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" অর্থাৎ ঋতুকালে ভার্য্যাগমন করিবে। ঋতুকালে ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হওয়া যে কর্ত্তব্য, ইহা সকলেই জানে, কি ঐ গমন কর্ত্তার ইচ্ছাধীন, এই জন্যই

শাস্ত্রকার নিয়ম করিলেন, "ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াদেব" অর্থাৎ ঋতুকালে অবশ্যই স্ত্রীগমন কর্ত্তব্য, অন্যথায় প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়, এই বিধিই "নিয়মবিধি"। আর যে কার্য্যে লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে এবং ইচ্ছানুযায়ী সেই কার্য্য করিবার সম্ভাবনাও আছে, সেরূপ ক্ষেত্রে সেই প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারকে বাধা দিবার জন্য যে বিধি, তাহাকে "পরিসংখ্যাবিধি" বলে। যেমন "পঞ্চ পঞ্চনখান্ ভুঞ্জীত" অর্থাৎ পঞ্চনখবিশিষ্ট পঞ্চবিধ প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিবে। এ স্থানে লোকের মাংসভোজনেচ্ছা স্বাভাবিক, এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে জীবহিংসা করাও অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং মাংসভোজনেচ্ছায় জগতের যে কোন প্রাণীর হিংসা করিতে পারে; এই জন্যই বিধি দেওয়া হইল, মাংসভোজন যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে পঞ্চবিধ পঞ্চনখ প্রাণীর মাংসই ভোজন করিবে, অন্য কোন প্রাণীর মাংস ভোজন করিবে না। এ স্থানে ইহাও জ্ঞাতব্য যে—বিহিত-কার্য্যে লোককে প্রবৃত্ত করান পরিসংখ্যাবিধির উদ্দেশ্য নহে, বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং উক্ত পঞ্চবিধ প্রাণীকে যে ভক্ষণ করিতেই হইবে, ইহা শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য নহে, উদ্দেশ্য হইতেছে, "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" জীবহিংসা অকর্ত্তব্য, জীবহিংসা অকর্ত্তব্য হইলেই মাংসভোজনও অকর্ত্তব্য, কিন্তু লোকের মাংসভোজনে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, সেই প্রবৃত্তির অপব্যবহার নিবারণের জন্যই বিধি দিলেন, মাংসভোজন সমীচীন নহে, কিন্তু প্রবৃত্তিনিরোধ যদি করিতে না-ই পার, নিতান্তই যদি মাংস ভোজন করিতে হয়, এই পাঁচটি প্রাণীর মাংস ব্যতীত অন্য মাংস ভোজন করিবে না।) ॥ ১ ॥

তদ্ধোভয়ে দেবাসুরা অনুবুবুধিরে, তে হোচুঃ, হন্ত! তমাত্মানমন্বিচ্ছামঃ, যমাত্মানমন্বিষ্য সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামানিতি। ইন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবব্রাজ, বিরোচনোঽসুরাণাং, তৌ হাসংবিদানাবেব সমিৎপাণী প্রজাপতিসকাশমাজগ্মতুঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—দেবগণ ও অসুরগণ উভয় সম্প্রদায়ই প্রজাপতির সেই বাক্য জ্ঞাত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ লোকপরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ আলোচনা (বলাবলি) করিতে লাগিলেন, যদি সকলের অনুমতি বা সম্মতি থাকে, তাহা হইলে আমরা সেই আত্মাকে অন্বেষণ করি, যে আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম বা অভীষ্ট বিষয়সমূহকে লাভ করিতে

পারা যায়। এইরূপ আলোচনার পর দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র ও অসুরগণের মধ্যে বিরোচন প্রজাপতির নিকট গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে সংবাদ না দিয়াই সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকট আগমন বা গমন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—"তদ্ধোভয়ে" ইত্যাদ্যাখ্যায়িকাপ্রয়োজনমুক্তম্। তৎ হ কিল প্রজাপতের্ব্বচনমুভয়ে দেবাসুরাঃ,—দেবাশ্চাসুরাশ্চ দেবাসুরাঃ অনু পরম্পরাগতং স্বকর্ণ-গোচরাপন্নম্ অনুবুবুধিরে অনুবুদ্ধবন্তঃ। তে চৈতৎ প্রজাপতিবচো বুদ্ধা কিমকুর্ব্বন্? ইতি উচ্যতে—তে হ উচুঃ উক্তবন্তঃ অন্যোহন্যং দেবাঃ স্বপরিষদি অসুরাশ্চ। হন্ত! যত্তনুমতির্ভবতাং, প্রজাপতিনোক্তং তমাত্মানমন্বিচ্ছামঃ অন্বেষণং কুর্ম্মঃ, যমাত্মানমন্বিষ্য সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, ইত্যুক্ত্বা ইন্দ্রো হ এব রাজৈব স্বয়ং দেবানাম্ ইতরান্ দেবাংশ্চ ভোগপরিচ্ছদঞ্চ সর্ব্বং স্থাপয়িত্বা শরীরমাত্রেণৈব প্রজাপতিং প্রতি অভিপ্রবব্রাজ প্রগতবান্, তথা বিরোচনোঽসুরাণাম্। বিনয়েন গুরবোঽভিগন্তব্যা ইত্যেতদ্দর্শয়তি, ত্রৈলোক্যরাজ্যাচ্চ গুরুতরা বিদ্যেতি, যতো দেবাসুররাজৌ মহার্হভোগার্হৌ সন্তৌ তথা গুরুমভ্যুপগতবন্তৌ। তৌ হ কিল অসংবিদানাবেব অন্যোহন্যং সংবিদমকুর্ব্বাণৌ বিদ্যাফলং প্রতি অন্যোহন্যমীর্ষ্যাং দর্শয়ন্তৌ সমিৎপাণী সমিদ্ভারহস্তৌ প্রজাপতিসকাশমাজগ্মতুঃ আগতবন্তৌ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"তদ্ধোভয়ে" ইত্যাদি আখ্যায়িকা অবতারণার প্রয়োজন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রজাপতির সেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য লোকপরম্পরাক্রমে নিজেদের কর্ণগোচর হওয়ায় দেবগণ ও অসুরগণ উভয় সম্প্রদায়ই তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, (প্রজাপতির সেই উপদেশবাক্য লোকপরম্পরায় দেবগণ ও অসুরগণ শ্রবণ করিয়াছিলেন), প্রজাপতির সেই বাক্য অবগত হইয়া (শ্রবণ করিয়া) তাঁহারা সকলে কি করিয়াছিলেন? তাহাই বলিতেছেন, দেবগণ ও অসুরগণ নিজ নিজ সভায় উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিয়া-ছিলেন, হন্ত অর্থাৎ আপনাদিগের সকলের যদি অনুমতি অর্থাৎ সম্মতি থাকে, তাহা হইলে প্রজাপতি কর্ত্তৃক কথিত সেই আত্মাকে অন্বেষণ করি, যাঁহাকে অন্বেষণ করিলে (জানিতে পারিলে) সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম বা ভোগ্য বিষয়-সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কথা বলিয়া স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রই তাঁহার রাজ-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য দেবগণকে রাখিয়া অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শরীরটি মাত্র লইয়াই প্রজাপতির অভিমুখে বা উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন। অসুরগণের মধ্যেও অসুররাজ স্বয়ং বিরোচনও এই ভাবেই গমন করিয়াছিলেন। দেবরাজ ও অসুররাজ উভয়েই মহার্হ ভোগার্হ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ভোগবিলাসে অভ্যস্ত হইলেও

ঐরূপ ভাবে সমস্ত বেশভূষা ও পারিষদ্‌বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া যে গুরুসমীপে গমন করিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা ইহাই দেখান হইল যে, গুরুর নিকট গমন করার সময় অত্যন্ত বিনীতভাবেই গমন করা বিধেয়; কেন না, ত্রৈলোক্যের আধিপত্য অপেক্ষাও বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্র ও বিরোচন পরস্পর অজ্ঞাত-ভাবেই অর্থাৎ কেহ কাহাকেও না জানাইয়াই বিদ্যার ফললাভের প্রতি পরস্পর ঈর্ষ্যাবশতঃ সমিৎপাণি অর্থাৎ কাষ্ঠভার হস্তে লইয়া প্রজাপতির নিকট আগমন করিয়াছিলেন। ভাবার্থ এই যে—কেহ অধ্যয়নার্থী হইয়া যদি গুরুর নিকট গমন করে, তাহা হইলে যাইবার সময় নিজের বংশমর্য্যাদা ঐশ্বর্য্য ইত্যাদির সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া দীনভাবে গমন করিবে, ইহাই শাস্ত্রীয় নিয়ম, ইহা ব্যতীতও প্রত্যেক শিষ্যকেই সমিৎপাণি অর্থাৎ হোমোপযোগী এক এক ভার কাষ্ঠ হস্তে করিয়া যাইতে হয়। মুণ্ডক উপনিষদে এইরূপ উক্তি আছে যে—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেব অভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" (১।২।১২) ॥ ২ ॥

তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমূষতুঃ। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ, কিমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি? তৌ হোচতুঃ, য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে, তমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি ॥৩॥

অনুবাদ।—তাঁহারা উভয়ে বত্রিশ বৎসর কাল গুরুসমীপে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমরা কি অভিপ্রায়ে এস্থানে বাস করিতেছ? তাঁহারা বলিয়াছিলেন, যে আত্মা নিষ্পাপ, জরাবর্জ্জিত, মৃত্যুরহিত, শোকশূন্য, ভোজনেচ্ছা বা বুভুক্ষাবর্জ্জিত, পিপাসাশূন্য, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিবে, যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে অন্বেষণ করে ও তাঁহাকে জানিতে পারে, সে সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম লাভ করে, ভগবানের এই উপদেশবাক্য সজ্জনগণ অবগত আছেন, আমরাও তাঁহাকেই জানিবার অভিপ্রায়ে এস্থানে বাস করিতেছি ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তৌ হ গত্বা দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি শুশ্রূষাপরৌ ভূত্বা ব্রহ্মচর্য্যমূষতুঃ উষিতবন্তৌ। অভিপ্রায়জ্ঞঃ প্রজাপতিস্তাবুবাচ—কিমিচ্ছন্তৌ কিং প্রয়োজনমভি-

প্রেত্য ইচ্ছন্তৌ অবাস্তম্ উষিতবন্তৌ যুবাম্? ইতি। ইত্যুক্তৌ তৌ হ ঊচতুঃ,—য আত্মেত্যাদি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে শিষ্টাঃ, অতস্তমাত্মানং জ্ঞাতুমিচ্ছন্তৌ অবাস্তমিতি। যত্তপি প্রাক্ প্রজাপতেঃ সমীপাগমনাৎ অন্যোহন্যম্ ঈর্ষ্যাযুক্তৌ অভূতাং, তথাঽপি বিদ্যাপ্রাপ্তিপ্রয়োজনগৌরবাৎ ত্যক্তরাগদ্বেষমোহের্ষ্যাদিদোষাবেব ভূত্বা উষতুর্ব্রহ্মচর্য্যং প্রজাপতৌ; তেনেদং প্রখ্যাপিতমাত্মবিদ্যাগৌরবম্। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই প্রজাপতির সমীপে গমন করিয়া বত্রিশ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার শুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া বাস করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমরা উভয়ে কি প্রয়োজনসিদ্ধির অভিলাষে এস্থানে বাস করিতেছ? প্রজাপতি কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা উভয়েই উত্তর দিয়াছিলেন, সজ্জনগণ আপনাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট "য আত্মা" যে আত্মা ইত্যাদি বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, অতএব আমরাও সেই আত্মাকে জানিবার ইচ্ছায় এস্থানে বাস করিয়া আছি। ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকট আগমনের পূর্ব্বে যদিও দেবাসুরের স্বাভাবিক শত্রুতাবশতঃ পরস্পর বিদ্বেষযুক্ত ছিলেন, তাহা হইলেও ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তিরূপ প্রয়োজনের গুরুত্ববশতঃ পরস্পরের প্রতি রাগ দ্বেষ মোহ ঈর্ষ্যা প্রভৃতি দোষসমূহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজাপতির নিকট একত্রেই বাস করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা আত্মবিদ্যারই গুরুত্ব প্রকটিত করা হইয়াছে। ভাব এই যে—দেবরাজ ও অসুররাজ চিরকালই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, অহি-নকুলের ন্যায় ইঁহাদের শত্রুতা স্বাভাবিক ও প্রসিদ্ধ। এই স্বাভাবিক শত্রুতা সত্ত্বেও তাঁহারা উভয়ে প্রজাপতির নিকট বাস করিবার সময় সমস্ত শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া একস্থানে একই উদ্দেশ্যে বাস করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, আত্মবিদ্যা এতই দুর্লভ ও আদরণীয় বস্তু যে, তাহা লাভের নিমিত্ত সকলেই চিরশত্রুতাও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, কারণ, দ্বেষ ঈর্ষ্যা প্রভৃতি দোষসমূহ অগ্রে পরিত্যাগ না করিলে, চিত্ত নির্ম্মল না হইলে উহা লাভ করা যায় না, অতএব চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া বিনীতভাবে গুরুশুশ্রূষাদি কার্য্যে নিরত থাকা বিশেষ প্রয়োজন ॥ ৩ ॥

তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ, য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতম্, অভয়ম্, এতদ্‌ব্রহ্মেতি। অথ যোঽয়ং ভগবোঽপ্সু পরিখ্যায়তে, যশ্চায়মাদর্শে, কতম এষ

ইতি? এষ উ এবৈষু সর্ব্বেষন্তেষু পরিখ্যায়তে ইতি হোবাচ ॥ ৪ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—প্রজাপতি তাঁহাদের উভয়কে বলিয়াছিলেন, এই চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষ অর্থাৎ পুরুষাকৃতি (পুত্তলিকার ন্যায়) পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, ইনিই আত্মা। আরও বলিয়াছিলেন যে, ইনিই অমৃত, ইনিই অভয়, ইহাই ব্রহ্ম। অনন্তর ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! জলে ও দর্পণে এই যে পদার্থ দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যে আপনার উপদিষ্ট আত্মা কোন্‌টি? প্রজাপতি উত্তর দিয়াছিলেন, জলাদি সমস্ত পদার্থমধ্যেই এই আত্মাই পরিদৃষ্ট হন ॥ ৪ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তাবেবং তপস্বিনৌ শুদ্ধাবকল্মষৌ যোগ্যাবুপলক্ষ্য প্রজাপতিরুবাচ হ—য এষোঽক্ষিণি পুরুষো নিবৃত্তচক্ষুর্ভির্মৃদিতকষায়ৈর্দৃশ্যতে যোগিভি-র্দ্রষ্টা, এষ আত্মা অপহতপাপ্মাদিগুণঃ, যমবোচং পুরাঽহং, যদ্বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বলোককামাপ্তিঃ, এতদমৃতং ভূমাখ্যম্, অত এবাভয়ম্, অত এব ব্রহ্ম বৃদ্ধতমমিতি। অথ তৎ প্রজা-পতিনোক্তম্ "অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি বচঃ শ্রুত্বা ছায়ারূপং পুরুষং জগৃহতুঃ। গৃহীত্বা চ দৃঢ়ীকরণায় প্রজাপতিং পৃষ্টবন্তৌ—অথ যোঽয়ং হে ভগবঃ! অপ্সু পরিখ্যায়তে পরি সমন্তাৎ জ্ঞায়তে, যশ্চায়মাদর্শে আত্মনঃ প্রতিবিম্বাকারঃ পরিখ্যায়তে খড়্গাদৌ চ, কতম এষ এবাং ভগবদ্ভিরুক্তঃ? কিংবা এক এব সর্ব্বেষু? ইতি। এবং পৃষ্টঃ প্রজাপতি-রুবাচ—এষ উ এব যশ্চক্ষুষি দ্রষ্টা ময়োক্ত ইতি। এতন্মনসি কৃত্বা এষু সর্ব্বেষু অন্তেষু মধ্যেষু পরিখ্যায়তে ইতি হোবাচ। ননু কথং যুক্তং শিষ্যয়োর্ব্বিপরীতগ্রহণমনুজ্ঞাতুং প্রজাপতে-র্ব্বিগতদোষস্যাচার্য্যস্য সতঃ? সত্যমেবং, নানুজ্ঞাতম্। কথম্? আত্মন্যধ্যারোপিতপাণ্ডিত্য-মহত্ত্ব-বোদ্ধৃত্বৌ হি ইন্দ্রবিরোচনৌ, তথৈব চ প্রথিতৌ লোকে; তৌ যদি প্রজাপতিনা মূঢ়ৌ যুবাং বিপরীতগ্রাহিণাবিত্যুক্তৌ স্যাতাং, ততস্তয়োশ্চিত্তে দুঃখং স্যাৎ, তজ্জনিতাচ্চ চিত্তাবসাদাৎ পুনঃ প্রশ্নশ্রবণগ্রহণাবধারণং প্রতি উৎসাহবিঘাতঃ স্যাৎ; অতো রক্ষণীয়ৌ শিষ্যাবিতি মন্যতে প্রজাপতিঃ; গৃহ্ণীতাং তাবৎ, ততুদশরাবদৃষ্টান্তেনাপনেষ্যামীতি চ। ননু ন যুক্তম্ এষ উ এব ইত্যনৃতং বক্তুম্। ন চানৃতমুক্তম্। কথম্? আত্মনোঽক্ষি-পুরুষো মনসি সন্নিহিততরঃ শিষ্যগৃহীতাৎ ছায়াত্মনঃ, সর্ব্বেষাকাভ্যন্তরঃ "সর্ব্বান্তরঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তমেবাবোচৎ এষ উ এবেতি; অতো নানৃতমুক্তং প্রজাপতিনা ॥ ৪ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতি সেই ইন্দ্র ও বিরোচনকে তপঃপরায়ণ, বিশুদ্ধচিত্ত, নিষ্পাপ, অতএব ব্রহ্মবিদ্যালাভের যোগ্য বিবেচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, নিবৃত্তচক্ষু অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, (বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহ নিবৃত্ত হওয়ায় যাঁহাদের জ্ঞানদৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়াছে, সেইরূপ সমাধিনিষ্ঠ যোগিগণ) ও মৃদিতকষায় অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্ত বা অনাসক্ত (কষায় শব্দের অর্থ চিত্তের রাগ দ্বেষ প্রভৃতি দোষ বা চিত্তমল ও রাগাদির সংস্কার বা বাসনা, সেই রাগ-দ্বেষাদি চিত্তমল ও বাসনা যাঁহার দূরীভূত হইয়াছে, তিনিই মৃদিতকষায় অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্ত ও বিষয়-নিস্পৃহ) যোগিগণ কর্তৃক অক্ষিমধ্যে এই যে দ্রষ্টা পুরুষ দৃষ্ট হন, আমি পূর্ব্বে যে আত্মার বিষয় বলিয়াছি, ইনিই সেই অপহতপাপ্মত্বাদিগুণবিশিষ্ট আত্মা, যাঁহাকে জানিতে পারিলে সমস্ত লোক ও কামকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই ভূমানামক অমৃত বা মৃত্যুরহিত, এই জন্যই ইহা অভয় বা ভয়রহিত, এবং এই জন্যই ইহা ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃদ্ধতম বা অতিশয় বৃহৎ বা মহান্। অনন্তর ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই "অক্ষিমধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হন" প্রজাপতিকর্তৃক কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চক্ষুতে যে ছায়ারূপ পুরুষ বা পুরুষের ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহাকেই আত্মা বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। ঐরূপ অর্থ গ্রহণ বা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই বিশ্বাসকেই আবার দৃঢ় করিবার নিমিত্ত প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! এই যে জলের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দর্পণ ও খড়্গ প্রভৃতির মধ্যেও এই যে নিজের প্রতিবিম্বাকার পদার্থ বা মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাদের মধ্যে আপনা-কর্তৃক উক্ত আত্মা কোন্‌টি? অথবা ইহাদের সকলের মধ্যেই একই আত্মা? প্রজাপতি তাঁহাদের কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমি যাহাকে চক্ষুর মধ্যে দ্রষ্টা বলিয়াছি, ইনিই আত্মা, এইরূপ মনে করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন —"এই সমস্তের মধ্যেই সর্ব্বতোভাবে ও সুস্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়"। আচ্ছা, এস্থানে একটি আশঙ্কা হইতে পারে এই যে, প্রজাপতি আচার্য্য ও নির্দোষ হইয়াও শিষ্য-দ্বয়ের ঐরূপ বিপরীত গ্রহণ অর্থাৎ আচার্য্য যে উপদেশ দিলেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া যে অন্যবিধ বিপরীত জ্ঞান (ছায়াপুরুষে আত্মভ্রম) যে অনুমোদন করিলেন, ইহা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিতেছেন, হাঁ, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তিনি ত তাঁহাদের ঐ ভ্রান্তজ্ঞানের অনুমোদন করেন নাই; কি প্রকার? দেখ, ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই আপনাতে পাণ্ডিত্য, মহত্ত্ব ও বোদ্ধৃত্ব আরোপিত করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা উভয়েই মনে করেন, আমরা খুব পণ্ডিত বা জ্ঞানী, মহৎ ও বুদ্ধিমান্,

জগতেও তাঁহারা সেইরূপ বলিয়াই বিখ্যাত। এরূপ অবস্থায় প্রজাপতি যদি তাঁহাদিগকে বলেন, তোমরা মূঢ় বা মূর্খ, আমার উপদেশের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিতেছ, অর্থাৎ আমি যে উপদেশ দিতেছি, তাহা ঠিক গ্রহণ না করিয়া অন্যভাবে বুঝিতেছ, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মনে মহাদুঃখ উপস্থিত হইতে পারে এবং সেজন্য চিত্তের অবসাদ বা নিরুৎসাহভাব উপস্থিত হওয়ায় পুনরায় প্রশ্ন করা ও তাহার উত্তর শ্রবণ, গ্রহণ ও অবধারণ বিষয়ে উৎসাহের ব্যাঘাত হইতে পারে; এই জন্যই প্রজাপতি মনে করেন যে, শিষ্য দুইটি অবশ্যই রক্ষণীয়, অর্থাৎ তাঁহাদিগের উৎসাহের ব্যাঘাত উৎপাদন করা কর্ত্তব্য নহে, অতএব পুনর্ব্বার উপদেশ দ্বারা তাঁহাদের ভ্রম দূর করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য; এই কারণেই তিনি মনে করিয়াছিলেন, আচ্ছা, আপাততঃ ঐরূপ অর্থই গ্রহণ করুন, পরে উদ-শরাব অর্থাৎ জলপূর্ণ শরাব দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্তরূপ ভ্রান্তির অপনোদন করিব। আচ্ছা, 'এষ উ এব' অর্থাৎ ইহা এইরূপই, এরূপ মিথ্যা কথা বলা তাঁহার পক্ষে ত যুক্তিসঙ্গত হয় নাই? এই আশঙ্কা দূর করার নিমিত্ত বলিতেছেন, না, তিনি ত কোনরূপ মিথ্যা কথা বলেন নাই। কিরূপ? অর্থাৎ কেন যে তাঁহার কথা মিথ্যা নয়, তাহাই বলিতেছেন—তিনি নিজে যে অক্ষিপুরুষের বিষয় বলিয়াছেন, শিষ্যগৃহীত (শিষ্যদ্বয় তাঁহার উপদেশের অর্থ যেরূপভাবে বুঝিয়াছেন) ছায়াত্মা বা ছায়াময় পুরুষ অপেক্ষা তাহা তাঁহার চিত্তে অপেক্ষাকৃত সন্নিহিত বা সমীপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি যে সকলেরই অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহা "সর্ব্বান্তর" এই শ্রুতি হইতেও জানা যায়। এস্থানে 'এষ উ এব' এই উক্তি দ্বারা সেই সন্নিহিত আত্মার কথাই বলিয়াছেন, অতএব প্রজাপতি কখনই মিথ্যা কথা বলেন নাই ॥ ৪ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ

উদশরাবে আত্মানমবেক্ষ্য যদাত্মনো ন বিজানীথস্তন্মে প্রব্রূতমিতি। তৌ হোদশরাবেঽবেক্ষাঞ্চক্রাতে। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ, কিং পশ্যথ ইতি? তৌ হোচতুঃ, সর্ব্বমেবেদমাবাং ভগবঃ! আত্মানং পশ্যাব আলোমভ্য আনখেভ্যঃ প্রতিরূপমিতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—জলপূর্ণ শরাবের (শরার) মধ্যে আপনাকে অর্থাৎ নিজের ছায়া দেখিয়া আত্মা সম্বন্ধে যাহা বুঝিতে পারিবে না, তাহা আমাকে বলিও। তাঁহারা উভয়ে জলপূর্ণ শরাব মধ্যে দর্শন করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদের দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমরা উভয়ে কি দেখিতেছ? তাঁহারা দুই জনেই বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমরা এই সমস্ত আত্মাকেই—লোম হইতে নখ পর্য্যন্ত আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতেছি ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা চ, তয়োর্ব্বিপরীতগ্রহণনিবৃত্ত্যর্থং হি আহ—উদশরাবে উদকপূর্ণে শরাবাদৌ আত্মানমবেক্ষ্য অনন্তরং যৎ তত্রাত্মানং পশ্যন্তৌ ন বিজানীথঃ, তন্মে মম প্রব্রূতম্ আচক্ষীয়াথাম্, ইত্যুক্তৌ তৌ হ তথৈব উদশরাবে অবেক্ষাঞ্চক্রাথে অবেক্ষণং চক্রতুঃ। তথা কৃতবন্তৌ তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ—কিং পশ্যথঃ? ইতি। ননু "তন্মে প্রব্রূতম্" ইত্যুক্তাভ্যামুদশরাবেঽবেক্ষণং কৃত্বা প্রজাপতয়ে ন নিবেদিতম্—ইদমাবাভ্যাং ন বিদিতমিতি, অনিবেদিতে চাজ্ঞানহেতৌ হ প্রজাপতিরুবাচ—কিং পশ্যথ? ইতি; তত্র কোঽভিপ্রায় ইতি? উচ্যতে—নৈব তয়োঃ ইদমাবয়োর বিদিতমিত্যাশঙ্কা অভূৎ ছায়াত্মন্যাত্মপ্রত্যয়ো নিশ্চিত এবাসীৎ; যেন বক্ষ্যতি—"তৌ হ শান্তহৃদয়ৌ প্রবব্রজতুঃ" ইতি। ন হ্যনিশ্চিতেঽভিপ্রেতার্থে প্রশান্তহৃদয়ত্বমুপপদ্যতে; তেন নোচতুঃ,—ইদমাবাভ্যামবিদিতমিতি। বিপরীতগ্রাহিণৌ চ শিষ্যৌ অনুপেক্ষণীয়াবিতি স্বয়মেব পপ্রচ্ছ কিং পশ্যথঃ? ইতি। বিপরীতনিশ্চয়াপনয়ায় চ বক্ষ্যতি—"সাধ্বলঙ্কৃতৌ" ইত্যেবমাদি। তৌ হ উচতুঃ,—সর্ব্বমেবেদম্ আবাং ভগবঃ! আত্মানং পশ্যাবঃ আলোমভ্যঃ আনখেভ্যঃ প্রতিরূপমিতি, যথৈব আবাং হে ভগবঃ! লোমনখাদিমন্তৌ স্বঃ, এবমেবেদং লোম-নখাদিসহিতমাবয়োঃ প্রতিরূপমুদশরাবে পশ্যাব ইতি। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতি ইন্দ্র ও বিরোচনের সেইরূপ

বিপরীত গ্রহণ বা ভ্রান্তবুদ্ধি অপনোদনের নিমিত্ত বলিয়াছিলেন, উদশরাবে অর্থাৎ জলপূর্ণ শরাবাদি কোন পাত্রমধ্যে আপনাকে দেখিয়া, তদনন্তর অর্থাৎ দেখার পর যাহা না বুঝিতে পার, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিও। প্রজাপতি কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহারা উভয়ে সেই ভাবেই জলপূর্ণ শরাবমধ্যে নিজেকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেইরূপ করিলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি দেখিতেছ ?

এ স্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, "তাহা আমাকে বলিও"; কিন্তু প্রজাপতি কর্ত্তৃক ঐরূপ আদিষ্ট হইলেও তাঁহারা উদশরাবে নিজেকে দর্শন করিয়া প্রজাপতিকে এমন কথা বলেন নাই যে, 'আমরা ইহা বুঝিতে পারি নাই'। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা প্রজাপতিকে নিজেদের অজ্ঞানের হেতু না জানাইলেও প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি দেখিতেছ ?' এরূপ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, 'ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না' এরূপ আশঙ্কা ইন্দ্র ও বিরোচনের মনে উদয়ই হয় নাই, পরন্তু তাঁহাদের ছায়াময় আত্মাতেই বা ছায়ামূর্ত্তিতেই নিশ্চিতরূপে আত্মজ্ঞান হইয়াছিল ; যে হেতু পরেই বলা হইবে—"তাঁহারা উভয়েই বেশ প্রশান্তচিত্তে প্রস্থান করিয়াছিলেন"। অভিলষিত বিষয়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চিত হওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তের প্রশান্ত ভাব কখনই আসিতে পারে না ; সেই জন্যই তাঁহারা বলেন নাই যে, "আমাদের কর্ত্তৃক ইহা অজ্ঞাতই রহিয়াছে" অর্থাৎ ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, শিষ্যদ্বয় বুদ্ধিভ্রমে বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিলেও গুরুর সে বিষয়ে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, এই জন্যই প্রজাপতি নিজেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা কি দেখিতেছ ?" পরেও আবার তাঁহাদিগের ঐরূপ বিপরীত নিশ্চয় বা ভ্রান্তজ্ঞান (বিপরীত অর্থকে যে যথার্থ অর্থ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন, সেই বিপরীত নিশ্চয়কে) অপনোদনের নিমিত্ত বলিবেন, "সাধ্বলঙ্কৃতৌ" উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া ইত্যাদি। তাঁহারা উভয়ে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমরা এই সমস্ত আত্মাকেই লোম হইতে নখ পর্য্যন্ত প্রতিরূপ অর্থাৎ প্রতিবিম্ব বা প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইতেছি, অর্থাৎ হে ভগবন্! আমরা উভয়ে যেমন লোম-নখাদি-বিশিষ্ট আছি, এই উদশরাবেও ঠিক সেইরূপই লোম-নখাদি সহিত নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেছি ॥ ১ ॥

তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ, সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেঽবেক্ষেথামিতি। তৌ হ সাধ্বলঙ্কৃতৌ

সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেঽবেক্ষাঞ্চক্রাতে। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ, কিং পশ্যথঃ ? ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—প্রজাপতি তাঁহাদের দুই জনকে বলিয়াছিলেন, তোমরা উভয়ে মনোহর অলঙ্কার ধারণ ও মহামূল্য উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করিয়া এবং বেশ পরিষ্কৃতভাবে অর্থাৎ উত্তমরূপে গাত্রমার্জ্জনাদিপূর্ব্বক শরীরের সংস্কার করিয়া উদশরাবে পুনরায় দৃষ্টিপাত কর। তাঁহারা সেইরূপভাবে মহামূল্য ভূষণ ও বসন ধারণ এবং শরীরমার্জ্জনাদি করিয়া উদকপূর্ণ শরাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা কি দেখিতেছ ?" ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তৌ হ পুনঃ প্রজাপতিরুবাচ ছায়াত্মনিশ্চয়াপনয়ায়—সাধ্বলঙ্কৃতৌ যথা স্বগৃহে সুবসনৌ মহার্হবস্ত্রপরিধানৌ ছিন্নলোম-নখৌ চ ভূত্বা উদশরাবে পুনঃ ঈক্ষেয়াথামিতি, ইহ চ নাদিদেশ যদজ্ঞাতং তন্মে প্রব্রূতমিতি। কথং পুনরনেন সাধ্বলঙ্কারাদি কৃত্বা উদশরাবাবেক্ষণেন তয়োশ্ছায়াত্মগ্রহোঽপনীতঃ স্যাৎ? সাধ্বলঙ্কার-সুবসনাদীনামাগন্তুকানাং ছায়াকরত্বমুদশরাবে যথা শরীরসম্বন্ধানাম্, এবমেব শরীরস্যাপি ছায়াকরত্বং পূর্ব্বং বভূবেতি গম্যতে। শরীরৈকদেশানাঞ্চ লোম-নখাদীনাং নিত্যত্বেনাভি-প্রেতানামখণ্ডিতানাং ছায়াকরত্বং পূর্ব্বমাসীৎ ? ছিন্নেষু চ নৈব লোম-নখচ্ছায়া দৃশ্যতে; অতো লোম-নখাদিবচ্ছরীরস্যাগমাপায়িত্বং সিদ্ধমিতি উদশরাবাদৌ দৃশ্যমানস্য তন্নিমিত্তস্য চ দেহস্যানাত্মত্বং সিদ্ধম্, উদশরাবাদৌ ছায়াকরত্বাদ্দেহসম্বন্ধালঙ্কারাদিবৎ। ন কেবল-মেতাবৎ, এতেন যাবৎ কিঞ্চিদাত্মীয়ত্বাভিমতং সুখ-দুঃখ-রাগ-দ্বেষ-মোহাদি চ কাদাচিৎকত্বাৎ নখ-লোমাদিবৎ অনাত্মেতি প্রত্যেতব্যম্। এবমশেষমিথ্যাগ্রহাপনয়নিমিত্তে সাধ্বলঙ্কারাদি-দৃষ্টান্তে প্রজাপতিনোক্তে শ্রুত্বা তথা কৃতবতোরপি ছায়াত্মবিপরীতগ্রহো নাপজগাম যস্মাৎ, তস্মাৎ স্বদোষেণৈব কেনচিৎ প্রতিবন্ধবিবেকবিজ্ঞানৌ ইন্দ্র-বিরোচনৌ অভূতামিতি গম্যতে। তৌ পূর্ব্ববদেব দৃঢ়নিশ্চয়ৌ পপ্রচ্ছ, কিং পশ্যথঃ ? ইতি। ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—তাঁহাদের ছায়াতে আত্মনিশ্চয়রূপ ভ্রান্তি অপনোদনের নিমিত্ত প্রজাপতি পুনরায় তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা নিজ নিজ গৃহে যেরূপ মহামূল্য বসন-ভূষণ ধারণ কর, সেইরূপ উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও বহুমূল্য বস্ত্রে সজ্জিত এবং পরিষ্কৃত অর্থাৎ নখ ও লোম ছেদনপূর্ব্বক জলপূর্ণ শরাবে পুনরায় দৃষ্টিপাত কর। এবার কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আদেশ করিলেন না যে, যাহা না বুঝিতে পার, তাহা আমাকে বলিও। আচ্ছা, এইরূপ উৎকৃষ্ট বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া জলপূর্ণ শরাব দর্শন দ্বারা তাঁহাদের ছায়াত্মজ্ঞান কিরূপে অপনীত হইবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, দেহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আগন্তুক (অর্থাৎ দেহের সহিত সর্ব্বদা সম্বন্ধযুক্ত নহে, সময়বিশেষে যাহা দেহে

ধারণ করা হয়) উৎকৃষ্ট ভূষণ ও উৎকৃষ্ট বসনাদি জলপূর্ণ শরাবে যেমন ছায়া উৎপাদন করে; (শরাবস্থ জলে যেমন বসন-ভূষণে সজ্জিত দেহের ছায়া বা প্রতিবিম্ব পতিত হয়) এই বাক্যের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, পূর্ব্বে বসন-ভূষণে সজ্জিত হইবার পূর্ব্বেও ঠিক সেইরূপই শরীরেরও ছায়াজনকত্ব ছিল, (বসন-ভূষণাদি সজ্জাবিহীন দেহের প্রতিবিম্বও জলে পতিত হইয়াছিল) আর শরীরের অংশস্বরূপ অখণ্ডিত বা অকর্ত্তিত নখ লোম প্রভৃতিকেও নিত্য বা অবিনাশী অতএব স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, এবং পূর্ব্বে অর্থাৎ অকর্ত্তিত অবস্থায় সেই লোম-নখাদির ছায়াজনকত্ব ছিল (লোম ও নখ প্রভৃতি বিশিষ্টদেহের ছায়া জলে পতিত হইয়াছিল), পরে সেই লোম-নখাদি ছিন্ন করিলে আর লোম ও নখের ছায়া দৃষ্ট হয় নাই; ইহা দ্বারা বলা হইল যে, লোম-নখাদির যেমন আগমাপায়িত্ব অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, এই শরীরেরও সেইরূপ আগমাপায়িত্ব বা উৎপত্তি ও বিনাশ প্রমাণিত হইতেছে; সুতরাং উদকপূর্ণ শরাবে দৃশ্যমান ছায়াত্মা ও তাহার কারণস্বরূপ দেহ যে অনাত্মা অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ, ইহা বিশেষরূপেই প্রমাণিত হইল; কারণ, দেহসম্বদ্ধ অনাত্ম-অলঙ্কারাদির ন্যায় জল-শরাবমধ্যে অনলঙ্কৃত দেহও নিজের ছায়া উৎপাদন করে। কেবল যে ইহাই প্রমাণিত হইল, তাহা নহে, ইহা দ্বারা আত্মীয় বলিয়া স্বীকৃত রাগ, দ্বেষ, মোহ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে কোন পদার্থই হউক না কেন, কাদাচিৎকত্ববশতঃ (সময়বিশেষে যাহাদের উদ্ভব বা আবির্ভাব হয়) তাহারা সকলেই লোম-নখাদির ন্যায় অনাত্মা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। (ভাবার্থ এই যে—ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই প্রথমে প্রজাপতির নিকট অক্ষিপুরুষের আত্মত্ব শ্রবণ করিয়া চক্ষুর মধ্যে যে ছায়া পতিত হয়, তাহাকেই আত্মা বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, যখন চক্ষুতে প্রতিফলিত ছায়া আত্মা হইতে পারে, তখন জল দর্পণ ইত্যাদিতে প্রতিফলিত ছায়াই বা আত্মা হইবে না কেন? উহাও আত্মা। প্রজাপতি তাঁহাদের এই ভ্রম দূর করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় জলপূর্ণ শরাবে প্রতিফলিত ছায়া দর্শন করাইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, দৃশ্যমান এই ছায়া আত্মা নহে, কারণ, আত্মা নিত্য, আগমাপায়বিরহিত ও একরূপেই অবস্থিত হন, তাঁহার আবির্ভাব, তিরোভাব, হ্রাস, বৃদ্ধি কিছুই সম্ভব নহে, কিন্তু ছায়া আগমাপায়শীল, জলাদির নিকট অবস্থান করিলে পরিদৃষ্ট হয়, অন্যথা হয় না, অতএব কখন থাকে, কখনও থাকে না, সুতরাং উহা অনিত্য ও নশ্বর। আগমাপায়িত্বহেতু ছায়াপুরুষ যেমন আত্মা নহে, তেমনই ছায়ার উৎপাদক দেহও আত্মা নহে, কারণ, দেহও জন্ম-মৃত্যু-ধর্মী বিনশ্বর অনিত্য। আরও দেখ, প্রথমতঃ নখ-লোমাদি ছেদনের পর আর

তাহাদের ছায়া পতিত হয় নাই, তখন আবার বসন-ভূষণাদিসমন্বিত দেহের ছায়া পতিত হইল, সুতরাং একরূপতার অভাব বশতঃও ছায়া ও ছায়ার উৎপাদক দেহ আত্মা হইতে পারে না, অনাত্ম পদার্থ, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। কেবল দেহ ও ছায়াই নহে, রাগ, দ্বেষ, মান, অপমান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি শারীরিক যে কিছু পদার্থ আত্মধর্ম বা আত্মীয় বলিয়া মনে হয়, উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহাদেরও আত্মত্ব প্রতিষিদ্ধ হইল, কারণ, উহারা সকলেই আগমাপায়ী অতএব অনিত্য) শিষ্যদ্বয়ের মিথ্যা জ্ঞান দূর করিবার নিমিত্ত প্রজাপতি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত উক্তরূপ সাধু অলঙ্কারাদির দৃষ্টান্ত শ্রবণ ও সেইরূপ অনুষ্ঠান করার পরও যখন তাঁহাদের ছায়াত্মরূপ বিপরীত বা ভ্রান্তজ্ঞান দূরীভূত হইল না, তখন ইহাই বুঝা যায় যে, নিজের কোন দোষের দ্বারাই ইন্দ্র ও বিরোচনের বিবেকজ্ঞান প্রতিরুদ্ধ হইয়া আছে। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায়ই ছায়াত্মবিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চয় (পূর্ব্বে যে ছায়া-পুরুষে আত্মজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের পরও সেই ধারণাই দৃঢ় আছে) দেখিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমরা উভয়ে কি দেখিতেছ? ॥ ২ ॥

তৌ হোচতুঃ, যথৈবেদমাবাং ভগবঃ! সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ স্বঃ, এবমেবেমৌ ভগবঃ! সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতাবিতি। এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি। তৌ হ শান্তহৃদয়ৌ প্রবব্রজতুঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—ইন্দ্র ও বিরোচন বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমরা যেমন এইরূপে উৎকৃষ্ট ভূষণ ও মনোহর বসন ধারণ করিয়াছি এবং লোম-নখ ছেদন করিয়া পরিষ্কৃত হইয়া আছি, হে ভগবন্! জলমধ্যস্থ এই ছায়াত্মক আমাদিগকেও অর্থাৎ আমাদের প্রতিবিম্বকেও ঠিক সেইরূপই উৎকৃষ্টরূপে অলঙ্কৃত ও মনোহর-বসনপরিহিত এবং সুপরিষ্কৃত অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি। প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত, অতএব অভয়, এবং ইহাই ব্রহ্ম। তাঁহারা উভয়েই প্রশান্তহৃদয়ে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তৌ তথৈব প্রতিপন্নৌ, যথৈবেদমিতি পূর্ব্ববৎ; যথা সাধ্বলঙ্কারাদিবিশিষ্টাবাবাং স্বঃ, এবমেবেমৌ ছায়াত্মানাবিতি সুতরাং বিপরীতনিশ্চয়ৌ বভূবতুঃ। যস্তাত্মনো লক্ষণং "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যুক্তং, পুনস্তদ্বিশেষমন্বিষ্যমাণয়োঃ "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি সাক্ষাদাত্মনি নির্দ্দিষ্টে তদ্বিপরীতগ্রহাপনয়ায়োদশরাবে সাধ্বলঙ্কারদৃষ্টান্তেঽপ্যভিহিতমাত্মস্বরূপবোধাৎ বিপরীতগ্রহো নাপগতঃ;

অতঃ স্বদোষেণ কেনচিৎ প্রতিবদ্ধবিবেকবিজ্ঞানসামর্থ্যাবিতি মত্বা যথাঽভিপ্রেতমেবাত্মানং মনসি নিধায় এষ আত্মেতি হ উবাচ—এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি প্রজাপতিঃ পূর্ব্ববৎ, ন তু তদভিপ্রেতমাত্মানম্। য আত্মেত্যাত্মলক্ষণ-শ্রবণেন অক্ষিপুরুষশ্রুত্যা চ উদশরাবাদ্যুপপত্ত্যা চ সংস্কৃতৌ তাবৎ মদ্বচনং সর্ব্বং পুনঃ পুনঃ স্মরতঃ প্রতিবন্ধক্ষয়াচ্চ স্বয়মেবাত্মবিষয়ে বিবেকো ভবিষ্যতীতি মন্বানঃ পুনর্ব্রহ্মচর্য্যাদেশে চ তয়োশ্চিত্তদুঃখোৎপত্তিং পরিজিহীর্ষন্ কৃতার্থবুদ্ধিতয়া গচ্ছন্তাবপ্যুপেক্ষিতবান্ প্রজাপতিঃ। তৌ হ ইন্দ্রবিরোচনৌ শান্তহৃদয়ৌ তুষ্টহৃদয়ৌ কৃতার্থবুদ্ধীব প্রবব্রজতুরিত্যর্থঃ। ন তু শম এব, শমশ্চেৎ তয়োর্জ্জাতঃ, বিপরীতগ্রহো বিগতোঽভবিষ্যৎ। প্রবব্রজতুর্গতবন্তৌ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ইন্দ্র ও বিরোচন পূর্ব্বের ন্যায়ই বুঝিয়াছিলেন, 'যথৈব ইদং' ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। আমরা যেমন উৎকৃষ্ট অলঙ্কারাদিবিশিষ্ট হইয়া আছি, এই ছায়াত্মা দুইটিও ঠিক সেইরূপই, তাঁহারা এইরূপ বলায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের সেই বিপরীত নিশ্চয় বা ভ্রমাত্মক ধারণাই তখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। "যে আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদিরূপে যে আত্মার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া পুনরায় সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে অন্বিষ্যমাণ বা জিজ্ঞাসু ইন্দ্র ও বিরোচনকে "চক্ষুর্মধ্যে যে এই পুরুষ দৃষ্ট হন" এইভাবে সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করার পরও তাঁহাদের ভ্রান্তজ্ঞান পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকায় সেই ভ্রমবুদ্ধি অপনোদনের নিমিত্ত জলপূর্ণশরাবেও সাধু অলঙ্কারাদির দৃষ্টান্ত অভিহিত হইলেও তাঁহাদের আত্মার স্বরূপজ্ঞানবিষয়ে বিপরীত ধারণা দূর হয় নাই, অতএব নিজেদেরই কোনরূপ দোষের দ্বারা তাঁহাদের বিবেক বিজ্ঞানশক্তি প্রতিরুদ্ধ হইয়া আছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রজাপতি পূর্ব্বের ন্যায় নিজের অভিপ্রেত আত্মাকেই মনস্থ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত, অতএব অভয় এবং ব্রহ্ম; ইন্দ্র ও বিরোচনের অভিমত বা বিবেচিত অনাত্ম আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি ওরূপ উক্তি করেন নাই। অভিপ্রায় এই যে, 'যে আত্মা' ইত্যাদিরূপ আত্মার লক্ষণ, ও 'অক্ষিপুরুষ' ইত্যাদিরূপে উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং উদশরাবাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারাও যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইঁহাদের আত্মবিষয়ে সংস্কার উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ পুনঃ পুনঃ স্মরণ বা আলোচনা করিতে করিতে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইয়া যাইবে, তখন ইহাদের আপনা হইতেই আত্মবিষয়ে বিবেকবুদ্ধি উপস্থিত হইবে, এইরূপ মনে করিয়া, এবং পুনরায় ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ দিয়া তাঁহাদের মনে দুঃখদান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া "আমরা সব বুঝিতে পারিয়াছি" এইরূপ আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া গমোনোদ্যত হইলেও প্রজাপতি ইন্দ্র ও বিরোচনকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ

নিষেধ করেন নাই। সেই ইন্দ্র ও বিরোচন শান্তহৃদয় অর্থাৎ সন্তুষ্টচিত্ত অর্থাৎ নিজেদের কৃতার্থ বিবেচনা করিয়া গমন করিয়াছিলেন। "শান্তহৃদয়" এস্থানে এই 'শান্ত' শব্দে 'শম' অর্থাৎ চিত্তের উদ্বেগশান্তি এরূপ অর্থ বুঝাইবে না, কারণ, তাঁহাদের যদি প্রকৃতপক্ষে 'শম' হইত, তাহা হইলে বিপরীত ধারণাও দূরীভূত হইত ॥ ৩ ॥

তৌ হান্বীক্ষ্য প্রজাপতিরুবাচ, অনুপলভ্যাত্মানমননুবিদ্য ব্রজতো যতর এতদুপনিষদো ভবিষ্যন্তি দেবা বা অসুরা বা, তে পরাভবিষ্যন্তীতি। স হ শান্তহৃদয় এব বিরোচনোঽসুরান্ জগাম। তেভ্যো হৈতামুপনিষদং প্রোবাচ, আত্মৈবেহ মহয্যঃ, আত্মা পরিচর্য্যঃ, আত্মানমেবেহ মহয়ন্নাত্মানং পরিচরন্নুভৌ লোকাববাপ্নোতীমঞ্চামুঞ্চেতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—প্রজাপতি সেই ইন্দ্র ও বিরোচনকে দূরে গমনশীল দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহারা আত্মাকে উপলব্ধি না করিয়া এবং অনুভবযোগ্য না করিয়াই চলিয়া যাইতেছে; দেবই হউক, আর অসুরই হউক, যাহারা এতদুপনিষদ অর্থাৎ ইন্দ্র ও বিরোচনের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া এইরূপ মিথ্যা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইবে, তাহারা পরাভূত অর্থাৎ প্রকৃত মোক্ষপথ হইতে স্খলিত হইবে। তাঁহাদের মধ্যে বিরোচন প্রশান্তচিত্তে অসুরদিগের নিকট গমন করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগের মধ্যে এই উপনিষদ্ বা আত্মজ্ঞান প্রচার করিলেন যে, এই জগতে একমাত্র আত্মাই মহয্য অর্থাৎ পূজনীয় বা আদরণীয়, একমাত্র আত্মাই পরিচরণীয় অর্থাৎ একমাত্র আত্মারই তুষ্টিবিধান করা কর্ত্তব্য, এই জগতে একমাত্র আত্মার পূজা ও পরিচর্য্যা করিয়া ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবং তয়োর্গতয়োরিন্দ্রবিরোচনয়োঃ যাজ্ঞোর্ভোগাসক্তয়োর্যথোক্তবিস্মরণং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য অপ্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষবচনেন চ তয়োশ্চিত্তদুঃখং পরিজিহীর্ষুস্তৌ দূরং গচ্ছন্তৌ অবীক্ষ্য 'য আত্মা অপহতপাপ্মা' ইত্যাদিবচনবৎ এতদপ্যনয়োঃ শ্রবণগোচরত্বমেব্যতীতি মত্বা উবাচ প্রজাপতিঃ,—অনুপলভ্য যথোক্তলক্ষণমাত্মানম্ অননুবিদ্য স্বাত্মপ্রত্যক্ষকৃত্বা বিপরীতনিশ্চয়ৌ চ ভূত্বা ইন্দ্র-বিরোচনাবেতৌ প্রব্রজতঃ গচ্ছেয়াতাম্; অতো যতরে দেবা বা অসুরা বা কিং বিশেষিতেন? এতদুপনিষদঃ,—আভ্যাং বা গৃহীতা আত্মবিদ্যা, সেয়মুপনিষৎ যেষাং দেবানামসুরাণাং বা, তে এতদুপনিষদ এবং-বিজ্ঞানাঃ এতন্নিশ্চয়া ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ। তে কিম্? পরাভবিষ্যন্তি শ্রেয়োমার্গাৎ

পরাভূতাঃ বহির্ভূতাঃ বিনষ্টা ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ। স্বগৃহং গচ্ছতোঃ সুরাসুররাজয়োর্যোঽসুররাজঃ, স হ শান্তহৃদয় এব সন্ বিরোচনোঽসুরান্ জগাম। গত্বা চ তেভ্যোঽসুরেভ্যঃ শরীরাত্মবুদ্ধির্বা উপনিষৎ, তামেতামুপনিষদং প্রোবাচ উক্তবান্—দেহমাত্রমেবাত্মা পিত্রোক্ত ইতি। তস্মাদাত্মৈব দেহ ইহ লোকে মহয্যঃ পূজনীয়ঃ, তথা পরিচর্য্যঃ পরিচরণীয়ঃ, তথা আত্মানমেবেহ লোকে দেহং মহয়ন্ পরিচরংশ্চ উভৌ লোকৌ অবাপ্নোতি—ইমঞ্চামুঞ্চ। ইহলোক-পরলোকয়োরেব সর্ব্বে লোকাঃ কামাশ্চান্তর্ভবন্তীতি রাজ্ঞোঽভিপ্রায়ঃ। ৪।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ভোগাসক্ত ইন্দ্র ও বিরোচননামক সেই রাজদ্বয় এইরূপে গমন করার পর পূর্ব্বোক্ত উপদেশসমূহ বিস্মৃত হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় প্রত্যক্ষ বচনের দ্বারা অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রবণগোচর হইতে পারে, এরূপ স্বরে অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে (তাঁহাদের সম্মুখে না বলিয়া) তাঁহাদের মানসিক দুঃখ পরিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া (মুখামুখী বলিলে তাঁহাদের মনে ক্লেশ হইতে পারে, সেই ক্লেশটুকু তাঁহারা যাহাতে না পান এই ইচ্ছায়) তাঁহারা দূরে গমন করিতেছেন দর্শন করিয়া "আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় এই বাক্যও ইঁহাদের শ্রবণগোচর হইবে, এইরূপ মনে করিয়া প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট আত্মাকে উপলব্ধি না করিয়াই এবং অনুবেদন অর্থাৎ নিজেদের প্রত্যক্ষ বা অনুভবগম্য না করিয়াই, উপরন্তু বিপরীতনিশ্চয় হইয়া (মিথ্যা ধারণা লইয়া) এই ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে গমন করিতেছেন, এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কি বলিব? যে সমস্ত দেবতা বা অসুর "এতদুপনিষদঃ" হইবে—ইন্দ্র ও বিরোচন যে আত্মবিদ্যা গ্রহণ বা শিক্ষা করিয়াছেন, যে সমস্ত দেবতা বা অসুর সেই এই উপনিষৎ বা আত্মবিদ্যা যাহারা শিক্ষা করিবে বা করিয়াছে, তাহারাই "এতদুপনিষদঃ" এইরূপ বিজ্ঞানসম্পন্ন বা এইরূপ ভ্রমধারণার বশবর্ত্তী হইবে। (যাহারা ইন্দ্র ও বিরোচনের নিকট তাঁহাদের ভ্রমপূর্ণ উপদেশ গ্রহণ করিবে, তাহারাও ইন্দ্র ও বিরোচনের ন্যায় মিথ্যাজ্ঞানই লাভ করিবে) তাহাতে তাহারা কি হইবে? না, পরাভূত হইবে, অর্থাৎ কল্যাণজনক মার্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইবে। দেবরাজ ও অসুররাজ নিজ নিজ গৃহোদ্দেশে গমন করার পর, তাঁহাদের মধ্যে যিনি অসুররাজ বিরোচন, তিনি বেশ প্রশান্তচিত্তেই অসুরদিগের সমীপে গমন করিয়াছিলেন। তিনি গমন করিয়া অসুরদিগকে শরীরাত্মবুদ্ধিরূপ যে উপনিষৎ, (দেহেই আত্মজ্ঞানরূপ যে আত্মবিদ্যা) সেই উপনিষৎ অর্থাৎ আত্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন—পিতা অর্থাৎ প্রজাপতি দেহমাত্রকেই আত্মা বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন, অতএব ইহলোকে দেহরূপ আত্মাই মহনীয় অর্থাৎ পূজনীয়, এবং পরিচরণীয় অর্থাৎ সেবনীয়, (দেহের সন্তুষ্টিবিধানেই আত্মার সেবা

পূজা সম্পন্ন হয়) এবং ইহলোকে দেহস্বরূপ আত্মার পূজা ও পরিচর্য্যা করিলেই ইহলোক ও পরলোক এই উভয়লোকই প্রাপ্ত হয়। রাজার বলার উদ্দেশ্য এই যে—সমস্ত লোক ও সমস্ত কামই ইহলোক ও পরলোকেরই অন্তর্ভূত, অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকের মধ্যেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, অর্থাৎ দেহের পরিচর্য্যা করিলেই সেই সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাবার্থ এই যে—ইন্দ্র ও বিরোচন গমন করিলে প্রজাপতি বিবেচনা করিলেন, ইহারা দুইজনই রাজা, ইহাদিগের সর্ব্বদাই অতুল বিষয়ভোগের সম্ভব আছে এবং সেই বিষয়ে আসক্ত হইলে ইহারা আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া প্রজাপতি প্রত্যক্ষভাবে উক্তিতে তাহাদিগের মনোদুঃখ হরণ করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্র ও বিরোচনকে দূরগত দেখিয়া আত্মা অপহতপাপ্মা ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় এই বক্ষ্যমাণ বাক্যও ইঁহাদিগের শ্রুতিগোচর হইবে, এই বিবেচনায় বলিয়াছিলেন যে,—এই ইন্দ্র ও বিরোচন যথোক্ত লক্ষণ-সম্পন্ন আত্মাকে সাক্ষাৎকার না করিয়া প্রত্যুত অন্যভাবে বুঝিয়া গমন করিতেছে, ইহাতে দেব ও দানব সকলেই আত্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইবে, অর্থাৎ তাহারা সৎপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিনাশ পাইবে; যে হেতু, ইহারা বিপরীত আত্মজ্ঞান করিয়াছে, যে সকল দেবাসুর ইহাদের নিকট উক্ত ব্রহ্মোপনিষৎ শ্রবণ করিবে, তাহারা ভ্রমজ্ঞানে পড়িয়া মোক্ষপথ হইতে বিচ্যুত হইবে। অনন্তর ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে দৈত্যপতি বিরোচন শান্তহৃদয় হইয়া অসুরগণের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাদিগের সমীপে উপস্থিত হইয়া, যে উপদেশে শরীরে আত্মবুদ্ধি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদিগের নিকট তদ্রূপ উপদেশ করিতে লাগিলেন,—আমার পিতা বলিয়াছেন, শরীরই আত্মা, সুতরাং শরীরই আত্মজ্ঞানে আদরণীয়; শরীরকে আত্মা ভাবিয়া পুষ্ট করিবে। এইরূপ পোষণ করিলে সেই ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক উভয়ই লাভ করিতে পারে ॥ ৪ ॥

তস্মাদপ্যদ্যেহাদদানমশ্রদ্দধানমযজমানমাহুঃ, আসুরো বতেতি, অসুরাণাং হ্যেষোপনিষৎ প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কারেণেতি সংস্কুর্ব্বন্তি, এতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে ॥ ৫ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—এই জন্যই অদ্যাপিও ইহলোকে দানবিমুখ (অদাতা বা কৃপণ) সৎকার্য্যে শ্রদ্ধাবিহীন ও অযজমান বা দেবার্চ্চনাদিবিমুখ ব্যক্তিকে সাধুগণ আসুর-স্বভাব বলিয়া থাকেন। অসুরগণের ইহাই উপনিষদ্ বা আত্মবিদ্যা যে, তাহারা মৃতব্যক্তির দেহকে ভিক্ষা দ্বারা অর্থাৎ সুগন্ধি-চন্দন, পুষ্পমালা, উৎকৃষ্ট বসন ও

অলঙ্কার দ্বারা সংস্কৃত বা সজ্জিত করে, কেন না, তাহারা মনে করে, এইরূপ শরীরের সংস্কারসাধনের দ্বারাই পরলোককে জয় করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৫ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্মাৎ তৎসম্প্রদায়োঽদ্যাপ্যনুবর্ত্ততে ইতি, ইহ লোকে অদদানং দানমকুর্ব্বাণম্ অবিভাগশীলম্, অশ্রদ্দধানং সৎকার্য্যেষু শ্রদ্ধারহিতং, যথাশক্তি অযজমানম্ অযজনস্বভাবম্ আহুঃ। আসুরঃ খল্বয়ং, যত এবং-স্বভাবঃ, বতেতি খিদ্যমানা আহুঃ শিষ্টাঃ। অসুরাণাং হি যস্মাৎ অশ্রদ্দধানতাদিলক্ষণা এষা উপনিষৎ, তয়োপনিষদা সংস্কৃতাঃ সন্তঃ প্রেতস্য শরীরং কুণপং ভিক্ষয়া গন্ধমাল্যান্নাদিলক্ষণয়া, বসনেন বস্ত্রাদিনা আচ্ছাদনাদিপ্রকারেণ অলঙ্কারেণ ধ্বজপতাকাদিকরণেনেত্যেবং সংস্কুর্ব্বন্তি, এতেন কুণপ-সংস্কারেণ অমুং প্রেত্য প্রতিপত্তব্যং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে। ৫।

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য অষ্টমখণ্ডভাষ্যম্। ৮।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই কারণে অর্থাৎ বিরোচনের ঐরূপ উপদেশ বশতই অদ্যাপি তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত লোকসমূহ তাঁহারই মতের অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। এই জন্যই ইহলোকে দানবিমুখ—যাহারা কোনরূপ ত্যাগ করিতে চাহে না, সৎকার্য্যে শ্রদ্ধারহিত, এবং সামর্থ্যানুযায়ীও যাহারা যাগাদি ক্রিয়ায় পরাঙ্মুখ, এমন অযজনশীল বা যাগবিমুখ ব্যক্তিকে সাধুগণ নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিয়া থাকেন যে, যে হেতু, এই ব্যক্তি এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট, অতএব এ নিশ্চয়ই আসুর বা আসুরিকস্বভাব, যে হেতু, অশ্রদ্ধাদিরূপ এই উপনিষদ্ বা আত্মজ্ঞান, ইহা অসুরদিগেরই স্বভাবসিদ্ধ। তাহারা সেইরূপ আত্মজ্ঞান দ্বারাই সংস্কৃত বা সংস্কারসম্পন্ন হইয়া মৃতের দেহ অর্থাৎ শবদেহকে গন্ধ, মাল্য, অন্নাদিরূপ ভিক্ষা দ্বারা বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদনাদি সহকারে ও অলঙ্কার-ধ্বজ-পতাকাদি দ্বারা সংস্কৃত বা সুসজ্জিত করে। তাহারা মনে করে, শবদেহের এইরূপ সংস্কারের দ্বারা মৃত ব্যক্তি অমুক লোক অর্থাৎ মৃত্যুর পর প্রাপ্তব্য লোককে জয় করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৫ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

নবমঃ খণ্ডঃ

অথ হেন্দ্রোঽপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ—যথৈব খল্বয়মস্মিন্ শরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি, সুবসনে সুবসনঃ, পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ, এবমেবায়মস্মিন্নন্ধে অন্ধো ভবতি, স্রামে স্রামঃ, পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণঃ, অস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—আর দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদিগের নিকট গমন না করিয়াই (তাঁহাদের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বে পথেই) এইরূপ ভয় দর্শন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আত্মবিষয়ে তাঁহার যে ধারণা হইয়াছিল, সেই ধারণা যে অনিষ্টজনক, ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যেমন এই স্থূলদেহ উত্তমরূপ অলঙ্কৃত হইলে এই ছায়া-আত্মাও নিশ্চয়ই উত্তমরূপ অলঙ্কৃত হয়, উত্তম-বসনাচ্ছাদিত হইলে উত্তম-বসনাচ্ছাদিত হয়, পরিষ্কৃত হইলে পরিষ্কৃত হয়, ঠিক এইরূপই এই স্থূল দেহ অন্ধ হইলে ছায়াত্মাও অন্ধ, স্রাম (যাহার নাসা ও চক্ষুঃ হইতে অবিরত রস বা জলস্রাব হয়, তাহাকে স্রাম বলে) হইলে স্রাম, পরিবৃক্ণ অর্থাৎ ছিন্ন হইলে পরিবৃক্ণ হয় ও এই স্থূল দেহের নাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়; অতএব এরূপ আত্মজ্ঞানে কোনরূপ ফলই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ হ কিল ইন্দ্র অপ্রাপ্যৈব দেবান্ দৈব্যা অক্রোধ্যাদি-সম্পদা যুক্তত্বাৎ গুরোর্ব্বচনং পুনঃ পুনঃ স্মরন্নেব গচ্ছন্ এতদ্বক্ষ্যমাণং ভয়ং স্বাত্মগ্রহণনিমিত্তং দদর্শ দৃষ্টবান্। উদ-শরাবদৃষ্টান্তেন প্রজাপতিনা যদর্থো ন্যায় উক্তঃ, তদেকদেশো মঘবতঃ প্রত্যভাৎ বুদ্ধৌ, যেন ছায়াত্মগ্রহণে দোষং দদর্শ। কথম্? যথৈব খলু অয়মস্মিন্ শরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে ছায়াত্মাঽপি সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি, সুবসনে চ সুবসনঃ, পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ। যথা নখ-লোমাদিদেহাবয়বাপগমে ছায়াত্মাঽপি পরিষ্কৃতো ভবতি, নখ-লোমাদিরহিতো ভবতি, এবমেবায়ং ছায়াত্মাঽপি অস্মিন্ শরীরে নখ-লোমাদিভির্দ্দেহাবয়বস্য তুল্যত্বাদন্ধে চক্ষুষোঽপগমে অন্ধো ভবতি, স্রামে স্রামঃ, স্রামঃ কিল একনেত্রঃ, তস্য অন্ধত্বেন গতত্বাৎ চক্ষুর্নাসিকা বা যস্য সদা স্রবতি স স্রামঃ। পরিবৃক্ণশ্ছিন্নহস্তশ্ছিন্নপাদো বা। স্রামে পরিবৃক্ণে বা দেহে ছায়াত্মাঽপি তথা ভবতি; তথা অস্য দেহস্য নাশমনু এব নশ্যতি; অতো নাহমত্রাস্মিন্ ছায়াত্মদর্শনে দেহাত্মদর্শনে বা ভোগ্যং ফলং পশ্যামীতি। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর ইন্দ্র স্বভাবতই অক্রূরতা (সরলতা

দয়ালুতা) ইত্যাদি দৈবসম্পৎসমন্বিত বলিয়া দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ পথিমধ্যে গমনকালেই গুরুর বাক্য পুনঃ পুনঃ স্মরণ বা আলোচনা করিতে করিতে নিজের আত্মগ্রহণের ফলে (আত্মবিষয়ে যেরূপ জ্ঞান তিনি লাভ করিয়াছেন, সেই ভ্রান্ত ধারণার জন্য) বক্ষ্যমাণরূপ ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রজাপতি যে আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার অভিপ্রায়ে জলপূর্ণ শরাবের দৃষ্টান্তপ্রদর্শন দ্বারা যে ন্যায় বা যুক্তির (জ্ঞানোদয়ের নিয়ম) উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইন্দ্রের বুদ্ধিতে তাহার একদেশ বা কিয়দংশ প্রতিভাত হইয়াছিল, যাহার ফলে তিনি ছায়াতে আত্মবুদ্ধি স্থাপনে দোষ দর্শন বা অনুভব করিয়াছিলেন। (দৈবী সম্পৎ শব্দের অর্থ দৈববিভূতি বা অহিংসা প্রভৃতি কয়েকটি সত্ত্ববহুল গুণবিশেষ, ধনৈশ্বর্য্যরূপ সম্পৎ নহে। শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্। দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা। ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য পাণ্ডব॥" অর্থাৎ যে ব্যক্তি দৈবসম্পদ্‌বিশিষ্ট হন, হিংসা, ক্রোধ, খলতা, লোভ, অহঙ্কার ইত্যাদি দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি সত্যপরায়ণ, দাতা, প্রশান্তচিত্ত, দয়ালু, মৃদুস্বভাব, ধীর, লজ্জাশীল, তেজস্বী, ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্য্যশীল ও সর্ব্বদা শৌচাচারসম্পন্ন হন, এই সমস্ত গুণ তাঁহার সহজাত। যিনি এই দৈবসম্পদ্‌বিশিষ্ট হন, বাহ্য বিষয়ভোগ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, এবং কোনরূপ অসৎ প্রবৃত্তিও তাঁহাকে নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া বিপথে চালিত করিতে পারে না। ইন্দ্রের ঐ সমস্ত দৈবী-সম্পৎ বিদ্যমান থাকায় পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্ত ধারণার জন্য তাঁহার চিত্ত বেশ প্রসন্ন হয় নাই, এই জন্যই উক্তরূপ ভয় অনুভব করিয়াছিলেন; কিন্তু বিরোচনের উক্ত সম্পৎ না থাকায় তাঁহার চিত্তে কোনরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইতে পারে নাই। কিরূপ দোষ দর্শন করিয়াছিলেন? ইহা নিশ্চয়ই দেখা যাইতেছে যে, এই স্থূল শরীর উত্তমরূপ অলঙ্কৃত হইলে যেমন (যখন) ছায়াত্মাও উত্তমরূপ অলঙ্কৃত হয়, সুবসন পরিধান করিলে সুবসন পরিহিত হয়, পরিষ্কৃত অর্থাৎ নখ-লোম প্রভৃতি দৈহিক অবয়বসমূহের অপগমে বা ছেদনে ছায়াত্মাও পরিষ্কৃত বা নখ-লোমাদিরহিত হয়, ঠিক এইরূপই (তখন) দেহাবয়বত্ব-সম্বন্ধে (দৈহিক অবয়ব হিসাবে) নখ-লোমাদির সহিত তুল্যতাবশতঃ এই শরীর অন্ধ হইলে অর্থাৎ চক্ষুর্বিহীন হইলে ছায়াত্মাও অন্ধ হয়, স্রাম হইলে স্রাম হয়। স্রাম শব্দের প্রকৃত অর্থ এক-চক্ষুঃ বা একটিমাত্র চক্ষুঃসম্পন্ন, (যাহাকে কাণা বলে) কিন্তু পূর্ব্বে অন্ধ শব্দ দ্বারাই উক্ত অর্থ কথিত হওয়ায় এস্থানে স্রাম শব্দে চক্ষু অথবা নাসিকা হইতে যাহার সর্ব্বদা রস বা জল স্রাব হয়, তাহাকেই বুঝাইবে।

পরিবৃক্ণ শব্দের অর্থ ছিন্নহস্ত বা ছিন্নপাদ ব্যক্তি। দেহ স্রাম বা পরিবৃক্ণ হইলে ছায়াত্মাও স্রাম বা পরিবৃক্ণ হয়, এবং এই দেহের বিনাশ হইলেই ছায়াত্মাও বিনষ্ট হয়, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই স্থূল শরীরের যখন যে অবস্থা ঘটে, ছায়াত্মারও সেই অবস্থাই উৎপন্ন হয়, কোনরূপ ইতর-বিশেষ হয় না; অতএব এই ছায়াত্মদর্শনে অথবা দেহাত্মদর্শনে কোনরূপ ভোগ্য বা ফলই দেখিতে পাইতেছি না। (ভাবার্থ এই যে—ইন্দ্রের চিত্তে যে সন্দেহ উত্থিত হইয়াছিল, তাহার কারণ, তিনি দেখিলেন, আমরা যে দেহ অথবা দেহের ছায়াকে আত্মা মনে করিয়া প্রশান্ত-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছি, ইহা ত ঠিক হইতেছে না, কারণ, আত্মা অবিনশ্বর অপরিণামী, তাঁহার নাশ, রূপান্তর, বিকৃতি কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু আমরা যাহাকে আত্মা মনে করিতেছি, সেই দেহ বা ছায়া, কোনটিই আত্মার ন্যায় অবিনশ্বরও নহে, অপরিণামীও নহে, ছায়াত্মা সর্ব্বাংশেই দেহের অনুরূপ, দেহকে যেভাবে সজ্জিত করা হইতেছে, সেও সেইভাবেই সজ্জিত বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়, দেহনাশে তাহারও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, অতএব এরূপ পদার্থকে আত্মা বলিয়া কখনই কল্পনা করা যাইতে পারে না। আরও দেখ, এই স্থূল শরীরও বিকারগ্রস্ত, কোন শরীর কাণত্বসমন্বিত, কোন শরীর খঞ্জতাদোষদুষ্ট, কেহ বা বাধির্য্য প্রভৃতি নানাবিধ দোষাক্রান্ত, এই স্থূল শরীর বিনশ্বর, ইহার ধ্বংস অনিবার্য্য, অতএব এই শরীরও নির্ব্বিকার নিত্য আত্মা হইতে পারে না, এরূপ অবস্থায় আমরা নিশ্চয়ই প্রজাপতির উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি নাই, অতএব পুনরায় উপদেশ গ্রহণের জন্য তাঁহার নিকট গমন করাই উচিত) ॥ ১ ॥

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায়। তং হ প্রজাপতিরুবাচ, মঘবন্! যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ সার্দ্ধং বিরোচনেন, কিমিচ্ছন্ পুনরাগমঃ? ইতি। স হোবাচ, যথৈব খল্বয়ং ভগবোঽস্মিন্ শরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি, সুবসনে সুবসনঃ, পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ, এবমেবায়মস্মিন্নন্ধেঽন্ধো ভবতি, স্রামে স্রামঃ, পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণঃ, অস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই ইন্দ্র কাষ্ঠভার গ্রহণ করিয়া পুনরায় আগমন করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মঘবন্! (ইন্দ্র!) তুমি যে বিরোচনের সহিত প্রশান্তচিত্তে প্রস্থান করিয়াছিলে, কি অভিপ্রায়ে

পুনরায় আগমন করিলে? ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, যেমন (যখন) এই শরীর উৎকৃষ্টভাবে অলঙ্কৃত হইলে এই ছায়াত্মাও উৎকৃষ্টরূপ অলঙ্কৃত, সুন্দর-বসনে সজ্জিত হইলে সুন্দর-বসনে সজ্জিত, পরিষ্কৃত হইলে পরিষ্কৃত হয়, ইহা যখন নিশ্চয়রূপেই দেখা যাইতেছে, ঠিক এইরূপই (তখন) এই শরীর অন্ধ হইলে এই ছায়াত্মাও অন্ধ হয়, স্রাম হইলে স্রাম ও পরিবৃক্ণ অর্থাৎ ছিন্ন হইলে পরিবৃক্ণ হয়, এই শরীর বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছায়াত্মাও বিনষ্ট হয়, অতএব এই ছায়াত্মবিজ্ঞানে আমি কোনরূপ ভোগ্য বা ফলই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবং দোষং দেহ-চ্ছায়াত্মদর্শনে (দেহে ছায়াত্মদর্শনে চ) অধ্যবস্য সঃ সমিৎপাণির্ব্রহ্মচর্য্যং বস্তুং পুনরেয়ায়। তং চ প্রজাপতিরুবাচ—মঘবন্! যৎ শান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ প্রগতবানসি বিরোচনেন সার্দ্ধং, কিমিচ্ছন্ পুনরাগমঃ? ইতি। বিজানন্নপি পুনঃ পপ্রচ্ছ ইন্দ্রাভিপ্রায়াভিব্যক্তয়ে। "যৎ বেত্থ তেন মোপসীদ" ইতি যদ্বৎ, তথা চ স্বাভিপ্রায়ং প্রকটমকরোৎ, যথৈব খল্বয়মিত্যাদি; এবমেবেতি চ অন্বমোদত প্রজাপতিঃ। নম্বু তুল্যেঽক্ষিপুরুষশ্রবণে দেহচ্ছায়ামিন্দ্রোঽগ্রহীদাত্মেতি, দেহমেব তু বিরোচনঃ, তৎ কিন্নিমিত্তম্? তত্র মন্যতে—যথা ইন্দ্রস্যোদ-শরাবাদি প্রজাপতিবচনং শৃণ্বতো দেবানপ্রাপ্তস্যৈব আচার্য্যোক্তবুদ্ধ্যা ছায়াত্মগ্রহণং, তত্র দোষদর্শনলাভং, ন তথা বিরোচনস্য; কিন্তর্হি? দেহে এব আত্মদর্শনং, নাপি তত্র দোষদর্শনং বভূব। তদেব বিদ্যাগ্রহণসামর্থ্যে প্রতিবন্ধদোষাল্পত্ব-বহুত্বাপেক্ষম্ ইন্দ্র-বিরোচনয়োঃ ছায়াত্ম-দেহয়োর্গ্রহণম্। ইন্দ্রোঽল্পদোষত্বাৎ "দৃশ্যতে" ইতি শ্রুত্যর্থমেব শ্রদ্দধানতয়া জগ্রাহ, উভয়চ্ছায়ানিমিত্তং দেহং চিত্বা শ্রুত্যর্থং লক্ষণয়া জগ্রাহ, প্রজাপতিনোক্তোঽয়মিতি, দোষভূয়স্ত্বাৎ। যথা কিল নীলানীলয়োরাদর্শে দৃশ্যমানয়োর্বাসসোর্যৎ নীলং, তৎ মদর্হমিতি ছায়ানিমিত্তং বাস এবোচ্যতে, ন ছায়া, তদ্বদিতি বিরোচনাভিপ্রায়ঃ। স্বচিত্ত-গুণদোষবশাদেব হি শব্দার্থাবধারণং তুল্যেঽপি শ্রবণে খ্যাপিতং, "দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্" ইতি 'দকার'মাত্রশ্রবণাৎ শ্রুত্যন্তরে। নিমিত্তান্যপি তদনুগুণান্যেব সহকারীণি ভবন্তি ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই ইন্দ্র দেহের ছায়াতে আত্মনিশ্চয় করায় এই সমস্ত দোষ নিশ্চয় (আলোচনা) করিয়া পুনরায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিবার নিমিত্ত সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ইন্দ্র! তুমি যে বিরোচনের সহিত বেশ প্রশান্তচিত্তে প্রস্থান করিয়াছিলে, তবে কি অভিপ্রায়ে পুনরায় আগমন করিলে? প্রজাপতি ইন্দ্রের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়াও ইন্দ্রের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার নিমিত্তই অর্থাৎ ইন্দ্রের নিজের মুখ দিয়া প্রকাশ করাইবার অভিপ্রায়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; যেমন পূর্ব্বে উক্ত

হইয়াছে "যাহা জান, তাহা দ্বারা অর্থাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া আর নিকট আগমন কর" ইহাও সেইরূপই জানিবে। ইন্দ্রও "হৈবৈব খয়ম্" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রজাপতিও 'হাঁ, এইরূপই বটে' এই বলিয়া ইন্দ্রের বাক্য অনুমোদন করিয়াছিলেন। আচ্ছা, এস্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, অক্ষিপুরুষ শ্রবণ ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েরই তুল্য হইলেও (অক্ষি-পুরুষ বিষয়ে উপদেশ উভয়েই ঠিক এক ভাবেই শ্রবণ করিলেও) ইন্দ্র দেহের ছায়াকে আত্মা মনে করিয়াছিলেন, আর বিরোচন দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এরূপ বৈষম্যের কারণ কি? এ বিষয়ে এইরূপ মনে হয় যে, প্রজা-পতি কর্তৃক উপদিষ্ট উদ-শরাবাদি দৃষ্টান্ত আলোচনা করিতে করিতে দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আচার্য্য কর্তৃক উক্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া বা আচার্য্যের অভিপ্রেত মনে করিয়া ইন্দ্রের ছায়াতে আত্মবুদ্ধি ও তাহাতে দোষদর্শন হইয়াছিল, বিরোচনের সেরূপ হয় নাই; তবে কি হইয়াছিল? দেহেই বিরোচনের আত্মদর্শন হইয়াছিল (দেহকেই আত্মা বলিয়া ধারণা হইয়াছিল) ও তাহাতে কোনরূপ দোষদর্শনও তাঁহার হয় নাই। ঠিক এইরূপই বিদ্যাগ্রহণের সামর্থ্যবিষয়ে প্রতিবন্ধকস্বরূপ দোষের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে ইন্দ্র ও বিরোচনের ছায়াত্মাতে ও দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়াছিল, অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রতিবন্ধক দোষের অল্পতা বশতঃ ছায়াতে আত্মবুদ্ধি আর বিরোচনের ঐ দোষের আধিক্য বশতঃ দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়াছিল। ইন্দ্র জ্ঞানের প্রতিবন্ধক দোষের অল্পতাবশতঃ "দৃশ্যতে" এই বাক্যের শ্রুত্যর্থ অর্থাৎ শ্রুতির অভিপ্রায়ানুযায়ী মুখ্যার্থকেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর ইতর অর্থাৎ বিরোচন জ্ঞানপ্রতিবন্ধক দোষের আধিক্যবশতঃ দেহ যে ছায়ার নিমিত্তমাত্র (দেহ থাকিলেই তাহার ছায়া পড়ে, এজন্য দেহই ছায়ার কারণ) এই শ্রুত্যর্থ বা মুখার্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা দ্বারা, প্রজাপতি এই দেহকেই আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এইরূপ মনে করিয়া দেহকেই আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। যেমন দর্পণে পতিত প্রতিবিম্বে পরিদৃশ্যমান নীলবর্ণ ও অনীলবর্ণ (শ্বেত রক্ত পীত ইত্যাদি) বস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে যে বস্ত্র নীলবর্ণ, তাহাই মহামূল্য বা উৎকৃষ্ট, এস্থানে যেমন ছায়া বা প্রতিবিম্বে দৃষ্ট নীল বস্ত্রকে উৎকৃষ্ট বলিলেও ছায়াকে উৎকৃষ্ট বলা হয় না, ছায়াকে উপলক্ষ্য করিয়া বস্ত্রকেই উৎকৃষ্ট বলা হয়, বিরোচনের অভিপ্রায়ও সেইরূপ, অর্থাৎ তিনি ছায়াতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন না করিয়া যাহার ছায়া, তাহাকেই আত্মা বলিয়া অবধারণ করিয়া-ছিলেন। যে কোন বিষয় দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সমভাবেই শ্রবণ করিলেও নিজ নিজ বুদ্ধির গুণ বা দোষানুসারে শ্রুত বিষয়ের অর্থাবধারণেরও যে তারতম্য

সঙ্ঘটিত হয়, তাহা শ্রুত্যন্তরে (অপর কোন শ্রুতিতে) 'দ' এই বর্ণটি মাত্র শ্রবণেই কোন স্থানে 'দমন কর' কোন স্থানে বা 'দান কর' আবার কোন স্থানে বা 'দয়া কর' এইরূপ নানাপ্রকার অর্থ গ্রহণ দ্বারাই প্রকাশ করা হইয়াছে; আর ঐ জাতীয় অর্থগ্রহণ করার অনুকূল নিমিত্তসমূহও সহকারী কারণ হইয়া থাকে। ভাব এই যে—ইন্দ্র ও বিরোচন এই দুই জনেরই বিদ্যাগ্রহণশক্তি ছিল, তথাপি প্রতিবন্ধকীভূত দোষের অল্পত্ব ও বহুত্ব নিবন্ধন আত্মগ্রহণের তারতম্য হইয়াছিল। ইন্দ্রের অল্পদোষ হেতুই ছায়ায় আত্মদর্শন হয়, বিরোচনের দোষবাহুল্য বশতঃ আত্মদর্শন হইল না। এ স্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নোত্তরের এইরূপ সমাধান জানিবে যে, প্রজাপতি শিষ্যদ্বয়কে বলিলেন, "অক্ষিণি দৃশ্যতে এষ আত্মা", এই শ্রুত্যন্তর্গত 'দৃশ্যতে' শব্দের যথাযথ অর্থ—'যাহা দেখা যাইতেছে' এইরূপ ধরিয়া ইন্দ্র ছায়াত্মাকে দৃষ্টিগোচর অর্থে বুঝিলেন। কিন্তু বিরোচন শ্রুত্যর্থ ছাড়িয়া শব্দের লক্ষণা শক্তি দ্বারা যাহার জন্য ছায়া পড়ে, সেই ছায়ার নিমিত্তীভূত শরীরই আত্মা, এই অর্থ অবগত হইলেন; কারণ, দেবরাজ অপেক্ষা তাঁহার মূঢ়তা অধিক। বিরোচন ভাবিলেন, যেমন নীল ও অনীল বস্ত্র আদর্শে প্রতিবিম্বিত হইলে যদি কেহ বলে, যে নীল তাহাই মহামূল্য, তাহা হইলে ছায়ার মহার্ঘতা না ধরিয়া স্বভাবতঃ বস্ত্রেরই মূল্য নিরূপণ করা হয়, সেইরূপ আত্মদর্শনেও অবগত হওয়া উচিত। তাই তিনি ছায়া ছাড়িয়া দেহকে আত্মরূপে ধরিলেন। নিজ নিজ চিত্তের গুণ-দোষানুসারেই শব্দের বিভিন্ন অর্থ গৃহীত হয়। যথা—বৃহদারণ্যকে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পিতা প্রজাপতি পুত্রগণকে বলিলেন, বৎসগণ, তোমরা দান্ত হও, অনন্তর আমরা (দেবগণ) স্বভাবতঃ অদান্তচিত্ত, সে জন্য মনের দমন কর। পিতা আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ করিতেছেন, ইহাই বাক্যার্থ বোধ হইল। মনুষ্যগণ ভাবিল, আমরা লোভী বলিয়া পিতা আমাদিগকে দানশীল হইতে বলিতেছেন। অসুরগণের মনে হইল, আমরা স্বভাবতঃ ক্রূর জাতি, সে কারণ প্রজাপতি শান্ত, অহিংস বা দয়ালু হইতে আজ্ঞা করিতেছেন। এ স্থলে যেরূপ 'দকার' মাত্র শ্রবণে বিভিন্নমতি হইল, সেইরূপ ইন্দ্র-বিরোচনসংবাদেও জ্ঞাতব্য। চিত্তের গুণদোষানুসারেই বিজাতীয় যুক্তিতর্ক উপস্থিত হয় ॥ ২ ॥

এবমেবৈষ মঘবন্! ইতি হোবাচ, এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি, বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি। স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস। তস্মৈ হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, হে ইন্দ্র! এই আত্মা ঠিক এইরূপই বটে। আমি পুনরায় তোমার নিকট এই আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিব, অর্থাৎ এই আত্মতত্ত্ববিষয়ে তোমাকে আমি পুনরায় উপদেশ দিব, তুমি আরও বত্রিশ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এস্থানে বাস কর। সেই ইন্দ্র প্রজাপতির বাক্যানুসারে আরও বত্রিশ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। বত্রিশ বৎসর পর প্রজাপতি তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবমেবৈষ মঘবন্! সম্যক্ ত্বয়া অবগতং, ন ছায়া আত্মা ইত্যুবাচ প্রজাপতিঃ। যো ময়োক্ত আত্মা প্রকৃতঃ, এতমেবমাত্মানন্ত তে ভূয়ঃ পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমপি অনুব্যাখ্যাস্যামি। যস্মাৎ সকৃদ্ব্যাখ্যাতং দোষরহিতানামবধারণবিষয়ং প্রাপ্তমপি নাগ্রহীঃ, অতঃ কেনচিদ্দোষেণ প্রতিবদ্ধগ্রহণসামর্থ্যস্ত্বম্; অতস্তৎ ক্ষপণয় বস অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি, ইত্যুক্ত্বা তথোষিতবতে ক্ষপিতদোষায় তস্মৈ হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য নবমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৯ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, হে ইন্দ্র! এই আত্মা ঠিক এই প্রকারই বটে, তুমি যাহা অবগত হইয়াছ, তাহাই ঠিক, ছায়া কখনই আত্মা নহে এবং হইতেও পারে না। আমি যাঁহাকে প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবের বিষয়ীভূত আত্মা বলিয়াছি, এই আত্মার সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে তোমাকে উপদেশ দিলেও পুনরায় এই আত্মার বিষয়ই বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিব বা এই বিষয়েই বিস্তৃত উপদেশ দিব, যে হেতু, যাহাদিগের চিত্ত নির্দ্দোষ, তাহাদিগের নিকট যে বিষয় একবারমাত্র ব্যাখ্যা করিলেই গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা তুমি যখন গ্রহণ করিতে পার নাই, তখন বুঝিতে হইবে, কোনরূপ দোষের দ্বারা তোমার শাস্ত্রবাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্যাবধারণের শক্তি প্রতিরুদ্ধ হইয়া আছে, অতএব সেই দোষ দূরীকরণের নিমিত্ত আরও বত্রিশ বৎসর কাল এই স্থানে বাস কর। এই কথা বলার পর ইন্দ্র সেই ভাবে বত্রিশ বৎসর কাল বাস করিয়া নির্দ্দোষ হইলে অর্থাৎ চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে প্রজাপতি তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দশমঃ খণ্ডঃ

য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরতি, এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি। স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ। স হাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ, তৎযদ্যপীদং শরীরমন্ধং ভবতি অনন্ধঃ স ভবতি, যদি স্রামমস্রামঃ, ন বৈষোঽস্য দোষেণ দুষ্যতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, এই যিনি স্বপ্নকালে পূজ্যমান হইয়া বিচরণ করেন, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়, এবং ইনিই ব্রহ্ম। সেই ইন্দ্র এই উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রশান্তচিত্তে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনি দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই এইরূপ ভয় দর্শন করিয়াছিলেন, সেই এই শরীর যদি অন্ধও হয়, তাহা হইলেও এই আত্মা অনন্ধই থাকেন, অর্থাৎ অন্ধ হন না, এই শরীর যদি স্রাম হয়, আত্মা অস্রামই থাকেন, এই শরীরের কোনরূপ দোষে এই আত্মা দূষিত হন না ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—"য আত্মা অপহতপাপ্মাদিলক্ষণঃ" "য এষোঽক্ষিণি" ইত্যাদিনা ব্যাখ্যাতঃ, এষ সঃ। কোঽসৌ? যঃ স্বপ্নে মহীয়মানঃ স্ত্র্যাদিভিঃ পূজ্যমানশ্চরতি অনেকবিধান্ স্বপ্নভোগানমুভবতীত্যর্থঃ। এষ আত্মেতি হোবাচ ইত্যাদি সমানম্। স হ এবমুক্ত ইন্দ্রঃ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ। স হ অপ্রাপ্যৈব দেবান্ পূর্ব্ববদস্মিন্নপি আত্মনি ভয়ং দদর্শ। কথম্? তদিদং শরীরং যদ্যপ্যন্ধং ভবতি, স্বপ্নাত্মা যোঽনন্ধঃ স ভবতি। যদি স্রামমিদং শরীরম্, অস্রামশ্চ স ভবতি, নৈবৈষ স্বপ্নাত্মা অস্য দেহস্য দোষেণ দুষ্যতি। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"অক্ষিমধ্যে এই যে পুরুষ" ইত্যাদি শ্রুতিতে অপহতপাপ্মত্বাদি-লক্ষণবিশিষ্ট যে আত্মার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই তাহা; কে ইনি? যিনি স্বপ্নাবস্থায় মহীয়মান অর্থাৎ স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসমূহ দ্বারা পূজ্যমান হইয়া (আদৃত বা পরিচরিত হইয়া) বিচরণ করেন, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় বিবিধপ্রকার ভোগসুখ অনুভব করেন। প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, ইনিই আত্মা, ইত্যাদি বাক্যের অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। সেই ইন্দ্র প্রজাপতি কর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া প্রশান্ত হৃদয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনি দেবগণকে প্রাপ্ত না হইয়াই, অর্থাৎ তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইবার পর পূর্ব্বেই পথিমধ্যে পূর্ব্বেরই

ন্যায় এই আত্মাতেও অর্থাৎ এই জাতীয় আত্মজ্ঞানেও ভয় দর্শন করিয়াছিলেন। কিরূপ ভয়? সেই এই শরীর যদি অন্ধও হয়, তাহা হইলেও যিনি স্বপ্নাত্মা, তিনি অনন্ধই হন, অর্থাৎ দেহের অন্ধতাতে স্বপ্নাত্মা অন্ধ হন না, এই শরীর যদি স্রাম হয় (চক্ষু ও নাসা হইতে অশ্রু ও শ্লেষ্মা-স্রাব হয়) স্বপ্নাত্মা তস্রামই থাকেন, এই শরীরের কোনরূপ দোষের দ্বারা দূষিত বা কলুষিত হন না ॥ ১ ॥

ন বধেনাস্য হন্যতে, নাস্য স্রাম্যেণ স্রামঃ, ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং, বিচ্ছাদয়ন্তীব, অপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি, রোদিতীব, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—দেহের বধে এই স্বপ্নাত্মা হত হয় না, এই দেহের স্রাম্যতা দ্বারা ইহা স্রামযুক্তও হয় না। ইহাকে যেন কাহারা হত্যাই করিতেছে, কাহারা যেন ইহাকে বিচ্ছাদন অর্থাৎ তাড়নাই করিতেছে অথবা তাড়িতই করিতেছে। এই স্বপ্নাত্মা যেন অপ্রিয়বেত্তাই হইতেছে অর্থাৎ দুঃখই অনুভব করিতেছে, ইহা যেন রোদনই করিতেছে, অতএব এই স্বপ্নাত্মবিজ্ঞানে আমি কোন ফলই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—নাপ্যস্য বধেন স হন্যতে ছায়াত্মবৎ। ন চাস্য স্রাম্যেণ স্রামঃ স্বপ্নাত্মা ভবতি। যদধ্যারাদাবাগমমাত্রেণোপন্যস্তং, "নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি" ইত্যাদি, তদিহ ন্যায়েনোপপাদয়িতুমুপন্যস্তম্। ন তাবদয়ং ছায়াত্মবদ্দেহদোষযুক্তঃ, কিন্তু ঘ্নন্তি ত্বেবৈনম্, এব-শব্দ ইবার্থে; ঘ্নন্তি ইবৈনং কেচনেতি দ্রষ্টব্যম্। ন তু ঘ্নন্ত্যেবেতি, উত্তরেষু সর্ব্বেষু ইব-শব্দদর্শনাৎ। নাস্য বধেন হন্যতে ইতি বিশেষণাৎ ঘ্নন্তি ত্বেবেতি চেৎ? নৈবম্; প্রজাপতিং প্রমাণীকুর্ব্বতোঽনৃতবাদিত্বাপাদনানুপপত্তেঃ; এতদমৃতমিত্যেতৎ প্রজাপতিবচনং কথং মৃষা কুর্য্যাদিন্দ্রস্তং প্রমাণীকুর্ব্বন্? নন্থ ছায়াপুরুষে প্রজাপতিনোক্তে অস্য শরীরস্য [illegible]ন্থ এব নশ্যতীতি দোষমভ্যদধাৎ, তথেহাপি স্যাৎ? নৈবম্। কস্মাৎ? "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি ন ছায়াত্মা প্রজাপতিনোক্ত ইতি মন্যতে মঘবান্। কথম্? অপহত-পাপ্ম্যাদিলক্ষণে পৃষ্টে যদি ছায়াত্মা প্রজাপতিনোক্ত ইতি মন্যতে, তদা কথং প্রজাপতিং প্রমাণীকৃত্য পুনঃ শ্রবণায় সমিৎপাণির্গচ্ছেৎ? জগাম চ; তস্মান্ন ছায়াত্মা প্রজাপতিনোক্ত ইতি মন্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং দ্রষ্টা অক্ষিণি দৃশ্যতে ইতি। তথা বিচ্ছাদয়ন্তীব বিদ্রাবয়ন্তীব, তথা চ পুত্রাদিমরণনিমিত্তমপ্রিয়বেত্তেব ভবতি; অপি চ, স্বয়মপি রোদিতীব। নন্থ অপ্রিয়ং বেত্ত্যেব, কথং বেত্ত্যেবেতি? উচ্যতে—ন, অমৃতাভয়ত্ববচনানুপপত্তেঃ, "ধ্যায়তীব" ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। নন্থ প্রত্যক্ষবিরোধ ইতি চেৎ? ন; শরীরাত্মত্ব-প্রত্যক্ষবৎ ভ্রান্তিসম্ভবাৎ। তিষ্ঠতু তাবদপ্রিয়বেত্তেব ন বেত্তি; নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি; স্বপ্নাত্মজ্ঞানেঽপি ইষ্টং ফলং নোপলভে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ছায়াত্মার ন্যায় অর্থাৎ ছায়াত্মা যেমন এই স্থূলদেহের বিনাশে বিনষ্ট হয়, এই স্বপ্নাত্মা স্থূলদেহের বধের দ্বারা সেরূপ হত বা বিনষ্ট হয় না, (ছায়াত্মা ও স্বপ্নাত্মার ইহাই প্রভেদ) এই স্থূলদেহের স্রাম্যতা দ্বারা (নাসা ও চক্ষু হইতে স্রাবের দ্বারা) স্বপ্নাত্মা স্রাম হয় না। "এই দেহের জরা দ্বারা এই আত্মা জীর্ণ হয় না" ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয় এই অধ্যায়ের আদিতে কেবল আগমমাত্রেই অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বাক্যরূপেই উল্লিখিত হইয়াছিল, তাহাই এস্থানে ন্যায় বা যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত উল্লিখিত হইতেছে। এই স্বপ্নাত্মা ছায়াত্মার ন্যায় দৈহিক দোষের দ্বারা আক্রান্ত হয় না (ছায়াত্মা যেমন দৈহিক দোষে আক্রান্ত হয়, তেমন হয় না); কিন্তু ইহাকে যেন কাহারা হত্যাই করিতেছে। মূলে যে "ঘ্নন্তি তু এব এনম্" এই বাক্যটি আছে, এ স্থানের 'এব' শব্দটি 'ইব' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, 'হত্যা করিতেছেই' এইরূপ অবধারণ অর্থে 'এব' শব্দটি প্রযুক্ত হয় নাই, কারণ, পরে সমস্ত স্থানেই 'ইব' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ইহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, কাহারা যেন ইহাকে বিনাশই করিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিনাশ করিতেছে না। যদি বল, 'ইহার বধ দ্বারা এ হত হয় না' এই বিশেষণ থাকায় অর্থাৎ এইরূপ বিশেষ বাক্য থাকায় 'ইহাকে বিনাশ করেই' ইহাই প্রকৃত অর্থ হইবে? (ইহার বধে হত হয় না, এই কথা দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কারণান্তরে বা সময়ান্তরে হত হয়?) ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ অর্থ হইবে না, কারণ, প্রজাপতিকে যিনি প্রমাণ বা বিশ্বস্ত বা আপ্ত পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেই প্রজাপতিকেই আবার মিথ্যাবাদীরূপে প্রতিপন্ন করা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। আরও দেখ, ইন্দ্র যখন প্রজাপতিকে প্রমাণ বা বিশ্বস্ত পুরুষ বলিয়াই তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি প্রজাপতির 'এতদমৃতম্' ইহাই অমৃত ইত্যাদি বাক্য কেমন করিয়া মিথ্যা বা অপ্রমাণ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন? আচ্ছা, এস্থানে ত এরূপ আপত্তিও হইতে পারে, প্রজাপতি যে ছায়াপুরুষের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, সেই ছায়াপুরুষ বিষয়ে 'এই শরীরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই ছায়া-পুরুষও বিনষ্ট হয়', ইন্দ্র যেমন এই দোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন, এস্থানেও সেইরূপই হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ হইতে পারে না; কেন পারে না? যে হেতু, 'অক্ষিমধ্যে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন' এই বাক্য যে প্রজাপতি ছায়াত্মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, ইন্দ্র তাহা মনে করেন নাই; কেন মনে করেন নাই? না, অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণবিশিষ্ট আত্মার বিষয় জিজ্ঞাসা করায় পর প্রজাপতি কর্তৃক ছায়াত্মা

উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রজাপতি ছায়াত্মা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, ইন্দ্র যদি এরূপ মনে করিতেন, তাহা হইলে সেই প্রজাপতিকেই প্রামাণ্য পুরুষ মনে করিয়া অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য মনে করিয়া পুনরায় উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত সমিৎপাণি হইয়া তাঁহার নিকট কেন গমন করিবেন? অর্থাৎ কখনই গমন করিতেন না, অথচ গিয়াছিলেন; অতএব প্রজাপতি কর্তৃক উক্ত আত্মা যে ছায়াত্মা, ইহা ইন্দ্র মনে করেন নাই; এবং তিনি ব্যাখ্যাও করিয়াছেন যে, "যিনি দ্রষ্টা, তিনি অক্ষিমধ্যেই দৃষ্ট হন" ইত্যাদি। এইরূপ বিচ্ছাদন অর্থাৎ কাহারা যেন বিদ্রাবণ বা বিতাড়নই করিতেছে, (তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে) এইরূপ পুত্রাদির মৃত্যুজন্য যেন অপ্রিয়-বেত্তাই হইতেছে, (পুত্রাদির মৃত্যুতে যেমন ক্লেশ অনুভব করে, যেন সেইরূপ ক্লেশই অনুভব করিতেছে) আর স্বয়ং যেন রোদনই করিতেছে। আচ্ছা, এস্থানে আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে, স্বপ্নাত্মা সত্য সত্যই ত অপ্রিয় অনুভব করিয়া থাকে, তবে "বেত্তা ইব" (যেন অনুভব করিয়াই থাকে) এরূপ বলা হইল কেন? (স্বপ্না-বস্থায় হনন বিদ্রাবণ অনুভব অসত্য, ইহা সত্য, কিন্তু অপ্রিয় অনুভবের সম্বন্ধে ত সে কথা বলা যায় না, স্বপ্নে ত বাস্তবিকই দুঃখানুভব করিতে পারে?) ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, না, তাহা হইলে 'ইনিই অমৃত ও অভয়' এই বাক্য উপপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ অন্য শ্রুতিও আছে—"যেন ধ্যানই করিতেছে"। যদি বল, তাহা হইলে প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধ হয়? না, তাহাও হয় না, কারণ, শরীরে আত্মত্ব-প্রত্যক্ষের ন্যায় (শরীরে আত্মবুদ্ধির ন্যায়) ইহাতেও ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে। আচ্ছা, এ প্রসঙ্গ এখন থাক, যেন অপ্রিয়বেত্তাই, অথবা তাহা নয়, এ আলোচনা এক্ষণে থাকুক, আমি এ বিষয়ে কোনরূপই ভোগ্য দেখিতেছি না; অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নাত্মবিজ্ঞানেও কোনরূপ অভীষ্ট ফলই আমি উপলব্ধি করিতে (দেখিতে বা বুঝিতে) পারিতেছি না ॥ ২ ॥

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায়, তꣳ হ প্রজাপতিরুবাচ, মঘবন্! যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ, কিমিচ্ছন্ পুনরাগমঃ? ইতি। স হোবাচ, তদ্‌যদ্যপীদং ভগবঃ! শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি, যদি স্রামমস্রামঃ, নৈবৈষোঽস্য দোষেণ দুষ্যতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সেই ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া পুনরায় প্রজাপতিসমীপে আগমন করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মঘবন্! তুমি প্রশান্তচিত্তে প্রস্থান করিয়াছিলে, কি অভিপ্রায়ে পুনরায় আগমন করিয়াছ?

ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! এই শরীর যদি অন্ধ হয়, স্বপ্নাত্মা অনন্ধই থাকে, শরীর যদি স্রাম হয়, স্বপ্নাত্মা অস্রামই থাকে, এই শরীরের কোনরূপ দোষের দ্বারাই এই স্বপ্নাত্মা দূষিত হয় না ॥ ৩ ॥

ন বধেনাস্য হন্যতে, নাস্য স্রাম্যেণ স্রামঃ, ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং, বিচ্ছাদয়ন্তীব, অপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি, রোদিতীব, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি। এবমেবৈষ মঘবন্! ইতি হোবাচ, এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি, বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি। স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস। তস্মৈ হোবাচ ॥ ৪ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—এই শরীরের নাশেও স্বপ্নাত্মা হত বা বিনষ্ট হয় না, এই শরীরের স্রামভাবের দ্বারাও স্বপ্নাত্মা স্রামবিশিষ্ট হয় না, কাহারা যেন এই স্বপ্নাত্মাকে বিনাশই করিতেছে, কাহারা যেন বিচ্ছাদন বা বিতাড়নই করিতেছে, ইহা নিজেও যেন অপ্রিয়বেত্তাই হয়, অর্থাৎ যেন দুঃখই বোধ করে, এবং ইহা যেন রোদনই করে ; আমি এরূপ আত্মবিজ্ঞানে কোনরূপ ফলই দেখিতে পাইতেছি না। প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, হে মঘবন্! এই স্বপ্নাত্মা এইরূপই বটে। যাহা হউক, আমি তোমার নিকট পুনরায় এই আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব, তুমি আরও বত্রিশ বৎসর এই স্থানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস কর। সেই ইন্দ্র প্রজাপতির আদেশানুসারে আরও বত্রিশ বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাহার পর প্রজাপতি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবমেবৈষঃ, তবাভিপ্রায়েণেতি বাক্যশেষঃ, আত্মনোঽমৃতাভয়গুণবত্ত্বস্যাভিপ্রেতত্বাৎ। দ্বিরুক্তমপি ন্যায়তো ময়া যথা ত্বং ন অবধারয়তি, তস্মাৎ পূর্ব্ববদস্য অদ্যাপি প্রতিবন্ধকারণমস্তীতি মন্বানস্তৎক্ষপণায় বস অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যম্, ইত্যাদিদেশ প্রজাপতিঃ। তথোষিতবতে ক্ষপিতকল্মষায় আহ ॥ ৩-৪ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য দশমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১০ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, এই স্বপ্নাত্মা এইরূপই বটে, এস্থানে 'তোমার অভিপ্রায়ানুসারে' এই বাক্যটুকু ঐ বাক্যের শেষ

বা অবশিষ্টাংশ, অর্থাৎ তোমার অভিপ্রেত যে আত্মা, (তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া ধারণা করিয়াছ) সে আত্মা এইরূপই বটে, কারণ, আত্মার অমৃতত্ব ও অভয়স্বরূপ গুণবত্তাই প্রজাপতির অভিপ্রেত, তাহাতেই প্রজাপতি বলিয়াছিলেন—তোমার অভিপ্রেত আত্মা এইরূপই বটে। আমি দুই দুইবার ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক উপদেশ দিলেও ইন্দ্র যখন তাহা যথাযথভাবে অবধারণ বা গ্রহণ করিতে (বুঝিতে) পারিতেছেন না, তখন পূর্ব্বেরই ন্যায় এখনও ইঁহার জ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ কারণ বিদ্যমান আছে, প্রজাপতি এইরূপ আলোচনা করিয়া সেই প্রতিবন্ধকস্বরূপ কারণ দূরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্রকে আদেশ করিয়াছিলেন, আরও বত্রিশ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস কর। ইন্দ্র সেইরূপ বাস করায় পাপ-ক্ষয় হওয়ার পর অর্থাৎ সেই জ্ঞানপ্রতিবন্ধক দোষ নিবৃত্ত হওয়ার পর নির্দ্দোষ সেই ইন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৩-৪ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

একাদশঃ খণ্ডঃ

তদ্‌যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি, এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি। স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ। স হাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ, নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাতি, অয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, যে সময় আত্মা এরূপভাবে সুপ্ত যে, সমস্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ব্যাপারশূন্য, অতএব সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ করিয়া কোনরূপ স্বপ্নদর্শন করেন না, ইহাই আত্মা, অর্থাৎ এইরূপ অবস্থাপন্ন আত্মাই আমা কর্ত্তৃক কথিত অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণবিশিষ্ট আত্মা, ইহাই অমৃত, ইহাই অভয় ও ইহাই ব্রহ্ম। ইন্দ্র প্রশান্তহৃদয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনি দেবগণের সমীপে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ পথে গমন করিতে করিতেই এইরূপ ভয় দর্শন করিয়াছিলেন যে, এই সুষুপ্ত আত্মা সম্প্রতি অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে বা সুষুপ্ত অবস্থায় নিজেকে জানিতে পারে না যে, 'আমি হই অমুক'। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহকেও জানিতে পারে না, ঠিক যেন বিনাশপ্রাপ্তের ন্যায়ই অর্থাৎ মৃতের ন্যায়ই থাকে, অতএব আমি এরূপ আত্মবিজ্ঞানেও কোন ফলই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১ ॥

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায়, তং হ প্রজাপতিরুবাচ, মঘবন্! যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ, কিমিচ্ছন্ পুনরাগমঃ? ইতি। স হোবাচ, নাহ খল্বয়ং ভগবঃ! এবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাতি, অয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া পুনরায় প্রজাপতির নিকট আগমন করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ইন্দ্র! তুমি প্রশান্তহৃদয়ে গমন করিয়াছিলে, এক্ষণে পুনরায় কি অভিপ্রায়ে আগমন করিলে? ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! এই আত্মা সম্প্রতি অর্থাৎ সুষুপ্তাবস্থায় নিজেকে এরূপভাবে জানিতে পারে না যে, 'আমি হই অমুক', এই ভূতসমূহকেও জানিতে

পারে না, অতএব ইহা যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইতেছে, আমি এরূপ আত্মবিজ্ঞানে কোনরূপ ফলই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পূর্ব্ববৎ "এতং ত্বেব ত" ইত্যাদ্যুক্ত্বা তৎ যত্রৈতৎ সুপ্ত ইত্যাদি ব্যাখ্যাতং বাক্যম্। অক্ষিণি যো দ্রষ্টা স্বপ্নে চ মহীয়মানশ্চরতি, স এষঃ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি স্বাভিপ্রেতমেব। মঘবান্ তত্রাপি দোষং দদর্শ। কথম্? নাহ নৈব সুষুপ্তস্থোঽপ্যাত্মা খলু অয়ং সম্প্রতি সম্যগিদানীঞ্চাত্মানং জানাতি নৈবং জানাতি; কথম্? অয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি চেতি, যথা জাগ্রতি স্বপ্নে বা। অতো বিনাশমেব বিনাশমিবেতি পূর্ব্ববৎ দ্রষ্টব্যম্। অপীতঃ অপিগতো ভবতি বিনষ্ট ইব ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। জ্ঞানে হি সতি জ্ঞাতুঃ সম্ভাবোঽবগম্যতে, ন অসতি জ্ঞানে। ন চ সুষুপ্তস্থস্য জ্ঞানং দৃশ্যতে, অতো বিনষ্ট ইবেত্যভিপ্রায়ঃ। ন তু বিনাশমেবাত্মনো মন্যতে অমৃতাভয়বচনস্য প্রামাণ্যমিচ্ছন্॥ ১-২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ নবম খণ্ডের শেষে যেমন 'এতত্ত্বেব তে' (তোমার নিকট পুনরায় এই আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব) ইত্যাদি বলিয়া দশম খণ্ডের প্রথমে "য এষ স্বপ্নে মহীয়মানঃ" (যে এই আত্মা স্বপ্নে পূজ্যমান) ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, এস্থানেও সেইরূপ অর্থাৎ দশম খণ্ডের শেষে 'এতত্ত্বেব তে' ইত্যাদি বলিয়া 'তৎ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ' ইত্যাদি বাক্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যে দ্রষ্টা অর্থাৎ আত্মা নেত্রমধ্যে, এবং যে আত্মা স্বপ্নকালে পূজ্যমান হইয়া বিচরণ করেন, অর্থাৎ বিবিধ প্রকার ভোগ অনুভব করেন, সেই এই আত্মাই সুপ্ত অর্থাৎ যে সময়ে সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত, সমস্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপারশূন্য, অতএব সম্প্রসন্ন অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারশূন্য হওয়ায় চিত্তের কোন ক্ষোভ উপস্থিত হয় না, সুতরাং সম্যক্‌রূপ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া কোনরূপ স্বপ্ন অনুভব করেন না, ইনিই আত্মা,ইনিই অমৃত ও অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম,ইহাই প্রজাপতির নিজের অভিপ্রেত। (প্রজাপতির অভিপ্রায় এই যে—যাঁহাকে আমি পূর্ব্বে অক্ষিপুরুষ বলিয়াছি, যিনি স্বপ্নাবস্থায় পূজিত বা সমাদৃত হইয়া বিবিধ ভোগ অনুভব করেন, তিনিই সুষুপ্ত অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য রহিত হওয়ায় সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে কোনরূপ স্বপ্নই অনুভব করেন না, এবং এই আত্মাসম্বন্ধেই তিনি ইন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছেন) কিন্তু ইন্দ্র তাহাতেও দোষ দর্শন করিয়াছিলেন। কিরূপ দোষ দর্শন করিয়াছিলেন? এই আত্মা সুষুপ্ত অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও সম্প্রতি নিজেকে নিশ্চয়ই (একেবারেই) জানিতে পারিতেছে না। কিরূপ জানিতে পারিতেছে না? 'এই আমি হইতেছি অমুক' এই ভাবে নিজেকে জানিতে পারিতেছে না, এবং জাগ্রৎ

ও স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ ভাবে জানিতে পারে, সেরূপ ভাবে এই সমস্ত ভূতসমূহকেও নিশ্চয়ই জানিতে পারে না, অতএব সে বিনাশই অর্থাৎ যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন 'এব' শব্দটি 'ইব' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এস্থানেও সেইরূপ মূলের 'বিনাশমেব' শব্দটি 'বিনাশমিব' এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা বা অনুভব-কর্ত্তার সদ্ভাব বা অস্তিত্ব জানা যায়, জ্ঞান না থাকিলে জানা যায় না, কিন্তু সুষুপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানের কোনরূপ লক্ষণই দৃষ্ট হয় না, অতএব সে ব্যক্তি যেন বিনষ্ট বা মৃত; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত 'অমৃত ও অভয়' এই বাক্যের প্রামাণ্য রক্ষার নিমিত্ত আত্মা যে সত্য সত্যই বিনষ্ট হইয়াছে বা হয়, ইহা তিনি মনে করেন নাই ॥ ১-২ ॥

এবমেবৈষ মঘবন্! ইতি হোবাচ, এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি, নো এবান্যত্রৈতস্মাৎ, বসাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণীতি। স হাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণ্যুবাস, তান্যেকশতং সম্পেদুঃ, এতত্তদ্‌যদাহুঃ, "একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস"। তস্মৈ হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য একাদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, হে ইন্দ্র! এই সুষুপ্তাত্মা এইরূপই বটে। আমি তোমার নিকট পুনরায় এই আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিব, কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয় নহে। আরও পাঁচ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এস্থানে বাস কর। ইন্দ্র আরও পাঁচ বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিলেন, এইরূপে ইন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্যকাল একশত এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। ইহাকেই উপলক্ষ করিয়া সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে, ইন্দ্র প্রজাপতিসমীপে একশত এক বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রজাপতি ইন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—পূর্ব্ববদেবমেবেত্যুক্ত্বা যো ময়োক্তস্ত্রিভিঃ পর্য্যায়ৈঃ, তমেবৈতং—নো এবান্যত্রৈতস্মাদাত্মনোঽন্যং কঞ্চন; কিন্তর্হি? এতমেব ব্যাখ্যাস্যামি। স্বল্পস্তু দোষস্তবাবশিষ্টঃ, তৎক্ষপণায় বস অপরাণি অন্যানি পঞ্চবর্ষাণি, ইত্যুক্তঃ স তথা চকার। তস্মৈ মৃদিতকষায়াদিদোষায় স্থানত্রয়দোষসম্বন্ধরহিতমাত্মনঃ স্বরূপমপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণং মঘবতে তস্মৈ হোবাচ। তান্যেকশতং বর্ষাণি সম্পেদুঃ সম্পন্নানি বভূবুঃ। যদাহুর্লোকে

শিষ্টাঃ "একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস" ইতি। তদেতৎ দ্বাত্রিংশত-মিত্যাদিনা 'দর্শিতমিত্যাখ্যায়িকাতোঽপসৃত্য শ্রুত্যোচ্যতে, এবং কিল এতদিন্দ্রত্বাদপি গুরুতরম্, ইন্দ্রেণাপি মহতা যত্নেন একোত্তরবর্ষশতকৃতায়াসেন প্রাপ্তমাত্মজ্ঞানম্; অতো নাতঃপরং পুরুষার্থান্তরমস্তীত্যাত্মজ্ঞানং স্তৌতি। ৩।

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য একাদশখণ্ডভাষ্যম্। ১১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতি পূর্ব্বের ন্যায় এবারও 'এব-মেব' (এইরূপই বটে) এই কথা বলিয়া বলিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বে তিন বারে অথবা তিনটি শ্রুতিতে যে আত্মার বিষয় বর্ণনা করিয়াছি, সেই এই আত্মার বিষয়েই বলিব, এই আত্মার বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুই বলিব না; তবে কি বলিব? না, এই আত্মার বিষয়ই ব্যাখ্যা করিব। তোমার জ্ঞানের প্রতিবন্ধক দোষ আর অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে, সেই দোষটুকু যাহাতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, সে জন্য আরও পাঁচ বৎসর তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস কর। প্রজাপতি কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ইন্দ্র আরও পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সে স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এইরূপে ইন্দ্রের কষায়াদি দোষসমূহ অর্থাৎ বিষয়বাসনা প্রভৃতি জনিত চিত্তের মালিন্য প্রভৃতি দূর হওয়ার পর প্রজাপতি তাঁহাকে স্থানত্রয়গত অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত এই অবস্থাত্রয়সংসৃষ্ট দোষসংস্পর্শশূন্য অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্ত অবস্থার অতীত এবং অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণবিশিষ্ট আত্মার স্বরূপবিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপে ইন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্যকাল পূর্ণ একশত এক বৎসরে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। (১০১ বৎসর ইন্দ্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিলেন) শিষ্ট-ব্যক্তিগণও বলিয়া থাকেন যে, "ইন্দ্র ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া একশত এক বৎসর কাল প্রজাপতির নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন"। সম্প্রতি বত্রিশ বৎসর কাল ইত্যাদিরূপে বর্ণিত এই আখ্যায়িকার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রুতি নিজেই বলিতে-ছেন যে, এই যে আত্মজ্ঞান, ইহা ইন্দ্রত্ব অপেক্ষাও এতই গুরুতর যে, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও একশত এক বৎসর কাল অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও অতি যত্নে এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, অতএব এই আত্মজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন পুরুষার্থ বা পুরুষের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় নাই, শ্রুতি এই কথা বলিয়া আত্মজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন॥ ৩॥

অষ্টমপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমপ্রপাঠকে

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

মঘবন্! মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরম্, আত্তং মৃত্যুনা, তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্। আত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং, ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে মঘবন্! এই শরীর নিশ্চয়ই মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণধর্ম্মী বা নশ্বর, ইহা মৃত্যুর দ্বারা অধিকৃত বা মৃত্যুকবলিত। বিনশ্বর মৃত্যুকবলিত এই শরীর অমৃত ও অশরীরী আত্মার অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। সেই আত্মা সশরীর হইয়া, (শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বা শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া) অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' ইত্যাদিরূপ অভিমানগ্রস্ত হইয়া প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ বিবিধ সুখ-দুঃখ দ্বারা আক্রান্ত বা অভিভূত হয়। আত্মা শরীরাভিমানী হইলে প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যাপার হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই, কিন্তু যদি অশরীর অর্থাৎ শরীরাভিমানশূন্য হন (অহং-জ্ঞান যদি না থাকে), তাহা হইলে প্রিয় বা অপ্রিয়, কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—মঘবন্! মর্ত্ত্যং বৈ মরণধর্ম্মীদং শরীরম্। যৎ মন্যসে অক্ষ্যাধারাদিলক্ষণঃ সম্প্রসাদলক্ষণ আত্মা ময়োক্তো বিনাশমেবাপীতো ভবতীতি, শৃণু তত্র কারণম্—যদিদং শরীরং বৈ যৎ পশ্যসি তদেতৎ মর্ত্ত্যং বিনাশি। তচ্চ আত্তং মৃত্যুনা গ্রস্তং সততমেব। 'কদাচিদেব ম্রিয়তে' ইতি মর্ত্ত্যম্ ইত্যুক্তে ন তথা সন্ত্রাসো ভবতি, যথা গ্রস্তমেব সদা ব্যাপ্তমেব মৃত্যুনেত্যুক্তে, ইতি বৈরাগ্যার্থং বিশেষ ইত্যুচ্যতে—আত্তং মৃত্যুনেতি। কথং নাম দেহাভিমানতো বিরক্তঃ সন্ নিবর্ত্ততে ? ইতি। শরীরমিতি অত্র সহেন্দ্রিয়মনোভিরুচ্যতে। তচ্ছরীরমস্য সম্প্রসাদস্য ত্রিস্থানতয়া গম্যমানস্যামৃতস্য মরণাদিদেহেন্দ্রিয়মনোধর্ম্মবর্জ্জিতস্যেত্যেতৎ। অমৃতস্য ইত্যনেনৈব অশরীরত্বে সিদ্ধে পুনরশরীরস্যেতি বচনং বায়্বাদিবৎ সাবয়বত্ব-মূর্ত্তিমত্ত্বে মা ভূতামিতি, আত্মনো ভোগাধিষ্ঠানম্; আত্মনো বা সত ঈক্ষিতুস্তেজোঽবন্নাদিক্রমেণোৎপন্নমধিষ্ঠানম্; জীবরূপেণ প্রবিশ্য সদেবাধিতিষ্ঠতি অস্মিন্নিতি বা অধিষ্ঠানম্। যস্যেদমীদৃশং নিত্যমেব মৃত্যুগ্রস্তং ধর্ম্মাধর্ম্মজনিতত্বাৎ প্রিয়াপ্রিয়বদধিষ্ঠানং, তদধিষ্ঠিতত্ত্বাৎ সশরীরো ভবতি। অশরীরস্বভাবস্য আত্মনঃ "তদেবাহং শরীরং, শরীরমেব চাহম্" ইত্যবিবেকাদাত্মভাবঃ সশরীরত্বম্; অত এব সশরীরঃ সন্ আত্তো গ্রস্তঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্; প্রসিদ্ধমেতৎ। তস্য চ ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োর্বাহ্যবিষয়সংযোগ-

বিয়োগনিমিত্তয়োর্ব্বাহ্যবিষয়সংযোগ-বিয়োগৌ মমেতি মন্যমানস্য অপহতির্ব্বিনাশ উচ্ছেদঃ সন্ততিরূপয়োর্নাস্তীতি। তং পুনর্দ্দেহাভিমানাদশরীরস্বরূপবিজ্ঞানেন নিবর্ত্তিতাবিবেকজ্ঞানমশরীরং সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ। স্পৃশিঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে ইতি প্রিয়ং ন স্পৃশতি অপ্রিয়ং ন স্পৃশতীতি বাক্যদ্বয়ং ভবতি। "ন ম্লেচ্ছাশুচ্যধার্ম্মিকৈঃ সহ সম্ভাষেত" ইতি যদ্বৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মকার্য্যে হি তে, অশরীরতা (হিতাহিতে, যতোঽশরীরতা) তু স্বরূপম্ ইতি তত্র ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরসম্ভবাৎ তৎকার্য্যভাবো দূরত এবেত্যতো ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ। ননু যদি প্রিয়মপ্যশরীরং ন স্পৃশতীতি যৎ মঘবতোক্তং "সুষুপ্তস্থো বিনাশমেবাপীতো ভবতীতি" তদেবেহাপ্যাপন্নম্। নৈষ দোষঃ, ধর্ম্মাধর্ম্মকার্য্যয়োঃ শরীরসম্বন্ধিনোঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ প্রতিষেধস্য বিবক্ষিতত্বাৎ—অশরীরং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত ইতি। আগমাপায়িনোর্হি স্পর্শশব্দো দৃষ্টঃ, যথা—শীতস্পর্শ উষ্ণস্পর্শ ইতি। ন ত্বগ্নেঃ উষ্ণপ্রকাশয়োঃ স্বভাবভূতয়োরগ্নিনা স্পর্শ ইতি ভবতি ; তথা অগ্নেঃ সবিতুর্ব্বা উষ্ণপ্রকাশবৎ স্বরূপভূতস্যানন্দস্য প্রিয়স্যাপি নেহ প্রতিষেধঃ "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "আনন্দো ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। ইহাপি "ভূমৈব সুখম্" ইত্যুক্তত্বাৎ। ননু ভূম্নঃ প্রিয়স্যৈকত্বে অসংবেদ্যত্বাৎ স্বরূপেণৈব বা নিত্যসংবেদ্যত্বান্নির্ব্বিশেষতেতি নেন্দ্রস্য তদিষ্টম্। "নাহ খল্বয়ং সম্প্রত্যাত্মানং জানাতি অয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি" ইত্যুক্তত্বাৎ। তদ্ধি ইন্দ্রস্যেষ্টং—যৎ ভূতানি চ আত্মানং চ জানাতি, ন চাপ্রিয়ং কিঞ্চিদ্বেত্তি, স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যেন জ্ঞানেন। সত্যমেতদিষ্টমিন্দ্রস্য—ইমানি ভূতানি মত্তোঽন্যানি, লোকাঃ কামাশ্চ সর্ব্বে মত্তোঽন্যে, অহমেষাং স্বামীতি। ন ত্বেতদিন্দ্রস্য হিতং, হিতঞ্চেন্দ্রস্য প্রজাপতিনা বক্তব্যম্। ব্যোমবৎ অশরীরাত্মতয়া সর্ব্বভূতলোককামাত্মত্বোপগমেন যা প্রাপ্তিঃ, তদ্ধিতমিন্দ্রায় বক্তব্যমিতি প্রজাপতিনাঽভিপ্রেতং, ন তু রাজ্ঞো রাজ্যাপ্তিবদন্যত্বেন। তত্রৈবং সতি কং কেন বিজানীয়াদাত্মৈকত্বে ইমানি ভূতানি অয়মহমস্মি ? ইতি। ননু অস্মিন্ পক্ষে "স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা" "স যদি পিতৃলোককামঃ" "স একধা ভবতি" ইত্যাদ্যৈশ্বর্য্যশ্রুতয়োঽনুপপন্নাঃ ? ন ; সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্বফলসম্বন্ধোপপত্তেরবিরোধাৎ। মৃদ ইব সর্ব্বঘট-করক-কুণ্ডাদ্যাপ্তিঃ। ননু সর্ব্বাত্মত্বে দুঃখসম্বন্ধোঽপি স্যাদিতি চেৎ ? ন ; দুঃখস্যাপ্যাত্মত্বোপগমাদবিরোধঃ। আত্মনি অবিদ্যাকল্পনানিমিত্তানি দুঃখানি রজ্জ্বামিব সর্পাদিকল্পনানিমিত্তানি। সা চাবিদ্যা শরীরাত্মকত্বস্বরূপদর্শনেন দুঃখনিমিত্তোচ্ছিন্নেতি দুঃখসম্বন্ধাশঙ্কা ন সম্ভবতি। শুদ্ধসত্ত্বসঙ্কল্পনিমিত্তানাস্তু কামানামীশ্বরদেহসম্বন্ধঃ সর্ব্বভূতেষু মানসানাং, পর এব সর্ব্বসত্ত্বোপাধিদ্বারেণ ভোক্তেতি সর্ব্বাবিদ্যাকৃতসংব্যবহারাণাং পর এবাস্পদং নান্যোঽস্তীতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ। "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি ছায়াপুরুষ এব প্রজাপতিনোক্তঃ, স্বপ্ন-সুষুপ্তয়োশ্চান্য এব, ন পরোঽপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণঃ, বিরোধাদিতি কেচিন্মন্যন্তে। ছায়াদ্যাত্মনাক্ষ্যাপদেশে প্রয়োজনমাচক্ষতে—আদাবেবোচ্যমানে কিল দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ পরস্যাত্মনো হৃত্যন্তবাহ্যবিষয়া-

সত্ত্বচেতসোঽত্যন্তসূক্ষ্মবস্তুশ্রবণে ব্যামোহো মা ভূদিতি। যথা কিল দ্বিতীয়ায়াং সূক্ষ্মং চন্দ্রং দিদর্শয়িষুঃ বৃক্ষং কঞ্চিৎ প্রত্যক্ষমাদৌ দর্শয়তি—পশ্যামুমেষ চন্দ্র ইতি, ততোঽন্যং, ততোঽন্যং, গিরিমূর্দ্ধানঞ্চ চন্দ্রসমীপস্থমেষ চন্দ্র ইতি; ততোঽসৌ চন্দ্রং পশ্যতি; এবমেতৎ য এষোঽক্ষিণি ইত্যাদ্যুক্তং প্রজাপতিনা ত্রিভিঃ পর্য্যায়ৈঃ, ন পর ইতি। চতুর্থে তু পর্য্যায়ে দেহাদর্থ্যাৎ সমুত্থায় অশরীরতামাপন্নো জ্যোতিঃস্বরূপম্। যস্মিন্ উত্তমপুরুষে রূপাদিভির্জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণো ভবতি, স উত্তমঃ পুরুষঃ পর উক্ত ইতি চাহুঃ। সত্যং, রমণীয়া তাবদিয়ং ব্যাখ্যা শ্রোতুং, ন ত্বর্থোঽস্য গ্রন্থস্যৈবং সম্ভবতি। কথম্? 'অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে' ইত্যুপন্যস্য শিষ্যাভ্যাং ছায়াত্মনি গৃহীতে তাভ্যাং বিপরীতগ্রহণং মত্বা তদপনয়ায় উদ-শরাবোপন্যাসঃ, 'কিং পশ্যথঃ?' ইতি চ প্রশ্নঃ। সাধ্বলঙ্কারোপদেশশ্চানর্থকঃ স্যাৎ। যদি ছায়াত্মৈব প্রজাপতিনা অক্ষিণি দৃশ্যতে' ইত্যুপদিষ্টঃ। কিঞ্চ, যদি বা তেন স্বয়মুপদিষ্ট ইতি গ্রহণস্যাপ্যপনয়নকারণং বক্তব্যং স্যাৎ, স্বপ্ন-সুষুপ্তাত্মগ্রহণয়োরপি তদপনয়নকারণং চ স্বয়ং ব্রূয়াৎ; ন চোক্তং, তেন মন্যামহে, নাক্ষিণি ছায়াত্মা প্রজাপতিনোপদিষ্টঃ। কিঞ্চান্যৎ অক্ষিণি দ্রষ্টা চেৎ দৃশ্যতে ইতি উপদিষ্টঃ স্যাৎ, তত ইদং যুক্তম্। 'এতং ত্বেব তে' ইত্যুক্ত্বা স্বপ্নেঽপি দ্রষ্টুরেবোপদেশঃ। স্বপ্নে ন দ্রষ্টোপদিষ্ট ইতি চেৎ? ন; 'অপি রোদিতীবাপ্রিয়-বেত্তেব' ইত্যুপদেশাৎ। ন চ দ্রষ্টুরন্যঃ কশ্চিৎ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরতি, অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিরিতি ন্যায়তঃ শ্রুত্যন্তরে সিদ্ধত্বাৎ। যদ্যপি স্বপ্নে সধীর্ভবতি, তথাঽপি ন ধীঃ স্বপ্নভোগোপলব্ধিং প্রতি করণত্বং ভজতে। কিন্তর্হি? পটচিত্রবজ্জাগ্রদ্বাসনাশ্রয়া দৃশ্যৈব ধীর্ভবতীতি ন দ্রষ্টুঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং বাধঃ স্যাৎ। কিঞ্চান্যৎ, জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্ভূতানি চ আত্মানং চ জানাতি—ইমানি ভূতান্যয়মহমস্মীতি। প্রাপ্তৌ সত্যাং প্রতিষেধো যুক্তঃ স্যাৎ—নাহ খল্বয়মিত্যাদি। তথা চেতনস্যৈবাবিদ্যানিমিত্তয়োঃ সশরীরত্বে সতি প্রিয়াপ্রিয়-য়োরপহতির্নাস্তীত্যুক্তা তস্যৈব অশরীরস্য সতো বিদ্যায়াং সত্যাং সশরীরত্বে প্রাপ্তয়োঃ প্রতিষেধো যুক্তঃ—'অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ' ইতি। "একশ্চাত্মা স্বপ্ন-বুদ্ধান্তয়োর্মহামৎস্যবদসঙ্গঃ সঞ্চরতি" ইতি শ্রুত্যন্তরে সিদ্ধম্। যচ্চোক্তং—সম্প্রসাদঃ শরীরাৎ সমুত্থায় যস্মিন্ স্ত্র্যাদিভী রমমাণো ভবতি, সোঽন্যঃ সম্প্রসাদাদধিকরণনির্দ্দিষ্ট উত্তমঃ পুরুষ ইতি; তদসদ্যৎ, চতুর্থেঽপি পর্য্যায়ে 'এতং ত্বেব তে' ইতি বচনাৎ। যদি ততোঽন্যোঽভিপ্রেতঃ স্যাৎ, পূর্ব্ববৎ 'এতং ত্বেব তে' ইতি ন ব্রূয়াৎ মৃষা প্রজাপতিঃ। কিঞ্চান্যৎ, তেজোঽন্নাদীনাং স্রষ্টুঃ সতঃ স্ববিকারদেহশুঙ্গে প্রবেশং দর্শয়িত্বা প্রবিষ্টায় পুনঃ 'তৎ ত্বমসি' ইত্যুপদেশো মৃষা প্রসজ্যেত। তস্মিন্ ত্বং স্ত্র্যাদিভী রন্তা ভবিষ্যসীতি যুক্ত উপদেশোঽভবিষ্যৎ যদি সম্প্রসাদাদন্য উত্তমঃ পুরুষো ভবেৎ। তথা ভূম্নি অহমেবেত্যাদিশ্য আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি নোপসমহরিষ্যৎ যদি ভূমা জীবাদন্যোঽভবিষ্যৎ, "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাচ্চ। সর্ব্বশ্রুতিষু চ পরস্মিন্নাত্মশব্দপ্রয়োগো নাভবিষ্যৎ, প্রত্যগাত্মা চেৎ সর্ব্বজন্তূনাং পর আত্মা ন ভবেৎ; তস্মাদেক এবাত্মা প্রকরণী সিদ্ধঃ। ন চান্যঃ

সংসারিত্বম্, অবিদ্যাঽধ্যস্তত্বাদাত্মনি সংসারস্য। ন হি রজ্জু-শুক্তিকা-গগনাদিষু সর্প রজত-মলাদীনি মিথ্যাজ্ঞানাধ্যস্তানি তেষাং ভবন্তীতি। এতেন সশরীরস্য প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতি-র্নাস্তীতি ব্যাখ্যাতম্। যচ্চ স্থিতমপ্রিয়বেত্তেবেতি নাপ্রিয়াবেত্তৈবেতি সিদ্ধম্। এবঞ্চ সতি সর্ব্বপর্য্যায়েম্বেতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি প্রজাপতের্ব্বচনং, যদি বা প্রজাপতিচ্ছদ্ম-রূপায়াঃ শ্রুতের্ব্বচনং সত্যমেব ভবেৎ। ন চ তৎ কুতর্কবুদ্ধ্যা মৃষা কর্ত্তুং যুক্তং, ততো গুরুতরস্য প্রমাণান্তরস্যানুপপত্তেঃ। নন্বু প্রত্যক্ষং দুঃখাদ্যপ্রিয়বেত্তৃত্বমব্যভিচারি অনুভূয়তে ইতি চেৎ ? ন ; জরাদিরহিতো জীর্ণোঽহং, জাতোঽহমায়ুষ্মান্ গৌরঃ কৃশো মৃত ইত্যাদি প্রত্যক্ষানুভববৎ তদুপপত্তেঃ। সর্ব্বমপ্যেতৎ সত্যমিতি চেৎ ? অস্ত্বেবমেতদেবং দুরবগমং, যেন দেবরাজোঽপ্যুদ-শরাবাদিদর্শিতাবিনাশযুক্তিরপি মুমোহৈবাত্র 'বিনাশমেবাপীতো ভবতি' ইতি। তথা বিরোচনো মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রাজাপত্যোঽপি দেহমাত্রাত্মদর্শনো বভূব। তথেন্দ্রস্যাত্মবিনাশভয়সাগরে এব বৈনাশিকাঃ ন্যমজ্জন্। তথা সাঙ্খ্যাঃ দ্রষ্টারং দেহাদিব্যতি-রিক্তমবগম্যাপি ত্যক্তাগমপ্রমাণত্বাৎ মৃত্যুবিষয় এবানুত্বদর্শনে তস্থুঃ। তথাঽন্যে কাণাদাদি-দর্শনাঃ কষায়রক্তমিব ক্ষারাদিভির্ব্বস্ত্রং নবভিরাত্মগুণৈর্যুক্তমাত্মদ্রব্যং বিশোধয়িতুং প্রবৃত্তাঃ। তথাঽন্যে কর্ম্মিণো বাহ্যবিষয়াপহৃতচেতসো বেদপ্রমাণা অপি পরমার্থসত্যমাত্মৈকত্বং সবিনাশমিব ইন্দ্রবন্মন্যমানা ঘটীযন্ত্রবদারোহাবরোহপ্রকারৈরনিশং বভ্রমন্তি। কিমন্যে ক্ষুদ্রজন্তবো বিবেকহীনাঃ স্বভাবত এব বহির্ব্বিষয়াপহৃতচেতসঃ ; তস্মাদিদং ত্যক্তসর্ব্ব-বাহ্যৈষণৈঃ অনন্যশরণৈঃ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ অত্যাশ্রমিভির্ব্বেদান্তবিজ্ঞানপরৈরেব বেদনীয়ং পূজ্যতমৈঃ প্রাজাপত্যং চেমং সম্প্রদায়মনুসরদ্ভিরুপনিবদ্ধং প্রকরণচতুষ্টয়েন। তথা অনুশাসতি অদ্যাপি তে এব, নান্যে ইতি। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে ইন্দ্র! এই শরীর নিশ্চয়ই মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণধর্ম্মী, মৃত্যুই ইহার স্বাভাবিক পরিণাম। তুমি যে মনে করিতেছ, চক্ষুঃ-প্রভৃতি আশ্রয়ে লক্ষিত বা চক্ষুঃ-প্রভৃতি স্থানে পরিদৃষ্ট ও সম্প্রসাদলক্ষণ বা সুষুপ্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ প্রসন্নাবস্থায় অবস্থিত যে আত্মার বিষয়ে আমি উপদেশ দিয়াছি, তাহা যেন বিনাশই প্রাপ্ত হয় ; ইহার কারণ তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর, এই যে শরীর—যাহা তুমি নিশ্চয়ই দর্শন করিতেছ, সেই এই শরীর মর্ত্ত্য বা বিনাশশীল, সেই শরীর সর্ব্বদাই মৃত্যুর দ্বারা আত্ত অর্থাৎ আক্রান্ত বা মৃত্যুকবলিত। মৃত্যু কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই গ্রস্ত অর্থাৎ আক্রান্ত বা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এই কথা বলিলে যেরূপ ভীত হয়, কদাচিৎ অর্থাৎ কোন এক সময়ে মৃত্যু হয়, মর্ত্ত্য শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে লোকে সেরূপ ভীত হয় না, এই জন্যই বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে, মৃত্যু কর্ত্তৃক আত্ত অর্থাৎ গৃহীত বা কবলিত। আচ্ছা, এস্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, বিরক্ত হইয়া দেহাভিমান হইতে কিরূপে

নিবৃত্ত হইবে? অর্থাৎ দেহাভিমান পরিত্যাগ করিবে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, এস্থানে শরীর-শব্দে ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত সংযুক্ত শরীরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে; সেই শরীরই ত্রিস্থান অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই স্থানত্রয়ে অবস্থিতরূপে প্রতীয়মান, এবং অমৃত অর্থাৎ মরণ প্রভৃতি দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের ধর্ম্মবিবর্জ্জিত এই সম্প্রসাদ নামক আত্মার ভোগাধিষ্ঠান। অথবা সৎস্বরূপ ঈক্ষিতা অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ে সঙ্কল্পকর্ত্তা আত্মার তেজ অপ্ ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন বলিয়া অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্বরূপ, অথবা সৎস্বরূপ ব্রহ্মই জীবরূপে ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া অধিষ্ঠান। আচ্ছা, 'অমৃত' এই কথা বলাতেই আত্মার অশরীরত্ব সিদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি পুনরায় যে 'অশরীরস্য' এই কথা বলা হইয়াছে, তাহার কারণ, কেবল 'অমৃতস্য' বলিলে বায়ু প্রভৃতির ন্যায় আত্মারও সাবয়বত্ব (অবয়ববিশিষ্টতা) ও মূর্ত্তিমত্ব সম্ভাবনা যাহাতে কাহার না হয়, এই জন্য, (বায়ু প্রভৃতি যেমন অমূর্ত্ত নিরবয়ব, আত্মাও সেইরূপ আকার অবয়বাদিশূন্য এরূপ কেহ মনে না করে, এই জন্যই 'অমৃতস্য অশরীরস্য' বলা হইয়াছে'। যাহার এইরূপ প্রকার এই অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ নিত্যই মৃত্যুকবলিত ও ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম হইতে সঞ্জাত বলিয়া প্রিয় ও অপ্রিয়বিশিষ্ট, আত্মা সেই দেহেই অধিষ্ঠিত হন বলিয়া সেই শরীরের ধর্ম্মযুক্ত ও সশরীর অর্থাৎ শরীর্য্যভিমানী বা শরীরেই আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হন। আত্মা স্বভাবতই অশরীর বা নিরাকার হইলেও 'সেই শরীরই আমি, এবং আমিই শরীর' ইত্যাদি-রূপ অবিবেক হইতেই যে দেহাত্মভাব উৎপন্ন হয়, তাহাই সশরীরত্ব; অতএব সশরীর হওয়ায় (দেহ ধারণ করে বলিয়াই) প্রিয় ও অপ্রিয় দ্বারা আত্ত অর্থাৎ গ্রস্ত বা আক্রান্ত হয়, ইহা লোকসমাজেও প্রসিদ্ধ। শরীর ধারণ করে বলিয়াই (দেহে অধিষ্ঠিত হয় বলিয়াই) বাহ্যিক বিষয়ের সহিত সংযোগ ও বিয়োগকে নিজেরই মনে করায় বাহ্যিক বিষয়ের সহিত সংযোগ ও বিয়োগজন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রিয় ও অপ্রিয় বা সুখ-দুঃখের অপঘাত অর্থাৎ কোনকালেই বিনাশ বা উচ্ছেদ হয় না। সেই আত্মারই যখন আবার অশরীরস্বরূপ স্বরূপ বিজ্ঞান হয়, (দেহ যে আত্মা নয়, এইরূপ আত্মার যথার্থ স্বরূপ বিজ্ঞান হয়), তখন দেহাভিমানবশতঃ অবিবেকবুদ্ধি নিবৃত্ত হওয়ায় অশরীর হয়, (শরীরের আত্মবুদ্ধি আর থাকে না), তখন আর সেই আত্মাকে প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না, (প্রিয়বস্তুপ্রাপ্তিতেও আনন্দিত হয় না, অপ্রিয়বস্তুপ্রাপ্তিতেও দুঃখিত হয় না) "স্পৃশিঃ" অর্থাৎ "স্পৃশতঃ" এই যে "স্পৃশ" ধাতুটি, প্রত্যেকের সহিতই ইহার অন্বয় করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রিয়ও স্পর্শ করিতে পারে না, অপ্রিয়ও স্পর্শ করিতে পারে না। "স্রেচ্ছ

অশুচি ও অধার্ম্মিকের সহিত সম্ভাষণ করিবে না” এ স্থানে যেমন ম্লেচ্ছের সহিত সম্ভাষণ করিবে না, অশুচির সহিত সম্ভাষণ করিবে না, অধার্ম্মিকের সহিত সম্ভাষণ করিবে না, এই সম্ভাষণ ক্রিয়াটির সহিত সকলেরই অন্বয় বা সম্বন্ধ আছে, প্রিয়াপ্রিয়স্থলেও সেইরূপই জানিতে হইবে। প্রিয় ও অপ্রিয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কার্য্য, অশরীরতাই আত্মার স্বরূপ, অতএব সেই অশরীর আত্মাতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-স্পর্শ সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং সেই ধর্ম্মাধর্ম্মের কার্য্য প্রিয় ও অপ্রিয়ের সম্ভাব ত দূরের কথা, তাহারা তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। আচ্ছা, এস্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে—প্রিয়ও যদি অশরীরকে স্পর্শ করিতে না পারে, অর্থাৎ শরীরাভিমান শূন্য হইলে কোনরূপ প্রিয়বস্তুর স্পর্শ জন্য সুখানুভূতিও যদি না হয়, তাহা হইলে, ইন্দ্র যে বলিয়াছিলেন, “সুষুপ্ত অবস্থায় আত্মা যেন বিনাশকেই প্রাপ্ত হয়,” এস্থানে সেই কথাই ত আসিয়া পড়ে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না; কারণ, উপনিষৎকারের ইহাই অভিপ্রায় যে, শরীরসম্বন্ধী ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কার্য্যস্বরূপ প্রিয় ও অপ্রিয়স্পর্শের নিষেধ করার জন্যই প্রিয় ও অপ্রিয় অশরীরকে স্পর্শ করিতে পারে না, বলা হইয়াছে। (শরীরধারণ করিলেই ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিণামস্বরূপ সুখ-দুঃখভোগ হয়, কিন্তু শরীরাভিমান না থাকিলে সুখ-দুঃখ কিছুরই অনুভূতি হয় না, সুখেও উৎফুল্ল হয় না, দুঃখেও অবসন্ন হয় না, শ্রুতির ইহাই অভিপ্রায়, সাধারণভাবে সুখ-দুঃখমাত্রেরই প্রতিষেধ নহে)। স্পর্শ-শব্দটি অর্থাৎ প্রিয় বা অপ্রিয়স্পর্শ আগমাপায়ী অর্থাৎ উৎপত্তিশীল ও বিনাশশীল পদার্থসম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, (যে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, সেই সমস্ত অনিত্য বস্তুতেই স্পর্শ শব্দের প্রয়োগ হইতে দেখা যায়) যেমন শীতস্পর্শ উষ্ণস্পর্শ ইত্যাদি। কিন্তু স্বাভাবিক গুণে স্পর্শ শব্দ প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় না, অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণতা ও প্রকাশবত্তা ধর্ম্মকে যেমন অগ্নির সহিত স্পর্শ বলা যায় না, তেমনই অগ্নি অথবা সূর্য্যের উষ্ণতা ও প্রকাশের ন্যায় স্বরূপভূত বা স্বাভাবিক প্রিয় নামক আনন্দেরও এস্থানে নিষেধ করা হয় নাই, কারণ, শ্রুতিই বলিয়াছেন “ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ”, “ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ”, বিশেষতঃ এই ছান্দোগ্যেই “ভূমাই সুখ” এইরূপ বলা হইয়াছে। আচ্ছা, এস্থানে আরও একটি প্রশ্ন হইতে পারে—ভূমানামক প্রিয় বা সুখ যখন এক অর্থাৎ অখণ্ড, তখন তাহা নিশ্চয়ই অসংবেদ্য অর্থাৎ অনুভবেরও অতীত, অথবা কেবল স্বরূপেই নিত্যসংবেদ্য বা অনুভবযোগ্য, অতএব নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ উভয় সুখের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য না থাকায় ইন্দ্রের তাহা অভিপ্রেত হইতে পারে না, কারণ, “এই সুষুপ্ত আত্মা সম্প্রতি

নিজেকেও জানিতে পারে না, যে, আমি হইতেছি অমুক, অথবা এই ভূত-সমূহকেও জানিতে পারে না, নিজে যেন বিনষ্টপ্রায়ই হইয়াছে, অতএব এইরূপ আত্মবিজ্ঞানে আমি কোন ফলই দেখিতেছি না" ইন্দ্র এইরূপ বলিয়াছেন। ইন্দ্রের তাহাই ইষ্ট বা অভিপ্রেত, যাহা সমস্ত ভূতকে ও নিজেকে জানিতে বা অনুভব করিতে পারে, অথচ কোনরূপ অপ্রিয়কেই অনুভব করিতে না হয়, এবং যে জ্ঞান দ্বারা সেই ব্যক্তি অর্থাৎ অধিকারী ব্যক্তি সমস্ত লোক অর্থাৎ ভোগস্থান ও সমস্ত কাম অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুকে প্রাপ্ত হইতে পারে। হাঁ, সত্য বটে, ইহাই ইন্দ্রের ইষ্ট বা অভিপ্রেত যে, এই সমস্ত ভূতই আমা হইতে ভিন্ন, এই সমস্ত লোক (ভোগস্থান) ও কামও (ভোগ্য বস্তু) আমা হইতে ভিন্ন, আমি ইহাদের সকলের প্রভু; কিন্তু ইহা অর্থাৎ এরূপ অভিপ্রায় ইন্দ্রের পক্ষে হিতকর নহে, ইন্দ্রের পক্ষে যাহা হিত, তাহাই প্রজাপতিকে বলিতে হইবে। আকাশের ন্যায় অশরীর অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার যে আত্মরূপ সমস্ত ভূত, সমস্ত লোক ও সমস্ত কামের আত্মস্বরূপ যে সচ্চিদানন্দের স্বরূপপ্রাপ্তি বা স্বরূপবিজ্ঞান, তাহাই ইন্দ্রের পক্ষে হিতকর ও প্রজাপতিরও তাহাই ইন্দ্রের নিকট অবশ্য বক্তব্য, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়, কিন্তু রাজার রাজ্যপ্রাপ্তির ন্যায় অন্যভাবে প্রাপ্তি নহে, কারণ, তাহা হইলে অর্থাৎ 'এই আমিই হইতেছি এই সমস্ত ভূতস্বরূপ' এইরূপে আত্মৈকত্ব সিদ্ধ হইলে পর কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে? এ কথা সঙ্গত হয় না। আচ্ছা, এস্থানে আর একটি সংশয় এই যে, এই পক্ষে অর্থাৎ আত্মৈকত্ব স্বীকার করিলে "স্ত্রীগণের সহিত অথবা যানসমূহের দ্বারা" "তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন" "তিনি এক প্রকার হন" ইত্যাদি ঐশ্বর্য্য-সূচক শ্রুতিসমূহ উপপন্ন হয় না। ইহার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন, না, তাহা হয় না; কারণ, একই মৃত্তিকার যেমন ঘট, করক (কমণ্ডলু), কুণ্ড (মৃৎপাত্রবিশেষ) প্রভৃতি আকারপ্রাপ্তি হয়, তেমনই সর্ব্বাত্মার অর্থাৎ সর্ব্বত্রই আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন মুক্ত পুরুষের পক্ষে সর্ব্ববিধ ফলসম্বন্ধ যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। যদি বল, সর্ব্বাত্মভাব স্বীকার করিলে দুঃখসংযোগ হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতে-ছেন, না, তাহা হয় না, কারণ, সে সময়ে দুঃখও আত্মভাব প্রাপ্ত হয়, (দুঃখের বোধ যদি থাকিত, তাহা হইলে দুঃখানুভব হইতে পারিত, কিন্তু মুক্তপুরুষের পক্ষে সুখ-দুঃখ সমস্ত বিকারই নিজ নিজ ভাব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আত্মভাব গ্রহণ করে) এ জন্য কোন বিরোধ হয় না। রজ্জুতে সর্পকল্পনা হেতুক যেমন দুঃখ বা ভয় উপস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাতেও অবিদ্যা কল্পনা হেতুকই দুঃখ উপস্থিত হয়, শরীর ও আত্মার স্বরূপ বিজ্ঞানের ফলে (আত্মা শরীরবিরহিত ও এক এই জ্ঞান

উৎপন্ন হইলে অর্থাৎ শরীর ও আত্মা এক নহে এই জ্ঞান হইলে) দুঃখের হেতুভূত সেই অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং সে সময়ে আর দুঃখসম্বন্ধের আশঙ্কা হইতে পারে না। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের সম্পর্কশূন্য কেবল সত্ত্বগুণ হইতে যে সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়, সর্ব্বভূতে কেবল সেই সমস্ত সঙ্কল্পসমুদ্ভূত মনোময় ঐশ্বর্য্যেরই মাত্র সত্তা থাকে। একমাত্র পরমেশ্বরই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ উপাধি দ্বারা ভোগ করেন, এ জন্য একমাত্র পরমাত্মা পরমেশ্বরই অবিদ্যাজনিত সর্ব্ববিধ ব্যবহারের আশ্রয়, তিনি ভিন্ন আর কেহ আশ্রয় নাই, ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। তার এই যে—রজঃ ও তমোগুণে অমিশ্রিত সত্ত্বগুণ মায়ায় একাংশ, তাহা দ্বারা সঙ্কল্প উপপন্ন হয় ও ঐ সঙ্কল্প কামনা উৎপাদন করে, ঈশ্বরের পক্ষে সর্ব্বভূতে অভিধ্যানমাত্রে উক্ত কামের ফল সিদ্ধ হয়, সুতরাং ঐশ্বরিক স্বভাবে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধ মায়াবস্থায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বময় ঈশ্বরই বিশুদ্ধ সত্ত্বোপাধি অবলম্বনে ইষ্টফল ভোগ করিয়া থাকেন। ঐ ভোগ মানসিক সর্ব্ববিধ অবিদ্যাজনিত ব্যবহারের অধিষ্ঠান পরমাত্মা, জীবাত্মা নহে, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, "অক্ষিতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন" এই বাক্য দ্বারা প্রজাপতি ছায়াপুরুষের বিষয়ই বলিয়াছেন, অর্থাৎ ছায়াপুরুষই আত্মা, প্রজাপতির এইরূপ অভিমত; স্বপ্ন ও সুষুপ্ত অবস্থায় যে আত্মার বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ইহা হইতে পৃথক্ পদার্থ, অপহতপাপ্মত্বাদি লক্ষণবিশিষ্ট পরমাত্মা কখনই হইতে পারেন না, কারণ, তাহা হইলে বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রথমেই যদি অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় বা দুর্ব্বোধ্য পরমাত্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে, বাহ্যিক বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তমনা ব্যক্তিগণের পক্ষে সেই অতি-সূক্ষ্ম বিষয় শ্রবণে মোহ বা ভ্রান্তি উপস্থিত হওয়ার সম্ভব, এই আশঙ্কা করিয়াই যাহাতে সেইরূপ মোহ উপস্থিত না হয়, এই উদ্দেশেই ছায়া-পুরুষাদিরূপ আত্মার উপদেশও আবশ্যক, ইহাই তাঁহারা বলেন; অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতমভাবে আত্মনির্দ্দেশের এইরূপ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন যে, প্রথমতঃই শিষ্যকে পরমাত্মবিষয় বলিলে স্বভাবতঃ পরমাত্মা অতি দুর্জ্ঞেয় হয়, পরন্তু অত্যন্তভাবে বাহ্যবিষয়ে আসক্তচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে অতি সূক্ষ্মতম বস্তু শ্রবণে বিমূঢ়তা স্বাভাবিকই জন্মে, তৎপরিহারার্থ ছায়াপুরুষকেই আত্মোপদেশ করিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন দ্বিতীয়া অর্থাৎ শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অতি সূক্ষ্ম চন্দ্র দর্শন করাইতে হইলে যেমন প্রথমে চক্ষুর সম্মুখেই অবস্থিত কোন একটি বৃহৎ বৃক্ষকে দর্শন করাইয়া বলিয়া থাকেন, 'এই দ্রব্যটি দেখ, ইহাই চন্দ্র', তাহার পর অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত অন্য কোন বস্তু দেখাইয়া, তাহার পর ঐরূপ আর কোন বস্তু

দেখাইয়া, তাহার পর চন্দ্রের সমীপস্থ কোন পর্ব্বতের শৃঙ্গ প্রভৃতি দেখাইয় 'ইহাই চন্দ্র' বলিয়া থাকেন, তাহার পর সেই ব্যক্তি যেমন প্রকৃত চন্দ্রকে দেখিতে পায়, ঠিক তেমনই প্রজাপতিও এস্থানে তিন বারে তিনটি শ্রুতিতে 'অক্ষিমধ্যে এই যে পুরুষ' ইত্যাদি উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা পরমাত্মা নহে। তাঁহারা আরও বলেন যে, চতুর্থ শ্রুতিতে চতুর্থ বারে মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণধর্ম্মী বা বিনশ্বর দেহ হইতে উত্থিত হইয়া, অর্থাৎ দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া যিনি জ্যোতির্ম্ময় অশরীরভাব প্রাপ্ত হন, যিনি স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়সমূহের সহিত হাস্য ও ক্রীড়া করিতে করিতে রমণ করেন বা আনন্দানুভব করেন, সেই উত্তম পুরুষই পরমাত্মা নামে উক্ত হইয়াছেন। এই ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন, হাঁ, তোমরা যে ব্যাখ্যা করিতেছ, ইহা শ্রুতিসুখকর সত্য, কিন্তু এই গ্রন্থ অর্থাৎ এই সন্দর্ভ বা শ্রুতির এরূপ অর্থ সম্ভব নহে। কেন সম্ভব নহে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, "অক্ষিতে যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন" এইরূপ উপদেশ দেওয়ার পর, শিষ্যদ্বয় ছায়াপুরুষকেই আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিল দর্শন করিয়া, তাঁহারা উভয়ে যে তাঁহার উপদেশের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বিবেচনাপূর্ব্বক তাঁহাদের সেই ভ্রম দূর করার নিমিত্ত উদ-শরাবে আপনাকে দর্শন করিবার আদেশ করিয়া পরে 'কি দেখিতেছ?' এই প্রশ্ন, এবং পরে আবার উৎকৃষ্টরূপে অলঙ্কৃত হইয়া উদ-শরাবে আত্মদর্শনের উপদেশ, এ সমস্তই বৃথা হয়, অর্থাৎ প্রজাপতি যদি অক্ষিপুরুষকেই আত্মা বলিয়া উপদেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার এই সমস্ত উপদেশ ও প্রশ্নের কোন সার্থকতাই থাকে না, কারণ, তাঁহারা ত অক্ষিপুরুষকেই আত্মা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। আরও দেখ, নিজেই উপদেশ দিয়াছি, এই জন্যই তাঁহারা ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এই মনে করিয়া ঐ ধারণা দূর করার কারণ যদি বলা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে স্বপ্ন ও সুষুপ্ত অবস্থায় যে আত্মার বিষয় তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধারণা দূর করার নিমিত্তও তিনি অবশ্যই উপদেশ দিতেন, কিন্তু সেরূপ কোন উপদেশ তিনি দেন নাই, এই জন্যই আমরা মনে করি, প্রজাপতি অক্ষিমধ্যস্থ ছায়াত্মাকে আত্মা বলিয়া উপদেশ দেন নাই। আরও দেখ, অক্ষিতে যিনি দৃষ্ট হইতেছেন, তিনিই দ্রষ্টা বা জীব, ইহাই যদি তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য্য হইত, তাহা হইলে "এই আত্মাকেই তোমার নিকট" অর্থাৎ এই আত্মার সম্বন্ধেই পুনরায় তোমাকে উপদেশ দিতেছি, এইরূপ বলিয়া স্বপ্নাবস্থাতেও সেই দ্রষ্টারই উপদেশ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইত, অর্থাৎ দ্রষ্টাই অক্ষিতে দৃষ্ট হইতেছেন বলিয়া যদি উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলেই ঐরূপ কল্পনা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু "ইহার বিষয়েই তোমাকে পুনরায় উপদেশ দিতেছি"

বলিয়া স্বপ্নাবস্থায়ও সেই দ্রষ্টারই উপদেশ দিয়াছেন। যদি বল, স্বপ্নাবস্থাতেও দ্রষ্টার উপদেশ দেওয়া হয় নাই, তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহাও নহে; কারণ, "যেন রোদনই করিতেছে, যেন অপ্রিয়ই অনুভব করিতেছে" এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অথবা একমাত্র দ্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেহই স্বপ্নে মহীয়মান অর্থাৎ পূজিত বা প্রভু হইয়া বিচরণ করেন না; কেন না, "এই সময়ে এই পুরুষ বা জীব স্বয়ংজ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হন", শ্রুতিবিশেষে যুক্তিযুক্ত এই প্রমাণ দ্বারাও ঐ বাক্য সমর্থিত হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, বৃহদারণ্যকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, স্বপ্নাবস্থায় যে আত্মার প্রকাশ হয়, তাহা স্বপ্রকাশ সাক্ষী আত্মা, কারণ, সে সময়ে বাহ্যিক প্রকাশের কারণস্বরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। যদিও স্বপ্নকালে সধী অর্থাৎ বুদ্ধির সহিতই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেও স্বপ্নে যে সমস্ত ভোগের উপলব্ধি হয়, বুদ্ধিবিজ্ঞান সেই ভোগোপলব্ধিবিষয়ে কারণ হয় না। তবে কি হয়? না, পটে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় (পটস্থ চিত্র যেমন প্রকৃত বস্তুর প্রতিকৃতিমাত্র, বাস্তব মূর্ত্তি নয়) জাগ্রদবস্থায় যে সমস্ত বিষয় অনুভব করে, তাহারই সংস্কারবিশিষ্ট বুদ্ধি তখন একমাত্র দৃশ্য হইয়া থাকে, (জাগরণকালে যাহা কিছু দর্শন বা চিন্তা করে, সংস্কারবশতঃ তাহাই স্বপ্নে দর্শন করে) তাহাতে দ্রষ্টার স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ব বা স্বপ্রকাশভাবের কোনরূপ বাধা উপস্থিত হয় না। আরও এক কথা, জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় উভয় অবস্থাতেই "এই সমস্ত ভূত, আমি হইতেছি অমুক" ইত্যাদিরূপে ভূতসমূহকে ও নিজেকেও জানিতে পারে, কিন্তু সুষুপ্তাবস্থায় কোনরূপ অনুভূতিই থাকে না। যে স্থানে প্রাপ্তিসম্ভাবনা থাকে, সেই স্থানেই 'নাহ খল্বয়ম্' ইত্যাদিরূপ নিষেধবাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ যে স্থানে দর্শনের সম্ভাবনা আছে, সেই স্থানেই নিষেধ করা যেমন যুক্তিসঙ্গত হয়, সেইরূপ সশরীর অবস্থায় চেতনের পক্ষেই অবিদ্যাসমুদ্ভূত প্রিয় ও অপ্রিয়ের বিনাশ নাই, অর্থাৎ প্রিয় ও অপ্রিয়স্পর্শ বিষয়ে কোনরূপ বাধা হয় না, এই কথা বলিয়া "অশরীর অর্থাৎ শরীরাভিমানশূন্য হইলে প্রিয় ও অপ্রিয় তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারে না" এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, সেই চেতনেরই আবার বিদ্যা বা জ্ঞানের উদয় হইলে যখন অশরীরাবস্থা অর্থাৎ শরীরাভিমানশূন্য হয়, তখনও যে সশরীরাবস্থায় প্রাপ্ত বা সম্ভাবিত প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শের নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই হইতেছে; কারণ, একই আত্মা স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় মহামৎস্যের ন্যায় অসঙ্গ অর্থাৎ অনাসক্তভাবে সঞ্চরণ করে, ইহা অন্য শ্রুতিতেও প্রসিদ্ধ আছে। আর যে বলা হইয়াছে, সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্ত অবস্থাপন্ন জীব এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া স্ত্রী প্রভৃতির সহিত রমণ করত যাহাতে অবস্থান

করে, অধিকরণরূপে (যস্মিন্—যাহাতে) নির্দ্দিষ্ট সেই উত্তম পুরুষ উক্ত সম্প্রসাদ হইতে পৃথক্ ; এ উক্তিও অসঙ্গত, কারণ, চতুর্থ পর্য্যায় অর্থাৎ চতুর্থ বারের উপদেশেও 'এতং ত্বেব তে' (ইঁহাকেই পুনরায় তোমার নিকট) এইরূপ বলা হইয়াছে ; এস্থানে যদি তাহা হইতে ভিন্ন পদার্থ বলাই প্রজাপতির অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় 'এতং ত্বেব তে' (ইঁহাকেই) এইরূপ মিথ্যা বাক্য তিনি কখনই প্রয়োগ করিতেন না। আরও দেখ, তেজ, জল ও অন্ন বা পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহের স্রষ্টা সৎ-পদার্থ ব্রহ্মেরই যে স্ববিকার দেহশুঙ্গে অর্থাৎ নিজেরই সৃষ্ট বিকারীভূত বা কার্য্যস্বরূপ দেহমধ্যে জীবরূপে প্রবেশ দেখাইয়া সেই প্রবিষ্ট জীবেরই উদ্দেশে যে আবার 'তৎ ত্বমসি' (তুমিই হইতেছ সেই ব্রহ্ম) এইরূপ উপদেশও মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ, উত্তম পুরুষ যদি বাস্তবিকই সম্প্রসাদ নামক জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ হইত, তাহা হইলেই 'তুমি তাঁহাতে স্ত্রী প্রভৃতির সহিত রমণ করিবে', এইরূপ উপদেশ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারিত, তাহা না হইলে সঙ্গত হয় না। এইরূপ ভূমা যদি জীব হইতে ভিন্ন পদার্থ হইত, তাহা হইলে 'ভূম্নি' (ভূমাবিষয়ে অর্থাৎ ভূমাকে) 'অহং' (আমি) বলিয়া উপদেশের পর 'আত্মাই এ সমস্ত' এই বলিয়া কখনই উপসংহার করিতেন না, 'ইহা হইতে আর অন্য দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি অন্যান্য শ্রুতিবাক্য হইতেও ঐ উক্তিই প্রমাণিত হইতেছে। প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাই যদি সমস্ত প্রাণীর পরমাত্মা না হইত, তাহা হইলে সমস্ত শ্রুতিতেই কখন পরমাত্মাতে 'আত্মা' এই শব্দের প্রয়োগ হইত না ; অতএব একই আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে অভিন্ন, এই যে প্রকরণী অর্থাৎ এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য, তাহা প্রমাণিত হইল। বাস্তবিকপক্ষে আত্মার সংসারিত্বই (সুখ-দুঃখভোক্তৃত্ব) নাই, তবে যে সংসারী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সে কেবল অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা দ্বারা অধ্যস্ত অর্থাৎ আরোপিত হইয়াছে মাত্র। রজ্জু, শুক্তি (ঝিনুক), আকাশ ইত্যাদিতে মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা অধ্যস্ত বা আরোপিত সর্প, রজত ও মালিন্যাদি কখনই তাহাতে যথার্থভাবে থাকে না অর্থাৎ ঐ জ্ঞান কেবল অবিদ্যাকল্পিতমাত্র, সর্পাদির সহিত রজ্জুপ্রভৃতির কোনরূপ ঐক্যই নাই ; ইহা দ্বারা সশরীরের প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শের কোনরূপ বাধা হয় না, ইহাও ব্যাখ্যা করা হইল। (ভাব এই যে—বাস্তবিকপক্ষে আত্মার সুখ, দুঃখ বা সংসার বলিয়া কিছু নাই, তবে যে ঐ সমস্তের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা কেবল আরোপমাত্র ; দেহেন্দ্রিয়াদিতে 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি জ্ঞানই সেই আরোপের কারণ, উক্তরূপ ভ্রান্তজ্ঞান যত দিন বর্ত্তমান থাকে, তত দিন আত্মার সুখদুঃখের অনুভূতিও বিনষ্ট হয় না এবং হইতেও পারে না)। আর যে বলা হইয়াছে,

'অপ্রিয়বেত্তেব' যেন অপ্রিয়ই অনুভব করে, তাহারও অর্থ—বাস্তবিকই অপ্রিয় অনুভব করে না, ইহাও প্রমাণিত হইল। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই সমস্ত পর্য্যায় বা উপদেশবাক্যেই যে 'ইহাই অমৃত ও অভয়, ইহাই ব্রহ্ম' এই যে প্রজাপতির উক্তি অথবা প্রজাপতিস্বরূপ শ্রুতির উক্তি, ইহা সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইতে পারে; কিন্তু কুতর্কপ্রণোদিত বুদ্ধি দ্বারা তাহা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করা কথনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইতে অন্য কোনরূপ গুরুতর বা সুদৃঢ় প্রমাণ নাই বা হইতেও পারে না। যদি বল, দুঃখাদি অপ্রিয়ানুভূতি ত সকলের পক্ষেই অব্যভিচারিত বা নিয়মিতভাবেই প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ সকল আত্মাই যে দুঃখাদিভোগ করে, ইহা ত সচরাচর দেখিতেই পাওয়া যায়, কোন ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হয় না; কারণ, 'আমি জরাদিরহিত, আমি জীর্ণ, আমি জাত, আমি আয়ুষ্মান্ বা দীর্ঘায়ুঃ, আমি গৌর, আমি কৃশ, আমি মৃত' ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অনুভবের ন্যায় উক্ত দুঃখাদি বোধেরও উপপত্তি হইতে পারে, সুতরাং এ পক্ষেও কোনরূপ দোষ দেখা যায় না। যদি বল, এ সমস্ত কথাই সত্য, তাহার উত্তরে বলিব, হাঁ, এ সমস্ত কথা সত্য বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্তু ইহা এতই দুর্ব্বোধ্য যে, দেবরাজ ইন্দ্রও—উদ-শরাবাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আত্মার অবিনাশিত্ব তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেও 'যেন বিনাশই প্রাপ্ত হয়' এইরূপ ভ্রান্ত ধারণাবশে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বা নিজের মূঢ়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর মহাপ্রাজ্ঞ বিরোচন প্রজাপতির সন্তান হইয়াও কেবল দেহকেই আত্মা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সর্ব্বপর্য্যায়েই 'অমৃত অভয় এই ব্রহ্ম' ইহাই প্রজাপতির উপদেশবাক্য; অথবা শ্রুতিই প্রজাপতির রূপ ধারণ করিয়া উক্ত সত্য বাক্য বলিয়াছে; সুতরাং কুতর্ক দ্বারা তাহা মিথ্যা করিবার উপায় নাই, কারণ, শ্রুতি হইতে গুরুতর প্রমাণ আর নাই। যদি বল, প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল প্রমাণ অপেক্ষা বলবান্, আত্মার দুঃখাদিভোগ অব্যভিচারিভাবে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হইতেছে, সুতরাং শ্রুতিবাক্য মিথ্যা? উত্তর—আত্মা জরারহিত, তথাপি আমি জীর্ণ হইয়াছি, নিত্য আত্মা আমি জন্মিয়াছি, গৌরবর্ণ, কৃশ, মৃত ইত্যাদি স্থলে প্রত্যক্ষ যেরূপ প্রত্যক্ষাভাস বলিয়া উপপন্ন হইয়াছে, তদ্রূপ দুঃখভোগও অধ্যাস বলিলে আর বিবাদ থাকে না। যদি বল, আত্মার জরাদি সকলই সত্য বলিয়া মনে হয়? উত্তর—হাঁ, সেইরূপই মনে হয়, এই আত্মবিষয়টি এতই দুর্ব্বোধ যে, দেবেন্দ্রও জলপূর্ণ শরাব দৃষ্টান্তে অবিনাশী আত্মা, ইহা বুঝিয়াও বিমূঢ় হইয়াছিলেন; যে হেতু, ঐ আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহাও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।' এবং অসুররাজ

বিরোচন বিবেকী ও প্রজাপতিপুত্র হইয়াও দেহে আত্মজ্ঞানী হইয়াছিলেন। সেইরূপ বৈনাশিক বা ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধগণও ইন্দ্রের ন্যায় আত্মবিনাশাশঙ্কায় ভয়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। এইরূপ সাংখ্যবাদিগণ দ্রষ্টা অর্থাৎ আত্মাকে দেহাদি হইতে পৃথক্ পদার্থ জানিয়াও আগমপ্রমাণ পরিত্যাগ করার মৃত্যুর অধিকৃত অসত্যদর্শনে (প্রকৃতি-পুরুষের অথবা জীবাত্মা-পরমাত্মার ভেদজ্ঞান করিয়া) অবস্থান করিতেছেন। এবং ইহা ব্যতীতও কণাদি প্রভৃতির মতানুবর্ত্তী দার্শনিকগণ মঞ্জিষ্ঠাদির কাথ দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্রকে যেমন বিশোধিত করা হয়, সেইরূপ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ভাবনাখ্য সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই নয় প্রকার আত্মগুণের দ্বারা সংযুক্ত জড়পদার্থ আত্মারূপ দ্রব্যটিকেও বিশোধিত করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইরূপ কর্ম্মপন্থী বা কর্ম্মমীমাংসকাদি অন্যান্য সম্প্রদায়ও বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেও বাহ্যিক বিষয়সমূহে চিত্ত আসক্ত হওয়ায় পরমার্থ সত্য একমাত্র আত্মাকে ইন্দ্রের ন্যায় বিনশ্বর মনে করিয়া ঘটীযন্ত্রের ন্যায় (কূপ হইতে জল উত্তোলন করিবার উপায়-বিশেষ) নিরন্তর আরোহণ ও অবরোহণ করত (কখন স্বর্গে আরোহণ, কখন বা মর্ত্ত্যে অবতরণ এইরূপে পুনঃ পুনঃ সংসারে) ভ্রমণ করিতেছেন। (ভাব এই যে—বৌদ্ধগণ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ; সকল সম্প্রদায়ই আত্মার বিনাশ স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে 'বৈনাশিক' নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহারা বলেন, জড় বুদ্ধিই আত্মা, এবং তাহা প্রতিক্ষণেই বিনাশশীল, একটি আত্মা বিনষ্ট হওয়ামাত্রেই অপর আত্মা উৎপন্ন হয়, এইরূপে নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মপ্রবাহ চলিতেছে। যাঁহারা কণাদের মতানুবর্ত্তী, তাঁহারা বলেন যে, আত্মা জড়পদার্থ হইলেও দেহাদির অতিরিক্ত, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ভাবনাখ্য সংস্কার (যাহার সাহায্যে পূর্ব্বানুভূত বিষয় স্মরণ হয়) ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই নয়টি বিশিষ্টগুণ সহযোগে আত্মার বদ্ধভাব এবং ঐ সমস্ত গুণের উচ্ছেদেই মুক্তি হয়। কর্ম্ম-মীমাংসকগণ আত্মাকে দেহাদির অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করেন, এবং কর্ম্ম-ফলেই আত্মার স্বর্গ-নরকাদিভোগও স্বীকার করেন। আর সাংখ্যবাদিগণ আত্মাকে দেহাদির অতিরিক্ত ও চিন্ময় বলিয়া স্বীকার করিলেও পরস্পরের ভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন) যখন এই সমস্ত বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণেরও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত, তখন স্বভাবতই বিবেকবুদ্ধিহীন, বাহ্যবিষয়সমূহে আসক্তচিত্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে বলিবার কি আছে? অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই চারিটি প্রকরণে যে তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র বাহ্যিক বিষয়ভোগে নিস্পৃহ, অনন্যশরণ, এই প্রাজাপত্য সম্প্রদায়ের অনুসরণশীল, বেদান্তবিজ্ঞানপরায়ণ, সর্ব্বাশ্রমত্যাগী, (সন্ন্যাসী) পূজনীয় পরমহংস পরিব্রাজকগণেরই বোধগম্য, সাধারণ

লোকের নহে। এ যাবৎ কাল এই দুরূহ তত্ত্ববিষয়ে একমাত্র তাঁহারাই উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, অপরের পক্ষে এ উপদেশ দেওয়া অসাধ্য ॥ ১ ॥

অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি, তদ্যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—বায়ু অশরীর, অভ্র অর্থাৎ মেঘ, বিদ্যুৎ, স্তনয়িত্নু অর্থাৎ মেঘগর্জ্জন, ইহারা সকলেই অশরীর, ইহারা যেমন ঐ আকাশ হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃকে লাভ করিয়া নিজ নিজ রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ আকাশসাম্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ রূপে অভিব্যক্ত হয় ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্রাশরীরস্য সম্প্রসাদস্যাবিদ্যয়া শরীরেণাবিশেষতাং সশরীরতামেব সম্প্রাপ্তস্য শরীরাৎ সমুত্থায় স্বেন রূপেণ যথাঽভিনিষ্পত্তিঃ, তথা বক্তব্যেতি দৃষ্টান্ত উচ্যতে—অশরীরো বায়ুঃ অবিদ্যমানং শিরঃপাণ্যাদিমৎ শরীরমস্যেতি অশরীরঃ। কিঞ্চ, অভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরিত্যেতানি চাশরীরাণি। তৎ তত্র এবং সতি বর্ষাদিপ্রয়োজনাবসানে যথা, অমুষ্মাদিতি ভূমিষ্ঠা শ্রুতিঃ দ্যুলোকসম্বন্ধিনমাকাশদেশং ব্যপদিশতি, এতানি যথোক্তানি আকাশসমানরূপতামাপন্নানি স্বেন বায্বাদিরূপেণ অগৃহ্যমাণানি আকাশাখ্যতাং গতানি—যথা সম্প্রসাদোঽবিদ্যাবস্থায়াং শরীরাত্মভাবমেবাপন্নঃ, তানি চ তথা ভূতানি অমুষ্মাৎ দ্যুলোকসম্বন্ধিন আকাশদেশাৎ সমুত্তিষ্ঠন্তি বর্ষণাদিপ্রয়োজনাভিনির্বৃত্তয়ে। কথম্? শিশিরাপায়ে সাবিত্রং পরং জ্যোতিঃ প্রকৃষ্টং গ্রৈষ্মকমুপসম্পদ্য সাবিত্রমভিতাপং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। আদিত্যাভিতাপেন পৃথগ্‌ভাবমাপাদিতাঃ সন্তঃ স্বেন স্বেন রূপেণ পুরোবাতাদিবায়ুরূপেণ স্তিমিতভাবং হিত্বা, অভ্রমপি ভূমি-পর্ব্বত-হস্ত্যাদিরূপেণ, বিদ্যুদপি স্বেন জ্যোতির্লতাদিচপলরূপেণ, স্তনয়িত্নুরপি স্বেন গর্জ্জিতাশনিরূপেণেতি, এবং প্রাবৃড়াগমে স্বেন স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে। ২।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—স্বভাবতই অশরীর অমূর্ত্ত সম্প্রসাদ (আত্মা) অবিদ্যাপ্রভাবে শরীরের সহিত অবিশেষতা অর্থাৎ একত্ব বা সশরীর ভাব (মূর্ত্তিমান্) প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সেই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া (শরীরে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া) যে প্রকারে নিজস্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা বলা প্রয়োজন মনে করিয়া সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। বায়ু অশরীর অর্থাৎ মস্তক ও হস্তপাদাদি অবয়ববিহীন, এই জন্যই বায়ু অশরীর বা অমূর্ত্ত। এইরূপ

অভ্র অর্থাৎ মেঘ, বিদ্যুৎ, স্তনয়িত্নু (মেঘের গর্জ্জন) ইহারাও অশরীর। ইহারা যখন শরীরবিহীন, তখন জলবর্ষণাদিরূপ প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে এই বায়ু প্রভৃতি আকাশের সমানরূপ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতি ভাবে প্রতীয়মান না হইয়া আকাশ এই নাম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বায়ু, বিদ্যুৎ ও মেঘ আকাশসদৃশ আকার প্রাপ্ত হইলে স্বতন্ত্র আকারে প্রতীত হয় না, পরন্তু আকাশসংজ্ঞাই লাভ করে। ভাব এই যে, অবিদ্যাবস্থায় সম্প্রসাদ (আত্মা) যেমন শরীরাত্মভাব (শরীরেই আত্মবুদ্ধি) প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আকাশের সহিত সমত্বপ্রাপ্ত সেই বায়ু প্রভৃতি ভূতসমূহও জলবর্ষণাদিরূপ প্রয়োজন সম্পাদনের নিমিত্ত দ্যুলোকসম্বন্ধী ঐ আকাশ হইতে সমুত্থিত বা প্রকাশিত হয়। মূল শ্রুতিতে যে 'অমুষ্মাৎ' এই পদটি আছে, এই শব্দটির অর্থ 'ঐ' অর্থাৎ দূরত্বজ্ঞাপক ; শ্রুতি পৃথিবীতেই অবস্থিত, পৃথিবীতে অবস্থিত থাকায় দূরত্বসূচক 'অমুষ্মাৎ' এই পদে দ্যুলোকে অবস্থিত আকাশকেই বুঝাইতেছে। (ভাবার্থ এই যে—'অমুষ্মাৎ' এই পদটি 'অদস্' শব্দের পঞ্চমীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই শব্দটির সাধারণ অর্থ 'ঐ' বা দূরে অবস্থিত পদার্থবিশেষ। "ইদমঃ প্রত্যক্ষরূপং সমীপতরবর্ত্তি চৈতদো রূপম্। অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টে তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ ॥" অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কোন বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে হইলে 'ইদম্' শব্দ, খুব নিকটবর্ত্তী বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে হইলে 'এতৎ' শব্দ, দূরবর্ত্তী বস্তু নির্দ্দেশ করিতে হইলে 'অদস্' শব্দ ও পরোক্ষ অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর কোন বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে হইলে 'তৎ' শব্দ প্রয়োগ করা হয়। আকাশ সর্ব্বব্যাপী, অতএব তাহা নিকটেও অবস্থিত, এই নিকটে অবস্থিত আকাশকে বুঝাইতে দূরত্ববোধক 'অমুষ্মাৎ' শব্দ প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না ; এই আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্তই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইলেও পৃথিবীতে অবস্থিত শ্রুতির পক্ষে দ্যুলোকসম্বন্ধী আকাশ দূরবর্ত্তীই বটে, অতএব ঐ আকাশকে বুঝাইবার উদ্দেশে 'অমুষ্মাৎ' শব্দ প্রয়োগ অসঙ্গত হয় নাই) কি প্রকারে ? শিশির ঋতু অপগত হইলে প্রখর সূর্য্যতেজ অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন তীব্র সূর্য্যকিরণ প্রাপ্ত হইয়া, সূর্য্যসন্তাপে পূর্ব্বোক্ত পদার্থসমূহ পৃথক্‌ভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ আকাশের সহিত সমানভাব ও স্তিমিতভাব (মন্থরভাব বা জড়তা) পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপে পুরোবাতাদি (পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবহমাণ বায়ু) বায়ুরূপে, মেঘও ভূমি পর্ব্বত ও হস্তী প্রভৃতিরূপে, বিদ্যুৎও নিজ স্বভাবতই চঞ্চল (ক্ষণস্থায়ী) লতাদিরূপে এবং স্তনয়িত্নু-ও নিজ গর্জ্জন ও বজ্রাদিরূপে পরিণত হয়, এইরূপ বর্ষাকাল সমাগত হইলে তাহারা আবার নিজ নিজ বিশেষরূপে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা নোপজনꣳ স্মরন্নিদꣳ শরীরꣳ স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্তঃ, এবমেবায়মস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—এইরূপ এই সম্প্রসাদ এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া নিজস্বরূপ লাভ করে, তাহাই উত্তমপুরুষ। স্বরূপপ্রাপ্ত সেই সম্প্রসাদ পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া স্ত্রীগণের সহিত অথবা অশ্বাদি যানের সহিত অথবা জ্ঞাতিগণের সহিত হাস্য, ক্রীড়া ও বিবিধপ্রকার আনন্দ উপভোগপূর্ব্বক আত্মার সমীপস্থ এই শরীরকে স্মরণ না করিয়াই অবস্থান করে। প্রসিদ্ধ অশ্বাদি যেমন রথাদিবহনে নিযুক্ত হয়, এইরূপ এই প্রাণ অর্থাৎ প্রজ্ঞাত্মা জীবও এই শরীরে কর্ম্মফল বহনের নিমিত্ত নিযুক্ত আছে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যথাঽয়ং দৃষ্টান্তঃ,—বায়্বাদীনামাকাশাদিসাম্যগমনবৎ অবিদ্যয়া সংসারাবস্থায়াং শরীরসাম্যমাপন্নঃ অহমমুষ্য পুত্রো জাতো জীর্ণো মরিষ্যে ইত্যেবম্প্রকারং প্রজাপতিনেব মঘবান্ যথোক্তেন ক্রমেণ "নাসি ত্বং দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্মা, তৎ ত্বমসি" ইতি প্রতিবোধিতঃ সন্ স এষ সম্প্রসাদো জীবোঽস্মাচ্ছরীরাৎ আকাশাদিব বায়্বাদয়ঃ সমুত্থায় দেহাদিবৈলক্ষণ্যমাত্মনো রূপমবগম্য দেহাত্মভাবনাং হিত্বা ইত্যেতৎ, স্বেন রূপেণ সদাত্মনৈবাভিনিষ্পদ্যতে ইতি ব্যাখ্যাতং পুরস্তাৎ। স যেন স্বেন রূপেণ সম্প্রসাদোঽভিনিষ্পদ্যতে প্রাক্ প্রতিবোধাৎ, তৎ ভ্রান্তিনিমিত্তাৎ সর্পো ভবতি যথা রজ্জুঃ; পশ্চাৎ কৃতপ্রকাশা রজ্জ্বাত্মনা স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, এবঞ্চ স উত্তমপুরুষঃ, উত্তমশ্চাসৌ পুরুষশ্চেতি উত্তমপুরুষঃ, স এবোত্তমপুরুষঃ। অক্ষিস্বপ্নপুরুষৌ ব্যক্তৌ, অব্যক্তশ্চ সুষুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নোঽশরীরশ্চ স্বেন রূপেণেতি। এষামেব স্বেন রূপেণাবস্থিতঃ ক্ষরাক্ষরৌ ব্যাকৃতাব্যাকৃতৌ অপেক্ষ্য উত্তমপুরুষঃ; কৃতনির্ব্বচনো হ্যয়ং গীতাসু। স সম্প্রসাদঃ স্বেন রূপেণ তত্র স্বাত্মনি স্বস্থতয়া সর্ব্বাত্মভূতঃ পর্য্যেতি কচিদিন্দ্রাদ্যাত্মনা জক্ষৎ হসন্ ভক্ষয়ন্ বা ভক্ষ্যান্ উচ্চাবচানীপ্সিতান্, কচিন্মনোমাত্রৈঃ সঙ্কল্পাদেব সমুত্থিতৈর্ব্রাহ্মলৌকিকৈর্ব্বা ক্রীড়ন্ স্ত্র্যাদিভী রমমাণশ্চ মনসৈব, নোপজনং স্মরন্—স্ত্রী-পুংসয়োরন্যোঽন্যোপগমেন জায়তে ইত্যুপজনম্ আত্মভাবেন বা আত্মসামীপ্যেন জায়তে ইত্যুপজনমিদং শরীরং, তন্ন স্মরন্; তৎস্মরণে হি দুঃখমেব স্যাৎ, দুঃখাত্মকত্বাৎ তস্য। নন্বনুভূতঞ্চেন্ন স্মরেৎ, অসর্ব্বজ্ঞত্বমুক্তং স্যাৎ? নৈষ দোষঃ; যেন মিথ্যাজ্ঞানাদিনা জনিতং, তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানাদি বিদ্যয়োচ্ছেদিতম্, অতস্তন্নানুভূতমেবেতি ন তদস্মরণে সর্ব্বজ্ঞত্বহানিঃ। ন হি উন্মত্তেন গ্রহগৃহীতেন বা

অভ্র অর্থাৎ মেঘ, বিদ্যুৎ, স্তনয়িত্নু (মেঘের গর্জ্জন) ইহারাও অশরীর। ইহারা যখন শরীরবিহীন, তখন জলবর্ষণাদিরূপ প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে এই বায়ু প্রভৃতি আকাশের সমানরূপ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতি ভাবে প্রতীয়মান না হইয়া আকাশ এই নাম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বায়ু, বিদ্যুৎ ও মেঘ আকাশসদৃশ আকার প্রাপ্ত হইলে স্বতন্ত্র আকারে প্রতীত হয় না, পরন্তু আকাশসংজ্ঞাই লাভ করে। ভাব এই যে, অবিদ্যাবস্থায় সম্প্রসাদ (আত্মা) যেমন শরীরাত্মভাব (শরীরেই আত্মবুদ্ধি) প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আকাশের সহিত সমত্বপ্রাপ্ত সেই বায়ু প্রভৃতি ভূতসমূহও জলবর্ষণাদিরূপ প্রয়োজন সম্পাদনের নিমিত্ত দ্যুলোকসম্বন্ধী ঐ আকাশ হইতে সমুত্থিত বা প্রকাশিত হয়। মূল শ্রুতিতে যে 'অমুষ্মাৎ' এই পদটি আছে, এই শব্দটির অর্থ 'ঐ' অর্থাৎ দূরত্বজ্ঞাপক ; শ্রুতি পৃথিবীতেই অবস্থিত, পৃথিবীতে অবস্থিত থাকায় দূরত্বসূচক 'অমুষ্মাৎ' এই পদে দ্যুলোকে অবস্থিত আকাশকেই বুঝাইতেছে। (ভাবার্থ এই যে—'অমুষ্মাৎ' এই পদটি 'অদস্' শব্দের পঞ্চমীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই শব্দটির সাধারণ অর্থ 'ঐ' বা দূরে অবস্থিত পদার্থবিশেষ। "ইদমঃ প্রত্যক্ষরূপং সমীপতরবর্ত্তি চৈতদো রূপম্। অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টে তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ ॥" অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কোন বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে হইলে 'ইদম্' শব্দ, খুব নিকটবর্ত্তী বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে হইলে 'এতৎ' শব্দ, দূরবর্ত্তী বস্তু নির্দ্দেশ করিতে হইলে 'অদস্' শব্দ ও পরোক্ষ অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর কোন বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে হইলে 'তৎ' শব্দ প্রয়োগ করা হয়। আকাশ সর্ব্বব্যাপী, অতএব তাহা নিকটেও অবস্থিত, এই নিকটে অবস্থিত আকাশকে বুঝাইতে দূরত্ববোধক 'অমুষ্মাৎ' শব্দ প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না ; এই আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্তই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইলেও পৃথিবীতে অবস্থিত শ্রুতির পক্ষে দ্যুলোকসম্বন্ধী আকাশ দূরবর্ত্তীই বটে, অতএব ঐ আকাশকে বুঝাইবার উদ্দেশে 'অমুষ্মাৎ' শব্দ প্রয়োগ অসঙ্গত হয় নাই) কি প্রকারে ? শিশির ঋতু অপগত হইলে প্রখর সূর্য্যতেজ অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন তীব্র সূর্য্যকিরণ প্রাপ্ত হইয়া, সূর্য্যসন্তাপে পূর্ব্বোক্ত পদার্থসমূহ পৃথক্‌ভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ আকাশের সহিত সমানভাব ও স্তিমিতভাব (মন্থরভাব বা জড়তা) পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপে পুরোবাতাদি (পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবহমাণ বায়ু) বায়ুরূপে, মেঘও ভূমি পর্ব্বত ও হস্তী প্রভৃতিরূপে, বিদ্যুৎও নিজ স্বভাবতই চঞ্চল (ক্ষণস্থায়ী) লতাদিরূপে এবং স্তনয়িত্নু-ও নিজ গর্জ্জন ও বজ্রাদিরূপে পরিণত হয়, এইরূপ বর্ষাকাল সমাগত হইলে তাহারা আবার নিজ নিজ বিশেষরূপে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতি-রূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতি-ভির্ব্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্তঃ, এবমেবায়মস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—এইরূপ এই সম্প্রসাদ এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া নিজস্বরূপ লাভ করে, তাহাই উত্তমপুরুষ। স্বরূপ-প্রাপ্ত সেই সম্প্রসাদ পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া স্ত্রীগণের সহিত অথবা অশ্বাদি যানের সহিত অথবা জ্ঞাতিগণের সহিত হাস্য, ক্রীড়া ও বিবিধপ্রকার আনন্দ উপভোগপূর্ব্বক আত্মার সমীপস্থ এই শরীরকে স্মরণ না করিয়াই অবস্থান করে। প্রসিদ্ধ অশ্বাদি যেমন রথাদিবহনে নিযুক্ত হয়, এইরূপ এই প্রাণ অর্থাৎ প্রজ্ঞাত্মা জীবও এই শরীরে কর্ম্মফল বহনের নিমিত্ত নিযুক্ত আছে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যথাঽয়ং দৃষ্টান্তঃ,—বায়্বাদীনামাকাশাদিসাম্যগমনবৎ অবিদ্যয়া সংসারাবস্থায়াং শরীরসাম্যমাপন্নঃ অহমমুষ্য পুত্রো জাতো জীর্ণো মরিষ্যে ইত্যেবম্প্র-কারং প্রজাপতিনেব মঘবান্ যথোক্তেন ক্রমেণ "নাসি ত্বং দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্মা, তৎ ত্বমসি" ইতি প্রতিবোধিতঃ সন্ স এব সম্প্রসাদো জীবোঽস্মাচ্ছরীরাৎ আকাশাদিব বায়্বাদয়ঃ সমুত্থায় দেহাদিবৈলক্ষণ্যমাত্মনো রূপমবগম্য দেহাত্মভাবনাং হিত্বা ইত্যেতৎ, স্বেন রূপেণ সদাত্ম-নৈবাভিনিষ্পদ্যতে ইতি ব্যাখ্যাতং পুরস্তাৎ। স যেন স্বেন রূপেণ সম্প্রসাদোঽভিনিষ্পদ্যতে প্রাক্ প্রতিবোধাৎ, তৎ ভ্রান্তিনিমিত্তাৎ সর্পো ভবতি যথা রজ্জুঃ; পশ্চাৎ কৃতপ্রকাশা রজ্জ্বাত্মনা স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, এবঞ্চ স উত্তমপুরুষঃ, উত্তমশ্চাসৌ পুরুষশ্চেতি উত্তমপুরুষঃ, স এবোত্তমপুরুষঃ। অক্ষিস্বপ্নপুরুষৌ ব্যক্তৌ, অব্যক্তশ্চ সুষুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নোঽশরীরশ্চ স্বেন রূপেণেতি। এবামেব স্বেন রূপেণাবস্থিতঃ ক্ষরাক্ষরৌ ব্যাকৃতাব্যাকৃতৌ অপেক্ষ্য উত্তমপুরুষঃ; কৃতনির্ব্বচনো হ্যয়ং গীতাসু। স সম্প্রসাদঃ স্বেন রূপেণ তত্র স্বাত্মনি স্বস্থতয়া সর্ব্বাত্মভূতঃ পর্য্যেতি কচিদিন্দ্রাদ্যাত্মনা জক্ষৎ হসন্ ভক্ষয়ন্ বা ভক্ষ্যান্ উচ্চাবচানীপ্সিতান্, কচিন্মনোমাত্রৈঃ সঙ্কল্পাদেব সমুত্থিতৈর্ব্রাহ্মলৌকিকৈর্ব্বা ক্রীড়ন্ স্ত্র্যাদিভী রমমাণশ্চ মনসৈব, নোপজনং স্মরন্—স্ত্রী-পুংসয়োরন্যোঽন্যোপগমেন জায়তে ইত্যুপজনম্ আত্মভাবেন বা আত্মসামীপ্যেন জায়তে ইত্যুপজনমিদং শরীরং, তন্ন স্মরন্; তৎস্মরণে হি দুঃখমেব স্যাৎ, দুঃখাত্মকত্বাৎ তস্য। ননু অনুভূতঞ্চেন্ন স্মরেৎ, অসর্ব্বজ্ঞত্বমুক্তং স্যাৎ? নৈষ দোষঃ; যেন মিথ্যাজ্ঞানাদিনা জনিতং, তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানাদি বিদ্যয়োচ্ছেদিতম্, অতস্তন্নানুভূতমেবেতি ন তদস্মরণে সর্ব্বজ্ঞত্বহানিঃ। ন হি উন্মত্তেন গ্রহগৃহীতেন বা

যদমূদ্ভূতং, তৎ উন্মাদাদ্যপগমেঽপি স্মর্তব্যং স্যাৎ ; তথেহাপি সংসারিভিরবিদ্যাদোষবত্তির্যদনু-ভূয়তে, তৎ সর্ব্বাত্মানমশরীরং ন স্পৃশতি, অবিদ্যানিমিত্তাভাবাৎ। যে তু উচ্ছিন্নদোষৈ-র্মৃদিতকষায়ৈর্মানসাঃ সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানা অনুভূয়ন্তে বিদ্যাঽভিব্যঙ্গত্বাৎ," তে এবমুক্তেন সর্ব্বাত্মভূতেন সম্বধ্যন্তে ইত্যাত্মজ্ঞানস্তুতয়ে নির্দ্দিশ্যন্তে ; অতঃ সাধু এত-দ্বিশিনষ্টি—যে এতে ব্রহ্মলোকে ইতি। যত্র ক্বচন ভবন্তোঽপি ব্রহ্মণ্যে চ হি তে লোকে ভবন্তীতি সর্ব্বাত্মত্বাৎ ব্রহ্মণ উচ্যন্তে। নমু কথমেকঃ সন্নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা কামাংশ্চ ব্রাহ্মলৌকিকান্ পশ্যন্ রমতে ইতি চ বিরুদ্ধম্। যথৈকো যস্মিন্নেব ক্ষণে পশ্যতি, স তস্মিন্নেব ক্ষণে ন পশ্যতি চেতি ? নৈব দোষঃ ; শ্রুত্যন্তরে পরিহৃতত্বাৎ, দ্রষ্টুর্দৃষ্টেরবিপরিলোপাৎ পশ্যন্নেব ভবতি ; দ্রষ্টুরন্যত্বেন কামানামভাবান্ন পশ্যতি চেতি। যদ্যপি সুষুপ্তে তদুক্তং মুক্তস্যাপি সর্ব্বৈকত্বাৎ সমানো দ্বিতীয়াভাবঃ। 'কেন কং পশ্যেৎ' ইতি চোক্তমেব। অশরীরস্বরূপোঽপহতপাপ্মাদিলক্ষণঃ সন্ কথমেষ পুরুষো-ঽক্ষিণি দৃশ্যতে ইত্যুক্তঃ প্রজাপতিনা ? তত্র যথা অসৌ অক্ষিণি সাক্ষাদ্দৃশ্যতে, তৎ বক্তব্য-মিতীদমারভ্যতে। তত্র কো হেতুরক্ষিণি দর্শনে ? ইত্যাহ, সঃ,—দৃষ্টান্তঃ,—যথা প্রযোগ্যঃ, প্রয়োগ্যপরো বা স-শব্দঃ। প্রযুজ্যতে ইতি প্রয়োগ্যঃ অশ্বো বলীবর্দ্দো বা। যথা লোকে আচরতি অনেন ইত্যাচরণো রথঃ অনো বা,তস্মিন্নাচরণে যুক্তস্তৎ আকর্ষণায়,এবমস্মিন্ শরীরে রথস্থানীয়ে প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিঃ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসংযুক্তঃ, প্রজ্ঞাত্মা বিজ্ঞানক্রিয়াশক্তিদ্বয়সংমূর্চ্ছি-তাত্মা যুক্তঃ স্বকর্ম্মফলোপভোগনিমিত্তং নিযুক্তঃ, "কস্মিন্ বহমুৎক্রান্তে উৎ ক্রান্তো ভবিষ্যামি ? কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি ?" ইতীশ্বরেণ রাজ্ঞা ইব সর্ব্বাধিকারী দর্শনশ্র-বণ-চেষ্টাব্যাপারেঽধিকৃতঃ। তস্যৈব তু মাত্রা একদেশশ্চক্ষুরিন্দ্রিয়ং রূপোপলব্ধিদ্বারভূতম্॥ ৩॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতির আকাশাদির সহিত সাম্যপ্রাপ্তির ন্যায় অবিদ্যাপ্রভাবে সংসারাবস্থায় শরীরের সহিত সমতাপ্রাপ্ত 'আমি অমুকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি জীর্ণ (বৃদ্ধ) হইয়াছি, আমি মরিয়া যাইব' এইভাবে দেহেই আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে—প্রজাপতি ইন্দ্রকে যেরূপ ক্রমে প্রতিবুদ্ধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যেরূপ উপদেশ দ্বারা ইন্দ্রের জ্ঞানের উদ্রেক করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ ক্রমেই 'তুমি দেহেন্দ্রিয়াদিগত ধর্ম্মবিশিষ্ট নহ, তুমি হইতেছ সেই ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাদি উপ-দেশের দ্বারা সেই এই সম্প্রসাদাখ্য জীব প্রতিবোধিত হইয়া অর্থাৎ দেহাত্ম-সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া বায়ু মেঘ প্রভৃতি যেরূপ আকাশ হইতে সমুত্থিত হয়, সেইরূপ এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া, অর্থাৎ আত্মা যে দেহাদি হইতে বিলক্ষণ (সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ), এইরূপে আত্মার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া, অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয়রূপে নিজের সৎ-আত্মস্বরূপে রমেন, অথবা ক্রীড়া করেন, এরূপ উক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ইহার

পরিণত হন, ইহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রবোধ বা জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে সেই সম্প্রসাদনামক জীব যে-ভাবে স্বকীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়, তাহা রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রান্তি হয়, সেইরূপ ভ্রান্তিনিমিত্ত, (জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ভ্রান্তি দ্বারা নিজের স্বরূপবোধ আচ্ছন্ন হইয়া থাকে) অনন্তর জ্ঞানোদয়ের পর কৃতপ্রকাশ (ভ্রম দূর হওয়ায় প্রকাশপ্রাপ্ত) সেই রজ্জু যেমন নিজের রজ্জুস্বরূপেই পরিনিষ্পন্ন বা পরিণত হয়, সেইরূপ এই সম্প্রসাদ জীবও নিজের যে স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন বা পরিণত হয়, তাহাই উত্তম পুরুষ। উত্তম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়াই তাঁহার নাম 'উত্তম পুরুষ'। অক্ষিপুরুষ অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাপন্ন পুরুষ বা জাগরিতাবস্থায় অক্ষিমধ্যে দৃষ্ট ছায়াপুরুষ ও স্বপ্নাবস্থ পুরুষ, উভয়ই ব্যক্ত; আর সমস্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিরহিত, সম্প্রসন্ন ও অশরীর সুষুপ্ত পুরুষই স্বকীয় রূপে অব্যক্ত; ইঁহাদেরই মধ্যে ক্ষর ও অক্ষর অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত পুরুষদ্বয় অপেক্ষা যিনি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত, তিনিই 'উত্তম পুরুষ' নামে অভিহিত হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এই উত্তম পুরুষের এইরূপই নিরুক্তি বা ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে উত্তম পুরুষের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে—"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥" ইতি। এই জগতে পুরুষ দ্বিবিধ;—একটি 'ক্ষর' অপরটি 'অক্ষর'। সমস্ত ভূত অর্থাৎ আ-ব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত দেহধারীমাত্রই 'ক্ষর' পুরুষ, আর যিনি কূটস্থ বা নির্ব্বিকার আত্মা, তিনিই 'অক্ষর' পুরুষ। এতদ্ব্যতীত উত্তম পুরুষ নামে আর একজন আছেন, যিনি অব্যয় অর্থাৎ নির্ব্বিকার ঈশ্বররূপে ত্রিলোকের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাকে ধারণ করিতেছেন, তিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত হন; যে হেতু আমি উক্ত ক্ষরের অতীত, অর্থাৎ ক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ ও অক্ষর হইতেও উত্তম, এইজন্যই আমি এই জগতে ও বেদে 'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ) সেই সম্প্রসাদ আত্মাই আবার নিজ স্বরূপে নিজের সেই আত্মাতে সর্ব্বাত্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া পরিব্যাপ্ত আছেন, তিনি কখন ইন্দ্রিয়াদিরূপে হাস্য করত অথবা নিজের ঈপ্সিত উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করত, কখনও বা কেবল মনের দ্বারা অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্রেই সমুত্থিত ব্রহ্মলোকগত স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর সহিত ক্রীড়া করত, এবং মনে মনেই রমণ করত অবস্থান করেন, কিন্তু উপজন অর্থাৎ এই শরীরকেও স্মরণ করেন না, যে হেতু শরীরস্মরণে কেবল দুঃখই হয়, (দেহেই আত্মবুদ্ধি হইয়া-

ছিল, ইহা স্মরণ করিলে সেই স্মরণকর্ত্তা সম্প্রদায়ের নিশ্চয়ই দুঃখ হইতে পারে) কারণ, দুঃখই দেহের সাধারণ ধর্ম্ম। স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সংসর্গে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই শরীরকে 'উপজন' বলা হয়, অথবা আত্মভাবে ও আত্মার সমীপস্থরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়াও এই শরীরকে 'উপজন' বলা হয়। আচ্ছা, অনুভূত বিষয়কে যদি স্মরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে মুক্তাত্মার অসর্ব্বজ্ঞতা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতার অভাবরূপ দোষ উপস্থিত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহা দোষের বিষয় নহে; কারণ, যে মিথ্যাজ্ঞানাদি দ্বারা পূর্ব্বানুভূত বিষয়সমূহ সঞ্জাত হইয়াছিল, বিদ্যা বা জ্ঞানের প্রভাবে সেই সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানাদি উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, অতএব সে সময়ে পূর্ব্বানুভূত বিষয়সমূহ অনুভূত বলিয়াই গণ্য হয় না, এ জন্য তাহা স্মরণ করিতে না পারিলেও সর্ব্বজ্ঞত্বের কোন হানি হয় না। উন্মত্ত বা কোন গ্রহের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি সেই উন্মত্তাবস্থায় বা গ্রহাবিষ্ট অবস্থায় যে সমস্ত বিষয় অনুভব করে, উন্মাদাদি অবস্থা দূরীভূত হইলে যেমন তাহা আর স্মৃতিপথেই উদিত হয় না, ঠিক সেইরূপই এস্থানেও অবিদ্যাদোষে অভিভূত সংসারী জীবগণকর্ত্তৃক যাহা অনুভূত হয়, তাহা কখনই অশরীর সর্ব্বাত্মভাববিশিষ্ট পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না, কেন না, সে সময়ে তাঁহার অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানরূপ পূর্ব্ব কারণ দূর হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ যাঁহাদের রাগাদি দোষসমূহ ও বিষয়-বাসনারূপ কষায় বা চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা অনৃতাপিধান অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন, অথচ বিদ্যাভিব্যঙ্গ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে যাহার অভিব্যক্তি হইতে পারে, এরূপ মানস (চিত্তমধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত) যে সমস্ত সত্য কাম অনুভব করেন, সর্ব্বাত্মস্বরূপ মুক্ত পুরুষের কেবল সেই সমস্ত কামই অনুভবের বিষয়ীভূত হয়, এই জন্যই আত্মজ্ঞানের প্রশংসানিমিত্ত সত্য কামাদিগুণের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব "যে এতে ব্রহ্মলোকে" বলিয়া যে বিশেষণ প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বব্যাপী, এ জন্য ঐ মুক্ত পুরুষগণ যে কোন স্থানেই কেন থাকুন না, প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্রহ্মলোকেই অবস্থান করেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এস্থানে আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে—একই ব্যক্তি যে সময়ে কিছু দর্শন করিতেছে, ঠিক সেই সময়েই সেই ব্যক্তিই কিছুই দর্শন করিতেছে না, ইহা বলা যেরূপ বিরুদ্ধ, সেইরূপ মুক্ত পুরুষ যে সময় একাত্মভাবাপন্ন হন, তখন তিনি অন্য কিছুই দর্শন করেন না, অন্য কিছুই শ্রবণ করেন না, অন্য কিছুই অনুভব করেন না, ইহা বলিয়া আবার সেই ভূমা আত্মাই সেই সময়েই ব্রহ্মলোকে উপভোগযোগ্য কাম বা কাম্য বিষয়সমূহ দর্শন করিতে করিতে রমণ করেন, অর্থাৎ আনন্দানুভব

উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহাতে কোন দোষ হয় না, কারণ, অন্য শ্রুতিতে ইহার পরিহার বা মীমাংসা করা হইয়াছে, যথা—"দ্রষ্টা আত্মার দৃষ্টি বা জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না, এ জন্য তিনি সর্ব্বদাই দর্শন করিতেছেন, অথচ একমাত্র দ্রষ্টা ব্যতীত অন্য কোন কাম অর্থাৎ কাম্য বা দ্রষ্টব্য বস্তুর সত্তা না থাকায় তিনি কিছুই দর্শনও করিতেছেন না"। অর্থাৎ কাম্যবস্তু সমুদায়ের ব্রহ্ম ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত না হওয়ায় দর্শন অসম্ভবও হইতেছে, যে হেতু, অদ্বৈত-ভাবে কে কাহাকে দেখিবে? যদিও সুষুপ্তাবস্থায় আত্মার ঐরূপ অদ্বৈতভাব উক্ত হইয়াছে, তাহা হইলেও মুক্তাত্মার পক্ষেও সর্ব্বৈকত্ব-হেতু (তিনি যখন সমস্ত পদার্থেরই সহিত একত্বভাব প্রাপ্ত হন, তখন) দ্বৈতাভাব সমান। আর সেই মুক্তাত্মা 'কাহার দ্বারা কি দর্শন করিবেন?' ইহা ত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আচ্ছা, এই পুরুষ বা আত্মা স্বভাবতঃই অশরীর ও অপহতপাপ্মত্বাদি লক্ষণবিশিষ্ট হইলেও ইনি অক্ষিমধ্যে দৃষ্ট হইতেছেন, প্রজাপতি এরূপ কথা কি প্রকারে বলিলেন? এই প্রশ্নের মীমাংসার নিমিত্ত এই পুরুষ অক্ষিমধ্যে যে ভাবে সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইতেছেন, তাহা বলা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনায় বক্ষ্যমাণ বাক্যটি আরম্ভ করিতেছেন—তন্মধ্যে প্রথমতঃ অক্ষিমধ্যে দর্শনের উপায় কি? তাহাই বলিতে-ছেন—শ্রুতির 'সঃ' এই পদটি 'যেমন প্রয়োগ্য' (প্রয়োগযোগ্য) এইরূপ দৃষ্টান্ত-সূচক, অথবা 'সঃ' শব্দটি 'প্রয়োগ্যপর' বা 'প্রয়োগযোগ্য' এইরূপ অর্থের বোধক। যাহা প্রযুক্ত হয়, তাহার নাম 'প্রযোগ্য', যেমন অশ্ব, বলীবর্দ্দ (ষণ্ড) ইত্যাদি। আর এই লোকে যাহা দ্বারা আচরণ অর্থাৎ কার্য্য সম্পাদন করা যায়, তাহাকে 'আচরণ' বলে। যেমন রথ শকট ইত্যাদি। এই জগতে সেই আচরণ অর্থাৎ রথ শকট ইত্যাদি আকর্ষণের নিমিত্ত তাহাতে যেমন অশ্ব বলীবর্দ্দ ইত্যাদি 'প্রযোগ্য'কে যোজিত করে, সেইরূপ পঞ্চবৃত্তিক অর্থাৎ প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধক্রিয়াবিশিষ্ট প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিসংযুক্ত, বিজ্ঞান ও ক্রিয়া এই দুইটি দ্বারা পরিপুষ্ট প্রজ্ঞাত্মা বা জীবাত্মা ঈশ্বরকর্ত্তৃক স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত রথ-স্বরূপ এই দেহে নিযুক্ত হইয়া আছেন। 'কে এই দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব? কে এই দেহে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমিও প্রতিষ্ঠিত থাকিব?" এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, রাজা যেমন রাজকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত এক জন সর্ব্বাধিকারী অর্থাৎ প্রধান অমাত্য নিযুক্ত করেন, সেইরূপ ঈশ্বরও জীবাত্মাকে দর্শন, শ্রবণ ও অন্য নানাবিধ ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত এই দেহে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। রূপোপলব্ধি বা রূপদর্শনের দ্বারস্বরূপ (উপায় বা কারণস্বরূপ) চক্ষুরিন্দ্রিয় সেই জীবাত্মারই মাত্রা অর্থাৎ একদেশ বা অংশবিশেষ ॥ ৩ ॥

অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ, স চাক্ষুষঃ পুরুষঃ, দর্শনায় চক্ষুঃ। অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি, স আত্মা, গন্ধায় ঘ্রাণম্। অথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি, স আত্মা, অভিব্যাহারায় বাক্। অথ যো বেদেদং শৃণবানীতি, স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—আর এই চক্ষুঃস্বরূপ আকাশ অর্থাৎ শরীরস্থ ছিদ্রবিশেষ যাঁহাতে অনুবিষণ্ণ অর্থাৎ অনুগত,তিনিই সেই আলোচ্য চাক্ষুষ বা অক্ষিমধ্যে দৃশ্যমান পুরুষ; এই চক্ষুঃ তাঁহার রূপদর্শনের নিমিত্ত বা উপায়স্বরূপ। আর যিনি মনে করেন, আমি ইহা আঘ্রাণ করিব, তিনিই আত্মা, ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাঁহার গন্ধ গ্রহণের উপায়স্বরূপ। আর যিনি মনে করেন, আমি এই বাক্য বলিব, তিনিই আত্মা, বাগিন্দ্রিয় তাঁহার বাক্য উচ্চারণের উপায়স্বরূপ। আর যিনি মনে করেন, আমি ইহা শ্রবণ করিব, তিনিই আত্মা শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহার শব্দ শ্রবণের উপায়স্বরূপ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যত্র কৃষ্ণতারোপলক্ষিতমাকাশং দেহচ্ছিদ্রম্ অনুবিষণ্ণম্ অনুসক্তম্ অনুগতং, তত্র স প্রকৃতোঽশরীর আত্মা চাক্ষুষঃ, চক্ষুষি ভব ইতি চাক্ষুষঃ, তস্য দর্শনায় রূপোপলব্ধয়ে চক্ষুঃ করণং, যস্য তৎ দেহাদিভিঃ সংহতত্বাৎ পরস্য দ্রষ্টুরর্থে, সোঽত্র চক্ষুষি দর্শনেন লিঙ্গেন দৃশ্যতে পরোঽশরীরোঽসংহতঃ। অক্ষিণি দৃশ্যতে ইতি প্রজাপতিনোক্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারোপলক্ষণার্থম্; সর্ব্ববিষয়োপলব্ধা হি স এবেতি। স্ফুটোপলব্ধিহেতুত্বাৎ তু 'অক্ষিণি' ইতি বিশেষবচনং সর্ব্বশ্রুতিষু, "অহমদর্শমিতি তৎ সত্যং সম্ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। অথাপি যোঽস্মিন্ দেহে বেদ; কথম্? ইদং সুগন্ধি বা জিঘ্রাণীতি অস্য গন্ধং বিজানীয়ামিতি, স আত্মা; তস্য গন্ধায় গন্ধবিজ্ঞানায় ঘ্রাণম্। অথ যো বেদ ইদং বচনম্ অভিব্যাহরাণীতি বদিষ্যামীতি, স আত্মা; অভিব্যাহরণক্রিয়াসিদ্ধয়ে করণং বাগিন্দ্রিয়ম্। অথ যো বেদ ইদং শৃণবানীতি, স আত্মা; শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর যাহাতে কৃষ্ণবর্ণ তারকাবিশিষ্ট (চক্ষুর তারা) আকাশ অর্থাৎ শরীরস্থ ছিদ্রবিশেষ (নবদ্বারের দ্বারবিশেষ) অনুবিষণ্ণ অর্থাৎ সংস্পৃষ্ট বা অনুগত আছে, তাহার মধ্যে অবস্থিত প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবিত (আলোচ্য) অশরীর আত্মাই চাক্ষুষ, চক্ষুর মধ্যে পরিদৃষ্ট হন বলিয়াই তিনি চাক্ষুষ নামে অভিহিত হন, এই চক্ষু তাঁহার দর্শন অর্থাৎ রূপদর্শন করিবার করণ বা উপায়স্বরূপ। দেহপ্রভৃতির সহিত সংহত অর্থাৎ সংস্পৃষ্ট বা একত্রীভূত হওয়ায় সেই চক্ষুই অপর দ্রষ্টার প্রয়োজন সাধন করিতেছে, দর্শনরূপ লিঙ্গ বা লক্ষণ দ্বারা অসংহত ও অশরীর বা অমূর্ত্ত সেই পর আত্মাই চক্ষুর মধ্যে দৃষ্ট হন। প্রজাপতি যে 'চক্ষুর মধ্যে দৃষ্ট হন' বলিয়াছেন, তাহা কেবল চক্ষুমধ্যেই নহে, পরন্তু

সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারেই তিনি যে অনুভূত হন, তাহারই উপলক্ষণ বা জ্ঞাপকমাত্র ; অর্থাৎ তিনি কেবল চক্ষুতেই দৃষ্ট হন না, অন্যান্য ইন্দ্রিয়েও তিনি দৃষ্ট হন, কারণ, সেই আত্মাই ত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই সমস্ত বিষয় উপলব্ধি বা অনুভব করিয়া থাকেন। তবে যে সমস্ত শ্রুতিই বিশেষভাবে বলিয়াছেন, 'অক্ষিতে দৃষ্ট হন', তাহা কেবল অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা চক্ষুর মধ্যেই স্পষ্টভাবে অনুভূত হন বলিয়া। বিশেষতঃ শ্রুতিতে এরূপও উক্তি আছে যে, "আমি দর্শন করিয়াছি, এ নিমিত্ত ইহা সত্য হইতেছে"। আরও দেখ—এই দেহে বিদ্যমান থাকিয়া যিনি সমস্ত জানিতেছেন বা অনুভব করিতেছেন ; কি প্রকারে ? এই সুগন্ধি বা দুর্গন্ধি বস্তু আঘ্রাণ করিয়া জানিতে পারিতেছি, ইহার গন্ধ অনুভব করিব, যিনি এইরূপ অনুভব করেন, তিনিই আত্মা, তাঁহারই গন্ধ অর্থাৎ গন্ধগ্রহণের নিমিত্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়। আর যিনি অনুভব করেন, আমি এই বাক্য উচ্চারণ করিব বা বলিব, তিনিই আত্মা। বাক্যোচ্চারণরূপ ক্রিয়াসম্পাদনের জন্যই বাগিন্দ্রিয় তাঁহার করণ বা উপায়স্বরূপ। আর যিনি মনে করেন, আমি ইহা শ্রবণ করিব, তিনিই আত্মা, তাঁহার শ্রবণক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্তই শ্রোত্র বা শ্রবণেন্দ্রিয়। ভাব এই যে—ক্রিয়ামাত্রেরই একটি কর্ত্তা থাকে, সুতরাং দর্শনক্রিয়ারও কর্ত্তা থাকে, এবং ঐ ক্রিয়া দ্বারাই দর্শনক্রিয়ারও অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। দর্শনেন্দ্রিয় যখন দর্শনক্রিয়ার করণ বা উপায়, এবং সংহত বা দেহের সহিত সংসৃষ্ট, তখন তাহা কখনই কর্ত্তা বা ফলভোক্তা হইতে পারে না, বিশেষতঃ সংহত দ্রব্যমাত্রই অপর কোন অসংহত পদার্থের প্রয়োজনসাধক হইয়া থাকে, সুতরাং অক্ষিমধ্যে দৃষ্ট অক্ষিপুরুষ যে অশরীর ও অসংহত, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, এই জন্যই ভাষ্যে "পরোঽশরীরোঽসংহতঃ" এইরূপ উক্ত হইয়াছে) ॥ ৪ ॥

অথ যো বেদেদং মন্বানীতি, স আত্মা, মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ, স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে যে এতে ব্রহ্মলোকে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—আর যিনি মনে করেন, আমি ইহা মনন বা চিন্তা করিব, তিনিই আত্মা, মনই ইঁহার দৈব বা অলৌকিক চক্ষুঃ, সেই এই আত্মা মনোরূপ দৈব চক্ষুঃ দ্বারা ব্রহ্মলোকে যে সমস্ত কাম্য বিষয় আছে, সেই কাম্যবিষয়সমূহ দর্শন করত আনন্দানুভব করেন ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যো বেদ ইদং মন্বানীতি—মননব্যাপারমিন্দ্রিয়াসংস্পৃষ্টং কেবলং মন্বানীতি বেদ স আত্মা। যো বেদ, স আত্মা, ইত্যেবং সর্ব্বত্র প্রয়োগাৎ বেদনমস্য স্বরূপমিত্যবগম্যতে; যথা যঃ পুরস্তাৎ প্রকাশয়তি, স আদিত্যঃ, যো দক্ষিণতঃ, যঃ পশ্চাৎ, উত্তরতঃ, য ঊর্দ্ধং প্রকাশয়তি, স আদিত্যঃ, ইত্যুক্তে প্রকাশস্বরূপঃ স ইতি গম্যতে। দর্শনাদিক্রিয়ানির্ব্বর্ত্যর্থানি তু চক্ষুরাদিকরণানি। ইদঞ্চ অস্যাত্মনঃ সামর্থ্যাদবগম্যতে—আত্মনঃ সত্তামাত্র এব জ্ঞান-কর্ত্তৃত্বং, ন তু ব্যাপৃততয়া; যথা সবিতুঃ সত্তামাত্র এব প্রকাশনকর্ত্তৃত্বং, ন তু ব্যাপৃততয়েতি, তদ্বৎ। মনোঽস্য আত্মনো দৈবম্ অপ্রাকৃতম্ ইতরেন্দ্রিয়ৈরসাধারণং চক্ষুশ্চষ্টে, পশ্যত্যনেনেতি চক্ষুঃ। বর্ত্তমানকালবিষয়াণি চেন্দ্রিয়াণি অতোঽদৈবানি তানি। মনস্তু ত্রিকালবিষয়োপলব্ধিকরণং মৃদিতদোষঞ্চ সূক্ষ্মব্যবহিতাদি-সর্ব্বোপলব্ধিকরণঞ্চেতি দৈবং চক্ষুরুচ্যতে। স বৈ মুক্তঃ স্বরূপাপন্নঃ অবিদ্যাকৃতদেহেন্দ্রিয়-মনোবিযুক্তঃ সর্ব্বাত্মভাবমাপন্নঃ সন্ এব ব্যোমবৎ বিশুদ্ধঃ সর্ব্বেশ্বরো মন-উপাধিঃ সন্ এতেনৈবেশ্বরেণ মনসা এতান্ কামান্ সবিতৃপ্রকাশবন্নিত্যপ্রততেন দর্শনেন পশ্যন্ রমতে। কান্ কামান্? ইতি বিশিনষ্টি—যে এতে ব্রহ্মণি লোকে হিরণ্যনিধিবৎ বাহ্যবিষয়াসঙ্গানৃতে-নাপিহিতাঃ সঙ্কল্পমাত্রলভ্যাঃ, তানিত্যর্থঃ। ৫।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর যিনি অনুভব করেন, আমি ইহা মনন বা চিন্তা করিব, অর্থাৎ বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত সংস্রবশূন্য হইয়া কেবল মননব্যাপার অর্থাৎ মনের দ্বারাই চিন্তা করিব, এইরূপ বিবেচনা করেন, তিনিই আত্মা, মন তাঁহার মনন বা চিন্তার সাধন। যিনি সম্মুখভাগ বা পূর্ব্বদিক প্রকাশ করিতেছেন, তিনি আদিত্য, যিনি দক্ষিণে, যিনি পশ্চাতে বা পশ্চিমে, যিনি উত্তরে, যিনি উর্দ্ধদিক্‌কে প্রকাশ করিতেছেন, তিনি আদিত্য, ইহা বলিলে যেমন প্রকাশই আদিত্যের স্বাভাবিক রূপ, ইহাই বুঝায়, সেইরূপ 'যিনি জানেন বা অনুভব করেন, তিনিই আত্মা' সর্ব্বস্থানেই এইরূপ প্রয়োগ থাকায় বেদন অর্থাৎ জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ, ইহাই বুঝা যাইতেছে। চক্ষুঃ প্রভৃতি করণ বা ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহার দর্শনাদিক্রিয়াসম্পাদনের উপায়, অর্থাৎ দর্শনাদি ক্রিয়াসম্পাদনই ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। আর শব্দের সামর্থ্যানুসারেও ইহা বুঝা যাইতেছে যে, আত্মার যে জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব (অনুভব করা) তাহাই আত্মার সত্তা বা অস্তিত্বস্বরূপ, কিন্তু কোনরূপ ব্যাপার বা ক্রিয়াত্মক নহে, অর্থাৎ কোনরূপ ব্যাপারে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব প্রতীত হয় না, সূর্য্যের প্রকাশকর্ত্তৃত্ব যেমন তাঁহার স্বরূপাতিরিক্ত কোন ব্যাপার দ্বারা সম্পন্ন হয় না, অর্থাৎ সূর্য্যের সত্তামাত্রেই প্রকাশকর্ত্তৃত্ব প্রতীত হয়, কোনরূপ ব্যাপারের অপেক্ষা করে না, ইহাও সেইরূপ। মনই এই আত্মার দৈব অর্থাৎ অপ্রাকৃত অর্থাৎ অপরাপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অসাধারণ বা বিশিষ্ট চক্ষুঃ। যাহা

দ্বারা দর্শনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাই চক্ষুঃ। বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহ কেবল বর্ত্তমানকালীন বিষয়সমূহকে গ্রহণ বা অনুভব করে, এ জন্য তাহারা অদৈব বা প্রাকৃত বা সাধারণ, কিন্তু মন বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ ত্রৈকালিক বিষয়সমূহ উপলব্ধির করণ বা উপায়. অর্থাৎ মনের দ্বারা বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ তিন কালেরই বিষয় অনুভূত হয়, বিশেষতঃ মৃদিতদোষ অর্থাৎ বিশুদ্ধ বা সাত্ত্বিক মন সূক্ষ্ম ও ব্যবহিতাদি সমস্ত বিষয়ই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, এ জন্য মন দৈব বা অলৌকিক চক্ষুঃ বলিয়া কথিত হয়। স্বরূপাপন্ন অর্থাৎ নিজের যথার্থস্বরূপ প্রাপ্ত সেই মুক্ত পুরুষ অবিদ্যাজন্য দেহ ইন্দ্রিয় ও মন হইতে বিযুক্ত হওয়ায় সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া এবং আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ, সর্ব্বেশ্বর ও মনোরূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এই মনের দ্বারা, অর্থাৎ আদিত্যপ্রকাশের ন্যায় নিত্য প্রতত অর্থাৎ বিস্তৃত মানস দর্শনে অর্থাৎ মনোরূপ নেত্র দ্বারা এই সমস্ত কাম্যবিষয় ভোগ করত আনন্দ অনুভব করেন। কোন্ কোন্ কাম্যবিষয়সমূহ ভোগ করেন, তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, ব্রহ্মরূপ লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মে হিরণ্যনিধির ন্যায় (ভূগর্ভে নিহিত স্বর্ণের ন্যায়) বাহ্যবিষয়ে আসক্তিসঞ্জাত মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা সমাচ্ছন্ন এবং কেবল সঙ্কল্প অর্থাৎ মনোরথের দ্বারাই লভ্য যে সমস্ত কাম্যবিষয় আছে, তাহাই ভোগ করত আনন্দানুভব করেন ॥ ৫ ॥

তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে, তস্মাত্তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ, স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, যস্তমাত্মানমনুবিদ্য জানাতীতি হ প্রজাপতি-রুবাচ প্রজাপতিরুবাচ ॥ ৬ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—সম্প্রতি উপাসনার ফল কথিত হইতেছে, দেবগণ প্রজাপতি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই আত্মাকে উপাসনা করেন, এই জন্যই তাঁহারা সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্যবিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মাকে জানিয়া উপাসনা করেন, তিনিও সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্যবিষয়কে প্রাপ্ত হন, ইহাই প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, প্রজাপতি বলিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যস্মাদেষ ইন্দ্রায় প্রজাপতিনোক্ত আত্মা, তস্মাৎ ততঃ শ্রুত্বা তমাত্মানমদ্যত্বেহপি দেবা উপাসতে। তদুপাসনাচ্চ তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ

প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ; যদর্থং হি ইন্দ্র একশতং বর্ষাণি প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস, তৎ ফলং প্রাপ্তং দেবৈরিত্যভিপ্রায়ঃ। তৎ যুক্তং দেবানাং মহাভাগ্যত্বাৎ, ন ত্বিদানীং মনুষ্যাণামত্যল্পজীবিতত্বাৎ মন্দতরপ্রজ্ঞত্বাচ্চ সম্ভবতীতি প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে—স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ ইদানীন্তনোঽপি। কোঽসৌ? ইন্দ্রাদিবৎ যস্তমাত্মান-মনুবিদ্য বিজানাতীতি হ সামান্যেন কিল প্রজাপতিরুবাচ। অতঃ সর্ব্বেষামাত্মজ্ঞানং তৎফল-প্রাপ্তিশ্চ তুল্যৈব ভবতীত্যর্থঃ। দ্বির্ব্বচনং প্রকরণসমাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৬ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে হেতু, প্রজাপতি ইন্দ্রকে এই আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত দেবগণ ইন্দ্রের নিকট হইতে তাহা শ্রবণ করিয়া অদ্যাপিও সেই আত্মার উপাসনা করেন। সেই উপাসনার ফলেই তাঁহারা সমস্ত লোক অর্থাৎ ভোগস্থান ও সমস্ত কাম (অভীষ্টবিষয়সমূহ) প্রাপ্ত হইয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, যে আত্মবিদ্যালাভের জন্য ইন্দ্র এক শত বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রজাপতির সমীপে বাস করিয়াছিলেন, দেবগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিয়াও অনায়াসেই সেই আত্মজ্ঞানের ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবগণ মহাভাগ্যবান্, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে তাহা সম্ভব হওয়া বিচিত্র নহে, অল্পায়ু ও অল্পবুদ্ধি মনুষ্যদিগের পক্ষে ঐরূপ ফললাভ সম্ভব হইতে পারে না, এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলিতেছেন, ইদানীন্তন অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের লোকসমূহও সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম বা ঈপ্সিত ফলসমূহ প্রাপ্ত হন। এই ব্যক্তি কে? অর্থাৎ কিরূপ ব্যক্তি ঐ সমস্ত প্রাপ্ত হন? না, যে ব্যক্তি ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় আত্মতত্ত্বে জ্ঞানলাভ করিয়া উপাসনা করেন, প্রজাপতি এই বাক্য সাধারণভাবেই বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ সকলের সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন; অতএব আত্মজ্ঞান ও তাহার ফললাভ এখনও সকলের পক্ষেই সমান বলিয়া জানিবে। এই প্রকরণ সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'প্রজাপতিরুবাচ' এই বাক্যটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমপ্রপাঠকে

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে, অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি ॥ ১ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—এই মন্ত্রটি ধ্যান ও জপের নিমিত্ত পঠিত হয়। (এই মন্ত্র পড়িয়া ধ্যান করিবে ও এই মন্ত্র জপ করিবে) শ্যাম অর্থাৎ শ্যামবর্ণের ন্যায় দুরধিগম্য ও নিবিড়তাযুক্ত বা গভীর হার্দ্দ ব্রহ্মের (হৃৎপদ্মে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মের) উপাসনা হইতে শবল অর্থাৎ বিবিধকামবিমিশ্রিত বিচিত্র ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি, সেই শবল হইতেও আবার শ্যামকে প্রাপ্ত হইতেছি। অশ্ব যেমন রোমসমূহকে কম্পিত করিয়া গাত্রের ধূলিপ্রভৃতিকে নিক্ষেপ করিয়া (ঝাড়িয়া ফেলিয়া) নির্ম্মল হয়, সেইরূপ আমিও পাপকে দূরীভূত করিয়া, রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে মুক্তি পাইয়া উজ্জ্বল হয়, তেমনই আমিও এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া ও কৃতার্থ হইয়া শাশ্বত ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি, লাভ করিতেছি ॥ ১ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে" ইত্যাদিমন্ত্রাম্নায়ঃ পাবনো জপার্থশ্চ ধ্যানার্থো বা। শ্যামো গম্ভীরো বর্ণঃ, শ্যাম ইব শ্যামো হার্দ্দং ব্রহ্ম, অত্যন্তদুরবগাহত্বাৎ; তৎ হার্দ্দং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা ধ্যানেন, তস্মাৎ শ্যামাৎ শবলং, শবল ইব শবলঃ, অরণ্যাদ্যনেককামমিশ্রত্বাৎ ব্রহ্মলোকস্য শাবল্যং, তং ব্রহ্মলোকং শবলং প্রপদ্যে মনসা শরীরপাতাদ্বা ঊর্দ্ধং গচ্ছেয়ম্। যস্মাদহং শবলাৎ ব্রহ্মলোকাৎ নাম-রূপব্যাকরণায় শ্যামং প্রপদ্যে হার্দ্দং ব্রহ্মভাবং প্রপন্নোঽস্মীত্যভিপ্রায়ঃ, অতস্তমেব প্রকৃতিস্বরূপমাত্মানং শবলং প্রপদ্যে ইত্যর্থঃ। কথং শবলং ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যে ইতি? উচ্যতে—অশ্ব ইব স্বানি লোমানি বিধূয় কম্পনেন শ্রমং পাংস্বাদি চ রোমতোঽপনীয় যথা নির্ম্মলো ভবতি, এবং হার্দ্দব্রহ্মজ্ঞানেন বিধূয় পাপং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যং চন্দ্র ইব চ রাহুগ্রস্তস্তস্মাৎ রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ভাস্বরো ভবতি, তথা এব ধূত্বা প্রহায় শরীরং সর্ব্বানর্থাশ্রয়মিহৈব ধ্যানেন কৃতাত্মা কৃতকৃত্যঃ সন্ অকৃতং নিত্যং ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীতি। দ্বির্বচনং মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থম্। ১।

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—"শ্যামাৎ শবলং প্রপদ্যে" ইত্যাদি পবিত্র মন্ত্র জপ অথবা ধ্যানের নিমিত্ত পঠিত হইয়া থাকে। শ্যাম অর্থাৎ গভীর বা প্রগাঢ় বর্ণ। শ্যাম বলিতে এস্থানে শ্যামের ন্যায়, হার্দ্দ বা হৃৎপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্ম অত্যন্ত দুরবগাহ বা দুজ্ঞের্য় বলিয়া তাঁহাকে শ্যাম বলা হইয়াছে, সেই হার্দ্দ ব্রহ্মকে ধ্যানের দ্বারা অবগত হইয়া, সেই শ্যাম অর্থাৎ হার্দ্দ ব্রহ্ম হইতে শবল ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতেছি, অর্থাৎ মনের দ্বারাই হউক, অথবা দেহত্যাগের পরই হউক, শবল ব্রহ্মলোকে গমন করিব। শবল শব্দের অর্থ বিবিধ বিচিত্রবর্ণ, এস্থানে শবল শব্দে শবলের ন্যায় বুঝিতে হইবে, অরণ্য প্রভৃতি বহুবিধ কামমিশ্রিত বলিয়া ব্রহ্মলোকের শবলতা, অর্থাৎ শবলের ন্যায়। অভিপ্রায় এই যে, যে হেতু, আমি নাম-রূপ প্রকটনের নিমিত্ত (নাম-রূপাকারে প্রকটিত হইবার নিমিত্ত) শবল ব্রহ্মলোক হইতে শ্যাম অর্থাৎ হার্দ্দ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতেছি, অতএব প্রকৃতিস্বরূপ সেই শবল আত্মাকেই প্রাপ্ত হইতেছি। কি প্রকারে শবল ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতেছি, তাহাই বলিতেছেন, অশ্ব যেমন নিজ রোমসমূহকে বিধূত করিয়া, অর্থাৎ কম্পনের দ্বারা পরিশ্রম ও রোমসমূহ হইতে ধূলি প্রভৃতিকে অপনীত করিয়া (ঝাড়িয়া ফেলিয়া) নির্ম্মল হয়, সেইরূপ হার্দ্দ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্য পাপ অর্থাৎ পাপ পুণ্য উভয়কেই দূরীভূত করিয়া, রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যেমন সেই রাহুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভাস্বর বা উজ্জ্বল রূপে দীপ্তি পায়, সেইরূপ সমস্ত অনর্থ বা অনিষ্টের আশ্রয়স্বরূপ এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া, এই জন্মেই ধ্যানের দ্বারা কৃতকৃত্য বা সফল হইয়া সম্যক্‌রূপে অকৃত অর্থাৎ নিত্য ব্রহ্মলোক লাভ করিব। মন্ত্র সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'অভিসম্ভবামি' এই পদটি দুইবার উক্ত হইয়াছে॥ ১॥

অষ্টমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমপ্রপাঠকে

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ

আকাশো বৈ নাম নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তৎ ব্রহ্ম, তদমৃতং, স আত্মা। প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে, যশোঽহং ভবামি, ব্রাহ্মণানাং যশো রাজ্ঞাং যশো বিশাং যশোঽহমনুপ্রাপৎসি, স হাহং যশসাং যশঃ শ্যেতমদৎকমদৎকং শ্যেতং লিন্দু মাঽভিগাং লিন্দু মাঽভিগাম্ ॥ ১ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—সম্প্রতি উপাসনার উপযোগী ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, আকাশই অর্থাৎ আকাশ-শব্দবাচ্য ব্রহ্মই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক বা প্রকাশক; সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে অবস্থিত, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত, (মৃত্যুরহিত) তিনিই আত্মা। অতঃপর মন্ত্র বলিতেছেন, আমি প্রজাপতির অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সভাগৃহ প্রাপ্ত হইতেছি, আমি হইতেছি যশঃ বা যশঃস্বরূপ অর্থাৎ আত্মা, আমি ব্রাহ্মণগণের যশঃ, ক্ষত্রিয়গণের যশঃ, বৈশ্যগণের যশঃ অর্থাৎ আত্মভাব পাইতে ইচ্ছা করি; যশেরও যশঃস্বরূপ সেই আমি শ্যেত অর্থাৎ সুপক্ব বদরীফলের ন্যায় রক্তবর্ণ ও অদংক অর্থাৎ দন্তহীন হইয়াও অদৎক অর্থাৎ ভক্ষণকারী (ধ্বংসকারী) শ্যেত অর্থাৎ সুপক্ব বদরীফলের ন্যায় রক্তবর্ণ লিন্দু (স্ত্রীচিহ্ন) যেন প্রাপ্ত না হই, যেন প্রাপ্ত না হই। স্ত্রীচিহ্ন যে সর্ব্ববিধ অনর্থের হেতু, ইহাই জানাইবার নিমিত্ত 'লিন্দু মাঽভিগাম্' এই বাক্যটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—আকাশো বৈ ইত্যাদি ব্রহ্মণো লক্ষণনির্দ্দেশার্থম্ আধ্যানায়। আকাশো বৈ নাম শ্রুতিষু প্রসিদ্ধ আত্মা, আকাশ ইবাশরীরত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাচ্চ। স চাকাশো নাম-রূপয়োঃ স্বাত্মস্থয়োর্জ্জগদ্বীজভূতয়োঃ সলিলস্যেব ফেনস্থানীয়য়োর্নির্ব্বহিতা নির্ব্বোঢ়া ব্যাকর্ত্তা। তে নাম-রূপে যদন্তরা যস্য ব্রহ্মণোঽন্তরা মধ্যে বর্ত্তেতে,তয়োর্ব্বা নাম-রূপয়োরন্তরা মধ্যে যন্নামরূপাভ্যামস্পৃষ্টং যদিত্যেতৎ, তৎ ব্রহ্ম নাম-রূপবিলক্ষণং নাম-রূপাভ্যামস্পৃষ্টং, তথাঽপি তয়োর্নির্ব্বোঢ়, এবং-লক্ষণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। ইদমেব মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণেনোক্তং, চিন্মাত্রানুগমাৎ সর্ব্বত্র চিৎস্বরূপতৈবেতি গম্যতে একবাক্যতা। কথং তদবগম্যতে ইত্যাহ—

স আত্মা। আত্মা হি নাম সর্ব্বজন্তূনাং প্রত্যক্‌চেতনঃ স্বসংবেদ্যঃ প্রসিদ্ধঃ, তেনৈব স্বরূপেণোন্নীয় অশরীরো ব্যোমবৎ সর্ব্বগত আত্মা ব্রহ্মেত্যবগন্তব্যম্। তচ্চ আত্মা ব্রহ্ম অমৃতমমরণধর্ম্মা। অত ঊর্দ্ধং মন্ত্রঃ। প্রজাপতিশ্চতুর্ম্মুখঃ, তস্য সভাং বেশ্ম প্রভুবিমিতং বেশ্ম প্রপদ্যে গচ্ছেয়ম্। কিঞ্চ, যশোঽহং—যশো নামাত্মাঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাং, ব্রাহ্মণা এব হি বিশেষতস্তমুপাসতে ; ততস্তেষাং যশো ভবামি। তথা রাজ্ঞাং বিশাঞ্চ। তেঽপ্যধিকৃতা এবেতি তেষা-মপ্যাত্মা ভবামি। তৎ যশোঽহমনুপ্রাপৎসি প্রাপ্তুমিচ্ছামি। স হ অহং যশসামাত্মনাং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিলক্ষণানামাত্মা। কিমর্থমহমেবং প্রপদ্যে ইতি ? উচ্যতে—শ্বেতং বর্ণতঃ পক্ববদরসমং রোহিতম্। তথা অদৎকং দন্তরহিতমপি অদৎকং ভক্ষয়িতৃ স্ত্রীব্যঞ্জনং, তৎসেবিনাং তেজো-বল-বীর্য্য-বিজ্ঞান-ধর্ম্মাণামপহন্তৃ বিনাশয়িতৃ ইত্যেতৎ। যদেবং লক্ষণং শ্বেতং লিন্দু পিচ্ছলং, তৎ মা অভিগাং মা অভিগচ্ছেয়ম্। দ্বির্ব্বচনমত্যন্তানর্থহেতুত্ব-প্রদর্শনার্থম্ ॥ ১ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য চতুর্দ্দশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৪ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ধ্যানোপযোগী ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ নির্দ্দেশের নিমিত্ত 'আকাশো বৈ' ইত্যাদি বাক্য কথিত হইতেছে। আকাশের ন্যায় অমূর্ত্ত ও সূক্ষ্ম বলিয়া আত্মা শ্রুতিতে আকাশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সেই আকাশই (আত্মাই) জলমধ্যে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত ফেনের ন্যায় নিজের অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত জগতের বীজ বা কারণস্বরূপ নাম ও রূপের নির্ব্বাহকর্ত্তা বা প্রকাশক। সেই নাম ও রূপ যে ব্রহ্মের অভ্যন্তরে অবস্থিত, অথবা সেই নাম ও রূপের মধ্যে থাকিয়াও যিনি নাম ও রূপের দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। যদিও এই ব্রহ্ম নাম ও রূপ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, ও নাম এবং রূপের দ্বারা অস্পৃষ্ট, তথাপি তিনি নাম ও রূপের নির্ব্বাহকর্ত্তা, ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণেও ঠিক এইরূপই উক্তি আছে। বাস্তবিক-পক্ষে সর্ব্বত্রই চিৎস্বরূপের অনুগম বা চিৎস্বরূপের সহিত নিয়ত সম্বন্ধবশতঃ চিৎ-স্বরূপতা বা বিশুদ্ধ চৈতন্যই ব্রহ্মের স্বরূপ, ইহাই বুঝা যাইতেছে। উক্ত দুইটি শ্রুতিরই একবাক্যতাহেতু আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম যে চিৎস্বরূপই, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। কিরূপে তাহা জানা যাইতেছে ? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, তিনিই আত্মা, আত্মাই যে সমস্ত প্রাণীর প্রত্যক্‌চেতন অর্থাৎ সর্ব্বগত চৈতন্যস্বরূপ বা অন্তর্য্যামী, তাহা স্বসংবেদ্য অর্থাৎ নিজের অনুভবগম্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই প্রত্যক্‌চৈতন্যস্বরূপে চিন্তা করিলেই আকাশের ন্যায় অমূর্ত্ত ও সর্ব্বগত (সর্ব্বব্যাপী) আত্মাই যে ব্রহ্ম, ইহা জানা যায়। সেই আত্মা অর্থাৎ আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই অমৃত অর্থাৎ অমরণধর্ম্মী বা মৃত্যুরহিত। ইহার পর অর্থাৎ

ইহার পর যাহা বলা হইতেছে, তাহা মন্ত্রস্বরূপ। প্রজাপতির (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার) সভাগৃহ প্রভুসম্মত (অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত গৃহ) প্রাপ্ত হইব (সেস্থানে গমন করিব)। আর, আমি যশঃ, অর্থাৎ আমি হইতেছি ব্রাহ্মণগণের যশঃস্বরূপ আত্মা; কারণ, ব্রাহ্মণগণই বিশেষরূপে সেই ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, এই জন্যই আমি তাঁহাদিগের যশঃস্বরূপ; সেইরূপ ক্ষত্রিয়গণের ও বৈশ্য-গণেরও আমি হইতেছি যশঃস্বরূপ; কারণ, তাঁহারাও ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী, (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণেরও ব্রহ্মের উপাসনা করিবার অধিকার আছে) অতএব আমি তাঁহাদিগেরও যশঃস্বরূপ আত্মা। আমি তাঁহাদিগের যশকে পাইতে ইচ্ছা করি। (তাঁহাদিগের যশঃস্বরূপ হইতে ইচ্ছা করি)। সেই আমি যশঃসমূহের অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধিস্বরূপ আত্মসমূহের আত্মস্বরূপ। কি নিমিত্ত আমি এইরূপ প্রাপ্ত হইতেছি? (প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছি?) তাহাই বলিতেছেন, লিন্দু অর্থাৎ স্ত্রীব্যঞ্জন বা স্ত্রীচিহ্ন (যোনি) শ্যেত অর্থাৎ সুপক্ব বদরীফলের (কুল) ন্যায় রক্তবর্ণ, এবং উহা অদৎক অর্থাৎ দন্তবিহীন হইলেও অদৎক অর্থাৎ ভক্ষণকর্ত্তা, অর্থাৎ যাহারা ঐ স্ত্রীচিহ্নের সেবা করে, (যাহারা স্ত্রীসঙ্গ করে) ঐ স্ত্রীচিহ্ন তাহাদিগের তেজ, বল, বীর্য্য, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের অপহর্ত্তা বা বিনাশক। এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট শ্যেত (পক্ববদরীফলের ন্যায় রক্তবর্ণ) ও পিচ্ছিল যে লিন্দু অর্থাৎ স্ত্রীচিহ্ন, তাহাতে যেন আমাকে কখন গমন করিতে না হয়, (আমি যেন কখন স্ত্রীভোগে আসক্ত না হই অথবা আমাকে যেন গর্ভবাস-যাতনা ভোগ করিতে না হয়) ঐ স্ত্রীচিহ্ন যে সর্ব্ববিধ অনর্থের হেতু, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'লিন্দু মাঽভিগাম্' এই বাক্যটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ

তদ্ধৈতৎ ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ, প্রজাপতির্ম্মনবে, মনুঃ প্রজাভ্যঃ, আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ। স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্ম-লোকমভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ॥ ১ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে অষ্টমঃ
প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৮ ॥

ইতি সামবেদীয়-ছান্দোগ্যোপনিষৎ সম্পূর্ণা।

॥ ঃ*ঃ ॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥ ঃ*ঃ ॥

অনুবাদ।—সেই এই ব্রহ্মজ্ঞান চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রজাপতি কশ্যপকে বলিয়াছিলেন, তাহার পর প্রজাপতি কশ্যপ মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু আবার প্রজাসমূহকে অর্থাৎ মানবগণকে এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। গুরুগৃহে যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ও গুরুশুশ্রূষাদি কর্ম্ম করিয়া অবসরসময়ে বেদ ও বেদার্থ অধ্যয়ন করিবে। অনন্তর গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন-ক্রিয়া সম্পন্ন করত গৃহে আত্মীয়গণসমীপে আগমনপূর্ব্বক গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রয় করিয়া পবিত্র স্থানে বেদ অধ্যয়ন করিবে ও অন্যান্য ব্যক্তিকে ধার্ম্মিক করিবে, অর্থাৎ লোকসমূহ যাহাতে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হয়, এরূপ উপদেশ দান করিবে। সেই সঙ্গে নিজের ইন্দ্রিয়-সমূহকেও আত্মাতে সম্প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া তীর্থ-স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে হিংসাকার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। সেই বেদজ্ঞ ব্যক্তি যাবজ্জীবন এইরূপ আচরণ করিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে আর এই সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না ॥ ১ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদ্বৈতদাত্মজ্ঞানং সোপকরণম্ "ওমিত্যেতদক্ষরম্" ইত্যাদ্যৈঃ সহোপাসনৈস্তদ্বাচকেন গ্রন্থেনাষ্টাধ্যায়ীলক্ষণেন সহ ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভঃ পরমেশ্বরো বা তদ্দ্বারেণ প্রজাপতয়ে কশ্যপায় উবাচ, অসাবপি মনবে স্বপুত্রায়, মনুঃ প্রজাভ্যঃ; ইত্যেবং শ্রুত্যর্থসম্প্রদায়পরম্পরয়াঽঽগতমুপনিষদ্বিজ্ঞানমদ্যাপি বিদ্বৎসু অবগম্যতে। যথেহ ষষ্ঠাধ্যায়ত্রয়ে প্রকাশিতা আত্মবিদ্যা সফলাঽবগম্যতে, তথা কর্ম্মণাং ন কশ্চনার্থঃ, ইতি প্রাপ্তে তদানর্থক্যপ্রাপ্তিপরিজিহীর্ষয়া ইদং কর্ম্মণো বিদ্বদ্ভিরনুষ্ঠীয়মানস্য বিশিষ্টফলবত্ত্বেনার্থবত্ত্বমুচ্যতে, আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য সহার্থতোঽধ্যয়নং কৃত্বা যথাবিধানং যথা স্মৃত্যুক্তৈর্নিয়মৈর্যুক্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। সর্ব্বস্যাপি বিধেঃ স্মৃত্যুক্তস্যোপকুর্ব্বাণকং প্রতি কর্ত্তব্যত্বে গুরুশুশ্রূষায়াঃ প্রাধান্যপ্রদর্শনার্থমাহ—গুরোঃ কর্ম্ম যৎ কর্ত্তব্যং তৎ কৃত্বা কর্ম্মশূন্যো যোঽতিশিষ্টঃ কালঃ, তেন কালেন বেদমধীত্যেত্যর্থঃ। এবং হি নিয়মবতা অধীতো বেদঃ কর্ম্ম-জ্ঞানফলপ্রাপ্তয়ে ভবতি, নান্যথেত্যভিপ্রায়ঃ। অভিসমাবৃত্য ধর্ম্মজিজ্ঞাসাং সমাপয়িত্বা গুরুকুলান্নিবৃত্য ন্যায়তো দারানাহৃত্য কুটুম্বে স্থিত্বা গার্হস্থ্যে বিহিতে কর্ম্মণি তিষ্ঠন্নিত্যর্থঃ। তত্রাপি গার্হস্থ্যবিহিতানাং কর্ম্মণাং স্বাধ্যায়স্য প্রাধান্যপ্রদর্শনার্থমুচ্যতে—শুচৌ বিবিক্তে অমেধ্যাদিরহিতে দেশে যথাবদাসীনঃ স্বাধ্যায়মধীয়ানো নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম অধিকঞ্চ যথাশক্তি ঋগাদ্যভ্যাসঞ্চ কুর্ব্বন্, ধার্ম্মিকান্ পুত্রান্ শিষ্যাংশ্চ ধর্ম্মযুক্তান্ বিদধৎ ধার্ম্মিকত্বে তান্ নিয়মযন্ আত্মনি স্বহৃদয়ে হার্দ্দে ব্রহ্মণি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্য উপসংহৃত্য, সর্ব্বেন্দ্রিয়-গ্রহণাৎ কর্ম্মাণি চ সন্ন্যস্য, অহিংসন্ হিংসাং পরপীড়ামকুর্ব্বন্, সর্ব্বভূতানি স্থাবরজঙ্গমাণি ভূতানি অপীড়য়ন্নিত্যর্থঃ। ভিক্ষানিমিত্তমটনাদিনাঽপি পরপীড়া স্যাদিত্যত আহ—অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ, তীর্থং নাম শাস্ত্রানুজ্ঞা-বিষয়ঃ, ততোঽন্যত্রেত্যর্থঃ। সর্ব্বাশ্রমিণাং চৈতৎ সমানম্। তীর্থেভ্যোঽন্যত্র অহিংসৈবেত্যন্যে বর্ণয়ন্তি। কুটুম্ব এবৈতৎ সর্ব্বং কুর্ব্বন্ স খল্বধি-কৃতো যাবদায়ুষং যাবজ্জীবমেবং যথোক্তেন প্রকারেণৈব বর্ত্তয়ন্ ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে দেহান্তে; ন চ পুনরাবর্ত্ততে, শরীরগ্রহণায় পুনরাবৃত্তেঃ প্রাপ্তায়াঃ প্রতিষেধাৎ। অর্চ্চিরাদিনা মার্গেণ কার্য্য-ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্য যাবৎ ব্রহ্মলোকস্থিতিঃ, তাবত্তত্রৈব তিষ্ঠতি, প্রাক্ ততো নাবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাস উপনিষদ্বিদ্যাপরিসমাপ্ত্যর্থঃ॥ ১॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য পঞ্চদশখণ্ডভাষ্যম্॥ ১৫॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ
কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যে অষ্টমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ॥ ৮॥
ইতি সামবেদীয়ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্।

॥ ০॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥ ০॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—নানাবিধ উপকরণ বা উপায়সংবলিত, 'ওম্ ইত্যেতদক্ষরম্' ইত্যাদির উপাসনা ও তাহার প্রতিপাদক অষ্টাধ্যায়লক্ষণ

বিশিষ্ট গ্রন্থের সহিত সেই এই আত্মজ্ঞান হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ চতুর্মুখ ব্রহ্মা অথবা স্বয়ং পরমেশ্বরই ব্রহ্মা যায়া প্রথমতঃ কশ্যপ প্রজাপতিকে উপদেশ দিয়াছিলেন। অনন্তর এই কশ্যপ নিজপুত্র মনুকে, মনু আবার প্রজাসমূহকে অর্থাৎ মনুষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপ সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে সমাগত এই উপনিষৎ-বিজ্ঞান অদ্যাপিও বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হইতেছে, অর্থাৎ পণ্ডিতগণ অদ্যাপিও উপনিষৎ-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছেন। এই ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত তিনটি অধ্যায়ে (প্রপাঠকে) প্রকাশিত আত্মবিদ্যা যেরূপ সফল হইয়াছে বলিয়া জানা যায়, কর্ম্মসমূহের কোন অর্থই সেরূপ সফল বলিয়া জানা যায় না; এইরূপ সন্দেহ কাহারও হইতে পারে, এই সম্ভাবনায় ঐ আনর্থক্যসন্দেহ দূরীকরণেচ্ছায় বলিতেছেন যে, জ্ঞানী ব্যক্তিগণের দ্বারা অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মের ফলের বৈশিষ্ট্য হেতু সার্থকতা আছে, অর্থাৎ জ্ঞানিগণ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্ম্ম যে বিশেষ ফলপ্রদই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং কর্ম্ম নিরর্থক নহে। যথাবিধি স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিয়ম প্রতিপালনপূর্ব্বক আচার্য্যকুল অর্থাৎ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে বাস করিয়া তাঁহার নিকট অর্থের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিবে। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত সমস্ত বিধিই উপকুর্ব্বাণক ব্রহ্মচারীর অবশ্য পালনীয় হইলেও গুরুশুশ্রূষার প্রাধান্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত বলিতেছেন, গুরুর যে সমস্ত কার্য্য করা উচিত, সেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, যে সময়ে করিবার মত কোন কায আর থাকে না, সেই অবসরসময়ে বেদ অধ্যয়ন করিবে। এইরূপ নিয়ম পালন করিয়া যে বেদ অধ্যয়ন করা যায়, সেই অধীত বেদই কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে, (ফল প্রদান করে) উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে, তাহা ফলপ্রদ হয় না, ইহাই উপনিষৎকারের অভিপ্রায়। অনন্তর সমাবর্ত্তন অর্থাৎ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা সমাপ্ত করিয়া গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করত যথাবিধি দারপরিগ্রহ ও কুটুম্বে অবস্থান করিয়া (পরিজনগণমধ্যে থাকিয়া) গৃহস্থাশ্রমে যে সমস্ত কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই সমস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে। সেই গৃহস্থাশ্রমে বিহিত কর্ম্মসমূহের মধ্যেও আবার নিত্য বেদাধ্যয়নের প্রাধান্য প্রদর্শনের (অবশ্য-কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদনের) নিমিত্ত বলিতেছেন, শুচি অর্থাৎ কেশ অস্থি প্রভৃতি অপবিত্র দ্রব্যবিরহিত পবিত্র স্থানে যথাবিধি আসীন অর্থাৎ উপবিষ্ট হইয়া বেদ অধ্যয়ন করত অর্থাৎ সামর্থ্যানুযায়ী নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম—যত অধিক করিতে পারা যায়, তাহা সম্পাদন ও ঋগ্বেদাদি বেদসমূহ নিত্য অভ্যাস বা পাঠ করিবে। এইরূপ কার্য্যে নিরত থাকিয়া পুত্র ও শিষ্যগণ যাহাতে ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়, তাহাদিগকে

সেইরূপ শিক্ষাদান করিবে ও ইন্দ্রিয়সমূহকে আত্মায় অর্থাৎ নিজের হৃদয়ে অবস্থিত ব্রহ্মে সংস্থাপিত ও উপসংহৃত করিয়া, (বিষয়াসক্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত বা সংযত করিয়া) এ স্থানে ইন্দ্রিয় শব্দের উল্লেখ করায় বুঝিতে হইবে যে, সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া, (কর্ম্মের ফললাভের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বা নিষ্কাম হইয়া) কোন প্রাণীর হিংসা না করিয়া—স্থাবর জঙ্গম কোন ভূতেরই পীড়া উৎপাদন না করিয়া—এ স্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্থাবর জঙ্গম কোন ভূতই যাহাতে পীড়িত না হয়, এ উক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? কারণ, ভিক্ষার নিমিত্ত ভ্রমণাদি কালেও ত পরপীড়া সম্ভব হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তীর্থস্থান ব্যতীত অন্যত্র ; তীর্থ শব্দের অর্থ—শাস্ত্রানুমোদিত বিষয়, তদ্ব্যতীত অন্য স্থানে, অর্থাৎ শাস্ত্র যে সমস্ত বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে যদি কোনরূপ হিংসা হয়, তাহা দোষাবহ নহে, অন্য স্থলে হিংসাই দোষাবহ। এই বিধিটি সমস্ত আশ্রমীদিগের পক্ষেই সমান। কেহ কেহ বলেন যে—প্রসিদ্ধ তীর্থব্যতিরিক্ত স্থলে হিংসা করিবে না, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। কুটুম্ব অর্থাৎ পোষ্যবর্গ বিষয়ে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমেই এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিবে। (ভাবার্থ এই যে—ব্রহ্মচারী দুই প্রকার ;—উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। এই দুই প্রকার ব্রহ্মচারীকেই উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাস করিয়া যথাশাস্ত্র নিয়মসমূহ প্রতিপালনপূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষা করিতে হয়, গুরুর সমস্ত আদেশ ও তাঁহার আবশ্যকীয় কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করিয়া যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে, সেই সময়েই বেদ অধ্যয়ন করিতে হয়। গুরু যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ কার্য্যই করিতে হয়। ইহাতে তাহার অধ্যয়ন হউক আর না হউক ; শিষ্যের সেবায় গুরু সন্তুষ্ট হইলে অধ্যয়ন না করিলেও গুরুর তপস্যার প্রভাবে ও তাঁহার আশীর্ব্বাদেই শিষ্যের বিদ্যালাভ হয়। যাঁহারা দ্বাদশ বৎসর এই ভাবে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দারপরিগ্রহ করত গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য প্রতিপালন করেন, তাঁহাদিগকে উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী বলা হয়। গৃহস্থাশ্রমী হইয়াও নিত্য বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। আর যাঁহারা দারপরিগ্রহ না করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গুরুগৃহেই বাস করেন, তাঁহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে। নৈষ্ঠিকদিগকে গৃহস্থোচিত কোন কার্য্যই করিতে হয় না) সেই অধিকারী ব্যক্তি যাবজ্জীবন এইরূপ আচরণ করিয়া দেহপাতানন্তর ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে পুনরায় দেহ ধারণ করিবার নিমিত্ত ইহলোকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না ; দেহান্তে সাধারণতঃ সকল জীবেরই পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে, সম্ভাবিত

সেই পুনর্জ্জন্ম নিষেধের অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে যে, ইহলোকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। দেহান্তে অর্চ্চিরাদি মার্গ দ্বারা কার্য্য-ব্রহ্ম অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোকে গমন করেন, আর সেই ব্রহ্মলোক যত কাল থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত সেই লোকেই অবস্থান করেন, তাহার পূর্ব্বে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'ন চ পুনরাবর্ত্ততে' এই বাক্যটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সামবেদীয়-ছান্দোগ্যোপনিষদের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ইতি অষ্টম প্রপাঠক সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

॥ * ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥ * ॥

—ঃ শান্তিপাঠঃ ঃ—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে যে উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অনুবাদ।—আমার অঙ্গসমূহ আপ্যায়িত বা পরিতৃপ্ত হউক, এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, কর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহও আপ্যায়িত হউক অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্যসম্পাদনে সামর্থ্য লাভ করুক। সমস্ত বেদ ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে আমি যেন কখন পরিত্যাগ না করি, অর্থাৎ তাঁহাতে যেন বীতশ্রদ্ধ না হই, ব্রহ্মও যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন। আমি যেন প্রত্যাখ্যাত না হই, প্রত্যাখ্যাত না হই। উপনিষৎশাস্ত্রে আত্মার যে সমস্ত ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মসমূহ আমাতে বিদ্যমান থাকুক, বিদ্যমান থাকুক।